নজরুল জীবনের শেষ পর্যায়

শেখ দরবার আলম

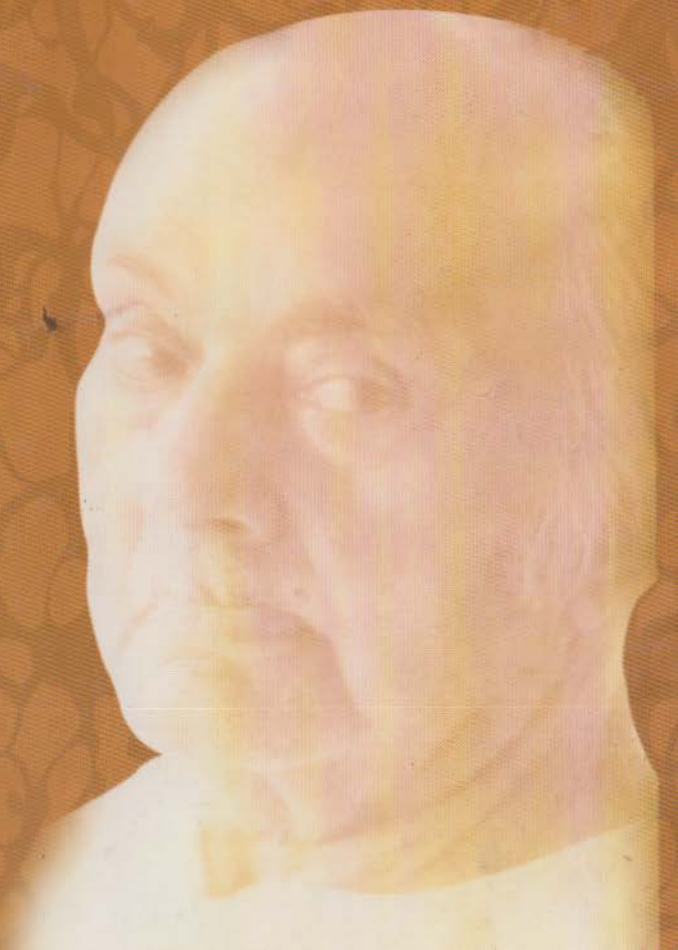

নবযুগ
ও
নজরুল
জীবনের
শেষ
পর্যায়

শেখ দরবার আলম

আল-আমীন প্রকাশন
ঢাকা

www.pathagar.com

নবযুগ ও নজরুল জীবনের শেষ পর্যায়
শেখ দরবার আলম

প্রকাশক
আলাউদ্দীন আহমাদ
আল-আমীন প্রকাশন
৩৮/৩, কম্পিউটার কমপ্লেক্স
বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০
ফোন : ৮১২৫১৮৮, মোবা : ০১১-০৯১৫০৭

প্রথম প্রকাশ : জুলাই ১৯৮৯

দ্বিতীয় সংস্করণ : অক্টোবর ২০০২

তৃতীয় সংস্করণ : ফেব্রুয়ারী ২০০৬

প্রচ্ছদ : মুবাশ্বির মজুমদার

কম্পিউটার কম্পোজ ও মুদ্রণ
কোবা এ্যাডভারটাইজিং এণ্ড প্রিন্টার্স
৪৩৫/এ-২, চাষীকল্যাণ ভবন (৩য় তল)
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোন : ৯৩৩৫৯২৫

মূল্য : ৩০০ টাকা

ISBN : 984-8486-10-0

NAVAYUG O NAZRUL JIBANER SHESH PARJAY: The Navayug and the last stage of Nazrul's life, Written by Sheikh Darber Alam in Bengali and Published by Alauddin Ahmed, Al-Amin Prokason, 38/3 Computer Complex Bangla Bazar, Dhaka-1100. February-2006

Price: Tk. 300
U.S.$-15 Dollar

www.pathagar.com

উৎসর্গ

হাড়োয়া পীর গোরাচাঁদ হাই স্কুলে
যখন তাঁর ছাত্র ছিলাম
সেই সময় থেকে
নানান সময়ে
যিনি আমাকে
নজরুল চর্চায়
উৎসাহিত করেছেন
আমার সেই প্রিয় ও আদর্শ শিক্ষক,
মনীষী-লেখক,
বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ
মরহুম কাজী মোহাম্মদ মোস্তফা
স্মরণে

www.pathagar.com

আল-আমীন প্রকাশন-এর অসামান্য কটি প্রকাশনা

❋ বিশ্বনবী মুহম্মাদ	ঃ	মূল: যাইনুল আবেদীন রাহনুমা অনু: আবু জাফর
❋ আল-কুরআন জিজ্ঞাসা ও জবাব	ঃ	ড. আবদুল ওয়াহিদ
❋ তাফসীর সাহিত্যের ইতিহাস	ঃ	মূল: আবদুস সামাদ সারিম আল-আযহারী অনু: ড. আবদুল ওয়াহিদ
❋ তাফসীর সাহিত্য ও সাহিত্যিক	ঃ	মূল ড. রশীদ আহম্মদ জালন্ধরী অনু: ড. আবদুল ওয়াহিদ
❋ ইসলামী অর্থনীতি: দর্শন ও কর্মকৌশল	ঃ	শাহ্ আবদুল হান্নান
❋ ইসলামী ব্যাংকিং: তত্ত্ব প্রয়োগ পদ্ধতি	ঃ	আ. রাকীব/ শেখ মোহাম্মদ
❋ জাতীয় অধ্যাপক দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ: ব্যক্তি ও জীবন	ঃ	ড. আবদুল ওয়াহিদ
❋ ড. সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন: জীবন ও কর্ম	ঃ	মেসবাহ উদ্দীন আহমেদ
❋ কথাশিল্পী অধ্যাপক শাহেদ আলী: জীবন ও কর্ম	ঃ	ড. আবদুল ওয়াহিদ
❋ হাদীস শাস্ত্রের ইতিবৃত্ত	ঃ	ড. মুহম্মদ শ্লিল্লাহ্
❋ গোয়েন্দা সংস্থার সাবেক প্রধানদের কথা-বাংলাদেশে 'র' : আগ্রাসী গুপ্তচরবৃত্তির সন্ধানে	ঃ	আবু রুশ্‌দ
❋ ইনসাইড 'র' ভারতীয় গুপ্তচর	ঃ	আবু রুশ্‌দ
❋ জাতীয় নিরাপত্তা রণনীতি ও সশস্ত্রবাহিনী	ঃ	আব রুশ্‌দ
❋ আওয়ামী লীগ ও সশস্ত্রবাহিনী	ঃ	আবু রুশ্‌দ
❋ সংস্কৃতি ও সহাবস্থান	ঃ	শেখ দরবার আলম
❋ আল-মাহমুদের বিশ্বাসের কবিতা	ঃ	মূল: কবি আল-মাহমুদ সম্পাদনা: জাকির আবু জাফর
❋ বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষা: প্রাপ্তি ও প্রত্যাশা	ঃ	ড. আবদুল ওয়াহিদ
❋ অন্য ক্ষেত অন্য ফসল	ঃ	ড. আবদুল ওয়াহিদ
❋ রাঙ্গামাটির রহস্য রঙ্গ	ঃ	আতা সরকার
❋ রাজার বাড়ি ধূমধাড়াক্কা	ঃ	আতা সরকার
❋ চন্দ্রলোকে গণ্ডগোল	ঃ	আতা সরকার
❋ কায়েদে আজম	ঃ	আকবর উদ্দিন
❋ নির্বাচিত প্রবন্ধ	ঃ	মতিউর রহমান মল্লিক
❋ আন্দামানের নাথান	ঃ	আহম্মদ আতীক
❋ কালের ধ্বনি	ঃ	জাহাঙ্গীর আলম প্রধান
❋ মুসাদ্দাস-ই-হালী	ঃ	কবি গোলাম মোস্তফা অনুদিত
❋ দেশ জাতি সমাজ সংস্কৃতি	ঃ	ড. আবদুল ওয়াহিদ
❋ জ্যোছনাভরা রাত	ঃ	হাসান মাহমুদ
❋ বিন্দু বিন্দু জল	ঃ	মকবুলা পারভীন
❋ আমার কটি লেখা	ঃ	অধ্যাপিকা তাহমিনা বেগম

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

নিবেদিতপ্রাণ নজরুল গবেষক শেখ দরবার আলম তাঁর সাংবাদিকতা এবং সাহিত্য সাধনার প্রতিটি বাঁকে তিনি যে অকৃত্রিম নজরুল-প্রেমিক তা এই নজরুল জীবনীমূলক গ্রন্থেও ভাস্বর হয়ে উঠেছে। কথায়-কাজে, চলনে-বলনে এবং লেখার মাধ্যমে তিনি জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামকে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক আঙিনায়ও 'জাতীয় কবি' হিসেবে মূল্যায়ন করার ক্ষেত্রে একেবারেই অকৃপণ। এর সাক্ষ্য তাঁর নজরুলবিষয়ক লেখালেখি, বক্তৃতা-বিবৃতি আর গ্রন্থাবলী। নজরুলবিষয়ক প্রতিষ্ঠানে প্রকাশনার ক্ষেত্রেও জাত প্রকাশকের ভূমিকায় সফলতা অর্জনে ধন্য হয়েছেন নিজে, ধন্য করেছেন জাতিকে।

প্রলিফিক রাইটার শেখ দরবার আলম-একটি নাম, একটি ইনস্টিটিউশন। নজরুলবিষয়ক তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থ জাতিকে দিক্‌নির্দেশনা দিয়ে আসছে। যে কোনো বিষয়ের মূলে গিয়ে তিনি গবেষণার কাজ সম্পন্ন করেন। তাঁরই লেখা এই 'নবযুগ ও নজরুল জীবনের শেষ পর্যায়' শীর্ষক অনন্যসাধারণ বর্তমান গ্রন্থ। তিনি এ গ্রন্থে নবযুগকে বাহন করে নজরুল জীবনের শেষ অধ্যায়টি পাঠক সমক্ষে এমনভাবে উপস্থাপন করেছেন, মনে হবে যেন আমাদের জাতীয় কবিকে পাঠক বিভিন্ন সময়, বিভিন্নভাবে প্রত্যক্ষ করছেন, তাঁর সাথে কথা বলছেন, ভাব বিনিময় করছেন, চা-টেবিলে দিচ্ছেন চুটিয়ে আড্ডা। নি:সন্দেহে এ গ্রন্থ শেখ দরবার আলমের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অবদান। আমাদের দৈন্যতার এবং আকালের বর্তমান প্রেক্ষাপটে এ গ্রন্থ জাতিকে সঠিক দিক-নির্দেশনা দেবে ভেবেই গ্রন্থটি প্রকাশে আমরা সযত্ন হয়েছি। আমাদের সাহিত্য ভাণ্ডারকে বিশেষ করে নজরুল গবেষণাকে এ গ্রন্থ যে সমৃদ্ধ করবে–এব্যাপারে আমাদের এতটুকুন সন্দেহ নেই। আমরা লেখকের দীর্ঘ জীবন কামনা করি। গ্রন্থটি অবশ্যই পাঠক-নন্দিত হবে–এ ব্যাপারে আমরা দৃঢ় আশাবাদ প্রকাশ করছি।

আলাউদ্দীন আহমাদ

www.pathagar.com

প্রথম সংস্করণে

[ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ-এর প্রকাশনা পরিচালকের লেখা]

আমাদের কথা

কাজী নজরুল ইসলাম আমাদের জাতীয় কবি। তাঁর প্রতিভা ও ব্যক্তিত্বের অতুলনীয় প্রাণস্পর্শী ছোঁয়ায় আমাদের এই জাতির ইতিহাস-ঐতিহ্য, আশা-আকাঙ্ক্ষা পরিপূর্ণরূপে ব্যক্ত হয়েছে।

পলাশীর যুদ্ধ নামক প্রহসনের পর থেকে ষড়যন্ত্রে বিজয়ী ইংরেজ মুসলমানদেরকে কেবল রাজনৈতিক দিক দিয়ে নিরস্ত্র এবং হতবল করেনি, অর্থনৈতিক দিক দিয়ে নি:স্ব এবং সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে সত্তাহীন করার পাকা বন্দোবস্ত ক'রেছিল।

একটা জাতি যখন ক্রমাগত বঞ্চিত হয় এবং পিছিয়ে পড়ে তখন তার মধ্যে একটা হীনমন্যতাও ঠাঁই ক'রে নেয়, নানান সঙ্কীর্ণতাও বাসা বাঁধে।

আমাদের সাহিত্য-সঙ্গীতে নজরুল ইসলামের সব চেয়ে বড় অবদান এই যে, তিনি পিছিয়ে পড়া এই জাতির কাঁধ থেকে হীনমন্যতার জোয়ালটা ছুঁড়ে ফেলে দেওয়ার সাংস্কৃতিক কাজটা নানান দিক দিয়েই ক'রতে পেরেছিলেন। তাই তিনি আমাদের পুনর্জাগরণেরও কবি।

এই মহান কবিকে জানতে হ'লে, তাঁর জীবন ও সৃষ্টির আর্থ-সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক নানান বিষয়কে ঐতিহাসিক পটভূমিকায় রেখেই তা ক'রতে হবে। বর্ণাঢ্য ও বৈচিত্র্যপূর্ণ নজরুল জীবন সম্পর্কে সঠিক অনুভব এবং উপলব্ধির জন্য সেটাই প্রয়োজন।

মহান কবি কাজী নজরুল ইসলামের একনিষ্ঠ ভক্ত, নজরুল গবেষক শেখ দরবার আলম নানান তারিখ-তথ্য দিয়ে সেই কাজটাই ক'রে আসছেন। "নবযুগ ও নজরুল জীবনের শেষ পর্যায়" শিরোনামে এই গ্রন্থে সেই কাজটাই আছে।

এই গ্রন্থটি জীবনীবিষয়ক হ'য়েও একাধারে কবির সৃষ্টিবিষয়কও বটে। সৃষ্টিবিষয়কও এই জন্যই যে, এতে শেষ পর্যায়ের দৈনিক নবযুগের লেখা সম্পর্কে নথি-তথ্যভিত্তিক বিস্তারিত আলোচনাও আছে। তাঁর এই গ্রন্থ থেকে নজরুল গবেষকরা পাবেন তথ্যানুসন্ধানের নতুন দিগন্ত।

শেখ দরবার আলমের একটা বড় কৃতিত্ব, তিনি যে অজস্র তথ্য সংগ্রহ ক'রেছেন, কেবল তাই নয়, সেগুলিকে তিনি সময়ানুক্রমিক সাজিয়েও দিয়েছেন। সংশ্লিষ্ট প্রসঙ্গে কোনো কোনো ক্ষেত্রে তিনি তাঁর অভিজ্ঞতা, অনুভব ও উপলব্ধির কথাও সরাসরি স্মরণ ক'রেছেন। এই গ্রন্থ জাতির অনেকখানি প্রয়োজন মেটাবে।

সবার সহযোগিতায় নানান দিক থেকে নজরুল চর্চা ব্যাপক প্রসার লাভ করুক, আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে এই মুনাজাত করি।

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
১লা জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৬, ১৫ই মে ১৯৮৯

ফরীদ উদ্দীন মাসউদ
প্রকাশনা পরিচালক

www.pathagar.com

ভূমিকা

গ্রন্থের মূল বিষয়বস্তু সম্পর্কে যা বলার তা 'লেখকের নিবেদন'-এ ব'লেছি। 'লেখকের নিবেদন' পাণ্ডুলিপি প্রণয়নের অব্যবহিত পর বেশ কয়েক বছর আগে লেখা। পাণ্ডুলিপির সঙ্গেই তা জমা দিয়েছিলাম। পাণ্ডুলিপির অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ অংশ সম্পাদনাকালে বাদ যাওয়ায় প্রুফ দেখার সময় 'লেখকের নিবেদন'-এ কিঞ্চিৎ রদবদল ক'রতে হ'য়েছে।

এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত ক'রেছিলাম অনেক বছর আগে, যখন আমি কলকাতায় এবং পশ্চিম বঙ্গের আরো নানান জায়গায় আর্কাইভাল ওয়ার্ক করছিলাম। ওখানে থাকতেই লেখা। আমার 'অজানা নজরুল' গ্রন্থটিও ওখানে থাকতেই লেখা। মল্লিক ব্রাদার্সের শ্রদ্ধেয় রজব আলী মল্লিক সাহেবকে দিয়েছিলাম ইসলামিক ফাউণ্ডেশনে দেওয়ার অনেক পরে। কিন্তু গ্রন্থটি ইতোমধ্যেই প্রায় বছর খানেক হ'লো বার হ'য়েছে এবং সুধীজনের সমাদর লাভ ক'রেছে।

পাণ্ডুলিপিটি ইসলামিক ফাউণ্ডেশনে দিয়েছিলাম ১৯৮৬'-র প্রথম ভাগে। গ্রন্থটি প্রকাশিত হ'তে বড্ড বেশী বিলম্ব হ'লো। এক সময় আমি হতাশ হ'য়ে প্রায় হাল ছেড়ে দিয়েছিলাম এই ভেবে যে, এটা বোধ হয় আর প্রকাশিত হবে না। পূর্ববঙ্গ প্রেস অকস্মাৎ সাড়া দিয়েছেন দেখে এখন এই ভূমিকা লেখার সময় অন্তত মনে হ'চ্ছে বইটা হয়তো বা'র হ'তে পারে। তদুপরি ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের সংশ্লিষ্ট নিকটজনরাও চাইছেন গ্রন্থটি যতো শিগগির সম্ভব বা'র হোক। গ্রন্থটি বাঁধাই হ'য়ে পাঠকের হাতে পৌঁছলে ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ এবং পূর্ববঙ্গ প্রেস, উভয়ের কাছে কৃতজ্ঞ থাকবো। প্রকাশনাসূত্রে উভয় প্রতিষ্ঠানের অনেকের সাথেই ঘনিষ্ঠতা হ'য়েছে। ফলে এঁদের কারো নাম পৃথক ক'রে উল্লেখ করা ঠিক হবে না। তবু পূর্ববঙ্গ প্রেসের অন্যতম মালিক জনাব মোহাম্মদ মোতাহার হোসেনের উৎসাহের, আন্তরিকতার কথা উল্লেখ ক'রছি।

কিন্তু প্রথমে যে চারটি ফর্মার ফাইনাল প্রুফও দেখার সুযোগ পাইনি সেখানে অনেক খানি অসঙ্গত ছাপার ভুলও থেকে গেলো। ঐ চারটি ফর্মা নতুন ক'রে ছাপা কার্যত আর সম্ভব না হওয়ায় প্রথম চার ফর্মা ছাপার ভুল-ত্রুটিগুলির সংশোধনী দিলাম। পত্নী আক্তারা আলম তাড়াহুড়া ক'রে কোনো রকমে যে একটি নির্ঘণ্ট প্রস্তুত ক'রে দিয়েছিলেন সেটি দিলাম। কতখানি প্রয়োজন মেটাবে তা বলা শক্ত। তবে পাঠককে বোধ হয় প্রয়োজনীয় বিষয়াদি খুঁজে পাওয়ার ব্যাপারে একেবারে অন্ধকারেও রাখবে না।

ত্রুটি-বিচ্যুতির আরো অনেক কিছুই হয়তো থেকে গেলো। তবু বিপদগামী করার মতো বড় রকমের ত্রুটি-বিচ্যুতি বোধ হয় আর থাকছে না।

এরপরও পাঠক যদি আদ্যন্ত বইটি পড়ার চেষ্টা করেন তবে অনেক কিছুই যে পাবেন সেটা নিশ্চিত ক'রেই বলা যায়। পাঠক স্পষ্টতই উপলব্ধি করতে পারবেন, গ্রন্থটি দেখার খুবই দরকার ছিলো।

এই গ্রন্থের মূল পাণ্ডুলিপির পরিশিষ্টে সংযুক্ত করা হ'য়েছিল নজরুল-সমসাময়িক হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে বিখ্যাত নানান জনের কিছু দুষ্প্রাপ্য নিবন্ধ। আমি এগুলো সমসাময়িক পত্র-পত্রিকা থেকেই সংগ্রহ ক'রেছিলাম। সম্পাদনকালে সেগুলো বাদ পড়ায় গ্রন্থের মূল পরিকল্পনা এবং আবেদন অনেকাংশেই ব্যাহত হ'য়েছে। সেগুলো থাকলে আমার নিজের মন্তব্যাদি বাদ দিলেও তেমন ক্ষতি ছিল না। কেননা, সেগুলো ছিল আমার বক্তব্যের সপক্ষেই প্রমাণস্বরূপ।

এরপর বিশেষত প্রথম চারটি ফর্মার ছাপার মারাত্মক ভুল আমাকে মর্মাহত ক'রেছে। সাব-

www.pathagar.com

হেডিং-এ 'কথা'-কে এক জায়গায় করা হ'য়েছে 'থাক'। যেমন, ৪০ পৃষ্ঠায় একটি নিবন্ধের শিরোনামে 'মুখ বিশেষে ভাল কথা'র জায়গায় করা হ'য়েছে 'মুখ বিশেষে ভাল থাক'।

৩ পৃষ্ঠার শেষাংশে ইংরেজী খবরের শিরোনামটি হবে বড় হরফে দু' লাইনে:

The Meaning of Pakistan Scheme Explained

Muslim Students Conference At Town Hall

৫ পৃষ্ঠায় ইংরেজী হেডিং-এ ELAG-এর জায়গায় হবে FLAG এবং WARONING -এর জায়গায় হবে WARNING.

৬ পৃষ্ঠার ষষ্ঠ পঙক্তির শেষ দিকে ১৫ আশ্বিন ১৩৪৮-এর জায়গায় হবে ২ অক্টোবর ১৯৪১।

৬৩ পৃষ্ঠায় একাদশ পঙক্তিতে 'ভারত রত্ন'র জায়গায় হবে 'ভারত কলঙ্ক'।

৩০ পৃষ্ঠায় প্রথম ভাগে শিরোনামে '১২৩তম'-এর জায়গায় হবে '১২৯তম'।

৩০ পৃষ্ঠায় শেষভাগে হুগলী চুঁচুড়ার খবরটির শিরোনাম হবে মোটা হরফে এবং এটা বিন্যস্ত হবে এভাবে:

হুগলী ইমাম বাড়ার মুতাওয়াল্লী

রহস্যজনকভাবে নিহত

৭৫ বৎসরের বৃদ্ধকে শ্বাসরোধ করিয়া হত্যা

৩১ পৃষ্ঠায় তৃতীয় পঙক্তির শেষে 'করা' ক্রিয়াপদের পর পূর্ণচ্ছেদসহ বসবে 'হইয়াছে'।

১৮ পৃষ্ঠায় একুশ পঙক্তিতে 'আলম'-এর জায়গায় হবে 'আনাম'।

১৯ পৃষ্ঠায় শেষে কবিতাংশের পর বর্জন (.....) চিহ্ন হবে। উদ্বৃত এই কবিতাংশের শেষ পঙক্তির আগের পঙক্তিতে 'ন' হবে, 'ণ' নয়।

৩২ পৃষ্ঠায় তৃতীয় পঙক্তির শেষে বিস্ময়সূচক চিহ্ন (!) হবে। গ্রন্থের ১৫নং ছবির পজেটিভ ভুলক্রমে উল্টো বসায় এর ক্যাপশন হবে 'সর্দ্দার আওরঙ্গজেব খাঁ এম. এল. এ. (বাঁ দিকে) এবং লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সভায় যোগদানের জন্য আগত লীগের সেক্রেটারী নওয়াবজাদা লিয়াকত আলী খাঁ (ডান দিকে)'। এ রকম ভুল-ত্রুটিগুলির সংশোধনী দিতে হ'লো। পাঠককে সচেতন রাখার প্রয়োজনে ভূমিকায়ও এর উল্লেখ করলাম। পরবর্তী সংস্করণে সবকিছু সংশোধন ক'রে দেওয়ার ইরাদা রইল।

এহেন অবস্থায় পাণ্ডুলিপিটি বছর দুই প্রেসে আটকে থাকার পর এমন একটা সময়ে প্রকাশিত হ'চ্ছে যখন সেই আগের মতো আমার উৎসাহের তেমন কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। তবু বইটি প্রকাশ পেলে ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ এবং পূর্ববঙ্গ প্রেসের সবাইকে আপনজন ভাববো। এই গ্রন্থ প্রকাশের ব্যাপারে প্রকাশনা বিভাগের মাননীয় পরিচালক শ্রদ্ধেয় ফরীদ উদ্দীন মাসউদ সাহেব এবং তাঁর সহকর্মীদের মধ্যে যাঁরা সহযোগিতা ক'রেছেন তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ থাকবো। পরবর্তী সংস্করণে নজরুল জীবনী গ্রন্থে এই পর্বটি আরো অনেক তথ্যাদি সহযোগে অন্যভাবে পরিবেশন করার ইচ্ছা রইল। আল্লাহ্ যেন আমাকে সেই তৌফি দেন।

১৩ বৈশাখ ১৩৯৬
২৬ এপ্রিল ১৯৮৯

শেখ দরবার আলম
বি ৯২/এফ ১৩ এ.জি.বি. কলোনী, (৪র্থ তল)
মতিঝিল, ঢাকা

www.pathagar.com

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

"নবযুগ ও নজরুল জীবনের শেষ পর্যায়" শিরোনামে এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত হয় জুলাই ১৯৮৯ (শ্রাবণ ১৩৯৬: যিলহজ্জ ১৪০৯)-এ। প্রথম সংস্করণের ভূমিকা লিখেছিলাম ১৩ বৈশাখ ১৩৯৬ (২৬ এপ্রিল ১৯৮৯) তারিখে।

ভূমিকায় উল্লেখ ক'রেছিলাম, গ্রন্থের মূল বিষয়বস্তু সম্পর্কে যা ব'লবার তা 'লেখকের নিবেদন'-এ ব'লেছি। 'লেখকের নিবেদন' পাণ্ডুলিপি প্রণয়নের অব্যবহিত পর বেশ কয়েক বছর আগে লেখা। পাণ্ডুলিপির সঙ্গেই তা জমা দিয়েছিলাম।

এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশের তৎকালীন প্রকাশনা পরিচালক ফরীদ উদ্দীন মাসউদ ১লা জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৬ (১৫ই মে ১৯৮৯) তারিখে "আমাদের কথা" শিরোনামে যা লিখেছিলেন তাও এই গ্রন্থে হুবহু পরিবেশন করলাম।

সেই প্রথম সংস্করণের পঁচিশটি লেখক কপি পেয়েছিলাম। কারো কারো অসূয়াপ্রবণতার কারণে প্রাপ্য লেখক সম্মানী পাই নি। আর গ্রন্থটির সোয়া তিন হাজার কপির মধ্যে হাজার তিনেক কপি সেলস কাউন্টার থেকে বিক্রী না হ'য়ে অবৈধ পথে প্রথমে গেলো কোনো দোকানে এবং পরে ফুটপাথেও বিক্রী হ'য়েছিল। এ বিষয়ে বারংবার কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা ক'রেও ব্যর্থ হয়েছি। এ বিষয়ে দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক বাংলা, দৈনিক সংবাদ প্রভৃতি জাতীয় দৈনিকে চিঠিপত্রও লিখেছিলাম। সেগুলো ছাপাও হ'য়েছে কিন্তু কোনো কিছুতেই কোনো কাজ হয়নি। খুব কষ্ট পেয়েছিলাম।

যে আবেগ নিয়ে একটা সেবামূলক দৃষ্টিভঙ্গিতে এই কাজটা ক'রেছিলাম সেটা খুবই আহত হ'য়েছিল।

মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলার মতো অবস্থা হ'য়েছিল আমার।

এই আঘাত মোটামুটি সামলাতে এক যুগ সময় লেগেছে আমার।

এই গ্রন্থের তথ্যাদি সংগ্রহ করতে দিনের পর দিন মাসের পর মাস বছরের পর বছর দশটা পাঁচটা অফিস করার মতো নয়, দশটা ছ'টা অফিস করার মতো আর্কাইভাল ওয়ার্ক ক'রেছি আমি। বাসা থেকে খেয়ে যেতাম, একটা টিফিন বক্সে টিফিন নিয়ে যেতাম।

আমি বিখ্যাত হওয়ার জন্য একাজ করিনি।

আমি সমাজ সেবামূলক দৃষ্টিভঙ্গিতেই এ কাজ ক'রেছি। তদুপরি আমি নজরুলভক্ত।

অথচ আমার কাজটা কোনো কোনো লোকের অসূয়াপ্রবণতার শিকার হ'লো। তারা এভাবে সমাজ, সংস্কৃতি এবং নজরুল চর্চারও ক্ষতি করলেন। পরে বুঝেছি, আত্মকেন্দ্রিক লোকজন এ রকমই করেন। আর এ রকম লোক এই রকমই হন।

তদুপরি বুঝলাম, সরকারি-আধাসরকারি প্রতিষ্ঠানে বিভ্যু-টিভ্যুর সংস্থান এবং কারো

www.pathagar.com

কারো অসূয়া চরিতার্থ করার সুযোগ থাকায় দুষ্প্রাপ্য তারিখ-তথ্য এবং বিশ্লেষণসম্বলিত নতুন কিছু বা'র হওয়ার সুযোগ নিতান্তই কম।

আরো মর্মান্তিক ঘটনা হ'লো, অবৈধ পথে বিক্রী হওয়া এই গ্রন্থ থেকে তথ্যাদি নিয়ে কোনো কৃতজ্ঞতা স্বীকার না ক'রে অনেকেই তাদের গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করার লোভ সংবরণ করতে পারেননি। এদের মধ্যে কবি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের এক পরলোকগত কবি-অধ্যাপকও আছেন। তার লোভ এমন একটা পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, অন্য এক জায়গা থেকে প্রকাশিত তার এক গ্রন্থের পরবর্তী একটি সংস্করণে পুরনো গেলাসে নতুন মদ অন্তর্ভুক্ত করার মতো গ্রন্থের নাম এবং লেখকের নাম একই রেখে গণ-মাধ্যমের ওপর লেখা আমার একটি নিবন্ধের এবং এই গ্রন্থের বিষয়বস্তুর অনেক কিছুই তার উক্ত গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত ক'রে নিজেই প্রকাশ ক'রে গেছেন।

আমার অন্যান্য যে কোনো গ্রন্থের তুলনায় এই গ্রন্থটিকে আমার পত্নী আক্তারা বানু সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দেন। আমার গ্রন্থাদির পাণ্ডুলিপি কপি করতে করতেই তার এমনটা মনে হয়েছে।

এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি আমার পত্নী চারবার কপি ক'রেছেন। গ্রন্থের এই দ্বিতীয় সংস্করণ-প্রকাশ করার ব্যাপারে তিনি বারংবার তাগিদ দিয়েছেন।

আমার গ্রন্থ প্রকাশিত হ'লে আর যিনি আনন্দিত হন তিনি আমার বড় সাহেব, আমার স্যার, আমার সন্তান প্রতিম ফারহানা রহমান।

এক যুগেরও বেশী সময় পর গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করতে দিচ্ছি। এটা গ্রন্থটির দ্বিতীয় প্রকাশ নয়, দ্বিতীয় সংস্করণই।

প্রথম সংস্করণে ছিল না, এমন কিছু কিছু তথ্য এই দ্বিতীয় সংস্করণের অন্তর্ভুক্ত ক'রলাম।

পহেলা অক্টোবর ২০০২

বিনীত

শেখ দরবার আলম

www.pathagar.com

সূচীপত্র

১.	লেখকের নিবেদন	০১২-০৩৪
২.	শেষ পর্যায়ের নবযুগ-পূর্ববর্তী সাংবাদিকতা	০৩৫-০৩৫
৩.	শেষ পর্যায়ের নবযুগের ঐতিহাসিক পটভূমিকা	০৩৬-০৪৩
৪.	দৈনিক নবযুগ শেষ পর্যায়	০৪৪-২২৬
৫.	আকস্মিক অসুস্থ কবি	২২৭-২৬৯
৬.	অসুস্থ ও অসহায় কবি: উপেক্ষার আরো কয়েকটি বছর	২৭০-২৮২
৭.	দেশ বিভাগের পর	২৮৩-২৯৮
৮.	প্রায় এগারো বছর পর: চিকিৎসার প্রথম সঠিক উদ্যোগ	২৯৯-৩০৬
৯.	কবি যে পরিস্থিতিতে: ইউরোপ থেকে ফেরার পর	৩০৭-৩৪১
১০.	যখন ঢাকায় নজরুল ত্রয়োদশ বার	৩৪২-৩৫০
১১.	পি.জি. হাসপাতালে	৩৫১-৩৫৫
১২.	কবির ইন্তেকাল	৩৫৬-৩৬০
১৩.	সমাহিত কবি-সৈনিক: কতিপয় শোকবাণী, মন্তব্য	৩৬১-৩৮০
১৪.	নজরুল জীবন: এক নজরে	৩৮১-৩৮২

www.pathagar.com

নবযুগ ও নজরুল জীবনের শেষ পর্যায়

লেখকের নিবেদন

খোদ নজরুল ইসলাম সম্পর্কে যেমন, তাঁর সম্পাদিত শেষ পর্যায়ের "নবযুগ"-এর বিষয়েও ঠিক তেমনি গুজবের অন্ত নেই। এক কঠিন আঘাতে তাঁর কণ্ঠ ও কলম থেমে যাওয়ার পর নানান জনের স্মৃতিকথায় যত্রতত্র অনেক আজগুবি গপ্‌পো দেদার লিপিবদ্ধ হয়েছে। আজব গুজব মিশ্রিত এইসব সান্নিধ্য স্মৃতির কোনো কোনোটি আবার জনসমক্ষে নজরুল-জীবনীর দাবীদার হওয়ার আব্‌দার জানাতেও কসুর করে না। ছদ্ম পোষাক যেমনই হোক না কেন, সেটা সরিয়ে আসল চেহারাটা টেনে বা'র ক'রলে উপলব্ধি করা কঠিন হবে না যে, সেগুলোর মধ্যে কোনো কোনোটি যে কারণেই হোক, স্পষ্টতই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। অবশ্য মতলব যে একটা আছে সেটা আর সর্বত্র তেমন রাখ-ঢাকও থাকে নি। এক সঙ্ঘবদ্ধ ব্যাপক তৎপরতার পরিণতি হিসাবে এই মহান কবির কণ্ঠ ও কলম একই সঙ্গে নির্বাক ও নিষ্ক্রিয় হ'য়ে যাওয়ায় তাঁর অনেক অশনাক্ত গানের মতোই কিছু ব্যক্তিগত এবং গোপন তথ্য অনুক্ত বা বিতর্কিতই থেকে গেলো। ঠিক কোন্ প্রত্যক্ষ কারণে কবি শারীরিক দিক দিয়ে অসুস্থ ও নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েন সেই ঘটনার কথা অর্থাৎ প্রকৃত তথ্য বহু বছর যাবৎ চেপে রেখে জনমনে ইচ্ছাকৃতভাবেই কেবল হরেক কিসিমের গুজব সৃষ্টির সুযোগ দেওয়া হয়েছে।

নজরুল জীবন ও সৃষ্টি বিষয়ক আর সব লেখাতেই যেমন, ঠিক তেমনি এখানেও নানান সূত্রে পাওয়া প্রকাশিত, অপ্রকাশিত ও দুষ্প্রাপ্য অনেক তথ্যই ব্যবহার করতে হয়েছে। আমি কবির সমসাময়িক নই এবং আমার তরফে কোনো তথ্য সৃষ্টিরও সুযোগ নেই। নজরুল জীবনীর উপাদান ও তথ্যাদি সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিয়ে আরো গবেষক ও পাঠক-পাঠিকারাও যদি জনগণকে অজানা সব কিছুই জানান তা হ'লে খুবই ভালো হয়। কেবল এভাবেই সম্পূর্ণ নজরুল জীবনী প্রণীত হ'তে পারে। দায়িত্ব তো কারো একার হাওয়ার কথা নয়। সময়, অর্থ ও সুযোগের সীমাবদ্ধতা আমারও আছে। তাই আরো তথ্য সংযোজনের অবকাশ যেখানে আছে সেখানে তা নির্দ্বিধায় ব্যক্ত ক'রেছি। নজরুলবিষয়ক গ্রন্থাদির সমস্ত তথ্যই যথাসাধ্য খতিয়ে ও যাচাই ক'রে দেখার চেষ্টা ক'রেছি।

ঘটনাবহুল নজরুল জীবনের অনেক কিছুই এখন অশ্রুত এবং বিস্মৃত হ'য়ে আছে। তাঁর কণ্ঠ ও কলম হঠাৎ কেন স্তব্ধ হ'য়ে গেলো সে তথ্যও জনসাধারণের অনেকের কাছেই কয়েক দশক যাবৎ অজানা থেকে গেছে। বিলম্বে হ'লেও কবির অসুস্থতার কারণ নিরূপণের ব্যাপারে লণ্ডনে ও ভিয়েনায় ঠিক কী কী পরীক্ষা হ'য়েছে সে রিপোর্টও এ যাবৎ হুবহু প্রকাশিত হয় নি। ঢাকার মেডিকেল বোর্ডের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের ফাইণ্ডিংসে কবির ঘাড়ে কঠিন আঘাতের চিহ্ন শনাক্ত করার কথা আছে। এটাই কবির অসুস্থতার মূল কারণ ব'লে বিশ্বাস করি। কিন্তু ইতোমধ্যেই মূল ঘটনার জায়গায় নানা গুজব শূন্যস্থান পূরণ ক'রেছে। এর সবগুলো উদ্দেশ্যপ্রণোদিত কিনা সেটা বলা মুশকিল। তবে যে তৈরী গপ্‌পো, সে বিষয়ে নিশ্চিত ধারণা হয়। এখানে মনে রাখা দরকার যে, বিষয় নজরুল। স্মৃতিকথার লেখকরা নন। নজরুলকে অযথা ছোট ক'রে স্মৃতিকথার লেখকদের ইজ্জত বাড়াবার দায় আমার নেই। যেমন কবি-সুহৃদ মুজফ্‌ফর আহ্‌মদকে আমি কারো চেয়ে কম শ্রদ্ধা করি না। কিন্তু এর অর্থ এই হওয়া উচিত

www.pathagar.com

নয় যে, তাঁর লেখায় তথ্যগত বিভ্রান্তি, পরস্পর বিরোধিতা কিংবা ভুল স্মরণ থাকলেও বিশেষ অন্ধ-আনুগত্যের ধুয়ো তুলে সেগুলো শ্লোগানযোগে সমর্থন করতে হবে। মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের লেখা "কাজী নজরুল ইসলাম :: স্মৃতি কথা" আমার অন্যতম প্রিয় বই। কিন্তু তাঁর এই স্মৃতিকথার সঙ্গে একটি সংশোধনী যোগ করলে যে তিনি কিছুমাত্র খাটো হ'য়ে যাবেন, এমন প্রচারণা নিশ্চয়ই খুবই মারাত্মক। এমন প্রচারণায় প্রধানত তাঁদেরকেই লিপ্ত হতে দেখা যায়, যাঁরা কোনো রকমের তথ্য তালাশের তোয়াক্কা না রেখে তাঁর গ্রন্থে নিজেদের নামের উল্লেখটুকু পুঁজি ক'রে নজরুল গবেষক সেজে এন্তার ফায়দা হাসিলের সুযোগ পাচ্ছেন। কিন্তু একটি যথার্থ পূর্ণাঙ্গ নজরুল জীবনী লিখতে গেলে এ উল্লেখ এড়িয়ে যাওয়ার উপায় নেই যে, সুফী জুলফিকার হায়দারের সঙ্গে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ হাজারো বিষয়ে কাজিয়া করলেও ঠিক আসল বিষয়টিই এড়িয়ে গেছেন কিংবা অসতর্কভাবে মদদ বা সমর্থন জুগিয়েছেন। তাঁরই এক মুন্সিয়ানাপূর্ণ অপরিণামদর্শী বিস্মৃতির সুযোগে সুফী জুলফিকার হায়দারের কটূক্তি বা মিথ্যা প্রচারণার সমর্থন-ই চুঁইয়ে এসেছে কবির অন্য এক অনুজপ্রতিম প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়ের লেখায়।

অথচ কবি যখন অসুস্থ ও বন্দীদশায় আপতিত হন, তখন মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ সে সময় তাঁর কিছু মাত্র সান্নিধ্যে ছিলেন না। অতএব, এ সময়ের ঘটনাবলী তাঁর সান্নিধ্য স্মৃতির এক্তিয়ারভুক্ত হওয়ার কথা নয়। লক্ষ্যণীয় যে, ১৯৪২-এর মাঝামাঝি কবির কণ্ঠ ও কলম নিষ্ক্রিয় হওয়ার বিশ সাল বাদ ১৯৬২-র ৩০ জুন যখন কবিপত্নীও ইন্তেকাল করেন, এর দু' বছর পর সেপ্টেম্বর ১৯৬৪তে সুফী জুলফিকার হায়দার 'নজরুল জীবনের শেষ অধ্যায়' প্রকাশ ক'রলেন। সুফী জুলফিকার হায়দার কবির যে অসুখ এবং এর তারিখের কথা উল্লেখ ক'রলেন সেটির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই পরের বছর সেপ্টেম্বর ১৯৬৫-তে প্রকাশিত "কাজী নজরুল ইসলাম :: স্মৃতিকথা"য় মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ লিখলেন যে, ৯ জুলাই ১৯৪২ তারিখে অল ইণ্ডিয়া রেডিও-'র কলকাতা কেন্দ্রে রাতের এক অনুষ্ঠানে কথা বলার সময় কবির অসুখ সবার কাছে ধরা পড়ে। এই অল ইণ্ডিয়া রেডিও-র নাটকীয় গল্পটা অবশ্য সুফী জুলফিকার হায়দারের বইতে নেই। কলকাতা বেতার কেন্দ্রের যুতসই গল্পটা তিনি বেমালুম কবি-পত্নী প্রমীলা নজরুল ইসলামের বরাত দিয়ে চালিয়েছেন। কিন্তু তখন কবি যেমন নির্বাক ও নিষ্ক্রিয়, তেমনি তাঁর পত্নীও ইতিপূর্বে তিন বছর আগেই পরলোকে গেছেন। কবির চরিত্র হনন হয় এমন কথাগুলো লেখা হ'য়েছে ঠিক এহেন নিরাপদ সময়ে। ৯ জুলাই ১৯৪২ তারিখ বা এর কাছাকাছি সময়ের সমস্ত পত্রপত্রিকা খুঁজেই কবির অসুখের খবর পাওয়ার চেষ্টা করেছি। কলকাতার ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে যে-সব দৈনিক কাগজ দেখার সুযোগ পেয়েছি তাতে ঠিক ঐ সময় কবির অসুস্থতার খবর নজরে পড়ে নি। কিন্তু যে কবি তাঁর জীবদ্দশায় বিভিন্ন কাগজে সর্বাধিক কভারেজ পেয়েছেন, তাঁর সম্পর্কে এই নীরবতা খুবই বিস্মিত করে। এটা আমার কাছে খুবই রহস্যজনকও মনে হয়। অল ইণ্ডিয়া রেডিও'র কলকাতা কেন্দ্রের বেতার অনুষ্ঠান সূচীতেও এ দিনের বা এর কাছাকাছি কোনো তারিখের অনুষ্ঠানে তাঁর নাম নেই। অনুষ্ঠান সূচী উদ্ধৃত ক'রে গ্রন্থে সেটা দেখিয়েছি। এরকম সবকিছুই খতিয়ে দেখে আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড-এর "দেশ/বিনোদন/১৩৮৫"তে লেখা নলিনী কান্ত সরকারের "বেতারের স্মৃতি" বিশ্বাসযোগ্য মনে না করার কারণ খুঁজে পাই নি। কবি-সুহৃদ নলিনী কান্ত সরকারের স্পষ্ট উক্তি ঃ

'নজরুল ইসলামের কয়েকজন জীবন চরিতকার কবির দুরারোগ্য ব্যাধির প্রথম প্রকাশের একটি তারিখ নির্ধারণ করেছেন–১৯৪২ সনের ৯-ই জুলাই! ঘটনাস্থল-কলকাতা বেতার-

www.pathagar.com

কেন্দ্রের স্টুডিও। তাঁরা বলেন– সেদিন নজরুলের প্রোগ্রাম ছিল ছোটদের আসরে। পরিচালক নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। মাইক্রোফোনের সামনে গিয়ে নজরুল নির্বাক, স্তব্ধ। নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ অবস্থাটা উপলব্ধি ক'রে মাইক্রোফোনে ঘোষণা ক'রলেন– কবি অসুস্থ। তাই বলতে পারবেন না। পরে তিনি ট্যাক্সি ক'রে কবিকে বাড়ি পৌঁছে দিলেন।

যে-কালের এই দুর্ঘটনার কথা জীবন চরিতকাররা বলেছেন, আমি তখন কলকাতা বেতার কেন্দ্রে চাকরি করি। সরেজমিনে থেকে এত বড় দুর্ঘটনার কথা আমি কোনোদিন কারো কাছ থেকে শুনতে পাই নি। রেডিও অফিসে প্রায় প্রত্যহই দেখা হয় নৃপেন্দ্রকৃষ্ণের সঙ্গে। একটি বারের জন্যও তিনি এ খবরটি দেন নি আমাকে। সন্দেহ জাগলো মনের মধ্যে।

এতদিন পরে এই বেতারের স্মৃতিকথা লিখতে ব'সেন্থ মনে পড়লো নির্মল বসুর কথা। নৃপেন্দ্রকৃষ্ণের সহকারী ছিলেন নির্মল বসু। নৃপেন্দ্রকৃষ্ণের প্রতি প্রোগ্রামে তাঁকে স্টুডিও-তে উপস্থিত থাকতে হ'তো। পণ্ডিচেরি থেকে চিঠি লিখে নির্মলের কাছে খোঁজ করলাম। তিনি স্রেফ জবাব দিলেন, "আমি জানি না।"

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণের সহকারী নির্মল বসু জানেন না। আমরা বেতারের কর্মীরা জানি না। জানলেন কেবল নজরুলের জীবন চরিতকাররা! আশ্চর্য্য।"

এইসব আশ্চর্য্য কাণ্ড দেখে আমারও বিশ্বাস হয় যে, গ্রীষ্ম ১৩৮৮তে ঢাকার "নজরুল একাডেমী পত্রিকা"-র যুগ উদযাপন বিশেষ সংখ্যায় "স্মৃতির পরত খুলে" শিরোনামে মোহাম্মদ কাসেম-এর স্মৃতিকথা সত্য। কবির বিষয়ে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক সমন্বয়ে গঠিত ঢাকার মেডিকেল বোর্ডের ফাইণ্ডিংস-এর সঙ্গে এর মিল আছে। ফরিদপুরের সন্তান কবি হাতেম আলী ওরফে নৌরজীর কাছে কবির অসুস্থতার কথা শুনে বন্ধু লুৎফর রহমান জুলফিকারকে সঙ্গে নিয়ে কবির বাসায় পৌঁছানোর পরের বিবরণ প্রসঙ্গে মোহাম্মদ কাসেম লিখেছেন :

"তখন বেলা প্রায় পাঁচটা বাজে। গিয়ে দেখি দ্বিতলের পশ্চিম দিকের ঘরের দরোজার সোজাসুজি খাটের উপরে ব'সে কবি উস-খুস ক'রছেন। ঘরের বাইরে দরোজার পাশে তাঁর শ্বাশুড়ী একটা চেয়ারে উপবিষ্ট। প্যারালাইসিস্‌গ্রস্ত কবি-পত্নী বারান্দায় ইজিচেয়ারের উপর সটান শুয়ে। কবির পরিধানে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সাদা ধুতি, গায়ে সাদা গেঞ্জী, হাতে একখানা সাদা রুমাল। তা দিয়ে বার বার চোখ-মুখ মুছছেন। হতচকিত দৃষ্টি। সে দৃষ্টিতে র'য়েছে দুনিয়ার আবেগ, অভিযোগ, আকুতি আর চাঞ্চল্যের মিশেল।

আমরা ভিতরে গিয়ে সালাম জানালাম। কবি নীরব। দু'জন তাঁর খাটের উপরে দু'পাশে বসে কত কথা জিজ্ঞেস করলাম, কত কিছু শুধোলাম, টু শব্দটি করলেন না কবি। শুধু অবিরাম ধারায় নেমে আসা অশ্রু মুছতে লাগলেন বারবার হাতের রুমাল দিয়ে। মনে হল কবি কোথায় যেন কী এক সাংঘাতিক দাবদাহ অনুভব করছেন যার বহিঃপ্রকাশ সম্ভব নয়, শুধু অন্তরে অন্তরে পুড়ে ছাই হ'য়ে যাচ্ছে সব কিছু। তাঁর দশা দেখে আমরাও অশ্রু সংবরণ করতে পারলাম না। ....

প্রায় দু'বছর ধ'রে প্যারালাইসিসে ভুগছিলেন কবি-পত্নী। তাঁর নিম্ন অর্ধাঙ্গ ক্রমে একেবারে অবশ হ'য়ে গেছে। তিনি ইজিচেয়ার হ'তে একটু মাথা তুলে জানালেন যে, তিন-চার দিন আগে একদিন বিকালে কবি জামা কাপড় পরে বেরিয়ে ছিলেন শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে যাবেন বলে; কিন্তু গভীর রাত পর্যন্ত ঘরে ফিরে না আসায় শৈলজা বাবুর বাড়িতে

www.pathagar.com

খবর নিয়ে জানা গেল তিনি সেখানে যান নি। কেউ জানেন না তিনি কোথায় গেছেন। তবে কোথায় যেতে পারেন? সবাই চিন্তা-ভাবনা ক'রে রাত কাটালেন। সকালে কবির অন্তরঙ্গ বন্ধু-বান্ধবদের কাছে খোঁজ-খবর করা হ'লো। কারো বাড়িতে তিনি যান নি। কেউ জানেন না তিনি কোথায় গেছেন। এমনি চিন্তা-ভাবনায় বেলা প্রায় দু'টো বেজে গেছে। এমন সময় উত্তর পাড়ার কয়েকজন যুবক তাঁকে পৌঁছে দিয়ে গেছেন। তারা জানিয়েছেন যে, গভীর রাতে পুলিশ কবিকে রাস্তায় পেয়ে থানার হেফাজতে রেখেছিলেন। সকালে বাড়ির ঠিকানা সংগ্রহ ক'রে পাঠিয়ে দিয়েছেন। ওই দিন হ'তেই কবির এ দশা।

কবির শাশুড়ীর কাছে জানতে পারলাম, বিগত দু'-তিন সপ্তাহ আগে হ'তে তিনি সারা রাতের মধ্যে বিন্দুমাত্রও ঘুমাতেন না। ঘরের দরজা জানালা বন্ধ ক'রে সারা রাত কী সব জিকির করতেন, না সাধনা করতেন। এমন ধারা নির্ঘুম থাকতে বারণ করলে তিনি নাকি বলতেন, এখন তোমরা আমাকে কবি বলো, কিছুদিন পরে তোমরাই আমাকে ব'লবে দরবেশ। ....

.... একদিন কবিকে দেখতে গিয়ে দেখি, বাইরে থেকে তালা বন্ধ ক'রে তাঁকে বন্দী ক'রে রাখা হ'য়েছে তার ঘরের মধ্যে। কবি বিভ্রান্তের মতো একবার এ পাশের জানালায় আর একবার ওপাশের জানালায় ছুটাছুটি করছেন আর বার বার দরোজায় আঘাত করছেন জোরে জোরে।"

কবির কণ্ঠ ও কলম স্তব্ধ হওয়ার বিশ সাল বাদ কবি-পত্নী ইন্তেকাল করেন ১৯৬২ সালের ৩০শে জুন। আর এরই দু' বছরেরও বেশি সময় পর সেপ্টেম্বর ১৯৬৪-তে সুফী জুলফিকার হায়দার "নজরুল জীবনের শেষ অধ্যায়" প্রকাশ করলেন যখন প্রতিবাদ করার মতো সেই নিকট জনটিও বিদায় নিয়েছেন। জানুয়ারী ১৯৬৯-এ প্রকাশিত এই অশোভন ও কুৎসাপ্রবণ স্মৃতি কথাটির দ্বিতীয় সংস্করণে ১২২ পৃষ্ঠায় দেখছি সুফী জুলফিকার হায়দার লিখেছেনঃ 'দেখা গেলো আমি যা অনুমান ক'রেছিলাম তাই সত্য হ'য়েছে। রোগটা সিফিলিস।'

গ্রন্থে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ ক'রে দেখানো হ'য়েছে যে, কেবল গর্হিত নয়, এটা এক বেহুদা মিথ্যোক্তি। কথিত তারিখ ও ঘটনাবলীর অনেকখানিই কল্পিত, বানোয়াট এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।

এই অশোভন ও কুৎসাপ্রবণ বানোয়াটোক্তির সঙ্গে 'ব্লাড, ইউরিন, সীমেন ইত্যাদি টেষ্ট'-এর রিপোর্টটা দাখিল ক'রতে ভুলে গেলেন তিনি, যদিও অন্যান্য বিষয়ের অনেক কিছুরই ফটো কপিও পেশ ক'রতে শৈথিল্য করেন নি। চিকিৎসকের প্রতিবেদন যখন পেশ করতে অপারগ হলেন তখন এই অশোভন ও আপত্তিকর মন্তব্য না করলেই বা এই তথাকথিত অনুজপ্রতিম নজরুল ভক্তের কী ক্ষতি হ'তো সেটা বোঝা যায় না! গপ্‌পো গুজবের মজলিশে ব'সে যা কিছু যেরকম ভাষায় ইচ্ছা হয়তো আলোচনা করা চলে; কিন্তু একজন প্রখ্যাত ব্যক্তির বিষয়ে স্মৃতিকথা প্রকাশের পূর্বে যথেষ্ট দায়িত্বশীল হওয়া কর্তব্য মনে করি। ঈর্ষা, কুৎসাপ্রবণতা এবং বিশেষ উদ্দেশ্য হাসিলের ইরাদা অনেকের অনেক রকমই থাকে; কিন্তু সুযোগ পেলেই সেটোকে হাইলাইট করাটা যেমন রুচিকর নয়, তেমনি তা তাহ্‌জীব-এর নিদর্শনও হ'তে পারে না। জুলফিকার হায়দারের লেখায় উদ্বুদ্ধ হ'য়ে পরবর্তীকালে হয়তো তার অনুসারীরা কেউ কেউ এসব ইলাসট্রেট করবেন, এটা চিন্তা ক'রেই তারিখ-তথ্যসহ এই গ্রন্থে তাঁর সমস্ত বানোয়াট গপ্‌পো খণ্ডন করা হঁয়েছে ইতিপূর্বে 'অবতার' পত্রিকা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিরুদ্ধে তাঁর জীবদ্দশাতেই যে সিফিলিস-কুৎসা রটনা ক'রেছিলো সে তথ্যও আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড-এর 'দেশ' থেকে উদ্ধৃতি সহকারে পেশ ক'রেছি।

www.pathagar.com

কিন্তু এ বিষয়ে আমাকে সবচেয়ে মর্মাহত ক'রেছে শ্রদ্ধেয় মুজফ্‌ফর আহমদের চিন্তার শৈথিল্য। কবি যখন আঘাতপ্রাপ্ত হন তখন এর কাছাকাছি সময়েও তিনি তাঁর সান্নিধ্যে ছিলেন না। তাঁর বিরুদ্ধে তখন গিরেফতারী পরওয়ানা ঝুলছিলো। অথচ এই দীর্ঘ সময়টিতে কীসে কী হ'য়েছে সে শূন্যস্থানটিও তিনি পূরণ করা কর্তব্য ব'লে মনে করলেন না। কিন্তু তখন অন্য কোনো যুৎসই গপ্‌পো চালু না থাকায় তিনি অগত্যা সদ্য প্রকাশিত সুফী জুলফিকার হায়দারের টোপ্‌টাই গিললেন এবং সেটা চালানো হ'লো প্রমীলা নজরুল ইসলামের বরাত দিয়েই। সুফী জুলফিকার হায়দারের "নজরুল জীবনের শেষ অধ্যায়" প্রকাশের ঠিক এক বছর পর সেপ্টেম্বর ১৯৬৫-তে "কাজী নজরুল ইসলামঃ স্মৃতি কথা" প্রকাশিত হয়। অক্টোবর ১৯৬৯-এ প্রকাশিত এই গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণে ৪৬১-৬২ পৃষ্ঠায় দেখছি, এক বিস্ময়কর বৈদগ্ধ সহযোগে তিনি লিখ্‌ছেন ঃ

'নজরুলের রোগের প্রথম সূচনা কখন হ'য়েছিল তা বলা কঠিন। সে নিজে নিশ্চয় তার ভিতরে এই রোগের আবির্ভাবটা অনেক আগে টের পেয়েছিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সে যদি কোনো বিশিষ্ট চিকিৎসকের নিকটে যেত তা হ'লে আজ আমাদের দেশ তাকে এইভাবে হারাত না। তা হ'লে আমাদের চোখের সামনে আজ এক জীবন্মৃত নজরুলকে দেখতে হ'ত না। দেশের কত দুর্ভাগ্য যে, নজরুলের যখন বিজ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ করা উচিত ছিল তখন সে আশ্রয় নিয়েছিল আধ্যাত্মিকতার কোটরে। এই আধ্যাত্মিকতা যে কি তা আমি জানিনে, তবে তা রোগের ঔষধ নয়। রোগের ঔষধ হচ্ছে বড়ি, মিকচার কিংবা সূচের ভিতর দিয়ে শরীরের ভিতরে তরল পদার্থ ঢোকানো। নজরুল গোড়াতেই তা না ক'রে রোগকে বাড়তে দিল।"

অযথা পাণ্ডিত্য জাহির করার উদগ্র প্রবণতা যে অনেক সময় প্রকৃত সত্যকে আড়াল ক'রে উপরোক্ত বিবৃতি আসলে তারই এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ। খ্যাতিমানদের কারো কারো মনেও অনেক সময় এই অবাঞ্ছিত প্রবণতা দেখা দেয়।

আসলে গিরেফতার এড়ানোর তাগিদে ১৯৪০-এর মে মাস থেকে আত্মগোপন ক'রেছিলেন মুজফ্‌ফর আহমদ। গিরেফতারী পরওয়ানা প্রত্যাহৃত হওয়ার পর মুজফ্‌ফর আহমদ যখন কবির শাশুড়ী ও পত্নীর সঙ্গে দেখা করতে এলেন তখন কবি লুম্বিনী পার্ক মানসিক হাসপাতালে একটি কামরায় নেপালী দারোয়ানের প্রহরায় বন্দী-দশায়। লক্ষ্যণীয় যে, হয়তো অতিরিক্ত ব্যস্ততার দরুন মুজফ্‌ফর আহমদ লুম্বিনী পার্ক মানসিক হাসপাতালেও যান নি। লিখিত সময়টা সুফী জুলফিকার হায়দার প্রদত্ত হিসাব মোতাবেক ২৫ অক্টোবর ১৯৪২ থেকে ফেব্রুয়ারী ১৯৪৩-এর মধ্যে হওয়ার কথা। প্রসঙ্গত উল্লেখ থাকে যে, মুজফ্‌ফর আহমদের সঙ্গে কাজিয়া প্রসঙ্গে সুফী জুলফিকার হায়দার লিখেছেন যে, বড়ি, মিকচার এবং সূচের ভিতর দিয়ে শরীরের ভিতরে তরল পদার্থ ঢোকানোর বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা হ'য়ে ছিলো। আর অল-ইণ্ডিয়া রেডিও'র কলকাতা কেন্দ্রের সঙ্গীত বিভাগের প্রোগ্রাম প্রডিউসার এবং নজরুলের সাবেক সঙ্গীত শিষ্য বিমল ভূষণ মুখোপাধ্যায় তো জুলফিকার হায়দারের অনুসরণে যেখানে সেখানে আকসার ব'লে বেড়াচ্ছেন যে, তাঁর বাবার কাছে কবি এই বৈজ্ঞানিক চিকিৎসাধীনে ছিলেন। তবে বিনা চিকিৎসায় কিংবা ভিন্ন জনের চিকিৎসায় কানন বালার সারলেও তাঁর সারেনি যখন, তখন ধারণা হয় যে, তাঁর বাবা বোধ হয় বৈজ্ঞানিক চিকিৎসায় খুব দড় দিলেন না। কিন্তু দুঃখ হয় যে, মুজফ্‌ফর আহমদের অতিরিক্ত পাণ্ডিত্যের ইলাসট্রেশনও এই সব কুৎসায় মদদ জুগিয়েছে।

এরপর লক্ষ্য করা যায় যে, ১৪ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৭-এ প্রকাশিত "কাজী নজরুল" গ্রন্থের ২১৩

www.pathagar.com

পৃষ্ঠায় সুফী জুলফিকার হায়দারের কুৎসা এবং মুজফ্‌ফর আহমদের ভ্রান্তির প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়কৃত এক উর্বর ইলাসট্রেশন। যে প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় এক ঋজু দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাঙ্ক্ষিত দৃঢ়তার সাথে বিবৃতি দিয়েছিলেন যে, নজরুল ইসলাম কোনোদিন মদ্য কেন; ধূম্র পানও করেন নি। সেই তিনি বোধহয় মুজফ্‌ফর আহমদ কাঙ্ক্ষিত গোড়াতে গিয়েই অল-ইণ্ডিয়া রেডিও'র কলকাতা কেন্দ্রের কেবল এক নয়, এক জোড়া ঘটনার উল্লেখ ক'রে লিখেছেন ঃ

"১৯৪০ সালের ২২-শে শ্রাবণ রবীন্দ্র তিরোধানের দিনেই নজরুলের এই ব্যাধি প্রকাশ পায়। ঐ দিন রেডিও অফিসে নজরুল ছিলেন এবং ঐখানে ব'সেন্থই "রবিহারা" নামে একটি কবিতা এবং "ঘুমাইতে দাও শ্রান্ত রবিরে" নামে একটি গান লেখেন! 'রবিহারা' কবিতা আবৃত্তি ক'রতে গিয়ে শোকাচ্ছন্ন নজরুল আবৃত্তি করতে পারেন না, বার বার জিহ্বার অসাড়তার আক্রমণে আবৃত্তি ব্যাহত হ'তে থাকে। সে জন্য নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় উক্ত অসমাপ্ত আবৃত্তি রেডিও-তে পাঠ করেন। নজরুল রোগ চেপে রাখেন অনেক দিন। কিন্তু ১৯৪২ সালের ৯-ই জুলাই এই রোগ ভালভাবে প্রকাশ পায় রেডিও স্টেশনে। নজরুল সচল হৃদয়পিণ্ড নিয়েও জীবন্মৃত হ'য়ে গেলেন।'

'শোকাচ্ছন্ন' হ'য়ে 'আবৃত্তি করতে' না পারা আর 'জিহ্বার অসাড়তার আক্রমণে আবৃত্তি ব্যাহত' হওয়া কি এক কথা? মুজফ্‌ফর আহমদের "কাজী নজরুল ইসলাম ঃ স্মৃতি কথা"-র অন্যতম তথ্য সরবরাহকারী হিসাবে প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়ের নামোল্লেখ আছে। তাই কার গ্‌পপো কার স্মৃতিকথায় চুঁইয়ে প'ড়েছে সেটা সঠিক বলা মুস্কিল। প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়ের গ্রন্থেও স্মৃতি চারণের নামে বহু বানোয়াট গপ্‌পো আছে। তাই অনুমিত হয়, কলকাতা রেডিও অফিসের গল্পের কুৎসা মিশ্রিত বয়ানের সরবরাহকারীও হয়তো তিনিই। আমরা জানি কবিকণ্ঠে 'রবিহারা' কবিতার আবৃত্তির এবং 'ঘুমাইতে দাও শ্রান্ত রবিরে' গানটির গ্রামোফোন রেকর্ড এখনও একেবারে দুর্লভ নয়। সেখানে প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়ের এই অতিরিক্ত বানোয়াটোক্তির বিপরীত সাক্ষ্যই মেলে। 'রোগ ভালভাবে প্রকাশ' পেলো রেডিও স্টেশনেই? আর কোথাও নয়? অন্যের সমক্ষে তথাকথিত রোগটি প্রকাশ পেলো দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে মাত্র দু'বার এবং সে দু'বারই যত্রতত্র নয়, কেবলমাত্র কলকাতার রেডিও স্টেশনেই? রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যুর দিন ১৯৪০ সালের ২২-শে শ্রাবণ? ১৯৪১ সালের ২২ শে শ্রাবণ নয়?

২২ শ্রাবণ ১৩৪৮ ঃ ৭ আগস্ট ১৯৪১ তারিখ বৃহস্পতিবার রবীন্দ্র প্রয়াণে ঐ সন্ধ্যায় অল ইণ্ডিয়া রেডিও'র কলকাতা কেন্দ্রে নজরুল ইসলাম 'রবিহারা' কবিতাটি রচনা ও আবৃত্তি করেন। 'ঘুমাইতে দাও শ্রান্ত রবিরে' গানটিও ওদিন রেডিও অফিসে ব'সেন্থই লেখেন। তখন এটিও আর দু'জন শিল্পীর সাথে যৌথভাবে কবিকণ্ঠে কলকাতা বেতারেই পরিবেশিত হয়। পরে সেপ্টেম্বর ১৯৪১-এ হিজ মাস্টার্স ভয়েস-এ এই কবিতা নজরুল ইসলামের নিজের কণ্ঠে এবং 'ঘুমাইতে দাও শ্রান্ত রবিরে' গানটি নজরুল ইসলামের সঙ্গে শ্রীমতী ইলা মিত্র (ঘোষ) ও শ্রী সুনীল ঘোষের যৌথ কণ্ঠে রেকর্ড হয়। রেকর্ড নং এন ২৭১৮৮।

অল-ইণ্ডিয়া রেডিও'র কলকাতা কেন্দ্রের বানোয়াট গপপো আসলে মুজফ্‌ফর আহমদ কবি পরিবার থেকে নয়, সম্ভবত প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়ের কাছ থেকেই ধার নিয়ে থাকবেন। অল ইণ্ডিয়া রেডিওকে কেন্দ্র করে ডবল গ্‌পপো পরিবেশনের গরজে প্রাণতোষ বাবু গল্পটা চল্লিশ থেকে শুরু করলেও মাত্র একটি গল্পের প্রয়োজনে মুজফ্‌ফর আহমদ কেবল বিয়াল্লিশেরটা বেছে নিয়েছেন। স্মর্তব্য, যে হুগলীতে প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় থাকেন সেই জেলার উত্তর

www.pathagar.com

পাড়ার যুবকরা থানা হেফাজত থেকে কঠিন আঘাতপ্রাপ্ত কবিকে বাড়ি পৌছে দিয়েছিলেন। প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় এ বিষয়ে কিন্তু নীরব, যদিও সে সময় 'নবযুগ-'এ তিনি কবির অধীনেই চাকরি করতেন। এ সময়কার সান্নিধ্য স্মৃতির কথা তিনি লিখলেনা না কেন?

কবি এ সময় আর্থিক সঙ্কট, ব্লাড প্রেসারাদির কারণে শারীরিক দৌর্বল্য এবং নানান মানসিক চাপের মধ্যে ছিলেন। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কতিপয় বিষয়ে, তাঁর স্বাধীন মতামত সে সময় চরমপন্থি কোনো মহলেরই তেমন পছন্দসই ছিলো না। ঠিক এমন একটা সময়ে তাঁর ঘাড়ে অতর্কিতে যে কঠিন আঘাত করা হয়, সেটা সামলে নেওয়ার মতো কোনো উপযুক্ত সাহায্য সহযোগিতাই তিনি আদতে কোনোখান থেকেই পান নি। বরং সাহায্য সহযোগিতা যাতে ঠিক মতো না আসতে পারে, জনগণ যাতে প্রকৃত ঘটনাদি না জানতে পারেন, সে সব দিকে নজর রেখে ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করে নৈঃশব্দে সেই বন্দোবস্ত হ'য়েছিলো বলেই মনে হয়। যে নজরুল ইতোপূর্বে নানান দৈনিক ও সাময়িক পত্রে সর্বাধিক কভারেজ পেয়েছেন, ঠিক এই সময়ে তাঁর সম্পর্কে নীরবতা বিস্মিত না ক'রে পারে না। অবশ্য সব কাগজ আমি কলকাতায় পাই নি। কোনো খবর আমার নজর এড়িয়েও যেতে পারে। এ সবের খোঁজ-খবর নজরুল গবেষক এবং পাঠক-পাঠিকারা নিজেরাও নিতে পারেন। আমি সমসাময়িক নই এবং আমার ক্ষমতাও তো নানান দিক দিয়ে সীমাবদ্ধ। স্মৃতিকথাগুলোর ওপর অতিরিক্ত নির্ভর না ক'রে যথার্থ গবেষকের দৃষ্টিভঙ্গিতে সবাই খোঁজ-খবর নিলে এখনও অনেক অজানা তথ্যই উদ্ধার হওয়া সম্ভব। ঠিক এ প্রসঙ্গে আজ একটা কথা বিনীতভাবে জানাতে চাই, নজরুল অনেকেরই বন্ধু ছিলেন সেটা ঘটনা, কিন্তু শেষাবধি নজরুলের যথার্থ বন্ধু ক'জন ছিলেন এবং কতখানি ছিলেন অথবা তেমন কেউ আদৌ ছিলেন কিনা সেটাও এক পৃথক গবেষণার বিষয়। শ্লোগান দিয়ে আসল সত্য আড়াল করার দিন শেষ হওয়া দরকার। কারো মুখ চেয়ে যদি বেহুদা স্মৃতিকথাগুলো খতিয়ে না দেখা হয় তা হলে নজরলের চারিত্র্যও শনাক্ত করা সম্ভব হবে না। স্মৃতিকথার নামে এই মজলুম কবির বিরুদ্ধে, অশ্লীল ও অভদ্র উক্তি যে কোনো ভক্তি, সৌহার্দ্য ও আত্মীয়তার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে না, সেটা বোঝার মতো জ্ঞান কেবল নজরুল গবেষকদের নয়, পাঠক-পাঠিকাদেরও নিশ্চয়ই আছে।

এ প্রসঙ্গে ১৩৮৫'-র শারদীয় 'দেশ' পত্রিকায় 'অবতারের ফাইলঃ কবির প্রতি মিথ্যা নিন্দা' শিরোনামে তপতী রায় চৌধুরীর একটা লেখার কথা মনে পড়ে। 'অবতার' পত্রিকায় প্রচারিত হ'য়েছিল যে, নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত কবি ডক্টর স্যার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যৌবনে কুৎসিত যৌনব্যাধি সিফিলিসে আক্রান্ত হ'য়েছিলেন। অবশ্য 'অবতার' পত্রিকায় একথা ছাপা হয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবৎকালেই। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন আটষট্টির কাছাকাছি। শান্তিনিকেতন থেকে ১ অক্টোবর ১৯২৮ তারিখে অধ্যাপক প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবিশকে এক চিঠিতে তিনি দুঃখ করে লেখেন ঃ

"যে দেশে আমার বিরুদ্ধে এমন অকল্পনীয় নীচতা কুত্রাপিও সম্ভবপর হইয়াছে সে দেশে নিঃসন্দেহেই অনেক লোকে এরূপ মিথ্যোক্তি বিশ্বাস না ক'রিলেও ইহা লইয়া আনন্দভোগ করিবে এবং আমার প্রতি বিদ্বেষ-বুদ্ধির প্রবলতায়ও একথা ভুলিতেও দ্বিধা করিবে না যে, আমার নামে এত বড় কলঙ্কে সমস্ত পৃথিবীর সম্মুখে ভারতবর্ষকেই পঙ্কলিপ্ত করা হইতেছে। যে মাটিতে জন্মিয়াছি সে মাটির দুঃখ দুর্ভাগ্য ও গ্লানি আমাকেই বহন করিতে হইবে এবং যে নিন্দার উদ্ভব অসম্ভব ও প্রতিবাদ অনাবশ্যক হওয়া উচিত ছিল তাহার প্রতিবাদ করার অপমান আজ আমাকে স্বকীয় করিতে হইল।"

www.pathagar.com

বেহুদা স্মৃতিকথা লিখে নজরুল ইসলামের বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচার করা হ'য়েছে এই ঘটনার ছত্রিশ বছর পর। তখন কবির কণ্ঠ ও কলম বাইশ বছরেরও বেশী স্তব্ধ। কবিপত্নীও তখন দু'বছরেরও বেশী সময় আগে ইন্তেকাল ক'রেছেন। এখনকার অনেক মানুষ দেশ কিংবা কবির প্রতি ভালোবাসার চেয়ে ব্যক্তিগত সুযোগ সুবিধা লাভের সোপান হিসাবে দল ও গোষ্ঠী প্রেম অনেক বেশী ফলদায়ক বলে বিবেচনা করেন। হয়তো সে কারণেই প্রভাবশালী কাউকেই চটানোর ঝুঁকি নিয়ে সত্য কথা লিখতে অপরাগ। ২২ সেপ্টেম্বর ১৯৮৫ তারিখ রবিবার ভারতীয় সময় সন্ধ্যা সাতটায় বাংলাদেশ বেতারের ঢাকা কেন্দ্রের স্থানীয় খবরে শুনলাম, ঢাকার নজরুল ইন্সটিটিউট সুফী জুলফিকার হায়দারকে ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৮৫ তারিখ বুধবার নজরুল পুরস্কারে ভূষিত করবেন। বিনীতিভাবে আমি কেবল এইটুকুই বলতে চাই যে, যিনি নজরুলের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করেন, তাকে আর যা-ই হোক, নজরুল পুরস্কার দেওয়া চলে না।

নজরুল স্মৃতিচারকদের অনেকেই যে এন্তার পরস্পর বিরোধী ও অসঙ্গত বিবৃতি দিয়েছেন কেবল তা-ই নয়, সুফী জুলফিকার হায়দার প্রমুখ কেউ কেউ যে স্পষ্টতই মিথ্যোক্তি ক'রেছেন বা বানোয়াট বিবরণ দিয়েছেন সেটা আমি তারিখ-তথ্যসহ পরিষ্কার দেখিয়ে দিয়েছি। নানান কূটকৌশলে কিংবা অসচেতনতার দরুনই হোক, কোনো কোনো স্মৃতিচারকের তরফ থেকেও এই মহান কবির ওপর যে-সব জঘন্য অবিচার হ'য়েছে সেগুলো সম্পর্কে নজরুল জীবনকীরদেরকে নীরব দেখে দুঃখিত ও মর্মাহত হ'য়েছি। মাঝে মাঝে হতাশও বোধ করি এই ভেবে যে, কোনো কোনো প্রভাবশালী মহলের লোকজন অখুশী হবেন, এমন সম্ভাবনা থাকলে বানোয়াট ও আপত্তিকর স্মৃতিকথাগুলোর বিরুদ্ধে তথ্যনির্ভর ও যুক্তিনিষ্ঠ কোনো প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা যাবে না? বলা বাহুল্য যে, আমি কবির সমসাময়িক নই এবং কবির সান্নিধ্য স্মৃতির কথা যাঁরা লিখেছেন তাঁদের কারো সঙ্গেই আমার ব্যক্তিগত বিরোধের কোনো কারণ নেই। নজরুল জীবনকীর হিসাবে আমি আমার দায়িত্ব অস্বকীার ক'রতে পারি না। সব সময়ে স্মরণে রেখেছি যে, তথ্যনির্ভর বিশ্লেষণ এড়িয়ে গেলে মহাকালের আদালতে একদিন আমাকেও কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে।

সুফী জুলফিকার হায়দার, মুজফ্ফর আহমদ, প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়, খান মুহাম্মদ মঈনুদ্দিন প্রমুখ স্মৃতিচারকদের নজরুল বিষয়ক গ্রন্থে অনেক বানোয়াট ঘটনা বা ভুল স্মরণ আছে। তাঁদের লেখার বিষয় যখন নজরুলের মতো এক মহান জাতীয় কবি, তখন প্রকৃত তথ্য জানার অধিকার জনগণের নিশ্চয়ই আছে।

প্রকাশকরা চাইলে প্রতিটি বইয়ের কোথায় কী ভুল স্মরণ আছে তা দেখিয়ে তালিকা প্রস্তুত ক'রে দিতে পারি। আমি মনে করি, এই রকম প্রতিটি স্মৃতিকথার সঙ্গেই ভুল স্মরণ কোথায় কী কী আছে তা দেখিয়ে দিয়ে একটা ক'রে তালিকা প্রকাশ করা জরুরি। সরকারেরও উচিত এ বিষয়ে ঔদাসীন্য ত্যাগ ক'রে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার ব্যাপারে উদ্যোগী হওয়া। একজন জাতীয় কবির বিরুদ্ধে ভিত্তিহীনভাবে বেহুদা কুৎসাপূর্ণ গুজব রটনা চলতে দেওয়াটা কোনো কাজের কথা নয়। অবিলম্বে এর অবসান হওয়া দরকার।

কবির কণ্ঠ ও কলম নিষ্ক্রিয় হওয়ার ব্যাপারে দুই বিপরীত মেরুর দু'রকম বিবৃতি দিয়েছেন, এমন দু'জন স্মৃতিচারকের গ্রন্থ বাংলা একাডেমীর মতো সরকারী প্রতিষ্ঠান প্রকাশ ক'রেছেন। যেমন, সুফী জুলফিকার হায়দারের "নজরুল জীবনের শেষ অধ্যায়" ১৯৬৪-'র সেপ্টেম্বরে বাংলা একাডেমী এবং ১৯৬৯-এর জানুয়ারীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রস্থিত ঢাকা

www.pathagar.com

বিশ্ববিদ্যালয় পুস্তক কেন্দ্র প্রকাশ করে। কবির অসুস্থতা সম্পর্কে এতে যে মিথ্যোক্তি আছে, সেটির ঠিক বিপরীত মেরুর আর এক রকম বিবরণ পরিবেশন করা হ'য়েছে মে ১৯৭৮-এ প্রকাশিত খান মুহাম্মদ মঈনুদ্দীনের স্মৃতিকথা "গ্রেস্রষ্টা নজরুল"-এর 'প্রথম বাংলা একাডেমী সংস্করণ'-এ। ১৯৪২-এর জুলাইয়ে যে কবির কণ্ঠ ও কলম নিষ্ক্রিয় হ'য়ে গেলো ব'লে 'নবযুগ' মোকদ্দমার রায়ের হিসাবেও আমরা জানছি, আর এক বানোয়াট বিবৃতিতে সেই তাঁকে দিয়েই ১৯৪৫-এ মোরাকাবা করানো হ'চ্ছে, ভিন্ন এক কলঙ্ক আরোপের পরিকল্পনায়। "গ্রেস্রষ্টা নজরুল" গ্রন্থে 'কবি নজরুল ইসলামের রোগের কারণ' শিরোনামে প্রদত্ত এই কিস্সার প্রণেতা অবশ্য খান মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন নিজে নন, আলহাজ্জ্ব এস.এম. আবদুল হামিদ এম.এ। তবে তিনি এই স্মৃতিচারকের সঙ্গে সহমত পোষণ করেছেন। সরকার প্রকৃত তথ্য জনগণকে না জানানোর ফলে বহুদিন যাবৎ অনেক গুজবই জন্মলাভ ক'রেছে। আবদুল হামিদের স্মৃতি কথা পরিবেশন প্রসঙ্গে খান মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন লিখেছেন ঃ

['রাজশাহী বিভাগীয় আঞ্জুমানে তাব্লিগুল্ কুরআনের প্রেসিডেন্ট, রেডিও ইঞ্জিনিয়ার ও বিভিন্ন বইয়ের লেখক, আলহাজ্ব এস.এম. আবদুল হামিদ এম.এ. কবি নজরুল ইসলামের বর্তমান অবস্থায় আসার প্রাথমিক কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে যে বিবৃতি দিয়েছেন, তা এ বইয়ের 'ধ্যান স্তিমিত নজরুল' নিবন্ধে আমাদের বক্তব্যের সঙ্গে বেশ মিল দেখা যায়। বিবৃতিটি তিনি 'দৈনিক পাকিস্তানের' প্রধান সম্পাদক জনাব আবুল কালাম শামসুদ্দীন সাহেবের কাছে পেশ ক'রেছিলেন। আমরা পাঠক সাধারণের অবগতির জন্য উহা এখানে প্রকাশ করলাম ঃ]

"ইংরেজী ১৯৪৫ সালে আমি মালদহ মাদ্রাসা ইসলামীয়া আরাবীয়ার (১৯৪৫ খ্রীঃ এপ্রিল মাসে প্রতিষ্ঠিত) সীলমোহর রাবার ষ্ট্যাম্প প্রভৃতি করানোর জন্য কলিকাতায় যাই ...

কলিকাতায় দৈনিক 'নবযুগ' পত্রিকার সহকারী সম্পাদক মওলানা আহমদ আলী ..... সাহেবের পরামর্শ মত নবযুগের প্রধান সম্পাদক কাজী নজরুল ইসলাম সাহেবের অনুমতি লইয়া নবযুগের অস্থায়ী নিউজ এডিটরের কাজ গ্রহণ করি ও লোয়ার সার্কুলার রোডের আমজাদীয়া হোটেলের একটা কামরা ভাড়া করিয়া সেখানে থাকি।

কয়েকদিন কাজ করার পর একদিন হাতে কাজ না থাকায় প্রায় একটার সময় ছুটি লওয়ার জন্য কবি সাহেবের কামরায় গেলে তিনি আমাকে বসিতে বলিয়া নিম্নরূপে আলাপ শুরু করেন ঃ

কবি : আমি আপনার সাথে ধর্ম নিয়ে বাহাছ (তর্ক) ক'রতে চাই।

আমি : আপনার মত এত বড় কবির সাথে আমি বাহাছ করতে চাই না। তবে আপনি প্রশ্ন করেন, আমার জানা থাকলে উত্তর দিব।

কবি : ধর্ম সম্বন্ধে আপনার মতামত কী?

আমি : বিষয়টা পরিষ্কার করে বলেন। আপনি কী বিষয় জানতে চান?

কবি : আপনি কি মনে করেন যে, শুধু মুসলমানেরাই নাজাত (মুক্তি) পাবে? ...

আমি : হ্যাঁ, কোরআন শরীফ ও হাদীস শরীফ মতে এইরূপ বুঝি।

কবি : না, সব ধর্মের লোকই মুক্তি পাবে। তবে ইসলাম ধর্ম সবচেয়ে সোজা পথ। কাজেই মুসলমানেরা তাড়াতাড়ি তাঁদের লক্ষ্যে পৌছবে।

আমি : না, তা নয়। কোরআন শরীফ নাযিল হওয়ার পর আগের সব রকমের ধর্ম

www.pathagar.com

অচল বা বাতিল হ'য়ে গিয়েছে। যেমন বলা হ'য়েছে : "ইন্নাদ্দীনা এন্‌দাল্লাহিল ইস্‌লাম" (কোরআন) অর্থাৎ খোদার কাছে ইসলামই একামাত্র ধর্ম। ...

কবি : আচ্ছা, আমি মোরাকাবা (বিশেষ ধ্যান) করলে যা দেখে থাকি, তার মানে কী হয়?

আমি : আপনি কী দ্যাখেন, তা একবার আমার সামনে মোরাকাবা করে দেখেন দেখি। যা দেখেন, তা আমাকে বলবেন?

তখন তিনি বেশ শান্তভাবে চক্ষু বন্ধ করিয়া ধ্যান করিতে লাগিলেন। কয়েক মিনিট পরে বলিলেন, –এই যে বেশ একটা নীল আলো দেখছি।

আমি : আরও চেষ্টা করেন, এরপর কি দেখেন, তা বলেন।

কবি : (কয়েক মিনিট পর) এবারে লাল আলো দেখছি।

আমি : আরো আরো চেষ্টা করেন।

কবি : (কিছুক্ষণ পর-চোখ খুলিয়া) না:, আর কিছুই দেখা যায় না। হঠাৎ সব অন্ধকার হ'য়ে গেল। মনে হচ্ছে যেন গোটা আসমানটা কালো কালি বা আলকাতরা দিয়ে লেপে দেওয়া হ'য়েছে।

আমি : হ্যাঁ, হিন্দু মতে, সন্ন্যাসীরা এখানে এসেই ক্ষান্ত হ'য়ে যায়। আর এই অন্ধকারকেই (হয়তো) কালীরূপ দিয়ে তাঁরা পূজা করেন। কিন্তু আপনি তো মুসলমান। আপনার মধ্যে ইসলামের আলো আছে। কাজেই এবারে আপনি আপনার কলেমার অর্থের দিকে খেয়াল রেখে ধ্যান বা মোরাকাবা করে দেখুন। যদি ঐ কালো পর্দা ভেদ করে কিছুটা উপরে উঠতে পারেন, তবেই আশা করি সত্যের আলোর একটু ঝলক হয়তো দেখতে পাবেন।

এই কথায় তিনি তাঁহার সমস্ত শক্তি দিয়া একাগ্রচিত্তে মোরাকাবা করিতে বসিলেন। প্রায় দশ মিনিট নিঃশব্দে কাটিয়া গেল। আমিও একদৃষ্টে তাঁহার মুখের দিকে দেখিতে লাগিলাম। দেখিলাম ঃ তাঁহার সদা হাস্যভাব দূর হইয়া গভীর চিন্তা ও দুঃখের ভাব ফুটিয়া উঠিল ও মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল। হঠাৎ তিনি ভীষণ শব্দ করিয়া চীৎকার করিয়া হা হা হা করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন ও বলিলেন ঃ আমার সর্বনাশ হ'য়ে গিয়েছে, হায় পরকালে আমার কি গতি হবে?

তাঁহার সেই চীৎকারে অফিসের দারোয়ান ও কর্মচারীরা ছুটিয়া আসিলেন। সবাই হতবাক হইয়া আমার দিকে দেখিতে লাগিলেন। আমিও ব্যাপারটা এতদূর গড়াইবে বলিয়া ভাবি নাই। কাজেই খুব মুশকিলে পড়িলাম। ... তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন– আপনারা সব ঘর থেকে বেরিয়ে যান। এটা প্রাইভেট ব্যাপার। যান, সব এক্ষুণি যান, যান বলছি।

আমিও বলিলাম ঃ তিনি বিশেষ কোন কারণে হঠাৎ খুব শক্ পেয়েছেন। একটু পরে সব ঠিক হ'য়ে যাবে। আপনারা দয়া ক'রে বেরিয়ে যান। তারপর তাহারা বাহিরে গেলে তিনি দারোয়ানকে দোর বন্ধ করিয়া পাহারা দিতে বলিলেন, যেন আর কেহ সেই কামরায় না আসেন।

প্রায় আধঘন্টা কাঁদার পর তিনি একটু শান্ত হইলে একজন কর্মচারী সেদিনের জন্য এডিটোরিয়াল (সম্পাদকীয়) লিখিয়া দিতে বলিলে তিনি তাঁহার অক্ষমতা জানাইয়া তাঁহাকে মওলানা আহমদ আলী সাহেবের কাছে যাইতে নির্দেশ দিয়া আমাকে বলিলেন ঃ চলুন, আপনাকে আমজাদীয়া হোটেলে পৌঁছে দিয়ে আমি একটু বাড়ী যাব (তাঁর বাসা শ্যামবাজারের

www.pathagar.com

দিকে, ট্রাম শিয়ালদহ স্টেশন হইয়া সেই পথে যায়।)

পরদিন দেখিলাম তিনি অফিসে আসেন নাই। পর পর তিন দিন তিনি অফিসে না আসায় টেলিফোন করিয়া জানিলাম, তাঁর অসুখ ও আবোল তাবোল বকিতেছেন। তাঁর মাথায় গোলমাল দেখা যাওয়ার ডাক্তার তাঁর সাথে কাহারও দেখা করা নিষেধ করিয়াছেন এবং একটা কামরায় তিনি বন্দী হইয়াছেন। পরের দিন তাঁকে অন্ততঃ এক নজর দেখিয়া আসিব ভাবিতেছি, এমন সময় দেশের বাড়ীর চিঠি পাইলাম। ... সেদিন রাত্রির ট্রেনেই বাড়ী (রাজশাহী) মুখে রওয়ানা হইয়া গেলাম। কয়েকদিন পর সংবাদপত্রে দেখিলাম যে, কবি নজরুল ইসলাম সাহেব বদ্ধ পাগল হইয়া গিয়াছেন। এই সংবাদে বড়ই মর্মাহত হইলাম ও নবযুগের চাকুরীতে ইস্তফা দিলাম।'

স্মর্তব্য ঠিক এর পাশাপাশি পেশ করছি একটা কঠিন বাস্তব ঘটনার কথা। শেষবার কবিকে যখন ঢাকায় আনা হয়েছিল তখন একটা সময় কবির গোসলেরও দায়িত্ব পালন করেছিলেন কবির একজন বিশিষ্ট ভক্ত শফি চাকলাদার। ১৯৮৮-র মার্চে ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত 'জীবন সায়াহ্নের নজরুলকে যেমন দেখেছি' শীর্ষক স্মৃতি কথার ৮৫ পৃষ্ঠার শেষ স্তবকে তিনি লিখেছেন "কবির বাম বাহুতে একটা বেশ গভীর ক্ষত ছিল এবং সে ক্ষতটা লক্ষ্য করলে সেটা যে বেশ গভীর তা অনুমান করা মোটেই মুশকিল হতো না। কবির ভ্রাতুষ্পুত্র জনাব কাজী মাজহার হোসেন মঞ্জুর থেকে প্রাপ্ত খবরে জানা যায় ওটা গুলির ক্ষত। কবে কোথায় এবং কেন এমন ক্ষত হলো তার কারণ জানা যায় নি। এর আগে কবি সম্পর্কিত কোনো পুস্তকেও ক্ষতটার উল্লেখ ছিল না। কবির বাম দিকের 'হীপ'-এর একটা ক্ষত ছিল।" যে, পরবর্তকীালে যিনি অধ্যাপক কবি বুদ্ধদেব বসুর স্ত্রী হ'য়েছিলেন সেই রাণু সোমদের বনগ্রাম লেনের বাড়ী থেকে ১৯২৪ সনের ২৪ জুন রবিবার রাত দশটায় বর্ধমান হাউসে ফেরার সময় পথিমধ্যে যাঁরা কবির ওপর হামলা চালিয়েছিলো তিনি তাঁদের নামোল্লেখ করে গিয়েছিলেন ব'লে জানা যায় না। আর ১৯৪২-এর জুলাই নাগাদ যে বা যারা কবির ঘাড়ে কঠিন আঘাত করেছিলো তার বা তাদের নামও ব'লে গিয়েছিলেন কি না সেটাও আমরা এ যাবৎ জানতে পারি নি। এক ষড়যন্ত্রের জালে পড়ে কবি তাঁর ঘাড়ে কঠিন আঘাত পেয়ে যখন নিষ্ক্রিয় হ'লো এবং এই মর্মান্তিক ঘটনার দুই দশক পর যখন তাঁর স্ত্রীও পরলোকগমন করলেন আর নজরুল জীবনের তথ্যাদি যাচাই ক'রে দেখার মতো কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্বের ন্যূনতম চিহ্নটুকুও যখন অবশিষ্ট ছিলো না বা দেখা যাচ্ছিল না, ঠিক তখনই পরস্পর বিরোধী কুৎসাপূর্ণ গপপো দিয়ে শূন্যস্থান পূরণের মতলবে কতিপয় স্মৃতিচারক কলম ধ'রেছিলেন। নজরুল জীবনের প্রকৃত তথ্যাদি বছরের পর বছর চেপে রেখে সরকার বা কোনো বিশেষ বিশেষ মহল হরেক কিসমের গুজব সৃষ্টির সুযোগ ক'রে দিয়েছিলেন। কিন্তু প্রকৃত ঘটনাবলীর তথ্যাদি গোপন রেখে একজন মহান জাতীয় কবিকে এভাবে তাঁর চরিত্র হননের শিকার হ'তে দেওয়ার পেছনে ষড়যন্ত্র থাকলেও কোনো সুস্থ চিন্তাধারা থাকতে পারে না। নজরুল জীবনের ১৯৪২-এর ঘটনাবলী অবলম্বনে একটা তথ্যনির্ভর যুক্তিনিষ্ঠ ও গবেষণাধর্মী গ্রন্থ প্রণীত হাওয়া দরকার। এই মহান জাতীয় কবির চারিত্র্য তুলে ধরার প্রয়োজনে প্রকৃত সত্য যত কঠিন হোক বা যত তিক্তই শোনাক না কেন, তা জনসমক্ষে প্রকাশ করা দরকার। স্মৃতিকথার নামে কতকগুলো বেহুদা বানোয়াট গপ্‌পো আর মিথ্যোক্তি যেমন ন্যায় বিচারের স্বার্থে চলতে দেওয়া যায় না, তেমনি তা জাতীয় স্বার্থেরও পরিপন্থি।

www.pathagar.com

বিনীতভাবে আমার তরফ থেকে আবারো স্মরণ করিয়ে দেওয়া দরকার মনে করি যে, আমি কবির সমসাময়িক নই। উক্ত ব্যাপারে আমার নিজস্ব কোনো স্মৃতিকথাও লেখার নেই। ব্যক্তিগত পর্যায়ে স্মৃতিচারকদের কারো সম্পর্কে আমার বিরাগ কিংবা ঘনিষ্ঠতার কিছু কোনোদিন জড়িত ছিলো না বা আজো নেই। এই মহান জাতীয় কবিকে অযথা ছোটো ক'রে দেখানোর ব্যাপারটাই আমি কেবল অনুমোদন করতে পারি নি। যতখানি পেরেছি তথ্য ও যুক্তির ভিত্তিতেই লিখেছি এবং এও মনে করি যে, আরো অনেক তথ্য ও উপাদান সংযোজন করার আছে। এ কাজে আরো অনেকে যদি এগিয়ে আসেন, তবে তা একটা যথার্থ পূর্ণাঙ্গ নজরুল জীবনী প্রণয়নের সহায়ক হবে। সেটা এক জরুরি জাতীয় কর্তব্যও বটে।

নজরুল ইসলামের বিষয়ে কোনো কোনো ব্যক্তির অগভীর চিন্তা মুসলমান সম্প্রদায়ের কিছু লোকের মনে ভুল ধারণা সৃষ্টি ক'রেছে। প্রতিবেশী সম্প্রদায়ের জন্য কীর্তন, ভজন, শ্যামাসঙ্গীত ইত্যাদি লিখে এবং তাঁর সাহিত্যে উপযুক্ত মর্যাদায় হিন্দু পৌরাণিক উপাদান ব্যবহার ক'রে নজরুল ইসলাম যে অনন্য মানসিক ঔদার্য্য ও মহত্ত্বের পরিচয় দিয়েছেন আর এতে যে মুসলমান সম্প্রদায়ের তরফে যথেষ্ট গর্ব অনুভব করার আছে, সেটা তারা কিছুমাত্র খতিয়ে দেখেন না। অথচ দাড়ি টুপিওয়ালা এই ধরনের কিছু বেহুদা লোককে দেখেছি, কলকাতার কলেজ স্ট্রিট মার্কেটে হরফ প্রকাশনী আয়োজিত ১৯৮৩'-র নবী দিবসের সভায় অকাতরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতার অংশবিশেষ উদ্ধৃত ক'রে প্রশস্তি গাইছেন। একাধারে ঈর্ষা, অসচেতনতা ও হীনমন্যতার সমন্বয়ে হেন কম্ম নজরুল কিন্তু কোনো দিন করেন নি। এ ধরনের ধান্ধাবাজ ও বেহুদা লোকদের সম্পর্কে বা তাদের অবিবেচনাপ্রসূত মন্তব্যাদির বিষয়ে যত কম বলা যায় ততই ভালো। অন্যদিকে কারো কারো স্মৃতি কথায় দেখছি যে, কবি নাকি পাকিস্তান আন্দোলনের বিরোধিতা ক'রেছিলেন। নজরুল ইসলামের নিজের লেখায় কিন্তু পাকিস্তান আন্দোলন কিংবা কায়েদ-ই-আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর বিরোধিতার কথা কোথাও খুঁজে পাইনি। অবশ্য দেশ বিভাগের অনুমোদনও তাঁর লেখায় নেই। নজরুলের অবস্থানটা সঠিক কী ছিলো সেটা এই গ্রন্থে উদাহরণসহ বিবৃত হ'য়েছে। আর একটা প্রশ্নে স্মরণ রাখা দরকার যে, সঙ্গীতকার নজরুলের তরফে শিল্পী রমণীদের থেকে দূরে থাকা সম্ভব ছিলো না, কাঙ্ক্ষিতও ছিলো না। যে সমাজ পূর্ববর্তী ইসলামী চিন্তাবিদদেরকেও স্মরণ রাখে না তাদের পক্ষে অবশ্য অনেক উদ্ভট চিন্তা করাই সম্ভব। বাংলাভাষী মুসলমানরা সামগ্রিকভাবে সাহিত্য সংস্কৃতি সম্পর্কে এখনও যে বাঙালী হিন্দুদের তুলনায় কিছুই সচেতন নয় এবং মুসলমান সাহিত্য সংস্কৃতিসেবীদের ক'রে দেওয়ার গরজটুকুও যে তাদের নেই, সেটা তো অজস্র প্রত্যক্ষ উদাহরণ দিয়েই দেখানো যায়।

একটা কথা নজরুল নিজেই লিখেছেন এবং ঠিক মনে করার অনেক কিছুই আছে। সেটা এই যে, তাঁর আবির্ভাব ব্যতিরেকে বাঙালী মুসলমানদের পুনর্জাগরণ সম্ভব হোতো না। মুসলিম লীগ ও পাকিস্তান আন্দোলনও জোরদার হ'তে পারতো না। কেননা, নজরুলের লেখা মুসলমানদের ইমান ঠিক রাখার পক্ষে সহায়ক হ'য়েছিলো। ব্যাপারটা ঠিক এই রকম যে, দেশ-বিভাগ নজরুল চান নি ঠিক-ই, কিন্তু বিশেষত বাঙালাভাষী মুসলমানদেরকে তিনি না জাগালে দেশটা ভাগ করার গরজ অমুসলিমরা বোধ করতেন না।

সেই ১৯৪২-এর জুলাইয়ে কবি এক কঠিন আঘাতের শিকার হ'য়েছিলেন, এই তথ্য দশকের পর দশক চেপে রেখে জনমনে নানান গুজব ও বিতর্ক সৃষ্টির সুযোগ দেওয়া হ'য়েছে তবে

www.pathagar.com

পাকিস্তান আন্দোলন প্রসঙ্গে ও ধর্ম বিষয়ে কিছু লোক যে তাঁর সম্পর্কে ভুল ধারণা পোষণ করেছেন, ভুল ধারণায় পরিচালিত হ'য়েছেন এবং ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সেটা তিনিও জেনেছিলেন। এ প্রসঙ্গে একটা উদাহরণ পেশ করছি। কবি যখন নিষ্ক্রিয় জীবনযাপন করছিলেন সে সময়ও বহু বছর যাবৎ কবির অনেক গানই নানা কণ্ঠে রেকর্ড হ'য়েছে। সেপ্টেম্বর ১৯৬৫-তে কমল দাশগুপ্ত এইচ ২২৬৬ সংখ্যক হিন্দুস্থান রেকর্ডে জগন্ময় মিত্রকে দিয়ে যে গানটি গাইয়েছিলেন সেটি কবি এই হামলার শিকার হওয়ার পর লিখেছিলেন কিনা সেই প্রশ্নও বারংবার মনে আসে। মর্মস্পশকফ এই গানটির বাণীতে আছে ঃ

"খেলা শেষ হ'লো– শেষ হয় নাই বেলা–
কাঁদিও না, তব তরে রেখে গেনু প্রেম-আনন্দ-মেলা॥
খেলো খেলো তুমি, আজো বেলা আছে–
খেলা শেষ হ'লে যেয়ো মোর কাছে,
প্রেম যমুনার তীরে ব'সেন্থ রব লইয়া শূন্য ভেলা ॥
যাহারা আমার বিচার ক'রেছে ভুল করিয়াছে জানি
তাহাদের তরে রেখে গেনু মোর বিদায়ের গানখানি।
হোক অপরাধ, হোক মোর ভুল
বালুকার বুকে ফুটায়েছি ফুল
তুমিও ভুলিতে নারিবে সে কথা হানো যত অবহেলা ॥

তাঁর জীবনের একটা নেপথ্য কাহিনী, ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার কথা জনগণকে যথার্থ অবহিত হওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত ক'রে কোনো কোনো প্রভাবশালী মহল প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ যেভাবেই হোক, প্রকৃত তথ্যের শূন্যস্থান পূরণের লক্ষ্যে গুজব সৃষ্টিরই বেকসুর মদদ কিংবা অকাতর প্রশ্রয় যুগিয়েছেন। লাগাতার। ফলে তিনি যখন দীর্ঘকাল নির্বাক ও নিষ্ক্রিয় এক মৌন জীবনযাপন করেছেন কিংবা পরলোকগত, ঠিক তখনই এই মজলুম ও মহান কবির চরিত্র হননের স্পর্ধা দেখাতেও কেউ কেউ অতিরিক্ত সাহসী হ'য়েছেন। কিন্তু যে মতলব হাসিলের ইরাদায়-ই হোক না কেন, কুৎসা যারা রটিয়েছেন, তারা এক চরম শরমহীনতা ও দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিলেও তাদের ঐ সব মন্তব্য বা বিবৃতির স্বপক্ষে সমসাময়িক তথ্যাদি পরিবেশনের গরজ আদৌ বোধ করেন নি। আবার কারো কারো বানোয়াট তারিখ-তথ্য তাদেরই উক্তির বিশ্বাস-যোগ্যতায় ধ্বস নামিয়ে দিয়েছে।

স্মৃতিকারদের কারো বিরাগভাজন হওয়ার ঝুঁকি না নেওয়ার কারণেই হোক, কিংবা কবির জীবন ও সৃষ্টির আনুপূর্বিক ইতিহাস সময়ানুক্রমিক সঠিক ও অনুপুঙ্খভাবে চোখের সামনে না থাকার দরুনই হোক, নজরুল জীবনকীাররা আজো সমস্যার অনেক জটই খুলতে অপরাগ হ'য়েছেন। বানোয়াট গপ্‌পোগুলোর অনেক কিছুই এভাবে নজরুল জীবনী গ্রন্থগুলোতেও অবাধে চালান হ'য়ে গেছে। এভাবে নজরুলের চারিত্র্য ও ব্যক্তিত্বকেও খর্ব ক'রে দেখানোর কাজের কসুর হয় নি। তদুপরি তাদের কারো হয়তো এও মনে হ'য়ে থাকবে যে, নজরুল স্মৃতির যে-কোনো লেখকের তুলনায় চরিত্রহননের শিকার হিসাবে উপযুক্ত বংশধর, প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির অভাবে স্বয়ং নজরুল অনেক বেশি নিরাপদ। কেননা নজরুল স্মৃতিকারদের কারো

www.pathagar.com

কারো উপযুক্ত বংশধর বা রাজনৈতিক দল গোষ্ঠী ইত্যাদি থাকলেও স্বয়ং কবির তা নেই কিংবা বলা যায়, তেমনটি নেই। অতএব বিরুদ্ধাচরণ কোন্ দিক দিয়ে আসতে পারে আর কোন্ দিক দিয়ে আসার সম্ভাবনা নিতান্তই কম, সেটা তাঁরা জানতেন। এমনই একটা বদ হাওয়ার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে কিছু আপত্তিকর উক্তির প্রতিবাদে বিশদ তথ্যাদি পরিবেশনের কাজটা অগত্যা বাধ্য হ'য়ে আমাকেই ক'রতে হ'লো। এর ঝুঁকি কতখানি তা আমি জানি। সে জন্যই আমার লেখাকে কথার কথামালা না বানিয়ে তারিখ- তথ্য উপাদানাদির প্রতি অনুগত রাখার চেষ্টা ক'রেছি। দুষ্প্রাপ্য এমন অনেক কিছুর দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিতে হ'য়েছে যেগুলোর উদ্ধার ও সংরক্ষণের তাগিদ এড়িয়ে যেতে পারি নি। সেদিক দিয়ে যদি কেউ এটাকে নির্দ্বিধায় দীর্ঘ ডকুমেন্টেশন ব'লে অভিহিত করেন, তা হ'লেও আমার তরফ থেকে আপত্তি জানানোর তেমন কিছু নেই। তবে ঘটনাগুলোর অনেক কিছুই পরিচ্ছেদে বিভক্ত না ক'রেও সন-তারিখ মোতাবেক ঠিক সময়ানুক্রমিক সাজানোর চেষ্টা ক'রেছি এবং এসব কিছুই যাতে সহৃদয় কোনো পাঠকের বুঝতে অসুবিধা না হয় সে দিকে লক্ষ্য রেখে কিঞ্চিৎ বিশ্লেষণ কোনো কোনো জায়াগায় আমার তরফে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হয় নি। ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর কোনো কোনোটির বিরূপ প্রতিক্রিয়া কী হ'য়েছে সেটা শনাক্ত করতে গিয়ে নজির উপস্থাপনের ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক সময় পর্যন্ত এগিয়ে এসেছি। আমার মনে হ'য়েছেঃ বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের আর্থ-সাংস্কৃতিক সহাবস্থান, সম্প্রীতি ও সংহতির প্রয়োজনে সমস্ত ঐতিহাসিক ঘটনাবলী বিশ্লেষণ এভাবেই করা দরকার। আর সেই আফ্রিকীয় প্রবাদ বাক্যটিও বারংবার মনে প'ড়ছে যে, যতদিন সিংহদের ঐতিহাসিক না থাকবে, হত্যাযজ্ঞ ঠিক ততদিনই শিকারীদেরকে গৌরবান্বিত হওয়ার সুযোগ দেবে। পরিস্থিতির শিকার হ'য়েছি ব'লেই যে, পূর্বপুরুষদেরকে আঁস্তাকুড়ে ফেলে দিয়ে বকলমে চলমান মগজ ধোলাই এবং বিপ্রতীপ সংস্কৃতির নিষ্পেষণ হেঁট-মুণ্ড হ'য়ে মেনে নিতে হবে, সমস্ত স্বকীয়তাই বিসর্জন দিয়ে পরের বক্তব্য ও ঐতিহ্যের ভজনা ক'রতে হবে, এমন অস্তিত্ব বিপন্নকারী দাসত্ব কবুল করার মূঢ়তা, আত্মপর সম্বিৎহারা জীবন্মৃত জাতি তৈরির প্রকৃষ্ট পথ হ'লেও মেনে নিতে পারি নি।

নজরুলের জীবন ও সৃষ্টি, গুজব ও প্রচলিত ধারণার দোহাই না পেড়ে ঐতিহাসিক পটভূমিকায় দেখার চেষ্টা ক'রেছি। প্রসঙ্গক্রমে যাঁদের কথা এসেছে তাঁদের কাউকেই অযথা ছোট বা বড় ক'রে দেখাবার গরজ বোধ করি নি। তথ্যনির্ভর ও গবেষণাধর্মী অনুসন্ধিৎসায় সত্যের খাতিরেই সমকাল, ব্যক্তি ও ঘটনাবলীর গূঢ় চারিত্র্য আবিষ্কারের প্রয়াস পেয়েছি মাত্র। ব্যক্তি এবং আর্থ-সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক ঘটনাবলীর টানাপোড়েনের নিহিত সত্যের অনুসন্ধান ক'রেছি। আর আমি এও মনে করি যে, সত্য যত কঠিনই হোক না কেন, প্রাসঙ্গিক সুবিচার, সহাবস্থান, নিরপেক্ষতা, সমানাধিকার এবং যথার্থ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিপূর্ণ সামাজিক সুস্বাস্থ্যের প্রয়োজনেই সেগুলোর উদ্ধার, সংরক্ষণ ও সম্প্রচার একান্তই দরকার। সুস্থ সামাজিক জীবনের জন্যই এটা অপরিহার্য। এর বিকল্পও নেই। মনীষী নেতারা সব কিছুই ঠিক-ঠাক ক'রেছেন অথচ দেশ-বিভাগ হ'য়েছে, এমন এক তরফা ও লাগাতার দোষারোপের মুন্সিয়ানায় আমি সামিল হ'তে পারি নি।

কোন্ বিশেষ আর্থ-সাংস্কৃতিক পরিস্থিতিতে পাকিস্তান আন্দোলনের জন্ম হয়, সেটা যেমন তলিয়ে উপলব্ধি করা আবশ্যক, তেমনি একাধিক বিবদমান রাষ্ট্র সৃষ্টি না ক'রে উপমহাদেশের পিছিয়ে পড়া এই মজলুম মুসলমান সম্প্রদায়ের আর্থ-সাংস্কৃতিক দাবী দাওয়া আদায়ের বিষয়ে

www.pathagar.com

বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের জন্য কতিপয় আলাদা আলাদা প্রদেশ গঠন, জনসংখ্যার অনুপাতে চাকরি ও আইন সভায় আসন সংরক্ষণ এবং কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা প্রবর্তনের মারফৎ এইসব সমস্যাদি সমাধানের যে চিন্তাধারা কবি পোষণ ক'রেছেন তা কতখানি সঠিক ছিলো সেটাও পর্যালোচনা করে দেখা দরকার। আর এই আলোচনায় যাতে সবকিছু গভীরভাবে খতিয়ে দেখা সম্ভব হয় সে জন্যই এ সব বিষয়ে উপমহাদেশের তৎকালীন বৃটিশ উপনিবেশিক শাসনামলে প্রকাশিত বিভিন্ন মনীষীর লেখা কয়েকটি প্রবন্ধ দুষ্প্রাপ্য ঐতিহাসিক দলিল বা তথ্য হিসাবেই পরিবেশন করা হ'লো। কেননা, আমার ধারণা ঃ উপমহাদেশের সাম্প্রদায়িকতা ভিত্তিক আর্থ-সাংস্কৃতিক সমস্যাদির অবসানকল্পে হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে সংশ্লিষ্ট সবারই তরফে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি জানার মতো উদার মানসিকতা থাকাটা অপরিহার্য। এর কোনো বিকল্প যে আদৌ নেই, সে প্রমাণ অভিশপ্ত সাল, উনিশ শ' সাতচল্লিশের পর থেকে আমরা নিশ্চয়ই কিছু অল্প নয়, বিস্তরই পেয়েছি। সাবেক নেতৃবৃন্দের কারো ভুলের বোঝা এক পুণ্য কর্তব্য হিসাবে ব'য়ে বেড়ানোর মতো কোনো বেয়াড়া বা অযৌক্তিক অহমিকা আমাদের কোনো তরফেই না থাকা ভালো। কেননা, মনীষী নেতারাও কেউ মুনি-ঋষি বা দরবেশ-আউলিয়া নন। এটা উল্লেখ করার দরকার হ'লো এ কারণেই যে, সুস্থ রুচি, সহনশীলতা এবং মানসিক ঔদার্য্যের অনটনের দরুন অনেকেই উপলব্ধি ক'রতে অপারগ হন, কোনো বিশেষ ধর্মীয় বিশ্বাস, জীবন ব্যবস্থা, 'ইজম', রাজনৈতিক দল, গোষ্ঠী কিংবা ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ এক জিনিস আর অন্ধ আনুগত্য অন্য বস্তু। তবে এটাও লক্ষ্য ক'রেছি যে, খুব মতলববাজ লোক না হ'লে বা তেমন দুরভিসন্ধি না থাকলে এখনকার দিনে এ-সব বিষয়ে কেউ অসহনশীল না হ'য়ে যুক্তিযুক্ত পন্থায় প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন। আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড-এর 'দেশ'-এ প্রকাশিত আমার কোনো নিবন্ধের বিরুদ্ধে কোনো কোনো মহলে অসহনশীলতা লক্ষ্য ক'রেছি। এঁদের একটা সুবিধা এই যে, তারিখ-তথ্য ও যুক্তির ধার এঁদেরকে ধারতে হয় না। সে তোয়াক্কাও তাঁরা করেন না। সব কিছু খতিয়ে দেখার গরজ তাঁদের নেই। আর আমাদের তরফে নজরুল এবং তাঁর সমসাময়িক ইতিহাসবিষয়ক কাজে এটাই হ'লো এক মস্ত ঝুঁকি। শঙ্কায় গা ছমছম করলেও সত্যের খাতিরে সে ঝুঁকি অগত্যা নজরুল জীবনকীরদেরকে নিতেই হবে। তা না হ'লে তাদের লেখায় আর যা-ই মিলুক, নজরুল জীবনী মিলবে না।

কায়েদ-ই-আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, চক্রবর্তী রাজা গোপালাচারী, মহাত্মা মোহন দাস করম চাঁদ গান্ধী, শের-ই-বাঙলা আবুল কাসেম ফজলুল হক, স্যার খাজা নাজিমুদ্দিন, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী প্রমুখ শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দের উল্লেখ নানান প্রসঙ্গেই এই গ্রন্থে আছে। এই সব বড় মাপের নেতাদের কাউকেই অযথা খাটো ক'রে দেখার মধ্যে আমাদের কোনো পক্ষেরই গৌরব বা পরিত্রাণের উপায় নিহিত নেই। উপমহাদেশের আজাদী আন্দোলনে এবং শিক্ষাগত, সাংস্কৃতিক ও সমাজসেবামূলক কাজে তাঁদের ভূমিকা নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে খতিয়ে দেখাটাও জরুরি। কেননা, গৌরব-বোধ বা শ্রদ্ধা-ভক্তির অর্থ কোনোক্রমেই এই হওয়া উচিত নয় যে, শিক্ষাগত, আর্থ-সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কোনো ঐতিহাসিক বিষয়ে তারা কেউ কোনো ভুল সিদ্ধান্ত বা ভ্রান্ত পদক্ষেপ নিয়ে থাকলে কিংবা কোনো চরম অদূরদর্শিতার পরিচয় দিয়ে থাকলেও তা থেকে আমরা শিক্ষণীয় কিছু খুঁজে দেখবো না। আর এই সব বিচ্যুতির কিংবা ভুল সিদ্ধান্তের শিকড় কোন্ শিক্ষাগত অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিস্থিতির গভীরে সে উল্লেখ এড়িয়ে যাওয়াটাও সমস্যাদির গভীরতা উপলব্ধির পক্ষে সহায়ক মনে করি না। প্রকৃত সত্য উপলব্ধির মারফৎ উপমহাদেশে অযথা আবেগ, উন্মত্ততা ও উত্তেজনাকর দমনমূলক

www.pathagar.com

পরিস্থিতির অবসান ঘটুক এবং আর্থ-সাংস্কৃতিক সহাবস্থানের নীতিতে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের পাস্পরিক সুপ্রতিবেশী সুলভ ও সৌহার্দ্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি গ'ড়ে উঠুক, এটাই জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোত্র-গোষ্ঠী নির্বিশেষে সংশ্লিষ্ট সবারই কাঙ্ক্ষিত হওয়া উচিত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে মুসলমানদের প্রতি মোহন দাস করম চাঁদ গান্ধীর যে সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি ছিলো, বিশেষত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে তা আর অপরিবর্তিত বা বহাল থাকে নি। ইতোমধ্যেই চিত্তরঞ্জন দাশের হিন্দু-মুসলিম প্যাক্টের বিষয়ে তাঁর স্বধর্মীদের আপত্তি কোন্ আর্থ-সাংস্কৃতিক কায়েমী স্বার্থের গভীরতা থেকে উত্থিত সেটা উপলব্ধি ক'রে হয়তো সেই মতো চলার কথা ভেবে থাকবেন। তাই মুসলমানদের আর্থ-সাংস্কৃতিক দাবী-দাওয়ার বিষয়ে মুসলিম লীগের সঙ্গে আলোচনায় বসার চেয়ে উপমহাদেশকে এক রকম বিভক্তিকরণের দিকে ঠেলে দেওয়াটাকেই তিনি আপাত সমাধান হ'লেও , হয়তো সহজতর মনে ক'রেছিলেন। আদতে তাঁর কর্মধারাই তো জওহর লাল নেহেরু-বল্লবভাই–প্যাটেলদের চিন্তাধারাকে বলবৎ ক'রেছে। কিন্তু এর ঠিক বিপরীত মেরুর চিন্তাধারায় হিন্দুস্থান তথা পাক-ভারত-বাংলাদেশ, এই উপমহাদেশের ভৌগোলিক অখণ্ডতা রক্ষায় নজরুল শহীদ হ'তেও কুণ্ঠিত বোধ করতেন না। অবশ্য তিনি এটা চেয়েছিলেন কোনো ব্যক্তি বা ধর্মীয় সম্প্রদায়ের আর্থ-সাংস্কৃতিক অস্তিত্ব বিপন্ন হওয়ার বিনিময়ে নয়।

গান্ধী-নেহেরু- প্যাটেলের কর্মপদ্ধতির সাথে নজরুলের চিন্তাধারার ফারাক ঠিক এখানেই। মুসলমানদের আর্থ-সাংস্কৃতিক দাবীদাওয়াসমূহকে নজরুল অসঙ্গত মনে করেন নি; কিন্তু তাই ব'লে তিনি দেশ বিভাগও অনুমোদন করেন নি। বিচ্ছিন্নতার মধ্যে তিনি এই সমস্যার সমাধান খোঁজেন নি। কিন্তু মুসলমানদের তরফে যে-কোনো দাবী-দাওয়া পেশ করা হ'লে তা কংগ্রেস নির্বিকারভাবে বারবারই বিচ্ছিন্নতা ব'লে

ই অবিহিত ক'রেছেন। কেননা, হিন্দু সম্প্রদায় আর্থ-সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কোনো বিষয়ই কোনো রকম ছাড় দিতে অনিচ্ছুক।

"নবযুগ"-এর শেষ পর্য্যায়ে সাংবাদিকতাকালে যে কঠিন আঘাতের শিকার তিনি হ'য়েছিলেন, সেটাই মানসিক চোট ও নানান অর্থনৈতিক চাপে চৌত্রিশ বছর যাবৎ তাঁকে ক্রমান্বয়ে আনুষ্ঠানিক ইন্তেকালের দিকে ঠেলে দেয়। গ্রন্থে এই দীর্ঘ সময়ের সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলীর একটা পরিকাঠামো ঐতিহাসিক পটভূমিকায় উপস্থাপিত করার প্রয়াস পেয়েছি মাত্র। বলা বাহুল্য যে, এসব বিষয়ে আরো অনেক তথ্যাদি উদ্ধার, সংরক্ষণ ও পরিবেশনের অবকাশ হয়তো অনেকখানিই থেকে গেলো। তবে আমি যা পেয়েছি সে সবের কিছুই কোনো রকম পক্ষপাতিত্ব বশত বর্জন করি নি বা এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ খুঁজি নি। কেননা নজরুলের ব্যক্তিত্বেরই সঠিক প্রকাশ ঘটেছে তাঁর সাহিত্যে। আর এই ব্যক্তিত্ব যে প্রতিবেশ ও পরিস্থিতিতে তাঁর প্রতিক্রিয়া প্রকাশ ক'রেছে সেটা সঠিক জানা দরকার। পরিশেষে এ জন্যই সংযুক্ত ক'রেছি আর্থ-সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে কয়েকজন মনীষী বুদ্ধিজীবীর নিবন্ধ।

ঐতিহাসিক পটভূমিকায় "নজরুল জীবন ও সৃষ্টি" শিরোনামে সময়ানুক্রমিক পাঁচ খণ্ডে প্রামাণ্য নজরুল জীবনী প্রণয়নের ইরাদা বাস্তবায়নে প্রয়াসী হ'য়েছি এখন থেকে এক দশক আগে ১৯৭৫ থেকে। চরম আর্থিক অনিশ্চিয়তার কারণে এ কাজটা আজো পুরোপুরি সম্পন্ন ক'রতে পারি নি। এমন অবস্থায় ১৯৮২'-র গোড়ার দিকে "নবযুগ ও নজরুল জীবনের শেষ পর্যায়" শিরোনামে এই পাণ্ডুলিপি আলাদাভাবে প্রস্তুত করার পরামর্শও পত্নী আখতারা বানু

www.pathagar.com

দিয়েছিলেন। চরম আর্থিক বিপর্য্যয় ও শারীরিক অসুস্থতার মধ্যেও তিনি এই গ্রন্থের অনুলিপি তিনবার প্রস্তুত ক'রেছেন। তাঁর নিরবচ্ছিন্ন উৎসাহ, ত্যাগ স্বকীয়ার এবং মেহনত ব্যতিরেকে নজরুল, ইতিহাস এবং সাংস্কৃতিক বিষয়ে আমার কোনো কাজকর্মই হওয়ার ছিলো না। আমার রচনাবলীতে তাঁর অবদান আমার চেয়ে অনেক বেশী। তবে মেহনত তখনই সার্থক হ'য়েছে মনে ক'রবো, যদি এ বিষয়ে আরো কেউ কেউ গবেষণামূলক কাজে এগিয়ে আসেন। এই গ্রন্থে নজরুল জীবনের শেষ ছত্রিশ বছরের ধারাবাহিক রূপরেখা পেশ করেছি। সম্ভাব্য নানান তথ্যের হরেক রকম উৎসেরও সন্ধান দিয়েছি। আরো অনেক কাজ এখনও বাকী থেকে গেলো।

শুধু কবির নয়, কবি-সম্পাদকের অনেক লেখাই যে এখনও দুষ্প্রাপ্য এবং তাঁর পূর্ণাঙ্গ জীবনীর অনেক তথ্যই যে এখনও অজানা র'য়ে গেছে, সেটাও পাঠকের চোখে যাতে সহজে ধরা পড়ে, সব কিছুই সে দিকেও লক্ষ্য রেখে পরিবেশন ক'রেছি। আলীপুর ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে 'নবযুগ'-এর যে অসম্পূর্ণ ফাইল আমি দেখেছি তাতেও অনেক পৃষ্ঠা কারা কেন ছিঁড়েছেন সেটাও হয়তো এক নিরপেক্ষ তদন্তের বিষয়। মনুষ্য নামক জীবের কুরুচির সীমা যে কতখানি ছাড়িয়ে যেতে পারে সেটা স্বচক্ষে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। এখন নাকি সেটা আবার স্বয়ং মিসিং লিস্টে উঠে গেছে। তাই পরে পয়সা জোগাড় ক'রে ছবি নিতে গিয়ে নিরাশ হ'তে হ'য়েছে।

যে অবস্থা ও বিশ্বাস নিয়ে একদিন নজরুল চর্চায় ব্রতী হ'য়েছিলেম তা অজানা অনেক কিছুর সংযোজনে আরো প্রসারিত ও উৎসাহজনক হ'য়েছে। আমার কাছে এটা একাধারে জাতীয় কর্তব্য, সাহিত্য ও সংস্কৃতি সেবা এবং পিছিয়ে পড়া কওমের খিদমত ব'লে বিবেচিত হ'য়েছে। ইতিহাস ও নজরুল চর্চা এক কথায় আমার কাছে ইবাদৎ।

তবু যাদের কেবল ঘুম নয়, মরণ ঘুম ভাঙানোর জন্যও আমি সবচেয়ে বেশী খেটেছি, সেই পশ্চিম বাঙলার উম্মূল ও বেহুঁশ মুসলমানদের কোনো প্রতিষ্ঠান নয়, প্রতিবেশী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠান আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড-এর "দেশ" অত্যন্ত মর্যাদার সঙ্গে আমার কয়েকটি লেখা প্রকাশ ক'রে তা বিশ্বের সমস্ত বাঙলাভাষী পরিশীলিত পাঠকদের কাছেই পৌঁছে দিয়েছেন। 'দেশ' সম্পাদক শ্রদ্ধেয় সাগরময় ঘোষ ও তাঁর সহানুভূতিশীল সহকর্মীদের কথা ভুলবার নয়। উপযুক্ত মর্যাদায় আমার প্রতিটি লেখাই তাঁরা 'বিশেষ রচনা' হিসাবে সঠিক মূল্যায়নধর্মী পরিচিতিসহ ছেপেছেন। 'বিশেষ রচনা' "ঢাকায় নজরুল" সম্পর্কে তাঁরা যা লিখেছিলেন তা কেবল চমৎকারই নয়, অনির্বচনীয়। উদ্ধৃতি ঃ

"বিশেষ রচনা

ঢাকায় নজরুল

নজরুলের একাদশবার ঢাকা সফর এবং শেষ যাত্রার আনুপূর্বিক ইতিহাস এবং তারিখ-তথ্য তাঁর জীবনকীারগণ কেউই নির্ভুলভাবে ধ'রে রাখেন নি তাঁদের রচনায়। অথচ ঢাকার সঙ্গে নজরুলের ছিল নাড়ীর যোগ। এক হিসেবে মৃত্যুযোগও বটে। জীবনের নেপথ্য কাহিনী, ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন অথচ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা জড়িয়ে আছে এই সঙ্গে। যে কবি দীর্ঘকাল মর্মস্পশকফ মৌনজীবন যাপন ক'রে গেলেন আমাদের মধ্যে তাঁর জীবনের অনেক স্মৃতি-কথা অশ্রুত ও বিস্মৃত হ'য়েই থেকে গেল। কণ্ঠ ও কলম একই সঙ্গে নির্বাক ও নিষ্ক্রিয় হ'য়ে যাওয়ায় কিছু ব্যক্তিগত এবং গোপন তথ্য অনুক্ত বা বিতর্কিতই থেকে গেল। যেমন

www.pathagar.com

হারিয়ে গেল তাঁর অনেক অশনাক্ত গান। আলোচ্য নিবন্ধে শেখ দরবার আলম অনেক যত্নে এই সফরনামা রচনা ক'রেছেন।"

"দেশ" পত্রিকার ১৯৮৫-র ৩১ আগস্ট সংখ্যা সম্পর্কে এদিন আনন্দবাজার পত্রিকায় বিজ্ঞাপন ঃ

"ঢাকায় নজরুল

শেখ দরবার আলম

পশ্চিম বঙ্গের মানুষ হ'য়েও , এবং সারা জীবন পশ্চিম বাংলায় কাটিয়েও , কাজী নজরুল ইসলাম ১৯৭৬-এর ২৯ আগস্ট শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন বিদেশে-পরবাসে বাংলাদেশের ঢাকায়। সমাহিতও হন সেখানেই। জীবদ্দশায় এই ঢাকাতে তিনি বহুবার এসেছিলেন নানান উপলক্ষে। তখন কি একবারও ভেবেছিলেন এই ঢাকাতেই পাতা হবে তাঁর শেষ শয্যা? শেষ সফর সমেত নজরুলের ঢাকা সফরগুলির বিশদ বৃত্তান্ত 'ঢাকায় নজরুল।"

অবশ্য নজরুল বিষয়ক তারিখ–তথ্যপূর্ণ আমার প্রথম লেখাটি যে বড় কাগজে ছাপা হয় সেটি 'দৈনিক ইত্তেফাকে'। লেখাটিতে ছিলো কবির জন্ম তারিখের বিশদ বিবরণ। এরপর তাঁর জীবন ও সৃষ্টিবিষয়ক তথ্যসমৃদ্ধ লেখা 'নজরুল সৃষ্টি সংরক্ষণ সংস্থা'র উল্লেখসহ ঢাকার নজরুল একাডেমী পত্রিকায় ইজ্জতের সাথেই ঠাঁই পায়। উৎসাহ উভয় পাড়েই লক্ষ্য করেছি। নজরুল উভয় পাড়েরই কবি। তাঁকে রাজনীতির বেড়াজাল দিয়ে বাঁধতে চাওয়া অনুচিত। তাঁর বিষয়ে শতাধিক বর্ষব্যাপী করার মতো অনেক জরুরি কাজ আছে। আর নজরুল চর্চা তো কোনো দিনই ফুরাবার নয়।

নজরুল জীবন সঠিক উপলব্ধির পক্ষে সহায়ক হবে বিবেচনা ক'রে আমার দু'টি নিবন্ধ : "শের-ই-বাংলা ও কবি-দার্শনিক" এবং "অবতার, সুফী ও সেই নিষ্পাপ কবি" এই গ্রন্থে সংযুক্ত করলাম। দু'টিই তথ্যপূর্ণ।

পাকিস্তান আন্দোলনের পটভূমিকা ও তাৎপর্য এবং সেই প্রেক্ষিতে নজরুলের ভূমিকা কতখানি সঠিক ছিলো সেটা উপলব্ধির সুবিধার্থে মন্মথ সরকারের নিবন্ধ "শুদ্ধি আন্দোলন", মোহাম্মদ আকরম খাঁর নিবন্ধ "মুছলমানের জাতিত্ব ও সংস্কৃতি", অধ্যাপক ডক্টর সৈয়দ আবদুল লতীফের নিবন্ধ "ভারতীয় সংস্কৃতির ভবিষ্যৎ", হেমন্ত কুমার সরকারের "দেশবন্ধু ও মুসলমান" এবং সৈয়দ এমদাদ আলীর নিবন্ধ "নিখিল ভারতীয় ফেডারেশন গঠন কি সম্ভব?" সন্নিবেশিত হ'লো। এগুলো দেওয়া জরুরি মনে হ'লো এজন্যই যে, পরবর্তী প্রজন্মই কেবল নয়, সমসাময়িকদের অনেকেও প্রকৃত ইতিহাস ভুলতে বসে'ছেন কিংবা এ বিষয়ে সুবিধা মোতাবেক ভুল স্মৃতিচারণ করছেন। সেই প্রেক্ষিতে অনেক তথ্যবহুল ও সুচিন্তিত ক'রে তোলার প্রয়াস পেয়েছি। এই লক্ষ্যেই সংযোজিত হলো "দেশ বিভাগের পটভূমিকা :: আবুল কালাম আজাদের দৃষ্টিকোণ থেকে" শীর্ষক নিবন্ধ।

শৈশবে নজরুল জীবনের অনেক ঘটনার কথা এবং তাঁর কবিতা ও সঙ্গীতের বিভিন্ন অংশ আমার আব্বা মরহুম শেখ আবদুল মজিদ ওরফে শেখ এনছান আলির কাছে শুনে প্রথম অনুপ্রাণিত বোধ করেছি। যে গ্রামে আমার জন্ম সেই চব্বিশ পরগণা জেলার পারুলিয়ার শিক্ষা- দীক্ষাহীন ওয়াজেদ চাচার কণ্ঠেও ছোট বেলায় কবির বিভিন্ন গানের নানান টুকরো সে

www.pathagar.com

সময় মুগ্ধ বিস্ময়ে শুনেছি। স্কুল জীবনে কলকাতার সাপ্তাহিক "পয়গাম"-এ কবির বিষয়ে লেখা প'ড়েছি। নজরুল বিষয়ে কলকাতার মাসিক "জাগরণ"-এ এবং দৈনিক "গোস্তর"-এ আবদুল আজীজ আল্-আমানের গল্পধর্মী কিছু লেখা স্কুল জীবনে আকর্ষণ ক'রেছিল। পরে অবশ্য নানান কারণে এই আকর্ষণ অবশ্য বহাল থাকে নি। নজরুল ও ইতিহাসবিষয়ক কাজে বিভিন্ন সময়ে তাঁর প্রকাশনী সংস্থা ও কাগজ দু'টির কাছ থেকে উৎসাহ ও সহযোগিতা প্রত্যাশা ক'রে পুরোপুরি হতাশ হ'য়েছি। চব্বিশ পরগণা জেলার হাড়োয়া পীর গোরাচাঁদ হাই স্কুলে যখন পড়তাম সে সময় নজরুল বিষয়ে মনোযোগ দিয়ে ব্যাপক পড়াশুনার প্রবল উৎসাহ যুগিয়েছিলেন আমার প্রিয় শিক্ষক, পথ-প্রদর্শক লেখক, বিশিষ্ট আলেম ও ইসলামী চিন্তাবিদ মরহুম মওলানা কাজী মোহাম্মদ মোস্তফা। মজলুম কবি কাজী নজরুল ইসলামের বিষয়ে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং গঠনমূলক কাজের উৎসাহ আমি প্রথম তাঁর কাছ থেকেই পাই। আমার চিন্তায় ও চেতনায় নজরুল জীবন ও সৃষ্টির প্রতি নিবিড় শ্রদ্ধা-ভালোবাসার যে ইমারত তৈরি হ'য়েছে সেটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের কাজটা পিতা ক'রলেও এর বুনিয়াদ রচনা করেছেন পিতৃতুল্য ওস্তাদ কাজী মোহাম্মদ মোস্তফা। সেই আলেম শ্রেষ্ঠ ওস্তাদের কাছ থেকে জেনে নিয়েছিলাম যে, নজরুলের জীবন ও চিন্তাধারা ইসলামী জীবন ব্যবস্থার পরিপন্থি নয়। পরিণত বয়সে এখন উপলব্ধি ক'রতে পারি, তাঁর মূল্যায়ন কতখানি সঠিক ছিলো। স্কুল জীবনে সে সময় চব্বিশ পরগণার হাড়োয়া পীর গোরাচাঁদ পাঠাগারে কাজী নজরুল ইসলামের বহু গ্রন্থের প্রথম সংস্করণও পড়ার সুযোগ পেয়েছিলাম। ঐ সময় পর্যন্ত আজহার উদ্দীন খানের গ্রন্থ 'বাংলা সাহিত্যে নজরুল" এবং কলকাতা থেকে এ বিষয়ে প্রকাশিত অন্যসব বই গ্রাহক হিসাবে পীর গোরাচাঁদ পাঠাগার থেকে নিয়ে প'ড়েছি। ওখানে সাতচল্লিশ পূর্বকালের মুসলিম সম্পাদিত বহু পত্র-পত্রিকাও ছিলো। এই পাঠাগার প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে ছিলেন কবি শাহাদৎ হোসেন, বহু ভাষাবিদ ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ প্রমুখ গুণীজন। সে পাঠাগার দেশ বিভাগের বিশ-পঁচিশ বছরের মধ্যে পুরোপুরি উৎখাত হ'য়েছে। সেখানে এখন অনেকগুলো মাছের কাঁটা বা পাইকারি মাছ বেচাকেনার দোকান ব'সেছে। ভারতের বাংলাভাষী মুসলমানরা যে এখন পুরোপুরি এক উম্মূল সম্প্রদায়ে পরিণত হ'য়েছে, এ ঘটনা সেই সাক্ষ্যই দেয়।

যখন কলেজে পড়ি সে সময় থেকে পশ্চিম বঙ্গ নজরুল জয়ন্তী কমিটির তরফে মযহারুল ইসলামের উদ্যোগে কলকাতার মহাজাতি সদন, য়ুনিভার্সিটি ইন্সটিটিউট এবং রবীন্দ্র সদনে অনুষ্ঠিত নজরুল জয়ন্তী উৎসাহিত ক'রেছে।

বারাসত গভর্নমেন্ট কলেজে নজরুল বিষয়ে উৎসাহ পেয়েছি বাংলা বিভাগের শ্রদ্ধের অধ্যাপক ডক্টর মধুসূদন বসু, অধ্যাপক বাবুরাম প্রসাদ বন্দোপাধ্যায় এবং ইংরেজী বিভাগের শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক পরলোকগত শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে। যখন সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ হোস্টেলে ছিলাম সে সময় ১২ আশ্বিন ১৩৭৮ : ২৯ সেপ্টেম্বর ১৯৭১ তারিখ বুধবার বিজয়ার দিন পরিচয়ের পর উৎসাহ দিয়েছেন কবি- সুহৃদ মরহুম মুজফ্ফর আহমদ। নবজাতক প্রকাশন-এর মালিক মযহারুল ইসলামের সঙ্গে গিয়েছিলাম তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। ইতোপূর্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করার সময় 'নজরুল নির্দেশিকা' প্রণয়নের কাজে শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডক্টর রফীল ইসলামকে কিঞ্চিৎ সহযোগিতা ক'রেছিলাম বিশেষত আমার নিজের রোজগারের তাগিদেই। নজরুল গবেষণার কাজে উল্লেখযোগ্য এক মূল্যবান সংযোজন

www.pathagar.com

হিসাবে এটাই প্রথম। নজরুল জীবন ও সৃষ্টিবিষয়ক কাজে তিনিই যথার্থ পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেছে। কবির বিষয়ে গঠনমূলক কাজ হিসাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর রফীল ইসলামের 'নজরুল নির্দেশিকা' পথ প্রদর্শনের ক্ষেত্রে বিশেষ ক'রে গোড়ার দিকে খুবই সহায়তা ক'রেছে। কাজের সুবিধার্থে আমি পরে অবশ্য নিজস্ব পদ্ধতিতে রচনা ও ঘটনাবলীর ধারাবাহিক তারিখসংবলিত খাতাপত্র তৈরি ক'রে নিয়েছি।

নজরুল সম্পর্কে আমার যে ধারণা হ'য়েছে সেটার সঙ্গে নজরুল গবেষক অধ্যাপক ডক্টর মিলন দত্ত ও নিষিদ্ধ নজরুল প্রণেতা ডক্টর শিশির করের দৃষ্টিভঙ্গির মিল আছে দেখে উৎসাহিত হ'য়ে ছি। কবির বিষয়ে মাতৃসমা বিজনবালা ঘোষ দস্তিদার, ইন্দুবালা দেবী, যূথিকা রায়, আঙ্গুর বালা দেবী, রেণু বসু (ভৌমিক), ঢাকার নজরুল একাডেমীর সম্পাদক কবি তালিম হোসেন, নজরুল গবেষক মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ্, নজরুল গবেষক শাহাবুদ্দিন আহমদ প্রমুখ অনেকেরই মূল্যায়ন সঠিক মনে হয়েছে। এ উল্লেখ আবশ্যক হ'লো এ কারণেই যে, কবির বিষয়ে এ যাবৎ অনেক বেহুদা সমালোচনাও হ'য়েছে। কলকাতার ন্যাশনাল লাইব্রেরী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ এবং আনন্দবাজার পত্রিকার লাইব্রেরীর দায়িত্বভারপ্রাপ্ত সবার কাছ থেকে যথেষ্ট আন্তরিকতা ও সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহার পেয়েছি। পাণ্ডুলিপিতে ব্যবহৃত কবির রচনা ও তথ্যাদি মূলত এই তিনটি প্রতিষ্ঠান থেকে উদ্ধার ক'রেছি। কবি তালিম হোসেন সম্পাদিত ঢাকার "নজরুল একাডেমী পত্রিকা" এবং কবি আবদুল কাদির সম্পাদিত "নজরুল রচনা সম্ভার", হরফ প্রকাশনীর "নজরুল রচনা সম্ভার" এবং পাক- বাংলাদেশ সরকারের উদ্যোগে প্রকাশিত "নজরুল রচনাবলী" থেকেও সাহায্য পেয়েছি। কলকাতার গুপ্ত প্রেসে, ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে, বরেন্দ্র পাঠাগারে এবং মুর্শিদাবাদের খোশবাসপুরে স্বাধীনতা সংগ্রামী সাহিত্যিক সাংবাদিক গবেষক মওলানা আবদুর রহমান ফেরদৌসীর কাছে বহু বছরের পঞ্জিকা দেখার সুযোগ পেয়েছি। ফেরদৌসী সাহেবের নিজস্ব লাইব্রেরী থেকে তাঁর পৌত্রী রেবেকা নাজনীন (শম্পা) আমাকে অনেক কিছু সংগ্রহ ক'রে দিয়েছেন। এঁদের কাছে আমার কর্জ কোনোদিন শোধ হওয়ার নয়। এঁরা আমাকে অনুপ্রাণিত করেছেন।

আমার এই পাণ্ডুলিপির অন্তর্ভুক্ত দুষ্প্রাপ্য উপাদানসমূহের কিছু কিছু ইতোপূর্বে কলকাতার দৈনিক "পয়গাম", দৈনিক "সত্যযুগ", সাপ্তাহিক "দেশ" ও ঢাকার সাপ্তাহিক "পূর্বাণী" এবং আরো কোনো কোনো কাগজের পৃষ্ঠায় ব্যবহার ক'রেছি। দৈনিক "পয়গাম"-এর মালিক-সম্পাদক মরহুম আবদুল জলীল তরফদারের উৎসাহ, সহযোগিতা ও প্রেরণার কথা বারংবার মনে পড়ে। তিনি অকালে ইন্তোকাল না করলে আমার অনেক কিছুই হয়তো অন্য রকম হ'তে পারতো। তাঁর মতো মহৎ মানুষ আমি খুব কমই দেখেছি। কলকাতার ইন্সটিটিউট অব সোস্যাল ওয়েলফেয়ার অ্যাণ্ড বিজনেস ম্যানেজমেন্টের সমাজকল্যাণ বিভাগের সাবেক প্রধান শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক রণেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য কবি জীবনের এই শেষ পর্যায়ের কাজে উৎসাহ দিয়েছেন। আরো যাঁরা উৎসাহিত ক'রেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন সাহিত্যিক বশীর আল্-হেলাল, বাংলা একাডেমীর অন্যতম ডিরেক্টর শামসুল হক, অধ্যাপক ডক্টর মোস্তফা নূরউল ইসলাম, দৈনিক ইত্তেফাকের কর্মাধ্যক্ষ এবং 'পূর্বাণী' সম্পাদক খন্দকার শাহাদৎ হোসেন, দৈনিক ইত্তেফাকে'র বার্তা ও কার্য নির্বাহক সম্পাদক মরহুম মোহাম্মদ আসাফ্উদ্দৌলা রেজা, অধ্যাপক ডক্টর কাজী দীন মোহাম্মদ, অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, অধ্যাপক ডক্টর আনিসুজ্জামান, 'নিষিদ্ধ নজরুল' প্রণেতা ডক্টর শিশির কর, ভারতের সাবেক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী

www.pathagar.com

অধ্যাপক সৌগত রায়, শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক অক্ষয় কুমার সেন শর্মা, বন্ধুবর বিপ্লব হালিম, দোস্ত এ.কে.এম, কামাল উদ্দিন, পরলোকগতা নানী শাশুড়ী কানিজ হাফজা, নজরুল সঙ্গীত শিষ্যা আমার মাতৃসমা বিজনবালা ঘোষ দস্তিদার এবং ইন্দুবালা দেবী, নজরুল সঙ্গীত শিষ্যা যূথিকা রায়, নজরুল সঙ্গীত শিষ্যা রেণু বসু, অনুজপ্রতিম সৈয়দ আস্‌রার আহমদ, আনন্দবাজার পত্রিকার সাংবাদিক হিমানিশ গোস্বামী প্রমুখ অনেকেই। নজরুল সৃষ্টি সংরক্ষণ সংস্থার উপদেষ্টা ডক্টর সুকুমার সেন, ডক্টর অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ডক্টর ক্ষুদিরাম দাশ এবং সদস্য অধ্যাপক সৌগত রায়, মোহাম্মদ রেজাউল হক, হেফজুর রহমান মুকুলের কথা ভোলার নয়। অধ্যাপক শান্তিময় রায়ের কাছে উৎসাহ পেয়েছি। কলকাতার ন্যাশনাল লাইব্রেরীর সাবেক ডাইরেক্টর অধ্যাপক ডক্টর রবীন্দ্র কুমার গুপ্ত সংস্থার সদস্য হয়ে আমাকে উৎসাহিত করেছেন।

গ্রন্থে বাংলার করেসপণ্ডিং হিজরী ও খ্রীষ্টীয় তারিখ ব্যবহার করেছি। হিজরী তারিখ মুসলমানদের ধর্মীয় জীবনের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় সংশ্লিষ্ট ঘটনা ও বিষয়সমূহের উপলব্ধির ক্ষেত্রে নানান দিক দিয়ে এর গুরুত্ব আছে। তদুপরি যাঁরা উর্দু ও আরবীতে নজরুল জীবনী লিখবেন, তাঁদেরও এটা কাজে লাগতে পারে। এ যাবৎ নজরুল জীবনকাররা ঘটনাবলীর কোনোটির তারিখ কেবল বাংলায় এবং আবার কোনোটির শুধু ইংরেজীতে দিয়েছেন।

করেস্‌পণ্ডিং তারিখ ও বারের উল্লেখও একাধিক জায়গায় ভুল করেছেন। এসব কারণেই নানান প্রসঙ্গে বিশদ তারিখ বারংবার উল্লেখ ক'রতে হ'য়েছে।

লেখায় নির্দ্বিধায় সেই ভাষাই ব্যবহার ক'রেছি যা শৈশব থেকে আমি পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে শুনতে ও ব'লতে অভ্যস্ত। ফলে তথাকথিত সাধারণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সযত্নে বর্জন করা হয়, এমন কিছু আরবী ও ফাসকফ শব্দও লেখায় অন্তর্ভুক্ত হ'য়েছে। ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রেও খাসলৎ বদলে কিছুমাত্র কৃত্রিম হওয়ার কসরৎ করি নি। আণ্ডা পিটিয়ে ডিম ক'রতে চাই নি। এ প্রসঙ্গে আমার বক্তব্য ঃ যার ডিম তার হোক, কিন্তু যার আণ্ডা তারই থাকুক। আণ্ডা-ডিমের সহাবস্থানে নিশ্চয়ই কারো আপত্তি থাকা উচিত নয়। আমার মনে হয়, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে মন্দির– মসজিদের সহাবস্থান এবং আইনসভা ও অফিস আদালত কাছারিসহ নানান সরকারী দফতর ও বিভাগে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সংখ্যানুপাতিক ও সম্প্রদায়গত প্রতিনিধিত্ব উপমহাদেশের মৌলিক সমস্যাসমূহের সমাধান ক'রতে সক্ষম।

আমি মনে করি না যে, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি এবং উপমহাদেশের ভৌগোলিক অখণ্ডতা আমার চেয়ে কেউ বেশী চান। আর সেটা হওয়া উচিত বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের আর্থ-সাংস্কৃতিক সহাবস্থানে কর্মসূচীর ভিত্তিতে, কোনো ধর্মীয় সম্প্রদায়ের আত্মসমর্পণের শর্তে বা হীনমন্যতায় নয়। আধিপত্য কামনার অবাধ লাইসেন্স অনুমোদনেও নয়। তাই যে মেহনতের বিনিময়ে আমি কেবল চরম দারিদ্র্যই উপহার পেয়েছি, সেটা দিয়ে আর হীনমন্যতা অর্জন ক'রতে চাই নি। তদপুরি কবি বা সাহিত্যিক মনে করি না নিজেকে। যা ক'রেছি তা একজন সমাজসেবীর তরফে গঠনমূলক কাজ হিসাবেই যদি বিবেচিত হয়, তবে সেটাই হবে আমার সবচেয়ে বড় পাওনা। নজরুল তৌহীদবাদী ইমানদার মানুষ ছিলেন। আমি তাঁর সম্পর্কে লিখতে গিয়ে যে-কোনো রকম চাতুর্য ও বেইমানীর প্রশ্রয় দিতে অপারগ হ'য়েছি মাত্র। মনোযোগী পাঠকমাত্রই লক্ষ্য করবেন যে, নজরুল ও ইতিহাস বিষয়ে একজন মুক্ত মানুষ হিসাবেই আমি লিখেছি। অনুচিত উপায়ে কাউকে খুশী করার জন্য নয়। কোনো রাজনৈতিক দল, প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির

www.pathagar.com

কাছে আমি ওয়াদাবদ্ধ হ'য়ে লিখি নি। আমার কমিটমেন্ট সত্যের কাছে, ন্যায়ের কাছে এবং বিবেকের কাছে এবং কাউকেই কেবল বিরোধিতার জন্যই বিরোধিতা করতে আমি যে অপরাগ সেটাও কারো নজর এড়াবার নয়।

দেশ বিভাগের বছর দেড়েক আগে পশ্চিম বঙ্গে চব্বিশ পরগণা জেলায় আমার জন্ম। সাতচল্লিশোত্তরকালে ভারতীয় অমুসলিম এবং পাকিস্তানী ও বাংলাদেশী মুসলমানদের থেকে পাশ্চাত্য বাংলার এবং ভারতের অন্যান্য এলাকার বাঙলাভাষী মুসলমানদেরও অনুভূতির পার্থক্য নির্মিত হ'য়ে গেছে। গ্রন্থে ভারতের মজলুম মুসলমানদের অভিজ্ঞতার প্রতিফলন সবখানেই যে এড়িয়ে যেতে সক্ষম হ'য়েছি, এমন নয়। সেটা কাম্যও মনে করি নি। দেশ বিভাগজনিত বৈরী পরিস্থিতির দরুণ কিঞ্চিৎ আপত্তি বা অসন্তোষ যদি কোথাও প্রকাশ পেয়ে থাকে, কিংবা সমস্ত বিষয়টা খতিয়ে দেখার প্রয়োজনে ইতিহাসের ধারাপাতের দিকে যদি সঠিক নজর দিয়ে থাকি, তবে সংশ্লিষ্ট সবার কাছে সেটা যেন অপরাধের নয়, উপলব্ধির বিষয় হ'য়ে ওঠে– এই আবেদন রইল। কেননা, চিরস্থায়ী সম্প্রীতি ও সংহতির জন্য সেটাই প্রয়োজন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ এবং সেই মহান কবি কাজী নজরুল ইসলামের মতো সবারই কাঙ্ক্ষিত উপমহাদেশের বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ইজ্জতিপূর্ণ আর্থ-সাংস্কৃতিক সহাবস্থান। আমার সমস্ত নিজস্ব বিবেচনায় দেশ বিভাগ যেমন সমর্থনযোগ্য নয়, তেমনি মুসলমানদের সঙ্গত আর্থ-সাংস্কৃতিক দাবী দাওয়াগুলির প্রতি কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভা নির্বিকার আপসহীন মনোভাব না নিলে এটা যে হ'তো না সেটাও উপলব্ধি ক'রেছি। দেশ বিভাগে নানান কারণে প্রভাবশালী অমুসলিমদের অনেকেরই মদদ ছিলো। এর দায় মুসলিম লীগ কিংবা কায়েদ-ই-আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর ওপর চাপিয়ে দেওয়ার পিছনে কোনো ঐতিহাসিক সততা নেই। মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনের অনেক পরেও জিন্নাহ উল্লেখ ক'রেছিলেন যে, দেশ বিভাগের কথাটা হিন্দু সাংবাদিকরাই উপহার দিয়েছেন। কেননা, মুসলমানদের দাবী-দাওয়া বারবারই হিন্দুদের কাছে বিচ্ছিন্নতারই সমার্থক। এই ধুয়ো তুলেই তাঁরা মুসলমানদের সঙ্গত আর্থ-সাংস্কৃতিক দাবী-দাওয়াগুলো এড়িয়ে যেতে চেয়েছেন।

লক্ষ্যণীয় যে, মহান কবি কাজী নজরুল ইসলামের কথা আলোচনা প্রসঙ্গে অপরিহার্যভাবেই বিশ ও ত্রিশের দশকের মজলুম মুসলমানদের জাগরণের অন্যতম অগ্রদূত শের-ই-বাঙলা আবুল কাসেম ফজলুল হকের কথা এসেছে। বাঙলাভাষী মজলুম মুসলমানদের জাগরণের অন্যতম এই অগ্রদূতের ভালো-মন্দ উভয় দিকের কথাই লিখেছি। কিন্তু আমি শের-ই-বাঙলাকে স্মরণ ক'রতে গিয়ে কায়দে আজমকে সরিয়ে রাখিনি। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকেও নয়। আমার চিন্তায় কায়েদ-ই-আজম, শের-ই-বাঙলা এবং বঙ্গবন্ধু পর পর এসেছেন। এর পরই এসেছেন অতি অল্পকালের জন্য এক ব্যক্তিত্ববান ও বিচক্ষণ রাষ্ট্রপতি খন্দকার মোস্তাক আহমদ এবং বাঙলার জিয়া। বাঙলাদেশের সাবেক প্রেসিডেন্ট শহীদ জিয়াউর রহমান বাঙালী জাতিকেই যে স্বতন্ত্র ও মর্যাদাপূর্ণ সত্তায় চিহ্নিত ক'রেছেন কেবল তা-ই-নয়, বাঙলার জাতীয় কবিকেও তাঁর ইজ্জতপূর্ণ ভূমিকায় বিশ্বজনগণের কাছে তুলে ধ'রতে চেয়েছেন। কিঞ্চিৎ বিলম্বে হ'লেও এ বিষয়ে তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রেছেন প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ।

নজরুল ইসলামের চিন্তাধারা প্রসঙ্গে শুধু ইসলামই নয়, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, দেশপ্রাণ

www.pathagar.com

বীরেন্দ্র নাথ শাসমল প্রমুখের কথাও এসেছে। ঐতিহাসিক পটভূমিকা স্মরণ প্রসঙ্গে এসেছে মহাত্মা মোহন দাস করমচাঁদ গান্ধী, চক্রবর্তী রাজা গোপালাচারী, নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য (মানবেন্দ্র নাথ রায়), হেমন্তকুমার সরকার প্রমুখের কথা। এঁদের কারো অযৌক্তিক বিরোধিতা বা অযথা পক্ষপাতিত্ব করার ইরাদা আমি পোষণ করি নি।

পরিশিষে যে কয়েকজন মনস্বী ব্যক্তিদের নিবন্ধ সংযোজিত হ'য়েছে, এগুলো তৎকালীন আর্থ-সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সঙ্কটপূর্ণ ঐতিহাসিক পটভূমিকা সঠিক উপলব্ধির পক্ষে সহায়ক হবে। কেননা, আমি লক্ষ্য ক'রেছি যে, এ সম্পর্কে সাহিত্য, ইতিহাস এবং রাজনৈতিক ও সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গের অনেকেরই সঠিক সুগঠিত ধারণা নেই। ফলে, এঁদের অনেকেরই অবিবেচনাপ্রসূত ও ভিত্তিহীন কথাবার্তায় আর্থ-সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বিষয়গুলো সমাধানের পরিবর্তে উত্তরোত্তর জট পাকিয়ে যাচ্ছে। উপমহাদেশের সামগ্রিকভাবে এ বিষয়ে কোনো কর্মসূচী প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের লক্ষণও দেখা যাচ্ছে না। এসব নানান দিক চিন্তা ক'রে আমি সংশ্লিষ্ট সবাইকে ভাবাতে চেষ্টা ক'রেছি। সাম্প্রতিক নানান প্রসঙ্গ টেনে অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির ধারাপাতের দিকে নজর দেওয়ারও অনুরোধ জানিয়েছি। আর এই গোটা বিষয়টাকেই আমি নজরুল চর্চার অন্তর্ভুক্ত ব'লে মনে করি। কেননা, নজরুল কেবল উপমহাদেশের ভৌগোলিক অখণ্ডতা এবং বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের আর্থ-সাংস্কৃতিক সহাবস্থানের প্রবক্তা নয়, প্রতীক ছিলেন। একজন নজরুল গবেষক হিসাবে কবির বিষয়ে কারো কারো বৈরী ও প্রতিকূল উক্তির বিপ্রতীপে তথ্যপূর্ণ আপত্তি পেশ ক'রতে হ'য়েছে। আমার এই মেহনতের দরুণ নজরুল চর্চা ও গবেষণা যদি আরো ব্যাপক প্রসার লাভ করে তবে সেটাই হবে আমার সবচেয়ে বড় পাওনা। পরিশেষে তাই ঐকান্তিক মোনাজাত করি ঃ নজরুল জীবন ও সৃষ্টির সব কিছুই উদ্ধারকৃত ও সংরক্ষিত হোক। নজরুলের জীবন ও চিন্তাধারা জনগণের চেতনায় সাম্য, সহাবস্থান ও সম্প্রীতির সঙ্গীত হোক।

খাদেম

২৯ আগস্ট ১৯৮৫ ঃ ১২ ভাদ্র ১৩৯২ শেখ দরবার আলম

www.pathagar.com

শেষ পর্যায়ের নবযুগ-পূর্ববর্তী সাংবাদিকতা

বিশের দশকের গোড়ার দিকে যখন সেনাবাহিনী থেকে কলকাতা প্রত্যাবর্তন করেন সেই তখন থেকেই তাঁর আকস্মিক আঘাতজনিত অসুস্থতার পূর্বমুহূর্ত পর্য্যন্ত অর্থাৎ উনিশ শ' বিয়াল্লিশের মাঝামাঝি অবধি অন্তত আটটি দৈনিক ও সাময়িক পত্রে সাংবাদিকতা করেছেন কবি-সৈনিক কাজী নজরুল ইসলাম। বিশের দশকে যথাক্রমে দৈনিক "নবযুগ": প্রথম পর্যায়, দেনিক "নবযুগ": দ্বিতীয় পর্যায়, দৈনিক সেবক, দৈনিক, মাহাম্মদী, অর্দ্ধ সাপ্তাহিক "ধূমকেতু", সাপ্তাহিক "লাঙল" এবং সাপ্তাহিক "গণবাণী"। মাসিক "নওরোজ"-এ এবং বিশেষ করে মাসিক-সাপ্তাহিক "সওগাত"-এ নজরুল ইসলাম কিছু কিছু সাংবাদিকতার দায়িত্ব পালন ক'রেছেন। সে সময় তিনি ছিলেন মূলত কবিতা ও কথাসাহিত্যের জগতে। সে সময়ও সঙ্গীত চর্চা অবশ্য তার আগা-গোড়াই ছিলো। এরপর মূলত সঙ্গীতের জগতেই তিনি খুঁজে পান তাঁর আনন্দ ও জীবিকার সন্ধান। কবিতা ও অন্যান্য সাহিত্যের খিদমতও তিনি অবশ্য এ সময় ক'রেছিলেন। এইভাবে ত্রিশের দশক যখন অতিবাহিত হলো তখন ইতোমধ্যেই তিনি মূলত সঙ্গীত গবেষণায় ডুব দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা দরকার যে, বিশের দশকের শেষ দিকে তিনি সাংবাদিকতা ছেড়ে সঙ্গীতকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করেন। ত্রিশের দশকের গোড়ার দিকে তিনি পুত্র বুলবুলকে হারান। সে বেদনার অনেকখানি সম্ভবত সঙ্গীতের গভীরেই প্রশমিত হ'য়ে থাকবে। ত্রিশের দশকের মাঝামাঝি তাঁর পত্নী পক্ষাঘাতে শয্যাশায়িনী হন। এরপর প্রায় সর্বস্ব খুইয়ে ঋণ ভার মাথায় নিয়ে আধ্যাত্মিক অনুসন্ধিৎসার পাশাপাশি আবার এই সঙ্গীত নিয়েও তিনি মগ্ন হ'লেন আরো নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষায়। এভাবেই এক যুগেরও বেশী সময় অতিবাহিত হলো। এক যুগেরও বেশী সময় পর নজরুল আবার সাংবাদিকতায় যোগ দিলেন শেষ পর্যায়ের দৈনিক "নবযুগ"-এ। "নবযুগ"-এর তিনটি পর্যায় পলেসী ও পটভূমিকার দিক দিয়ে অনেক বিষয়েই আলাদা। তাই আলাদা ক'রেই দেখানো হ'লো।

তাঁর সাংবাদিক জীবনের শুরু দৈনিক "নবযুগ"-এ। শেষও তাই; যদিও ভিন্ন পর্যায়ে। উনিশ শ' বিশে "নবযুগ"-এর প্রথম পর্য্যায়ে তিনি ছিলেন অন্যতম সহযোগী সম্পাদক। তাঁর সুহৃদ ও সহযোগী মুজফ্ফর আহমদও তাই। যেমনটা সাধারণত হয়: সম্পাদক ছিলেন সম্ভবত কাগজের মালিক মৌলবী এ, কে, ফজলুল হক। (১৯২১-এ এসে দ্বিতীয় পর্যায়ে মালিকানার হাত বদল হয়।) এর বিশ বছর পর উনিশ শ' একচল্লিশে "নবযুগ"-এর শেষ পর্যায়ে কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন প্রধান সম্পাদক। মৌলবী এ, কে ফজলুল হক, এই নাম ছাপা হ'তো প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে। সে সময় শের-ই-বাঙলা ছিলেন যুক্ত বাঙলার প্রধানমন্ত্রী। তখন সেটাই লেখা হ'তো। কবি অসুস্থ হ'য়ে পড়ার সময়েও প্রধানমন্ত্রী ছিলেন আবুল কাসেম ফজলুল হক।

দৈনিক "নবযুগ" প্রথম বা'র হয় ১২ জুলাই ১৯২০ (২৮ আষাঢ় ১৩২৭) তারিখ সোমবার। "দি মুসলমান"-এর প্রতিবেদনে জানা যায় যে, "নবযুগ"-এর প্রথম সম্পাদকীয় নিবন্ধ "আমাদের কথা"-য় খিলাফৎ সমর্থনের ঘোষণা ছিল।

www.pathagar.com

শেষ পর্যায়ের নবযুগের ঐতিহাসিক পটভূমিকা

আর শেষ পর্যায়ের দৈনিক "নবযুগ"-এর রাজনৈতিক পটভূমিকা হিসাবে স্মর্তব্য যে, শুক্রবার ২ আশ্বিণ ১৩৪৮ (২৬ শাবান ১৩৬০) : ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৪১ তারিখে কলকাতা টাউন হল-এ উত্তর প্রদেশের চৌধুরী খালেকুজ্জামানের উদ্বোধনে ও মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সারা বাঙলা মুসলিম ছাত্রলীগের উদ্যোগে দু'দিন ব্যাপী পাকিস্তান কনফারেন্সে এইচ.এম সোহরাওয়ার্দী মুসলিম লীগের পতাকা উত্তোলন ক'রে ব'ললেন: মুসলিম প্রতিভা বিকাশের সুযোগ সৃষ্টির জন্য পাকিস্তান দরকার। ব'ললেন: "This flag will be the flag of Pakistan, a country where genius of the Muslims for a good and beneficient government, for the people and by the people shall have full sway." (অমৃত বাজার, পত্রিকা, ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৪১, পৃ.৫)

স্মর্তব্য যে, সাম্প্রদায়িক চাপের মুখে খিলাফৎ-অসহযোগ আন্দোলনের সময়কার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির আদর্শে ভাঁটার টান পড়ায় এবং দেশবন্ধুর অকাল-প্রয়াণের পর হিন্দু-মুসলিম প্যাক্টের কর্মসূচী বানচাল হওয়ায় একটা পর্যায়ে সমস্যা সমাধানের পন্থা হিসাবে পাকিস্তান কায়েম করার প্রয়োজনীয়তার কথা উঠেছিল। পাকিস্তান কনফারেন্সের পরদিন ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৪১: ৩ আশ্বিন ১৩৪৮ তারিখ শনিবারের অমৃতবাজার পত্রিকার ঐ পঞ্চম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে আরো কিছু উদ্ধৃতি দেওয়া দরকার।

উদ্বোধনী ভাষণে চৌধুরী খালেকুজ্জামানের অন্যতম উক্তি ছিল এই যে, মুসলমানদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রয়োজনে বাঙলা এবং পাঞ্জাবের মুসলমান যুবকরা পাকিস্তান প্রস্তাব বাস্তবায়িত ক'রবেন।

"Chowdhury Khalaquzzaman of U.P. in declaring the Conference open said the Muslim Community as placed before itself the great idea of Pakistan. The question before them was how to implement that scheme. It was stated that neither the English nor the Hindus were prepared to concede to this scheme. His reply to that criticism was that it were the Muslim youths in Bengal and the Punjab who would bring Pakistan into reality for the future generation of Muslims."

ইংরেজ এবং হিন্দুরা পাকিস্তান প্রস্তাব বাস্তবায়নে যে রাজী নয়, চৌধুরী খালেকুজ্জামানের বিবৃতিতে তাও উল্লেখ করা হ'য়েছে। এই পাকিস্তান কনফারেন্সের উদ্দেশ্যে টেলিগ্রামযোগে সোহরাওয়ার্দীর মারফৎ পাঠানো এক বাণীতে কায়েদ-ই-আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ সাম্য, মানবতা, ন্যায়বিচার, স্বাধীনতা আর শান্তির পাকিস্তান বাস্তবায়নের পবিত্র লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ হ'য়ে এক কাতারে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান। অমৃতবাজার পত্রিকার পূর্বোক্ত সংখ্যা থেকে উদ্ধৃতি:

"Mr Muhammad Ali Zinnah had sent the following message through Mr Suharawardy. "Your telegram. Best wishes. All success to Pakistan Conference under your presidentship. Let our motto be: faith unity and discipline. Pakistan is our sacred goál and stand for equality of manhood, justice and freedom and peace. To achieve this idea we should neither rest nor shirk sacrifice. We should not be deterred by opposition or obstacles. The carauan must march on."

অমৃতবাজার পত্রিকার উক্ত সংখ্যায় দেখছি পাকিস্তানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে পাকিস্তান কনফারেন্সে সোহরাওয়ার্দীর উক্তি:

www.pathagar.com

"The meaning of Pakistan/Scheme Explained/ Muslim Students' Conference at Town Hall"

Pakistan means no Muslim domination. It does not connote a despotic government by the majority carring out all the wishes of the majority for the benefit of the majority. We conceive Pakistan as land of peace, prosperity, tolaration and co-operation", thus defined Hon. Mr H.S. Suhrawardy, the Pakistan scheme which he said was the most understood of all political schemes at a Conference of the Muslim Students at Town Hall yesterday (Friday).

Mr Suharawardy who hoisted the Muslim League flag at the conference said:

"This flag will be the flag of Pakistan, a country where genius of the Muslims for a good and beneficient government for the people and by the people shall have full sway. We do not say that we desire to establish Islamisthan or Muslimisthan but Pakistan, a home of purity and truth in the permeation of which all persons of all castes and creed dedicated to purity and truth may join. We wish to create homelands for the Muslim Nation according to the tenets of our religion, where we can demonstrate to the world how diverse communities hitherto warring and suspicious to each other, can live in friendship, amity and in tolaration co-operating with each other for the common good."

কলকাতা টাউন হল-এর এই পাকিস্তান কনফারেন্সের সভাপতির দায়িত্বভার শেষ পর্যন্ত অর্পিত হয় হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর ওপর নয়, মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁর ওপর। উভয়েই পাকিস্তান বলতে বুঝেছিলেন এমন একটি দেশ যেখানে কোনো ধর্মীয় সম্প্রদায়ের কাছে অতিরিক্ত আনুগত্য দাবী করা হবে না। সেখানে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের আর্থ-সাংস্কৃতিক সহাবস্থান থাকবে। সভাপতির ভাষণে মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ আরো আশা প্রকাশ করেন যে, পাকিস্তান প্রস্তাব বাস্তবায়িত হ'লে বিবদমান দুই জাতি, হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রীতি ও শান্তিতে বসবাস ক'রতে পারবেন:

"Moulana Akram Khan in the course of his presidential remarks said that the scheme of Pakistan was the most appropriate device by which the two warring nations, the Hindus and the Muslims, could live in harmony and peace. In his opinion the opposition of the Hindus to the scheme was not that the Hindus apprehended Muslim domination over the rest of India but that Hindus feared that they would no longer be able to dominate over the Mussalmans."

ফজলুল হক বিরোধী বিক্ষোভ

কলকাতায় পাকিস্তান কনফারেন্স শেষ হওয়ার অব্যবহিত পর সিমলা ও দিল্লীতে শের-ই-বাঙলা আবুল কাসেম ফজলুল হককে কালো পতাকা দেখানো হ'ল। আর বাঙলার মুসলমানরাও তাঁকে হুঁশিয়ার করে দেন। ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৪১ তারিখ বুধবার অমৃতবাজার পত্রিকার পঞ্চম পৃষ্ঠায় খবর:

www.pathagar.com

"Anti-Huq Black Flag Demonstration/Strong Protest Note of Warning by Bengal Muslims

Great resentment at the demonstrations staged in Simla and Dehli when Bengal Premier Mr A.K. Fajlul Huq arrived here."

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে যে মহান নেতা মুসলিম উম্মার ঐক্য ও সংহতি এবং ইসলামী পুনর্জাগরণের আহ্বান জানিয়েছিলেন, ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর আমল থেকে উপমহাদেশের মুসলমানদের ওপর যে আর্থ-সাংস্কৃতিক জুলুম চালানো হয় সে সবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন এবং যাঁকে বাঙলার প্রধান মন্ত্রীর দায়িত্বভার দেওয়ার ব্যাপারে ফুরফুরার সর্বজন শ্রদ্ধেয় পীর জনাব হজরত মওলানা শাহ্ সুফী হাজী মোহাম্মদ আবু বকর সিদ্দিকী (র.) সাহেব ২৪ মাঘ ১৩৪৩:২৩ জেলক্বদ ১৩৫৫:৬ ফেব্রুয়ারী ১৯৩৭ তারিখ শনিবার মেদিনীপুর শহরে পুরাতন কেল্লার মধ্যে বিরাট প্রাঙ্গণে জমিয়েতুল ওলামার এক বিরাট সভায় প্রথম মোসলেম সদস্যদেরকে একত্রিত হ'য়ে কোয়ালিশন সরকার গঠনের অনুরোধ জানিয়েছিলেন, সেই শের-ই-বাঙলা আবুল কাসেম ফজলুল হকের বিরুদ্ধে এই গণ অসন্তোষ কেন দেখা দিয়েছিল তা রাজনৈতিক সংস্কৃতি বিশ্লেষণের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এক গবেষণার বিষয়। ইতোপূর্বে উপমহাদেশের আর্থ-সাংস্কৃতিক পরিস্থিতির ধারাপাত সম্পর্কে তিনি যে উপলব্ধি অর্জন ক'রেছিলেন, তা তিনি বিস্মৃত হন। এর কারণ: মুসলিম নেতৃবৃন্দের কারো কারো সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব, ক্ষমতার দ্বন্দ্ব এবং কিছুটা ঈর্ষাও বটে। আবার কায়েদ-ই- আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর বিরুদ্ধে তাঁর উক্তির যথার্থতাও থাকতে পারে। ১১ সেপ্টেম্বর ১৯৪১ তারিখের অমৃতবাজার পত্রিকার অষ্টম পৃষ্ঠা থেকে শের-ই-বাঙলা আবুল কাসেম ফজলুল হকের এক উক্তির উদ্ধৃতি:

"As a mark of protest against the arbitrary use of powers vested in its President, I beg to tender my resignation from the membership of the Working Committee and the Council of the all India Muslim League."

স্মর্তব্য যে, কায়েদ-ই-আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ তখন নিখিল ভারত মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্ট। নওয়াবজাদা লিয়াকত আলী খান এম. এল. এ. তখন অল্-ইন্ডিয়া মুসলিম লীগের অনারারী সেক্রেটারী। সংগঠন ইতোপূর্বেই সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়ে কায়েদ-ই-আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর দস্ত মোবারকে অতিরিক্ত ক্ষমতা অর্পণ ক'রেছিলেন। অবশ্য অনুরূপভাবে কংগ্রেসের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন মহাত্মা মোহন দাস করম চাঁদ গান্ধী। কিন্তু এক যাত্রায় মুসলমানদের তরফে পৃথক ফল দেখা দিলো।

ফজলুল হক ও জিন্নাহ

এরই পাশাপাশি ১৫ আশ্বিন ১৩৪৮:১০ রমজান ১৩৬০: ২ অক্টোবর ১৯৪১ তারিখ বৃহস্পতিবার "আনন্দবাজার পত্রিকা"-র ১০ম পৃষ্ঠায় "মৌলবী ফজলুল হক ও মি: জিন্নাহ" শিরোনামে অন্যতম কংগ্রেস নেতা রেজাউল করীম এম.এ., বি.এল. সাহেবের নিবন্ধের অংশ বিশেষ:

"হক সাহেব কোন বিষয়কে 'ইস্যু' করিয়া নিখিল ভারতীয় মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ধ্বজা উড়াইলেন? তিনি লীগ প্রতিষ্ঠানকে পরিত্যাগ করেন নাই, লীগের-মৌলিক নীতি-গুলোকেও বিসর্জন দেন নাই। তবে তাঁহার 'ইস্যু'টা কি? এক কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয় সে ইস্যুটা হইতেছে বাঙ্গালী-অবাঙ্গালীর ইস্যু। ---- আজ সমগ্র লীগ প্রতিষ্ঠানটি অবাঙ্গালী মুসলমানদের কুক্ষিগত হইয়া আছে।"

www.pathagar.com

স্মর্তব্য, ১৯৪৭-এর আগে ও পরে রেজাউল করীম সাহেব অল-ইন্ডিয়া কংগ্রেস নামে যে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানটির অকৃপণ খিদমত ক'রেছেন সেটিও অবাঙালীদের কুক্ষিগত তখন এবং এখনও। আর ভাষাভিত্তিক সাম্প্রদায়িকতার অনুমোদন বাঙালী মুসলমানদের একাংশ ক'রলেও হিন্দু বাঙালীরা করেন নি।

শের-ই-বাঙলা আবুল কাসেম ফজলুল হক তাঁর রাজনৈতিক জীবনের প্রথম ও গুরুত্বপূর্ণ অংশে মুসলিম জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে প্রবলভাবে পরিপুষ্ট ক'রেছেন। কিন্তু ১৯৪০-এর পর ভাসমান থেকেছেন। কখনও-বা তিনি কায়েদ-ই- আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্‌র ক্ষমতার একচ্ছত্র অধিকার বা ক্ষমতার একনায়কত্বের বিরুদ্ধে বিবৃতি দিয়েছেন; আবার কখনও কখনও তাঁকে উপমহাদেশের মুসলমানদের একমাত্র নেতা হ'লে অভিহিত ক'রে তাঁর নেতৃত্বের কাছে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ ক'রেছেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত দৈনিক "নবযুগ"-এ সেই সাতচল্লিশ-পূর্বকালেই কলকাতার পৌর নির্বাচনে ইস্পাহানীর বিজয়ের বিরুদ্ধে আপত্তি জানানো হ'য়েছিল, অবাঙালী এই অভিযোগে। হিন্দু বাঙালীরা ফজলুল হককে অবাঙালী মুসলমানদের বিরুদ্ধে মদদ যুগিয়েছিলেন ঠিক-ই, কিন্তু অনুরূপ আপত্তি কোনো হিন্দু বাঙালী মোহন দাস করম চাঁদ গান্ধী, জওহর লাল নেহরু, বল্লব ভাই প্যাটেল, ঘন শ্যাম দাস বিড়লা প্রমুখ কোনো হিন্দু অবাঙালীর বিরুদ্ধে আনেন নি। আর বাঙালী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ব্যর্থতার মূল কারণ নিহিত আছে ঠিক এখানেই।

উল্লেখ্য যে, বিশেষ ক'রে উনিশ শ' চোদ্দয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শুরু থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে উনিশ শ' চল্লিশে লাহোরে অনুষ্ঠিত সারা ভারত মুসলিম লীগের ২৭তম অধিবেশনে ঐতিহাসিক পাকিস্তান প্রস্তাব পেশের সময় পর্যন্ত উপমহাদেশের রাজনীতিতে শের-ই-বাঙলা আবুল কাসেম ফজলুল হকের প্রবল উপস্থিতি সম্ভব হ'য়েছিল মুসলিম জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অন্যতম বিশিষ্ট শীর্ষস্থানীয় মনীষী নেতা হিসাবে। শের-ই-বাঙলা আবুল কাসেম ফজলুল হক শুধু বাঙলার নন, সমগ্র উপমহাদেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় নেতা ছিলেন। নেতৃত্বের চরম শীর্ষে উন্নীত হওয়ার জন্য যে-সব উপাদান বা গুণাবলীর প্রয়োজন হয় সে সবই তাঁর ছিল। কেবলমাত্র ধৈর্য্যের অনটন তাঁকে পথভ্রষ্ট ক'রেছিল। এই ধৈর্য্যের অনটনই তাঁকে তাঁর উপলব্ধির জগত থেকে বিচ্যুত ক'রেছিল। তাঁর রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্তির পথে যে অন্তরায় বা প্রতিবন্ধকতা ছিলো তা তিনি অবলীলাক্রমেই উত্তীর্ণ হতে পারতেন যদি প্রয়োজন মোতাবেক তাঁর ধৈর্য্যও থাকতো।

উনিশ শ' সাত চল্লিশ-পূর্ব "দৈনিক আজাদ"-এর পুরানো ফাইল থেকে আর্কাইভাল ওয়ার্ক ক'রতে গিয়ে দেখেছি যে, "ইন্ডিপেন্ডেন্ট বেঙ্গল" বা স্বাধীন বাঙলা কায়েম করার লক্ষ্যে সে সময় প্রদেশ কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট শরৎ বসুর সঙ্গে আলোচনায় ব'সেছিলেন বাঙলার সাবেক প্রধান মন্ত্রী শের-ই-বাঙলা আবুল কাসেম ফজলুল হক, বাঙলার তৃতীয় ও কার্যরত প্রধান মন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী এবং প্রদেশ মুসলিম লীগের সেক্রেটারী বর্ধমানের আবুল হোসেন সাহেব।

ভারতের অন্যান্য প্রদেশ ও অঞ্চল বিভক্ত হ'লেও বাঙলা যাতে বিভক্ত না হয়, পরবর্তীকালে ১৯৪৬ নাগাদ একটা সময় সেটাই হ'য়েছিল লক্ষ্য। ইন্ডিপেন্ডেট বেঙ্গল কায়েমের লক্ষ্যে এবং বাঙলাকে খণ্ডিত হ'তে না দেওয়ার ইরাদায় শরৎ বসু ছ'দফা প্রস্তাব দিয়েছিলেন। এর মধ্যে মুসলমানদের আর্থ-সাংস্কৃতিক অস্তিত্ব পুনরুদ্ধার হ'তে পারে, এমন কিছু কিছু সংস্থানও ছিলো। এই ছ'দফা প্রস্তাব নিয়ে একত্রে একাধিক বৈঠকে বসেছেন প্রথমে ফজলুল হক ও শরৎ বসু এবং পরে ফজলুল হকের পরামর্শক্রমে এ রকম একাধিক বৈঠকে শামিল হ'য়েছেন প্রদেশ মুসলিম

www.pathagar.com

লীগের তৎকালীন সেক্রেটারী আবুল হাশিম এবং বাঙলার তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দ্দী। এর মূল সুরটি ছিল দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ এবং দেশপ্রাণ বীরেন্দ্র নাথ শাসমলের হিন্দু-মুসলিম প্যাক্টের অনুরূপ। আর এর পরিণামটাও হয়েছিল প্রায় একই রকম নেতিবাচক। কংগ্রেস হাই কমান্ড শরৎ বসুকে প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতির দায়িত্বভার থেকে অপসারিত ক'রলেন। প্রদেশ মুসলিম লীগের সম্পাদকের দায়িত্বভার থেকে অপসারিত হ'লেন বর্ধমানের আবুল হাশিম। ব্যারিষ্টার স্যার খাজা নাজিমুদ্দিনের পর যিনি প্রধানমন্ত্রী হ'য়েছিরেন, যুক্ত বাঙলার সেই তৃতীয় ও শেষ প্রধানমন্ত্রী ব্যারিষ্টার হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দ্দীর উদ্দেশ্যে কায়েদ-ই-আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ ব'ললেন: "মুসলিম লীগ হাই কমান্ডের তরফে আমি সোহ্‌রাওয়ার্দ্দীকে কিছু বলার অধিকার দিই নি।"

দেশ বিভাগের পরিস্থিতি উপমাহাদেশের মুসলিম নেতৃবৃন্দকে বিশেষ ক'রে বাঙলাভাষী মুসলিম নেতৃবৃন্দকে অতিরিক্ত বিভ্রান্ত ক'রেছিল। দেশ বিভাগ-পূর্ব পরিস্থিতিতে শের-ই-বাঙলা আবুল কাসেম ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দ্দী, আবুল হাশিম প্রমুখ নেতৃবৃন্দ পথ-হারা হ'য়ে প'ড়েছিলেন। তখন স্যার খাজা নাজিমুদ্দিন প্রমুখ নেতৃবৃন্দ কোনো বলিষ্ঠ ভূমিকা নিতে পারেন নি। মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ প্রমুখ চিন্তাশীল নেতৃবৃন্দ তখন স্পষ্টত:ই অনেকখানি নিষ্ক্রিয়।

সামগ্রিকভাবে তখন বাঙলাভাষী মুসলমানদের দিশাহারা অবস্থা। মুসলিম নেতৃবৃন্দের আভ্যন্তরীণ কোন্দলের ফলেই এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হ'য়েছিল। মুসলিম নেতৃবৃন্দ যখন পরস্পরের বিরুদ্ধে দ্বন্দ্বে এবং কাজিয়ায় রত তখন ভারত এবং পূর্ব পাকিস্তানের কোন্ দিকে কতটা অঞ্চল যাবে সে বিষয়ে কলকাতায় বাউন্ডারী কমিশন প্রসিডিংস শুরু হ'ল। হিন্দুদের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, সংস্থা, সঙ্ঘ এবং সেবা প্রতিষ্ঠান সওয়াল-জওয়াবে নিজেদের বক্তব্য পেশ এবং বিভিন্ন আঞ্চলিক দাবী-দাওয়া দাখিল ক'রতে প্রচুর উকীল দিলেন। এ দিকে মুসলিম লীগ হাই কমান্ডের সঙ্গে বিরোধের ফলে ফজরুল হক-সোহরাওয়ার্দীর মতো প্রখ্যাত আইনজীবীরাও তখন নীরব। তাঁদের শিষ্য-সাগরেদদের এবং গোষ্ঠীভুক্ত কাউকেও কমিশনের সামনে পাঠালেন না। আবুল হাশিম সাহেবরাও কাউকে বাউন্ডারী কমিশনের সামনে সওয়াল-জওয়াবে শরীক হ'তে ব'ললেন না। ব্যারিস্টার স্যার খাজা নাজিমুদ্দিন সাহেবরাও তখন বাউন্ডারী কমিশনের সামনে হাজির হ'লেন না। হামিদুল্লাহ সাহেবরাও নয়। মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ এ বিষয়ে উপযুক্ত সাংগঠনিক সক্রিয়তার পরিচয় দিতে অপরাগ হ'য়েছেন।

১৯৬৭-৬৮-তে এক সময় কেম্ব্রিজ য়ুনিভার্সিটির ফেলো নাসিমা খানের জন্য মুসলিম লীগ পার্টি পলেটিক্স: বাউন্ডারী কমিশন প্রসিডিংস-এর বিষয়ে দৈনিক আজাদ-এর পুরোনো ফাইল থেকে আর্কাইভাল ওয়ার্ক ক'রতে গিয়ে দেখেছিলাম যে, ভারতের পক্ষে শতাধিক ঝানু ঝানু হিন্দু উকীলের সমবেত সওয়াল-জওয়াব এবং দাবী-দাওয়ার পাশে পূর্ব পাকিস্তানের তরফে চালিয়ে যাবার মতো একজন কিংবা দু'জন মুসলমান উকীলের নাম। বাউন্ডারী কমিশনে পূর্ব পাকিস্তানের তরফে একজন মুসলমান উকীল দাবী ক'রেছিলেন যে, কলকাতা বন্দর ও শহর পূর্ব বাঙলার পাটের টাকায় গ'ড়ে উঠেছে। এবং ভাগীরথী নদী বরাবর ভাগ হওয়ার কথাও হ'য়েছিল। তবে শেষ অবধি বাউন্ডারী কমিশন প্রসিডিংস-এ কী হ'য়েছিল এবং র‍্যাড্ ক্লীপ সাহেব কী ক'রেছিলেন তা আজো আমাদের কাছে রহস্যাবৃত হ'য়ে আছে। শুনেছি: ভারতে নিষিদ্ধ স্পেটের ভূগোল বইয়ে মানচিত্রসহ এ বিষয়ে অনেক তথ্য পরিবেশিত হ'য়েছে। উপমহাদেশের কোটি কোটি জনগণকে দুঃখ-দুর্দশায় ফেলে, বিশেষ ক'রে ভারতের মুসলিম জনগণের দুঃখ-দুর্দশার বিনিময়ে কী কী চুক্তি হ'লো, এ সব বিষয় কী কারণে জানি না কাদের

www.pathagar.com

স্বার্থে প্রয়োজনীয় আলোচনাটাই চাপা প'ড়ে গেছে। এর পেছনে আর যার স্বার্থই থাক না কেন, বাঙালীর স্বার্থ ছিল না, মুসলমানের স্বার্থও নয়। আর ষড়যন্ত্র ক'রে সে ইতিহাস চাপা দিলে উপমহাদেশে কোনো দিন রাজনৈতিক সুস্থিতি ফিরে পাবে না। উপমহাদেশের হিন্দু-মুসলিম, বাঙালী-অবাঙ্গালী নির্বিশেষে সবার স্বার্থেই সে ইতিহাস উদ্ধার ও প্রচার হওয়া আবশ্যক। স্মরণ রাখতে হবে যে, এই উপমহাদেশে ধর্ম নিয়ে, ভাষা নিয়ে সাম্প্রদায়িক হানাহানির অবসান আজো হয় নি। সাতচল্লিশ-পূর্ব কালের মতো নেতৃবৃন্দের অনেকেই আজো নানা বিভ্রান্তির শিকার হ'চ্ছেন এবং ক্ষমতা লাভের জন্য হরেক রকমের আবেগের ও উন্মাদনার বিস্তার ঘটাচ্ছেন। এটা উপমহাদেশের সুস্থ আর্থ-সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধির প্রধান অন্তরায়। এ অবস্থায় কাঙ্ক্ষিত রাজনৈতিক সংস্কৃতি গ'ড়ে উঠতে পারে না। উপমহাদেশের দেশগুলোর রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণও এটাই।

অবিশ্বাস্য হ'লেও সত্য যে, মুসলিম নেতৃবৃন্দ নিজেদের মধ্যে যখন কাজিয়া, ব্যক্তিগত ঈর্ষা আর ক্ষমতার দ্বন্দ্বে ব্যস্ত ও বিক্ষত, তখন-ই এই সর্বনাশা পরিস্থিতিতে উপমহাদেশ থেকে কিছু জমি নিয়ে পাকিস্তান কায়েম হ'য়ে গেল। পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হ'য়েছেন জেনে চব্বিশ পরগনা, মুর্শিদাবাদ, মালদহ, দিনাজপুর, নদীয়া প্রভৃতি যে সব জেলায় মুসলমানরা চাঁদ-তারা লাঞ্ছিত পতাকা তুলেছিলেন, তাঁরা এক সময় তা শতেক লাঞ্ছনার মধ্যে নামিয়ে ফেলতে বাধ্য হ'লেন। কীসের ভিত্তিতে কী ভাগ হ'লো তা তাঁরা জানতে পারলেন না। কোনো গণ-ভোটও নেওয়া হ'ল না। লোক-বিনিময় হ'ল না। যাঁরা চাক্‌রী ক'রতেন, তাঁরা অপসন্ দেওয়ার সুযোগ পেলেন বটে; কিন্তু বাঙলায় সরকারী চাকরীতে শতকরা পাঁচজনও তো মুসলিম ছিলেন না। অতএব পঁচানব্বই শতাংশেরও বেশী মুসলমানদের জন্য কোন্ বন্দোবস্ত করা হ'লো? পূর্ববঙ্গ থেকে যে সব লোক ভারতে এলেন, অন্যান্য আর্থিক সহযোগিতাসহ কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে তাঁরা ৪৫ বছর বয়:সীমা আর অগ্রাধিকার পেলেন অন্তত ১৯৭১ পর্যন্ত এবং সঙ্গে সঙ্গে নাগরিকত্বও। আর ভারতের বাঙলাভাষী মুসলমানদের অবস্থা? উপমহাদেশে সাতচল্লিশোত্তরকালে তাদের বঞ্চনার ইতিহাস ক'টা খন্ডে লিখ্‌লে শেষ হবে, সেটা আলাদা হিসাব ক'রে দেখা দরকার। এখন থাক্ সে কথা। মুসলিম কওম ও প্রতিবেশী হিন্দু সম্প্রদায়, উভয় তরফেরই উচিত দায়িত্ব অস্বীকার না ক'রে এই উপেক্ষা বা অবিচারজনিত সমস্যাটি গভীরভাবে খতিয়ে দেখা।

শের-ই-বাঙলা আবুল কাসেম ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, আবুল হাশিম প্রমুখ যে সব মুসলিম নেতৃবৃন্দ এক সময় ইন্ডিপেন্ডেন্ট বেঙ্গল নামে অখন্ড স্বাধীন বাঙলা কায়েম ক'রতে চেয়েছিলেন, সাতচল্লিশ-পরবর্তী কালে কিঞ্চিৎ বিলম্বে হ'লেও ক্রমে তাঁরাও উপলব্ধি ক'রলেন যে, ভারতের মাটিতে ও রাজনীতিতে তাঁদের আর কোনো ভূমিকা নেই। তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁদেরকে আস্তে আস্তে পাকিস্তানেই প্রবেশ ক'রতে হ'লো। হুমায়ুন কবীরও পাকিস্তান আন্দোলনের বিরোধিতা ক'রেও সাতচল্লিশোত্তর ভারতে রাজনীতিতে কোনো গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে অপারগ হ'য়েছেন। পশ্চিমবঙ্গে ১৯৬৪-এর জানুয়ারীর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরুদ্ধে আপত্তি জানানোর অপরাধে দৈনিক যুগান্তরে তাঁকেই সাম্প্রদায়িক হ'লে সনাক্ত ক'রে নিয়মিত বারোয়ারী শিরোনামে কলম লেখা হয়। তবে মৃত্যুর বেশ কিছু দিন আগে পূর্ব পাকিস্তানে বাঙলাদেশ সৃষ্টির পরিকল্পনা ক'রে যেতে পেরেছিলেন তিনি। পশ্চিম বঙ্গের সাহিত্যিক আবদুল জব্বারের কাছে শুনেছি: তাঁর পরিকল্পনায় শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি করার কথা ছিলো। শেখ মুজিবুর রহমান তখনও বঙ্গবন্ধু খেতাব পান নি। অনুন্নত দেশে আন্তর্জাতিক হাত বড্ড বেশী ক্রীয়াশীল হওয়ার সুযোগ পায়।

www.pathagar.com

১৯৫৪'-র একটা সময়ের কথা। শের-ই-বাঙলা আবুল কাসেম ফজলুল হক তখন পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী। সে সময় কলকাতা সফরে এসে নেতাজী ভবনে তিনি হ'লেছিলেন: পাক-ভারতের বিভাগ কৃত্রিম।' গ্রান্ড হোটেলে তাঁর এক উক্তি: "পাকিস্তান' শব্দের কোনো অর্থ হয় না।" ফজলুল হক অখন্ড বাঙলার অন্যতম প্রবক্তা ছিলেন।

স্মর্তব্য যে, এক সময় যিনি শের-ই-বাঙলা অপেক্ষা কম গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং সাতচল্লিশ-পূর্বকালে এক সময় ফজলুল হক যাঁকে লীগ থেকে বহিষ্কৃত করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন, সেই বগুড়ার মোহাম্মদ আলী তখন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী। শের-ই-বাঙলা আবুল কাসেম ফজলুল হকের পক্ষে তখন পূর্ব-পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রীর পদ নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা খুব স্বস্তিদায়ক ছিলো না। তিনি হয়তো আশা করেছিলেন যে, খন্ডিত বাঙলা হ'লেও তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন বাঙলাদেশ ক'রতে পারলে তিনি প্রধানমন্ত্রী হ'তে পারবেন। সে সময় আনন্দবাজার পত্রিকার খবরে প্রকাশ যে, আদমজী জুট মিলে বাঙলাভাষী মুসলমান এবং উর্দূভাষী মুসলমানদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধানো হ'লো। পুলিশকে নিষ্ক্রিয় রাখা হ'লো। প্রধানমন্ত্রী বগুড়া জেলার মোহাম্মদ আলী অভিযোগ ক'রলেন: বরিশালের সুসন্তান মুখ্যমন্ত্রী শের-ই-বাঙলা ফজলুল হক কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে অসহযোগিতা ক'রছেন। নিউ ইয়র্ক টাইমস্-এর সংবাদদাতাকে ফজলুল হক বললেন: তিনি স্বাধীন বাঙলাদেশ কায়েম ক'রতে চান। সে দিক দিয়ে বলা যায় যে, এখনকার স্বাধীন বাঙলাদেশেরও জনক শের-ই-বাঙলা আবুল কাসেম ফজলুল হক। অবশ্য শেষ পর্যায়ের দৈনিক "নবযুগ"-এ যে বাঙলাদেশের কথা বলা হ'য়েছে, এটা তা নয়। দৈনিক "নবযুগ"কে সঠিক ঐতিহাসিক পটভূমিকায় জানা দরকার।

আবুল কাসেম ফজলুল হকের মালিকানায় ও পরিচালনায় প্রথম পর্যায়ের দৈনিক "নবযুগ" বা'র হয়েছিলো উনিশ শো বিশে। প্রথম পর্যায়ের দৈনিক "নবযুগ" সাময়িকভাবে বন্ধ হয়েছিলো ১৯২১-এর জানুয়ারীতে। আর দ্বিতীয় পর্যায়ের দৈনিক নবযুগ বা'র হয়েছিলো এর কয়েক মাস পর উনিশ শো একুশেই। ১৯২০ জুলাই থেকে ১৯২১-এর জানুয়ারী পর্যন্ত প্রকাশিত প্রথম পর্যায়ের দৈনিক "নবযুগ"– এর মালিক ও পরিচালক ছিলেন আবুল কাসেম ফজলুল হক। কিন্তু কিছুদিন বন্ধ থাকার পর ১৯২১-এ দ্বিতীয় পর্যায়ের দৈনিক "নবযুগ" বা'র হয়েছিলো ভিন্ন মালিকানায় ও পরিচালনায়। এই দ্বিতীয় পর্যায়ের দৈনিক "নবযুগ"-এর মালিক ও পরিচালক হয়েছিলেন বর্ধমানের আবুল কাসেম। এই দ্বিতীয় পর্যায়ের "নবযুগ"-এর পরিবর্তন ঘটেছিলো। প্রথম পর্যায়ের দৈনিক "নবযুগ" বা'র হ'তো মুজফ্ফর আহমদ ও কাজী নজরুল ইসলাম, এই দুই সহযোগী সম্পাদকের সম্পাদনায়। কিন্তু আবুল কাসেমের পরিচালনায় দ্বিতীয় পর্যায়ের দৈনিক "নবযুগ" যখন বা'র হ'লো তাতে মুজফ্ফর আহমদ যোগ দিতে সম্মত না হ'লেও কাজী নজরুল ইসলাম যোগ দিয়েছিলেন সম্ভবত অর্থনৈতিক অস্তিত্বের প্রয়োজনে। এ বিষয়ে কাজী নজরুল ইসলাম স্মৃতি কথা'য় ১৯৬৯-এ তৃতীয় সংস্করণে ১১৬ পৃষ্ঠা মুজফ্ফর আহমদ লিখেছেন ঃ

"যে কাগজ প্রতিক্রিয়াশীলতার পথ বেছে নিয়েছিল সেই কাগজে নজরুলের মতো লোকের লিখতে যাওয়া আমার মতে সত্যই অমার্জনীয় অপরাধ হয়েছিলো।

কিন্তু কেন নজরুল আবার "নবযুগ"– এ লিখতে গেল? তার কারণ, সে আফজালুর হক সাহেবের ওখানে অস্বস্তি বোধ ক'রছিল। সে বুঝেছিল যে তাঁর আর্থিক অবস্থা মোটেই ভালো নয়। তা সত্ত্বেও আফজাল সাহেবের ওপরে নির্ভর করলেই তাঁর পক্ষে অনেক ভালো হতো। যে কাগজ প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে যায় তাকে টেনে তোলা সহজ কথা নয়।"

www.pathagar.com

আবুল হাশিম সাহেবের পিতা বর্ধমানের আবুল কাসিম সাহেবের মালিকানা ও পরিচালনায় প্রকাশিত সান্ধ্য দৈনিক নবযুগের দ্বিতীয় পর্যায়টা প্রতিক্রিয়াশীল হ'য়ে গিয়েছিলো, এটা কমরেড মুজফ্‌ফর আহমদের অভিমত হ'লেও নজরুল ইসলামও যে তাঁর সঙ্গে এ বিষয়ে একমত ছিলেন, এমনটা মনে করার সঙ্গত কারণ নেই। কেননা, নজরুল ইসলাম কখনো কোনো বিষয়কেই দলীয় কিংবা গোষ্ঠীগত দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখেন নি। সমাজ, সম্প্রদায়, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, রাজনীতি সম্পর্কে তাঁর অবশ্যই একটা নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ছিলো, দর্শন ছিলো, কিন্তু পার্টিজান আউটলুক বলতে যা বোঝায়, সেটা তাঁর কখনোই ছিলো না। নজরুল তাঁর নিজস্ব চিন্তাধারা মোতাবেকই লিখতেন, কিন্তু সব জায়গাতেই লিখতেন। নিজস্ব চিন্তাধারা বিসর্জন না দিয়ে কোনো জায়গাতেই তাঁর লিখতে আপত্তি ছিলো না।

নিজস্ব সত্তাকে নজরুল কখনোই বিসর্জন দেননি। তাঁর লেখার কারণে প্রথম পর্যায়ের "নবযুগ" যেমন বৃটিশ ঔপনিবেশিক সরকারের কাছ থেকে তিন বার ওয়ার্নিং পেয়েছিলো, দ্বিতীয় পর্যায়ের "নবযুগ"ও তাই।

অবিভক্ত বাঙলার প্রথম প্রধানমন্ত্রী শের-ই-বাঙলা আবুল কাসেম ফজলুল হক যখন মুসলিম লীগ বিরোধী বাঙালী হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের রাজনীতি শুরু করলেন, তখন এর ফলে তিনি একটা সঙ্কাজনক পরিস্থিতিতে পতিত হয়েছিলেন, এই পরিস্থিতিতে সে সময় তিনি তৃতীয় পর্যায়ে "নবযুগ" বার করার সিদ্ধান্ত নিলেন এবং নির্দল জনপ্রিয় কবি– সাংবাদিক কাজী নজরুল ইসলামের স্মরণাপন্ন হ'য়েছিলেন। এই বক্তব্যের সারবত্তা ও সত্যতা নিরূপণ করা যাবে খোদ কবি কাজী নজরুল ইসলামের নিজের উক্তি থেকেও।

www.pathagar.com

দৈনিক নবযুগ শেষ পর্যায়

নজরুল জয়ন্তী

নজরুল ইসলাম দৈনিক নবযুগের শেষ পর্যায়ে প্রধান সম্পাদক হিসেবে যোগ দেওয়ার প্রায় পাঁচ মাস আগে ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৮ (২৫ মে ১৯৪১:২৭ রবিয়সসানি ১৩৬০) তারিখ রবিবার অপরাহ্নে মুসলিম সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে কলকাতার ১১৪ নং লোয়ার সার্কুলার রোডস্থ ডেন্টাল কলেজে কবি যতীন্দ্র মোহন বাগচীর সভাপতিত্বে তাঁর ৪২তম জন্ম বার্ষিকীর (৪৩ তম জন্ম দিনের) অনুষ্ঠান হয়।

দীন লীলা

শেষ পর্যায়ের দৈনিক "নবযুগ"-এর প্রথম ও শেষ দিকের অনেক সংখ্যাই দেখার সুযোগ পাইনি। প্রথম বর্ষ: বত্রিশ সংখ্যা প্রকাশিত হ'য়েছে দেখছি: ২৪ নভেম্বর ১৯৪১ (৮ অগ্রহায়ণ ১৩৪৮) তারিখ সোমবার। সেই হিসাবে শেষ পর্যায়ের দৈনিক "নবযুগ" এর প্রকাশকাল হ'তে পারতো ২৪ অক্টোবর ১৯৪১ (৭ কার্তিক ১৩৪৮) তারিখ শুক্রবার। অর্থাৎ যেদিন কবির রচনা ও প্রযোজনায় ক'লকাতা বেতারের তৃতীয় অধিবেশনে ৭টা বেজে ৫০ মিনিটে যন্ত্রিসঙ্ঘের সঙ্গীতানুষঙ্গে এবং বেতার শিল্পীবৃন্দের সহযোগিতায় "দীন লীলা" (গীতচিত্র) রূপদান করা হয়।

ঈদের চাঁদ

কিন্তু দেখছি ঃ ২২ অক্টোবর ১৯৪১ (৫ কার্তিক ১৩৪৭) তারিখ বুধবার আনন্দবাজার পত্রিকার তৃতীয় পৃষ্ঠায় চতুর্থ কলমে কাজী নজরুল ইসলামের "ঈদের চাঁদ" কবিতাটি "নবযুগ" থেকে পুনর্মুদ্রিত হ'য়েছে। অবশ্য কোন্ সংখ্যা ও কত তারিখের "নবযুগ" থেকে কবিতাটি সংকলিত হ'য়েছে, সে উল্লেখ নেই। সেই প্রেক্ষিতে ধারণা করা চলে যে, শেষ পর্যায়ের দৈনিক "নবযুগ"-এর আত্মপ্রকাশ ২১ অক্টোবর ১৯৪১ তারিখ মঙ্গলবার কিংবা এর আগের দিন ২০ অক্টোবর ১৯৪১: ৩ কার্তিক ১৩৪৮:২৮ রমজান ১৩৬০ হিজরী তারিখ সোমবার।

ওগো সুন্দর মনের

এই ২০ অক্টোবর ১৯৪১ তারিখ সোমবার অল্ ইন্ডিয়া রেডিও'র কলকাতা কেন্দ্রে প্রথম অধিবেশনে (সকাল ৭-৩০ থেকে ৯টা) পরিবেশিতি হয় কানন দেবীর কণ্ঠে গ্রামোফোন রেকর্ডে নজরুল ইসলামের লেখা ছায়াচিত্রের গান: "সখি কে বলে" (বিদ্যাপতী) এবং "ওগো সুন্দর মনের" (মুক্তি)।

নবযুগের সাধনা

৪ কার্তিক ১৩৪৮ (২৯ রমজান ১৩৬০ হিজরী): ২১ অক্টোবর ১৯৪১ তারিখ মঙ্গলবার দেনিক "নবযুগ"-এ "নবযুগের সাধনা" শিরোনামে মুদ্রিত কাজী নজরুল ইসলাম স্বাক্ষরিত সম্পাদকীয় নিবন্ধের অংশবিশেষ ঢাকা থেকে প্রকাশিত নজরুল একাডেমী পত্রিকা (৩য় বর্ষ: ১ম সংখ্যা: গ্রীষ্ম-বর্ষা-শরৎ ১৩৮০) থেকে উদ্ধৃত ক'রছি:

"যুগে যুগে আদর্শবাদীরাই জগতকে আনন্দে, শান্তিতে ও সাম্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। যাঁহারা বৃহত্তর চিন্তা করেন, তাঁরাই পৃথিবীতে বৃহৎ কল্যাণ আনয়ন করেন। ক্ষুদ্রত্বের বন্ধনে বাঁধা থাকিলে জীবন, যৌবন ও কর্মের শক্তি ক্ষুদ্র হইয়া যায়। ....

www.pathagar.com

বৃহৎ কর্মের অধিকারী হইতে হইলে, দেশের মানুষের বৃহৎ কল্যাণ আনয়ন করিতে হইলে, বৃহৎ শক্তির আধার হইতে হয়। নিত্য পরম ক্ষমাময় আল্লাহর তৃষ্ণা থাকিলে এই বৃহৎ কর্মের অধিকারী হওয়া যায়। ----

আত্মত্যাগী সাধকরাই আনিবেন বদ্ধ জীবনে প্রাণশক্তির দুর্জ্জয় প্রবাহ। যাঁহারা নবযুগের ছেলেমেয়ে, তাঁহারা এই প্রবাহে মুক্ত হইয়া এই প্রবাহ-তরঙ্গকে গগনস্পর্শী করিয়া তুলুন,– ইহাই নিপীড়িত মানবাত্মার প্রার্থনা।"

মঞ্জুমালা

২২ অক্টোবর ১৯৪১ -এ দৈনিক "নবযুগ"-এ প্রকাশিত সম্পাদকীয় নিবন্ধ "নবযুগের সাধনা" ২৫.৮.১৯৪৫ তারিখে আবদুল কাদির সম্পাদিত ও শিক্ষা বিভাগ অনুমোদিত সপ্তম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক "মঞ্জুমালা"-য় "যুগের সাধনা" শিরোনামে সংক্ষিপ্তাকারে প্রকাশিত হয়। 'নবযুগের সাধনা' শেষ পর্যায়ের দৈনিক নবযুগের প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত হ'য়েছিলে কিনা তা অবশ্য আবদুল কাদির জানাননি।

আনন্দবাজারে ঈদের চাঁদ

বেতারে নজরুলের আজান ও কোরান পাঠ

এর পরদিন ৫ কার্তিক ১৩৪৮: ৩০ রমজান ১৩৬০: ২২ অক্টোবর ১৯৪১ তারিখ বুধবার দৈনিক "আনন্দবাজার পত্রিকা"য় কাজী নজরুল ইসলামের "ঈদের চাঁদ" কবিতাটি "নবযুগ" থেকে পুনর্মুদ্রিত হয় তৃতীয় পৃষ্ঠায় চতুর্থ কলমে। ঈদ-উল-ফেৎর -এর একদিন আগে প্রকাশিত আনন্দবাজার পত্রিকার এই সংখ্যায় দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় "ঈদ উপলক্ষে বেতারে বিশেষ অনুষ্ঠান" শিরোনামে প্রতিবেদনটি একটি দুষ্প্রাপ্য তথ্য। এবং তা এই যে, কামাল চৌধুরীর পরিকল্পনা অনুযায়ী ঈদের দিন ২৩ অক্টোবর ১৯৪১: ১ শওয়াল ১৩৬০: ৬ কার্তিক ১৩৪৮ তারিখ বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ছ'টা থেকে সাড়ে সাতটা পর্যন্ত ঈদ-উল-ফেৎর উপলক্ষ্যে অল-ইন্ডিয়া রেডিও-র কলকাতা কেন্দ্র থেকে একটি বিশেষ প্রাতঃকালীন অনুষ্ঠান সম্প্রচারের কর্মসূচী। রচনায় ও অংশ গ্রহণে এই অনুষ্ঠানের সিংহভাগ জুড়ে আছেন মহান কবি কাজী নজরুল ইসলাম। ঈদ-উল-ফেৎর-এর আগের দিন ২২ অক্টোবর ১৯৪১ তারিখ বুধবার প্রকাশিত আনন্দবাজার পত্রিকার দ্বিতীয় পৃষ্ঠা থেকে উদ্ধৃতি :

"(১) আজান ও পবিত্র কোরান পাঠ– কাজী নজরুল ইসলাম।

(২) নাটিকা– কাজী নজরুর ইসলাম, চিত্তরঞ্জন রায়, মুহম্মদ হোসেন (খসরু), কামাল চৌধুরী, রেহানা বেগম এবং আফরোজ আখতার কর্তৃক অভিনীত।"

অনুষ্ঠানসূচীতে "ঈদ মোবারক সম্বন্ধে" বাঙলায় মফিজ উদ্দিন চৌধুরীর আলোচনা, কামাল চৌধুরীর আবৃত্তি ও সম্মিলিত সঙ্গীতও ছিলো।

নজরুল ইসলাম সম্পর্কে এ যাবৎ যে অবাধে অনেক বানোয়াট গল্প এবং গুজব প্রচলিত আছে, দুষ্প্রাপ্য এই তথ্যটি সেই সাক্ষ্যই দেয়। আসলে, একজন প্রকৃত মুসলমানের মতোই প্রতিবেশী অমুসলিমদের প্রতি নজরুল ইসলামের উদার, সহনশীল এবং সুপ্রতিবেশীসুলভ সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী ছিলো।

উল্লেখ থাকে যে, এর দেড় বছরেরও আগে কবি লালগোলা হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রী বরদাচরণ মজুমদারের গ্রন্থ "পথ-হারার পথ"- এর ভূমিকা লেখেন। "পথহারার পথ" প্রকাশিত

www.pathagar.com

হয় বৈশাখ ১৩৪৭ (এপ্রিল ১৯৪০: রবিয়ল আউয়ল ১৩৫৯)-এ। কবির বিভিন্ন পৌরাণিক উপাদান সম্বলিত সাহিত্য, কীর্তন, শ্যামাসঙ্গীত, ইত্যাদির পাশাপাশি এই ভূমিকাটিকে কেন্দ্র করে কেউ কেউ অযথা অতিরিক্ত কল্পনার চর্চা ক'রেছেন। কবি পত্নীর আত্মীয়-পরিজনদের কাছ থেকে পাওয়া যে সব চিঠিপত্র কবির পুত্রবধু কল্যাণী কাজীর সম্পাদনায় কলকাতার সাহিত্যময় থেকে প্রকাশিত হ'য়েছে সেগুলো সাকক্ষ্য দেয় যে, এ বিষয়ে কবি তাগিদ পেয়েছিরেন তাঁর পরিবার থেকেই। আধ্যাত্মিকতা, আল্লাহর ধ্যান, সৃষ্টি রহস্য এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্মশাস্ত্র সম্পর্কে কবির অনুসন্ধিৎসা বরাবরই ছিলো। তাঁর সাহিত্যেও এ সবের সার্থক ও মনোজ্ঞ প্রতিফলন ঘটেছে। এর পাশাপশি একই কাতারে রেখে দেখতে হবে কবির ব্যক্তিগত ও পারিবারিক বিপর্যয়ের ঘটনাসমূহ এবং যে বিদ্যমান সমাজের তিনি বাসিন্দা ছিলেন সেটির আর্থ-সাংস্কৃতিক অসঙ্গতি। এ সবেরই অন্তর্ভুক্ত তাঁর রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনেতিক চিন্তাধারা, তাঁর অতৃপ্ত ভালোবাসা, প্রিয় পুত্র বুলবুলের অকাল ইন্তেকাল, পত্নীর পক্ষাঘাত, দারিদ্র্য ইত্যাদি। তদুপরি নজরুল বরাবরই বিশ্বাস ক'রতেন যে, তাঁর অবিস্মরণীয় সাহিত্য ও সঙ্গীত সৃষ্টির নেপথ্যেও আছে সেই পরম সার্বভৌম স্রষ্টারই ইঙ্গিত।

এক সংস্কৃতিবান মুসলিম পরিবারে তার জন্ম। ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় পূর্বাপর স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেছেন তিনি। তাঁর সাম্যবাদ ও বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের আর্থ-সাংস্কৃতিক সহাবস্থানের মূল ভিত্তিও ইসলাম। ইসলামী মৌলবাদ। কোরআন-সুন্নাহ এবং ইসলামী ইতিহাসের শিক্ষণীয় ঘটনাবলী তাঁর কাছে বরাবরই ছিলো আদর্শ ও আদরনীয় সম্পদ।

এ প্রসঙ্গে আরো স্মরণীয় যে, তিনি ছিলেন প্রবল প্রতিভাবান, বিজ্ঞ, সৎ, আত্মবিশ্বাসী ও যথার্থই আলেম বা পন্ডিত মুসলমান। তাই ইসলামের সারবস্তু তিনি যেমন অসঙ্কোচে অঢেল প্রচার ক'রেছেন, ঠিক তেমনি প্রতিবেশী অমুসলিমদেরকেও কিছুমাত্র উপেক্ষার নজরে দেখেন নি।

শোনা যায়, মুসলমান সমাজের কেউ কেউ এক সময় কথাসহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কাছে অনুরোধ জানিয়েছিলেন যে, তিনি যেন তাঁদের জন্যও সাহিত্য সৃষ্টি করেন। ইসলামী জীবন ব্যবস্থা এবং ঐহিত্যভিত্তিক তাদের পারিবারিক, সামাজিক ও আর্থ-সাংস্কৃতিক জীবন, চরিত্র, আচার-ব্যবহার, কথাবর্তা, ইত্যাদির কথাই হয়তো তাঁরা চিন্তা ক'রে থাকবেন। কিন্তু শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁদের সে আবদার বা আকাঙ্ক্ষা পূরণের লক্ষ্যে কতখানি সাড়া দিয়েছিলেন, এখানে সে আলোচনা অভীষ্ট নয়। প্রসঙ্গক্রমে শুধু এই আলোচনাই এখানে ক'রছি যে, অনুরূপ অনুরোধ প্রতিবেশী হিন্দু সম্প্রদায়ের তরফে নজরুল ইসলামের কাছে করার দরকার হয় নি। স্বতঃ প্রণোদিত হ'য়েই প্রতিবেশী সম্প্রদায়ের জন্যও সাহিত্য সৃষ্টি করাটা তিনি তাঁর দায়িত্ব ও কর্তব্য হ'লে মনে ক'রেছিলেন। আর এ বিষয়েও তাঁর চেতনায় সততা, আন্তরিকতা ও সমদর্শীতার অনটন ঘটে নি। এই চেতনার মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যাবে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মূল চাবিকাঠি। এ নিয়ে মুসলিম নামধারীদের মধ্যে যারা আপত্তি প্রকাশ করেন, তাদেরকে ইসলামের মৌল শিক্ষার অনুসারী ভাবা কঠিন।

এই প্রেক্ষিতে আরো বলা আবশ্যক যে, এ সবই স্মরণে রেখে নজরুল ইসলাম সম্পর্কে আমাদের মন্তব্য ক'রতে হবে নজরুল চর্চা বর্জন না ক'রে। অনীহা প্রকাশ ক'রে নয়। উন্নাসিক হ'য়ে নয়। পল্লবগ্রাহী হ'য়েও নয়। আর এটা স্মরণে রাখা এবং স্বীকার করা ভালো যে, নজরুল সাহিত্যের সব কিছু বুঝতে হ'লে অনেক বিষয়েই এলেমের প্রয়োজন আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো একটা বিষয়ে শুধু সর্বোচ্চ ডিগ্রী দিয়েও এটা কুলাবার নয়। অনেক বিষয়েই ব্যাপক অনুশীলন আবশ্যক। নজরুল ইসলাম শুধু প্রতিভাবান নয়, চিন্তাবিদ এবং ভালো পড়ুয়াও

www.pathagar.com

ছিলেন। তাঁর জীবন ও সৃষ্টির বিষয়ে কেউ কেউ অর্বাচীনের মতো উক্তি ক'রেন হ'লেই এত সব লিখতে হ'লো। আরও জরুরী কথাটা এই যে, আমাদের ব্যবহারিক জীবনেও নজরুল চর্চার প্রয়োজনীয়তা আছে। সততার জন্য, সাম্যের জন্য, সৌভ্রাতৃত্ব, ন্যায় বিচার ও মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার জন্য, এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও বিশ্বের মজলুম ও মেহনতী জনগণের সংহতির জন্য। শুধু শিল্পী জীবনে নয়, ব্যক্তি-জীবনেও তিনি এসব বিষয়ে কোনো দিন কোনো আপোষ করেন নি। নজরুল সাহিত্য ও সঙ্গীতের মতোই প্রামাণ্য নজরুল-জীবনীর ঋজু ও প্রাণবন্ত সেই সুনায়কোচিত দুর্লভ ব্যক্তিত্ব ও পৌরুষ আমাদেরকে চিরদিন দুর্নিবার আকর্ষণ করার দাবী রাখে।

নজরুলের সাহিত্য ও সঙ্গীত প্রবল ঐশ্বী শক্তি, এলেম, আর্থ-সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সচেতনতা এবং অভিজ্ঞতার ফসল। আর নজরুল জীবন ও সৃষ্টিতে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা বা ধর্মের অপরিহার্য উপস্থিতি মূলত বাস্তব অর্থাৎ ব্যবহারিক প্রয়োজনেই। তাই তাঁর ঈশ্বর-ভাবনা প্রকৃত সাম্যবাদের পরিপন্থী নয়, বরং প্রধান সহায়ক। ইসলামের অভীষ্ট সাম্যবাদ-ই কাজী নজরুল ইসলামের চিন্তাধারায় বিদ্যমান। ইসলামে মার্কসবাদের চেয়েও অনেক বেশী সাম্য কামনা করা হ'য়েছে। পুরোপুরি সাম্য। অর্থাৎ সামর্থ অনুযায়ী মেহনত এবং প্রয়োজন মোতাবেক পাওয়া নয়। নিজে যা খাবে বাড়ীর চাকরকে তাই খাওয়াবে, নিজে যা প'রবে বাড়ীর চাকরকে তাই পরাবে, এই রকম। আর এই সাম্যবাদের বুনিয়াদ তৌহীদবাদ এবং জেহাদ-এর তত্ত্ব। নজরুলের চিন্তাধারায় তাই সশস্ত্র সংগ্রামের অস্বীকৃতি নেই। মার্কস্‌বাদের সঙ্গে এর মৌলিক ফারাক এই যে, এতে নাস্তিক্যের অর্থাৎ কাফের হওয়ার অনুমোদন নেই। মতামত প্রকাশের স্বাধীনতাকেও খাটো ক'রে দেখতে নারাজ ছিলেন তিনি। এক স্রষ্টাকে সার্বভৌম মেনে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার কথা বলা হ'য়েছে। এই জীবন-ব্যবস্থায় বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক সহাবস্থানের সংস্থান আছে। ব্যক্তিগত, গোত্র বা গোষ্ঠীগত, দেশগত বা ভাষাগত কিংবা জাতি বা সম্প্রদায়গত অহমিকার বা আধিপত্য কামনার অবসান একমাত্র স্রষ্টাকে সার্বভৌম মান্য ক'রেই সম্ভব। নজরুলের বিবেচনায় এটাই কার্যকর বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা। তাঁর ভাবনায় ধর্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের কোনো মৌলিক বিরোধ নেই। কার্ল মার্কস্ শোষণের যে প্রক্রিয়ার কথা উল্লেখ ক'রেছেন, সেটা বৈজ্ঞানিক এবং এর সঙ্গে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার এবং নজরুল ইসলামের চিন্তাধারার কোনো মৌলিক বিরোধ যেমন নেই, তেমনি এর বাস্তবায়নের প্রয়োজনে পদ্ধতিগত বিষয়ে সশস্ত্র সংগ্রামের সংস্থান ইসলামে এবং নজরুল ইসলামের চিন্তাধারায় অনুপস্থিত নয়। কেননা, ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারে তৌহীদবাদকে কেন্দ্র করে। আর তৌহীদবাদকে টিকিয়ে রাখতে জেহাদের প্রয়োজন হ'তে পারে। ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় ন্যায়দন্ড একটাই। এর ফলে ধর্ম, ভাষা, বর্ণ, গোত্র, গোষ্ঠী ইত্যাদি কেন্দ্র ক'রে অহমিকা ও আবেগ জাগিয়ে সংঘাত সৃষ্টির সুযোগও নেই। তাই নজরুল সাম্য, সৌভ্রাতৃত্ব, ন্যায় বিচার, সততা, উদারতা, শোষণহীনতা এবং মজলুম ও মেহনতী জনগণের সংহতি কায়েম ক'রতে চেয়েছেন তৌহীদবাদ অর্থাৎ স্রষ্টার একত্ব ও সার্বভৌমত্ব স্বীকার ক'রেই। এই তত্ত্ব প্রচার ক'রতে নজরুল অজস্র হিন্দু পৌরাণিক উপাদানও ব্যবহার ক'রেছেন। এভাবে তাঁর হাতে ঐতিহ্যের নবরূপায়ণও ঘটেছে।

বলাবাহুল্য যে, ঈদ-উল-ফেৎর-এর আগের দিন ২২ অক্টোবর ১৯৪১ বুধবার আনন্দবাজার পত্রিকার পূর্বোক্ত সংখ্যায় ৩য় পৃষ্ঠায় ৪র্থ কলমে "নবযুগ" থেকে পুনর্মুদ্রিত "ঈদের চাঁদ" কবিতাতেও নজরুল ইসলামের সেই চিন্তা ও চেতনা উপস্থিত যা তাঁর বিবিধ রচনায় ও

www.pathagar.com

উক্তিতে অন্যত্রও হামেশাই নজরে পড়ে। সাম্যবাদী অভীষ্ঠে বিরচিত "ঈদের চাঁদ" কবিতার শুরুটা এই রকম:

"সিঁড়িওয়ালাদের দুয়ারে এসেছে
চাষা, মজুর ও বিড়িওয়ালা,
মোদের হিস্‌সা আদায় করিতে ঈদে..."

ধর্ম এখানে শোষণের নয়, শোষণ বিরোধী হাতিয়ার। এখানে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে মজলুম ও মেহনতী জনগণের সংগ্রামী জমায়েত দেখানো হ'চ্ছে একটি ধর্মীয় উৎসব উপলক্ষ্যে। লক্ষ্যণীয় যে, একমাত্র নাস্তিক্যের বিষয়টি ছাড়া উপরোক্ত প্রথম তিনটি পঙ্‌ক্তির সঙ্গে মার্কসবাদী চিন্তাধারার কোনো বিরোধ নজরে পড়ে না। কেননা, নজরুল সর্ব বিষয়ে সাম্যবাদী ছিলেন ঠিক-ই, কিন্তু নাস্তিক ছিলেন না। নজরুল সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা ক'রতে চেয়েছিলেন এক স্রষ্টাকে সার্বভৌম ক'রে। সমস্ত অহমিকা ও আধিপত্য কামনা সেই সর্বশক্তিমানের কাছে সমর্পণ করার ফলে কোনো বিরোধের সংস্থান অন্যত্রও নেই। বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতার কথা স্মরণে রেখে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত ক'রেছেন এইভাবে ঃ

"জানি না, তাহারা হিন্দু, কি ক্রীশ্চান, কি মুসলমান।
নির্য্যাতিতের জাতি নাই, জানি মোরা মজলুম ভাই
জুলুমের জিন্দানে জনগণে আজাদ করিতে চাই।"

অবিবেচনাপ্রসূত সাম্প্রদায়িক পক্ষপাতজনিত ভেদবুদ্ধির পরিণাম যে কী হ'য়েছে তা সনাক্ত ক'রে মহান কবি লিখেছেন:

"এই ভেদজ্ঞানে হারায়েছি মোরা ক্ষুধার অন্ন-রুটি।"

শোষকের প্রতি উচ্চারিত তাঁর ধর্মীয় মূল্যবোধ ভিত্তিক হুঁশিয়ারী:

"অর্থের নামে জমেছে তোমার ব্যাঙ্কে বিপুল পাপ।"

ধর্মকে শোষণের হাতিয়ার হ'তে দিতে অপারগ নজরুল। কোরআন ও সুন্নাভিত্তিক ইসলাম জীবন-ব্যবস্থাকেই শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামের হাতিয়ার ক'রে তাঁর পৌরুষদীপ্ত সুমহান উক্তি:

"আল্লাহর ঋণ শোধ কর, যদি বাঁচিবার থাকে সাধ,
আমাদের বাঁকা ছুরি আঁকা
দেখ আকাশে ঈদের চাঁদ।"

নতুন চাঁদ

"নতুন চাঁদ" কাব্যগ্রন্থের 'দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন'-এ ২৫ জানুয়ারী ১৯৫১ তারিখে মঈনউদ্‌দীন হোসায়ন লিখেছেন:

"বহু বন্ধু-বান্ধবের অনুরোধে দ্বিতীয় সংস্করণে কবির দুইটি নূতন কবিতা, যথা "ঈদের চাঁদ" এবং "চাঁদনী রাতে" সন্নিবেশিত হইল। প্রথম কবিতাটি অধুনালুপ্ত দৈনিক "নবযুগ"-এ প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এতদূর জনপ্রিয় হইয়া ওঠে যে, বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংবাদপত্র 'আনন্দবাজার পত্রিকা' (৫ই কার্তিক বুধবার, ১৩৪৮ সাল, ২২ শে অক্টোবর, ১৯৪১) নিজের স্তম্ভে উহা মুদ্রিত করিয়া কবির প্রতি অশেষ সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন।"

www.pathagar.com

এ রকম ইজ্জত আনন্দ বাজার পত্রিকা কবিকে ইতোপূর্বেও বহুবার দিয়েছেন। খিলাফৎ ও অসহযোগ আন্দোলনের আমলে আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদকীয় স্তম্ভের ওপরে কামাল পাশা কবিতার উদ্ধৃতিও দেখেছি।

কলকাতার ১২/১ সারেঙ্গ লেনস্থ নূর লাইব্রেরী থেকে "নতুন চাঁদ"-এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ ক'রেছিলেন মঈনউদ্‌দীন হোসায়ন। তাঁর বিবৃতিতে জানা যায় যে, "ঈদের চাঁদ" কবিতাটি দৈনিক "নবযুগ"-এ ৪ কার্তিক ১৩৪৮: ২৯ রমজান ১৩৬০: ২১ অক্টোবর ১৯৪১ তারিখ মঙ্গলবার প্রকাশিত হয়। "নবযুগ"-এর প্রথম, না দ্বিতীয় সংখ্যায় সে উল্লেখ অবশ্য তিনি করেন নি। তবে বোঝা গেল, ২১ অক্টোবর ১৯৪১: ২৯ রমজান ১৩৬০ : ৪ কার্তিক ১৩৪৮ মঙ্গলবার দৈনিক "নবযুগ" এর প্রথম সংখ্যাটি প্রকাশিত হয়েছিল "ঈদের চাঁদ" কবিতা। বলা হয়, মঈনউদ্‌দীন হোসায়ন কবির অন্যতম বন্ধু ছিলেন। তবু আমাদের দুঃখ, সেদিনও এই সব ভদ্রলোকরা কবির শেষ পর্যায়ের "নবযুগ"-এর লেখাগুলোও সংরক্ষণের ও প্রকাশের বন্দোবস্ত করেন নি। কলকাতার ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে দৈনিক "নবযুগ"-এর যে ক'টা সংখ্যা আছে, সেগুলোর মধ্য থেকেও কবির কোনো কোনো লেখা কে বা কারা যেন কোনো হীন মতলবে ছিঁড়ে নিয়ে গেছে। আমি যতটুকু উদ্ধার ক'রেছি তা ঐ জাতীয় গ্রন্থাগারের সৎ ও সহানুভূতিশীল কর্মীদের আন্তরিকতাপূর্ণ সহযোগিতার ফলেই সম্ভব হ'য়েছে।

নতুন চাঁদ

"নতুন চাঁদ" কাব্যগ্রন্থ (প্রথম সংস্করণ: ২৩ শে মার্চ, ১৯৪৫)-এর প্রথম কবিতা 'নতুন চাঁদ' ১৯ কার্তিক ১৩৪৮, ১৪ শাওয়াল ১৩৬০: ৫ নভেম্বর ১৯৪১ তারিখ বুধবার 'নতুন চাঁদ ঃ নৌজোয়ান' শিরোনামে প্রকাশিত হ'য়েছির বলে কথিত আছে। '২৩ শে মার্চ ১৯৪৫' তারিখে কলকাতার ৮৬-এ লোয়ার সার্কুলার রোডস্থ মোহাম্মদী বুক এজেন্সী থেকে প্রকাশিত ৬৪ পৃষ্ঠার কাব্যগ্রন্থ "নতুন চাঁদ" -এর প্রথম সংস্করণের মুখবন্ধে প্রকাশক মোহাম্মদ ছদরুল আনাম খাঁন লিখেছেন ঃ

"বাংলার শ্রেষ্ঠ কবি কাজী নজরুল ইসলাম আজ রোগ-শয্যায়। প্রতিভার দীপ্ত সূর্য্য ব্যাধির কাল-মেঘে আচ্ছন্ন। এ মেঘ কেটে যাবে, এ আশা আমাদের আছে এবং সত্বর কেটে যাক, আল্লার কাছে এ মোনাজাত করি।

কবির লেখা সর্বশেষ কবিতা-গ্রন্থ 'নতুন চাঁদ' তাঁর রোগাক্রান্ত হওয়ার অনতিপূর্বে লিখিত কবিতাগুলির সঞ্চয়ন। 'নতুন চাঁদ' -এর পর তাঁর আর কোনো গ্রন্থ অচিরে প্রকাশিত হবে হ'লে আশা করা যায় না। তাই এই যুদ্ধের ডামাডোলের মধ্যেও নজরুল-কাব্য-পিপাসুদের হাতে 'নতুন চাঁদ' বহু আয়াস স্বীকার ক'রেও আনন্দের সাথে তুলে দিলাম।

'নতুন চাঁদ' বাংলার জরাগ্রস্ত জীবনে আনন্দ ও আশার বাণী ধ্বনিত করুক, এই কামনা করি।

২৩-শে মার্চ, ১৯৪৫

– প্রকাশক"

'নতুন চাঁদ: নৌজোয়ান' শিরোনামে 'নতুন চাঁদ' কবিতা দৈনিক "নবযুগ"-এ যদি ১৯ কার্তিক ১৩৪৮: ১৪ শওয়াল ১৩৬০: ৫ নভেম্বর ১৯৪১ তারিখ বুধবার প্রকাশিত হ'য়ে (২৩ মার্চ ১৯৪৫-এ) "নতুন চাঁদ" কাব্য গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের অন্তর্ভুক্ত হয়, তা' হ'লে এর ১৫ দিন আগে (৪ কার্তিক ১৩৪৮ : ২৯ রমজান ১৩৬০ : ২১ অক্টোবর ১৯৪১ তারিখ মঙ্গলবার)

www.pathagar.com

প্রকাশিত 'ঈদের চাঁদ' কবিতা উক্ত কাব্য গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে অনুপস্থিত কেন তা জানার জন্য "নবযুগ"-এর উল্লিখিত সংখ্যাগুলোর হদিশ পাওয়া দরকার। কিন্তু আলোচ্য তারিখগুলোর "নবযুগ"-এর কোনো সংখ্যা পাইনি। আর মধ্যবর্তী প্রায় অর্ধমাসকালে তাঁর কবিতা, গান, নিবন্ধ, সাংবাদিক-রচনা ইত্যাদি কী কী প্রকাশিত হ'য়েছিল সে সবও জানতে পারি নি। দৈনিক "নবযুগ"-এ "ঈদের চাঁদ" বের হওয়ার পনেরো দিন পর "নতুন চাঁদ: নৌজোয়ান" শিরোনামে ১৯ কার্তিক ১৩৪৮: ১৪ শওয়াল ১৩৬০: ৫ নভেম্বর ১৯৪১ তারিখ বুধবার প্রকাশিত হ'লে কথিত 'নতুন চাঁদ' কবিতার অংশবিশেষ:

"এক ঘরে হেথা দশ প্রাচীর,
হিংসা-ক্লৈব্য-বদ্ধ নীড়
ভেঙে যাবে, মন রেঙে যাবে এক রঙে।
এক আকাশের তলে র'ব এক সঙে।"

জোর জমিয়াছে খেলা

আবার এর পরবর্তী এগারো দিনে দৈনিক "নবযুগ"-এর কোন্ কোন্ সংখ্যা প্রকাশিত হ'য়েছিল এবং সেগুলোতে কবির কোন্ কোন্ লেখা ছিলো তা জানা যায় নি। ১ অগ্রহায়ণ ১৩৪৮ : ২৬ শওয়াল ১৩৬০ : ১৭ নভেম্বর ১৯৪১ তারিখ সোমবার দৈনিক "নবযুগ"-এ প্রকাশিত তাঁর কবিতা "জোর জমিয়েছে খেলা" অত্যন্ত শাণিত ভাষায় আজাদীর আকাঙ্ক্ষাকেই ব্যক্ত করে:

"জোর জমিয়াছে খেলা
ক্যালকাটা মাঠে সহসা বিকাল বেলা।
এই জনগণ-অরণ্যে যেন বহিত না প্রাণবায়ু,
শিথিল হইয়া ছিল যেন সব স্নায়ু!
সহসা মৌন অরণ্যে আজ উঠেছে প্রবল ঝড়,
ভিড় ক'রে পাখী নীড় ছেড়ে করে কোলাহল-মর্মর।
---- ---- ----- ----- -----
এদিকে রাজী, ও দিকে "নারাজী" দল,
সেন্টারে প'ড়ে আছে "ভারতের স্বাধীনতা" ফুটবল!
"রাজী" জয়ী হবে হ'লে বাজি রাখে মজুর ও বিড়িওয়ালা,
কেল্লার ধারে জমায়েত হ'য়ে বাঁধা রাখে ঘটি থালা।"

ধর্ম ও কর্ম

এরপর আর চার দিন "নবযুগ"-এ প্রকাশিত তাঁর কোনো লেখার হদিশ মেলে না। ৫ অগ্রহায়ণ ১৩৪৮: ১ জেলক্বদ ১৩৬০: ২১ নভেম্বর ১৯৪১ তারিখ শুক্রবার দৈনিক "নবযুগ"-এ প্রকাশিত হ'লো নিবন্ধ "ধর্ম ও কর্ম"। এতে আজাদী আন্দোলন ও আর্থ-সাংস্কৃতিক সমস্ত বিষয়ে নেতৃত্বের পক্ষে সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় ও অপরিহার্য একটি মৌলিক উপাদানের অনটনজনিত সঙ্কটের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হ'য়েছে। জেহাদের বিকল্প চিন্তা বুকে গচ্ছিত রেখে তৌহীদবাদের ভিত্তিতে স্রষ্টার সার্বভৌমত্বের প্রতি আনুগত্য স্থাপনের মারফৎ মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার

www.pathagar.com

ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে অনেক গভীর এই সঙ্কটের সুরাহা প্রত্যাশা করা হ'য়েছে এইভাবে:

"যে স্বধর্মে পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হয় নি, তা'র কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের কোনো অধিকার নাই। আজ যাঁরা দেশের কর্মী হ'লে খ্যাত, তাঁদের অনেকেই অনধিকারী হ'লেই ক্ষেত্রে লাঙলই চালিয়ে গেলেন, ফসল আর ফলল না। সামান্য যা ফসল ফলল, তাকে রক্ষা করার প্রহরী পেলেন না। যিনি নিজে স্বাধীন হ'লেন না, তিনি দেশের, জাতির স্বাধীনতা আনবেন কেমন ক'রে? যাঁর নিজের লোভ গেল না, যিনি নিজে দিব্য সত্তা লাভ করেন নি, তিনি কেমন ক'রে লোভীকে তাড়াবেন, কোন্ শক্তিতে দৈত্য, অসুর, দানবকে সংহার ক'রবেন? ধর্মভাব মানে এ নয় যে শুধু নামাজ, রোজা, পূজা, উপাসনা নিয়েই থাকবেন। কর্মকে যে ধার্মিক অস্বীকার ক'রলেন, কর্মকে, সংসারকে যিনি মায়া বলে বিচার ক'রলেন, কর্ম, সংসার ও মায়ার শ্রষ্ঠার তিনি বিচার ক'রলেন। যিনি একমেবা দ্বিতীয়ম্ যাঁর কোন শরীক নাই, যিনি একমাত্র বিচারক, তাঁর সৃষ্টির বিচার ক'রবে কে?---

আমাদের পরম প্রভুর ধ্যান করা মানে সময় নষ্ট করা নয়, আমাদেরই না-জানা পূর্ণতাকে স্বীকার করা; আমারই ঘুমন্ত অফুরন্ত শক্তিকে জাগিয়ে তোলা। নির্লোভ, নিরহঙ্কার, দ্বন্দ্বাতীত হ'লে– লোভ, অহঙ্কার ও দ্বন্দ্বের মাঝে নেমে অবিচলিত শান্ত চিত্তে কর্ম করা যায়। প্রশংসা, জয়ধ্বনি, অভিনন্দন তখন কর্মীকে ফানুষের মত ফাঁফিয়ে তোলে না। নিন্দা, হিংসা, অপমান, পরাজয় তখন কর্মীকে নিরাশ ক'রতে পারে না, তাঁর অটল ধৈর্য্য ও বিশ্বাসকে টলাতে পারে না। মন্দ-ভালো দু'য়ের মধ্যেই ইনি পূর্ণ-অভয়চিত্তে বিচরণ ক'রতে পারেন। তসবী অর্থাৎ জপমালা ও তরবারি দুই-ই তখন তাঁর সমান প্রিয় হ'য়ে ওঠে।"

নজরে পড়া খুব কঠিন নয় যে, সঠিক নজরুলের পরিচয় আছে এখানে। কোরআন ও সুন্নাহ মোতাবেক ইসলামী জীবন-ব্যবস্থায় যেমন, রাজনীতিসহ কর্মজীবন তাঁর ধর্মজীবনের সঙ্গে অচ্ছেদ্য। অথচ এই পর্যায়ের প্রসঙ্গাদিতেও ঈর্ষাতুর, বিদ্বেষ-পরায়ণ ও স্বর্থান্ধ মানুষ এই মহান সাধক কবির বিরুদ্ধেও অতিরিক্ত কল্পনাচর্চা করতে ও অপবাদ রটাতে কসুর করে নি। আর আমাদের তরফেও এটা স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, মহান নজরুলের জীবন ও সৃষ্টিকে খন্ডিত আকারে নয়, কেবলমাত্র সামগ্রিকভাবেই সঠিক উপলব্ধি করা সম্ভব।

কেন আপনারে হানি' হেলা?

নজরুল যে সাহিত্য ও শিল্প সৃষ্টি ক'রেছেন তা সামাজিক দায়িত্ববোধকে ইস্তফা দিয়ে নয়। তাঁর সুখ-দুঃখ ও চিন্তা-ভাবনার অভিব্যক্তি প্রতিভা ও অধ্যবসায়ের বদৌলতেই শিল্প হ'য়ে উঠেছে। বিপুল এলেম ও মহাকবি সুলভ ঐশী শক্তি, এই উভয়ই তাঁর ছিলো। তাই হাজারো হুমকীর মুখে সামাজিক সচেতনতার পরিচয় দিতে তিনি কোনোক্রমেই অপারগ কিংবা দ্বিধাগ্রস্ত হন নি। এ বিষয়েও অসাধারণ আত্মবিশ্বাসী ছিলেন। ৬ অগ্রহায়ণ ১৩৪৮ : ২ জেল্কদ ১৩৬০: ২২ নভেম্বর ১৯৪১ তারিখ শনিবার দৈনিক "নবযুগ"-এ প্রকাশিত তাঁর কবিতা "কেন আপনারে হানি' হেলা?"

"বন্ধুরা কহে, "হায় কবি, খেল এ নিঠুর খেলা,
কোন্ অকারণ অভিমানে আপনারে হানো হেলা?"
....
কহিলাম– "মা গো আমি কবি দেশে ফিরি না কি রস ঢেলে,

www.pathagar.com

সে রসের কিছু পাওনি কি
কহে সে ভিখারিণী আঁখি-জলে,
তেল মাখ তুমি তেলা মাথায়,
মরা খোকা লয়ে ভিখারিণী
জ্ঞান হ'লে আমি চেয়ে দেখি,–
তুমি আর তব মৃত ছেলে?"
"রস পান? সে ত বিলাসীদের!
হায়, কেহ নাই ভিক্ষুকের!"
হ'লে গেল কোন পথে সুদূর,
বুকে জাগে গোর মরা শিশুর!"

নজরুলের এই উক্তি তাঁর "আমার কৈফিয়ৎ"- কেই আবারো স্মরণ করায়। পল্লবগ্রাহী সমালোচকদের কেউ কেউ "আমার কৈফিয়ৎ"-এর অপব্যাখ্যা ক'রেছিলেন। তাঁর অভিমান এবং বক্তব্যের তাৎপর্য্য ও গভীরতা উপলব্ধি ক'রতে পারেন নি। তাই "আমার কৈফিয়ৎ" লেখার ষোল বছর পর 'রস' নিয়ে তীর্যক উক্তি ক'রতে হলো কবিকে। প্রশ্নের মুখোমুখি নিজেকে উপস্থিত ক'রে আঙ্কিক হিসাবে বিকল্পবিহীনভাবে সামাজিক দায়িত্বকেই অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে স্বীকার ক'রে নিয়েছেন তিনি। অর্থাৎ দায়িত্বশীল সামাজিক শিল্পী তিনি। ইসলামী-জীবন ব্যবস্থায় এর অনুমোদন খুঁজে পাওয়া যাবে। আর এ বিষয়ে মার্কস্‌বাদী চিন্তাধারারও কোনো বিরোধ নেই।

শেষ সওগাত

উপরোক্ত কবিতা যেদিন প্রকাশিত হয়, এর পরের তারিখে "নবযুগ"-এর কোন্ সংখ্যা বেরিয়েছিল এবং তাতে কবির কোন্ কোন্ লেখা ছিলো কিংবা আদৌ কোনো লেখা ছিলো কিনা সে সব বিষয়ে কিছুই জানতে পারি নি। সেদিন যাঁরা পারতেন, তাঁরা তাঁর রচনা উদ্ধার, সংরক্ষণ ও সম্প্রচারের বিষয়ে চরম গাফিলতির পরিচয় দিয়েছেন। শেষ পর্য্যায়ের দৈনিক "নবযুগ"-এ প্রকাশিত কিছু লেখা প্রেমেন্দ্র মিত্রের ভূমিকা-সম্বলিত "শেষ সওগাত"-এ এবং আবদুল কাদের সম্পাদিত নজরুল রচনা সম্ভার এবং নজরুল রচনাবলীতে সঙ্কলিত হ'য়েছে। লেখাগুলোর একটিও দৈনিক "নবযুগ" থেকে সঙ্কলিত কিনা সে সব বিষয়ে প্রেমেন্দ্র মিত্র কিছুই উল্লেখ করেন নি। এ বিষয়ে আবদুল কাদিরের কার্পণ্য এতখানি মর্মান্তিক না হ'লেও তা যথেষ্ট দুঃখ দেয়। সঙ্কলিত রচনাসমূহের কোন্ কোন্‌টি শেষ পর্য্যায়ের দৈনিক "নবযুগ"-এর কোন্ কোন্ সংখ্যায় কোন্ কোন্ তারিখে প্রকাশিত হ'য়েছিল সে উল্লেখ এড়িয়ে যাওয়ার কারণটিও তাঁরা জানাতে অনিচ্ছুক, দেখা গেল। এর পেছনে কোন্ বেনিয়া মতলব বা ইরাদা আছে সে বিষয়ে ব্যাখ্যার প্রয়োজন হবে না, যদি দু'-একটা নজির পেশ করি। যেমন, 'জোর জমিয়াছে খেলা' শীর্ষক কবিতা "শেষ সওগাত"-এ, 'ধর্ম ও কর্ম' "নজরুল রচনাবলী"-র তৃতীয় খন্ডে এবং 'কেন আপনারে হানি' হেলা?' "শেষ সওগাত"-এ সঙ্কলিত হ'য়েছে। ২৫ বৈশাখ ১৩৬৫-তে কলকাতার ৯৩ মহাত্মা গান্ধী রোডস্থ ইন্ডিয়ান য়্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড থেকে এটি প্রকাশ করেছেন শ্রী জিতেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায় বি.এ। 'ভূমিকা'-য় শ্রী প্রেমেন্দ্র মিত্র লিখেছেন:

"নজরুল ইসলামের পরিণত প্রতিভার দান বহু সংখ্যক অপ্রকাশিত কবিতা 'শেষ সওগাত'-রূপে এই সঙ্কলনে তাঁর অগণন অনুরাগীদের কাছে উপস্থিত ক'রতে পেরে এ গ্রন্থের প্রকাশকের সঙ্গে আমিও আনন্দিত।"

এখন প্রশ্ন : দৈনিক "নবযুগ"-এ যা ইতোপূর্বেই প্রকাশিত হ'য়েছিল, দুষ্প্রাপ্য জেনে সেগুলোকে অপ্রকাশিত বলার পেছনে কোন্ মহৎ মতলব বা কারণ থাকতে পারে? সঙ্কলন যখন ক'রেছেন তখন এঁরা নিশ্চয়ই জানতেন যে, কোথা থেকে এগুলো তাঁরা পেয়েছেন এবং দুষ্প্রাপ্য দৈনিক "নবযুগ" তাঁদের নিজেদের কাছে বা অন্য কোথায় আছে। এসব দেখেই অনুমিত হয়, বাণিজ্যিক সাফল্যের ইরাদায় অনেক সওদাগর কবির অনেক কিছুই বিনষ্ট করেছেন।

www.pathagar.com

নজরুল রচনার সম্ভার

দৈনিক "নবযুগ"-এর কিছু রচনা সম্পর্কে এর তিন বছর পর ঠিক এই রকম কাজই ক'রেছেন এই কাগজের সাবেক বার্তা সম্পাদক আবদুল কাদির সাহেব তাঁর স্বত্ত্বাধিকারে ও সম্পাদনায় ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৮-তে ঢাকার ৩৩/১ পাটুয়াটুলী (দোতলা)-স্থ পাইওনিয়ার পাবলিশার্স থেকে প্রকাশিত "নজরুল রচনা–সম্ভার"-এ। কবি আবদুল কাদির সাহেব একাধারে নজরুল জীবনীকার এবং "নজরুল রচনা সম্ভার" ও "নজরুল রচনাবলী"র সম্পাদক। দৈনিক "নবযুগ"-এ প্রকাশিত কবির কিছু রচনা তিনি অতিরিক্ত আর্থিক মুনাফা হাসিলের কামনায় কিনা জানি না, ছড়িয়ে ছিটিয়ে বিভিন্ন গ্রন্থে পরিবেশন ক'রেছেন। "নবযুগ" থেকে নিয়েছেন এমন কোনো কোনো লেখায় সে পরিচয় উল্লেখ করেন নি। এতে কেবল একটা ধারণারই সৃষ্টি হওয়া সম্ভব আর তা এই যে, লেখাগুলো তাঁর কাছেই পাণ্ডুলিপি আকারে ছিল। "নবযুগ"-এর কোন্ কোন্ সংখ্যায় কোন্ কোন্ লেখা কোন্ কোন্ তারিখে প্রকাশিত হ'য়েছে, কোন্ কোন্ সংখ্যা তিনি কোথায় দেখেছেন এবং বাদবাকী সংখ্যার বিষয়ে খবর বা মন্তব্য কী, এসব অনেক প্রয়োজনীয় কথাই তিনি জানাতে পারতেন।

এরকম ব্যাপার-স্যাপার অত্যন্ত আপত্তিকর ও ক্ষতিকারক হ'লেই প্রসঙ্গত উল্লেখ ক'রছি যে, সমসাময়িক নন এমন একটি প্রকাশনী সংস্থার একজন মালিক ও পত্রিকা সম্পাদক কবির অপ্রকাশিত গান ছাপিয়ে নির্দ্বিধায় পাদটীকায় লেখেন :

সম্পাদকের নিজস্ব সংগ্রহ থেকে। এগুলো কোথায়, কার কাছ থেকে কীভাবে পেয়েছেন, ইত্যাকার অনেক প্রয়োজনীয় খবর তিনি জানাতে নারাজ। জাতির পক্ষে এটা অত্যন্ত লজ্জাকর ও দুর্ভাগ্যজনক যে, শুধু জীবিতাবস্থায় কেন, রোগ শয্যায় এবং এমন কি, মৃত্যুর পরেও নজরুল ব্যবসায়ীদের হাত থেকে রক্ষা পেলেন না। এসব বিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থাদি নেওয়ার মতো কোনো সচেতন সরকার কিংবা শক্তিশালী সংস্থাও নেই। আমাদের ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক সম্পদের যদি সুষ্ঠু উদ্ধার, সংরক্ষণ ও সম্প্রচার চাই তা হ'লে নিকট কিংবা পরিচিতজনদের কারো কারো সম্পর্কেও সত্য কথা বলার প্রয়োজন হ'তে পারে। মুখ চেয়ে কথা বলার অভ্যাস ত্যাগ না ক'রলে বা সমস্যা এড়িয়ে গেলে অনেক গঠনমূলক কাজ-ই ব্যাহত হ'তে বাধ্য।

এই বেদনাদায়ক উল্লেখের পর আবারো জানাচ্ছি যে, দৈনিক "নবযুগ"-এর প্রথম একত্রিশটি সংখ্যা দেখার সুযোগ এ যাবৎ আমি পাই নি। এই সময়ের দৈনিক "নবযুগ"-এ প্রকাশিত কবির রচনাসমূহের মধ্যে কোনো কোনোটি যে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ও গ্রন্থে সঙ্কলিত হ'য়েছে, তারিখসহ সে পরিচয় কোনো কোনো সূত্রে পাওয়ার পর সেগুলো সময়ানুক্রমিক সাজিয়েছি। বলাই বাহুল্য যে, এই একত্রিশটি সংখ্যায় প্রকাশিত কবির রচনাসমূহের অধিকাংশই এর বাইরে র'য়ে গেলো।

নবযুগ : কিছু বিবরণ

১ম বর্ষ : ৩২ শ সংখ্যায় দেখছি: কাগজের নাম "নবযুগ" এই কথাটার শীর্ষে প্রথম পৃষ্ঠাতেই লেখা থাকতো "মৌলবী এ. কে ফজলুল হক পরিচালিত।" আর ঐ "নবযুগ" নামটির নিচে ইংরেজীতে লেখা থাকতো "The Navajug"। আর এর নিচে মুদ্রিত থাকতো: "প্রধান সম্পাদক: – কাজী নজরুল ইসলাম"।

"নবযুগ" ৭ কলমের কাগজ। কলকাতার ১২৩ লোয়ার সার্কুলার রোডস্থ নবযুগ প্রেস থেকে

www.pathagar.com

খান সাহেব ওয়াহিদুজ্জামান বি.এল. কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ২১"×১৭" সাইজের। দু' পয়সা মূল্যের ৮ পৃষ্ঠার কাগজ। রেজিষ্ট্রেশন নম্বর: সি ২৮০৬। ফোন: বড়বাজার ৫৮৬।

শেষ পর্যায়ের "নবযুগ"-এর নিয়মাবলী: চাঁদার হার কলকাতা ও মফ:স্বলে যথাক্রমে বার্ষিক ১২, টাকা ও ১৮, টাকা; ষান্মাসিক ৬, টাকা ও ৯, টাকা; এবং ত্রৈমাসিক ৩, টাকা ও সাড়ে ৪, টাকা। আগেই উল্লেখ ক'রেছি যে, প্রতি সংখ্যার মূল্য দু' পয়সা।

হুল ও ফুল

১ম বর্ষ : ৩২ শ সংখ্যায় ৪র্থ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত তাঁর কবিতা "হুল ও ফুল'-এর একটি পঙক্তি: 'আমি ভিক্ষুক কাঙালের দলে– কে বলে ওদের নীচ?'

নজরুল কমিটেড শিল্পী। প্রকৃত হ্যাভ্ নটস্-এর সঙ্গে অত্যন্ত স্বত:স্ফূর্ত আন্তরিক তাগিদে একাত্মতা ঘোষণা ক'রেছেন। এ সময়ের বিভিন্ন লেখায় দেখা যায় যে, সমাজের আর্থ- সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি বদলানোর ইরাদায় কবি যেন একান্ত মরিয়া হ'য়ে অক্লান্তভাবে দু'হাতে অজস্র লেখা লিখতে প্রয়াসী হ'য়েছেন। ঠিক এমনটা ইতোপূর্বে আর কখনও দেখা যায় নি। অতি অল্প সময়ের মধ্যে একটা আমূল পরিবর্তন আশা ক'রছিলেন। সেটা ছিল একটা ক্রান্তিলগ্ন। পরিস্থিতি কিন্তু মোড় নিচ্ছিল অন্য খাতে। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী নির্ধারিত ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার রাস্তায়। জনমনে অর্থনৈতিক শ্রেণী সংগ্রামের চিন্তা তখন তলিয়ে গেছে। আর ভাষাভিত্তিক সাম্প্রদায়িকতাও তখন জয়ী হওয়ার নয়। গণতন্ত্র বা মেজরিটির শাসনের নামে এক পক্ষ তখন প্রতিষ্ঠিত সাম্প্রদায়িক স্বার্থকেই জিইয়ে রাখার জন্য সচেষ্ট। পশ্চিমা গণতন্ত্রের ফাঁকী সনাক্ত ক'রে অন্যপক্ষ তখন আর্থ-সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়ের দাবী-দাওয়াই সরাসরি পেশ ক'রছিলেন। এই আবহাওয়ায় মধ্যপন্থা এবং আপোষমূলক মনোভাবও ঠাঁই পাচ্ছিল না। নজরুল, কংগ্রেস কিংবা মুসলিম লীগ, কোনো পক্ষই অবলম্বন করেন নি। তিনি যে অবস্থান নিয়েছিলেন সেখানে তাঁর পায়ের তলার মাটি অনেক আগেই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবেই সরিয়ে রেখেছিলেন। ১৭৫৭-এর পলাশীর যুদ্ধের সময় থেকেই উপমহাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি বিষাক্ত ক'রেছে ইংরেজ। বিশেষ ক'রে উনবিংশ শতকের গোড়ায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠার সময় থেকে বৃটিশ উপনিবেশিক শাসকের ঔরসজাত ভারতীয় হিন্দু জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের শত্রু হিসাবেও সনাক্ত হ'য়েছেন শোষকদের কেউ নয়, দেশীয় এক প্রতিবেশী ধর্মীয় সম্প্রদায়। এই পরিস্থিতিতে সমাজে শ্রেণী সংগ্রামের অনুমোদন থাকার কথা নয়। ধর্মকেন্দ্রিক হোক, আর ভাষাগত হোক, ব্যাপক সাম্প্রদায়িক বৈষম্য ও পক্ষ-পাতিত্ব বহাল থাকলে আর্থিক শ্রেণী সংগ্রাম পায়ের নীচে মাটি খুঁজে পায় না। এই পরিস্থিতিতে কায়েমী স্বার্থের ধারক ও বাহকরা ধর্মকে বিকৃত চেহারায় উপস্থাপিত ক'রে তখন সেটাকে শোষণের হাতিয়ার হিসাবে অপব্যবহারের সুযোগ পায়। ঠিক এই অবস্থার কথাই নজরুল ইসলাম তাঁর "হুল ও ফুল" কবিতায় অত্যন্ত খেদের সঙ্গে ব্যক্ত ক'রেছেন : 'ধর্ম লয়েছে অধর্ম নাম, সত্য গিয়াছে মরি'।

এখন ১ম বষ : ৩২ শ সংখ্যা : ৮-ই অগ্রহায়ণ, সোমবার ১৩৪৮: ৫-ই জেলকদ ১৩৬০ হিজরী: ২৪-শে নভেম্বর ১৯৪১-এর দৈনিক "নবযুগ"-এর চতুর্থ পৃষ্ঠা থেকে "হুল ও ফুল" কবিতাটি হুবহু উদ্ধৃতি ক'রছি:

www.pathagar.com

"হুল ও ফুল

কাজী নজরুল ইসলাম

ওরা কয়, "আগে ফুল ফুটাইতে,
আমি কই, "যদি হুল না ফুটাই
এখন ফুটাও হুল",
ফুটিবে কি তবে ফুল?"

("ফুল্"-ইং)

বন্ধু, মিথ্যা অপত্য-স্নেহে
ধর্ম্ম লয়েছে অধর্ম্ম নাম,
গাঁয়ের বৌঝি জল নিতে যায়,
গা'ল দেয় রে'গে— ইহাদেরই দোষে
ভোগী বলে, "বাবা, কেন কাঁদ তুমি,
ধনীর দুঃখ দেখনাক, একি
"আল্লা বলান" বলি। ওরা বলে–
টাকাওয়ালাদের কি ক'রে চিনিলে,
ওরা বলে, "মোরা টাকার পুকুর
উহারাই তার দু'এক কল্‌সি
আরো বলে, "দিই কল্‌সিতে জল
আমরা কি জানি, কেন এ পুকুরে
ওরা বলে, "চাষা খাইতে পায় না–
পাওনা সুদের নালিশ করিলে
মোরা যত দিই উত্তর তা'র–
বলে, "জমিদারী স্বত্ব আমার,
মোরা বলি, "কত ইম্পিরিয়াল
ওরা বলে, "কেন কাজেতা লাগে না,
মোরা বলি, "মোরা যাব না, মোদের
ওরা বলে, "কেন জেলে যাবে বাবা,
আমি বলি, "জাগ্, দৈত্যরে মার,
ওরা বলে, "বাঘ হ'লে কেন বন-
আমি বলি, "কেন অসত্য বল,
ওরা বলে, "আহ্, চুপ কর কবি,
আমি বলি, "চোর ঢুকিয়াছে ঘরে,
ওরা বলে, "বাঁশুরিয়া! বাঁশী কেন
ওরা বলে, "দাদা, এতদিন তুমি
কখন্ হইল 'ইন্‌সম্‌নিয়া'?

আপত্তি নাহি করি'
সত্য গিয়াছে মরি'!
মেছুড়ে বুঝিতে নারে,
মাছ বসেনাক চারে!
মামা নহে তব চাষা,
এক ঘেয়ে ভালবাসা!"
"দালানে তা আসে কেন?
তুমি ত আল্লা চেন!"
দুয়ারে খুঁড়িয়া রাখি,
জল ভ'রে নেয় নাকি?"
দিইনা ত সাথে দড়ি,
ওরা ডুবে যায় মরি?"
আর জন্মের পাপ!"
ওরা কেন দেয় শাপ?"
ওরা "দুত্তোর" কহে,
তোমার মামার নহে!"
ব্যাঙ্কে তোমার টাকা!"
(বাবা) 'ফিক্‌স্‌ড ডিপজিটে রাখা!"
প্রাপ্য যা, তা না পেলে!"
"ভদ্রলোকের ছেলে!"
দা' নিয়ে দুয়ার খুল্।"
বাগিচার বুলবুল?"
ভ্রান্ত পথ দেখাও?"
ফুল শোঁকো, মধু খাও!"
মারো তারে, পায়ে দল!"
বংশ দম্ভ হ'ল?"
বেশ ত ঘুমায়ে ছিলে!
সারা দেশ জাগাইলে!"

www.pathagar.com

আমি বলি, "দেশ জাগে যদি, কেন তোমাদের ডর লাগে?"
ওরা বলে, "আসে রাম-দা লইয়া, রাম-দা বলিত আগে।"
কে যে বলে ঠিক, কে বলে বেঠিক, ঠিকে ভুল হয় ক'ার?
চাষা ও মজুরে ঠকাইয়া খায় দুনিয়ার ঠিকাদার!
"ওরা ত বলে না, তুমি কেন বল, কেন তব মাথাব্যাথা?"
জিজ্ঞাসে সাধু।— আমি বলি, "কহে ওদেরি আত্ম কথা!"
হায়রে দুনিয়া দেখি মৌলানা মৌলবীতে একাকার,
আমিই একা হেথা কাফেরদের দাদা আমি একা গুনাগার!
গুনাগারী দেয় বণিকেরা নাকি, চাষারাই করে লাভ,
ধনী যেন সদা তৃষিত, এবং চাষা সদা কচি ডাব!
শুনেছি সেদিন ধনিক-সভায়– নতুন আইন হবে,
চাষাদের দা, দাঁত আর নখ খেঁটে লাঠি নাহি র'বে!
আমি বলি, "হ'য়ে অভাবে স্বভাব নষ্ট, হ'য়েছে চোর।"
ওরা বলে, "তাই বল্, তাই চুরি হয় না বাড়ীতে তোর!"
আমি বলি, "খেয়োনা এ কদন্ন, হালালী অন্ন খাও।"
ওরা বলে, "তুমি এদেরি দালালী ক'রে বুঝি টাকা পাও?"
"যার যত তালা দালান, সে তত আল্লা-তালার প্রিয়"–
ওরা কয়। আমি বলি, "বেশ ক'রে সে তালায় তালা দিও!"
"চৌদ্দ পুরুষ কাঙাল ত'ার,যে কাঙালের কথা কহে!"
ওরা বলে। আমি বলি, "এ আখ্যা যেন চিরদিন রহে!"
আমি ভিক্ষুক কাঙালের দলে— কে বলে ওদের নীচ?
ভোগীরা স্বর্গে যাবে, যদি খায় ওদের পানের পিচ!
ওরা হাসে, "একি কবিতার ভাষা? বস্তিতে থাক বুঝি?"
আমি কই, "আজো পাইনি পুণ্য– বস্তির পথ খুঁজি!
দোওয়া কর, যেন ঐ গরীবের কর্দ্দমাক্ত পথে
যেতে পারি, এই ভোগ-বিলাসীর পাপ-নর্দমা হ'তে!"

সমস্ত প্রতিকূল পরিস্থিতি ও মসিবতের কথা জেনে শুনেও অত্যন্ত সচেতনভাবে প্রয়োজনীয় সাহিত্য সৃষ্টির দিকে মনোযোগী হ'য়েছিলেন নজরুল। কায়েমী স্বার্থের ধারক ও বাহকদের পক্ষে এ ধরনের সাহিত্য বরদাস্ত করা খুবই কঠিন। পরে ঢাকায় চিকিৎসা বিশেষজ্ঞদের বোর্ড অসুস্থ কবির ঘাড়ে যে আঘাতের চিহ্ন টের পেয়েছিলেন, সেই মর্মান্তিক কান্ডটা কোন্ কারিগরদের নেপথ্য ব্যবস্থাপনায় ঘটতে পারে, সে সব অনুসন্ধান ক'রতে হ'লেও এ ধরনের লেখাগুলো অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে পাঠ করা আবশ্যক। "বেদনার সিন্ধু মন্থন শেষ"-এ কবি আবার যে জেগেছিলেন এবং জনগণকে জাগিয়ে তুলছিলেন, সেটা বৃটিশ ঔপনিবেশিক সরকার এবং তাদের সহযোগীদের কায়েমী স্বার্থের অনুকূল ছিলো না। সব জেনে শুনেও শোষণের

www.pathagar.com

বিরুদ্ধে শহীদ হওয়ার ঝুঁকি নিয়েছিলেন নজরুল। "নবযুগ" -এর সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় প্রকাশিত এই কবিতায় শোষণাবসানের জন্য স্পষ্টতই সশস্ত্র শ্রেণী সংগ্রামের আহ্বান আছে। কিন্তু একজন মৌলবাদী মুসলমান হিসাবে এর অনুমোদন তিনি দেখিয়েছেন ইসলামী জীবন বিধানে। যেমন, এ বিষয়ে লক্ষ্যণীয় তাঁর উক্তি: "আমি বলি, "খেয়োনা এ কদন্ন, হালালী অন্ন খাও।" প্রসঙ্গত সঞ্চয় ও মুনাফাখোরী সম্পর্কে ইসলামী নিষেধাজ্ঞা স্মর্তব্য। নজরুল ঠিকই উপলব্ধি ক'রেছিলেন যে, ইসলামী জীবন-ব্যবস্থায় সুষ্টতই কোনো শোষণ ও বৈষম্যের অনুমোদন নেই। আর এটা বিস্মৃত হ'য়েই যে মুসলমান সমাজ পতনের মুখোমুখি হ'য়েছে এ কথা ইতোপূর্বে বিভিন্ন সময়েই তিনি বারংবার উল্লেখ ক'রেছেন। ইসলামের খোলসটার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েও শ্বাসটার প্রতি তিনি সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। মেকী মুসলমানদের সঙ্গে তাঁর বিরোধ এখানেই। আর শুধু মুসলমান- নামধারীদের কথা নয়, শোষক 'রামদা'-দেরকেও রামদা দেখানোর কথা আছে। কবিতায় দেখছি: কতিপয় অতি মুসলমান, কীসের ভিত্তিতে জানি না, তখনও কবিকে কাফের বলা ছাড়েন নি। নজরুল ইসলামকে কাফের অর্থাৎ নাস্তিক বলা যায় কেবল গায়ের জোরেই। সমসাময়িককালে তাঁর মতো সত্যিকার আস্তিক মানুষ দ্বিতীয়জন কেউ ছিলেন কিনা তা বলা কঠিন।

ফজলুল হক ছাত্রাবাস

কাজী নজরুল ইস্‌লাম সাহেবের আবেদন

"নবযুগ"-এর ১ম বর্ষ: ৩২ শ সংখ্যায় ৮ অগ্রহায়ণ ১৩৪৮: ২৪ নভেম্বর ১৯৪১ তারিখ সোমবার সপ্তম পৃষ্ঠায় চতুর্থ কলমে নজরুল ইসলামের যে আবেদন প্রকাশিত হ'য়েছে তাতেও আল্লাহ এবং কোরআন মজিদের প্রতি তাঁর নিঃশর্ত আনুগত্যেরই সাক্ষ্য মেলে। কবির দুষ্প্রাপ্য আরো একটি উদ্ধৃতি পেশ করছি :

ফজলুল হক ছাত্রাবাস

কাজী নজরুল ইসলাম সাহেবের আবেদন

"ফজলুল হক দরিদ্র ছাত্রাবাস" নামে একটী মুসলিম ছাত্রদের প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে উঠেছে। রাহে লিল্লাহ্ এঁদের নামে যাঁরা খয়রাত ক'রবেন, আল্লাহ্‌র রহম তার প্রতিদান স্বরূপে তাঁরা প্রাপ্ত হবেন। এই দরিদ্র কাঙালের রূপ ধ'রে যে নিত্য অমর রূহ– আত্মা আজ ধরণীর দুয়ারে হাত পেতেছে–– তাঁকে যে আল্লাহ্‌র নামে ভিক্ষা না দিয়ে ফিরিয়ে দেয় আল্লাহ্ তাঁকে কঠোর শাস্তি দেন ইহলোকে এবং পরলোকে। ইহা কোরান মজিদের আল্লাহ্‌র বাণী। তিনি যে ধনীদের উদ্বৃত্ত অন্ন দিয়েছেন, ক্ষুধাতুরের সেই উদ্বৃত্ত অন্নে হিস্‌সা আছে। তাদের এই প্রাপ্য থেকে যে বঞ্চিত ক'রে, সে ভোগী: দোজখের নার প্রজ্জ্বলিত তাহারই জন্য। এই দরিদ্র ছেলেরা ভিখারী নয়, ইহাদের হিস্‌সা ইহারা দাবী করে– আল্লাহের আদেশ, এই দরিদ্রদের মধ্য দিয়া আল্লাহের আত্মা— রহুল আজম— আজ হাত পেতে দাঁড়িয়েছে। আশা করি; মুসলমান যিনি, আল্লাহর বান্দা যিনি, তিনি এদের দান ক'রে ধন্য হবেন।

– কাজী নজরুল ইসলাম"

www.pathagar.com

মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীর চিঠি

এই ৩২ শ সংখ্যায় পঞ্চম পৃষ্ঠায় প্রথম কলমে অর্থাৎ "চিঠিপত্র" কলমে "প্রগ্রেসিভ পার্টি"র ভূমিকা সম্পর্কে একটা ইঙ্গিত পাওয়া যায়। পত্র লেখক দৈনিক "সেবক" ও দৈনিক "মোহাম্মদী"-র সাবেক সহকারী সম্পাদক, স্বাধীনতা-সংগ্রামী ও সাহিত্যিক মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী। উদ্ধৃতি:

"চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

প্রগ্রেসিভ পার্টির কর্মতালিকা

ভাই "নবযুগ"-সম্পাদক ,

মাননীয় মৌলবী এ. কে. ফজলুল হক সাহেবের সমর্থনকল্পে গঠিত প্রগ্রেসিভ পার্টির কর্ম্মতালিকা যা আমার পরম শ্রদ্ধেয় বন্ধু মৌলবী সৈয়দ বদরুদ্দোজা সাহেব পার্টি সেক্রেটারী হিসাবে সাধারণ্যে প্রচার ক'রেছেন, তাতে অনেক কথাই দেখলাম, দেখলাম না শুধু বাংলার হস্তচালিত তাঁত ব্যবহারকারী লক্ষ লক্ষ তন্তুবায়দের প্রতি মনোযোগ, আমি আপনার মারফতে বন্ধুদের দৃষ্টি এদের প্রতি সবিনয় আকর্ষণ ক'রছি। .....

ইতি

মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী

বাশদহা (খুলনা) ২০শে নভেম্বর"

হাজী মোহাম্মদ মোহ্‌সিন

এই ৩২শ সংখ্যায় পঞ্চম পৃষ্ঠায় মহান দানবীর হাজী মোহাম্মদ মোহ্‌সিনের ১২৯তম মৃত্যু বার্ষিকী স্মরণ সভার বিজ্ঞাপন:

"দানবীর হাজী মোহাম্মদ মোহ্‌সিন
২৯শে নভেম্বর ১২৯তম মৃত্যুবার্ষিকী

"মোহ্‌সিন দিবস" পালনের জন্য ছাত্রনেতা মি: নুরুল হুদার আবেদন:

মহান বিশ্ব-প্রেমিক হাজী মোহাম্মদ মোহ্‌সীন ১৮১২ সালের ২৯ শে নভেম্বর পরলোক গমন করিয়াছেন। আমাদের প্রতিষ্ঠানের সদস্যগণ মনে করেন যে, এই মর্ম্মে আত্মার স্মৃতি-তর্পণার্থে সমগ্র প্রদেশব্যাপী উহার ১২৯তম মৃত্যু বার্ষিকী সম্যকরূপে উদ্‌যাপন করা সঙ্গত।

এতদুদ্দেশ্যে আমি প্রদেশের প্রত্যেক ছাত্র প্রতিষ্ঠান, শিক্ষাভবন ও সাহিত্য সমিতিগুলোকে আগামী ২৯শে নভেম্বর 'মোহসিন-দিবস' উদ্‌যাপনের জন্য অনুরোধ জানাইতেছি। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে শহরে এবং গ্রামে গ্রামে সভার আয়োজন করিয়া পরলোকগত মহান ব্যক্তির জীবনী সম্পর্কে আলোচনা করিতে হইবে। জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে প্রত্যেক বাঙালীই এই অনুষ্ঠানটিতে যোগদান করিবেন ব'লিয়া আমি মনে করি।"

www.pathagar.com

হুগলীর ইমামবারা : মুতাওয়াল্লি নিহত

এ প্রসঙ্গে একটা মর্মান্তিক ঘটনার খবর দৈনিক "নবযুগ"-এর পরবর্তী সংখ্যা থেকে পরিবেশন ক'রছি। উল্লেখ থাকে যে, পূর্বোক্ত ৩২শ সংখ্যায় যেদিন ছাত্রনেতা মিস্টার নূরুল হুদার এই আবেদন প্রকাশিত হয়, ঠিক এর দু'দিন আগে ২২ নভেম্বর ১৯৪১ তারিখে হুগলী ইমামবারার মুতাওয়াল্লি পঁচাত্তর বছর বয়স্ক বৃদ্ধ সৈয়দ মহসীন শিরাজীকে রাতে তাঁর শয়নকক্ষে অতীব রহস্যজনকভাবে শ্বাসরোধ ক'রে হত্যা করা হ'য়েছিল।

"হুগলী ইমামবারার মুতাওয়াল্লি/রহস্যজনকভাবে নিহত/

৭৫ বৎসরের বৃদ্ধকে শ্বাসরোধ করিয়া হত্যা"

উপরোক্ত শিরোনামে [১ম বর্ষ : ৩৩শ সংখ্যা : ৯ অগ্রহায়ণ ১৩৪৮ : ৬ জেল্কদ ১৩৬০ হিজরী : ২৫ নভেম্বর ১৯৪১ তারিখ] মঙ্গলবার "নবযুগ"-এ প্রকাশিত প্রতিবেদন :

"চুঁচুড়া, ২৩-শে নভেম্বর

প্রাত স্মরণীয় হাজী মোহাম্মদ মহ্সীন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ইতিহাস প্রসিদ্ধ হুগলী ইমামবারার মুতাওয়াল্লী ৭৫ বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ সৈয়দ মহসীন শিরাজী অতীব রহস্যজনকভাবে নিহত হইয়াছেন।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, তিনি গত রাত্রিতে যথারীতি শয্যাগ্রহণ করেন এবং অদ্য প্রাতঃকালে তাঁহাকে মৃত অবস্থায় দেখা যায়।

তদন্তের ফলে জানা যায় যে, শ্বাসরোধ করিয়া তাহাকে হত্যা করা হইয়াছে। চুঁচুড়ার ব্যবচ্ছেদাগারে শব দেহটি ব্যবচ্ছেদের নিমিত্ত প্রেরিত হইয়াছে। এখনও রিপোর্ট আসিয়া পৌঁছায় নাই।"

আগুনের ফুলকি ছুটে

১ম বর্ষ ঃ ৩২ শ সংখ্যা ঃ ৮-ই অগ্রহায়ণ, সোমবার ১৩৪৮ ঃ ৫ই জেল্কদ ১৩৬০ হিজরী : ২৪শে নভেম্বর "নবযুগ"-এর অষ্টম পৃষ্ঠায় "আতশ্বাজ" পরিচালিত ছোটদের আসর "আগুনের ফুল্কি"-তে কাজী নজরুল ইস্লামের কবিতা "আগুনের ফুলকি ছুটে" প্রকাশিত হয়। অংশ বিশেষ ঃ

"ছোট আজ ফুলকি যা'রা
না-দেখা অগ্নি-গিরির ভাই তাহারাই, ভগ্নী তা'রা!"

এই কবিতায় অধুনা-বর্জিত অংশবিশেষ কল্পনার ঐশ্বর্যে অতুলনীয়। যাঁরা তাঁকে কাফের বলে সার্টিফিকেট দিয়েছেন, এই চমৎকার পঙক্তিগুলো তাঁদেরকেও কিঞ্চিৎ শরম দিতে পারবে ঃ

"আকাশে হযরত আলির
আগ্নেয় "দুলদুল" কি ছুটে?
আগুনের ফুলকি ছুটে ফুলকি ছুটে!"

পশ্চিম বাঙলার একটা স্কুল-পাঠ্য পুস্তকে উপরোক্ত অংশটুকু বর্জিত দেখছি। ছোটদের জন্য লেখা তাঁর এই কবিতাটি দৈনিক "নবযুগ" থেকে হুবহু উদ্ধৃত ক'রছি ঃ

www.pathagar.com

আগুনের ফুলকি ছুটে

কাজী নজরুল ইসলাম

আগুনের ফুলকি ছুটে ফুলকি ছুটে!
আগুনের ফুলকি ফুটে নবযুগ-পত্রপুটে
আগুনের ফুল কি ফুটে?
আগুনের ফুলকি ছুটে, ফুলকি ছুটে!
উল্কার উল্‌কী-লেখায়
নিশীথে পথ কে দেখায়?
আকাশে হজ্‌রত আলির
আগ্নেয় "দুলদুল" কি ছুটে?
আগুনের ফুলকি ছুটে, ফুলকি ছুটে!
ছোট আজ ফুলকি যা'রা
না-দেখা অগ্নি-গিরির ভাই তাহারাই, ভগ্নী তা'রা!
আকাশের মাণিক মোতি জ্যোতি ধারা,
আমাদের আকাশ প্রদীপ, নয়ন-তারা,
পাথরের ঘুম-ভাঙানো প্রাণ-ফোয়ারা .
ফুটিয়ে ঐ এলোরে! ছুটিয়ে ঐ এলরে!
চবুতরার কবুতর আকাশের পথ পেলরে!
আসে কা'র পাল্‌কী ছুটে?
কে আসে উড়িয়ে ধূলি বাংলার শ্যাম্‌লা মাঠে
সত্তয়ার হ'য়ে আরবী উঁটে?
আগুনের ফুলকি ছুটে ফুলকি ছুটে!
রাত্রির ঘুম ভাঙিয়ে যাত্রীদের দেয় জাগিয়ে,
ঘুমাতে পায় না ব'লে বুড়রা রক্ত-আঁখি,
তবু গায় নিদ্রা ভাঙায় ভোরের পাখী, সুরের সাকী!
ইহারাই ছড়িয়ে পড়ে জীবনের খই ফুটিয়ে,
ইহারাই ফুলের কুঁড়ি আছে সব দল গুটিয়ে।
ইহারাই টস্‌ট'সে-রস মৌটুসী কি?
এরা কি উদয়-তারার ঝিকি মিকি?
এদেরি গলার সুরে গান গেয়ে বুলবুল কি উঠে!
আগুনের ফুলকি ছুটে ফুলকি ছুটে!
খুশীর খোশ্‌রোজে রোজ খুন্‌সুড়ি কি করে এরাই?
চঞ্চল চুমকুড়ি দেয় ফুল্‌কুঁড়িকে ধ'রে এরাই?
বিকেলের ঝিঙের মাচায় ফিঙের সাথে
দেখেছি নাচ্‌তে এদের ; শুনেছি গুণ্‌গুণাতে'
এদেরই সুরে মৌমাছিকে!
উঁকি দেয় নতুন জীবন এদেরই চোখের দিকে!

www.pathagar.com

এলোরে এলোমেলো
এলোরে কেয়াপাতার
উড়নি উড়িয়ে এল
এলরে দুরন্ত সব

পাগলা হাওয়া,
নৌকা বাওয়া।
ঘূর্ণি হাওয়া,
শিরণী-খাওয়া!

এল কি চোর-কাঁটা? না!
এলরে ফলের আশা,
কি খুশীর খই ফুটাবে
টাঙাবে দোল্‌না বুঝি ডুমুর গাছে

আনার-দানা, পাথর-কুচি,
ফুলের গুছি!
কথার কথায়?
ঝুমকো লতায়!

এল সব আলোক-লতা
আগুনের দীপ জ্বালিয়ে

দুষ্টু মেয়ে,
হাসি আর দৃষ্টি দিয়ে

ফাগুনের ফাগে নেয়ে!
বিষ্টি ঝরাবে গো,

মিষ্টির বাজার এবার
এলরে চিত্র-পাখা
আগুনের ফুলকি ছুটে,

নেবে লু'টে!
প্রজাপতি চিত্র-কুটে!
ফুলকি ছুটে!

খোশ রোজের পরিবর্তে

"আগুনের ফুলকি"

২৪শে নভেম্বর ১৯৪১ (৫ জেলকদ ১৩৬০) ঃ ৮ অগ্রহায়ণ ১৩৪৮ তারিখ সোমবার প্রকাশিত এই ১ম বর্ষ ঃ ৩২শ সংখ্যা থেকেই প্রধান সম্পাদক কাজী নজরুল ইসলামের পরিকল্পনা অনুযায়ী "নবযুগ"-এ ছোটদের আসরের নাম "খোশরোজ"-এর পরিবর্তে "আগুনের ফুলকি" রাখা হয় এবং এক এক জন সদস্যকে সংখ্যা উল্লেখসহ "এক একটি ফুলকি" বলে অভিহিত করা হয়। এ সম্পর্কে অষ্টম পৃষ্ঠায় পরিচালক "আতশ বাজের কথা"-য় নজরুল ইসলামের চিন্তা-ভাবনার উল্লেখ ঃ

"ছোট ভাই বোনেরা, –

"খোশরোজের" নাম বদলে গিয়ে "আগুনের ফুলকি" হ'য়েছে। তাতে তোমরা খুব আশ্চর্য্য হ'য়েছো নিশ্চয়ই। হয়তো ভাবছো, এই এক হপ্তা আগে যেখানে ব'সেছিল খোশরোজের মেলা, সাতটি দিন না যেতেই শুরু হ'ল আগুনের খেলা। এমনটি হ'ল কেন?

তোমরা সবাই জানো, ক' বছর ধ'রে বাংলার বিভিন্ন দৈনিকে ভিন্ন ভিন্ন নাম দিয়ে তোমাদের জন্য হরেক রকমের আসর গ'ড়ে উঠেছে। তোমাদের কচি প্রাণে আনন্দ দেওয়াই এর প্রধান উদ্দেশ্য। তাতে আনন্দ তোমরা পাও নিশ্চয়ই। কিন্তু সব দিক চিন্তা ক'রে দেখলে বেশ বুঝা যায় যে, এ শুধু নিছক আনন্দই দেয়। এতে তোমাদের মন হ'য়ে উঠবে বিলাসী–হবে অলস। দেশের ভবিষ্যৎ আশা তোমরা। তোমাদের মনকে বিলাসী আর অলস ক'রে তোলা দেশের ভবিষ্যতের দিক দিয়ে শুভ নয় মোটেই। দেশে নবযুগ গ'ড়ে তুলবার ভার নিয়েছে 'দৈনিক নবযুগ'। তোমাদের গ'ড়ে তুলতে হবে যুগের উপযোগী ক'রে। তাই "নবযুগে" তোমাদের জন্য যে আসর সাজানো হ'য়েছে, তার নাম দেওয়া হ'য়েছে "আগুনের ফুলকি।"

www.pathagar.com

জগৎকে আলো দান করাই হ'চ্ছে আগুনের ধর্ম! যা মেকী তা আগুনে পুড়ে ছাই হ'য়ে যায়, যা টিকে থাকে তাই খাঁটি। তাই তোমাদের এ আসরের নাম রাখা হ'য়েছে "আগুনের ফুলকি"। তোমরা প্রত্যেকেই এ আসরের এক একটি ফুলকি! দেশের আশা-ভরসা তোমরা–তোমরাই জাতির ভবিষ্যৎ–তোমরাই অনাগত যুগে দেশকে চালাবে। তোমাদের মধ্যে অবচেতন অবস্থায় ঢাকা প'ড়ে আছে সে আগুন,– যে আগুন সুযোগ পেলেই সমস্ত অসত্য, অমঙ্গল ও অসুন্দরকে পুড়িয়ে ছাই ক'রে গ'ড়ে তুলবে সত্য, মঙ্গল ও সুন্দরের বিরাট তাজমহল। আগুনের সেই ফুলকি থেকে যে আলোকছটা ফুটে বেরুবে, প্রভাতের অরুণের মতো তা আলোকিত ক'রবে সমস্ত জগতকে। আলোর যে উৎস লুকিয়ে আছে তোমাদের মধ্যে, তাকে জাগিয়ে তোলাই আমাদের উদ্দেশ্য। সে আগুনের একমাত্র ফুলকিও যাতে জ্বলে উঠে সমস্ত অসত্য, অসুন্দর ও অমঙ্গলকে পুড়িয়ে ছাই ক'রে ফেলতে পারে, তার ভার প'ড়েছে আগুনের ফুলকির পরিচালক "আতশবাজে"-র উপর।

তোমাদের এ আসরের নামকরণ ক'রেছেন তোমাদের প্রাণপ্রতিম কবি কাজী নজরুল ইস্‌লাম সাহেব। তোমরা বিলাসী না হ'য়ে আগুনের ফুলকির মতো বিশ্বের বুকে ফুটে উঠো–এই তাঁর ইচ্ছা। তিনি আজ "আগুনের ফুলকি ছুটে" নামক একটা সুন্দর কবিতা দিয়ে তোমাদের আশীর্বাদ করেছেন। কবিতাটি প'ড়ে তোমরা তোমাদের আসরের নামের সার্থকতা বুঝতে পারবে। তাঁর এ আশীর্বাদ যে তোমাদের ভিতর আগুনের ফুলকি ছুটাবে, আর তোমরাও যে দলে দলে ছুটে এসে এ আসরে নিজ নিজ আসন অধিকার ক'রবে, এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস। আজ এ পর্যন্ত। আসছে হপ্তায় আবার দেখা হবে। আমার ভালবাসা জেনো।

তোমাদের --

"আতশবাজ"

মাত্র এক হপ্তা আগে ছোটদের আসরের নাম "খোশরোজের মেলা" হয়তো কবিই দিয়েছিলেন। কিন্তু এক হপ্তা পরেই তা বদলে দিয়ে ক'রলেন "আগুনের ফুলকি"। এটা স্পষ্টতই শিশু সাহিত্যে কবির দিক পরিবর্তনের-ই ইঙ্গিত বহন করে। কবির প্রথম দিক্‌কার শিশু সাহিত্যের অন্তর্গত দু'টো প্রধান ধারা স্মর্তব্য। এক, 'লিচু চোর', 'খুকী ও কাঠ বিড়ালী', 'খোকার খুসী', 'খাঁদু-দাদু', 'পিলে পট্‌কা', 'ঝিঙে ফুল', প্রভৃতি কবিতা যা কেবল মজা ও আনন্দ দেয় এবং কৌতুক জাগায়। দুই, 'প্রভাতী', 'সঙ্কল্প', 'মা' প্রভৃতি কবিতা যা একাধারে আনন্দ কৌতূহল জোগায় এবং চরিত্র গঠনের সহায়ক হিসাবে সঙ্কল্পবদ্ধ করে। শেষ পর্যায়ের "নবযুগ"-এ নজরুল শুধু এই শেষোক্ত ধারার শিশু সাহিত্যই সৃষ্টি ক'রতে চেয়েছেন। কেননা, এ সময় আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটানোর সঙ্কল্প তাঁর আগের তুলনায় ঢের বেশী শাণিত ও তীব্রতর হ'য়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, সমাজ বদলানোর ওয়াদা ক'রেই শেষ পর্যায়ের "নবযুগ" আত্মপ্রকাশ ক'রেছিল। এ কাগজে কবিকেও আনা হ'য়েছিল সম্ভবত এই প্রতিশ্রুতি দিয়েই। সে যাই হোক, শিশু সাহিত্যে নজরুলের এই সমাজ সচেতন চিন্তাধারাই আমাদের আদর্শ হওয়ার দাবী রাখে।

ভাবতে অবাক লাগে, জীবনের শেষ পর্যায়ে চরম দুর্দিনেও শিশুদের কথা কবি যথেষ্ট গভীরভাবেই ভেবেছেন। যৌবনে তিনি তরুণদের ওপরই ভরসা ক'রেছেন। তরুণদের ওপর আস্থা তাঁর বরাবরই বজায় ছিল। তবু যৌবনের শেষ প্রান্তে এসে শেষ পর্যায়ের "নবযুগ"-এ তিনি এই গঠনমূলক কাজটি শুরু ক'রতে চাইলেন আরো গোড়া থেকে। তাঁর চিন্তাধারা বাস্তবায়নের জন্য আদর্শ মানুষ গ'ড়তে চাইলেন একেবারে শৈশব থেকেই। তাঁর এই ঐকান্তিক

www.pathagar.com

প্রয়াস আমাদের কাছে চিরদিন শিক্ষণীয় হ'য়ে থাকবে। কিন্তু কবির এই সব ইচ্ছার ও সঙ্কল্পের কথা আমরা পাঠ্যসূচির মধ্য দিয়ে শিশু, কিশোর এবং তরুণদের কাছে কতটুকু পৌঁছে দেওয়ার বন্দোবস্ত ক'রেছি? ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নজরুলের লেখা পাঠ্য বিষয় হিসাবে ত্রিশোত্তর কবিতা বা পুঁথি সাহিত্যের বিকল্প হিসাবে একান্তই ঐচ্ছিক এবং কবির মূল কর্মস্থল ছিলো যে কলকাতায় সেখানকার খোদ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য তালিকায় মধ্য ও আধুনিক যুগের আর যে-কোনো মুসলমান কবি-সাহিত্যিকদের মতো অচ্ছুৎ জ্ঞানে নজরুলও পুরোপুরি অনুপস্থিত। এ থেকেই আমাদের শিক্ষা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনের দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতির সুস্পষ্ট আঁচ-ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

সাপ্তাহিক নানান আসর

"নবযুগ"-এ ছোটদের সাপ্তাহিক আসর "আগুনের ফুলকি" প্রকাশের তারিখ প্রতি সোমবার। এই আসরের 'পরিচালক' "আতশবাজ"। পরে তিনি এই আসর পরিচালনার দায়িত্বভার দিয়েছিলেন অখিল নিয়োগীকে। সাপ্তাহিক আসরগুলো প্রকাশিত হ'ত অষ্টম পৃষ্ঠায়।

অষ্টম পৃষ্ঠায় সাপ্তাহিক "মহিলা আসর"-এর দিন ছিল মঙ্গলবার। এর "পরিচালিকা" --" শিরী।'

অষ্টম পৃষ্ঠায় বুধবারের সাপ্তাহিক নিয়মিত আসর "লাঙ্গল ও হাতুড়ী।' "পরিচালক"-- "শ্রম সুন্দর।"

অষ্টম পৃষ্ঠায় প্রতি বৃহস্পতিবারের আসর "ব্যবসা ও বাণিজ্য"। "পরিচালক" --- "সওদাগর।"

প্রতি শুক্রবার অষ্টম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হ'তো "বিশ্ব-মুসলিম।" "পরিচালক" - "এব্‌নে খল্‌দুন।"

অষ্টম পৃষ্ঠায় প্রতি শনিবার প্রকাশিত হ'তো "রূপ ও ছন্দ।" মঞ্চ ও ছায়াছবির জগতের খবর। এর "বিভাগীয় সম্পাদক -"রূপকার।"

অষ্টম পৃষ্ঠায় প্রতি রবিবার সাহিত্য আসার ব'সতো "রসের জলসা" শিরোনামে।

এ আমাদের যুদ্ধ

ষ্টেটস্‌ম্যান- সম্পাদক মিঃ আথার মূর মাস খানেক যাবৎ যে ধারাবাহিক নিবন্ধ লিখ্‌ছেন সেটির বক্তব্য উল্লেখ ক'রে এই ৩২শ সংখ্যায় "এ আমাদের যুদ্ধ" শিরোনামেই প্রকাশিত সম্পাদকীয় সম্ভবত কাজী নজরুল ইসলামেরই লেখা ঃ

"ষ্টেটস্‌ম্যান- সম্পাদক মিঃ আর্থার মূর "এ আমাদের যুদ্ধ" নাম দিয়া প্রায় এক মাস কাল যাবৎ 'ষ্টেটস্‌ম্যানে' একটি নিবন্ধ লিখিতেছেন। এই নিবন্ধে তিনি গত কয়েকদিন যাবৎ ভারতের রাজনৈতিক অচলাবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করিতেছেন। মিঃ মূরের সকল মতের সহিত কেহ একমত হইতে পারুন, আর না-ই পারুন তাঁর কথার মধ্যে যে সরল আন্তরিকতা এবং সমাধানের একটা প্রবল আগ্রহ আছে একথা কেউ অস্বীকার করিতে পারিবেন না। নানা কূটতর্ক তুলিয়া ভারতবাসীর রাষ্ট্রীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা ও দাবী-দাওয়া চাপা দিবার চেষ্টা যেসব ইংরাজ সাংবাদিক ও রাষ্ট্রনেতা করিয়া থাকেন, মিঃ মূর সে শ্রেণীর সাম্রাজ্যবাদী ন'ন, তাঁর এই প্রবন্ধের পাঠক-মাত্রকেই একথা স্বীকার করিতে হইবে।

এই জন্যই মিঃ মূর গত কয়দিন ভারতের সাম্প্রদায়িক সমস্যা সম্বন্ধে যেসব কথা বলিয়াছেন, আমরা তার দিকে ভারতের সকল সম্প্রদায়ের এবং সকল প্রতিষ্ঠানের নেতৃবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

মিঃ মূর ভারতের অচলাবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করিতে গিয়া গত কয়দিনে যেসব কথা বলিয়াছেন, তার সারমর্ম্ম এই ঃ

www.pathagar.com

(১) যুদ্ধের সময় শাসন-বিধি রচনার কথা স্থগিত রাখিয়া সম্প্রসারিত বড় লাট-পরিষদেরই পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা উচিত; উহাকেই যথাসম্ভব জাতীয় গভর্নমেন্টরূপে কাজে লাগানো উচিত;

(২) গণতন্ত্রের নামে শুদ্ধ মেজরিটি শাসনের ইচ্ছা ত্যাগ করিয়া ভারতবাসীর কোয়ালিশনে অভ্যস্ত হওয়া উচিত;

(৩) কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে আপোষ হইয়া যাওয়া উচিত।

প্রথম দফা সম্পর্কে মিঃ মূর বলিয়াছেন যে, যুদ্ধ সঙ্কটের মধ্যে শাসনবিধি রচনার মতো জটিল কাজে হাত দেওয়া উচিত নয়। যুদ্ধের পর ভাবিয়া চিন্তিয়া সে কাজ করিলেই চলিবে। তবে ইতোমধ্যে ভারতবর্ষ শাসনের কেন্দ্র লণ্ডন হইতে দিল্লীতে স্থানান্তরিত করিতে হইবে। অর্থাৎ ভারত সরকারের কার্যত ভারতীয় সরকার করিতে হইবে।

দ্বিতীয় দফা সম্পর্কে মিঃ মূর বলিয়াছেন যে, কংগ্রেস মেজরিটী শাসন প্রবর্ত্তন করিতে গিয়া মুসলমান ও অন্যান্য মাইনরিটির সন্দেহ-অবিশ্বাসের পাত্র হইয়াছে। অতএব মেজরিটি শাসনের বাতিক সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিয়া কোয়ালিশন-মন্তিসভার দ্বারা শাসন-কার্য চালাইবার নিয়ম প্রচলন করিতে হইবে।

এটা সফল করিবার জন্য যদি তৃতীয় দফা দরকার হয়, তবে তাই করিতে হইবে। অর্থাৎ কংগ্রেসকে মুসলিম লীগের 'পাকিস্তান'-স্কীমের সহিত আপোষ করিতে হইবে। অবশ্য মিঃ মূর 'পাকিস্তান' অর্থে ভারত-বিভক্তি মনে করেন নাই। তিনি এ ব্যাপারে বলিয়াছেন ঃ "যদি 'পাকিস্তান'-অর্থে প্রাদেশিক সীমা রদ-বদল বোঝানো হইয়া থাকে, এমন কি, কিছু অধিবাসী অদল-বদল বোঝানো হইয়া থাকে এবং কৃষ্টিগত মাইনরিটীর স্বার্থ সংরক্ষর্ণের দাবী হইয়া থাকে, তবে আমার মনে হয়, সে দাবী শ্রদ্ধার সঙ্গে বিবেচিত হওয়া উচিত। আর যদি 'পাকিস্তান'-অর্থে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে ভারত বাঁটোয়ারা বোঝানো হইয়া থাকে, তবে যে কোনো মূল্যে এ দাবী বাধা দেওয়া উচিত।"

সুতরাং দেখা যাইতেছে, মিঃ মূর বর্তমান যুদ্ধ সঙ্কটে, ভারতবাসীর মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য খুবই আগ্রহশীল। এই আগ্রহকে রূপদান করার জন্য তাঁর মতে যা' যা' করা দরকার তা করিতে কারো কুণ্ঠা বোধ করা উচিত নয়, একথা মিঃ মূর খুব জোরের সঙ্গেই বলিয়াছেন। মিঃ মুরকে ধন্যবাদ। কিন্তু মূরকে আমরা নিবেদন করিতে চাই যে, তাঁর এই শুভেচ্ছা-সূচক প্রস্তাবগুলি কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে যা' যা' করা দরকার, সে-সব কার্য্যে ইংরাজ শাসকদের অন্ততঃপক্ষে বে-সরকারী ইংরাজ ভদ্রলোকদের সহযোগিতা সৃষ্টি করার চেষ্টা তিনি আগে করুন। মিঃ মূরের ন্যায় আন্তরিক সদিচ্ছা লইয়া যদি এদেশী সরকারী ও বে-সরকারী সকল ইংরাজই কাজ করিতেন তবে বোধ হয় ভারতের অচল অবস্থা ইতিমধ্যেই সমাধানের পথে অনেকদূর আগাইয়া যাইত। কেন একথা বলিতেছি, তাই নিয়ে নিবেদন করিলাম।

মিঃ মূরের কল্পিত অবস্থার পরিবর্তন করিতে হইলে ঃ

(ক) ভারত-সরকারে ভারতবাসীর প্রকৃত ক্ষমতা থাকা দরকার। অর্থ, স্বরাষ্ট্র, দেশরক্ষা প্রভৃতি দফতরগুলি ভারতীয় নেতাদের হাতে আসা দরকার। ঐ সঙ্গে হিন্দু-মুসলিম প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়েরই পূর্ণ আস্থা ঐ ভারত সরকারের উপর থাকা আবশ্যক;

(খ) প্রাদেশিক গভর্নমেন্টসমূহ জনপ্রিয় গভর্নমেন্ট হওয়া দরকার; এবং তাঁদেরও সকল সম্প্রদায়ের আস্থাভাজন হওয়া আবশ্যক;

(গ) মিঃ মূরের মতেই সকল সম্প্রদায়ের আস্থাভাজন জনপ্রিয় সরকার হইতে গেলে কেন্দ্র ও

www.pathagar.com

প্রদেশে সর্ব্বত্রই সর্ব্বদলীয় কোয়ালিশন-গভর্নমেন্ট হওয়া দরকার। কোথাও কোনো পার্টি গভর্নমেন্ট বা মেজরিটী শাসন থাকা উচিত নয়।

ইহা করিতে গেলে ---

(১) রাজনৈতিক বন্দীদিগকে মুক্তি দিতে হইবে;

(২) যেসব প্রদেশে শাসন-সংস্কার প্রত্যাহৃত হইয়াছে, সেসব প্রদেশে উহার পুনঃপ্রবর্ত্তন করিতে হইবে।

যতদূর জানা গিয়াছে, তাতে রাজনৈতিক বন্দী-মুক্তির প্রশ্নে ভারত-সরকার ও বৃটিশ-সরকার একমত হইয়াছেন। মওলানা আবুল কালাম আজাদ ও পণ্ডিত জওয়াহের লাল নেহেরুসহ সমস্ত কংগ্রেস নেতা ও সত্যাগ্রাহী বন্দীকে মুক্তি দেওয়া সাব্যস্ত হইয়াছে বলিয়া শোনা যাইতেছে।

খুব ভাল কথা। যুদ্ধের বর্তমান অবস্থায় ভারতে আভ্যন্তরীণ শান্তি স্থাপিত হওয়া অত্যাবশ্যক। যুদ্ধ আজ উভয় দিক হইতেই একরূপ ভারত-সীমান্তে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। অতীতে যুদ্ধ সম্পর্কে যাঁর যে মনোভাবই থাকুক না কেন, বর্তমানে আর ভারতবাসী যুদ্ধ সম্পর্কে উদাসীন থাকিতে পারে না। এখন আর যুদ্ধে "ইংরাজকে সাহায্য করা"র প্রশ্ন নাই; এখন যুদ্ধ ভারতবাসীর পক্ষে আত্মরক্ষা ও দেশ রক্ষার প্রশ্নে দাঁড়াইয়াছে। সত্যই আজ এ যুদ্ধ আমাদের। কাজেই ইংরাজের সঙ্গে দামাদামী না করিয়াই এখন নিজের গরজে আমাদিগকে যুদ্ধে ঝাঁপাইয়া পড়িতে হইবে। বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে মাতৃভূমির সীমান্ত রক্ষার জন্য যা কিছু ঝুটা-ফাটা অস্ত্র লইয়াই আমাদিগকে এবার যুদ্ধে নামিতে হইবে। শুধু এই কারণেই দূরদর্শী রাষ্ট্রনায়ক হক সাহেব জাতীয় দেশরক্ষা পরিষদে থাকিবার পক্ষপাতী ছিলেন। কারণ এটা আর কাউকে সাহায্যের প্রশ্ন নয়, এটা এখন সত্য-সত্যই আত্মরক্ষার প্রশ্ন।

এটা হইতে পারে না–আমরা হিন্দু-মুসলমানেরা নিজেরাই যদি পরস্পরের গলা কাটাকাটি করি। এ গলা কাটাকাটি দূর হইবে না–যতদিন আমরা কেন্দ্রে ও প্রদেশে সকল সম্প্রদায়ের ও সকল দলের আস্থাভাজন কোয়ালিশন্ মন্ত্রিসভা গঠন না করি।

বাঙলার হক সাহেব ঠিক তা-ই করিতে চাহিতেছেন। দেশের আভ্যন্তরীণ শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা নিবারণের উদ্দেশ্যে এবং সর্বোপরি বাঙলার যুদ্ধ-প্রচেষ্টাকে জাতীয় ভিত্তিতে জোরালো ও সক্রিয় করিবার জন্যই তিনি আইন-পরিষদের সকল দলের আস্থাভাজন এক কোয়ালিশন –মন্ত্রিসভা গঠন করিতে চাইতেছেন। হক সাহেবের এই মহান উদ্দেশ্যে মিঃ মূরের সরকারী ও বেসরকারী জাত-ভাইরা হক সাহেবকে পূর্ণ সমর্থন ও সহযোগিতা করিতেছেন কিনা, সে-খবর কি মিঃ মূর লইয়াছেন? যদি আজো লইয়া না থাকেন, তবে তিনি কি এখন হইতে সে চেষ্টা করিবেন?

আমরা মিঃ মূরের উত্তরের প্রতীক্ষায় রহিলাম।"

উল্লেখ থাকে যে, সম্পাদকীয় নিবন্ধ লেখকের নাম ছাড়াই প্রকাশিত হয়। তাই কোনো কোনো সম্পাদকীয় ঠিক কবির কিনা তা হয়তো পৃথক গবেষণার বিষয়। তবে এটাও স্মর্তব্য যে, এই কাগজের প্রধান সম্পাদক ছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম। তদুপরি কবি এ সবের বছর খানেকের মধ্যে যে পরিস্থিতির শিকার হ'য়েছিলেন সেটি উপলব্ধি ক'রতে হ'লেও তাঁর সম্পাদিত দৈনিকের এই সম্পাদকীয়গুলোর বক্তব্য জানা দরকার।

www.pathagar.com

হরেক রকম

উপরোক্ত ৩২শ সংখ্যায় চতুর্থ পৃষ্ঠায় "হরেক রকম" কলমে বিভিন্ন খবরের ওপর মন্তব্য থাকতো এ রকম ঃ

"মুখ বিশেষে ভাল কথা –

অল্-ইন্ডিয়া থিওসফিক্যাল সোসাইটির সভাপতি ডাঃ এরান্ডেল গত পরশু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ হলে শিক্ষা সম্পর্কে বক্তৃতা করিতে গিয়া বলিয়াছেন ঃ "আমরা শুধু কতকগুলি এম-এ, বি-এ, চাই না। আমরা ভাল, ত্যাগী ও বাস্তবাদী নাগরিক চাই। বিদেশী শিক্ষা প্রণালীই আমাদের সমস্ত জীবন-সমস্যা সৃষ্টি করিয়াছে।" যোগ্য নাগরিক তৈরী করিতে হইলে মাধ্যমিক শিক্ষাকে স্বাধীন, স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বল্পব্যয়সাধ্য করিতে হইবে। মাধ্যমিক শিক্ষাকে এম-এ, বি-এ, ডিগ্রীর সোপান করিয়া বসিলে চলিবে না। বাঙ্‌লা সরকারের শিক্ষা বিভাগ এই কথাটাই বলিয়াছেন। এই কথার জন্যই বাঙ্‌লার শিক্ষাবিশেষজ্ঞদের নিকট তাঁরা গাল খাইয়াছেন।"

এ মন্তব্য অত্যন্ত মূলবান এবং আজকের প্রসঙ্গেও স্মরণীয়। এই ৩২শ সংখ্যায় চতুর্থ পৃষ্ঠায় অন্যতম সম্পাদকীয় নিবন্ধের শিরোনাম "ককেশাসের দ্বারদেশে"। এতে লিপিবদ্ধ হ'য়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরিস্থিতি সম্পর্কে উদ্বেগজনক ঘটনাবলীর বিবরণ ও মন্তব্য।

স্যার সেকান্দর হায়াৎ খাঁ

পাঞ্জাবের প্রধানমন্ত্রী স্যার সেকান্দর হায়াৎ খাঁর এক গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক মন্তব্যের ওপর দৈনিক "নবযুগ"-এর ১ম বর্ষ, ৩৩শ সংখ্যা ঃ ৯ অগ্রহায়ণ, মঙ্গলবার ১৩৪৮ ঃ ৬ জেলকদ ১৩৬০ হিজরী ঃ ২৫ নভেম্বর ১৯৪১-এ চতুর্থ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত সম্পাদকীয় নিবন্ধ সম্ভবত কাজী নজরুল ইসলামেরই লেখা। ফাইলটায় দেখছি ঃ প্রথমাংশের শিরোনামসহ অনেকখানি কেউ হয়তো ইচ্ছাকৃতভাবে ছিড়ে ফেলে দিয়েছেন। এই কান্ডটা বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত কবির বেশ কয়েকটি মহার্ঘ্য লেখার ক্ষেত্রেই করা হ'য়েছে। যেটুকু পাওয়া গেছে তা হুবহু উদ্ধৃত ক'রছি ঃ

" ..... ভিত্তি" কথাতে স্যার সেকান্দর হায়াৎ খাঁ কী বুঝাইতে চাহিয়াছেন, সে-কথাও এই বক্তৃতায় তিনি স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন। স্যার সেকান্দর বলিয়াছেন, "যদি প্রত্যেক ইউনিটের আত্ম-শাসনাধিকার মানিয়া লওয়া হয়, তবে গোটা দেশের শাসন সৌকর্য্যের জন্য অত্যাবশ্যক সুনির্দ্দিষ্ট কতকগুলি বিষয় পরিচালন-উদ্দেশ্যে একটি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান গঠন করায় সকলের সম্মতি পাওয়া মোটেই কঠিন হইবে না।"

কথাটা স্যার সেকান্দর এই নূতন বলেন নাই। মুসলিম লীগের পাকিস্তান দাবীর অনেক অর্থ-ই হইয়াছে। কেহ বলিয়াছেন, ইহা ভারতবর্ষকে পূরাপূরি দুই দেশে বিভক্ত করার দাবী; কেহ বলিয়াছেন, না তেমন কিছু নয়। স্বয়ং মুসলিম লীগ ইহার কোনো সরকারী ব্যাখ্যা দেন নাই। এই সরকারী ব্যাখ্যার অনুপস্থিতিতে খুঁটি-নাটি স্কীম সম্পর্কে স্বভাবতঃই প্রবল মতভেদ হইয়াছে। তবে এই সকল মতভেদের মধ্যেও অধিকাংশের মত এই বলিয়াই বোধ হয় যে, মুসলিম লীগ ভারত বিভক্তিই দাবী করিয়াছেন। এই ধারণা হইতেই অনেকে পাকিস্তান দাবীর তীব্র বিরোধিতা করিতেছেন।

www.pathagar.com

স্যার সেকান্দর হায়াৎ খাঁ-ই এই, 'পাকিস্তান'-দাবীর একটা মধ্যপন্থিয় ব্যাখ্যা দিয়াছেন। তাতে তিনি মুসলিম লীগের "দুই জাতি"-থিওরী ও কেন্দ্রীয় এক সরকারের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করিয়াছেন। হায়দারাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ আবদুল লতিফ পাকিস্তান দাবীর অন্যতম স্রষ্টা। তিনিও স্যার সেকান্দর হায়াৎ খাঁর মতের অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়া কেন্দ্রীয় সরকারের অস্তিত্ব মানিয়া লইয়াছেন। 'স্টেটস্‌ম্যান'- সম্পাদক মিঃ আর্থার মূর তাঁর ক্রম প্রকাশ্য "এ আমাদের যুদ্ধ" নামক প্রবন্ধেও প্রায় এইরূপ অভিমতই ব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁর অভিমত আমরা গতকালই উল্লেখ করিয়াছি। ইহাদের তিনজনই এ বিষয়ে একমত যে, কেন্দ্রীয় সরকার একটা থাকা যেমন দরকার, এই বিরাট ভূখন্ডে বিভিন্ন ভাষাভাষী ও বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর পূর্ণ স্বাধীনতা থাকাও ঠিক তেমনি দরকার। তাঁদের কথা এই যে, ভারতবর্ষকে দুইটী বিবদমান, শত্রুভাবাপন্ন হিন্দু ও মুসলিম দেশে বিভক্ত করিতে চাওয়াও যেমন ঠিক নয়, একই কেন্দ্রীয় সরকারের প্রভূত্বের জোঁয়ালে সকলকে বাঁধিয়া রাখার চেষ্টাও তেমনি অন্যায়। এ সমস্যায় সমাধান কি? প্রদেশগুলিকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়া দাও, সেচ্ছামূলক ভিত্তিতে কতিপয় সুনির্দ্দিষ্ট নিখিল ভারতীয় বিষয় পরিচালনার জন্য কেন্দ্রীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠন কর। স্যার সেকান্দর, ডাঃ আবদুল লতীফ ও মিঃ মূর, তিন জনেরই কথার সারমর্ম এই।

অথচ কথাটা মুসলিম লীগের পাকিস্তান-প্রস্তাবের বিরোধী নয়; কংগ্রেসী কেন্দ্রীয় সরকারের দাবীর বিরোধী নয়; হিন্দু সভার অখন্ড ভারতের দাবীরও বিরোধী নয়।

প্রথমত মুসলিম লীগ গোটা ভারতের জন্য একটা যুক্তরাষ্ট্র, ফেডারেশন বা কনফেডারেশন মানিবেন না, এ কথা কখনো বলা হয় নাই, তাঁদের মূল বক্তব্য এই যে, যেখানে হিন্দুরা মেজরিটী, সেখানে হিন্দুদের ইচ্ছামত শাসন-কার্য্য চলিবে, আর যেখানে মুসলমানরা মেজরিটী, সেখানে মুসলমানদের ইচ্ছামত শাসন-কার্য্য চলিবে। মুসলিম লীগের এই দাবীর মূলগত কথাটা বর্তমানের প্রাদেশিক স্বায়ওশাসনেই মানিয়া লওয়া হইয়াছে।

..... সরকার গঠিত হইতে পারে, তবে সেটা মুসলিম লীগের দাবীর বিরোধী হইবে না। স্যার সেকান্দরের স্কীম, সেইরূপ একটি স্কীম।

ইহা কংগ্রেসের আদর্শেরও বিরোধী নয়। কারণ প্রথমত কংগ্রেস প্রাদেশিক অটনমীর নীতি মানিয়া লইয়াছেন। দ্বিতীয়ত ভাষা ও কৃষ্টির ভিত্তিতে প্রাদেশিক সীমা-রদবদলের স্কীম কংগ্রেসের নিজস্ব স্কীম।

ইহা হিন্দু সভার অখন্ড-ভারতের দাবীরও বিরোধী নয়; কারণ স্যার সেকান্দর হায়াতের স্কীম ভারতের অখন্ডতা ক্ষুণ্ন করিবে না। ছয়টী স্বাধীন রিপাব্লিকে বিভক্ত হওয়া সত্ত্বেও যদি রাশিয়ার অখন্ডতা থাকিতে পারে; চৌদ্দটি রিপাব্লিকে খন্ডিত হইয়াও যদি যুক্তরাষ্ট্রীয় আমেরিকা তার অখন্ডতা রক্ষা করিতে পারে, কতিপয় রিপাব্লিকান প্রদেশে বিভক্ত হইয়াই ভারতবর্ষ তার অখন্ডতা হারাইবে কেন?

অথচ এই ব্যবস্থায় ভারতের দুঃসাধ্য সাম্প্রদায়িক সমস্যার চিরস্থায়ী সমাধান হইয়া যাইবে। হিন্দুদের মনে রাখা দরকার, হিন্দু-মুসলমানে মারামারি করিয়া ভারতের অখন্ডতা রক্ষা করা যাইবে না। মুসলমানদের স্মরণ রাখা দরকার, হিন্দু-মুসলিম মারামারি করিয়া ভারতবর্ষকে "হিন্দু-ভারত" ও মুসলিম ভারতে দ্বিখন্ডিত করা সম্ভব হইতে পারে; কিন্তু তাতে হিন্দু-মুসলিম-বিরোধের অবসানও হইবে না; মেজরিটী-মাইনরিটী সমস্যারও সমাধান হইবে না। আমাদের বুঝিতে হইবে, যুক্তই হোক, আর-বিভক্তই হোক, পাকিস্তানই হোক আর অখন্ড ভারতই হোক,

www.pathagar.com

যা-কিছুই করিতে হইবে, হিন্দু-মুসলমানের মিলিয়া-মিশিয়া আপোষে পরামর্শ করিয়াই করিতে হইবে। অন্যভাবে যা কিছুই করা হোক না কেন, তাতে ভারতবর্ষ স্বাধীনও হইবে না; সুতরাং "স্বাধীন পাকিস্তান"ও হইবে না, "স্বাধীন হিন্দুস্থান"ও হইবে না। স্বাধীনতা তো পরের কথা, দেশে শান্তিই স্থাপিত হইবে না।

স্বাধীনতার জন্য হিন্দু-মুসলিমে ঐক্য ও প্রীতির দরকার, এ কথা দেশহিতৈষী মাত্রেই গত অর্দ্ধশতাব্দী যাবৎ বলিয়া আসিতেছেন। কিন্তু আজ শুধু স্বাধীনতার জন্য নয়, শুধু স্বরাজের জন্য নয়, শুধু পাকিস্তানের জন্যও নয়; পরন্ত আজ আসন্ন বিপদে আত্মরক্ষার জন্যই, হিন্দু-মুসলিমে মিলনের প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। আজ সাম্প্রদায়িক ঐক্যের ডবল আবশ্যকতা দেখা দিয়াছে। আজ বহিঃশত্রু ভারতের দ্বারদেশে; যে-কোন মুহূর্তে আততায়ী ভারতবর্ষের ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িতে পারে। এ সময়ে যদি আমরা হিন্দু-মুসলিমে একটা রাজনৈতিক আদর্শের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হইয়া আত্মরক্ষার জন্য দৃঢ় সঙ্কল্প হইতে পারি, তবে শুধু যে আততায়ীর হাত হইতেই আমরা দেশরক্ষা করিতে পারিব, তা নয়, সাম্রাজ্যবাদীর হাত-হইতেও আমাদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায় ও রক্ষা করিতে পারিব।"

হিন্দু-মুসলিম সমস্যার স্থায়ী সমাধান প্রসঙ্গে কবির এই সম্পাদকীয় আজ ঐতিহাসিক সত্য ব'লে প্রমাণিত হ'য়েছে। বৃটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ঔরসজাত মুসলিম বিদ্বেষী জাতীয়তাবাদ ও রাজনৈতিক সংস্কৃতি যে কোনো রকম স্থায়ী সমঝোতার বাতাবরণ সৃষ্টির অন্তরায় হ'য়েছে।

সোহরাওয়ার্দি- নাজিমুদ্দিন সমর্থকদের সভা

৯ অগ্রহায়ণ ১৩৪৮ঃ ২৫ নভেম্বর ১৯৪১ তারিখ মঙ্গলবার ঢাকার নবাব বাহাদুরের ভবনে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দি এবং স্যার খাজা নাজিমুদ্দিনের সমর্থকরা এক সভা আহ্বান করেন। সভায় বিদ্যমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা হয়।

এ বিষয়ে ১০ অগ্রহায়ণ ১৩৪৮ঃ ৭ জেলকদ ১৩৬০ঃ ২৬ নভেম্বর ১৯৪১ তারিখ বুধবার ১ম বর্ষ ঃ ৩৪শ সংখ্যা "নবযুগ"-এর ৬ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত খবর ঃ "গত ২৫ নভেম্বর মঙ্গলবার ঢাকার নবাব বাহাদুরের ভবনে সোহরাওয়ার্দি–নাজিমুদ্দিন সমর্থকগণের এক সভা হয়। সভায় বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা হয়।"

মুসলিম লীগে জিন্নাহর সঙ্গে ফজলুল হকের ব্যক্তিগত ক্ষমতার দ্বন্দ্ব বাঙলার মুসলিম নেতৃবৃন্দের একাংশকে ইতোমধ্যেই বিভ্রান্ত ক'রে যে সংকট সৃষ্টি ক'রেছিল সেটির নেতিবাচক প্রভাব তখন রাজনৈতিক সংস্কৃতির ওপর প'ড়ে রাষ্ট্রনায়কদের মতাদর্শের বিকৃতি ঘটাতে শুরু ক'রেছে।

এক-দুই-তিন

এই ২৫ নভেম্বর ১৯৪১ তারিখ মঙ্গলবার "নবযুগ"-এর পূর্বোক্ত ৩৩শ সংখ্যায় প্রকাশিত অন্যতম সম্পাদকীয় নিবন্ধ "এক-দুই-তিন"-এ বিশ্লেষণ করা হ'য়েছে তখনকার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরিস্থিতি। পরিহাস-ছলে লেখা হ'য়েছে ঃ

"এক হইল– আমেরিকার লিন্ডবার্গ। দুই হইল ----- ইংলন্ডের ইডেন ও রাশিয়ার মেইস্কি। তিন হইল --- হিটলার, মুসোলিনী ও পেঁতা। ইঁহারা তিন নৌকার খেয়ামাঝি, মনুষ্য সমাজকে তাদের সভ্যতার ভাবনা-চিন্তার গাঁটরী লইয়া নৌকায় চাপিয়া বসিতে বলিতেছেন এবং যাত্রীদের লইয়া ইঁহাদের মধ্যে টানাটানি ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হইয়াছে। বিপদসাগরের-তীরে দাঁড়াইয়া হতভম্ব

www.pathagar.com

পৃথিবী কি করিবে, ভাবিবার অবসরও পাইতেছে না। ইচ্ছা থাক বা না থাক, নৌকায় তুলিয়া অকূলে পাড়ি দিয়া কূলে পৌঁছাইয়া দিবেই। পাড়ে দাঁড়াইয়া ঢেউ গণিবে বা বোকার মতো সমুদ্রে ঝাঁপ দিবে, খেয়া-মাঝিরা বাঁচিয়া থাকিতে তা হইতে দিবেন না। তবে এত কষ্ট করিয়া নৌকা লইয়া আসিবার তো কোন অর্থই থাকে না। এক, দুই ও তিন নম্বরের তিন খেয়াতরীকে যে কোন্ ঘাটে পৌঁছাইয়া দিবে, নৌকার নিশানেই তা লেখা আছে।

এক নম্বর নৌকার মাঝি লিন্ডবার্গ বিমান-বীর, পৃথিবীর জুড়িয়া তাঁর খ্যাতি। যান্ত্রিক হৃদযন্ত্র (মেকানিকাল হার্ট) আবিষ্কর্তা বলিয়া বৈজ্ঞানিকও তিনি। সমর ও রাজনীতি বিজ্ঞানে তিনি সব্যসাচী-সদৃশ। ইদানীং সমর-বিশারদগণই রাজনীতির কর্ণধার। তুর্কীর কামাল, পোল্যান্ডের পিলুসুড্স্কি, জাপানের টোজো, আফ্রিকার স্মার্ট, চীনের চীয়াং, স্পেনের ফ্রাঙ্কো, ফ্রান্সের পেঁতা ইত্যাদি আরও অনেকের সম্বন্ধে, এমন কি হিটলার সম্বন্ধেও শোনা যায় যে, মিলিটারী হাই-কমান্ডকেও চালনা করেন। যুদ্ধ বাধিলে যুদ্ধের মাঠেই তাঁর আস্তানা হয়। চার্চিল সম্বন্ধেও জর্ম্মানরা ঠাট্টা করিয়াছিল যে, জেনারেল ষ্টাফকে নির্দ্দেশ দিতে নাকি তিনি যাইয়া থাকেন। এ-যুগের প্রতিভা মানেই যে সামরিক প্রতিভা ইহা স্বীকার করিতে হইবে, অন্তত যতদিন বোমার ভয় আছে ততদিন। লিন্ডবার্গ বলেন--জার্মান ও ইংরাজ দুই ভাইয়ের (কাজিন ব্রাদার) লড়াইতে সভ্যতা নষ্ট হইবে, এবং আরও অনেক কিছুই ক্ষয় হইবে। আর এক ভাইকে (আমেরিকাকে) দলে টানিবার জন্য দুই ভাই-ই হাত বাড়াইতেছে। একজন বলে যোগ দাও, অপরে বলে যেখানে আছ সেখানেই থাক, হাঙ্গামায় আসিও না।

লিন্ডবার্গ সমস্যা পূরণ করিয়াছেন -- ইংরাজ ও তার সাম্রাজ্য যেমন আছে তেমন থাক্, ইউরোপ হিটলারের থাক্, ভূমধ্য সাগরে একটা আপোষ হউক আর জার্ম্মানীর কলোনী সম্বন্ধে ইংরাজ সহৃদয় হউক। তারপর রাশিয়াকে এশিয়ায় নির্বাসন দিয়া শ্বেত ও কৃষ্ণ-তাম্র-পীতে গঠিত অশ্বেত জাতির বিরুদ্ধে ইংরাজ-জার্ম্মান-মার্কিন তিন ভাই একত্র হউক এবং পৃথিবীকে মালের মতো এক নম্বর নৌকায় তুলিয়া ফেলুক। এ-প্রস্তাবে হিটলার রাজী হইবেন, তিন নম্বর নৌকা ডুবাইয়া দিয়া তিনি এক নম্বরে চাপিতে পারেন। কিন্তু দুই নম্বর খেয়া নৌকার ইডেন স্বীকৃত হইবেন না। প্রথম, মেইস্কিকে কূলে ফেলিয়া যাইতে হইবে– এ বিশ্বাসঘাতকতা সম্ভব নহে। দ্বিতীয়, যে নৌকায় হিটলার আছেন, সে নৌকায় ইডেন নাই। তার চাইতে সমুদ্র সাঁতরাইয়াই পাড়ি দেওয়া অনেক ভালো। অতএব এক নম্বর খেয়া নৌকা আপতত নোঙ্গর তুলিতে পারিতেছে না।

দুই নম্বর নৌকার দুই মাঝি দুই দিকে দাঁড় টানিবেন। ইডেন যাইবেন ডেমোক্রেসি ও স্বাধীনতার স্বর্ণ বন্দরে, মেইস্কি যাইবেন শ্রেণী-বিরোধ শূণ্য শ্রমিক-কৃষকের রাজ্যে। তবু এক নৌকায় দুই জনের ঠাঁই হইয়াছে। ইউনিয়ন জ্যাক্ ও কাস্তে হাতুড়ীর লাল নিশান নৌকার গলুইতে টানিয়াছেন, তাতে বন্দরের নাম নাই, শুধু আছে ফ্যাসিস্ত ঝটিকাক্ষুব্ধ তরঙ্গসঙ্কুল সমুদ্র পাড়ি দিবার সঙ্কেত। অর্থাৎ একই বিপদের টানে বাঘে মহিষে এক ঘাটে আসিয়াছে।

সমুদ্র শান্ত হইলে ইডেনের কোমরবন্ধ ইউনিয়ন জ্যাক ও মেইস্কির কোমর হইতে লাল নিশান বাহির হইয়া পড়িবে কিনা–কিম্বা তাহা পথেই বিসর্জ্জিত হইয়া বন্দরের আগে একটা আপোষ হইবে তাহা অনিশ্চিত ব্যাপার। কিন্তু নিশ্চিত বিপদ হিটলারের বিরুদ্ধে যাঁরা, তাঁহারা দুই নম্বর নৌকায় আসিতে পারেন। কিন্তু এতে আর দুইখানা খেয়াতরীও যে, ঘাটে থাকিয়া যায়, যাত্রীবিভাগ তখন অনিবার্য্য। কাজেই এ নৌকাতেও খেয়াপাড়ি হয় না।

তিন নম্বর নৌকার মাঝি তত সাধাসাধির ধার ধারেন না। ইউরোপকে একবার জোর করিয়া নৌকায় তুলিতে পারিলেই কর্ম ফতে হইবে। সুন্দরী ইউরোপার পিছনে পিছনে বাকী পৃথিবী

www.pathagar.com

আপনা হ'তেই উঠিয়া বসিবে। কান আকর্ষণ করিলে মাথা আর কবে দূরে রহিয়াছে! তাই মুসোলিনীকে সঙ্গে লইয়া হিটলার পিতামহ পেতাঁ সকাশে চালিয়াছেন। ইউরোপকে নৌকায় উঠানো যেটুকু বাকী আছে পেঁতা হাত লাগাইলেই সেটুকু শেষ হয়। তখন নৌঙ্গর তুলিয়া খেয়া নৌকা নূতন পৃথিবীর নূতন শান্তিতে গিয়ে ভিড়িতে পারিবে। পৃথিবী তখন স্বীকার পাইবে যে, বলপ্রয়োগের ব্যথা পাইয়াছে বটে, কিন্তু পরিনামে মঙ্গলও হইয়াছে।

পূর্ব-ঘাটেও হলদেরংয়ের বেঁটে মাঝির একখানা ডিঙ্গি দেখা যায়। তাহার জন্য ভাবিবার দরকার হইবে না। তিন নম্বর নৌকার পিছনে এ-ডিঙ্গি এক সময় জালিবোটের মত আসিয়া ভিড়িবে, নিপ্পনের সঙ্গে তিন নম্বরের মাঝির এ বন্দোবস্ত হইয়া আছে।

এক-দুই-তিন–এ অঙ্কের ফল কখনও এক পাওয়া যায় না। এক আর দুই অর্থাৎ লিড্‌বার্গ ও ইডেন মেইস্কির যোগ করিলে তিন পাওয়া যায়। তখন ওদিকেও তিন থাকে, কাজেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা রহিয়াই যায়। তিনের সঙ্গে এক যদি যোগ হয়, তবে দুই কাজিন ব্রাদার মার্কিন ও জার্ম্মান মুসোলিনী-পেঁতা সংযোগে সংখ্যাগরিষ্ঠ হয় বটে, কিন্তু এ নৌকা টিকাইতে হইলে দুই নম্বর নৌকা ডুবানো দরকার। তার সম্ভাবনা নাই। মার্কিন প্রেসিডেন্ট তাঁর এক ঠ্যাং দুই নম্বরে তুলিয়া দিয়াছেন, বাকী খানা তুলিতে যা দেরী! যদি তিন আর দুই একত্র হয় তবে একটা এক পাওয়া যায়। কিন্তু এক নৌকাতে হিটলার-ইডেন-মুসালিনী-পেঁতা ও মেইস্কি, এতবড় তাজ্জব ব্যাপার পৃথিবীর অদৃষ্টে দেখার সৌভাগ্য আছে কি?'

কাজেই এক-দুই-তিন অর্থাৎ পৃথিবীর ঘড়িতে অফুরন্ত দম্ দেওয়া আছে, এক-দুই-তিন টিক্ টিক্ ঘড়ি পূর্বের মতই চলিবে। অনেক খেয়াতরী আসিয়াছে এবং গিয়াছে। এরাও আসিয়াছে এরাও যাইবে। সেই সমস্যা-সমুদ্র-পাড়ের সেই পৃথিবীই টিকিয়া থাকে। সঙ্গে শুধু তাল রাখে অন্তহীন ধ্বনি -- এক-দুই-তিন।"

শামসুদ্দীন আহ্‌মদের বাড়ীতে

৯ অগ্রহায়ণ ১৩৪৮ ঃ ৬ জেলকদ ১৩৬০ ঃ ২৫ নভেম্বর ১৯৪১ তারিখ মঙ্গলবার "নবযুগ"-এর এই ১ম বর্ষ ঃ ৩৩শ সংখ্যায় কলকাতার ৪৩ বেনিয়াপুকুর রোডস্থ শামসুদ্দীন আহ্‌মদ-এর বাড়ীতে ২৬ নভেম্বর ১৯৪১ তারিখে অনুষ্ঠিতব্য কৃষক-প্রজা-এসেম্বলী পার্টির অধিবেশনের বিজ্ঞাপন ঃ

"কৃষক-প্রজা-এসেম্বলী পার্টী

এতদ্বারা সদস্যগণকে জানান যাইতেছে যে, আগামী ২৬-শে নভেম্বর, অপরাহ্ন ৪ ঘটিকার সময় ৪৩ নং বেনিয়াপুকুর রোডে (আমার বাসভবনে) কৃষক-প্রজা-এসেম্বলী পার্টির অধিবেশন হইবে। নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ আলোচিত হইবে। সদস্যগণের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

আলোচ্য বিষয় ঃ ১। আইন-পরিষদের আলোচ্য বিষয়-সমূহ। ২। বিবিধ।

শামসুদ্দীন আহমদ,
লীডার
কৃষক প্রজা এসেম্বলী পার্টী
৪৩নং বেনিয়াপুকুর রোড, কলিকাতা

২৩/১১/'৪১

www.pathagar.com

শ্রমিক মজুর

১০ অগ্রহায়ণ ১৩৪৮ ঃ ৭ জেলকদ ১৩৬০ ঃ ২৬ নভেম্বর ১৯৪১ তারিখ বুধবার "নবযুগ"-এর ১ম বর্ষ ঃ ৩৪শ সংখ্যায় চতুর্থ পৃষ্ঠায় কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা "শ্রমিক মজুর"-এ অর্থনৈতিক শ্রেণী সচেতন সাম্যবাদী চিন্তা ঃ

"মোদের প্রাপ্য আদায় করিব, কব্জি শক্ত কর্,
গড়ার হাতুড়ি ধ'রেছি, এবার ভাঙার হাতুড়ি ধর্!"

'শ্রমিক মজুর' কবিতার শেষোক্ত দুই পঙক্তিতে বিকল্প চিন্তা হিসাবে সশস্ত্র সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা ব্যাতিল করা হয় নি। ইসলামী জীবন ব্যবস্থা মেতাবেক সাম্য ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ঈমান এবং অঙ্গীকার শিথিল হ'লে সমাজে সশস্ত্র সংগ্রাম অনিবার্য হ'তে পারে। তৌহীদবাদকে টিকিয়ে রাখতেই তো জেহাদের প্রয়োজন হয়। তাই ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় অহিংসাকে কোনো অপরিবর্তনীয় নীতি হিসাবে গ্রহণ করা হয় নি। মওলানা শওকৎ আলী, মওলানা মোহাম্মদ আলী, মহান উর্দু কবি ফজলুল হাসন্ হসরৎ মোহানী, মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ প্রমুখ নেতৃবৃন্দের মতো মহান কবি কাজী নজরুল ইসলামও কখনো মহাত্মা মোহন দাস করম চাঁদ গান্ধীর অহিংস আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানাতে পারেন নি। আদর্শ বাস্তবায়নের এই বিকল্প পদ্ধতির সঙ্গে মার্কসবাদের মিল আছে।

কার্ল মার্কস্-এর জন্মের সহস্রাধিক বছর আগেই শোষণ এবং ন্যূনতম প্রয়োজনের অতিরিক্ত সঞ্চয় ও মুনাফাখোরী যা অর্থনৈতিক ও অন্য বহুবিধ আসাম্যের জন্ম দেয়, সে সবই ইস্লামে নিষিদ্ধ ঘোষিত হ'য়েছে। ইসলাম শোষণ ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার কোনো অধিকার কোনো ব্যক্তি মুসলমানকে কেন, সমষ্টিগতভাবে মুসলিম সম্প্রদায়কেও দেয় নি। যে ধর্মের, ভাষার, বর্ণের বা গোত্রের মানুষই হোক না কেন, কারো অনাহার বা দারিদ্র্য সম্পর্কেই নির্বিকার থেকে শুধু এক দিন নয়, এক বেলার জন্যও ভোগের অধিকার ইস্লাম কোনো মুসলমানকে দেয় নি। তৌহীদবাদ মোতাবেক এক আল্লাহকে সার্বভৌম মানার পর কোনে রকম বৈষম্যের কোনো সংস্থান থাকতে পারে না। কেননা, আর সব কিছুর মতোই দৌলত বা বিষয় সম্পত্তিরও প্রকৃত মালিক কোনো বান্দা বা মানুষ নয়, সার্বভৌম আল্লাহ। ধন-সম্পত্তি যে ব্যক্তি, সম্প্রদায় বা রাষ্ট্রের হেফাজতেই থাকুক না কেন, তাতে জাতি-ধর্ম-ভাষা-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে প্রত্যেকেরই হিস্সা আছে। কিন্তু বিশ্বনবী ও তাঁর খলিফাদের আমলের পর দেখা গেল যে, ক্রমে কোথাও কোথাও মুসলিম নামধারীদের মধ্যে কেউ কেউ তাদের ব্যক্তি বা গোষ্ঠীগত অহমিকা বোধ এবং প্রভুত্ব ও আধিপত্য কামনা আল্লাহ তথা স্রষ্টার সার্বভৌমত্বের কাছে প্রকৃত ঈমানদারের মতো সমর্পণ না ক'রে বরং এ সবের চরিতার্থতার জন্য ন্যূনতম প্রয়োজনের অতিরিক্ত সঞ্চয় ও মুনাফাখোরীর বদ-প্রবৃত্তিকে প্রশ্রয় দেয়। এরা কেউ কেউ ইসলামের অপব্যাখ্যা দিয়ে তা শোষণের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করারও প্রয়াস পায়। ব্যবহারিক জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে এরা ইসলামকে একটা অনুষ্ঠান-সর্বস্ব ধর্ম হিসাবে দেখাবার চেষ্টা ক'রে আসছে। এ সবই ইসলামী জীবন-ব্যবস্থার বরখেলাপ শুধু নয়, অন্তরায়। নজরুল এই সব উদ্দেশ্য-প্রণোদিত বিচ্যুতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হ'য়ে পক্ষান্তরে জেহাদ বা ইসলামী বিপ্লবেরই আহ্বান জানিয়েছেন। আমাদের সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তাঁর এই অনন্য ও অবিস্মরণীয় অবদানের বিস্তারিত মূল্যায়ন আমাদের সমাজ-দেহের সুস্বাস্থ্যের জন্য-ই আবশ্যক। মূল্যবোধহীনতা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্যও এটা দরকার। ১০ অগ্রহায়ণ ১৩৪৮ ঃ ৭ জেলকদ ১৩৬০ ঃ ২৬ নভেম্বর ১৯৪১ তারিখ বুধবারের ১ম বর্ষ ঃ ৩৪শ সংখ্যা "নবযুগ"-এর চতুর্থ পৃষ্ঠা থেকে কবিতাটি হুবহু উদ্ধৃত ক'রছি।

www.pathagar.com

শ্রমিক মজুর

কাজী নজরুল ইসলাম

ভদ্র সমাজে শ্রমিকের কথা 'কমিক' গানের মত
ভব্যের মত মোরা নহি সু-সভ্য সংযত!
আচারে পোষাকে আমাদের নাই ভদ্রের মত চা'ল,
চা'ল চুলা নাই দারিদ্র্যের দুখে নাচার ও নাজেহাল।
আমাদের বাসা আমাদের ভাষা নিত্য নোংরা দাদা!
তবুও বলিব, বাহিরে আমরা নোংরা, ভিতরে সাদা!
ভিতরের কালি ঢাকিতে তোমরা পর হ্যাট, প্যান্ট, কোর্ট,
শ্রমিকেরে যারা গরু বলে, মোরা তাদেরে বলি, "হি-গোট্"!
মজুরের ভাষা বিঁধিবে অঙ্গে খেজুর কাঁঠার মত,
গলা কেটে রস খাও, হবেনাক অঙ্গ কাঁটায় ক্ষত?
যে বাড়ীতে থাক, তার প্রতি ইঁটে রক্ত মাখানো কার?
হৃদয় থাকিলে, দে'খে, বেদনায় কাঁপিয়া উঠিত হাড়!
মজুর তোমার মজুরী করিয়া নজরানা কত পায়?
চক্ষে তোমার লজ্জা থাকিলে ম'রে যেতে লজ্জায়!
শ্রমিকের সেবা আছে তোমাদের অনু পরমাণু ঘিরে,
ফসল না যদি ফলাতাম, খে'তে টাকা গিলে, নোট ছিঁড়ে?
'পাঁচ আইনে' প'ড়ে পুলিশের হাতে হ'তে নাকি তুমি কাবু?
তোমারে কাপড় পরায়ে হ'য়েছি মোরা ন্যাংটেশ্বর,
মোরা নিরন্ন, বিবস্ত্র, দিয়ে তোমারে ভাত কাপড়!
তোমাদের হাতে শোভা পায় ছাতা, ছড়ি আর হাত-ঘড়ি,
অভাবে ঋণের দায়ে আমাদের হাতে পড়ে হাত-কড়ি!
তোমাদের ঘরে থালা-বাটী, মোরা পাই না কলার পাতা;
নূন নাই ঘরে উনুন ধরে না, চালে ঘুণ-ধরা বাতা!
চরণ-কমল কোমল রেখেছে মোদের হাতের জুতা,
আমাদের পদ কাদা-গদগদ, খায় কাঁকরের গুঁতা।
তোমাদের খাটে মশারি, মাথায় বালিশে কাপাসে তুলো,
রাতে আমাদের সাথী ছারপোকা, মশা আর আরশুলো।
রাজ-মিস্ত্রিরা রাজ-বাড়ী গড়ে, তোমরা সেখানে রাজা,
আমাদের চালে খড় নাই, একি পারিশ্রমিক সাজা?
আমরা রাজার অস্ত্র গড়িয়া নিরস্ত্র নির্জ্জীব,
উহারা হ'য়েছে সৈনিক আর আমরা হ'য়েছি ক্লীব!
লাখ টাকায় এক পাই দান ক'রে ধনীরা হ'য়েছে দানী,
পিঁপড়েরে দেয় চিনি খেতে আর ক্ষুধিতেরে খেতে পানি!
রচিয়া ধর্ম-শালা অধর্মী ধর্ম্মেরে দেয় গালি,
রামনাম ওরা শেখায় মাখায়ে মানুষের চূণ কালি!

www.pathagar.com

আমরাই গড়ি হাতুড়ি, শাবল, বন্দুক, তলোয়ার,
আপনার পানে চেয়ে দেখি, আজ হাতে নাই হাতিয়ার!
যে-হস্ত দিয়া হাথিয়ার গড়ি সে হাত এখনো আছে,
কোথা হ'তে এই অপমান, এই ভয় এল তবে কাছে?
যাহাদের হাথিয়ার গড়ি মোরা তাহাদেরি লাথি খাই,
মোদের রক্ত, প্রাণ দান করি– আমাদেরই নাম নাই!
কেন রহি মোরা বস্তিতে অস্বস্তিতে চিরদিন?
কেন এ অভাব, রোগ, দারিদ্র্য, চিত্ত গ্লানি-মলিন?
শিক্ষা পাই না, দীক্ষা পাই না, ক্ষুদ্র কি তাই ব'লে?
মোদের মাঝেও সকলের মত আত্মার জ্যোতি জ্বলে!
নহে আল্লার বিচার এ ভাই, মানুষের অবিচারে
আমাদের এই লাঞ্ছনা, আছি বঞ্চিত অধিকারে।
আমরা মূর্খ বলিয়া বুদ্ধিমান করে প্রতারণা,
দেখেছি নিজের শক্তিকে, আর লাঞ্ছনা সহিব না!
যে হাত হাতুড়ি দিয়া গড়িয়াছি প্রাসাদ হর্ম্ম্যরাজি
সে হাত দিয়া বিলাস-কুঞ্জ ধ্বংস করিব আজি!
দেয় নাই ওরা পারিশ্রমিক মজুরের, শ্রমিকের–
যা দিয়াছে, তাহে মেটেনি মোদের ক্ষুধা তৃষ্ণা ক্ষণিকের!
মোদের প্রাপ্য আদায় করিব, কব্জি শক্ত কর্,
গড়ার হাতুড়ি ধ'রেছি, এবার ভাঙার হাতুড়ি ধর্!

স্বাধীন বঙ্গ

বাঙলার কৃষক প্রজা আন্দোলনের অন্যতম প্রবীণ নেতা, প্রগ্রেসিভ এসেম্বলী পার্টির ডেপুটী লীডার আবদুল হামিদ শাহ্‌র পুস্তিকা "স্বাধীন বঙ্গ"-র ওপর এই সংখ্যায় হুবহু উক্ত "স্বাধীন বঙ্গ" শিরোনামেই প্রকাশিত সম্পাদকীয় নিবন্ধ ঃ

"মুসলিম লীগের "পাকিস্তান" দাবী ও কংগ্রেসের নিখিল ভারতীয় জাতীয়তার দাবীর মধ্যে একটা মধ্যপন্থা আবিষ্কারের চেষ্টা যাঁরা করিতেছেন, তাঁদের মধ্যে সার সেকান্দর হায়াৎ খাঁ, ডাঃ আবদুল লতীফ ও মিঃ আর্থার মূরের উল্লেখ আমরা করিয়াছি। **আজ আমরা আমাদের মধ্যকারই এক জনের অভিমত উল্লেখ করিতেছি।**

ইনি বাঙলার কৃষক-প্রজা-আন্দোলনের অন্যতম প্রবীণ নেতা প্রগ্রেসিভ এসেম্বলী পার্টির ডেপুটী লীডার মোঃ আবদুল হামিদ শাহ্ সাহেব। ইনি সম্প্রতি "স্বাধীন বঙ্গ" নামে একটি পুস্তিকা প্রচার করিয়াছেন। এই পুস্তিকায় তিনি বলিয়াছেন যে, বৃটিশ সরকার গোটা ভারতবাসীর সর্ব্বসম্মত একটি শাসনতন্ত্র রচনার যে শর্ত উপস্থিত করিয়াছেন, উহা একটি অসম্ভব শর্ত। যে সব সর্ব্বভারতীয় নেতা নিখিল ভারতীয় ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনার চেষ্টা করিতেছেন, তাঁদের চেষ্টা অতীতে যেমন ব্যর্থ হইয়াছে, ভবিষ্যতেও তেমনি ব্যর্থ হইবে। শাহ সাহেব বলিয়াছেন ঃ "সমগ্র ভারতের ৪০ কোটী অধিবাসীর অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ধর্মনৈতিক ও সমাজতান্ত্রিক স্বার্থ-সমূহের সমন্বয় ঘটাইয়া এই বিশাল ভারতের জন্য একটা সর্ব্ববাদীসম্মত শাসনতন্ত্র রচনা করা সম্পূর্ণ অসম্ভব।"

কেন অসম্ভব, তার কারণ বর্ণনা করিতে গিয়া শাহ্ সাহেব আমাদের মামুলি সাম্প্রদায়িক সমস্যা,

www.pathagar.com

কৃষ্টি-সমস্যা ও ভাষার সমস্যা উল্লেখ ত করিয়াছেন-ই, তদুপরি তিনি বলিয়াছেন ঃ "বর্তমান ভারতের ৪০ কোটী অধিবাসীর মধ্যে বৃটিশ ভারতের ২৮ কোটী লোক ১৯৩৫ সালের ভারত-শাসন-আইনের বলে খানিকটা গণতান্ত্রিক সমানাধিকার ভোগ ক'রিতেছে। পক্ষান্তরে, দেশীয় রাজ্যসমূহের অধীনে ১১ কোটী ভারতবাসী মধ্যযুগীয় স্বৈরতান্ত্রিক শাসনাধীনে বাস করিতেছে।"

শাহ্ সাহেবের কথা এই যে, অন্য কোনো সমস্যা ভারতে যদি নাও থাকিত, তবু শুধু এই একটিমাত্র সমস্যার জন্যই গোটা ভারতে এক শাসনতন্ত্র প্রবর্তন অসম্ভব হইত।

সে-জন্য শাহ্ সাহেব প্রস্তাব করিয়াছেন যে, "অখন্ড ভারতের এককালীন স্বাধীনতা লাভের আশা ত্যাগ করিয়া যদি প্রথমত ভারতের প্রধান অংশ বঙ্গদেশের ৬ কোটী অধিবাসী তাহাদের নিজেদের জন্য সর্ব্ববাদী-সম্মত রাষ্ট্রতন্ত্র প্রণয়ন করতঃ বৃটিশ কমনওয়েল্থ্-অব-ন্যাশন্সের অন্তর্ভুক্ত থাকিয়া উপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবী করেন, তবে বাঙালীর সে দাবী সহজেই পূর্ণ হইতে পারে।"

শাহ্ সাহেবের এই প্রস্তাব যে সহজ-সাধ্য, তা প্রমাণ করিতে গিয়া তিনি দেখাইয়াছেন যে, রাজন্যবর্গের স্বৈরতান্ত্রিক শাসন ও সাম্প্রদায়িক সমস্যা প্রভৃতি যে দুইটি বড় বাধা ভারতের স্বাধীনতার পথরোধ করিয়া রহিয়াছে, বাঙলায় সে-দুইটীর একটীও নাই। প্রথমত বাঙলায় রাজন্য-শাসন নাই বলিলেই চলে। ৬ কোটী বাঙালীর মধ্যে মাত্র ১১ লক্ষ লোক স্বাধীন ত্রিপুরা ও কোচ্বিহারে বাস করে। দ্বিতীয়ত হিন্দু ও মুসলমানের সমস্যা প্রায় সমান সমান হওয়ায় এখানে মেজরিটীর দ্বারা মাইনরিটী পীড়নের কোনো আশঙ্কা নাই।

এ-ছাড়া শাহ্ সাহেব দেখাইয়াছেন যে, খাদ্য দ্রব্য, শিল্প-বাণিজ্য, পাহাড়-পর্ব্বত, নদী-নালা, সমুদ্রোপকূল, খনিজ-দ্রব্য, প্রকৃতি-রক্ষিত সীমান্ত, শহর-বন্দর, উন্নত ভাষা ও সাহিত্য এবং লোকসংখ্যা, সবদিক দিয়াই বঙ্গ-দেশ একটী স্বাধীন দেশ হইবার পূর্ণ অধিকারী। এইখানে শাহ্ সাহেব ইংলন্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মানী প্রভৃতি দেশের লোক সংখ্যার তুলনা করিয়াছেন।

শাহ্ সাহেব তাঁর এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় "স্বাধীন বঙ্গের" ভাবী রাষ্ট্রনায়কেরও আভাস দিয়াছেন। তাঁর "স্বাধীন বঙ্গের" সকল সম্প্রদায়ের জন্য আসন সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট থাকিয়া যুক্ত-নির্ব্বাচন প্রথায়, নির্ব্বাচন হইবে। সরকারী চাকুরীতে সব সম্প্রদায়ের পদ সংখ্যানুপাতে অধিকার থাকিবে, মসজিদের সামনে বাদ্য ও গো-কোরবানী সম্পর্কে সুনির্দ্দিষ্ট নিয়ম থাকিবে ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমরা শাহ্ সম্প্রদায়ের এই স্কীমটী বাংলার সকল সম্প্রদায়ের রাষ্ট্রনেতা ও চিন্তা নায়কদের বিবেচনার জন্য পেশ করিতেছি। তাঁর সব কথা সকলে মানিতে না পারেন, তাঁর সব যুক্তি সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য বিবেচিত না হইতে পারে, তাঁর প্রয়োজনও নাই। মোটামুটি শাহ্ সাহেবের প্রস্তাবের মধ্যে সারবত্তা আছে কিনা, সেটাই শুধু বিবেচ্য।

আমাদের বিবেচনায়, শাহ্ সাহেবের প্রস্তাবের মস্ত বড় গুণ এই যে, তিনি সাম্প্রদায়িক যুক্তিতে বাঙলাকে স্বতন্ত্র করিতে চাইতেছেন না। তাঁর যুক্তি ও উদ্দেশ্য উভয়টাই সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক। তিনি বাঙলাকে নিখিল ভারত হইতে পৃথক করিতে চান বাঙলা নিজেই একটা স্বতন্ত্র স্বয়ংসম্পূর্ণ দেশ বলিয়া। সুতরাং এটা মুসলিম লীগের "পূর্ব পাকিস্তানের" দাবী নয়, অথচ শাহ্ সাহেবের স্কীম গৃহীত হইলে মুসলিম লীগের "পাকিস্তান" দাবীর পক্ষীয় যুক্তির বেশী অর্দ্ধেকই নিরস্ত্র হইয়া পড়ে। মুসলিম লীগ বলেন ঃ গোটা ভারতবর্ষ একটা দেশ নয় এবং সমগ্র ভারতবাসী একটা জাতি নয়। শাহ্ সাহেবও তা-ই বলেন। তার পর লীগ বলেন, হিন্দু একটা জাত্। মুসলমান একটা জাত্। **শাহ্ সাহেব বলেন ঃ বাঙালী একটা জাত্ ঃ মারঠী আর একটা জাত্**

www.pathagar.com

ইত্যাদি। সুতরাং দেখা যাইতেছে, শাহ্ সাহেবের দৃষ্টিতে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার স্থান নাই।

কিন্তু আপত্তি হইতে পারে, শাহ্ সাহেব বাঙলাকে পৃথক দেশ বলিয়া ভারতের অখন্ডতা ক্ষুণ্ন করিতে চান। কথাটা ঠিক নয়। ইহার বেশীর ভাগ ভাবপ্রবণতা মাত্র। কারণ, **প্রথমত শাহ্ সাহেবের "স্বাধীন বঙ্গ" নিখিল ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অংশ থাকিবে না, এমন কথা তিনি বলেন নাই,** দ্বিতীয়ত বর্তমানেও ভারত "অখন্ড" নয় এবং "স্বাধীনতা"ও গোটা ভারত একত্রে পাইবে না। শাহ্ সাহেব বলিয়াছেন যে, যে-সব অভ্যন্তরীণ সমস্যা ভারতের স্বাধীনতার পথ রোধ করিয়া রহিয়াছে, সে-সব সমস্যা বাঙলায় নাই বলিলেই চলে। অতএব বাঙলা যদি আগে শুধু নিজের জন্যই স্বাধীনতার চেষ্টা করে, তবে সেটা সহজ হয় এবং স্বাধীন বঙ্গ তার অন্যান্য ভ্রাতৃগণের স্বাধীনতার সহায় হইতে পারে।

কথাটার মধ্যে যুক্তি আছে এবং যুক্তি আছে বলিয়াই **বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা হক সাহেব বলিয়াছেন ঃ "বাঙলা ও অন্যান্য প্রদেশের সমস্যা ও কর্ম-পন্থা পৃথক।" স্যার সেকান্দরও পাঞ্জাবের পক্ষ হইতে অনুরূপ কথাই বলিয়াছেন।** এটা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। কারণ, প্রথমত ব্রহ্মদেশ পৃথক হইয়া লাভবান ছাড়া ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই। স্বাধীন-ব্রহ্ম ও স্বাধীন সিংহল **যদি অতঃপর ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে স্বেচ্ছায় প্রবেশ করে, তবে তাতে তারা আরো অধিক লাভবান হইবে।** দ্বিতীয়ত সমগ্র ভারত এক সঙ্গে একই সময়ে স্বাধীনতা পাইবে না। যাঁরা গোঁড়া 'এক জাতি' ও 'এক দেশ'-বাদী, তাঁরাও নিশ্চয়ই আশা করেন না যে, বৃটিশ-ভারত ও রাজন্য-ভারত একই সঙ্গে একই রকম স্বাধীনতা পাইবে। **শাহ্ সাহেব মহাত্মা গান্ধীর নিম্নলিখিত উক্তিটী পুস্তিকার ভূমিকায় উদ্ধৃত করিয়াছেন ঃ** "স্বরাজ বলিতে আমি জনসাধারণের জন্য স্বরাজই বুঝি। ইহার অর্থ কেবল শ্বেতকায় স্বৈরাচারের স্থলে ভারতীয় স্বৈরাচার প্রতিষ্ঠা নহে। আমার মতে স্বরাজের অর্থ হইতেছে এই যে, দরিদ্রতম ব্যক্তিও পর্যাপ্ত পরিমাণে দুধ, ঘি, শাক-সব্জী ও ফলাদি খাইতে পাইবে। স্বরাজের আমলে প্রত্যেক নরনারীই সাধারণভাবে আহার্য্য ও বসবাসের জন্য সুন্দর বাসভবন পাইবে।" (মহাত্মা গান্ধী ১২/১০/৪১) সুতরাং দেখা যাইতেছে, ভারতের ইংরাজ শাসনের অবসান হইলে বৃটিশ ভারতের স্বরাজ হইতে পারে, কিন্তু দেশীয় ভারতের স্বরাজ হইবে না। কারণ, স্বরাজ অর্থই জন-সাধারণের স্বরাজ। রাজন্যবর্গের শাসনের অবসান হইয়া সেখানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত দেশীয় ভারতে স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইবে না।

অতএব দেখা গেল যে, যাঁর ইচ্ছা যা-ই থাক, যাঁর মতবাদ যা-ই থাক, ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশকে বিভিন্ন সময়ে স্বাধীনতা অর্জন করিতে হইবেই। অনথ্যা হইবার কোনো উপায় নাই। তা যদি সত্য হয়, তবে সবাইকে এক জোঁয়ালে বাঁধিয়া রাখিবার মধ্যে বুদ্ধিমত্তা কোথায়?

অতএব আশা করি, সকলেই শাহ্ সাহেবের প্রস্তাবটী ধীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিবেন।"

এই উপমহাদেশ বিভাগের বীজ বপন করা হ'য়েছিল ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসনামলে। একদিকে উচ্চাকাঙ্ক্ষায় এবং অন্যদিকে সাম্প্রদায়িকতায় উস্কানি সৃষ্টির কৌশলজাত ষড়যন্ত্রের বদৌলতে পলাশীর প্রান্তরে যুদ্ধের প্রহসন ঘটিয়ে ইংরেজ ক্রমে শাসন ক্ষমতা কব্জায় আনার পর সামরিক, প্রশাসনিক, রাজস্ব, বিচার ও শিক্ষাবিভাগসহ আর্থ-সাংস্কৃতিক সমস্ত ক্ষেত্রে প্রতিপক্ষ সম্প্রদায় মুসলমানদেরকে উৎখাত করার লক্ষ্যে সক্রিয় উদ্যোগ নেয়। এই প্রক্রিয়ায় মুসলমানরা উপমহাদেশে ক্রমে সব দিক দিয়েই এক পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়ে–পরিণত হয়। ক্ষমতাচ্যুত মুসলমানদের তখ্‌তে আসীন ইংরেজ সেদিনের ঐশ্বর্য্যপূর্ণ বাঙলায় উঁচু পদগুলো

www.pathagar.com

কব্জায় রেখে অন্যান্য পদে বর্ণ হিন্দুদেরকে সহযোগী ক'রে নেয়। নানাবিধ সুবিধাপ্রাপ্ত বর্ণ হিন্দুদেরকে দিয়ে যে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের জন্ম দেওয়া হ'লো তাতে শত্রু হিসাবে চিহ্নিত করা হ'য়েছে প্রতিবেশী মুসলমানদেরকে। পাঠ্য পুস্তক, সাহিত্য ও ইতিহাস গ্রন্থে এবং সাংবাদিক লেখায় মুসলিম ইতিহাস, সংস্কৃতি, জীবন ব্যবস্থা এবং চরিত্রসমূহকে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে বিকৃত ক'রে দেখানো শুরু হ'লো। পরিকল্পনা মাফিক মুসলমানদের ভাষা ও সাহিত্যকেও অবলুপ্ত করার প্রয়াস চালানো হ'য়েছে। ১৮৭১- এ ডক্টর উইলিয়ম হান্টার তাঁর "দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস্" গ্রন্থে এটাও দেখিয়েছেন যে, সে সময় কলকাতার দু'একটা অফিসে মাত্র চাপরাশি ছাড়া কোনো মুসলমান ছিলো না। যে সম্প্রদায় একদিক্রমে সাত শ' বছর দেশ শাসন ক'রেছে তাদেরকে এই অবস্থায় ফেলা হ'য়েছে। প্রধানমন্ত্রী শের-ই বাঙলা আবুল কাসেম ফজলুল হকের শাসনামলে ১৯৪১-৪২-এ যেখানে বাঙলাভাষীদের ষাট শতাংশ মুসলমান সেখানে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে সাধারণ চাকরী বাকরীরও পাঁচ শতাংশও তাঁদেরকে দেওয়া হ'তো না। উল্লেখ থাকে যে, উপমহাদেশে তখন বর্ণ হিন্দুরা ছিলেন বাঙলাভাষী মোট জনগণের ছয় শতাংশ মাত্র। কিন্তু শতকরা পঁচাত্তরটা চাকরী ছিলো এই ছয় শতাংশের দখলে। তাই মুসলমানদের তরফে জনসংখ্যানুপাতে চাকরী, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন সভায় আসন সংরক্ষণ এবং কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠনের যে দাবী জানানো হ'য়েছিল, সেটিকে নিছক সাম্প্রদায়িকতা ব'লে উড়িয়ে দেওয়ার পেছনে কোনো সততা কিংবা নিরপেক্ষতা নেই। মজলুম ও অবদমিত মুসলমান সম্প্রদায়ের এই দাবী, কেউ সাম্প্রদায়িক ব'ললেও এটা ছিলো একান্তই তাঁদের বাঁচার দাবী। এই দাবীসমূহের যথার্থতা উপলব্ধি ক'রেই দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস ১৯২৩-এ হিন্দু-মুসলিম প্যাক্টের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। প্যাক্টে অন্যান্য বিষয়সমূহের মধ্যে উল্লেখ করা হ'য়েছিল যে, জনসংখ্যার অনুপাত মোতাবেক শতকরা ষাটটি চাকরী বাঙলাভাষী মুসলমানরা পাবেন। কিন্তু বাঙলাভাষী বর্ণ হিন্দুরা যে সব পক্ষপাতমূলক অতিরিক্ত সুবিধাদি পেয়ে আসছিলেন তা ছাড়তে নারাজ ছিলেন। তাই দেশবন্ধুর জীবদ্দশাতেই তাঁরা পত্রপত্রিকায় ও সভাসমিতিতে আপত্তি প্রকাশ ক'রতে কসুর করেন নি। ১৯২৫-এ দেশবন্ধুর অকাল প্রয়ানের পর ১৯২৬-এ কৃষ্ণনগরে প্রাদেশিক অধিবেশনে কংগ্রেস এ প্যাক্ট চূড়ান্তভাবে নস্যাৎ করে দেয়। আর্থ-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এই শোষণ ও বঞ্চনা অব্যাহত রাখতেই কংগ্রেস কেন্দ্র ও অন্যত্র নিছক সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসনের কথা ব'লেছে সেই সব জায়গায়, যেখানে তপসিলী জাতি ও উপজাতিদেরকে তাঁরা অন্তত নির্বাচনের সময় টেনে দলভারী ক'রতে পারেন। এই সাম্প্রদায়িক সমস্যার শিকড় আর্থ-সাংস্কৃতিক কায়েমী স্বার্থের অনেক গভীরে। তাই বাঙালী জাতীয়তাবাদের আহ্বানে সামগ্রিকভাবে হিন্দু নেতৃবৃন্দ কার্যত কোনোদিন সাড়া দেন নি। কেননা, তাঁরা হুঁশিয়ার ছিলেন যে, উপমহাদেশে বাঙলাভাষীদের মধ্যে মুসলমানরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। তাই পশ্চিমা গণতন্ত্রের দোহাই দিয়ে সেখানে প্রতিষ্ঠিত স্বার্থ টিকিয়ে রাখা যাবে না। ফলে, **অখণ্ড "স্বাধীন বঙ্গ" বা "ইন্ডিপেন্ডেন্ট বেঙ্গল"-এর প্রস্তাব তাই কোনোদিন পায়ের নীচে মাটি খুঁজে পায়** নি। তাই পূর্ব পাকিস্তান তথা পূর্ব বাঙলাকেই কেবল বাঙলাদেশ বানানো গেছে। ১৯৪১-এ যে ভাষাগত সাম্প্রদায়িকতার প্রস্তাব মৌলবী আবদুল হামিদ শাহ্ পেশ ক'রেছিলেন তা ত্রিশ বছর যাবৎ মুসলমানের বিরুদ্ধে মুসলমানের হানাহানিতে সীমাবদ্ধ থেকে ১৯৭১-এ স্পষ্টতঃই খন্ডিত আকারে আংশিকভাবে বাস্তবায়িত হয়, যেখানে সব বাঙালীর কিংবা সব বাঙলাভাষী মুসলমানের বসবাসের সংস্থান নেই। বলাবাহুল্য যে, আবদুল হামিদ শাহ্র

www.pathagar.com

স্বাধীন বঙ্গের সঙ্গে এর ফারাক অনেক। খন্ডিত পাকিস্তানের মধ্য দিয়ে খন্ডিত বাঙলার রূপান্তর তিনি কল্পনাও করেন নি। এতেই বোঝা যায় যে, এই উপমহাদেশের ইতিহাস ও সংস্কৃতির ধারাপাত জানার গরজ তিনি বোধ করেন নি।

মৌলবী আবদুল হামিদ ১৯৪১-এ প্রকাশিত তাঁর "স্বাধীন বঙ্গ" পুস্তিকায় মুসলিম জাতীয়তাবাদের কাউন্টার পার্ট বা প্রতিপক্ষ হিসাবেই বাঙালী জাতীয়তাবাদের প্রস্তাব উত্থাপন ক'রেছিলেন। ১২ অক্টোবর ১৯৪১ তারিখে মহাত্মা মোহন দাস করম চাঁদ গান্ধীর যে উক্তির উদ্ধৃতি তিনি তাঁর পুস্তিকার ভূমিকায় অত্যন্ত অপ্রাসঙ্গিকভাবে অন্তর্ভুক্ত ক'রেছেন, তাতে কিন্তু বাঙালী জাতীয়তাবাদের কোনো কথা নেই। কেবল অবাঙালী হিন্দু কেন, শরৎ বসু বাদে কোনো শীর্ষস্থানীয় বাঙলাভাষী হিন্দু নেতা কখনো সর্বভারতীয় হিন্দু জাতীয়তাবাদের অন্তরায় সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কাউন্টার পার্ট হিসাবে বাঙালী জাতীয়তাবাদকে আমল দেন নি। তাই এর ত্রিশ বছর পর ১৯৭১-এ বাঙলাদেশ হাসিল হওয়ার পরেও দেখা গেল যে, পশ্চিম বঙ্গে বাঙলাভাষী জনগণের চল্লিশ শতাংশ হওয়া সত্ত্বেও মোট চাকরী বাকরীর এক শতাংশও মুসলমানরা পান নি। এটা বাঙালী জাতীয়তাবাদী তত্ত্বের মর্মান্তিক অন্তঃসারশূন্যতার পরিচয় বহন করে।

মনে পড়ে ঃ ১৯৬৭-তে পশ্চিম বঙ্গে সি.পি.এম.-এর নেতৃত্বাধীন যুক্তফ্রন্টের বিপুল নির্বাচনী সাফল্য অর্জনের বিষয়ে রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে "দেশ" পত্রিকায় রূপদর্শীর সংবাদভাষ্যে গৌর কিশোর ঘোষ ব্যালান্স ভোট হিসাবে চল্লিশ শতাংশ মুসলিম ভোটের কথা উল্লেখ ক'রেছিলেন। অবশ্য বেশীর ভাগ সময় এরা অধিকাংশই কিন্তু কংগ্রেসকেই ভোট দিয়ে থাকেন। এর অন্যতম কারণ, মজলুম মুসলমানদের সর্বভারতীয় সংহতি কামনা। দেশ বিভাগের সন ১৯৪৭ তাঁদের কাছে অভিশপ্ত বছর।

ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদ বনাম ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদের দ্বন্দ্বে বাঙলাভাষী হিন্দুরা নন, এক তরফাভাবে কেবলমাত্র বাঙলাভাষী মুসলমানরাই বিভক্ত হ'য়েছেন। বাঙলাভাষী মুসলিম নেতৃবৃন্দের এই অদূরদর্শিতাজনিত ভুলের মাশুল দিচ্ছেন মূলত পশ্চিম বঙ্গের বাঙলাভাষী মুসলমানরা। বাঙলাভাষী মুসলমানদের স্বাধীনতা সূর্য্য পূর্বে ওঠার শর্ত হিসাবে কার্যত পশ্চিমে অস্ত গেছে। তাই ১৯৪৭-এ পাক-ভারতের আজাদী যেমন তাঁদের কাছে অর্থবহ হয়ে ওঠেনি, তেমনি ১৯৭১-এ খন্ডিত বাঙলায় যে বাঙলাদেশ কায়েম হয়, সেটাও কিছুমাত্র আনন্দদায়ক হ'তে পারে নি।

পূর্ব বঙ্গকে ১৯৪৭-এ পূর্ব পাকিস্তান এবং ১৯৭১-এ বাঙলাদেশ ব'লে আখ্যায়িত ক'রে বাঙলাভাষী ভারতীয় মুসলমানদেরকে অনর্থক হিন্দুদের অযথা চাপের মুখে ফেলা হ'য়েছে। রাষ্ট্রীয় নামের সঙ্গে ১৯৪৭-এ মুসলিম জাতীয়তাবাদ এবং পরে ১৯৭১-এ বাঙালী জাতীয়তাবাদকে না জড়িয়ে তা পূর্ব বঙ্গ বা এরকম অন্য কিছু রাখলে পশ্চিম বঙ্গের এবং ভারতের অন্যান্য প্রদেশের বাঙলাভাষী মুসলমানদেরকে আর অতিরিক্ত হয়রানি, জুলুম ও বঞ্চনার শিকার হ'তে হ'তো না। বাঙলাভাষী মুসলিম নেতৃবৃন্দের কারো কারো অপরিনামদর্শিতাজনিত আত্মকেন্দ্রিক কোলাহল, কোন্দল ও দলাদলির ফলে উপমহাদেশের অখন্ডতা যেমন বজায় থাকে নি, তেমনি ইসলামী জীবন ব্যবস্থাভিত্তিক মুসলিম জাতীয়তাবাদী কিংবা বাঙলাভাষাভিত্তিক বাঙালী জাতীয়তাবাদী কোনো সাম্প্রদায়িক স্কীমও কার্যকর হ'তে

www.pathagar.com

পারে নি। উপমহাদেশের মূল সমস্যা অর্থাৎ ধর্মভিত্তিক যে শোষণও বঞ্চনার সমস্যা, সেটিরও কোনো কার্যকর মীমাংসা হয় নি। শাসক সম্প্রদায়ের তরফ থেকে সাতচল্লিশের পরবর্তী সময়ে ভারতের মজলুম মুসলমানদেরকে যে অতিরিক্ত সাংস্কৃতিক আনুগত্য দেখানোর জন্য চাপ দেওয়া হয়, শুধু তা-ই নয়, তাদেরকে বাড়তি আরো একটা কথা শুনানো হয় এবং সেটা এই যে, পাকিস্তান এবং বাঙলাদেশের হিন্দুদের ওপর অত্যাচার হ'য়েছে। যে রাষ্ট্রে ভারতীয় মুসলমানরা বাসিন্দা নন, সে রাষ্ট্রে কিছু হোক বা না হোক, সে-সবের জন্যও দায়ী থাকতে হয় কেবল তাদেরকেই। উপমহাদেশে দুই পৃথকধর্মীয় সম্প্রদায়ের শাসনাধীনে বিবদমান রাষ্ট্র কায়েম হওয়ায় ভারতীয় মুসলমানরা এভাবেই আরো অতিরিক্ত অসহযোগ আন্দোলনের সময়কার নির্মীয়মান সুস্থ রাজনৈতিক সংস্কৃতির যে বিস্মৃতি ১৯৪৭-এ পরিণতি পেল, সেটির জন্য বর্ণ-হিন্দু সম্প্রদায়ের কায়েমী স্বার্থ সংরক্ষণের আপোষহীন তাগিদ কম দায়ী নয়। কিন্তু এর পাশে বাঙলাভাষী মুসলিম নেতৃবৃন্দের অবিমৃশ্যকারিতার কোনো সদর্থক ব্যাখ্যা মেলে না। গণতান্ত্রিক প্রসারতার অভাবে মুসলিম লীগের সাংগঠনিক দুর্বলতাও এর অন্যতম কারণ। উপমহাদেশের মুসলমানদের দুঃখ কষ্টের যে সমস্ত স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে রাজনীতি করার যে দায়িত্ব তাঁরা নিয়েছিলেন, নেতৃবৃন্দের কারো কারোর অযথা অহমিকা ও ক্ষমতা-লিপ্সার দ্বন্দ্বজনিত কারণে সাংগঠনিক দুর্বলতায় তা কিছুমাত্র সুষ্ঠুভাবে পালন করা সম্ভব হয় নি।

শ্রম সুন্দর

১০ অগ্রহায়ণ ১৩৪৮ ঃ ২৬ নভেম্বর ১৯৪১ তারিখ বুধবার "নবযুগ"-এর উক্ত ১ম বর্ষ ঃ ৩৪শ সংখ্যায় অষ্টম পৃষ্ঠায় "লাঙ্গল ও হাতুড়ী" শিরোনামে যে নিয়মিত কলম চালু হ'তে দেখা যায়, সেটির পরিচালক "শ্রম সুন্দর" সম্ভবত কবি নিজে।

ফজলুল হক মুসলিম হল

এই ১ম বর্ষ: ৩৪শ সংখ্যায় প্রকাশিত খবরের অবশিষ্ট অংশ বিশেষ দেখছি ঃ "মাননীয় গভর্নর বাহাদুর বৃহস্পতিবার ফজলুল হক মুসলিম হলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।"

স্বাধীন লেবানন

২৬ নভেম্বর ১৯৪১-এ বৈরুতের প্রাসাদে অনুষ্ঠিত এক পবিত্র উৎসবে স্বাধীন ফরাসী প্রতিনিধি জেনারেল কাত্রো লেবাননকে স্বাধীন ব'লে ঘোষণা ক'রলেন। এলফ্রেড ম্যাকাচী নূতন গণতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হ'লেন।

জলস্তম্ভ

বিশ্বযুদ্ধ পরিস্থিতি সম্পর্কে এই ১ম বর্ষ ঃ ৩৪শ সংখ্যায় "জল-স্তম্ভ" শিরোনামে অন্যতম সম্পাদকীয় নিবন্ধ ঃ

"মিঃ হ্যারিম্যান গত রবিবার লন্ডন হইতে এক দীর্ঘ বেতার বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি অনেক কথা বলিয়াছেন। কথাগুলি যুদ্ধের ভবিষ্যৎ-সম্বন্ধে, ব্রিটেন ও রুশিয়া সম্বন্ধে এবং তাঁর স্বদেশ আমেরিকা সম্বন্ধে। আমেরিকা সরাসরি যুদ্ধ ঘোষণা এখনও করে নাই, তাহা হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে সে যুদ্ধ-লিপ্ত হইয়াই পড়িয়াছে। আমেরিকার ট্যাঙ্ক ও অস্ত্র আজ লিবিয়ার যুদ্ধ ক্ষেত্রে জার্ম্মানী ও ইতালীর বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হইতেছে। রুশিয়ার রণক্ষেত্রেও

www.pathagar.com

আমেরিকার সাহায্য পৌঁছিয়াছে। সুদূর প্রাচ্যে চীনও আমেরিকার সাহায্য পাইতেছে। ভবিষ্যতে আমেরিকার অস্ত্র সম্ভার বহু পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে এবং সুসজ্জিত, অস্ত্র সমৃদ্ধ ও সঙ্ঘবদ্ধ মিত্র-শক্তির সেদিন সুযোগ আসিবে হিট্‌লারের সঙ্গে চরম শক্তি পরীক্ষার। ফ্রান্সের রেনা আতলান্তিকের পাড়ে দাঁড়াইয়া আমেরিকার দিকে সতৃষ্ণ নয়নে তাকাইয়াছিলেন–কখন আকাশ ছাইয়া আমেরিকার বিমান-বাহিনী ফ্রান্সের সাহায্যের জন্য আসিয়া পৌঁছিবে। সে-সাহায্য আসে নাই, কারণ সাহায্য করিবার মত শক্তি ও অবস্থা আমেরিকার তখন একেবারেই ছিল না। আজ আমেরিকা পৃথিবীর অস্ত্রাগার হইতে চলিয়াছে। যে জাতি ও দেশ হিটলারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবে, সে-ই এই অস্ত্রাগার হইতে প্রয়োজনমত সাহায্য লইতে পারিবে। ডেমোক্রেসী ও স্বাধীনতাকে অস্ত্র-শস্ত্রে শক্তিমান করিবার ভার আমেরিকা লইয়াছে। হিট্‌লার ও হিট্‌লারীজম্‌কে ধ্বংস করিবার দায়িত্ব এখন মিত্রশক্তির।

মিঃ হ্যারিম্যান মস্কোয় মিত্রশক্তির বৈঠকে আমেরিকার প্রতিনিধি ছিলেন। ঋণ ও ইজারা সম্পর্কীয় ব্যাপারের দায়িত্ব লইয়া তিনি ব্রিটেনে আমেরিকার প্রতিনিধির কর্তব্য পালন করিতেছেন। তিনি প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের অতি বিশ্বাসী লোক। আমেরিকা, বৃটেন ও রুশিয়া সম্বন্ধে বিশেষ ও বিশ্বস্ত-খবর রাখিবার সুযোগ মিঃ হ্যারিম্যানের মত আর কোন আমেরিকান ভদ্রলোকের হয় নাই। তাঁর বেতার-বক্তৃতার বক্তব্যের যথোপযুক্ত মর্যাদা দিতে আমরা বাধ্য। আমেরিকা কেন যুদ্ধে জড়াইয়া পড়িতেছে, কি তার স্বার্থ এবং সে কতখানি অগ্রসর হইবে, এ বেতার বক্তৃতায় তার সদুত্তর পাওয়া যায় নাই। শুধু সেই এক কথাই নূতন ভাষায় তিনি পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন: "আমেরিকার ম্যাজিনো লাইন সাগরে অবস্থিত, এর আড়ালে আমেরিকা পুরাতন মহাদেশের অগ্নিকান্ডের স্পর্শ হইতে এতকাল নিশ্চিন্ত রহিয়াছে।" এর ভাষা অতি সহজ ও প্রাঞ্জল। স্থলের ম্যাজিনো লাইনের যে দুর্গতি হইয়াছে, জলের ম্যাজিনো লাইনের ভাগ্যেও সেই আশঙ্কা দেখা দিয়াছে, দিয়া না থাকিলে শীঘ্রই দিবে। আমেরিকার বৈদেশিক সম্পর্ক কমিটির চেয়ারম্যান সিনেটর কোনেলী ৩১ শে অক্টোবর সিনেটরের সভায় নিরপেক্ষতা-রদ-বিল আলোচনা প্রসঙ্গে উত্তেজিত হইয়া বলিয়াছিলেন ঃ "পৃথিবীর সাগর ও সমুদ্র হিটলারের নিজস্ব সম্পত্তি নহে– ইহা পৃথিবীর সমস্ত জাতির সাধারণ সম্পত্তি। রক্ত-লোভী পশু-শক্তির দ্বারা পৃথিবীর এ অধিকার লুণ্ঠিত হইতে দিতে আমেরিকা পারে না।"

জলের ম্যাজিনো লাইনের ব্যাখ্যা বুঝা গেল। ডাঙ্গার বাঘকে জলে নামাইয়া সলিল-সমাধি দিতে আমেরিকা চেষ্টা করিবে। আবার জলের কুমীরকে ডাঙ্গায় আনিতে পারিলে হিট্‌লারের সুবিধা হয়। ততদিন পর্যন্ত এই ভাসমান ম্যাজিনো-লাইন একস্থানে স্থির হইয়া থাকিবে না, যুদ্ধের আব্‌হাওয়ার গতি অনুসারে সম্মুখে পিছনে, ডাইনে বামে নড়া-চড়া করিবে। আমেরিকার স্বার্থ সম্বন্ধে মিঃ হ্যারিম্যান চাপিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাহা একেবারে প্রচ্ছন্ন রাখিতে পারেন নাই। বলিয়াছেন, আমেরিকা শান্তিকামী, হিট্‌লারিজম্‌ শেষ না করিলে শান্তি অসম্ভব। কম্যুনিজমের এমন ঘোরতর বিরোধী হইয়াও এই কারণেই আমেরিকা রুশিয়াকে যথাশক্তি সাহায্য করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছে। স্টালিনও শেষ বেতার বক্তৃতায় মস্কো হইতে বলিয়াছেন যে, পৃথিবীর ডেমোক্রেটিক দেশের লড়াই নাৎসীদের বিরুদ্ধে একক রুশিয়াই করিতেছে। দ্বিতীয় ফ্রন্ট খুলিয়া জার্মানীকে আঘাত করিবার অনুরোধ ডেমোক্রেটিক দেশসমূহের কাছে তিনি কাতরভাবে জানাইয়াছেন। মিঃ হ্যারিম্যান বলিয়াছেন যে, ইংরাজ ও আমেরিকা আজ একত্রিত, তাই একই সঙ্কল্প ও প্রতিজ্ঞাসাধনে মৈত্রীতে আবদ্ধ। আট-দফার

www.pathagar.com

আটলান্টিক সনদ ইংরাজ- মার্কিনের মৈত্রী-সম্ভূত মহাদান ভবিষ্যৎ পৃথিবীর কাছে। ইহার জন্যই আমেরিকা ইংরাজের পাশে দাঁড়াইয়া শেষ পর্যন্ত সংগ্রাম করিবে।

আশা করিয়াছিলাম, এই প্রসঙ্গে কিছু আশার কথা তিনি শুনাইবেন। যুদ্ধের পর ভারতবর্ষের কি অবস্থা হইবে, সম্ভবতই এ-প্রশ্ন মনে আসে। আটল্যান্টিক-সনদের অন্যতম জন্মদাতা চার্চ্চিল সাহেব পরিষ্কার বলিয়াছেন যে, এর প্রয়োগ ভারতের ক্ষেত্রে হইবে না। তবু ভালো, অন্ধকারে থাকিতে হয় নাই, আটদফা আটলান্টিক সনদ আমাদের অদৃষ্টে নাই। কিন্তু মিঃ হ্যারিম্যান মুখ খুলিলেন না কেন? রুজভেল্ট সাহেব এ বিষয়ে মৌন অবলম্বন করিয়াছেন, কথা বলিতেছেন না। তিনিও আট দফার জন্মদাতার একজন। তাঁর মৌন যদি সম্মতির লক্ষণ হয়, তবে সে সম্মতি কোন্ দিকে, তাহা অন্ততঃ মিঃ হ্যারিম্যান ধরাইয়া দিতে পারিতেন।

আটল্যান্টিকের আটদফা আমাদের অদৃষ্টে এখনও অষ্টরম্ভা হইয়াছে। কিন্তু মিঃ হ্যারিম্যানের দেশের ক্ষেত্রেও আট-দফা অন্যরূপ হইবার হেতু নাই। আট-দফা আটটি জল-স্তম্ভের উপর ভিত্তি করিয়া দাঁড় করানো, গোড়ায় গলদ আছে, জল-স্তম্ভ প্রাকৃতিক নিয়মেই জলে ভাঙ্গিয়া পড়িবে– যতই উচ্চ স্ফীত সে হউক না কেন। তখন আটল্যান্টিক সনদ যে জলে জন্মিয়াছিল, সেই সলিলেই সমাধিস্ত হইবে। এর নজির ইতিহাসে আছে। গত মহাযুদ্ধের পর মিঃ হ্যারিম্যানের দেশের প্রেসিডেন্ট উইলসন ইউরোপে শান্তিদূতরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সে-দিন যুদ্ধ-ক্লান্ত পৃথিবীর জয়ী ও পরাজিত সমস্ত জাতিই নূতন আশা ও আলোয় উইলসনকে সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিল। কিন্তু ইউরোপে নামিতে না নামিতেই তাঁর পকেটমার হয়, এত আশার চৌদ্দ দফা চুরি হইয়া যায়। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বিশ্বশান্তির জন্য যে লীগ অব্ নেশনের ভিত্তি স্থাপন করিলেন, আমেরিকাই তাহার ভিত্তিতে ভাঙ্গন ধরাইল। আমেরিকার সিনেট ও পরিষদ আমেরিকার প্রেসিডেন্ট কর্তৃক স্বাক্ষরিত সন্ধিপত্র ও লীগ-অব-নেশনের সামান্য মেম্বর পর্যন্ত হইতে স্বীকার পান নাই। নিজেদের হাতে গড়া জল-স্তম্ভের এই সনদ আমেরিকা নিজের হাতেই একদিন ভাঙ্গিয়া ফেলিবে– যদি ইতিহাসের পুনরাবৃত্তিতে কিছুমাত্র সত্যতা থাকে।"

যূথিকা রায়

নভেম্বর ১৯৪১-এ প্রকাশিত হয়েছে হিজ মাস্টার্স ভয়েসে এন ২৭২২১ সংখ্যক রেকর্ডে যূথিকা রায়ের গাওয়া নজরুল সঙ্গীত 'বল প্রিয়তম বল' (বিংহরা মিশ)

জাতীয়তা

১১ অগ্রহায়ণ ১৩৪৮ ঃ ৮ জেলকদ ১৩৬০ ঃ ২৭ নভেম্বর ১৯৪১ তারিখ বৃহস্পতিবার ১ম বর্ষ ঃ ৩৫ শ সংখ্যা "নবযুগ"-এর প্রথম সম্পাদকীয় নিবন্ধের শিরোনামসহ বিভিন্ন অংশ ছেঁড়া। যেমন পেয়েছি, এর কিয়দংশ উদ্ধৃত ক'রছি ঃ

" .... বিশ্ববিদ্যালয়ের ..... ভাষণ দিতে গিয়া সার কৃষ্ণণ বহু চিন্তাগর্ভ মূল্যবান কথা বলিয়াছেন। তার মধ্যে মাত্র একটী কথারই আলোচনা আমরা আজ করিব।

সার সর্ব্বপল্লী বলিয়াছেন ঃ "বর্তমান যুদ্ধ ক্ষিপ্ত জাতীয়তার পরিণাম। আজ জাতীয়তার আদর্শকে মানবতার আদর্শের উপর স্থান দেওয়া হইয়াছে। বিভিন্ন জাতির মধ্যে যতদিন সততা, সৌজন্য ও দুর্ব্বলরক্ষী বীরত্বের উন্মেষ না হইবে, ততদিন শান্তি স্থাপিত হইবে না।"

কথাটা যেমন গভীরতলস্পর্শী তেমনি সুদূর প্রসারী। সার সর্ব্বপল্লী এ কথা শুধু যুদ্ধমান ইউরোপকে লক্ষ্য করিয়া বলেন নাই, সমস্ত মানুষকে, এমন কি, এই নিরস্ত্র ও যুদ্ধ-না-জানা

www.pathagar.com

ভারতবাসীকেও লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন। সার সর্ব্বপল্লীর বক্তৃতার আরো একটু ভিতরে ঢুকিলেই আমরা শুনিতে পাই, তিনি বলিতেছেন ঃ "জাতীয়তা ক্ষিপ্ত হয় তখনই, যখন রাষ্ট্রকে আমরা সর্ব্বেসর্ব্বা, স্বপ্রধান ও অন্যনিরপেক্ষ করিতে চাই। অথচ তার প্রয়োজন নাই। কারণ, জাতীয়তার মধ্যে এমন কিছু নাই, যা আন্তর্জাতীয়তার বিরোধী হইতে পারে। আন্তর্জাতীয়তা একটা নীরস প্রাণহীন আনুরূপ্য নয়। জাতীয়তা আন্তর্জাতীয়তার একটা অপরিহার্য্য সোপান মাত্র।"

কথাটা নূতন নয়। আমাদের দেশেই নয়–আর শিক্ষোন্নত ইউরোপে ত নয়ই। আমাদের দেশে মহাত্মা গান্ধীই যে শুধু বারে বারে এ-কথা বলিয়াছেন, তা নয়। মহাত্মাজীর বহু পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্রও এই কথাই বলিয়া গিয়াছেন। কথাটা সোজা। আন্তর্জাতীয়ভাবে উদ্বুদ্ধ হইবার আগে মানুষকে জাতীয়ভাবে উদ্বুদ্ধ হইতে হইবে।

কথাটা আরো নীচে, আরো বাড়ীর কাছে আনা যাইতে পারে। আন্তর্জাতীয়তার সাথে যেমন জাতীয়তার বিরোধ নাই, ঠিক তেমনি জাতীয়তার সহিত সাম্প্রদায়িকতার বিরোধ নাই। আসলে সম্প্রদায় একটা গোষ্ঠী, কতিপয় মানুষের সমষ্টি। আন্তর্জাতি কতিপয় জাতির সমষ্টি।"

এই নিবন্ধে সাম্প্রদায়িকতার এবং দ্বিজাতিতত্ত্বের জনক ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রেরধর্মীয় জাতীয়তাবাদের যে অনুমোদন ঘোষিত হ'য়েছে, সে মানদন্ডেও মুসলিম লীগের এবং মুসলিম জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধাচরণ করার কোনো যুক্তি অবশিষ্ট থাকে না। তদুপরি নজরুল ইসলাম অন্যত্রও "সাম্য মৈত্রী" আনার এবং "বিশ্ব" কে "জ্ঞাতি" করার জন্য "ধর্মের পথে শহীদ যাঁহারা আমরা সেই সে জাতি", এ কথা উল্লেখ ক'রে ভাষা, বর্ণ, গোত্র, গোষ্ঠী নির্বিশেষে মুসলমানদেরকে এক "জাতি" ব'লে অভিহিত ক'রেছেন। "ওরে মুসলিম তোরা খর্জুর শীষে সাজ", এ বাণীও তিনি মুসলিম উম্মার ঐক্য ও সংহতির স্বার্থে উচ্চারণ ক'রেছেন। তবুও বঙ্কিমের হিন্দু জাতীয়তাবাদের সঙ্গে নজরুলের মুসলিম জাতীয়তাবাদের ফারাক, শুধু মৌলিক নয়, আসমান-জমিন।

স্মর্তব্য যে, জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের একটা শত্রু দরকার হয়। অর্থাৎ জাতীয়তাবাদী আন্দোলন গ'ড়ে তোলার প্রয়োজনে এর বিরুদ্ধে শত্রু কী আছে তা সনাক্ত ক'রতে হয়। কেননা, কোনো শত্রুর বিরুদ্ধেই কেবল কোনো জাতীয়তাবাদী আন্দোলন গ'ড়ে উঠতে পারে। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর পরিকল্পিত জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের তত্ত্বেও শত্রু হিসাবে সনাক্ত ক'রেছিলেন তৎকালীন বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসকবর্গকে নয়, প্রতিবেশী মুসলিম সম্প্রদায়কে। কিন্তু এর বিপরীতে নজরুল ইসলামের চিন্তাধারায় মুসলিম জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে শত্রু হিসাবে সঠিকভাবেই সনাক্ত করা হ'য়েছিল প্রতিবেশী হিন্দু বা অন্য কোনোধর্মীয় সম্প্রদায়কে নয়, বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসকবর্গকে। কোরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক ইসলামী জীবন ব্যবস্থা মোতাবেক নজরুল ইসলামের চিন্তাধারায় মুসলিম জাতীয়তাবাদের মূল শত্রু হিসাবে সনাক্ত হ'য়েছে যা কিছু সাম্য, মৈত্রী, সৌভ্রাতৃত্ব, ন্যায় ও নিরপেক্ষতার পরিপন্থি। অতএব খুঁটিয়ে না দেখে সাম্প্রদায়িকতা সম্পর্কে ঢালাও মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকাই উচিত।

নিখিল ভারত মুসলিম লীগ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, পর্বত প্রমাণ বৈষম্যের বিরুদ্ধে পিছিয়ে পড়া মুসলমান সম্প্রদায়ের তরফে সম্প্রদায়গত আর্থ-সাংস্কৃতিক দাবী-দাওয়াও এই রাজনৈতিক সংগঠনের কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিলো। কংগ্রেস কার্যত হিন্দু মহাসভার কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে যখন বর্ণ হিন্দু সম্প্রদায়ের কায়েমী স্বার্থ সংরক্ষণের ওকালতি ক'রেছে তখন মুসলিম লীগের অস্তিত্বের অপরিহার্যতা অস্বীকার করার উপায় থাকে না। মুসলিম লীগের সাংগঠনিক ও অন্যান্য

www.pathagar.com

ত্রুটি-বিচ্যুতি যা-ই থাকুক না কেন, বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলে এই রাজনৈতিক সংগঠনে ধর্মকে কখনো শোষণের হাতিয়ার বা মার্কস-কল্পিত অ্যাপারেটাস (apparatus) হিসাবে ব্যবহার করার সংস্থান ছিলো না। ধর্মকে শোষণের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করার নামই সাম্প্রদায়িকতা। বঞ্চিত ও অবদমিত সম্প্রদায়ের আর্থ-সাংস্কৃতিক অস্তিত্ব রক্ষার দাবীকে সাম্প্রদায়িকতা ব'লে ন্যস্যাৎ ক'রে দেওয়ার অপকৌশল কোনো নৈতিক মানদন্ডেই সমর্থনযোগ্য বিবেচিত হওয়ার কথা নয়। "ভারত কলঙ্ক" নিবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন ভাষায় হিন্দু জাতির মঙ্গলের জন্য পৃথিবীর অন্য যে কোনো জাতির "অমঙ্গল" সাধনের পরামর্শ দিয়েছেন। এই তত্ত্বের অনুসারীরা, শুধু আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কেন, দেশেও সমমর্যাদার ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রতিবেশীধর্মীয় সম্প্রদায়ের আর্থ-সাংস্কৃতিক সহাবস্থানের দাবী মানতে রাজী হন নি। এমনই একটা অচলাবস্থার মধ্যে মুসলিম নেতৃবৃন্দ বাধ্য হ'য়েই "পাকিস্তান" প্রস্তাব উত্থাপন ক'রেছিলেন। এবং প্রথম দিকে পাকিস্তান অর্থে উপমহাদেশের বিভক্তিকরণ বোঝানো হয় নি। কংগ্রেস এরপরও বহু বছর সময় পেয়েও মুসলমানের দাবী-দাওয়ার প্রতি সহানুভূতি দেখিয়ে মুসলিম লীগের সঙ্গে আপোষের কথা বিবেচনা করে নি। মুসলমানদেরকে বেরোজগারী বা অর্থহারা শুধু নয়, সংস্কৃতিহারা ক'রে উপমহাদেশের ছত্রিশটি উপজাতির পাশে মুসলমানদেরকে সাইত্রিশতম উপজাতিতে পরিণত করার ইরাদা পোষণ ক'রেছে। প্রতিষ্ঠিত সাম্প্রদায়িক স্বার্থ পুরোপুরি অক্ষুণ্ন রাখতে কংগ্রেস বরাবরই অনমনীয় মনোভাব বজায় রেখেছে। ফলে সাতচল্লিশের রহস্যজনক উল্টা পাল্টা ঘটনার পরেও উপমহাদেশের আর্থ-সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সঙ্কটের অবসান হয় নি। কোনো সুস্থ রাজনৈতিক সংস্কৃতিও গ'ড়ে ওঠার আবহাওয়া বা পরিবেশ পায় নি। ভাষাগত সাম্প্রদায়িক বৈষম্যের উৎখাতই উপমহাদেশের সার্বিক স্থিতিশীলতার মূল চাবিকাঠি। তবে নিয়ামক হিসাবে সব কিছুর কেন্দ্রে আছেধর্মীয় সম্প্রদায়গত শোষণ ও বৈষম্য। সাম্প্রদায়িক শোষণের তালিম মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দও তাঁদের ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় বা অন্য কোথাও পান নি। তাই ১৮৭১-এ প্রকাশিত ডক্টর উইলিয়ম হান্টারের "দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস্"-এর বাস্তবতা ভুলে গিয়ে এই ২৭ নভেম্বর ১৯৪১ তারিখ বৃহস্পতিবার শের-ই-বাঙলা আবুল কাসেম ফজলুল হক তাঁর গোষ্ঠীর রাজনৈতিক কর্মপন্থা নির্ধারণের উদ্দেশ্যে কলকাতায় জে.সি. গুপ্তের বাড়ীতে বৈঠক ক'রলেন। কিন্তু শের-ই-বাঙলার এই পদক্ষেপের অনুমোদন পরিস্থিতির বাস্তবতার মধ্যে ছিলো না। পরিণামে এটাই তাঁকে হতাশাগ্রস্ত এবং আরো অস্থির ক'রে তুলেছিল। এর জন্য মুসলিম সংস্কৃতির সহনশীলতা এবং অতিরিক্ত উদারতাও অংশত দায়ী। কেননা, ইসলামের জাতীয়তাই হ'লো একাধারে আন্তর্জাতীয়তা।

ইসলামী জীবন-ব্যবস্থায় সব কিছুই তৌহীদবাদের অর্ন্তগত। তৌহীদবাদ কেন্দ্রীক মুসলিম জাতীয়তায় ভাষাকে অন্তরায় করার কোনো সংস্থান নেই। মুসলমানরা যেখানে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত সেখানে অমুসলিমদের জন্যও সাম্য, মৈত্রী, ন্যায়-বিচার, সুপ্রতিবেশী সুলভ সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহার ও নিরপেক্ষতার সমান শরীকানা স্বীকৃত। সেখানে অমুসলিমদের জান-মাল-ইজ্জত ও অনুভূতির নিরাপত্তা বিধানের দায়িত্ব ইসলামী অনুশাসন মোতাবেক মুসলমানদের ওপরই বর্তায়। তৌহীদবাদ অমুসলিমদের জন্যও ন্যায় বিচারের কোনো আলাদা মানদন্ড অনুমোদন করে না। ইসলামী জীবন ব্যবস্থা পুরোপুরি সাম্যভিত্তিক। বঙ্কিমী তত্ত্ব কিন্তু বিভিন্নধর্মীয় সম্প্রদায়ের সমানাধিকার স্পষ্টতই স্বীকার করে না। কংগ্রেস, হিন্দু মহাসভা এবং

www.pathagar.com

জনসঙ্ঘ প্রাতিষ্ঠানিক পর্য্যায়েও কার্যত বিদ্বেষপূর্ণ এবং শোষণ, অবদমন ও বৈষম্যমূলক বঙ্কিমী জাতীয়তাবাদেরই ওকালতি ক'রে এসেছে। আর্থ-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এই মর্মান্তিক পক্ষপাতমূলক আচরণের প্রতিফলন মুসলমানদের কাছে কোনোক্রমেই কেবল আনন্দায়ক কেন, স্বস্তিদায়কও হয় নি। এই অসন্তোষই শেষ পর্য্যন্ত পৌঁছে দিয়েছে পৌত্তলিকতা বনাম তৌহীদবাদের মূল জাতীয়তাবাদী দ্বন্দ্বের উৎসমুখে। এই ভাবেই বঙ্কিমের "দ্বি-জাতি" তত্ত্বের বিপরীত মেরুতে উত্থাপিত হ'য়েছে জিন্নাহর "দ্বি-জাতি"-তত্ত্ব। সমগ্র বিষয়টি ঐতিহাসিক পটভূমিকায় দেখেই তবে জিন্নাহর ভূমিকা সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্তে আসা উচিত। জিন্নাহ উচ্চ শিক্ষিত, সংস্কৃতিবান, রুচিশীল ও ব্যক্তিত্ববান পুরুষ ছিলেন।

অজ্ঞতার কারণেই হোক, আর উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবেই হোক, নজরুল সম্পর্কেও কেউ কেউ বিভিন্ন বিষয়ে দুমদাম ক'রে অনেক আপত্তিকর কথা উচ্চারণ করেন। তথ্যাদির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়, এমন কোনো মন্তব্য করা নিশ্চয়ই অনুচিত। প্রচলিত পরস্পর বিরোধী ধারণার কথা স্মরণে রেখেই সংশ্লিষ্ট বিষয় আমি কোথাও কোথাও কিঞ্চিৎ বিশ্লেষণ ক'রে দেখার চেষ্টা ক'রেছি। কাউকে অযথা খাটো ক'রে দেখাটা ঠিক নয় ব'লেই মনে করি।

বৈদেকি ব্রাহ্মণ শাসিত মনুসংহিতার সমাজের নেতৃবৃন্দের বক্তব্য হ'লো এই যে, উপমহাদেশে বৈদিক ব্রাহ্মণ শাসিত মনুসংহিতার সমাজের লোকরা গত আড়াই-তিন হাজার বছর যাবৎ একটা জাতি। আর উপমহাদেশের মুসলমানরা এই মনুসংহিতার সমাজের লোকদের থেকে অর্থাৎ হিন্দুদের থেকে ধর্মান্তরিত এবং ধর্মান্তরিতদের বংশধর ব'লে উপমহাদেশে তারা নিজেদেরকে আলাদা জাতি ব'লে দাবি করতে পারে না এবং কোনো অধিকারও দাবি করতে পারে না। মুসলমানরা মধ্যপ্রাচ্যে আলাদা জাতি, মধ্য এশিয়ায় আলাদা জাতি। কিন্তু উপমহাদেশে নয়। ভারতবর্ষ কেবল হিন্দু জাতির। এই হ'লো তাদের এক জাতিতত্ত্ব। আসলে কেবলমাত্র উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের অধিকার সংরক্ষণের জন্য এই জাতি তত্ত্বের উদ্ভাবন ঘটানো হ'য়েছে।

নারী

কাজী নজ্‌রুল ইস্‌লাম

হায় ফির্‌দৌসের ফুল!
ফুটিতে আসিলে ধূলির ধরায় কেন?
সে কি মায়া? সে কি ভুল?
কোন আনন্দ-ধামে
জড়াইয়া ছিলে কোন্ একাকীর বামে?
তাঁহারি জ্যোতির্মনিকা কণিকা এসেছে প্রকৃতি হ'য়ে
সপ্ত আকাশ রসে ডুবাইয়া প্রেম ও মাধুরী লয়ে।
পরম জ্যোতির্দীপ্তরে নাহি ডরিলে
পরম রুদ্রে প্রেম-চন্দন মাখায়ে স্নিগ্ধ করিলে!
শুভ্র জ্যোতির্পুঞ্জ-ঘন অরূপে
গলাইলে তুমি ময়ুর-কণ্ঠী নবীন নীরদ রূপে!
নীল মেঘে হ'লে শক্তি বিজলী–লেখা
শূন্য বিহারী একাকী পুরুষে রহিতে দিলে না একা।

www.pathagar.com

স্রষ্টা হইল প্রিয়-সুন্দর সৃষ্টিরে প্রিয়া বলি'
কল্প-তরুতে ফুটিল প্রথম নারীতে আনন্দ-কলি!
নিজ ফুলশরে যেদিন পুরুষ বিধিল আপন হিয়া,
ফুটিল সেদিন শূন্য আকাশে আদিবাণী "প্রিয়া প্রিয়া"!
আকাশ ছাইল অনন্তদল শতদলে আর প্রেমে,
শান্ত মৌনী এল যৌবন-চঞ্চল হ'য়ে নেমে।
কে দেখিত সেই পরম শূন্য, অসীম পাষাণ-শিলা,
সীমায় যদি না বাঁধিতে তাহারে না দেখাতে রূপ-লীলা!
কোন্ সে গোপনে পরমাশ্রী প্রকৃতি লুকায়ে ছিলে?
ভুবনে ভুবনে ভবন রচিয়া রস-দ্বীপ জ্বালাইলে!
অনন্তশ্রী ঝ'রে পড়ে নিতি অনন্ত দিকে তব,
তুমি এলে, তাই সম্ভাবনায় আসিল অসম্ভব!
হে পবিত্রা চির-কল্যাণী, কে বলে তোমায় মায়া?
এই সুন্দর রবি শশী তারা
গিরি প্রান্তর নদী জল–ধারা
অসীম আকাশ সাগর ধরিতে পারে না তোমার কায়া,
তব রূপে দেখি না-দেখা পরম সুন্দরের যে ছায়া;–
কে বলে তোমায় মায়া?
তুমি তাঁর তেজ তব তেজে জ্বলে আমার এই জীবন,
সূর্য্যের মত চাঁদসম আকাশের কোলে অনুখণ।
মাতা হ'য়ে তুমি দিয়াছ এ মুখে প্রথম স্তন্য-রস,
স্নেহ-অঞ্চলে বাঁধিয়া এ ঘর ছাড়ারে করেছ বশ।
যখনি পলাতে চাহিয়াছি বনে, কে তুমি অশ্রুমতী,
কাঁদিয়াছ মোর হৃদয়ে বসিয়া, রোধ করিয়াছ গতি?

সুন্দর প্রকৃতিরে হেরি' মোর তৃষ্ণা জাগিল প্রাণে
এত সুন্দর সৃষ্টি করে যে, সে থাকে সে কোন্‌খানে।
আমার পূর্ণ সুন্দরের যে পথের দিশারী তুমি,
তুমি ছায়া হ'য়ে সাথে চল, যবে পার হই মরুভূমি!
যতবার নিভে যায় আশা-দীপ, ততবার তুমি জ্বালো,
শূন্য আঁধারে সম্মুখে জ্বলে তোমার আঁখির আলো!

অনন্ত-ধারা প্রেমের ঝর্ণা কোথা লুকাইয়া ছিলে?
উদাসীন গিরি-পাষাণের হিয়া রসে ভাসাইয়া দিলে!
পাথরের বিগ্রহ হ'য়েছিল নিস্তেজ আদিনর,
তেজোময়ী আদিনারী সে পাষাণে কাঁপাইলে থর থর।
নিষ্কাম ঘন অরণ্যে সেই প্রথম কামনা-যুঁই
আঁখি মেলি' যেন দেখিল সৃষ্টি, হেসে এক হ'ল দুই!

www.pathagar.com

এই দুই হ'য়ে দ্বন্দ আসিল, ছন্দ জাগিল পায়,
সোনাতে কাঁকরে দু'জনে মিলিয়া নূপুর বাজায়ে যায়!
সালাম লহ গো প্রণাম লহ গো প্রকৃতি পুণ্যবতী,
তব প্রেম দেখিয়াছে গো চির-আনন্দ-ধামের জ্যোতি!
প্রেমের প্রবাহ লইয়া যখন আস হ'য়ে উপনদী–
মরুতে মরে না নরের তৃষ্ণা নদী–
সাগরের পানে ছু'টে চলে নিরবধি!
পুরুষের জ্ঞান রসায়িত হয় প্রকৃতির প্রেম-রসে,
তরবারি ধ'রে উদাসীন নর রণ-ক্ষেত্রে পশে!
যে দেশে নারীরা বন্দিনী, আদরের নন্দিনী নয়,
সে দেশে পুরুষ ভীরু কাপুরুষ জড় অচেতন রয়!
অভিশপ্ত সে দেশ পরাধীন শৌর্য্য শক্তিহীন,
শোধ করেনি যে দেশ কল্যাণী সেবিকা নারীর ঋণ!
নারী অমৃতময়ী, নারী কৃপা – করুণাময়ের দান,
কল্যাণ কৃপা পায় না, যে করে নারীর অসম্মান!
"বেহেশত" স্বর্গ শুকাইয়া যায় 'প্রকৃতি না থাকে যদি'
জ্বলে না আগুন, আসে না ফাগুন, বহে না বায়ু ও নদী!
আজও রবি শশী ওঠে, ফুল ফোটে, নারীদের কল্যাণে,
নামে সখ্য ও সাম্য শান্তি নারীর প্রেমের টানে।
নারী আজও পথে চলে
তাই ধূলি-পথ হয় বিধৌত শুদ্ধ মেঘের জলে!
নারীর পুন্য প্রেম আনন্দ রূপ রস সৌরভ
আজও সুন্দর করিয়া রেখেছে বিধাতার গৌরব!

নজরুলের এটি দ্বিতীয় 'নারী' কবিতা। প্রথমটি "সাম্যবাদী" সিরিজের অন্যতম কবিতা হিসাবে সাপ্তাহিক 'লাঙল"-এর প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত হ'য়েছিল। এটি অনেক দিক দিয়েই আধ্যাত্মিকতা মিশ্রিত ভিন্ন স্বাদের কবিতা। নারীকে এ সময় কবি কোন দৃষ্টিতে দেখছিলেন, সে পরিচয় সুফী জুলফিকার হায়দার, শ্রী বিমলভুষণ মুখোপাধ্যায় প্রমুখের কুৎসাপূর্ণ অপপ্রচারের পরিপন্থি। আসলে, বিশেষভাবে এ সময়টায় ছিলো তাঁর পুরোপুরি সাধক জীবন। এ সময় তিনি কোরআন, হাদীস, উপনিষদ, বেদ-বেদান্ত, বাইবেল, ত্রিপিটক প্রভৃতি বিভিন্নধর্মীয় শাস্ত্র আগের তুলনায় অনেক বেশী গভীর অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন ক'রেছেন। এই "নারী" কবিতায় ইসলামী চিন্তার পাশাপাশি ঔপনিষদিক ভাবনার উপস্থিতি লক্ষ্যণীয়।

মোহসীন দিবস

১২ অগ্রহায়ণ ১৩৪৮ ঃ ৯ জেলকদ ১৩৬০ হিজরী ঃ ২৮ নভেম্বর ১৯৪১ তারিখ শুক্রবার দৈনিক "নবযুগ"-এর ১ম বর্ষ ঃ ৩৬ শ সংখ্যায় চতুর্থ পৃষ্ঠায় বিজ্ঞাপন ঃ

"মোহসীন দিবস ঃ ১২৯ তম মৃত্যু বার্ষিকী
নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্রলীগের উদ্যোগে বিরাট আয়োজন
তারিখ ঃ ২৯ শে নভেম্বর, শনিবার সন্ধ্যায় ৬॥. ঘটিকা

www.pathagar.com

স্থান ঃ "ওভারটুন হল" কলেজ স্ট্রীট, ওয়াই. এম.সি.এ, কলিকাতা

উদ্বোধন করিবেন বাংলার বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইস্‌লাম।

সভানেত্রী–মিসেস হাসিনা মোরশেদ ও.বি.ইং; এম.এল.এ। বাংলার বিশিষ্ট নেতা ও সাহিত্যিকগণ এ সভায় যোগদানের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। "মোহ্‌সীন-দিবস" উপলক্ষে কবি নজরুল ইসলাম একটি গান রচনা করিয়াছেন এবং সভায় কবির সাগরেদগণ এই গান গাহিবেন। তা ছাড়া "মর্সিয়া"ও হইবে।

জনসাধারণের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

নূরুল হুদা, কনভেনার"

এই একই সংখ্যায় একই অনুষ্ঠানের অনুরূপ আর এক বিজ্ঞাপনে অন্যতম আহ্বায়ক হিসাবে নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্র লীগের কনভেনার নূরুল হুদার সঙ্গে বঙ্গীয় প্রাদেশিক আরবী ছাত্র সমিতির প্রচার বিভাগের সেক্রেটারী এ.কে.এম. ফজলুর রহমানের নাম আছে।

২৮ নভেম্বর ১৯৪১ তারিখ শুক্রবারের এই একই সংখ্যায় লেবাননের স্বাধীনতা লাভের খবর ঃ

"লেবাননের স্বাধীনতা লাভ
জেনারেল কাত্রোর ঘোষণা
এলফ্রেড ম্যাকাচী নূতন গণতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত

বেরুত ২৬ শে নভেম্বর

অদ্য এখানকার প্রাসাদে অনুষ্ঠিত এক পবিত্র উৎসবে স্বাধীন ফরাসী প্রতিনিধি জেনারেল কাত্রো লেবাননকে স্বাধীন রাষ্ট্র বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।"

মহ্‌সিন স্মৃতি দিবস

১৩ অগ্রহায়ণ ১৩৪৮ ঃ ১০ জেলকদ ১৩৬০ হিজরী ঃ ২৯ নভেম্বর ১৯৪১ তারিখ শনিবার "নবযুগ"-এর ১ম বর্ষ ঃ ৩৭ শ সংখ্যায় ষষ্ঠ পৃষ্ঠায় "ওভারটুন হল"-এ সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায় অনুষ্ঠিতব্য মহ্‌সিন স্মৃতি দিবসের বিজ্ঞাপনের অংশ বিশেষ ঃ

সভানেত্রী ঃ মিসেস হাসিনা মোরশেদ
ও.বি.ই;এম.এল.এ.
গান রচনা করিয়াছেন ঃ কাজী নজরুল ইসলাম
গান করিবেন ঃ আব্বাস উদ্দীন আহ্‌মদ

২৯ নভেম্বর ১৯৪১ তারিখ শনিবার প্রকাশিত এই ৩৭শ সংখ্যায় কলকাতার পার্ক সার্কাস পার্ক-এর নাম 'হাজী মোহসিন পার্ক' রাখার কথা ঃ

"হাজী মোহ্‌সিন পার্ক

সংবাদপত্রের বিজ্ঞপ্তিতে দেখিয়া যারপর নাই আনন্দিত হইলাম যে, কলিকাতার পার্ক সার্কাস অঞ্চলের নওজোয়ানেরা তাঁহাদের পল্লী পার্কের নাম পুণ্যাত্মা হাজী মোহাম্মদ মোহ্‌সিনের নামানুসারে 'হাজী মোহসিন পার্ক', করিবার দৃঢ় সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছেন। ....

এম.এ. রহীম

সম্পাদক, নওজোয়ান মহফিল"

www.pathagar.com

এস. ওয়াজেদ আলীর সভাপতিত্বে

২৯ নভেম্বর শনিবার এই ৩৭শ সংখ্যায় এ দিনই বিকেল ৪টায় এস.ওয়াজেদ আলীর সভাপতিত্বে প্রস্তাবিত হাজী মোহসিন পার্কে অনুষ্ঠিতব্য স্মৃতিসভার বিজ্ঞাপন ঃ

"পার্ক সার্কাসে মোহ্সিন স্মৃতি

স্থান ঃ পার্ক সার্কাস পার্ক (প্রস্তাবিত হাজী মোহসিন পার্ক) সময় ঃ অদ্য অপরাহ্ন ৪ ঘটিকা। সভাপতি ঃ মিঃ এস ওয়াজেদ আলী, বি-এ (ক্যান্টাব), বার-এ্যাট-ল, ৩য় প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট।

উদীয়মান সুকণ্ঠ-গায়ক মিঃ মহীউদ্দিন আহমদ উদ্বোধন সঙ্গীত গাহিবেন।"

এই পার্ক সার্কাস পার্কে মোহ্সিন স্মৃতি সভার অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন উপমহাদেশের প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ ও সাংবাদিক মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ।

১৩ অগ্রহায়ণ ১৩৪৮ ঃ ১০ জেলকদ ১৩৬০ ঃ ২৯ নভেম্বর ১৯৪১ তারিখ শনিবার "নবযুগ"-এর ১ম বর্ষ ঃ ৩৭শ সংখ্যায় চতুর্থ পৃষ্ঠায় অর্থাৎ সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় তৃতীয় ও চতুর্থ কলমে মাঝখানে বক্স ক'রে ছাপা হ'য়ে "মহাত্মা মোহসিন" শিরোনামে গান ঃ

মহাত্মা মোহ্সিন

কাজী নজরুল ইসলাম

সকল জাতির সব মানুষের বন্ধু হে মোহ্সিন।
এ যুগে তুমিই শোধ করিয়াছ এক আল্লার ঋণ ॥
ভোগ করনিক বিপুল বিত্ত পেয়ে
ভিখারী হইলে শুধু আল্লারে চেয়ে,
মহাধনী হ'লে আল্লার কৃপা পেয়ে,
দুনিয়ায় তাই রহিলে কাঙাল দীন ॥
মানুষের ভালবাসায় পাইলে আল্লার ভালবাসা,
সৃষ্টির তরে কাঁদিয়া, পূ রালে তব স্রষ্টার আশা।
তব দান তাই ফুরায়ে নাহি ফুরায়,
বিত্ত হইল নিত্য এ দুনিয়ায়,
শিখাইয়া গেলে, মুসলিম তারে কয়
অর্থ যাহারে কিনিতে পারে না
যে নহে লোভ-মলিন ॥

মহামানব মোহ্সিন

২৯ নভেম্বর ১৯৪১ তারিখ শনিবার এই ৩৭শ সংখ্যায় চতুর্থ পৃষ্ঠায় প্রথম কলমে "মহামানব মোহ্সিন" শিরোনামে প্রথম সম্পাদকীয় নিবন্ধ কবির নিজেরই লেখাঃ

"মানুষের মাত্র দু'টী রূপ আছে।

www.pathagar.com

এক রূপে সে পশু,– হিংস্র, স্বার্থপর, কৃপণ;–যখন সে স্বার্থের জন্য সকল পাপে লিপ্ত হয়।

আর এক রূপে সে মহৎ–অথবা প্রকৃত মানুষ; যখন সে আল্লার সান্নিধ্য থেকে– তাঁরই সকল গুণ পেয়ে নিখিল মানব জাতিকে তাঁর দান বিলিয়ে বেড়ায়; অকৃপণ হাতে। মোহাম্মদ মোহ্সিন নিঃসন্দেহে এই দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষ।

হাজী মোহাম্মদ মোহ্সিন মানবতার তীর্থ-পথের পথিক, পরিব্রাজক;– যিনি একদা পাড়ি দিয়াছিলেন আরব-মরুর বালু-রুক্ষ কঠোর খর্জ্জুর কন্টকিত পথে–তিনি ফিরেছিলেন মরুর মধু বুকে সঞ্চয় ক'রে–হয়তো সে-মধু ছিল রসুলুল্লার বুকের মণিকোঠায় সংরক্ষিত। তাই মানুষের জন্য মোহ্সিনের যে মূর্তি আমরা দেখতে পাই, তার তুলনা পৃথিবীতে বেশী নাই।

মোহ্সিনের সেই মূর্তি সমবেদনাতুরা মাতৃ-মূর্ত্তির মত নিখিল জনের শিয়রে অশ্রু ভরাতুর,– বেদনা বিহ্বল।

মোহ্সিনের কথা মনে জাগলেই জাগে বহু শতাব্দীপীড়িত মানবতার ক্ষুধিত কংকাল-মূর্ত্তি। সে মূর্ত্তি দ্বারে দ্বারে ক্ষুধার অন্ন চেয়ে বেড়াচ্ছে। ক্ষুধায় তার আত্মার প্রদীপ নিভে গেছে। হৃদয় পাষাণের চাইতেও কঠোর হ'য়ে গেছে।

সেই ক্ষুধিত কংকালকে মোহ্সিন একদিন বুকে তুলে নিয়েছিলেন–আর তাকে বুকে ক'রে নিজের সমস্ত জীবনরস দিয়ে–তাকে পরিচর্য্যা ক'রে শুশ্রুষা ক'রে গিয়েছিলেন–যতক্ষণ-না তাঁর অন্তিম নিঃশ্বাস পৃথিবীকে কাঁদিয়ে ঊর্দ্ধে কোথাও অনির্ব্বাণ জ্যোতিতে মিশে গিয়েছিল। আজ সেই মোহ্সিনের স্মৃতি দিবস। তাঁর দানের কথা আমরা সকলেই কিছু কিছু জানি, আর জানেন তিনি–যিনি সর্ব্বলোকের পালনকর্তা, সদাজাগ্রত আল্লাহ্। তিনিই দেখেছেন মোহ্সিনের সেবারত মূর্তি তাঁর বান্দার শিয়রে দীপ শিখার মত স্নেহ-কোমল, সেবা-সুন্দর, তিনিই দেখেছেন দুর্গতজনের ভার বহনকারী মোহসিনের পৃষ্ঠে দুস্থের অপরিমাণ বোঝা, তিনিই দেখেছেন তিমিরাচ্ছন্ন মানব যাত্রীর আত্মার, সংসারের সমাজের ব্যথা- কন্টকিত পথে মোহ্সিনের অশ্রান্ত আলোক দান।

কত দুস্থ পরিবার মোহ্সিনের সাহায্যে জীবন ধারণ ক'রেছে, কত জ্ঞান-পিপাসু ছাত্র তাঁর অর্থে প্রদীপের তেল, আর পুঁথির পাতা সংগ্রহ ক'রেছে, সে হিসাব করা কোন মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়। আজ বিশ্বের এই দুর্য্যোগের দিনে আমাদের ভেবে দেখা উচিত যে, মোহ্সিন কে এবং আমরা কি?

মোহ্সিন ছিলেন আল্লার সেই মানব-দলের অর্ন্তগত, যাঁদের সৃষ্টি– 'বিশ্ব মানবের হিতকল্পে।'

যে- আল্লা জাতি-ধর্ম্ম-নির্বিশেষে সকলের মুখে আহার তুলে দেন, সকলের বুকে একই প্রেমের নির্ঝর প্রবাহিত করেন, একই আকাশের নীচে, চন্দ্র, সূর্য্যের সমান আলোকে প্রতিপালন করেন, মোহ্সিন ছিলেন সেই পরম সত্য আল্লারই পরম বিশ্বস্ত দাস। মোহ্সিনের দান থেকে কোন মানুষ-ই বঞ্চিত হয় নি কোন দিন। আজ সাম্প্রদায়িকতার ক্লিন্ন কুয়াশায় আমাদের দৃষ্টি আচ্ছন্ন, আমাদের মানবতা চরম আঘাতে আহত। আজ এই সময়ে আমরা মোহসিনকে স্মরণ ক'রব।

বিশেষ ক'রে মুসলমান-সমাজ–যাদের মধ্যে তিনি জ্ঞানের প্রদীপ জ্বেলেছেন এবং আজও সেই প্রদীপের আয়ু জোগাচ্ছেন মৃত্যু-পার থেকে, সেই মোহ্সিনকে আমরা আজ বিশেষ ক'রে স্মরণ ক'রব।

www.pathagar.com

তাঁর সম্বন্ধে অনেক কিছু বলার আছে, কিন্তু আমাদের এখানেই থামতে হবে। রাত্রির দীর্ঘ সঞ্চয়শীল সেই পথিক-তারকার উপর আল্লার চরম শান্তি বর্ষিত হোক, আজ আমাদের এই প্রার্থনা আল্লার কাছে।"

মরহুম হাজী মোহাম্মদ মোহ্সিনের রুহের মাগ্ফেরাত কামনা ক'রে নিবন্ধের পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছেন কবি। এই মহান দানবীর সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিতে যে অবিস্মরণীয় অবদান রেখে গেছেন, তা বিদ্যমান সাম্প্রদায়িক সঙ্কটের প্রেক্ষিতে স্মরণ করা হ'য়েছে। কবির এই শেষ পর্য্যায়ের আরো বহু লেখার মতো এখানেও বারংবার আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে বিভিন্ন উল্লেখ প্রসঙ্গেই স্মরণ করা হ'য়েছে।

১৩ অগ্রহায়ণ ১৩৪৮ ঃ ১০ জেলকদ ১৩৬০ ঃ ২৯ নভেম্বর ১৯৪১ তারিখ শনিবার "নবযুগ"-এর এই ১ম বর্ষ ঃ ৩৭ শ সংখ্যায় ষষ্ঠ পৃষ্ঠায় বিজ্ঞাপন ঃ

"মোহ্সিন স্মৃতি দিবস

১২৯ তম মৃত্যু- বার্ষিকী অনুষ্ঠান

নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্র লীগের উদ্যোগে

বিরাট সভার আয়োজন

তারিখ ও সময়– অদ্য ২৯ শে নভেম্বর, শনিবার, সন্ধ্যা ৬.৩০ ঘটিকায়।

স্থান- 'ওভারটুন হল', ৮৬ নং কলেজ স্ট্রীট (ওয়াই.এম.সি.এ. কলেজ স্ট্রীট)

উদ্বোধন করিবেন ঃ বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইস্লাম

সভানেত্রী ঃ মিসেস হাসিনা মোরশেদ ও.বি.ইং; এম.এল.এ.

গান রচনা করিয়াছেন ঃ কাজী নজরুল ইস্লাম

গান করিবেন ঃ আব্বাস উদ্দীন আহ্মদ

বক্তা ঃ ডাঃ কালিদাস নাগ, প্রফেসর বেগম শামসুন নাহার মাহমুদ, খান বাহাদুর আফ্জল এম.এল.এ, মিঃ সৈয়দ বদরুদ্দোজা এম.এ.বি.এল; এম.এল.এ, কবি মোজাম্মেল হক এম.এল.এ, অধ্যাপক কাজী আবদুল ওয়াদুদ এম.এ.এবং আরো অনেকে।

প্রধানমন্ত্রী মাননীয় মিঃ এ.কে. ফজলুল হক সাহেব সভায় উপস্থিত থাকিয়া বক্তৃতা করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

নূরুল হুদা

সম্পাদক

নিখিল-বঙ্গ মুসলিম ছাত্রলীগ"

মহাত্মা মোহ্সিন

মহাত্মা হাজী মোহাম্মদ মোহ্সিনের ইন্তেকালের তারিখ ২৯ নভেম্বর ১৮১২। ১৩ অগ্রহায়ণ ১৩৪৮ ঃ ২৯ নভেম্বর ১৯৪১ তারিখ শনিবার সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায় ওভারটুন হল, ৮৬ কলেজ স্ট্রীট, ওয়াই.এম.সি.এ. কলকাতায় নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্র লীগের উদ্যোগে দানবীর মহাত্মা হাজী মোহাম্মদ মোহ্সিনের ১২৯ তম মৃত্যু বার্ষিকী সভা উদ্বোধন ক'রে মহান কবি কাজী

www.pathagar.com

নজরুল ইসলাম এক নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দেন এবং "মহাত্মা মোহ্‌সিন" শিরোনামে একটি কবিতা আবৃত্তি করেন, যা পরের দিন ১৪ অগ্রহায়ণ ১৩৪৮ ঃ ১১ জেলকদ ১৩৬০ ঃ ৩০ নভেম্বর ১৯৪১ তারিখ রবিবার "নবযুগ"-এর ১ম বর্ষ ঃ ৩৮শ সংখ্যায় চতুর্থ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হ'য়েছিল। শনিবার স্মৃতি সভায় পঠিত এই কবিতার উদ্ধৃতি রবিবারের ৩৮শ সংখ্যা 'নবযুগ" থেকে ঃ

মহাত্মা মোহ্‌সিন

কাজী নজরুল ইসলাম

সালাম লহ হে মহাত্মা মোহ্‌সিন
ইতিহাসে নয়, মানব হৃদয়ে তব নাম চিরদিন
প্রেমাশ্রুজলে লেখার রবে, প্রিয় আত্মীয় স্মৃতিসম,
মানবাত্মার নিত্য বন্ধু, মহাত্মা নিরূপম।
সারা সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ ধরায় মানব জন্ম ল'য়ে
মানুষ যাহারা হ'লো না, বেড়ায় ভোগ ঐশ্বর্য্য বয়ে
যাহারা রক্ত, মাংস, মেদ ও মজ্জা বৃদ্ধি ক'রে
পেল না শান্তি, রস আনন্দ, পশুসম গেল ম'রে,
সুন্দর সেই স্রষ্টার যারা ইঙ্গিত বুঝিল না,
বণিক-বুদ্ধি আত্মার বিনিময়ে নিল রূপা সোনা,
রূপ-ভোগী নর প্রেম চাহিল না, যে প্রেম রূপের প্রাণ,
আত্মা মলিন হ'য়ে গেল শোকে, না পেয়ে আত্মদান।
মেঘবারি, নদী জল থাকিতেও, কাদা-জল যারা খায়
মদ পায়ী হয়, মৌচাকে এত মধু থাকিতেও হায়
পথ-ভ্রষ্ট সেই মানুষেরে তুমি পথ দেখাইলে,
রাজঐশ্চর্য্য বিলায়ে, ভিক্ষু, ভিক্ষা পাত্র নিলে!
ভিক্ষা-পাত্র প্রেম-অমৃতে পূর্ণ করিয়া তুমি
সিক্ত করিলে আত্মার কা'বা, দারিদ্র্য-মরুভূমি!
কোন্ আনন্দ-প্রেয়সীরে পেয়ে, হে চির ব্রহ্মচারী
মিটিল তোমার তৃষ্ণা, করিয়া পান কোন্ রস বারি?
মোহাম্মদের তত্ত্ব তুমিই, শিখালে ভারতে আসি',
ষড়ৈশ্বর্য্য পেয়ে মুসলিম বৈরাগী সন্ন্যাসী!
অর্থ তখনি বাধা হয় শুভ পরমার্থের পথে
সে অর্থ যদি বঞ্চিত হয় পরার্থে ব্যয় হ'তে!
যখনি অর্থ আনে অনর্থ সুন্দর পৃথিবীতে
তখনি অসুর দানব জন্ম লভে মানবের চিতে।
স্বর্ণ হীরা ও মানিক মুক্তা তখনি মুক্তি পায়
মানুষের লোভ বাসনা যখন তাদেরে নাহি জড়ায়।
অহঙ্কারের রূপে যবে মণিমুক্ত বন্দী হয়
অহঙ্কারীর প্রাসাদে তখনি প্রবেশ করে প্রলয়।
রৌপ্য, স্বর্ণ, কণ্ঠ বাহু ও চরণ জড়ায়ে কহে–

www.pathagar.com

"কাঁদিতে আসি গো, বাঁধিতে আসাতো মোদের ধর্ম্ম নহে,
মোরা পৃথিবীর জমাট রক্ত, মোরা বিধাতার দান,
মোদেরে গলায়ে বিলাইয়া দাও, মুমূর্ষু পাবে প্রাণ।"
হে স্রষ্টা, তুমি অচেতন জড় ঐশ্বর্য্যের বুকে
দেখেছিলে কোন্ চৈতন্যের জ্যোতি যেন মহাসুখে
লোভীর পরশে গভীর বিষাদে, পাষাণ হইয়া আছে।
মুক্তি তাদেরে দিলে দান করি' ক্ষুধিত-জনের কাছে!
দশলাখ টাকা থেকে দশটাকা দিয়ে দানী হয় যারা,
কারে বলে দান, তব দান দেখি শিখে যায় যেন তারা।
যারা দান করে আপনারে তারা নিঃশেষে দিয়ে যায়
মেঘ ঝ'রে যায়, ভাবে না তাহার বিনিময়ে সে কি পায়।
প্রদীপ নিজেরে তিলে তিলে দাহ ক'রে দেয় নিজ প্রাণ,
প্রদীপই জানে কি আনন্দ দেয় তারে এই মহাদান।
যুগে যুগে এই পৃথিবী গেয়েছে সেই মানবের জয়
বিলায়ে দিয়েছে মানুষেরে যারা স্বীয় সব সঞ্চয়।
আল্লার সৃষ্টিরে তুমি দিয়া আল্লার নিয়ামত্
তাঁহার দানের সম্মান রাখিয়াছ ওগো হযরত!
পরমার্থের মধুমাখা তব অর্থ যাহারা পায়,
জিজ্ঞাসা করি, তারা কি তোমার মত প্রেমে গ'লে যায়?
ব্যর্থ হয় নি তব দান জানি, তোমার প্রেমের ঢেউ।
এনেছে শক্তি বন্যা বঙ্গে হয়তো জানে না কেউ।
যাঁরা জাগ্রত আত্মা তাঁরাই করে যে আত্মদান
তাহাতেই এই পৃথিবী পেয়েছে স্বর্গের সম্মান।
সৃষ্টির যারা সখা, তাহারাই রাখে স্রষ্টার নাম
সেই মহাত্মা তুমি মোহ্সিন, লহ আমার সালাম।

মহাত্মা মোহ্সিন সম্পর্কে এই কবিতায় উল্লেখযোগ্য সার কথাই তিনি বিবৃত ক'রেছেন। এ প্রসঙ্গে দৌলত সম্পর্কে তাঁর আল্লাহ নির্ভর দৃষ্টিভঙ্গিই ব্যক্ত হ'য়েছে। এটাই সম্ভবত কবিকণ্ঠে জনসভায় পঠিত শেষ কবিতা। আর এই মোহ্সিন স্মৃতি সভায় তিনি সম্ভবত শেষবারের মতো ভাষণ দেন। কিন্তু হায়, এই মোহ্সিন দিবস্টাও আমরা আর স্মরণ করি না! অথচ কত সংস্কৃতি সচেতনতার গর্ব আমাদের! আসলে সুস্থ সাংস্কৃতিক বোধটাই এখন আমরা হারিয়ে ফেলছি। স্মরণীয় যে, এই সুদীর্ঘ কবিতাটি শুনিয়ে মহান কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর শেষ ও সংক্ষিপ্ত ভাষণে ব'ললেন ঃ

"আজ মহাত্মা মোহ্সিনের স্মৃতি দিবসের সভায় উপস্থিত হ'য়ে আমি নিজেকে খুব গৌরবান্বিত মনে ক'রছি। এই মহাত্মার দানের প্রতিদান দিতে পারে, এমন লোক আজও পয়দা হয় নাই। আমি আজ এই মহাপুরুষের স্মৃতির প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।"

কবি অনুষ্ঠানে সমাপ্তি পর্য্যন্ত উপস্থিত থাকতে পারেন নি। এ দিন অল ইন্ডিয়া রেডিও'র কলকাতা কেন্দ্রে তৃতীয় অধিবেশনে, সন্ধ্যা ৭টা বেজে ৫০ মিনিটে কাজী নজরুল ইসলামের রচনা ও প্রযোজনায় 'ঠুংরীর জলসা' ছিলো। কবি এই পর্য্যায়ে সঙ্গীত শাস্ত্রে নানান রকম

www.pathagar.com

পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ ক'রেছেন। তাঁর চমৎকার সাঙ্গীতিক আবিষ্কার ও উদ্‌ভাবনের অনেক কিছুই এই পর্য্যায়ের। এ সময়ে একাধারে ধর্ম, সঙ্গীত ও সাংবাদিকতায় মগ্ন ছিলেন কবি। তদুপরি ছিলো সমাজের আর্থ-সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি বদলানোর তীব্র আকাঙ্ক্ষা। এ সব কিছুই তাঁর এ সময়কার সৃষ্টিতে প্রতিফলিত। এর মধ্যে কোনো অপবাদকে ঠাঁই দেওয়ার মতো কোনো জায়গা মেলে না। এই মজলুম কবি আর্থিক অনটন ও অসুস্থতায় নির্বাক, নিশ্চুপ ও নিষ্ক্রিয় হ'য়ে যাওয়ার পর বন্ধু-স্বজন বেশে যারা তাঁর চরিত্রহননে তৎপর হ'য়েছেন, তাদের আসল মতলব সম্পর্কে প্রয়োজনীয় খোঁজ-খবর জানা দরকার। ব্যক্তি ভেদে এর পেছনে ঈর্ষা ও রাজনৈতিক মতলব, এই উভয়েই যে কাজ ক'রেছে তা উপলব্ধি করা খুব কঠিন নয়।

ওভারটুন হল-এ মহ্‌সিন দিবস উদযাপনের খবর

১৪ অগ্রহায়ণ ১৩৪৮ ঃ ১১ জেলকদ ১৩৬০ ঃ ৩০ নভেম্বর ১৯৪১ তারিখ রবিবার "নবযুগ"-এর ১ম বর্ষ ঃ ৩৮শ সংখ্যায় ৫ম পৃষ্ঠায় পঞ্চম থেকে সপ্তম কলমে ওভারটুন হল-এ মহসিন দিবস উদ্‌যাপনের খবর ঃ

"দানবীর হাজী মোহাম্মদ মোহ্‌সিনের পুণ্য স্মৃতি-বার্ষিকী

ওভারটুন হলে বিরাট জনসভার অধিবেশন

বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম কর্ত্তৃক সভার উদ্বোধন ও কবিতা পাঠ

বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির শ্রদ্ধা নিবেদন

গতকাল সন্ধ্যা ৬॥. ঘটিকায় নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্র-লীগের উদ্যোগে কলিকাতা "ওভারটুন হলে" (ওয়াই.এম.সি.এ, কলেজ স্ট্রীট) মহা-সমারোহে মোহ্‌সিন স্মৃতি বার্ষিকী উদযাপিত হইয়াছে। সভা আরম্ভ হইবার বহু পূর্বেই সভাগৃহ জনতায় ভরিয়া গিয়াছিল। হলে তিল ধারণের স্থানও ছিল না। পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের পর সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। বিশেষ কারণবশত মিসেস হাসিনা মোরশেদ আসিতে পারেন নাই। ছাত্র লীগের সম্পাদক মিঃ নূরুল হুদার প্রস্তাবে প্রফেসর কাজী আবদুল ওদুদ সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

সর্ব্বপ্রথমে বাংলার বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম এক নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করিয়া তাঁহার লিখিত (অদ্যকার 'নবযুগে' প্রকাশিত) "মহাত্মা মোহ্‌সিন" নামক কবিতাটী আবৃত্তি করেন। অতঃপর তিনি বলেন ঃ "আজ মহাত্মা মোহ্‌সিনের স্মৃতি দিবসের সভায় উপস্থিত হইয়া আমি নিজেকে খুব গৌরবান্বিত মনে করিতেছি। এই মহাত্মার দানের প্রতিদান দিতে পারে, এমন কোন লোক আজও পয়দা হয় নাই। আমি আজ এই মহাপুরুষের স্মৃতির প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাইতেছি।"

অতঃপর অধ্যাপক অতুল সেন এম.এল.এ. বলেন ঃ "বাংলার জাতীয় জীবনের উন্নতিকল্পে যে কয়জন মহাপুরুষ আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে মহাপুরুষ মোহ্‌সিনের নাম শীর্ষস্থানীয়। যে-মহাপুরুষ এক শতাব্দী পূর্বে জন্ম গ্রহণ করিয়া বাংলার জাতীয় জীবনকে সুন্দরভাবে গড়িয়া তুলিয়াছেন, তাঁহার ঋণের প্রতিদান দেওয়া কিছুতেই যায় না। তিনি চাহিয়াছিলেন বাংলার শিক্ষিত হিন্দু ও শিক্ষিত মুসলমানগণ তাঁর ত্যাগের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া এক বিরাট জাতি গড়িয়া তুলিবে। আমি এই মহাপুরুষের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি।"

মৌলবী আসাদউদ্দৌলা সিরাজী বলেন ঃ "যখন বাংলার মুসলিম কৃষ্টি ও সভ্যতা মহা বিভ্রাটে পড়িয়াছিল, তখনই মহাপুরুষ মোহ্‌সিনের আবির্ভাব হইয়াছিল। তিনি একজন বড় পরিব্রাজকও

www.pathagar.com

ছিলেন। দীর্ঘ দিনের ভ্রমণের অভিজ্ঞতার ফলে তিনি নানা দেশের, নানা জাতির কৃষ্টি ও সভ্যতা বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তিনি বিশেষভাবে কোন মুসলমানকে বাঙলার সিংহাসনে দেখিতে চান নাই! তিনি চাহিয়াছিলেন জনসাধারণকে প্রকৃত মনুষ্যত্ব বিকাশের সুযোগ দিতে।"

মিঃ এ.এম.এ. জামান এম.এল. এ. বলেন ঃ "মুসলমানের কোরানে বলে, এক পয়সা দান করিলে ৭০ পয়সা পাওয়া যায়। কিন্তু ১২৯ বৎসর যাবৎ মোহ্সিনের লক্ষ লক্ষ টাকার দান জনসাধারণ ভোগ করিতেছে, কিন্তু তাঁর স্মৃতি রক্ষার আজ পর্য্যন্ত কিছুই বন্দোবস্ত হয় নাই।"

অতঃপর বিশিষ্ট ছাত্রনেতা মিঃ আবদুল হাকিম মৃধা সভায় প্রথম প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া বলেন ঃ "যদি কেউ মনে করেন যে, মোহ্সিন কেবলমাত্র মুসলমানদের জন্যই দান করিয়াছেন তাহা হইলে নিতান্ত ভুল করা হইবে। তিনি জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে দান করিয়া গিয়াছেন। সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্রও ছাত্র জীবনে মোহ্সিনের টাকার বৃত্তির সাহায্য পাইয়াছিলেন।" তিনি আরও বলেনঃ "আজ আমাদের বড়ই দুর্ভাগ্য যে, আমাদের দেশে মোহ্সিনের ন্যায় আত্মত্যাগের আদর্শে আদর্শান্বিত লোক কোন ক্ষেত্রেই বিশেষ দেখা যাইতেছে না; সেই দিনই মোহ্সিনের স্মৃতি পালনের সার্থকতা হইবে, যে-দিন আমাদের সমাজকে সেই মহাপুরুষের আত্মত্যাগের আদর্শের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিব। ত্যাগের জন্য বিরাট ঋণের মালিক হওয়ার প্রয়োজন করে না। প্রত্যেকেই যদি স্বার্থহীনভাবে আত্মভুলে সমাজের ও দেশের নির্য্যাতিত মূক জনসাধারণের মুক্তির ও মনুষ্যত্ব বিকাশের চেষ্টা করেন, তাহা হইলে প্রকৃত ত্যাগের আদর্শ অনুসরণ করা যায়।" তারপর তিনি বলেন, "১২৯ বৎসর যাবৎ মোহ্সিনের বৃত্তির সাহায্য পাইয়া অনেক লোক বড় চাকুরিয়া, বড় উকিল, বড় সাহিত্যিক হইয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় কলিকাতার মত মহানগরীতেও মোহ্সিনের স্মৃতিচিহ্ন রক্ষা করার কোন বন্দোবস্ত হয় নাই। কলিকাতা কর্পোরেশনের কর্তৃপক্ষও এ সম্বন্ধে কোন কিছু করা এ পর্য্যন্ত প্রয়োজন বোধ করেন নাই! কিন্তু আজ যখন এই সভা অগ্রণী হইয়া এই প্রচেষ্টায় নামিয়াছে, তখন কলিকাতা কর্পোরেশনের কর্ত্তৃপক্ষ জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে জাতির এই পরলোকগত মহামানুষ মোহ্সিনের স্মৃতিরক্ষার ব্যাপারে এই সভার প্রস্তাবের সহিত সর্ব্ব-প্রকারে সহযোগিতা করিবেন।"

মৌলানা আবদুর রউফ হিন্দী সাহেব প্রস্তাবটী সমর্থন করেন। পূর্ববঙ্গ হজ-কমিটীর সম্পাদক মওলবী ওবায়দুল্লাহ্ রওশনাবাদী সাহেব দ্বিতীয় প্রস্তাবটি উত্থাপন করিয়া বলেনঃ "বহু দিন পূর্ব্বে মহাপুরুষ মোহসিন এই দুনিয়া হইতে বিদায় নিয়া জান্নাতবাসী হইয়াছেন, কিন্তু তিনি বাংলার মুসলমানের জন্য যাহা করিয়া গিয়াছেন, তাহা দেখিলে মনে হয়, তিনি এখনও আমাদের সামনে বিরাজমান। তিনি বাংলার হিন্দু-মুসলমানকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়া ছিলেন; তাই বাংলার জাতীয় জীবন গঠনের জন্য যথাসর্ব্বস্ব দান করিয়া গিয়াছিলেন।"

চাষী ইমাম উদ্দীন সাহেব প্রস্তাবটী সমর্থন করিয়া বক্তৃতা দেন।

অতঃপর সভাপতি সাহেব বক্তৃতা করিতে দাঁড়াইয়া বলেন, "তিনি শুধু মুসলমানের জন্য দান করিয়াছিলেন না, তিনি জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকলের জন্য দান করিয়া গিয়াছেন। তিনি শুধু দানবীরই ছিলেন না, তিনি একজন বড় পন্ডিতও ছিলেন। তিনি নিজেকে সুন্দর সুষ্ঠুরূপে গড়িয়া তুলিয়া ত্যাগের মহান আদর্শ বাংলার জনসাধারণের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন। শুধু পূর্ব্ব পুরুষের গুণাবলীর স্মরণ করিয়া গৌরব বোধ করায় কোনো মহত্ব নাই। তখনই জাতির প্রকৃত মহত্ত্ব প্রকাশিত হয়, যখন পরলোকগত মহাপুরুষদের আদর্শে জাতির জীবন গঠিত হয়। মোহ্সিনের স্মৃতি বার্ষিকীর দিনে প্রত্যেককেই সাধ্যানুযায়ী কিছু দান করিয়া মোহ্সিনের নামে এমন একটা

www.pathagar.com

ফান্ড করা উচিত, যে ফান্ড হইতে অনেক অসহায় লোককে সাহায্য দেওয়া যাইতে পারে। অনেক সময় আমাদের দানের সার্থকতা হয় না। কেননা, আমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দান করি। দানকে প্রকৃত সার্থক করিতে হইলে, মোহ্‌সিনের ন্যায় পূর্ণভাবে বিলাইয়া দিতে হইবে।"

নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

১। কলিকাতাবাসী জনসাধারণের এই সভা বাংলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দানবীর মহামানব মরহুম হাজী মোহাম্মদ মোহ্‌সিনের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ অচীরে কলিকাতার একটী বিশেষ পার্ককে হাজী মোহ্‌সিন পার্ক নামে অভিহিত করার ও কলিকাতা শহরের একটী প্রধান রাস্তার নাম হাজী মোহ্‌সিনের নামে নামকরণ করার জন্য কলিকাতা কর্পোরেশনের কর্ত্তৃপক্ষের কাছে দাবী জানাইতেছে।

২। কলিকাতার জনসাধারণের মোহ্‌সিন দিবসের এই সভা প্রস্তাব করিতেছে যে, প্রতি বৎসর 'মোহ্‌সিন দিবসে' যাহার যাহা সাধ্য তাহা দান করা হউক ও তাহা দ্বারা এক বা একাধিক ফান্ডের সৃষ্টি হউক।

অতঃপর ছাত্রনেতা মিঃ নূরুল হুদা নিখিল-বঙ্গ মুসলিম ছাত্রলীগের পক্ষ হইতে সভাপতি ও উপস্থিত ভদ্রমন্ডলীকে ধন্যবাদ দিতে উঠিয়া বক্তৃতা করেন।

সভায় যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে মেসার্স কবি মঈনুদ্দীন, প্রফেসর আবদুল মজিদ, আবু জাফর শামসুউদ্দীন, ডাঃ শফিউল্লা, মিসেস শফিউল্লা, মিঃ এ. কে. এস. এম. আবদুল লতিফ, কবি বেনজীর আহ্‌মদ, মিঃ মোস্তাফিজুর রহমান খাঁ, শফিক উদ্দীন আহ্‌মদ, কবি এস.এ. জাফর, কবি ইজাবউদ্দিন, মিঃ সুশীল কীরণ, মিঃ সালাহ্‌উদ্দিন, বাবু অতুলচন্দ্র এম.এল.এ, মিঃ লুৎফর রহমান, মিঃ ফরিদ আহ্‌মদ, আরও অন্যান্য অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি ও ছাত্র-নেতা উপস্থিত ছিলেন।"

বন বুলবুল (ছদ্মনামে)

১৪ অগ্রহায়ণ ১৩৪৮ ঃ ১১ জেল্‌কদ ১৩৬০ ঃ ৩০ নভেম্বর ১৯৪১ তারিখ রবিবার ১ম বর্ষ ঃ ৩৮শ সংখ্যায় অষ্টম পৃষ্ঠায় রবিবাসরীয় সাহিত্য "রসের জলসা" বিভাগে "বন বুল বুল" ছদ্দনামে কাজী নজরুল ইসলামেরই লেখা গান "ফিরে এসো মোহ্‌সিন":

ফিরে এসো মোহ্‌সিন

-বন বুলবুল

হীন স্বার্থের বিষে কলুষিত বাংলার নভোতল,
আর্ত রোদনে করিছে মানুষ ধরণীরে চঞ্চল;
চিত্তহীনের পরম শান্তি মৃত্যুর গোণে দিন
ফিরে এসো মোহ্‌সিন।
অর্থ- পিশাচ গ্রাহ্য করে না দরিদ্র জনগণে
খোদার আসন টলায় গরীব নিষ্ফল ক্রন্দনে,
ভায়ে ভায়ে সব হানাহানি করে বিদ্বেষ-বিষ ঢালে,
নিঃসহায়ের ঘরে ঘরে তারা ধ্বংসের দীপ জ্বালে।
অসহায় আজ অস্ফুটে ডাকে তোমারেই নিশিদিন,
ফিরে এসো মোহ্‌সিন।

www.pathagar.com

শয়তানরূপী ধনিকেরা আজ করিছে অস্বীকার,
ধরণীর বুকে গরীবেরো আছে বাঁচিবার অধিকার।
তুমি তো বন্ধু কোরেছো ঘোষণা মানুষ তোমার ভাই,
মানুষের সেবা–আল্লার সেবা, অন্য কামনা নাই।
আল্লার বাণী, অমোঘ মন্ত্র বোলে দিয়ে যাও সবে
শান্তির বাণী ছড়ায়ে স্নিগ্ধ করো এই রৌরবে!
ব্যাকুল-কণ্ঠে তোমারেই ডাকে দুখী, দরিদ্র, হীন
ফিরে এসো মোহ্সিন।

স্বাধীনতা গেলো চোলে;
বাংলার শুভ গৌরব-রবি অস্ত হইল বোলে
তুমি ছেড়ে দিলে চির জীবনের সুখ- শান্তির পথ,
প্রদীপ নিভায়ে আঁধার করিলে আপন ভবিষ্যত,
সে মহাত্যাগের দীপ-শিখা আজ নিভে হোয়ে গেছে সারা
তাই তো বঙ্গে ঝরে অবিরাম দুখীর অশ্রু ধারা।
বাংলারে তুমি বেসেছিলে ভালো, বাংলার সন্তান
সকলে তোমার আত্মীয় ছিলো হিন্দু–মুসলমান,
সকলের কাণে দিয়াছিলে তুমি ক্ষমা ও ত্যাগের বাণী
সকলে তোমারে পূজেছিলো তাই মাটীর দেবতা জানি।
আজ দুর্দিনে ধনী ভুলে গেছে, ডাকিছে সহায়হীন,
ফিরে এসো মোহ্সিন।
চরম ত্যাগের দিয়ে যাও বাণী পরম পাপীর কাণে
সবহারা আজ ডাকিছে তোমারে নিষ্ফল আহ্বানে;
ব্যাকুল হৃদয়ে প্রতীক্ষা তব করিতেছে নিশিদিন
ফিরে এসো মোহ্সিন।

ফররুখ আহ্মদ

এই ৩৮ সংখ্যায় অষ্টম পৃষ্ঠায় ১৪ অগ্রহায়ণঃ ৩০ নভেম্বর রবিবার "রসের জলসা" বিভাগের আছে ফররুখ আহ্মদ কৃত "কাব্যে কোরাণ (ভাবানুবাদ)"। এটাও নানান দিক দিয়ে একটা লক্ষ্যণীয় ঘটনা।

লক্ষ্য ভ্রষ্ট ঃ একটি স্বাক্ষরিত নিবন্ধ

১৫ অগ্রহায়ণ ১৩৪৮ ঃ ১২ জেল্কদ ১৩৬০ ঃ ১ ডিসেম্বর ১৯৪১ তারিখ সোমবার দৈনিক "নবযুগ"-এর ১ম বর্ষ ঃ ৩৯ শ সংখ্যায় চতুর্থ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হ'য়েছে কাজী নজরুল ইসলাম স্বাক্ষরিত প্রথম সম্পাদকীয় নিবন্ধ "লক্ষ্য ভ্রষ্ট"। এটি দুষ্প্রাপ্য রচনা। কবির এই একটি মাত্র সাইন্ড্ আর্টিকেল আমার দেখা "নবযুগ"-এর সংখ্যাগুলোর মধ্যে পেয়েছি। এটা সেখান থেকেই হুবহু উদ্ধৃত করছি ঃ

"লক্ষ্যভ্রষ্ট

মানুষ যেদিন হইতে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়াছে, সেইদিন হইতে পৃথিবীতে কলি–অর্থাৎ অশান্তি,

www.pathagar.com

অকল্যাণ, উৎপীড়ন, দ্বন্দ্ব, বিদ্বেষ– প্রবল হইতে প্রবলতর হইয়া আজ প্রবলতম আকার ধারণ করিয়াছে। আজ মানুষের দুঃখ চরমে উঠিয়াছে; তাহাদের উপর যেন আল্লার অভিশাপ, তাঁহার পূর্ণ ক্রোধ অবতীর্ণ হইয়াছে। প্রবৃত্ত পরায়ণ, অভিযোগ-ক্লিন্ন আসুরিক ইউরোপ তাহার চরম শাস্তি ভোগ করিতেছে। আর কিছুদিন পরেই পৃথিবীর মানুষ দেখিতে পাইবে, এই পঙ্কিল প্রবৃত্তি-দুষ্ট মানবরূপী দানবেরা নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে– তাহাদের এত সাধের এত সাজানো স্বর্গ আল্লার অভিশাপে, ক্রোধাগ্নিতে দগ্ধ হইয়া গিয়াছে। তাহার আর বেশী দেরী নাই। যে অগ্নি আজ পৃথিবীর পশ্চিম প্রান্তে জ্বলিয়া উঠিয়াছে, মৃত্যুক্ষুধার মত উন্মত্ত-উল্লাসে, তাহা পৃথিবীর সকল দানব, অসুরকে সংহার না করিয়া নিভিবে না!

ইউরোপ তাহাদেরি সৃষ্ট নরকাগ্নিতে পুড়িয়া ভস্ম হইতেছে; আর ভারত পুড়িয়া মরিতেছে ক্ষুধাগ্নিতে, ভয়ে, উৎপীড়নে, আত্মগ্লানির অনুশোচনায়। পশ্চিমের অগ্ন্যুৎপাত আজিও ভারতকে প্রত্যক্ষভাবে স্পর্শ করে নাই, তাহারা উৎপীড়িত বলিয়া; তাহারা আজিও ইউরোপের মত আল্লাহ্-বিদ্বেষী (এন্টি-গড) হইয়া যায় নাই বলিয়া। যে নামেই হউক ভারতবাসী এখনো তাঁহাকে স্মরণ করে, তাঁহার এবাদৎ করে, তাঁহার নাম জপ করে। সেই একমেবাদ্বিতীয়ম্, নিত্য পরমপূর্ণ সনাতনকে ভুলিয়া তাঁহার অংশ সৃষ্টি করিয়া ভারত অভিশপ্ত হইয়া পড়িয়া আছে– কিন্তু ইউরোপের মত মা'র খাওয়া হইতে বাঁচিয়া গিয়াছে। ভারতবাসী হিন্দু-মুসলমান আজ দৃষ্টি-বিভ্রান্ত, তাই অন্ধের মত এক আল্লার সৃষ্টি হইয়াও পরস্পরে দ্বন্দ্ব-কলহ করিয়া আত্মহত্যা করিতেছে। নিত্যপূর্ণ পরম অভেদ যিনি, তাঁহার সৃষ্টিতে ভেদ সৃষ্টি করিয়া ইহারা তাঁহার ক্রোধ-ভাজন হইয়াছে। তাই ভারতে এত দারিদ্র্য, এত ব্যাধি, এত ক্লৈব্য, এত ভয়, এত বিদ্বেষ, এত হানাহানি, এত উৎপীড়ন। তাই এই পরাধীনতার অভিশাপ। যতদিন ভারত একমেবাদ্বিতীয়ম্‌কে ত্যাগ করিয়া তাঁহার শক্তি বা অংশের পূজা করিবে, ততদিন সে এই অভিশাপ হইতে মুক্ত হইবে না। যিনি ব্যক্ত-অব্যক্ত সর্ব্ব সৃষ্টিস্থিতি সংহারের, সর্বশক্তির একমাত্র পূর্ণ পরম অধীশ্বর–তাঁহাকে ছাড়া আর কোনো শক্তিকে, কোনো দেবতাকে বা আর কাহাকেও পূজা করার অজ্ঞানতা–মুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত, পৃথিবীর মানুষ লাঞ্ছনা, পীড়ন, শাস্তিমুক্ত হইবে না। ততদিন পৃথিবীতে শান্তি, সাম্য, সর্ব্বজনীন ভ্রাতৃত্ব আসিবে না।

সকল দেশের, সকল জাতির, সকল মানুষের সেই একমেবাদ্বিতীয়ম্–লা শরীক আল্লাহ্ যদি একলক্ষ্য হন, তাহা হইলে আর মানুষেরা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া এই অভিশপ্তের জীবন বহন করিবে না। যতদিন তাহা না হয়, ততদিন সেই পরম বিচারকের দন্ড ভোগ করিতে হইবে।

আজ পৃথিবীতে ধর্ম্মপ্রচারকের নামে শয়তান পাদ্রী পুরোহিত-মৌলানার রূপ ধারণ করিয়া বাহির হইয়াছে। ইহারা ধর্ম্মে ধর্ম্মে কেবল সংঘাত আনিবার চেষ্টা করিতেছে। ইহাদের চেয়েও অকল্যাণ করিতেছে আপন আপন ধর্ম্ম রক্ষার নামে যে সব নেতা দেশময় আন্দোলন করিয়া বেড়াইতেছে। ইহারা শয়তানের গুপ্তচর, পশ্চাচারী ভোগী, ঘোর স্বার্থপর একদল ধনিকের ঘুষ ও বেতনভোগী! যে-সব ধর্ম্ম আন্দোলনকারী ঘুষখোর, অর্থ-লোভী নয়, তাহারা অজ্ঞানে অন্ধ, ভ্রান্ত, পথ-ভ্রষ্ট।

ইহারা সব ভীষণ বিষাক্ত জীব, ইহারাই দেশময় বিষ ছড়াইতেছে। –মানবের কল্যাণের জন্য এই সব জীবাণুর সংহার করিতে হইবে, পৃথিবী হইতে এই বিষ নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলিতে হইবে। এই সব বীজাণু বাঁচিয়া থাকিতে দেশ কখনো স্বাধীন হইবে না, কখনো শান্তি আসিবে না। এই জরাজীর্ণ বৃদ্ধ নেতাদের বাহন আজ দেশের যৌবন-শক্তি! হায়রে তরুণ, জরা আর কতদিন তোমাদের স্কন্ধে চড়িয়া জাতির, দেশের, মানুষের, পৃথিবীর শত্রুতা সাধন করিবে?

www.pathagar.com

ইহাদিগকে, এই বার্দ্ধক্যকে পিষিয়া মারিয়া ফেলিতে পারে একমাত্র যৌবন-শক্তি। দেশের যুবকেরা যদি এই সব লোভী, ক্ষুদ্র-আত্মা, প্রতারক, বিদ্বেষ বিলাসী নেতাদের সংস্পর্শ ত্যাগ না করে, ইহাদের মুখোস খুলিয়া ইহাদের কুৎসিত রূপকে জনগণের সম্মুখে না দেখাইতে পারে; ইহাদের যদি "প্রহারেণ ধনঞ্জয়" দিয়া দেশ হইতে খেদাইতে না পারে, তাহা হইলে এ দেশকেও অসুরের নরকাগ্নিতে দগ্ধ হইয়া মরিতে হইবে। ইহারা নরকের দালাল, আল্লাহ্ ইহাদের দগ্ধ করুন, সংহার করুন। তাঁর সেই সংহার-শক্তি দেশের এই তরুণরা।

ইহাদের বিরুদ্ধে আজ দেশের যৌব-শক্তির প্রকাশ্যে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে হইবে। ইহা না করিলে দেশে শক্তি-প্রবাহ আসিবে না, যৌবন জাগিবে না, ক্লৈব্য, কাপুরুষতা, মৃত্যু-ভয় দূর হইবে না। ইহাদের বড় বড় উপাধির ল্যাজ (টাই ও টেল) ও ধর্মনামের ব্যাজকে শ্রদ্ধা করিতে গিয়াই তরুণেরা পথভ্রষ্ট হইয়াছে! এই অভিশপ্তের সংস্পর্শে আসিয়াই তরুণ আজ চাকুরী-ভিক্ষু, প্রাণহীন, যৌবনে জরাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে। এই সব তথাকথিত নেতারা সংক্রামক বীজাণু। সর্ব্বধর্ম্মের সরল বিশ্বাসী সর্ব্বমানুষকে ইহাদের অশুচি সংস্পর্শ হইতে নিত্যমুক্ত রাখিতে হইবে।

রাজনৈতিক নেতারা, "ডিক্‌টেটার"গণ ইউরোপে রাজসিক শক্তির অসুরকে জাগাইয়া আজ কি অকল্যাণ আনিয়াছেন পৃথিবীতে, তাহা আমরা প্রত্যহ শুনিতেছি। আত্ম প্রতিষ্ঠালোভী ডিক্‌টেটর বা কূট-রাজনৈতিক কোনোকালে পৃথিবীতে কল্যাণ ও শান্তি আনে নাই। শান্তি, কল্যাণ আনিয়াছেন আল্লাহ্‌র প্রেরিত নবী, অবতার ও সংস্কারক। তাঁহাদের আদর্শকে, তাঁহাদের বাণীকে মানুষ যখনই অস্বীকার করিয়াছে তখনই ঊর্দ্ধ হইতে তাঁহার ভীষণ মা'র অবতীর্ণ হইয়াছে। এযুগের মহাযুদ্ধই তাহার প্রমাণ। আবার নিরুদ্বেগ অকুতোভয় মৃত্যুহীন যৌবন সঙ্ঘবদ্ধ হউক! বৃদ্ধেরা—বুদ্ধি যাহাদের অর্থ সঞ্চয়ের অস্ত্র মাত্র, নেতৃত্ব যাহাদের আত্ম প্রতিষ্ঠার আত্মজয়ধ্বনি শুনবার জন্য—তাহারা কোনোদিন যুদ্ধ করিবে না। যে-সব তরুণ উৎপীড়িত জনগণের জন্য আত্মদান করিতে চাইবে, ইহারা তাহাদের পথরোধ করিয়া দাঁড়াইবে। আজও ইহারাই আমাদের মুক্ত-পথের বাধা। অন্য বাধামুক্ত হইবার পূর্বে ইহাদেরই আগে সরাইয়া ফেলিয়া আমাদের তীর্থ-পথকে কন্টকমুক্ত করিতে হইবে।

কোথায় দেশের অনাগত সেনাদল? জাগো! বহন ক'রো না আর জরার স্বার্থের বোঝা। দিও না আর এই পঙ্গুদের অকারণে দেহের রক্ত। তোমরা এসো, সমবেত হও, হিন্দু-মুসলমানের দুই আকাশের তলে নয়, এক আকাশের তলে। তোমরা মৃত্যু-ভয়কে জয় করো। ক্ষুদ্র চাকুরে হইয়া বাঁচিবার ক্ষুদ্র তৃষ্ণাকে দূর কর।

সুন্দর পৃথিবী সুন্দর মানুষের বাসস্থান হোক! যাহাদের মনে ভয়, অস্ত্র তাহাদের বিড়ম্বনা। অস্ত্র আল্লাহ্ দিবেন। তাঁহার শক্তির পরমাস্ত্র। তাহার আগে তোমরা একতাবদ্ধ হও আত্মত্যাগের কুচ-কাওয়াজের ময়দানে। দেশে আবার নির্ম্মল বায়ু বহুক, আকাশ আবার মালিন্য-মুক্ত হোক, পাতাল তলের দানব, অসুর আবার পাতাল-তলে প্রবেশ করুক।

ভাবিয়া রাখ বাঙলার যুবকগণ, এই বাঙলাতে দুই বৎসরের মধ্যে যে দুর্নিবার দুর্জ্জয় শক্তি জাগিবে, তাহাতে পৃথিবী মুগ্ধ হইবে, মানুষ বিস্মিত হইবে! সেই অনাগত শুভ দিনের আশায় আল্লার শক্তিতে শক্তিমান্ হও তোমরা! দেশের, জাতির লজ্জা দূর কর; মহিমার উচ্চতম শিখরে মানুষকে প্রতিষ্ঠিত কর।

-কাজী নজরুল ইসলাম"

www.pathagar.com

"লক্ষ্যভ্রষ্ট" শিরোনামে "নবযুগ"-এ প্রকাশিত কাজী নজরুল ইসলামের নিবন্ধটি দুষ্প্রাপ্যই নয় কেবল, নানান দিক দিয়ে তাৎপর্য্যপূর্ণ ও মূল্যবান দলিল। ধর্ম, সমাজ, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, যুদ্ধ, রাজনীতি ইত্যাকার নানান বিষয় সম্পর্কে তাঁর পরিণত মনের সুস্থ ও সঠিক চিন্তাধারার গভীর প্রতিফলন ঘটেছে এই মহার্ঘ নিবন্ধে। নাস্তিক্য কেন্দ্রিক পশ্চিমা সংস্কৃতির নেতিবাচক ও ক্ষতিকারক দিকগুলোর কথা তিনি খুবই স্বচ্ছ ভাষায় উল্লেখ করেছেন। একমেবাদ্বিতীয়ম্ আল্লাহকে সার্বভৌম মেনে সাম্য, সমানাধিকার, নিরপেক্ষতা ও ন্যায়নীতির ভিত্তিতে বিভিন্নধর্মীয় সম্প্রদায়ের শান্তি ও সৌহার্দ্যপূর্ণ আর্থ-সাংস্কৃতিক সহাবস্থানের কর্মসূচী বাস্তবায়নের মারফৎ মূল সমস্যাবলীর চিরস্থায়ী সমাধানের রূপরেখাও প্রণয়ন ক'রেছেন তিনি। কায়েমী স্বার্থের তল্পীবাহকরা ধর্মের মূল উদ্দেশ্যকে ব্যাহত ক'রে তা কীভাবে শোষণের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার ক'রছে সে বিষয়েও সজাগ থেকে তিনি উপযুক্ত সতর্কবাণী উচ্চারণ ক'রেছেন। উপমহাদেশের আস্তিক্য তাঁকে একদিকে যেমন আশান্বিত ক'রেছিল, তেমনি অন্যদিকে এখানেধর্মীয় জীবন ব্যবস্থা রূপায়ণের ক্ষেত্রে বিদ্যমান ফাঁকি তাঁর অসন্তোষ ও ক্ষোভেরও কারণ হ'য়েছে। নজরুল ইসলামের শেষ পর্য্যায়ের সমস্ত লেখাতেই আল্লাহ শব্দের অসঙ্কোচ ও সার্থক প্রয়োগ নানাভাবে যে কেবল তাৎপর্য্যপূর্ণ ও অর্থবহ কেবল তা-ই নয়, এ তথ্য নির্বাক ও পরলোকগত কবির ওপর অযথা চাপানো সমস্ত অপবাদেরও কার্যকর অবসান ঘটায়। যেমন, প্রাণবন্ত ও পৌরুষদীপ্ত শিল্পী নজরুল গায়িকা, অভিনেত্রী ও বিদুষী রমণীদের কাছে আকর্ষণীয় হ'লেও ভোগবাদী জীবনের প্রশ্রয় দেওয়ার মতো মানসিকতাসম্পন্ন ছিলেন না। আর অমুসলিমদের প্রতি তাঁর দায়িত্বের স্বীকৃতি হিসাবে যথেষ্ট দরদ দিয়ে কীর্তন, শ্যামাসঙ্গীত ইত্যাদি রচনা ক'রলেও ব্যক্তিগত বিশ্বাসের জগতে পৌত্তলিকতা বা অন্য কোনো কিছুকেই তিনি আল্লাহ্র শরীক ক'রতে চান নি। যে-কোনো অবস্থায় সব সময়েই তাঁর এ দৃঢ় বিশ্বাস অটুট ছিলো যে, তিনি সার্বভৌম আল্লাহ্র বান্দা এবং তাঁর রসুলের উম্মত। তাই তাঁর তরফে কালী সাধনা, শব সাধনা ইত্যাদির প্রশ্নই ওঠে না। প্রতিবেশী সম্প্রদায়ের প্রচলিত ধর্মাচরণের প্রতি লক্ষ্য রেখে তিনি যে সাহিত্য ও সঙ্গীত সৃষ্টি ক'রেছেন, তাতে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই পৌত্তলিকতা আছে, কিন্তু তা কোনোক্রমেই তাঁর নিজস্ব বিশ্বাসের অন্তর্গত হয় নি। কিন্তু হিন্দু তথা সনাতন শাস্ত্রে যেখানে স্রষ্টাকে একমেবাদ্বিতীয়ম্ বলা হ'য়েছে, সেটাকে তিনি কোরআন মুজিদের আহাদ শব্দের সমার্থক ব'লেই মনে ক'রেছেন। তাই আল্লাহু আহাদ অর্থে তিনি একমেবাদ্বিতীয়ম্ আল্লাহকে বুঝিয়েছেন। আর এটাই হচ্ছে তৌহীদবাদের কেন্দ্রবিন্দু। সাম্য, সমানাধিকার, সহনশীলতা, সৌভ্রাতৃত্ব, ন্যায়বিচার, অপক্ষপাত আচরণ ইত্যাকার ইসলামী জীবন ব্যবস্থার সব কিছুই দাঁড়িয়ে আছে এই সর্বব্যাপী তৌহীদ বাদকেই কেন্দ্র করে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিসহ নজরুলের চিন্তাধারার মূল ভিত্তিই হ'লো তৌহীদবাদ। বিকল্পবিহীন এই তৌহীদবাদী আদর্শের যা কিছু অন্তরায় সে সবের কার্যকর অবসানকল্পে জেহাদের অপরিহার্যতাও স্বীকার ক'রেছেন তিনি।

সাপ্তাহিক কৃষক পত্রিকা

১৫ অগ্রহায়ণ ১৩৪৮ তারিখ সোমবার "নবযুগ"-এর ৩৯শ সংখ্যায় ৫৪, ক্রীকরো, কলকাতা থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক কৃষক পত্রিকার বিজ্ঞাপন ছাপা হ'য়েছে।

www.pathagar.com

হক মন্ত্রিসভার পদত্যাগ

কাজী নজরুল ইস্‌লামের নিবন্ধ "লক্ষ্যভ্রষ্ট" যেদিন 'নবযুগ'-এ ছাপা হয়, সেই ১৫ অগ্রহায়ণ ১৩৪৮ ঃ ১২ জেল্‌কদ ১৩৬০ ঃ ১ ডিসেম্বর ১৯৪১ তারিখ সোমবার কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভার পরামর্শ মোতাবেক ফজলুল হকের নেতৃত্বে হক মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করেন। উপমহাদেশের রাজনীতিতে অস্থিরতার আরো একটা উপাদান সংযোজিত হ'লো।

১৬ অগ্রহায়ণ ১৩৪৮ ঃ ১৩ জেল্‌কদ ১৩৬০ হিজরী ঃ ২ ডিসেম্বর ১৯৪১ তারিখ মঙ্গলবার দৈনিক "নবযুগ"-এর ১ম বর্ষ ঃ ৪০ শ সংখ্যায় বিস্তারিত প্রতিবেদন ঃ

"হক-মন্ত্রিসভার পদত্যাগ ঃ বাঙ্গলার মন্ত্রি-সঙ্কটের অনিবার্য্য পরিণতি/

সোমবার দ্বি-প্রহরে লাট-ভবন হইতে ইশ্‌তাহার/

গভর্ণরের সিদ্ধান্ত সাপেক্ষ মন্ত্রীদিগকে স্ব স্ব কর্তব্য পালনের নির্দেশ/

বাঙ্গলার নূতন মন্ত্রিসভা গঠন সম্পর্কে জল্পনা-কল্পনা

প্রগ্রেসিভ এ্যাসেম্বলী পার্টির সেক্রেটারীর বিবৃতি

কলিকাতা, ১লা ডিসেম্বর

অদ্য সোমবার মধ্যাহ্ন ২-৩০ মিনিটের সময় লাট ভবন হইতে নিম্নলিখিত মর্ম্মে এক ইশ্‌তাহার প্রকাশিত হইয়াছে ঃ

এতদ্বারা ঘোষণা করা হইতেছে যে, মন্ত্রিগণ মন্ত্রিসভার সদস্য হিসাবে তাঁহাদের পদত্যাগপত্র গভর্ণরের নিকট দাখিল করিয়াছেন। তাঁহাদের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করা-না-করার বিষয়ে গভর্নর কোন সিদ্ধান্তে উপনীত না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহারা স্ব স্ব বিভাগের ভারপ্রাপ্ত অবস্থায় থাকিবেন।

'এসোসিয়েটেড প্রেস'কে সরকারীভাবে জানান হইয়াছে যে, অদ্য সকালে দশজন মন্ত্রীই গভর্ণরের নিকট পদত্যাগপত্র দাখিল করিয়াছেন।

(পূর্ববর্ত্তী সংবাদ)

'এসোসিয়েটেড প্রেস' অদ্য অপরাহ্নে খবর দিতেছেন যে, বাঙ্গলার মন্ত্রিত্ব সঙ্কট চরম অবস্থায় উঠিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। যাঁহারা রাজনৈতিক ব্যাপার সম্পর্কে পাকা রকমের খোঁজ খবর রাখেন, তাঁহাদের নিকট হইতে জানা গিয়াছে যে, অদ্য সকালে মন্ত্রিসভার এক বৈঠক হইবার পর দশজন মন্ত্রীই তাঁহাদের পদত্যাগপত্র দাখিল করিয়াছেন।

মন্ত্রী-সভার ইতিহাস

গত ১৯৩৫ সালের ১লা এপ্রিল ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তিত হয়। ঐদিন মাননীয় মিঃ ফজলুল হকের নেতৃত্বাধীনে বাংলার মন্ত্রিমন্ডলী গঠিত হয়। নিম্নলিখিত মন্ত্রিগণ উক্ত মন্ত্রিসভায় স্থান লাভ করেন ঃ

(১) মাননীয় মিঃ এ.কে. ফজলুল হক ..... প্রধান মন্ত্রী–শিক্ষা।

(২) মিঃ নলিনীরঞ্জন সরকার ..... অর্থ।

(৩) স্যার খাজা নাজিমুদ্দীন ..... স্বরাষ্ট্র।

www.pathagar.com

(৪) স্যার বিজয় প্রসাদ সিংহ রায় ..... রাজস্ব।
(৫) ঢাকার নবাব বাহাদুর হবিবুল্লাহ্ ..... কৃষি ও শিল্প।
(৬) মিঃ এইচ. এস. সোহ্‌রওয়ার্দ্দি ..... বাণিজ্য ও শ্রমিক।
(৭) নবাব মোশার্‌রফ হোসেন ..... বিচার ও আইন প্রণয়ন।
(৮) মৌলবী নওশের আলী ..... স্বাস্থ্য ও স্থানীয় স্বায়ও-শাসন।
(৯) মিঃ প্রসন্ন দেব রায়কত ..... বন ও আবগারী।
(১০) কাশিমবাজারের মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দী ... পূর্ত্ত।

মন্ত্রিসভার রদ-বদলের ইতিহাস

মৌলবী নওশের আলীর সহিত অন্যান্য মন্ত্রীর মতভেদহেতু গত ১৯৩৮ সালের ২২ শে জুন, মন্ত্রিমন্ডলী পদত্যাগ করেন। মৌলবী নওশের আলী পৃথকভাবে পদত্যাগ করেন।

১৯৩৮ সালের ১৭-ই নভেম্বর মিঃ তমিজুদ্দীন ও মিঃ শামসুদ্দীন আহম্‌দকে মন্ত্রিসভায় লওয়া হয়। ১৯৩৯ সালের ১৭-ই ফেব্রুয়ারী তারিখে মিঃ শামসুদ্দীন পদত্যাগ করেন। মিঃ সরকারের পদত্যাগের পর নিম্নলিখিত দশ জনকে লইয়া যে মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছিল, তাঁহারা এ পর্যন্ত কার্য্যপরিচালনা করিয়া আসিতেছিলেন ঃ

(১) মিঃ এ.কে. ফজলুল হক ..... (প্রধান মন্ত্রী) শিক্ষা।
(২) স্যার নাজিমুদ্দীন ..... স্বরাষ্ট্র।
(৩) স্যার বিজয় প্রসাদ সিংহ ..... রাজস্ব।
(৪) মিঃ এইচ.এস.সোহ্‌রওয়ার্দ্দী ..... অর্থ-বাণিজ্য-শ্রমিক।
(৫) নবাব হাবিবুল্লাহ্ ..... জনস্বাস্থ্য ও স্থানীয় স্বায়ও-শাসন।
(৬) মিঃ তমিজুদ্দীন ..... কৃষি ও শিল্প।
(৭) নবাব মোশার্‌রফ হোসেন ..... বিচার ও আইন প্রণয়ন।
(৮) মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দী ..... পূর্ত্ত।
(৯) মিঃ প্রসন্ন দেব বায়কত ..... বন ও আবগারী।
(১০) মিঃ মুকুন্দ বিহারী মল্লিক ..... সমবায় ও পল্লী ঋণদান।

রাজনৈতিক আবহাওয়া

হক-মন্ত্রিসভার পদত্যাগের পর বাঙ্‌লার রাজনৈতিক আবহাওয়ায় খুবই চাঞ্চলের সৃষ্টি হয়। ১৬ অগ্রহায়ণ ১৩৪৮ ঃ ১৩ জেল্‌কদ ১৩৬০ ঃ ২ ডিসেম্বর ১৯৪১ তারিখ মঙ্গলবার "নবযুগ-এর ১ম বর্ষ ঃ ৪০শ সংখ্যায় বাঙ্‌লায় রাজনৈতিক তৎপরতার তিনটি খবর ঃ

প্রগ্রেসিভ এ্যাসেম্বলীর বৈঠক

গতকল্য অপরাহ্নে প্রিন্স ইউসুফ মীর্জ্জার বাসভবনে প্রগ্রেসিভ এ্যাসেম্বলী পার্টির এক জরুরি বৈঠক হইয়া গিয়াছে। কোয়ালিশন পার্টির ৬ জন সদস্যও এই সভায় যোগদান করেন। "

www.pathagar.com

"লীগ ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক আহূত

অদ্য অপরাহ্ন ৪-টার সময় লীগ অফিস গৃহে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির এক সভা আহূত হইয়াছে। এই সভায় অন্যান্য বিষয়সহ মিঃ ইস্‌পাহানীর প্রেরিত 'রি কুইজিশন' সম্বন্ধেও আলোচনা হইবে।"

"কংগ্রেস পার্লামেন্টারী দলের সভা

আগামী ৩-রা ডিসেম্বর বুধবার, অপরাহ্ন ৫-৩০ মিনিটের সময় মিঃ জি.সি. গুপ্তের ২৩ নং সার্কাস এভিনিউস্থ বাস ভবনে বঙ্গীয় কংগ্রেস পার্লামেন্টারী পার্টির এক বিশেষ জরুরি অধিবেশন হইবে।"

"নবযুগ"-এর যে সংখ্যাগুলো দেখছি, সেগুলোতে কলকাতার ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর সীল আছে। তারিখ দেখে ধারণা হয়, যেদিনের কাগজ সেদিনই ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে পৌঁছাতো। সেখানে সব সংখ্যা নেই এবং কোনো কোনো সংখ্যা ছেঁড়া অবস্থায় আছে।

একটি ছিন্ন সম্পাদকীয়

২ ডিসেম্বর ১৯৪১ তারিখ মঙ্গলবার প্রকাশিত ১ম বর্ষ ঃ ৪০শ সংখ্যার সম্পাদকীয় নিবন্ধ ছেঁড়া। এই সংখ্যায় অষ্টম পৃষ্ঠায় যে কবিতার শিরোনামসহ প্রথম অংশের চৌদ্দ-পনেরো পঙক্তি ছেঁড়া, সেটিও কাজী নজরুল ইসলামেরই লেখা। যেমনটি পাওয়া যাচ্ছে, হুবহু উদ্ধৃত ক'রছি ঃ

র
সরে।
নি
তিমির রাত
হাতে মিলায় হাত।
ঋষি,
প্রভাত হইল নিশি।
সো' জামাত আজিকে ভারি'
তুমি যে এমাম তারি।
দীক্ষিত ওগো মন্ত্র গুরু,
তব নবীনের যাত্রা করিবে শুরু।

ল'য়ে এসো, ওগো তরুণ সেনানি, তোমার বজ্র বাণী
আকাশ বাতাস আবার বারেক বেজে ওঠে রণরণি।
রুদ্রের হাসি হেসে উল্লাসে তালে তালে ফেলে পা
নিয়ে এসো আজ ওগো নটরাজ তরুণ চাহিছে যা'
নিয়ে এসো পুন 'খালেদের' জোস 'তারেকের' তলোয়ার
'হায়দরি হাঁক' হাঁকি নির্ঘোষে মর্ম্মেতে হানো, আর
জাগাইয়া দাও সুপ্ত সিংহ নওজোয়ানের বুকে,
জালেমের মত জুলুমের সাথে যুঝিতে দাঁড়াক রুখে;
হুঙ্কারি যাক দলিয়া মথিয়া কাল বোশেখীর ঝর;

www.pathagar.com

নামুক বজ্র অত্যাচারীর নির্ম্মম শির' পর
উন্মাদ প্রায় ছুটে চলে এসো রুদ্র প্রলয়ঙ্কর
নৃত্য পাগল ঝরণার মত কল কল ঝর ঝর
ভাদরের ভরা তটিনীর মত বাধাবন্ধন হারা
ক্ষ্যাপা দুর্বাসা, ভেঙ্গে ফেলে দাও রুদ্ধ আগল কারা।
অগ্নিগিরির প্রলয়ানল ধূম ভস্ম শিখা
গলিত লাভার স্রোতে ধুয়ে যাক নিয়মিত কালোশিখা।

তরুণের পুরোহিত,
এখনো যে মোরা মূর্চ্ছাগত, ফিরে নাই সম্বিৎ।
মশকের দল ঘুমের সুযোগে খাইছে রক্ত চুষি
করিছে লেহন অযুদ শোষক বুকের উপরে বসি।
মাথার উপরে পড়িছে সতত তীক্ষ্ম খাড়ার ঘা
চরণে রয়েছে শৃঙ্খল বেড়ি নামাতে পারি না পা।
দুষ্ট গ্রহের কুহকের ফেরে নিজেরা নিজেরে লুটি।
বহাইছে আজ রক্ত-ফোরাত মোদের পাঁজর টুটি।
দূর থেকে ওরা দেখে, হাসে, আর দেয় হেসে করতালি
রক্ত পিয়াসি ওরা তাই চায় ভিজাইতে কণ্ঠনালী
আমাদের তাজা খুনের লহরে। আজ তারা তিলে তিলে
শোষিয়া করিছে মৃত্যু-মলিন দেশী ও বিদেশী মিলে।
এতদিন দেহে ছিল রস যত ওরা তো খেয়েছে চাটি
এবার না হয় বাকীটুকু দিয়ে ভিজাই দেশের মাটী।

যুগ যুগ ধরি হ'লেছে শোষণ এখনো মিটেনি তৃষা
এবার মোদের শিখাইয়া দাও কোথায় মুক্তি দিশা।
জুলুমের সাথে চাই না মিলন, মোরা চাই প্রতিশোধ
গলা টিপে চাই করিবারে ঐ জুলুমের গতিরোধ।
শিখেছি খাইতে জুতো-লাথি-মার, সহিবারে লাঞ্ছনা
সর্ব্বহারার দল মোরা হেথা প্রতিকার নাই জানা
তুমি শুধু জানো বন্ধু দরদী, অগ্নি রথের রথী
নও-জোয়ান আজ হ'য়েছে তৈয়ার, তুমি তার সেনাপতি।

কবিতাটির শিরোনাম "তরুণের পুরোহিত" ব'লে অনুমিত হয়। ধারণা হয় যে, ছাপার ভুলে কতকগুলো জায়গায় প্রয়োজনীয় বিরাম-চিহ্ন পড়ে নি।

শিঁরী পরিচালিত মহিলা আসরে

১৬ অগ্রহায়ণ ১৩৪৮ ঃ ১৩ জেল্‌কদ ১৩৬০ ঃ ২ ডিসেম্বর ১৯৪১ তারিখ মঙ্গলবার ১ম বর্ষ ঃ ৪০ শ সংখ্যা "নবযুগ"-এর ঐ অষ্টম পৃষ্ঠাতেই "শিঁরী" পরিচালিত "মহিলা

www.pathagar.com

আসর"-এ পাইওনীয়ার ছদ্মনামে প্রকাশিত হ'য়েছিল তাঁরই লেখা "জীবনের গান" শিরোনামে কোরাস সঙ্গীত ঃ

জীবনের গান

ধরার দীনতা ঘুচাইতে দাও হে সবার জীবন মন প্রাণ,
মানুষে বাঁচাইতে আমাদের সাথে হও আজি সবে আগুয়ান। (কোরাস)

দীন হীন সব ভাইরা মোদের পঙ্কে যাহারা ডুবিয়া হায়
মানুষের মতো তারাও আবার দুনিয়ার' পরে বাঁচিতে চায়,
নব-বিশ্বের বিস্ময় মোরা প্রাণের জোয়ারে ডাকাবো বাণ
শতেক যুগের পঙ্ক নাশিয়া আমরা তাহারে করিবো ত্রাণ।

জীবন ভরিয়া ঘৃণা অবেহলা লভিলো যাহারা বিশ্ব-মাঝ,
আজিও যাদের বুক-ভাঙা-শ্বাস বিষাদে ভরায় সকাল সাঁঝ,
এই আমাদের জীবনের পণ–করিবো তাদের সবারে ত্রাণ,
মরণের সাথে মিতালী করিয়া চালাবো মোদের নবাভিযান।

ইতর অশুচি বলিয়া মানুষ যাদেরে কেবলি কাঁদায় হায়,
পতিত হইয়া জীবন ভরিয়া অভিশাপ যারা বহিয়া যায়,
তাহাদেরে মোরা সারথি করিয়া চালায়ে মোদের জীবন-যান
অবিচার সাথে লড়িয়া চলিবো নব-জীবনের গাহিয়া গান।

হীন বঞ্চনা, নিঠুর পীড়নে ঠেকাতে যাহারা শকতিহীন,
আঁধারের মাঝে লভিয়া জনম আঁধারেই যারা হ'তেছে লীন,
তাহাদেরে মোরা শকতি দানিয়া করিবো আবার নওজোয়ান,
জ্যোতি তলোয়ারে তিমির চিরিয়া উজলি' তুলিবো দুনিয়াখানা।

মুকতি হারায়ে যারা হোল মূক, মনের ভাষাও হারালো যারা,
ধরার আবাস যাহাদের তরে দয়ামায়াহীন পাষাণ-কারা,
মুফতি-মদিরা পিয়াবো তাদেরে, ভাষায় মুখর করিবো প্রাণ,
বাঁধনবিহীন ধরার বক্ষে বিচরিবো সবে শকতিমান।

সাম্যের সুর, শান্তির সুর আকাশে বাতাসে উঠিবে রণি'
মুক্ত মানব, মহান মানব, বিধাতার গড়া উজল মণি,

www.pathagar.com

আপনারে সবে চিনিবে তখন, ফরিয়াদ হবে লুপ্তমান,
স্বর্গ-মর্তে সন্ধিসূত্র দেখিবে সবায় মেলি' নয়ান।

৩ ডিসেম্বর ১৯৪১ তারিখ বুধবার মওলানা আবুল কালাম আজাদ ও নেহ্রু কারামুক্ত হ'লেন।

কোয়ালিশন পার্টির নেতৃত্বে শেরে বাঙলা

১৭ অগ্রহায়ণ ১৩৪৮ ঃ ১৪ জেল্কদ ১৩৬০ হিজরী ঃ ৩ ডিসেম্বর ১৯৪১ তারিখ বুধবার শের-ই-বাঙলা আবুল কাসেম ফজলুল হক প্রগ্রেসিভ এসেম্বলী পার্টির অন্তর্ভুক্ত কৃষক প্রজা পার্টি, নিখিল ভারত জাতীয় কংগ্রেসের একাংশ এবং হিন্দু মহাসভার অংশ গ্রহণে নবগঠিত প্রগ্রেসিভ কোয়ালিশন পার্টির নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। এদিনই "দায়ী কে?" শিরোনামে "নবযুগ"-এর ১ম বর্ষ ঃ ৪১শ সংখ্যায় প্রকাশিত প্রথম সম্পাদকীয় নিবন্ধ ঃ

"দায়ী কে?

মওলানা সাহেবের "একমাত্র দৈনিক" এবং খাজা-দলের ইংরাজী মুখপত্র "স্টার অব-ইন্ডিয়া" বলিতেছেন ঃ "মন্ত্রিসভার পদত্যাগে মুসলিম সংহতি ধ্বংস হইয়াছে এবং এই সংহতি ধ্বংসের জন্য দায়ী হক সাহেব। এ-অভিযোগ সর্ব্বৈ মিথ্যা দু' কারণে।

প্রথমতঃ, এতে মুসলিম-সংহতি ধ্বংস হয় নাই।

আপাততঃ মুসলিম-সংহতি একটু বিপন্ন হইয়াছে বটে, তবে কয়েক দিনের মধ্যেই হক সাহেবের নেতৃত্বে মুস্লিম বাঙলার গণ-শক্তি সম্পূর্ণ রূপে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া যাইবে। খাজা-দল ও তাঁদের পারিষদবর্গ খাজা লীগকেই আসল মুসলিম লীগ বলিয়া চালাইয়া দিয়া হৈ চৈ করিয়া যতদিন ক্লান্ত না হইবেন, ততদিন বিভ্রান্ত কতিপয় মুসলমান হক সাহেবের বিরুদ্ধে থাকিতেও পারেন। তবে অল্প দিনের মধ্যে-ই তাঁরা নিজেদের ভুল বুঝিতে পারিবেন এবং এজিদের শিবির ত্যাগ করিয়া হোসেনের শিবিরে চলিয়া আসিবেন। আপাততঃ দৃশ্যতঃ মুসলিম-সংহতির যে বিপদ দেখা যাইতেছে, দু'দিন বাদে তাও আর থাকিবে না।

দ্বিতীয়তঃ, মন্ত্রিসভার যে-কলহ বাধিয়াছিল, তার জন্যও হক সাহেব দায়ী ন'ন, এবং পরিণামে হক মন্ত্রিসভার যে পদত্যাগ করিতে হইল, তার জন্যও হক সাহেব দায়ী ন'ন। মন্ত্রিসভায় কলহ বাধিল কেন? যে-কোয়ালিশন চার বছর ধ'রিয়া ঐক্যবদ্ধ ও শান্তিপূর্ণভাবে হক-মন্ত্রিসভার প্রত্যেক মন্ত্রীকে সমর্থন করিয়া আসিয়াছিলেন, সেই কোয়ালিশনের একটা বিরাট দল, যে-কোনো কারণেই হোক, বলিলেন যে, অমুক মন্ত্রীর প্রতি তাঁদের আস্থা নাই, তিনি মন্ত্রিত্বের দায়িত্ব সুষ্ঠুরূপে পালন করিতে পারিতেছেন না; কাজেই তিনি পদত্যাগ করুন। ভদ্রলোক যদি মন্ত্রিত্বের গদি কামড়াইয়া পড়িয়া না থাকিতেন, তিনি যদি কোয়ালিশনের ঐ বিরাট অংশের মনোভাবের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাইয়া মন্ত্রিত্বের লোভ ত্যাগ করিতেন, তবে পরের দিনই কোয়ালিশন দলের ঐক্য ও মুসলিম-সংহতি কায়েম হইয়া যাইত।

স্বার্থত্যাগ করিয়া মুসলিম-সংহতি রক্ষার দরুন উক্ত পদত্যাগী মন্ত্রী মুসলিম জনগণের চোখে উর্দ্ধে উঠিয়া যাইতেন। মুস্লিম বাঙলার সামনে একটা ত্যাগের আদর্শও স্থাপিত হইত।

কিন্তু তিনি এই সব কিছুই করিলেন না। "মুসলিম সংহতি চুলায় যাউক, আমার মন্ত্রিত্ব থাকিলেই হইল" বলিয়া তিনি ছিনা-জোঁকের মত মন্ত্রিত্বের গদিতে মরণ কামড় মারিয়া পড়িয়া থাকিলেন। অথচ হক সাহেব প্রধান মন্ত্রী হিসাবে কোয়ালিশনের লিডার হিসাবে ও

www.pathagar.com

গণনেতা হিসাবে কোয়ালিশনের ৪৭ জন সদস্যের সমবেত অভিমত উপেক্ষাও করিতে পারিলেন না। তিনিও, কাজেই, উক্ত মন্ত্রীকে পদত্যাগের জন্য প্রথমে অনুরোধ ও অবশেষে আদেশ করিলেন। ....

.... তাই দল বাঁধিয়া তাঁরা পদত্যাগ করিলেন। এতেই হক মন্ত্রিসভার পতন হইল।

সুতরাং পাঠকগণ দেখিলেন, বর্তমান সঙ্কটের প্রথম হইতেই শেষ পর্য্যন্ত কোথাও হক সাহেবের কোনো দোষ নাই, তিনি কোয়ালিশনের ঐক্য ও মুসলিম সংহতি রক্ষার চেষ্টা শেষ পর্য্যন্ত করিয়াছেন। খাজা-দলের অযৌক্তিক, স্বার্থপর কোটারী-বুদ্ধিই এই সঙ্কটের জন্য আগা-গোড়া দায়ী। প্রধান মন্ত্রী চাহিয়াছিলেন, দু'একজন মন্ত্রীর পদত্যাগ। খাজা-দলের সবাই দল বাঁধিয়া পদত্যাগ করিলেন কেন? "মুসলিম-সংহতি" ও "লীগ মর্য্যাদা" রক্ষার জন্য? ডাহা মিথ্যা কথা। মুসলিম লীগ ও মুসলিম-সংহতিরই যদি প্রশ্ন হইবে, তবে সার বিজয় প্রসাদ, মিঃ মুকুন্দ মল্লিক, মহারাজা কাশিম বাজার প্রভৃতি হিন্দুরা খাজা-দলের সঙ্গে সঙ্গে পদত্যাগ করেন কেন? মুসলিম লীগ ও "মুসলিম-সংহতি"র জন্য এই সব হিন্দু জমিদারের এত মাথা ব্যথা কেন? বাঙলায় "পাকিস্তান" প্রতিষ্ঠার জন্য কি সার বিজয়-প্রসাদ পাগল হইয়া গিয়াছেন? "পাকিস্তান" প্রতিষ্ঠায় বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া অধৈর্য্য হইয়াই কি সার বিজয় দিল্লী হইতে কলিকাতা, কলিকাতা হইতে দার্জ্জিলিং ছুটা ছুটি করিতেছেন।

আসল কথা, মুস্‌লিম সংহতি নয়–খাজা-সংহতি, জমিদার সংহতি। আসল কথা, মুসলিম লীগ নয়–খাজা লীগ। খাজা-দল মধ্যবিত্ত মুস্‌লিম শিক্ষিত সম্প্রদায়কে এবং তাদের মারফতে মুসলিম জনসাধারণকে "মুসলিম-সংহতির" ধাপ্পা দিয়া বাঙলায় যে খাজা-রাজত্ব ও 'কোটরী' শাসন প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, বিদেশী কায়েমী স্বার্থীদের সহায়তায় ও পৃষ্ঠপোষকতায় যে রাজত্ব বেশ কায়েম হইযা উঠিয়াছিল, তাতে আঘাত লাগায় ইঁহারা ক্ষেপিয়া গিয়াছিলেন। তাই গণ-নেতা হক সাহেবকে বাদ দিয়া পাক্কা জমিদারী মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য ইঁহারা বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। কার বিরুদ্ধে অনাস্থা-প্রস্তাব আসে, নিয়মতন্ত্র-অনুসারে কে মন্ত্রিসভা হইতে বাদ পড়েন, তার কিছুই স্থিরতা নাই দেখিয়া ইঁহারা সময় থাকিতেই সবাই জোট বাঁধিয়া পদত্যাগ করিয়াছেন। এ কাজে শেতাঙ্গ বণিকদের সহায়তা সম্পর্কে তাঁরা নিশ্চিত ছিলেন। নইলে মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করিতে ইঁহাদের সাহস হইত না।

কারণ, ইঁহাদের সমবেত পদত্যাগেও প্রধান মন্ত্রীকে পদত্যাগ করিতে হয় না; ইঁহাদের সকলের পদত্যাগেও মন্ত্রিসভা ভাঙে না। বিলাতের নিয়মানুসারেই অন্য-সব মন্ত্রী পদত্যাগ করিলেও শুধু, প্রধানমন্ত্রী থাকিলেই, মন্ত্রিসভা টিকিয়া থাকে। এ-ক্ষেত্রেও খাজা-দলের ছয়-সাত জন মন্ত্রীর পদত্যাগের পরেও হক-মন্ত্রিসভা টিকিয়া ছিল। হক সাহেব অবশিষ্ট মন্ত্রীদিগকে লইয়া অথবা নতুন মন্ত্রী বাড়াইয়া হক মন্ত্রিসভা চালাইবার অধিকারী ছিলেন। অন্য মন্ত্রীদের শত পদত্যাগেও তাঁর প্রধান মন্ত্রিত্ব বা গোটা মন্ত্রিসভার কোনো শক্তি বা মর্য্যাদা ক্ষুণ্ন হয় নাই। একমাত্র দায়িত্ব তাঁর আইন-পরিষদের কাছে। আইন-পরিষদের যদি তিনি সম্মুখীন হইতে অস্বীকার করিতেন, অথবা হইয়া যদি তিনি পরাজিত হইতেন, মাত্র তবেই তাঁর প্রধানমন্ত্রিত্ব যাইত; তার আগে নয়।

এ সব শাসনতান্ত্রিক কানুনের কথা। খাজা দলের মন্ত্রীরাও এ সব কথা জানিতেন। তবু তাঁরা কোন্ সাহসে পদত্যাগ করিয়া তাঁদের শত্রু হক সাহেবের হাতে সমস্ত ক্ষমতার একচেটিয়া

www.pathagar.com

অধিকার দিয়াছিলেন? আইন-পরিষদে তাঁদের মেজরিটী আছে বলিয়া কি? সেই মেজরিটীর বলে হক সাহেবকে অনাস্থা-প্রস্তাব দিয়া তাড়াইয়া দিতে পারিবেন বলিয়া কি? এ সব কিছুই নয়। সবাই জানেন, আইন পরিষদে হক সাহেবের সুনিশ্চিত মেজরিটী।

তবু এঁরা কোন্ সাহসে পদত্যাগ করিলেন? সে-সাহস এই যে, এঁরা নিশ্চিতভাবে জানিতেন, এঁরা পদত্যাগ করিলে হক সাহেবকে পদত্যাগে বাধ্য করা হইবে। এঁরা জানিতেন, সে-কাজের জন্য শ্বেতাঙ্গ দলের কার্য্যকরী প্রভাব তাঁদের সহায় আছে! কাজেই তাই প্রমাণিত হইয়াছে। প্রকাশ, হক সাহেবকে পদত্যাগে বাধ্য করানো হইয়াছে। তাঁর নিয়মতান্ত্রিক অকাট্য যুক্তি ও নজীর কোনো কাজে লাগে নাই।"

হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দ্দীকে ফজলুল হক পদত্যাগ ক'রতে ব'লেছিলেন। নিছক ব্যক্তিত্বের পার্থক্য ক্রমে গদী নসীন হওয়ার বা থাকার দ্বন্দ্ব ও সঙ্কটের আবর্তে প'ড়ে মুসলিম নেতৃবৃন্দের মধ্যে প্রসারিত হ'য়ে যে বিস্তর ফারাক সৃষ্টি ক'রেছিল তা উনিশ শ' সাতচল্লিশে বাঙলার বিভক্তিকরণ, সীমানা নির্ধারণ, ইত্যাকার সব কিছুই পুরোপুরি অমুসলিমদের ইচ্ছার কাছে সোপর্দ ক'রেছিল। এই দুঃখজনক পরিস্থিতি আজকের ভারতে বাঙলাভাষীসহ প্রায় পঁচিশ কোটী মুসলমানকে দিশাহারা এবং আরো আর্থ-সাংস্কৃতিক অবদমনের শিকারে পরিণত ক'রেছে। ফজলুল হক প্রমুখ নেতৃবৃন্দ বল্লব ভাই প্যাটেলদের মতোই আশা করেছিলেন যে, পাকিস্তান টিকিবে না এবং তখন তাঁরা আবার অন্ততঃ অবিভক্ত বাঙলায় গদীনসীন হওয়ার সুযোগ পাবেন। কিন্তু তাঁদের এই চিন্তাভাবনা আজকের ইতিহাসে নিছক অপরিণামদর্শিতা বলেই প্রমাণিত হ'য়েছে। পূর্ব পাকিস্তান উনিশ একাত্তরে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হ'লেও ভারতের বাঙলাভাষী অধ্যুষিত এলাকার সঙ্গে সংযুক্ত হয় নি। ভারতের বাঙলাভাষী হিন্দুরাও এটা কামনা করেন নি। কেননা, উপমহাদেশের রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে এখনও ঠিক আগের মতোই কার্যকরভাবে বিরাজমান, ভাষাগত নয়,ধর্মীয় সম্প্রদায়গত আধিপত্য কামনা। ১৯৪৭ উত্তরকালে নজরুল চর্চা প্রসঙ্গেও এই কথাটা একশ ভাগ বাস্তব বলে প্রমাণিত হয়েছে।

অবিভক্ত বাঙলায় মোট জনগণের ছয় শতাংশ ছিলো বর্ণ হিন্দু। কিন্তু সুবিধাপ্রাপ্ত এই ছয় শতাংশ লোকই বাঙলার মোট চাকরী বাকরীর পঁচাত্তর শতাংশ নিজেদের দখলে রেখেছিলেন। তাই দেশবন্ধুর হিন্দু-মুসলিম প্যাক্টে জনসংখ্যার অনুপাত মোতাবেক মুসলমানদের জন্য ষাটটি চাকরী সংরক্ষণের প্রতিশ্রুতি থাকায় তা হিন্দু মহাসভা ও কংগ্রেসের তরফে প্রত্যাখ্যাত হ'য়েছিল। পূর্ববঙ্গ ১৯৪৭-এ পূর্ব পাকিস্তান হিসাবে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে এই বঞ্চনা থেকে রেহাই পেয়েছিল। তাই ১৯৭১-এ এই মৌলিক সুবিধাটুকু হারাতে রাজী হয় নি। এই পরিস্থিতিতে ১৯৪৭-এর পর ভারতের বাঙলাভাষী মুসলমানদের অবস্থাই কেবল ক্রমে আরো মর্মান্তিক হ'য়েছে। ধর্মভিত্তিক পাকিস্তানী কিংবা ভাষাভিত্তিক বাঙালী জাতীয়তাবাদের অথবা খন্ডিত ভারতের গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার সঠিক মূল্যায়ন, এই সমস্যাকে এড়িয়ে গিয়ে করা যায় না। কেননা, সেটা তখন কৃত্রিম ও অস্থায়ী হয়। দেশ বিভাগের আগেও হিন্দু মহাসভা ও কংগ্রেস ফজলুল হকের প্রতি এই সমর্থন অব্যাহত রাখে নি। শের-ই-বাঙলা এ সময় তাঁর বাঙলার সাথে নিজেরও রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত করার বন্দোবস্ত ক'রেছিলেন। সাম্প্রদায়িক বৈষম্য-বিবর্জিত যে অখন্ড "মুসলিম বাঙলার " স্বপ্ন কবি- সম্পাদক তাঁর শেষ জীবনে দেখেছিলেন তাও কায়েম হয় নি। মুসলিম লীগের পাকিস্তানও নয়। যা হ'য়েছে তা

www.pathagar.com

চরম অপরিণামদর্শিতার ফসল বৈ কিছু নয়। এটা ইসলামী জীবন ব্যবস্থা ভিত্তিক কিংবা বাঙলাভাষাগত জাতীয়তাবাদ, এই উভয়ের কোনোটির পক্ষেই ওকালতি করার মতো কিছু হয় নি। যা দাঁড়িয়েছে সেটির ভিত্তি নেহায়েৎ-ই আঞ্চলিক। আবার এই আঞ্চলিক বিচ্ছিন্নতার প্রেক্ষিতে এক কবির লেখা দুই দেশের দুই জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে কোন্ তাৎপর্য্য বহন করে সে বিচার ইতিহাসই করবে। বিচ্ছিন্ন হওয়ার বা থাকার নিহিতার্থটা এড়িয়ে যাওয়ার নয়।

"নবযুগ"-এর এই সম্পাদকীয় নিবন্ধে উমহাদেশের বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, স্বাধীনতা সংগ্রামী ও অন্যতম পথিকৃৎ সাংবাদিক মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁর মালিকানাধীন "দৈনিক আজাদ" পত্রিকা এবং কায়েদ-ই-আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর অনুগত অন্যতম মুসলিম লীগ নেতা ব্যারিষ্টার স্যার খাজা নাজিমুদ্দিন ও তাঁর সমর্থক, মুসলিম লীগের মুখপত্র দৈনিক "স্টার অব ইন্ডিয়া"-র ওপর যে অযাচিত আক্রমণের সূচনা করা হ'য়েছে "নবযুগ"-এ, তা জাতির পক্ষে খুবই দুর্ভাগ্যজনক। "দৈনিক আজাদ" এবং দৈনিক "স্টার অব্ ইন্ডিয়ার"-র পুরাতন ফাইলের ওপর খুঁটিনাটি বিষয়েও নজর দিয়ে এই আক্রমণকে যুক্তিযুক্ত ব'লে মনে করার মতো কিছু খুঁজে পাই নি। এই উভয় কাগজের ভূমিকা কোনোক্রমেই সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষপূর্ণ বা আক্রমণাত্মক ছিলো না। ছিলো স্পষ্টতই আত্মরক্ষামূলক। পরেও কবি যখন বাক্ ও লেখনি-শক্তি হারিয়েছিলেন, তখনও "দৈনিক আজাদ" কিংবা "মাসিক মোহাম্মদী"-তে কবির প্রতি কোনো বিরূপতা প্রকাশ করা হয় নি। আর কবির স্বাক্ষরিত কোনো লেখায়ও এ রকম কেনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কোনো আক্রমণ নেই। পরেও আবুল কালাম শামসুদ্দীনের সম্পাদনায় মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ'র মালিকানাধীন আজাদ-এ কবির লেখা ছাপা হ'য়েছে। মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ সম্পাদিত মাসিক মোহাম্মদীতে কবির অবদান সম্পর্কে মর্য্যাদাপূর্ণ মূল্যায়ন আছে। পরেও স্বাধীন বাঙলার পরিকল্পনার বিষয়ে ইতিবাচক ও গঠনমূলক সমস্ত খবর এবং এ বিষয়ে শরৎ বসুর সঙ্গে শের-ই বাঙলা, সোহরওয়ার্দ্দী ও আবুল হাশেম-এর বিভিন্ন বৈঠকের বিবরণ অত্যন্ত সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গিতে আবুল কালাম শামসুদ্দীনের সম্পাদনায় মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁর মালিকানাধীন আজাদ-এ বিশদভাবে বহু দিন ছাপা হয়। বাঙলায় পাকিস্তান কায়েমের বিষয়ে মওলানা আকরম খাঁও যে একনিষ্ঠ ও সক্রিয় ছিলেন, এমন তথ্য মেলে না। বাঙলা বিভাগে মওলানা সায় দিয়েছিলেন, এমন প্রমাণ তাঁর কাগজে নেই।

স্যার খাজা নাজিমুদ্দিন অন্তত পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষেত্রে বাঙলার এমন একটা ভূখন্ডই চেয়েছিলেন, যেখানে তিনি নিরাপদে গদীনসীন হ'তে পারেন। তাই মুসলিম লীগের প্রতি মজলুম মুসলমানদের গণ-আবেগকে গণসংগঠনের কাঠামো দিতে উৎসাহী ছিলেন না তিনি। তাই কলকাতার বাউন্ডারী কমিশনে বর্ণ হিন্দুদের তরফে ওকালতির যে বিশাল বন্দোবস্ত হ'য়েছিলে এবং কার্যত তাদেরই ইচ্ছা মোতাবেক বাঙলাকে যেভাবে ভাগ করা হ'য়েছিল, তাতে হয়তো তাঁর নীরব সম্মতিই ছিলো। বাঙলাভাষীদের মধ্যে মুসলমানরা ষাট শতাংশ হওয়ায় বাঙলাভাগে তাঁদের কোনো সাম্প্রদায়িক স্বার্থই হাসিল হওয়ার নয়। কিন্তু বাঙলার সুবিধাভোগী বর্ণ হিন্দুরা বুঝেছিলেন যে, বাঙলাকে ভাগ না ক'রলে এর প্রধানমন্ত্রী সব সময়

www.pathagar.com

একজন মুসলমানই হবেন। হিন্দুরা বাঙ্‌লার একাংশে কেন পাকিস্তান সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন, এর মূল কারণ এটাই। পূর্ববঙ্গের অনেক হিন্দুরই এতে সায় থাকার কথা নয় ঠিকই, কিন্তু তাদের এই আবেগ হিন্দু মহাসভা এবং কংগ্রেস হাই ক্যমান্ড বৃহত্তর হিন্দু স্বার্থের পরিপন্থি ব'লে বিবেচনা ক'রেছিলেন। স্বাধীন বাঙ্‌লাকামী শরৎ বসুকে এজন্য-ই কংগ্রেস হাই ক্যমান্ড প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতির পদ থেকে বরখাস্ত ক'রেছিলেন। হারানোর মতো এ রকম কোনো তখ্‌তে নজরুল চড়েন নি। তাঁর হাতে কলম ছিলো। এক বিস্ময়কর প্রতিভার কলম। তখ্‌তের চেয়ে অনেক বড়। অনেক মহান। সে কলম নেহায়েৎ গায়ের জোরে থামিয়ে দেওয়া হ'য়েছিল। মজলুম মুসলমানদের আর্থ-সাংস্কৃতিক ফরিয়াদ কবি উপেক্ষা করেন নি। এ বিষয়ে তাঁর স্বায়ত্তশাসনের পরিকল্পনা ছিলো।

ফজলুল হক যথার্থ 'গণ-নেতা' ছিলেন এবং বাঙ্‌লাকে তিনি ভাগ ক'রতে নারাজ ছিলেন। এ বিষয়ে তিনি সোহরওয়ার্দ্দী এবং আবুল হাসেমকেও রাজী করিয়েছিলেন। সেটা ১৯৪৬ সনের কথা। তখন স্যার খাজা নাজিমুদ্দিনের পর বাঙ্‌লার প্রধান মন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরওয়ার্দ্দী। প্রদেশ মুসলিম লীগের সেক্রেটারী তখন বর্ধমানের আবুল হাশেম। দুর্ভাগ্যজনক যে, মুসলিম লীগ হাই ক্যমান্ডও "ইন্ডিপেন্ডেন্ট বেঙ্গল"-এর প্রস্তাব সুনজরে দেখেন নি। এই পরিস্থিতির দরুন নজরুল কতিপয় হিন্দু ও মুসলমান নামধারীদের তরফে থেকে বানোয়াট অপবাদ ও গুজবের শিকার হন। মুখ্যত শের-ই-বাঙ্‌লার খিদমতে নিবেদিত এই কাগজে কবিকে যেহেতু প্রধান সম্পাদক করা হ'য়েছিল, তাই প্রাতিষ্ঠানিকভাবে দায়দায়িত্ব শেষ পর্য্যান্ত তাঁর ওপরই বর্তায়। কবি যে মহৎ প্রতিশ্রুতিতে এই কাগজে এসেছিলেন তা তাঁর স্বাক্ষরিত বিভিন্ন লেখা দেখেও বোঝা কঠিন নয়। কিন্তু আফসোস এই যে, "নবযুগ"-এ এসে কবিকে যে মর্মান্তিক মাশুল দিতে হ'য়েছিল, তা পরিশোধ করতে তাঁর চরম দুর্দিনে সেভাবে কেউ এগিয়ে আসেন নি। বাঙ্‌লার তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শের-ই-বাঙলা আবুল কাসেম ফজলুল হকও নন। জাতি এভাবেই তাঁর মহান সন্তানকে অকালে হারিয়েছে। রাজনীতি বড় বিষম বস্তু! অপরিণামদর্শিতা ও হৃদয়হীনতার যে নজির মুসলমান নেতারাও রাখলেন তা আমাদের বংশধরদেরকেও চিরদিন কষ্ট দেবে।

'ধূমকেতু'র জমানায় "আনন্দময়ীর আগমনে" কবিতায় 'চন্ডী'র 'যোগমায়া রূপ' নেওয়াকে 'বিধির বিধান' বলায় কবি দুঃখ ক'রে লিখেছিলেন ঃ 'বৃথাই গেল সিরাজ, টিপু, মীর কাশিমের প্রাণ বলিদান।' এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে ঃ তাঁর আহত হওয়ার সময় থেকেই বাঙলার মসনদে পর পর আসীন তিন প্রধান মন্ত্রী ফজলুল হক, নাজিমুদ্দিন এবং সোহরাওয়ার্দ্দীর কথা। জাতীয় কবির বিষয়ে এ সব জাতীয় নেতারা যে উদাসীনতা দেখিয়েছেন তা পলাশীর যুদ্ধের সময়কার বিধির বিধানকেই স্মরণ করিয়ে দেয়।

সাধক কবি

শেষ পর্য্যায়ে নজরুল ছিলেন একদিকে পুরোপুরি সাধক কবি। ১৭ অগ্রহায়ণ ১৩৪৮ ঃ ১৪ জেল্‌কদ ১৩৬০ ঃ ৩ ডিসেম্বর ১৯৪১ তারিখ বুধবার "নবযুগ"-এর পূর্বোক্ত ১ম বর্ষ ঃ ৪১শ সংখ্যায় চতুর্থ পৃষ্ঠায় কবিতা "আল্লা' পরম প্রিয়তম মোর" হুবহু উদ্ধৃত ক'রছি ঃ

www.pathagar.com

আল্লা' পরম প্রিয়তম মোর

কাজী নজরুল ইস্‌লাম

আল্লা' পরম প্রিয়তম মোর, আল্লা' ত দূরে নয়,
নিত্য আমারে জড়াইয়া থাকে পরম সে প্রেমময়!
পূর্ণ পরম সুন্দর সেই আমার পরম পতি,
মোর ধ্যান জ্ঞান তনু মন প্রাণ, আমার পরম গতি।
প্রভু বলি' কভু প্রণত হইয়া ধূলায় লুটায়ে পড়ি,
কভু স্বামী ব'লে কেঁদে প্রেমে গ'লে তাঁরে চুম্বন করি!
তাঁর উদ্দেশে চুম্বন যায় নিরুদ্দেশের পথে,
কাঁদে মোর বুকে ফিরে এ'সে যেন সাত আসমান হ'তে
তাঁরি সাধ পূরাইতে– বলি, "আমি তাঁহার নিত্য দাস।"
দাস হ'য়ে করি তাঁর সাথে কত হাস্য ও পরিহাস!
রূপ আছে কিনা জানি না, কেবল মধুর পরম পাই,
এই দুই আঁখি দিয়া সে অপরূপে কেমনে দেখিতে চাই!
অন্ধ বধূ কি বুঝিতে পারে না পতির সোহাগ তার?
দেখিব তাঁহার স্বরূপ, কাটিলে আঁখির অন্ধকার!

কেমনে বলিব ভয় করে কিনা তাঁরে,
যাঁহার বিপুল সৃষ্টির সীমা আজিও জ্ঞানের পারে!
দিনে ভয় লাগে, গভীর নিশিথে হ'লে যায় সব ভয়,
কোন্ সে রসের বাসরে লইয়া কত কী যে কথা কয়!
কিছু বুঝি তা'র, কিছু বুঝিনাক, শুধু কাঁদি আর কাঁদি,
কথা ভুলে যাই, শুধু সাধ যায়, বুকে ল'য়ে তারে বাঁধি!
সে প্রেম কোথায় পাওয়া যায়, তাহা আমি কি বলিতে পারি?
চাতকী কি জানে কোথা হ'তে আসে তৃষ্ণার মেঘ-বারি?
কোনো প্রেমিকা ও প্রেয়সীর প্রেমে নাই সে প্রেমের স্বাদ,
সে প্রেমের স্বাদ জানে একা মোর আল্লার আহ্লাদ!
তাঁরে নিয়ে খেলি, কভু মোরে ফেলি' যেন দূরে হ'লে যায়,
সাজানো বাসর ভাঙি' অভিমানে ফেলে দি' পথ-ধূলায়!
বিরহের নদী ফোঁপাইয়া ওঠে বিপুল বন্যা-বেগে,
দিন গুণে কত দিন যায় হায়, কত নিশি যায় জেগে!
চমকিয়া হেরি কখন অশ্রু-ধৌত বক্ষে মম–
হাসিতেছে মোর দিনের বন্ধু, নিশীথের প্রিয়তম!
আমি কেঁদে বলি, "তুমি কত বড়, কত সে মহিমময়,
মোর কাছে আস, –শাস্ত্রবিদেরা যদি কলঙ্কী কয়?
নিত্য পরম পবিত্র তুমি, চির প্রিয়তম বঁধূ,

www.pathagar.com

কেন কালি মাখ পবিত্র নামে, মোরে দিয়ে এত মধু?
মোরে ভালবাস ব'লে তব নামে এত কলঙ্ক রটে,
পথে ঘাটে লোকে কয়, যাহা রটে, কিছুও সত্য বটে!"
তুমি বল, "মোর প্রেমের পরশ মাণিক পরশে যারে,
আর তারে কেউ চিনতে পারে না, সোনা ব'লে ডাকে তারে।
তাহার অতীত, তা'র স্বধর্ম্ম মুহূর্তে মুছে যায়,
তবু নিন্দুক হিংসায় জ্ব'লে নিন্দা করে তাহায়!"

"সে কি কাঁদে" কহে শাস্ত্রবিদেরা, মোর প্রেম বলে, "জানি,
আমার চক্ষে বক্ষে দেখছি না-দেখা চোখের পানি!
তাঁর রোদনের বাণী শুনিয়াছি বিরহ-মেঘলা রাতে,
ঝড় উঠিয়াছে আকাশে তাঁহার প্রেমিকের বেদনাতে!"
আমি বলি, "এত কৃপাময়, এত ক্ষমা-সুন্দর তুমি,
মানুষের বুকে কেন তবে এই অভাবের মরুভূমি?"
প্রভুজি বলেন, "মোর সাথে ভাব করিতে চাহে না কেউ,
'আড়ি' ক'রে আছে মোর সাথে, তাই এত অভাবের ঢেউ।
ভিখারীর মত নিত্য ওদের দুয়ারে দাঁড়ায়ে থাকি,
'আমারে বাহিরে রেখো না' বলিয়া কত কেঁদে কেঁদে ডাকি!
আমারে তাহারা ভাবে, আমি অতি ভয়াল ভয়ঙ্কর,
আমি উহাদের ঘর দিই, হায়, আমারে দেয় না ঘর!
আমার চেয়ে কি পরমাত্মীয় মানুষের কেহ আছে?
আমি কাঁদি হায়, পর ভেবে মোরে ডাকে না তাদের কাছে!
ভয় ক'রে মোরে হইয়াছে ভীরু, যে চায় যা' তারে দিই,
জড়ায়ে ধরিতে চায় যে আমারে, তারে বুকে তু'লে নিই।
সব মালিন্য, সব অভিশাপ, সব পাপতাপ তার
আমার পরশে ধুয়ে যায়, আর করি না তার বিচার।
প্রতি জীব হ'তে পারে মোর প্রিয়, শুধু মোরে যদি চায়,
আমারে পাইলে এই নর-নারী চির-পূর্ণতা পায়।"
হেরিনু, চন্দ্র-কিরণে তাঁর স্নিগ্ধ মমতা ঝরে,
তাঁহারি প্রগাঢ় প্রেম প্রীতি আছে ফিরোজা আকাশ ভ'রে।
তাঁহারি প্রেমের আবছায়া এই ধরণীর ভালোবাসা,
তাঁহারি পরম মায়া যে জাগায় তাঁহারে পাওয়ার আশা।
নিত্য মধুর সুন্দর সে যে নিত্য ভিক্ষা চায়,
তাঁহারি মতন সুন্দর যেন করি মোরা আপনায়।
অসুন্দরের ছায়া পড়ে তাঁর সুন্দর সৃষ্টিতে,
তাই তাঁর সাথে মিলন হ'ল না কভু শুভ-দৃষ্টিতে।
আমরা কর্ম্ম করি আমাদের স্বকল্যাণের লাগি'

www.pathagar.com

তিনি যে কর্ম্মে নিয়োগ করেন, সেথা হ'তে ভয়ে ভাগি!
মোরা অজ্ঞান, তাই তিনি চান, তাঁরি নির্দেশে চলি,
তাঁহার আদেশ তাঁরি পবিত্রগ্রন্থে গেছেন বলি'।
সে কথা শুনিনা, পথ চলি মোরা আপন অহঙ্কারে,
তাই এত দুখ পাই, এত মা'র খাই মোরা সংসারে।
চলে না তাঁহার সুনির্দ্দিষ্ট নির্ভয় পথে যারা,
অন্ধকারের গহ্বরে প'ড়ে মা'র খেয়ে মরে তারা।
তাঁর সাথে যোগ নাই যার, সেই করে নিতি অভিযোগ,
তাঁর দেওয়া অমৃত ত্যাগ করে বিষ করে তারা ভোগ।
ভিক্ষা করিয়া তাঁর কৃপা, কেহ ফেরেনি শূন্য হাতে,
যারা চাহে নাই, তারাই তাঁহারে নিন্দে অবজ্ঞাতে!
কার করুণায় পৃথিবীতে এ ফসল ও ফুল হাসে,
বর্ষার মেঘে নদ-নদী স্রোতে কার কৃপা নেমে আসে?
কার শক্তিতে জ্ঞান পায়, পায় এত যশ সম্মান,
এ জীবন পেল কোথা হ'তে, তা'র পেল না আজিও জ্ঞান।

এগ্রেসিড কোয়ানিশন পার্টি

১৮ অগ্রহায়ণ ১৩৪৮ ঃ ১৫ জেল্‌কদ ১৩৬০ হিজরী ঃ ৪ ডিসেম্বর ১৯৪১ তারিখ বৃহস্পতিবার "নবযুগ"-এর ১ম বর্ষ ঃ ৪২শ সংখ্যায় সম্পাদকীয় ছেঁড়া। উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবেই ছেঁড়া হ'য়েছে বলে অনুমিত হয়। সন্দেহ হ'তে পারে যে, ষড়যন্ত্রকারীদের তৎপরতা ব্যাপক। সে যাই হোক, এই সংখ্যায় একটি খবরের দিকে নজর দেওয়া যাক ঃ

"পরিষদের বিভিন্ন দলের নেতৃবৃন্দের বৈঠক

মিঃ ফজলুল হক কোয়ালিশন পার্টির নেতা নির্বাচিত

অদ্য পুনরায় বিভিন্ন দলের বৈঠক আহূত

মাননীয় এ.কে. ফজলুল হক সাহেবের সভাপতিত্বে গতকল্য সকাল ৯ ঘটিকার সময় ৩৫ নং থিয়েটার রোডে প্রগ্রেসিভ পার্টির এক গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। এই প্রগ্রেসিভ এসেম্বলী পার্টি নবগঠিত প্রগ্রেসিভ কোয়ালিশন পার্টির সহিত এসেম্বলী পার্টির সহযোগিতা করা সর্ব্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করিতেছে এবং এই প্রগ্রেসিভ পার্টির দলপতি মাননীয় মিঃ এ.কে. ফজলুল হককে উক্ত নবগঠিত প্রগ্রেসিভ কোয়ালিশন পার্টির নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে এবং সমস্ত অবস্থা বিশ্লেষণ করিয়া একটী বিবৃতি দিতে অনুরোধ করিতেছে।

সভায় আরো স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, প্রগ্রেসিভ পার্টির সেক্রেটারী মিঃ সৈয়দ বদরুদ্দোজাকে ক্ষমতা দেওয়া হইতেছে তিনি যেন পার্টির নির্দ্দেশমত কয়েকটি বিষয়ে একটী বিবৃতি প্রচার করেন।

প্রগ্রেসিভ কোয়ালিশন পার্টি

গতকল্য সন্ধ্যায় মাননীয় প্রধান মন্ত্রী মিঃ এ.কে. ফজলুল হকের বাসভবনে ব্যবস্থা পরিষদের বিভিন্ন দলের নেতৃবৃন্দের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হইয়া গিয়াছে।

www.pathagar.com

বহু আলোচনা ও পরামর্শের পর মাননীয় এ.কে.ফজলুল হককে নবগঠিত প্রগ্রেসিভ কোয়ালিশন পার্টির নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে অনুরোধ ....।"

লক্ষ্যণীয় যে, মুসলিম লীগেক বাদ দিয়ে বর্ণ হিন্দুদের আর্থ-সাংস্কৃতিক কায়েমী স্বার্থের প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক সংগঠন কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভার সঙ্গে আঁতাত করার সময় 'প্রগ্রেসিভ' শব্দটা জুড়ে দেওয়া হ'য়েছে। কিন্তু এই প্রগতিশীলতার শেষ রক্ষা হয় নি।

২৭ নভেম্বর বৃহস্পতিবার মিঃ জি. সি. গুপ্তের ২৩ নং সার্কাস অ্যাভিনিউস্থ বাসভবনে কর্মপন্থা নির্দ্ধারণ সংক্রান্ত সলাপরামর্শ সেরে ১ ডিসেম্বর সোমবার শের-ই-বাঙলা আবুল কাসেম ফজলুল হকের নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা পদত্যাগ পত্র দাখিল করেন। আর এর ঠিক দু'দিন পর কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভাকে অন্তর্ভুক্ত ক'রে মুসলিম লীগ বিবর্জিত নবগঠিত কোয়ালিশন পার্টির নেতা নির্বাচিত হ'লেন শের-ই-বাঙলা আবুল কাসেম ফজলুল হক। মুর্শিদাবাদের সুবিখ্যাত বাগ্মী সৈয়দ বদরুদ্দোজা আশা পোষণ ক'রেছিলেন যে, মুসলিম লীগের বিরুদ্ধাচরণের ফলে কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভা তাঁদেরকে চিরদিন কদর ক'রবেন। তখন তিনি ইতিহাসের নির্মম পরিহাসটুকু জানতে পারেন নি যে, ভবিষ্যৎ জীবন গঠনের জন্য তাঁর আপন সন্তানদেরকে একদিন পাকিস্তানে পাঠাতে বাধ্য হবেন এবং মুসলিম লীগ বিরোধিতার ত্রিশ বছর পর ১৯৭১-এ বাঙলাদেশের জন্ম লগ্নেই পাকিস্তানী চর, এই অভিযোগে ভারত রক্ষা আইনে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হ'তে হবে। ইতিহাসের এই করুণ শিক্ষা মীর জাফর আলী খাঁ এবং মীর কাসেম প্রমুখও পেয়েছিলেন। কিন্তু সৈয়দ বদরুদ্দোজা প্রমুখের মতোই এ শিক্ষা তাঁদেরও কোনো কাজে লাগে নি। কেননা, মর্মান্তিক ভুলের শিক্ষা বড় দেরীতে আসে। তখন আর সংশোধনের কোনো রাস্তা থাকে না।

শের-ই-বাংলার বাসভবনে

১৯ অগ্রহায়ণ ১৩৪৮ ঃ ৫ ডিসেম্বর ১৯৪১ তারিখ শুক্রবার সন্ধ্যায় ফজলুল হকের বাসভবনে কলকাতা ও হাওড়ার প্রায় তিন শ' সর্দ্দার হাজির হন।

মুসলিম বাংলা কায়েমের ইরাদা

১৯ অগ্রহায়ণ ১৩৪৮ ঃ ১৬ জেলকদ ১৩৬০ ঃ ৫ ডিসেম্বর ১৯৪১ তারিখ শুক্রবার "নবযুগ"-এর ১ম বর্ষ ঃ ৪৩শ সংখ্যায় চতুর্থ পৃষ্ঠায় প্রথম সম্পাদকীয় নিবন্ধ "নবযুগের সূচনা"-য় শের-ই-বাঙলার 'মুসলিম বাঙলা' কায়েমের ইরাদা ব্যাখ্যা করা হ'য়েছে এইভাবে।

"নবযুগের সূচনা

জনাব হক সাহেব প্রগতিশীল কোয়ালিশন দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া গতকাল যে বিবৃতি দিয়াছেন, তাতে বাঙলার জনসাধারণ নিশ্চয়ই নবীন আশায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে। কারণ, ইহাই তারা চাহিতেছিল, কায়েমী স্বার্থ খাজা-গজা ও শ্বেতাঙ্গ বণিকদের প্রভাবমুক্ত হইয়া বাঙলার গণ-নেতা বাঙলার গণ-মুক্তির কাজ সম্পন্ন করুন, গত কিছুকাল যাবৎ বাঙলার আকাশে বাতাসে এই প্রার্থনাই প্রতিধ্বনিত হইতেছিল। তাদের সে প্রার্থনা আজ পূর্ণ হইয়াছে।

হক সাহেব তাঁর এই বিবৃতিতে বলিয়াছেন ঃ "ভারতের জাতীয় জীবনের বিভিন্ন উপাদানকে একত্র সম্মিলিত করিয়া এই দল গঠিত হইয়াছে; ইহা ভারতের ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব্ব ঘটনা। ইহার ফলে, আমি আশা করি, কেবল সাম্প্রদায়িক মনোমালিন্য দূরই হইবে না, সকল সম্প্রদায়ের স্বার্থের জন্য কল্যাণকর সুপরিকল্পিত কর্ম্মতালিকাও গ্রহণ করা সম্ভব হইবে।"

www.pathagar.com

বাঙলার জাতীয় জীবনে এইটাই আজিকার সর্ব্বাপেক্ষা বড় কথা। দেশ আজ সাম্প্রদায়িকতায় বিষাক্ত হইয়া গিয়াছে। কতিপয় স্বার্থপর লোক নিজেদের নেতৃত্ব ও কায়েমী স্বার্থ বজায় রাখিবার দুষ্ট-মতলবে দিন-রাত সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ প্রচার করিতেছে। এই ধরণের প্রচারের ফলে সাম্প্রদায়িক সন্দেহ-অবিশ্বাস আজ চরমে উঠিয়াছে। তাতে দেশের নিতান্ত মামুলী রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও গঠনমূলক বিষয়গুলিও আমরা সাম্প্রদায়িক দৃষ্টি ব্যতীত অন্য কোনো দৃষ্টিতে বিচার করিতে পারিতেছি না।

অবস্থা এতদূর শোচনীয় হইয়াছে যে, দেশবাসীর শিক্ষা-সংস্কার, স্বাস্থ্যোন্নতি, পল্লী উন্নয়ন, কৃষি-শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি ব্যাপারেও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও সন্দেহ প্রবেশ করিয়াছে। এমন অবস্থায় কোনো দেশেরই উন্নতি হওয়া ত দূরের কথা, শান্তি-শৃঙ্খলার সঙ্গে দেশ-শাসনও চলিতে পারে না। তাই সকল সম্প্রদায়ের দেশবাসীই আজ সাম্প্রদায়িক তিক্ততায় বিরক্ত ও অতিষ্ঠ হইয়া পড়িয়াছে।

সেই জন্য বাঙলার সর্ব্বাপেক্ষা জনপ্রিয় ও বিশ্বস্ত নেতা হক সাহেবের মুখে সাম্প্রদায়িক শান্তির আহ্বান বাণী শুনিয়া আজ দেশবাসী আশায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে। হক সাহেব এই বিবৃতিতে আরও বলিয়াছেন ঃ "আমার বিশ্বাস, বাঙলার প্রতি গৃহ হইতে এই নব-সম্পাদিত মৈত্রীর সমর্থন করিয়া ইহার অভীষ্ট সিদ্ধির সহায়তা করা হইবে।" হক সাহেবের এই আশা পূর্ণ হইবে। সত্যই বাঙলার প্রতি গৃহ হইতে তাঁর সমর্থন ধ্বনিয়া উঠিবে; কারণ, তারা নিশিদিন এই প্রার্থনাই করিতেছিল। হক সাহেব তাঁর বিবৃতির উপসংহারে বলিয়াছেন ঃ "আমার স্থির বিশ্বাস আছে, এই দলের সাহায্যে আমি বাঙলায় সুখ-সমৃদ্ধির নবযুগ সৃষ্টি করিতে পারিবো।" আমরা যে অদূরাগত নবযুগের পদধ্বনি শুনিয়া "নবযুগ"- সম্পাদনার পবিত্র দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছি, হক সাহেবের কণ্ঠেও আজ সেই নবযুগেরই বাণী ধ্বনিয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু হক সাহেবের এ মহৎ প্রচেষ্টাকে সফল করিতে হইলে বিশেষভাবে মুসলিম বাঙলার একাগ্র সহায়তা চাই। এ সহায়তা লাভের পথে মুসলিম তরুণদের এবং শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের পরিচ্ছন্ন দৃষ্টি ও অপরিসীম সাহসের প্রয়োজন হইবে। কারণ, এ-পথের প্রতিবন্ধক, হক সাহেবের তথা মুসলিম-বাঙলার বৈরী ও বাঙলার গণশক্তির শত্রুরা অর্থে-বিত্তে ও প্রভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত। তাছাড়া, মুস্‌লিম লীগ প্রতিষ্ঠানও তাঁরাই ছলে-বলে-কৌশলে কুক্ষিগত করিয়া রাখিয়াছেন। ইসলামের নামে, মুসলিম স্বার্থের শ্লোগানে, মুসলিম সংহতির দোহাই দিয়া এরা মতলব হাসিল করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু মুসলিম লীগে মুসলিম জনসাধারণ প্রবেশ করুক, ইহা তাঁরা চান না। কারণ, মুস্‌লিম স্বার্থের নামে নিজেদের কায়েমী স্বার্থ রক্ষাই ইঁহাদের আসল উদ্দেশ্য। তাই ১৯৩৭ সালে যে অস্থায়ী মুসলিম লীগ কমিটি গঠিত হইয়াছিল সেইটাই ইঁহারা আজো বগল-দাবা করিয়া ঘুরিতেছেন। মুসলিম গণ-শক্তির ভয়ে ইঁহারা এই চারি বছরে প্রাদেশিক লীগের একটীও নির্ব্বাচন করান নাই। এই জন্যই হক সাহেব সেদিন লীগ সেক্রেটারীর নিকট পত্র লিখিতে গিয়া বলিয়াছিলেন যে, লীগ গণতন্ত্র জবেহ্ করা হইতেছে। মুসলিম জনসাধারণকে নির্বাচনের অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া মুসলমানদের "একমাত্র প্রতিষ্ঠানের" দাবীতে এই যে ধাপ্পা দেওয়া হইতেছে, এই ধাপ্পাটাই হক সাহেবের শত্রুদের শক্তির গূঢ় রহস্য। এই শক্তির যাদু কাঠিই ইঁহারা হক সাহেব ও তাঁর সমর্থকদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করিতেছেন। ইহাদের ইংরেজী মুখপত্র "স্টার" ও "একমাত্র দৈনিক" বলিতেছেন ঃ "দেখ, দেখ, হক সাহেব লীগের বিরুদ্ধে গিয়াছেন।"

www.pathagar.com

অথচ হক সাহেব লীগের বিরুদ্ধে যান নাই, এই তথাকথিত "লীগ"-ই হক সাহেবের বিরুদ্ধে গিয়াছে। হক সাহেব তাঁর বিবৃতিতে বলিয়াছেন ঃ "যে-সব লীগ-সদস্য আমাকে সমর্থন করিতেছেন, বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি হিসাবে আমি তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি। তাঁহাদের বিরুদ্ধে যতই প্রচার-কার্য্য চালানো হোক না কেন, তাঁহারাই মুসলিম লীগের আদর্শ ও বাণী প্রচারের প্রকৃত অধিকারী।"

সুতরাং হক সাহেব মুসলিম লীগ ত্যাগ করেন নাই। বাঙলার মুসলমানদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নেতার বিরুদ্ধে যাঁরা গিয়াছেন, তাঁরাই মুসলিম- বাঙলার বিরুদ্ধে গিয়াছেন। কারণ, মুসলিম লীগ কারো পৈত্রিক জমিদারী নয়, জমিদারীর 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' হইতে পারে বটে; কিন্তু মুস্‌লিম লীগের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইতে পারে না। বাঙলার অধিকাংশ মুসলমান যেখানে যে প্রতিষ্ঠানে জমায়েৎ হইবে, সেইটাই হইবে প্রকৃত মুসলিম লীগ। আজ বাঙলার মুসলিম গণ-শক্তি সমস্বরে হক সাহেবকে সমর্থন করিতেছে, সুতরাং তাঁরই নেতৃত্বে বাঙলার লীগ নেতৃত্ব।

আমরা আজিকার নবযুগের সূচনায় বিশেষ করিয়া মুসলিম তরুণদের কাছে একটি কথা বলিতে চাই। তাঁরা যেন কোনো গতানুগতিক সংস্কার বশে, অথবা সস্তা শ্লোগানের মোহে নবযুগের এই বাণীটীর, হক সাহেবের এই পদক্ষেপটীর এবং সকল সম্প্রদায়ের বাঙালীর এই সমাবেশটির অন্তর্নিহিত মর্ম্মটুকু হৃদয়ঙ্গম করিবার চেষ্টা করেন। নিখিল ভারতীয় জগন্নাথের রথের চাকারূপে বাঙলাকে পশ্চিম হইতে যেভাবে ঘুরানো হইতেছিল, সে বন্ধন হইতে বাঙলা আজ হক সাহেবের নেতৃত্বে মুক্তির প্রথম প্রয়াস পাইয়াছে। ইহাকে সফল করিবার, সকল প্রকার কায়েমী-স্বার্থী-মহল হইতে বাঙলার গণশক্তিকে উদ্ধার করিবার এ প্রয়াসকে জয়যুক্ত করিবার দায়িত্ব বাঙলার তরুণদের কাঁধে, এ কথা যেন তাঁরা বিস্মৃত না হন।"

নিবন্ধের শুরুতেই ব্যারিস্টার স্যার খাজা নাজিমুদ্দিনের ওপর যে ভাষায় হামলা চালানো হ'য়েছে তা নিতান্তই উস্কানিমূলক। এতে শালীনতার সীমা যে পুরোপুরি বজায় রাখা হ'য়েছে, এমনটা বলা চলে না। কথা উঠতে পারে ঃ ব্যারিস্টার হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে মন্ত্রিসভা থেকে ইস্তফা দিতে বলার আগে মুসলিম লীগের সাংগঠনিক দুর্বলতা মোচনের উদ্যোগ প্রদেশ মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্ট হিসাবে শের-ই-বাঙলা অন্তত নিজের তরফ থেকে নিতে পারতেন। ঠিক এজন্যই মন্ত্রিসভা ভেঙে দিয়ে কংগ্রেস আর হিন্দু মহাসভার সঙ্গে আঁতাত করার দরকার হ'য়েছে, এমনটা ভাবার সংস্থান মেলে না।ধর্মীয় সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দাবী দাওয়া ছেড়ে দিয়ে এর বিরুদ্ধে ভাষাগত সাম্প্রদায়িকতা দাঁড় করানোর প্রয়াস কেবলমাত্র মুসলমানদেরকেই বিভক্ত ক'রেছে, হিন্দুদেরকে নয়। কেননা, হিন্দু বাঙালীরা কোথাও কোনো বিষয়েই অবাঙালী হিন্দুদের বিরুদ্ধে টু শব্দটিও করেন নি। আর শুধু মুসলিম লীগে নয়, কংগ্রেস এবং হিন্দু মহাসভায়ও নেতৃত্বের শীর্ষে অবস্থান ক'রেছেন অবাঙালীরাই। বিভিন্নধর্মীয় সম্প্রদায়ের আর্থ-সাংস্কৃতিক সহাবস্থানের কর্মসূচী প্রণয়নের বিষয়ে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভা কিছুমাত্র দায়িত্ব স্বীকার বা আগ্রহ প্রকাশ করেছে কিনা সে উল্লেখ এড়িয়ে যাওয়া স্পষ্টতঃই পক্ষপাতিত্বের সামিল। যাঁকে প্রধান সম্পাদক হিসাবে দেখিয়ে এই ধরনের পল্লবগ্রাহী ও পক্ষপাতমূলক মন্তব্য পরিবেশন করা হ'য়েছে, এই অস্থির রাজনৈতিক প্রতিবেশে তাঁর সম্পর্কে অনেক অবাঞ্ছিত গুজবেরই জন্মলাভ সম্ভব। তাই মনে হয় ঃ কবি "নবযুগ"-এর সঙ্গে নিজেকে না জড়াতে দিলেই ভালো করতেন। কেননা, আল্লাহর রসুল এবং তাঁর

www.pathagar.com

খলিফাদের আমলের রাজনীতির সব মহৎ আদর্শই তখন নেতারা মসজিদে তালাচাবি দিয়ে তবেই তখৎ-এর লড়াইয়ে মাঠে নেমেছিলেন। আর কংগ্রেস এবং হিন্দু মহাসভাও পরিকল্পনা মাফিক কেবলমাত্র মুসলিম লীগের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির ইরাদায় ফজলুল হককে তখতে ওঠা-নামার জন্য যে বিকল্প মইটি এখন যুগিয়েছেন, সেটিও পরে সময় মতো সরিয়ে নেওয়ার ইতিহাসও মিলবে। স্মরণ রাখা দরকার যে, দেশবন্ধুর হিন্দু-মুসলিম প্যাক্ট যাঁরা এক সময় বানচাল ক'রে দিয়েছিলেন, তাঁরা এ সময়ও যে আগের ভুল শুধরে নেওয়ার ইরাদায় অনুরূপ কোনো কর্মসূচী নিয়ে এগিয়ে এসেছিলেন, এমন নয়।

একটা কথা শোনা যায় যে, শেষ পর্য্যায়ের "নবযুগ"-এ নজরুল ইস্‌লাম তাঁর কোনো কোনো সম্পাদকীয় কবিতায় লিখেছেন। প্রায় সব সংখ্যাতেই সম্পাদকীয় পৃষ্ঠা অর্থাৎ চতুর্থ পৃষ্ঠাতে আমি তাঁর কবিতা পেয়েছি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এগুলো তাঁর স্বনামেই ছাপা হ'তো। সেগুলোতে কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আক্রমণ থাকতো না। বিশেষ কোনো সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে তো নয়ই। তাঁর এ রকম কবিতাগুলোর মধ্যে দু'-একটিতে গদীনসীন হওয়ার ব্যাপারে ফজলুল হকের বিজয়কে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখা হ'য়েছে। তাঁর ধারণা হ'য়েছিল ঃ ফজলুল হক গরীব-দুঃখীদের কাছের মানুষ এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জন্য চেষ্টা ক'রছেন। তদুপরি তিনি মনে ক'রে থাকবেন যে, বাঙ্‌লার বিভক্তিকরণ রোধ ক'রতে হ'লে ফজলুল হকের হাত শক্ত করা দরকার। তাই যে-ভাবেই অর্জিত হোক না কেন, ফজলুল হকের সাফল্যকে তিনি আল্লাহর রহমতের ফল ব'লেই মনে ক'রেছেন। কিন্তু সম্ভবত অতিরিক্ত উদারতাবশত একটা বাস্তব বিষয় আদৌ আমল না দেওয়ার ফলে তাঁর হিসাব আখেরে মেলে নি। আর্থ-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে মুসলমানদের ভূমিকা স্পষ্টতঃই আত্মরক্ষামূলক। তাই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বনিয়াদ রচনার কাজটি বর্ণ হিন্দুদের দয়া, সহানুভূতি ও শুভবুদ্ধির ওপরই নির্ভরশীল। আর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর আমল থেকে প্রাপ্ত সুবিধাদির কোনো কিছুতেই ছাড় দিতে নারাজ হওয়ায় ভাষা নির্বিশেষে উপমহাদেশের বর্ণ হিন্দুরা ঐক্যবদ্ধ। আর্থ-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এই সাম্প্রদায়িক স্বার্থবুদ্ধিই তাদের জাতীয়তাবাদের মূল ভিত্তি এবং সেখানে মুসলমানরাই কেবল শত্রু হিসাবে চিহ্নিত হ'য়ে এসেছে। ইতিহাস, ভাষা, সাহিত্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাংবাদিককতা, অর্থনীতি, কর্মসংস্থান, প্রশাসন, রাজনীতি ইত্যাকার নানান ক্ষেত্রে এর শিকড় অনেক গভীরে। তাই যে কোনো গঠনমূলক উদ্যোগ নেওয়ার আগে এ সব তলিয়ে দেখা দরকার। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির আর্থ-সাংস্কৃতিক কর্মসূচী প্রণয়ন ক'রে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমল প্রমুখ মহান নেতারা স্বধর্মী বুদ্ধিজীবী ও নেতৃবৃন্দের প্রচন্ড বিরোধিতার মুখে তা বাস্তবায়নে অপারগ হ'য়েছিলেন। এই অসাফল্যের দায়দায়িত্ব মজলুম মুসলমানদের ওপর চাপিয়ে দিয়ে প্রগতিশীল সাজাটা কোনো কাজের কথা নয়। এর কোনো কাব্যিক সমাধানও হওয়ার নয়। কেননা, বিবাদটা ধর্ম নিয়ে নয়, কোনোধর্মীয় সম্প্রদায়ের বঞ্চনা, অধিকার বোধ ও দাবী-দাওয়া নিয়ে।

দরবেশ কবি

১৯ অগ্রহায়ণ, ১৩৪৮ ঃ ১৬ জেল্‌কদ ১৩৬০ ঃ ৫ ডিসেম্বর ১৯৪১ তারিখ শুক্রবার "নবযুগ"-এর উপরোক্ত ১ম বর্ষ ঃ ৪৩শ সংখ্যায় চতুর্থ পৃষ্ঠায় কবিতা "এ কি আল্লা'র কৃপা নয়?" সম্পাদকীয় হিসাবেই প্রকাশিত হ'য়েছে।

www.pathagar.com

এ কি আল্লা'র কৃপা নয়?

কাজী নজরুল ইস্‌লাম

এ কি আল্লা'র কৃপা নয়?
এ কি তাঁর সাহায্য নয়?
যথা ছিল শুধু পরাজয় ভয়,
সেখানে পাইলে জয়!
রক্তের স্রোত বহাতে যাহারা এসেছিল এই দেশে,
ধরেছে তাদের টুঁটি টিপে আজ তাঁর অভিশাপ এসে।
আল্লার আশ্রয় চেয়ে, আল্লার শক্তিতে আজ
তোমরা পেয়েছ আশ্রয় আর তারা পাইতেছে লাজ।
লোভ আর ভোগ চাহে যারা, নাই তাদের ধর্ম জাতি,
তাদের শুধু এক নাম আছে, রাক্ষস ব'লে খ্যাতি!
হউক হিন্দু, হউক ক্রীশ্চান, হোক সে মুসলমান,
ক্ষমা নাই তা'র, যে আনে তাঁহার দুনিয়ায় অকল্যাণ!
জুলুম যে করে শক্তি পাইয়া, দানব সে, সে অসুর,
আল্লার মা'র পড়ে তারে করে দুনিয়া হইতে দূর।
তাদেরই তরে দোজখে নরকে ভীষণ অগ্নি জ্বলে,
দলিছে যাহারা তাঁহার সৃষ্টি মানুষের পদতলে!
সকল জাতির সব মানুষেরে এক আল্লাহ্ সেই,
তাঁর সৃষ্টির বিচার করার কারু অধিকার নেই!
আমরা নিত্য চেষ্টা করিব যাইতে তাঁহারি পথে,
করিব না ভয়, আসুক আঘাত শত শত দিক হ'তে!
নির্য্যাতিতের আল্লাহ্ তিনি, কোনো জাতি নাই তাঁর,
যুগে যুগে মারে উৎপীড়কেরে তাঁহার প্রবল মা'র।
তাঁর সৃষ্টিরে ভালোবাসে যারা, তারাই মুসলমান,
মুস্‌লিম সেই, যে মানে এক সে আল্লার ফরমান।
দূর কর লোভ, ক্ষুদ্র অহঙ্কার,
ফেলিয়া দিও না, পাইয়াছ হাতে আল্লার তলোয়ার!
দূর ক'রে দাও সন্দেহ, দুর্বলের অবিশ্বাস,
সম্মুখে জাগুক পরম সত্য আল্লার উল্লাস!
খানিক পেয়েছ, মাণিক পাও নি, দেরী নাই, তাও পাবে,
তাঁর জ্যোতি চির-অভয়ের পথে নিত্য লইয়া যাবে!
চারিদিক হ'তে ঘিরিয়া আসিছে হের অগ্নির ঢেউ,
যারা তাঁর পথে রহিবে, তাদের মারিবে না কভু কেউ!
শুধু তাহারাই রক্ষা পাইবে! সাবধান, সাবধান!

www.pathagar.com

মহাযুদ্ধের রূপে আসিয়াছে তাঁর শেষ ফরমান!
তাঁর শক্তিতে জয়ী হবে, ল'য়ে আল্লার নাম, জাগো!
ঘুমায়ো না আর, যতটুকু পার শুধু তাঁর কাজে লাগো!
অন্তরে তব উঠুক ঝলসি' আল্লার তলোয়ার,
ভিতরের ভয় ঘুচিলে, আসিবে এই হাতে আরবার।
কোনো ব্যক্তিরে করিও না পূজা, এক তাঁর পূজা কর,
রাজনীতি নয় মুক্তির পথ, এক তাঁর পথ ধর!
মানুষের লোভ বাড়ায়ে দিও না তার জয়ধ্বনি ক'রে,
মানুষের ত্রাতা ভাবিলে অমনি আল্লাহ্ যান স'রে।
তাঁর দেওয়া কৃপা শক্তির চেয়ে ভাই
মানবের জ্ঞানে দানব মারার কোনো সে শক্তি নাই।
চুক্তিতে আর যুক্তিতে কভু মানুষ বদ্ধ হয়?
তিনি প্রেম দিলে ত্রিভুবন হয় সাম্য শান্তিময়!
আমি বুঝিনাক কোনো সে 'ইজ্‌ম্' কোনোরূপ রাজনীতি,
আমি শুধু জানি, আমি শুধু মানি, এক আল্লার প্রীতি!
ভেদ-বিভেদের কথা বলে যারা, তারা শয়তানী চেলা,
আর বেশী দিন নাই, শেষ হ'য়ে এসেছে তাদের খেলা!
থাকি কি না থাকি এই দুনিয়ায়, তোমরা থাকিয়া দে'খো,
সেদিন সিজ্‌দা ক'রো আল্লারে, কাঁদিয়া তাঁহারে ডেকো!
সেদিন সত্য হয় যদি তাঁর এই বান্দার কথা,
ঘুচে যাবে মোর চির জনমের সকল দুঃখ-ব্যথা!
মানুষ আবার তাঁর প্রেমে নেয়ে চির-পবিত্র হোক!
জিনের দুনিয়া লভুক আবার জান্নাতের আলোক!

দরবেশ কবি নজরুল! আল্লাহ্ নিবেদিত প্রাণ! ইসলামী দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ সাধক কবি। সর্বশ্রেষ্ঠ ইসলামী চিন্তাবিদ কবি। আল্লাহর ন্যায়দন্ড একটাই। সেখানে হিন্দু-মুসলমান-খ্রীষ্টান-জৈন-বৌদ্ধ, ভাষা-বর্ণ-গোত্র-গোষ্ঠি ইত্যাদি নির্বিশেষে সবার সব কিছুতেই সমানাধিকার। এ সব কিছুই তৌহীদবাদী চিন্তাধারার অন্তর্ভুক্ত। কবি ইসলাম বহির্ভুত কিছু বলেন নি। তলিয়ে বোঝা দরকার।

কারো কারো দেখা যায়, অবিবেচনাপ্রসূত মন্তব্য করার খসলৎ আছে। তাই এখানে একটা ঐতিহাসিক নজির উল্লেখ করা দরকার।

"ইসলামের সার্ব্বভৌম প্রকৃতি সম্বন্ধে একটী বিষয় উল্লেখ করার যা ইসলামের চরম দুঃসময়েই ঘটেছিল। কিতাবুল ফখ্‌রীর প্রথম অধ্যায়েই যেখানে ইসলামের শিক্ষানুযায়ী ন্যায়জ্ঞান রাজার অন্যতম গুণ সম্বন্ধে বিষেশ জোর দিয়ে লেখা আছে– বর্ণিত আছে, যখন হালাকু বাগদাদ অধিকার ক'রে হতভাগ্য কিন্তু অপদার্থ আব্বাসীয় খলিফাকে তার দয়ার ভিখারী ক'রে ফেলেছিল, তখন তার আদেশানুসারে আহূত উলামার মজলিসে সে একটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করল এবং উলামাদের ফতোয়া দাবী করল। এই প্রশ্নের উত্তরের উপর খিলাফতের ভবিষ্যৎ নির্ভর ক'রছিল। প্রশ্নটী এই– "শরিয়ৎ অনুসারে ন্যায়পরায়ণ অবিশ্বাসী অমুসলমান বাদ্‌শাহ ও অন্যায় পরস্ত বিশ্বাসী মুসলিম বাদ্‌শাহের মধ্যে কে রাজ্যশাসনের জন্য বেশী উপযুক্ত।"

www.pathagar.com

"এই প্রশ্ন শুনে উলামাগণ বিস্ময়বিমূঢ় হ'য়ে গেলেন, কি উত্তর লিখবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না। তখন উলামা-ভূষণ–সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আলিম রিজাউদ্দিন আলি-ইবন তাউস প্রশ্নপত্র হাতে করে উঠে এই উত্তর লিখে আপনার নাম স্বাক্ষর করলেন; – কারণ এই হ'লো একমাত্র উত্তর। মুসলিমগণ কখনও দুইটী বিভিন্ন ন্যায়দন্ড রাখতে পারে না–একটী মুসলিমের জন্য অন্যটী অমুসলিমের জন্য। কারণ, খোদার নিকট একটী মাত্র ন্যায়দন্ড। তাঁর বিচার সকলের জন্যই এক, তাঁর নিকট কোন প্রিয়পাত্র নাই। তাঁর আইন যে মেনে চলে, সেই তাঁর প্রিয়পাত্র, সে যেই হোক আর যেখানেই থাকুক না কেন। কোন একটী বিশেষ ধর্মমত মেনে চলা বা কোন বিশেষ অনুষ্ঠান পালন করা তাঁর বিচারের মাপ কাঠি নয়। তাঁর বিচারের মাপকাঠি হ'চ্ছে চরিত্র ও কাজ। ভাল কাজের ফল ভাল, খারাপ কাজের ফল খারাপ– এ যেমন ব্যক্তির পক্ষে খাটে, তেমনি জাতির পক্ষেও খাটে।

"এই হ'লো ইসলামের শিক্ষা। এর মর্য্যাদা ও ফলের দৃষ্টান্ত মুসলিম সভ্যতার উত্থান-পতনের ইতিহাস ব্যতীত অন্য কোথাও এত সুন্দরভাবে অঙ্কিত নাই।" (১৯২৭ সনের জানুয়ারী মাসে মাদ্রাজে ইংরেজ নও মুসলমান মুহম্মদ মারমাডিউক পিকথল ইংরেজীতে যে সুদীর্ঘ বক্তৃতা দেন, সেটির আবুল হুসেনকৃত বঙ্গানুবাদ শ্রাবণ ১৩৩৪ থেকে "সওগাত"- এর কয়েকটি সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। উদ্ধৃতিটি আশ্বিন ১৩৩৪-এ প্রকাশিত সেই মহার্য্য বক্তৃতার অংশবিশেষ থেকে।)

অতএব তত্ত্বের দিক দিয়ে নজরুল ইসলাম ঠিকই আছেন। কিন্তু এই তত্ত্বের ধার কংগ্রেস বা হিন্দু মহাসভা কোনো দিন ধারেন নি। স্বজাতির মঙ্গলের জন্য অন্য জাতির অমঙ্গলের বঙ্কিমী তত্ত্বই তাঁরা কার্যত অনুসরণ ক'রেছেন। ঠিক এই জায়গাটিতেই মুসলিম লীগের সঙ্গে আপোষ হ'তে পারে নি। জনসংখ্যানুপাতে চাকরী এবং আইন সভায় আসন সংরক্ষণ, কোয়ালিশন সরকার, পাঠ্যতালিকা, প্রজাতন্ত্র অর্থাৎ পুরোপুরি বৃটিশ উচ্ছেদ, ইত্যাকার নানান আর্থ-সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রশ্নে। প্রকৃত ধর্ম নিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রও কেবলমাত্র আল্লাহ্‌কে সার্বভৌম মেনে বিভিন্নধর্মীয় সম্প্রদায়ের আর্থ-সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সহাবস্থানের কর্মসূচীর ভিত্তিতেই গ'ড়ে তোলা সম্ভব। গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষ, এই দু'টি শব্দ সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করেও যে তা কাগজী ব্যাপারে পর্যবসিত হ'তে পারে এবং গোপন সার্কুলার ও দৈনন্দিন কাজকর্মে শাসক সম্প্রদায় যে কার্যত উল্টোটাই ক'রতে পারেন, সে প্রমাণ ভারতের বর্ণ হিন্দু শাসক সম্প্রদায় সাতচল্লিশের পরও দিতে কসুর করেন নি। কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে পশ্চিম বঙ্গের বাঙলাভাষী মুসলমানদের হাল, ভারতের বিভিন্ন এলাকায় প্রাত্যহিক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, ভাষা, সাহিত্য ও ইতিহাস বিষয়ে শিক্ষা স্তরগুলোতে পাঠ্যসূচী, পাঠ্য তালিকা এবং অন্যান্য উদ্দেশ্যমূলক আর্থ-সাংস্কৃতিক তৎপরতা ইত্যাদি এতদিনেও যে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছে দেয় তাতে কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভার আসল উদ্দেশ্যের পক্ষ সমর্থন ক'রে ওকালতি করার মতো কিছু অবশিষ্ট থাকে না। অতএব আপত্তি হিন্দু ব'লে নয়, নিরপেক্ষ নয় বলে। মুসলিম লীগ সব সময় এই নিরপেক্ষতাটুকুই মাত্র দাবী ক'রেছিল। বৃটিশ উপনিবেশিক ভারতে মুসলিম লীগের ভূমিকা আগাগোড়াই ছিলো আত্মরক্ষামূলক (ডিফেনসিভ)। অন্যদিকে বর্ণহিন্দু স্বার্থের প্রতিনিধিত্বকারী কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভার অবস্থান ছিলো খুবই সুবিধাজনক পরিস্থিতিতে। তাই আর্থ-সাংস্কৃতিক সমস্যাদির কোনো কিছুই তাঁরা আপোষে ফয়সলা করতে রাজী হন নি। মুসলিম লীগের সঙ্গে তাঁরা আলোচনার টেবিলে বসতেই নারাজ ছিলেন। কেননা, তাঁরা

www.pathagar.com

সুনির্দিষ্টভাবেই জানতেন যে, বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলে পাওয়া বাড়তি সুবিধাদির অনেক কিছুই হিন্দু সম্প্রদায়কে ছাড়তে হবে। এই লোকসান এড়ানোর অন্যতম কৌশল হিসাবে তাঁরা ব'লতেন ঃ মুসলিম লীগ মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব করে না; প্রতিনিধিত্ব করে আহ্রার পার্টি, জমিয়তে ওলামার আব্দুল কালাম আজাদ, হুমায়ুন কবীর ইত্যাদি। কংগ্রেস যে স্বাধীনতার প্রস্তাবকে ডমিনিয়ন স্টেটাসে নামিয়ে এনেছিল, সেটারও মূল উদ্দেশ্য ছিলো ঃ বৃটিশ ছত্রছায়া আর-এও কিছুদিন বজায় রেখে সংখ্যাগরিষ্টের শাসনের ভিত্তিটা আরো পাকাপোক্ত করে মুসলমানদেরকে হয় হিন্দু, না হয় নিশ্চিহ্ন করার পর তখন স্বাধীনতার দাবী জানানো। এই বাস্তব উপলব্ধির প্রেক্ষিতেই মুসলিম লীগের তরফে পাকিস্তান প্রস্তাব পেশ করা হ'য়েছিল। এবার কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভা খোদ মুসলিম লীগের মধ্যে ভাঙন সৃষ্টিতে উঠে প'ড়ে লাগলেন। মুসলিম লীগের ঐতিহাসিক লাহোর অধিবেশনে পাকিস্তান প্রস্তাব পেশ করা হ'য়েছিল। এবার কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভা খোদ মুসলিম লীগের ঐতিহাসিক লাহোর অধিবেশনে পাকিস্তান প্রস্তাব উত্থাপিত হওয়ার পর এই লক্ষ্যেই শের-ই-বাঙলাকে তাঁরা অবাঙালী মুসলমান এবং মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে মদদ দিতে এগিয়ে এলেন। কিন্তু হিন্দু বাঙালীরা কেউ অবাঙালী হিন্দু কিংবা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে একটি শব্দও উচ্চারণ ক'রলেন না। ফলে মুসলিম নেতৃবৃন্দের মধ্যে বিবাদের সুযোগে হিন্দু নেতৃবৃন্দ কিন্তু এটা ধার্য করার সুযোগ পেলেন যে, কোথায় কতটুকু জায়গা নিয়ে পাকিস্তান হবে। এরপর ফজলুল হক, সোহরাওয়ার্দী, আবুল হাশেমসহ মুসলিম নেতৃবৃন্দকে পাকিস্তানেই চালান ক'রে দিয়ে ভারতের বিশাল পরিমাণ মুসলমানের কপাল ভাঙার ব্যাপারে নিরাপদ হলেন। রাজনীতিতে অব্যবস্থিতচিত্ততা ও অপরিণামদর্শিতার পরিণাম যে তাঁদের সম্প্রদায়ের জন্য কতখানি ভয়াবহ হ'তে পারে তা সেদিন শের-ই-বাঙলা এবং সৈয়দ বদরুদ্দোজারা তলিয়া দেখেন নি। ভারতীয় মুসলমানদের কাছে এখন ১৯৪৭ এক অভিশপ্ত সাল। এর কারণগুলোর মধ্যে আছেঃ

এক, আর্থ-সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলে মুসলমানরা ইতোপূর্বেই যে সব বঞ্চনার শিকার হ'য়েছিলেন উনিশ শ' সাতচল্লিশোত্তর ভারতে সেগুলো পুরোপুরি বহাল থাকলো;

দুই, সাতচল্লিশোত্তর ভারতে রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, সামরিক, আইন ও অন্যান্য বিভাগীয় ক্ষমতায় বর্ণ হিন্দুরা নিরঙ্কুশভাবে অধিষ্ঠিত থেকে চাকরী-বাকরী ও শিক্ষাসহ আর্থ-সাংস্কৃতিক সমস্ত স্তরে মুসলমানদেরকে অধিকতর বঞ্চিত ও অবদমিত ক'রে ক্রমে আর্থ-সাংস্কৃতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে এক সর্বহারা উপজাতিতে পরিণত করার বন্দোবস্ত করে;

তিন, নিছক কোণঠাঁসা করার ও অবৈধ চাপ বজায় রাখার অন্যতম কৌশল হিসাবে ভারতীয় মুসলমানদেরকেও পাকিস্তান সৃষ্টির জন্য অহেতুক দায়ী সাব্যস্ত এবং পাকিস্তানের প্রতি অনুগত ব'লে প্রচার করা হয় ;

চার, পাকিস্তান এবং পরে বাঙলাদেশেও হিন্দুরা নানানভাবে অত্যাচারিত হচ্ছে, মতলব মাফিক এই প্রচারাভিযান চালিয়ে ভারতীয় মুসলমানদের জান-মাল এবং ইজ্জতের ওপর হামলা মারফৎ মাশুল আদায় করা হয়;

পাঁচ, সাতচল্লিশোত্তর ভারতে বিভিন্ন সময়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কবলে প'ড়ে মুসলমানরা শহর ও গঞ্জ এলাকা ছেড়ে জান-মাল ও ইজ্জত রক্ষার্থে মুসলিম অধ্যুষিত গন্ডগ্রামসমূহে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন;

www.pathagar.com

ছয়, ভারত সরকারের ১৯৬৫ সনের ১৬ জুনের এক গোপন সরকারী নির্দেশিকা অনুসারে অন্তত ১৯৭১ সাল অবধি পূর্ববঙ্গসহ পাকিস্তান থেকে হিন্দুরা ভারতে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে নাগরিকত্ব এবং পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স পর্য্যন্ত সরকারী চাকরী পেয়েছেন। এই বয়ঃসীমার ছাড় কার্যত কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিশ-পঁচিশ বছরে দাঁড়িয়েছিল। বর্ণ হিন্দুরা ক্ষমতাসীন ও নিয়োগকর্তা হওয়ায় রক্ষা কবচ হিসাবে তফসিলী জাতি ও উপজাতির লোকদের জন্য যেখানে চাকরী-বাকরী এবং আইন সভায় আসন সংরক্ষিত, সেখানে ভাষা নির্বিশেষে মুসলমানদের জন্য অবশিষ্ট রাখা হয় আনুগত্যহীনতার বানোয়াট অভিযোগ। অন্যদিকে ভারতীয় মুসলমানরা পাকিস্তানে গিয়ে নাগরিকত্ব ও চাকরীর সুযোগ ক্বচিৎ পেয়েছেন, অতিরিক্ত সুযোগ তো নয়ই। ফলে, অনেকেই আবার ভারতে ফিরে আসতে বাধ্য হ'য়েছেন। এমতাবস্থায় তারা নিজেদেরকে পুলিশী হয়রানির শিকারে পরিণত করা ছাড়া আর কিছুই ক'রতে পারেন নি;

সাত, জান-মাল ও ইজ্জতের ভয়ে মুসলমানরা ক্রমান্বয়ে ভারতের মুসলিম অধ্যুষিত বিভিন্ন গন্ডগ্রামে আশ্রয় নিতে বাধ্য হওয়ার ফলে তা তাদের তরফে শিক্ষা ও আর্থিক সামর্থ্যের দিক দিয়ে পিছিয়ে পড়ার অন্যতম উপাদান হিসাবে সংযোজিত হয়;

আট, তপসিলী জাতি ও উপজাতির জন্য থাকলেও মুসলমানদের আর্থিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে চাকরী-বাকরী ও প্রতিনিধিত্বের অধিকার সংরক্ষিত না থাকায় তারা খুব সহজেই বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গীর শিকার হ'য়ে আসছেন। ফলে, বাঙলাদেশের দশ শতাংশ হিন্দু সেখানে বিভিন্ন দফতরে, অফিস আদালতে, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যে বিপুল হারে আছেন এবং আসছেন, পশ্চিম বঙ্গে বাঙলাভাষীদের চল্লিশ শতাংশ মুসলমান হ'লেও এর এক শতাংশ সুযোগও এখানে তাদের নসীবে জোটে না।

পাকিস্তান ও বাঙলাদেশের মুসলমানরা সেখানকার হিন্দুদেরকে আমানত হিসাবে দেখেন; অন্যপক্ষে ভারতীয় হিন্দুরা এখানকার মুসলমানদেরকে খেয়ানত মনে করেন। এভাবেই শের-ই-বাঙলা, সোহর্ওয়ার্দ্দী, আবুল হাশেম, বদরুদ্দোজাদের বাঙালী জাতীয়তাবাদ ভারতের বাঙলাভাষী মুসলমানদের কাছেও চরম অভিশাপ হ'য়ে দেখা দিয়েছে। তাদের এই বিপর্যয়কর অবস্থার কথা ভারতীয় হিন্দু বাঙালীরা চিন্তা করেন না, পাকিস্তানী কিংবা বাঙলাদেশী মুসলমানরাও নয়। এই পরিণতির মানদন্ডেই ১৯৪৭ এবং ১৯৭১-এর মূল্যায়ন সম্ভব। সেখানে দেখা যাবে যে, কংগ্রেসের অখন্ড ভারতীয় জাতীয়তাবাদ, পাকিস্তানের মুসলিম জাতীয়তাবাদ এবং শের-ই-বাঙলা ও শাহ্ সাহেবদের বাঙালী জাতীয়তাবাদ কোনোটারই ইজ্জত বজায় থাকে নি। ভারতীয়তা ও বাঙালীত্বের নামে পরিকল্পিত হিন্দু জাতীয়তাবাদের বিপ্রতীপে বাঙলাভাষী মুসলমানদের জাতীয়তাবাদ কোনো সুসংবদ্ধ চেহারা পায় নি।

কৈফিয়ৎ তলব

২০ অগ্রহায়ণ ১৩৪৮ : ১৭ জেল্কদ ১৩৬০: ৬ ডিসেম্বর ১৯৪১ তারিখ শনিবার সকালে শের-ই-বাঙলা আবুল কাসেম ফজলুল হক গভর্ণরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এ দিন সারা ভারত মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্ট কায়েদ-ই-আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ এক টেলিগ্রামে বিশ্বাসঘাতকতার সমতুল্য আচরণের জন্য আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে প্রদেশ মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্ট শের-ই-বাঙলা আবুল কাসেম ফজলুল হককে কৈফিয়ৎ পাঠাতে ব'ললেন।

www.pathagar.com

কৈফিয়ৎ তলবের বিরুদ্ধে সম্পাদকীয়

২০ অগ্রহায়ণ ১৩৪৮:১৭ জেল্কদ ১৩৬০:৬ ডিসেম্বর ১৯৪১ তারিখ শনিবার "নবযুগ"- এর ১ম বর্ষ: ৪৪শ সংখ্যায় প্রথম সম্পাদকীয় নিবন্ধ "অপরাধীর পাল্টা অভিযোগ"। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরিস্থিতি সম্পর্কিত সম্পাদকীয় নিবন্ধ "তুরস্কের নিরপেক্ষতা" এই সংখ্যাতেই প্রকাশিত হ'য়েছে। এই সংখ্যায় অষ্টম পৃষ্ঠায় "রূপ ও ছন্দ" বিভাগে প্রকাশিত বিভাগীয় সম্পাদক "রূপকারের খোলা চিঠি" সম্ভবত তাঁরই লেখা ঃ

"রূপকারের খোলা চিঠি

[অভিনেতার উদ্দেশে]

তোমাদের জনপ্রিয়তার তুলনা নেই– দিনের পর দিন দর্শকবৃন্দ করতালি ধ্বনিতে তোমাদের অভিনন্দন জানায়। কোনো একটি নাটকে বিশেষ ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে ব'লে ঘোষণা করার পর তোমরা কেউ কেউ যদি পাদ-প্রদীপের সম্মুখে অবতীর্ণ না হও, তবে দর্শক দল উন্মত্ত হ'য়ে টিকিট ঘরের দিকে ধাওয়া করে এবং টিকিটের দাম ফেরৎ চায়! তোমাদের নাম একাধারে ছেলেদের ও মেয়েদের হোস্টেলের গুরুমন্ত্র হ'য়ে ওঠে। প্রাচীর পত্রে বিরাট হরফে তোমাদের নাম ছাপা হয় এবং সমগ্র কলকাতার শহর ছেয়ে ফেলে। তা ছাড়া গোটা বছর নানা কাগজে বিভিন্ন বেশে এবং বিভিন্ন ঢং-এ তোমাদের ছবি ছাপা হয়। সেই ছবি মুটে-মজুর থেকে শুরু ক'রে আধুনিক মহিলাদের কক্ষে পর্য্যন্ত নানাভাবে বাঁধাই হ'য়ে শোভা পায়। তোমরাও এদের মনরঞ্জনের জন্যে কম চেষ্টা কর না। কন্‌-কনে শীতে যখন দর্শক দল সোয়েটার আর আলোয়ানে দেহ জড়িয়ে চা পান করতে করতে অভিনয় দেখ্‌তে থাকে, তখন তোমরা অভিনয়ের খাতিরে হয়ত খালিগায়ে বারিসিক্ত দেহে এসে রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হও। আবার দারুণ গরমে যখন দর্শক দল আদ্দির পাঞ্জাবীতে দেহ মোলায়েম ক'রে বৈদ্যুতিক পাখার হাওয়া সেবন এবং বরফ লেমনেড পান করতে করতে অভিনয় উপভোগ করে, তখন তোমরা হয়ত গরম কম্বলে দেহ আবৃত ক'রে রোগীর ভূমিকায় হাঁস-ফাঁস করতে থাকে। এ শুধু এক দিনের ব্যাপার নয়– দিনের পর দিন। দর্শক দল তোমাদের বিচার ক'রতে গিয়ে একেবারে নির্ম্মম হ'য়ে ওঠে– সমালোচকের দল লেখনী বাগিয়ে বসে থাকে– তারি ভেতর দিয়ে তোমরা যশের সু-উচ্চ সোপানে উঠে যাও। কিন্তু যারা তোমার প্রশংসা করে– যারা তোমাদের ছবি শয়ন-কক্ষে ঝুলিয়ে রেখে দেয়, তারাও একদিনের জন্য তোমাদের ক্ষমা ক'রতে চায় না। তারা মনে করে, অভিনেতার কখনো শরীর অসুস্থ হ'তে নেই। একদিন স্বরভঙ্গ হ'লে তারা প্রেক্ষগৃহে মারমুখো হ'য়ে উঠে এমন ভাষায় তোমাদের অভিনন্দন জানায় যে, ভুলে যেতে হয়– দুদিন আগে করতালি ধ্বনিতে এরাই তোমায় বরণ ক'রে নিয়েছিল। তোমাদেরও আছে সংসার, আছে ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ, আছে ব্যাধি অনটন। কিন্তু দর্শকদল তা মানতে চায় না ব'লেই প্রত্যহ বুকের ব্যথা চেপে মুখে হাসি এনে তোমাদের অভিনয় ক'রে যেতে হয়। ক্রমে ক্রমে সমস্ত জীবনটাই তোমাদের অভিনয় হ'য়ে ওঠে। সবাই তোমাদের উপস্থিতি কামনা করে– কিন্তু কেউ তোমাদের অন্তরঙ্গ হ'য়ে ওঠে না। তোমরা পাঁকের ভেতর থেকে লীলা-কমল ফুটিয়ে দর্শকদের অঞ্জলি দাও।"

উল্লেখ্য যে, কবি এ সময়ও শুধু সঙ্গীত ও সাংবাদিকতা নয়, চিত্র ও মঞ্চ জগতের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। এ পর্য্যায়ে তাঁর আধ্যাত্মিক অনুসন্ধিৎসা আগের চেয়েও প্রবল হ'য়েছিল এবং লেখায়ও

www.pathagar.com

তা অত্যন্ত গভীরভাবে প্রতিফলিত হ'চ্ছিল। এর সঙ্গে মিশেছে সাংবাদিক সাংস্কৃতিক কর্তব্যবোধ এবং রাজনৈতিক দায়িত্ব। এসব কিছুই তখন তাঁর সাধনার এবং গবেষণামূলক নিরীক্ষারই বিভিন্ন দিক। তবে স্মরণ রাখা দরকার যে, তখনকার অনিকেত রাজনীতির সূচনাপর্বেই তিনি সুস্থ ছিলেন। এর পর টানাপোড়েনের কিছুই তিনি দেখার ও বোঝার সুযোগ পান নি। রাজনৈতিক দর্শন ও আদর্শের অনটনের জের ভারতের বাঙলাভাষী মুসলমানদের ওপরও যে কতখানি মর্মান্তিকভাবে প'ড়তে পারে তা তিনি নিদারুণ অসুস্থতার ফলে জানতে পারেন নি। এর বিরুদ্ধে কোনো প্রতিক্রিয়াও প্রকাশ করার সুযোগ পান নি।তিনি। অখন্ড ভারতের গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার ফাঁকী তিলে তিলে ভারতীয় মুসলমানদেরকেই উপলব্ধি ক'রতে হ'চ্ছে সব চেয়ে বেশী। সেদিনের মুসলিম লীগের অভিযোগগুলো যে সঠিক ছিলো এবং এ বিষয়ে দূরদর্শিতাও যে ছিলো, সে প্রমাণই ভারতীয় মুসলমানরা সব কিছুতেই পাচ্ছেন। কিন্তু সে সমস্যার সুরাহা উপমহাদেশের বিভক্তিকরণের মধ্য দিয়ে হ'য়েছে ব'লে তারা মনে করেন না। ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদ ভারতের বাঙলাভাষী মুসলমানদের কাছেও তাই এক অবাস্তব ব্যাপার। ভাষা কোনো জীবন ব্যবস্থা নয়; তাই এর ওপর যুক্তিযুক্তভাবে কোনো জাতীয়তাবাদও দাঁড়াতে পারে নি। আর ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে হিন্দু বাঙালী নেতৃবৃন্দের তরফ থেকে কোনো সামগ্রিক সাড়া মেলে নি। সে জন্যই হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে বাঙালীরা ঐক্যবদ্ধ হ'তে পারে নি। হিন্দু বাঙালীরা হিন্দী ও অন্যান্য ভাষাভাষী হিন্দুদের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেছেন এবং সেটা পূর্বাপর অটুটও রেখেছেন। মাঝখানে ফজলুল হক প্রমুখ নেতৃবৃন্দ বাঙলাভাষী জাতীয়তাবাদের কথা ব'লে : এক, ইসলামী জীবনব্যবস্থা ভিত্তিক জাতীয়তাবাদের বিরোধিতা করেছেন; দুই, মুসলিম লীগকে বিভক্ত ও দুর্বল ক'রে দিয়েছেন, তিন, মুসলিম লীগের কর্মসূচী যা-ই থাক না কেন, তা অনেকখানি বানচাল ক'রে দিয়েছেন এবং পুরোপুরি সফল হ'তে দেন নি, বরং সুস্থভাবে কর্মসূচী প্রণয়নের ক্ষেত্রেও অন্তরায় সৃষ্টি ক'রেছেন; চার, ভারতের বাঙলাভাষী মুসলমানদেরকে স্থায়ীভাবে আর্থ-সাংস্কৃতিক বঞ্চনার শিকারে পরিণত করেছেন। সেদিন ভারতের অন্যান্য ভাষাভাষী মুসলমানদের বিষয়েও মুসলিম লীগকে এই বিবাদ ও বিরোধিতার বিষয়ে সুস্থভাবে চিন্তা করতে দেয় নি। আরো বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, উপমহাদেশের বিভক্তিকরণের জন্য এবং সর্বোপরি ভারতীয় মুসলমানদের এই করুণ অবস্থার জন্য কংগেস, মুসলিম লীগ এবং হিন্দু মহাসভাসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, প্রতিষ্ঠান কিংবা নেতৃবৃন্দের কে কতখানি দায়ী, সেটার সঠিক মূল্যায়ন তথ্য-প্রমাণাদির ভিত্তিতে আজো হ'লো না। যে জন্য ভারতীয় মুসলমানদের ওপর অতিরিক্ত সাংস্কৃতিক আনুগত্য প্রদর্শনের জন্য চাপ সৃষ্টি করা হয়, তাদেরকে নানান আর্থ-সাংস্কৃতিক বঞ্চনার শিকারে পরিণত করা হয়, এমন কি, পাকিস্তান কিংবা বাঙলাদেশে কী হ'য়েছে বা হ'চ্ছে, সেজন্য তাদের জান, মাল, ইজ্জত এবং আর্থ- সাংস্কৃতিক অস্তিত্বের ওপরও হুমকি সৃষ্টি হয়, সেই ১৯৪৭ সম্পর্কে অনেক প্রশ্নই তাদের কাছে বাঁচার প্রশ্ন হ'য়ে আছে। এ প্রশ্ন পাকিস্তানী ও বাঙলাদেশী মুসলমানরা এড়িয়ে যাওয়া হয়তো নিরাপদ মনে ক'রতে পারেন; কিন্তু প্রতিটি ভারতীয় মুসলমান, এমন কি ভারতের বাঙলাভাষী মুসলমানদের কাছেও এটাই হ'লো বাঁচার প্রশ্ন। এই বাস্তব পরিস্থিতির মানদন্ডেই সাতচল্লিশ-পূর্বকালের রাজনীতির মূল্যায়ন সম্ভব। আর ঠিক এইখানেই ভারতীয় মুসলমানদের সঙ্গে, এমন কি ভারতের বাঙলাভাষী মুসলমানদের সঙ্গেও পাকিস্তানী বা বাঙলাদেশী মুসলমানদের অনুভূতির পার্থক্য ঘটে গেছে। ১৯৪৭ সাল পাকিস্তানী বা বাঙলাদেশীদেরকে যতখানি সুযোগ দিয়েছ, ভারতীয় মুসলমানদেরকে তা ঠিক ততখানিই সুযোগহীনতা এবং মসিবত দিয়েছে।

www.pathagar.com

কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভা আর্থ-সাংস্কৃতিক কোনো কিছুতেই প্রতিষ্ঠিত সুবিধাদি ছাড়তে নারাজ ছিলো ব'লেই মুসলিম লীগের সঙ্গে আলোচনার টেবিলে ব'সতে রাজী হয় নি। পাকিস্তানের নামে কিছু এলাকা ছেড়ে মুসলিম নেতৃবৃন্দকে সেখানে চালান ক'রে দিয়েছিল এই ইরাদায় যে, ঐ প্রতিষ্ঠিত স্বার্থসমূহ ভারতে আরো সম্প্রসারিত ও পুষ্ট হবে এবং স্থায়ীত্ব পাবে। মুসলিম প্রধান বাঙলার বিভক্তিকরণের অন্তরায় হওয়ায় শরৎ বসুকে তাই কংগ্রেস হাই ক্যমান্ড একটা সময় প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতির পদ থেকে বরখাস্ত ক'রেছিল। আটের দশকে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার পরিকল্পনা সেই দূরদর্শিতারই অঙ্গ। ওদিকে বাঙলাদেশের সর্বত্র বাঙলীত্বের আল্‌পনা আঁকার এবং চা-কফি আর পেটিস খাওয়া ভদ্রলোকদের তরফে ঢাকার রমনার বটমূলে পহেলা বৈশাখে এক দিন পান্‌তা ভাত আর ইলিশ মাছ খাওয়ার বাঙালীত্ব প্রদর্শনের খবর ফলাও ক'রে কলকাতার কাগজে ছাপা হ'লেও অনুরূপ অনুষ্ঠান পশ্চিম বঙ্গের কোথাও হয় না। কারণ, ওখানে এককালের বাবু কালচারের আদলে বাঙালীত্বের যে উৎসাহ সৃষ্টি করা হয় তা আপাতদৃষ্টিতে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে মনে হ'লেও, কার্যত মুসলিম উম্মার ঐক্য ও সংহতি এবং সর্বোপরি মুসলিম সংস্কৃতির কাউন্টার পার্ট বা প্রতিপক্ষ হিসাবে দাঁড় করানোর দূরদর্শিতাপূর্ণ বন্দোবস্ত বই কিছু নয়। যে দেশের বেশীর ভাগ মানুষই গরীব, গ্রামবাসী, হরফ পরিচয়বিহীন এবং পান্‌তা ভাত পেলেই বর্তে যান, সেখানে পান্‌তা ভাত খাওয়ার বাৎসরিক উৎসব পরিহাস। চরম আলস্য ও উন্নাসিকতায় যাঁরা বৃটিশ ঔপনিবেশিক ভারতে পূর্ব পুরুষদের স্বাধীনতা ও সাংস্কৃতিক সংগ্রামের ইতিহাস লেখার অবসর পেলেন না এবং বাঙলা সাহিত্যের একখানা পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস লিখ্‌লেন না, বাঙালীত্বের নামে তাঁদের ঐসব তৎপরতার নিহিত অর্থ সহজ বুদ্ধিতে জনসাধারণের পক্ষে বুঝে ওঠা কঠিন। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে একটা সম্প্রদায় আর কতখানি উন্মূল হ'তে পারে? কিছু লোক আন্তর্জাতিক লেনদেনের মারফৎ নিজেদের ব্যক্তিগত দৌলত বাড়ানোর ইরাদায় একটা সংস্কৃতিকে অনিকেত ক'রে দিচ্ছেন।

১৯৪৭-এ পূর্ব পাকিস্তানে যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব ও সম্প্রসারণ ঘটেছে, ১৯৭১ পরবর্তীকালে সেটির চাহিদা আরো প্রসার লাভ ক'রে থাকবে। কিন্তু ১৯৪৭ পরবর্তীকালে পশ্চিম বঙ্গে বাঙলাভাষী মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অস্তিত্ব কেবল বিপন্নই নয়, পুরোপুরি বিনষ্ট হ'য়েছে। অর্থনৈতিক অস্তিত্ব পুরোপুরি ধ্বংস হওয়ার ফলে ভারতের বাঙলাভাষী মুসলমানরাও এখন হিন্দু সংস্কৃতির কাছে শুধু দু'টো পান্‌তা ভাত খাওয়ার আশাতেই নিঃশর্তে আত্মসমর্পণ ক'রছে। পুরো সম্প্রদায়টা সংস্কৃতিহীন এক সর্বহারা উপজাতিতে পরিণত হ'তে হ'লেছে। অদৃষ্টের নির্মম পরিহাস এই যে, পূর্ববঙ্গ থেকে আগত সুবিধাপ্রাপ্ত হিন্দুরাই এখন এই অর্থহারা, শিক্ষাহারা, সংস্কৃতিহারা মুসলমান নামধারীদের নেতা। এই নিরন্ন, নিরক্ষর, অশিক্ষিত মুসলমানরা এখন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ক্যাডার হ'য়ে নিজেদের মধ্যেই খুনোখুনিতে লিপ্ত। মুসলিম নেতৃবৃন্দের ক্ষমতালিপ্সাজনিত পারস্পরিক বিবাদ ও অদূরদর্শিতা আজকের মুসলমানদের এই করুণ পরিণতির জন্য অনেকখানি দায়ী। তারা আজ হিন্দুদের সর্বগ্রাসী অনুদারতার এক ব্যাপক কর্মসূচীর শিকার। এদের কোনো মজবুত সাংস্কৃতিক, আর্থ-সামাজিক কিংবা রাজনৈতিক সংগঠন, এমন কি একটা শক্তিশালী দৈনিক, সাপ্তাহিক বা মাসিক কাগজও নেই।

প্রচারণার কাজে

২১ অগ্রহায়ণ, রবিবার ১৩৪৮: ১৮ জেল্কদ ১৩৬০ হিজরী: ৭ ডিসেম্বর ১৯৪১ তারিখ রবিবার "নবযুগ:"-এর ১ম বর্ষ : ৪৫শ সংখ্যায় চতুর্থ পৃষ্ঠায় প্রথম সম্পাদকীয় নিবন্ধ "অভাবনীয়" শিরোনামে প্রকাশিত হ'য়েছে।

www.pathagar.com

"অভাবনীয়

প্রগ্রেসিভ কোয়ালিশন পার্টীকে মিঃ মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ অর্দ্ধ-ডজন বিচিত্র দলের ফন্দীবাজী বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। আর তাঁরই মুখ হইতে কথা কাড়িয়া নিয়া খাজা-দলের মুখপত্র "ষ্টার অব্ ইন্ডিয়া" ও মওলানা সাহেবের মুখপত্র "একমাত্র দৈনিক" এই বিচিত্র, বিভিন্ন দলের সমাবেশে চরম বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন। সহযোগী "একমাত্র দৈনিক" লিখিয়াছেন : "কৃষক-প্রজা পার্টীর সাথে জমিদার সভার, বসুদলের সাথে এড্হকী দলের, শ্যামা প্রসাদী দলের সাথে মাধ্যমিক শিক্ষা-বিলের প্রবর্তক হক-পন্থিদের মিলনও যে কখনো সম্ভব হইতে পারে, ইহা কে কখন ভাবিতে পারিয়াছিলেন?"

সাধারণ মানুষ যা' ভাবিতে পারেন না, মনীষীরা তাই সাধন করিতে পারেন। এই জন্যই তাঁরা মনীষী। "একমাত্র দৈনিকে"র কর্ত্তারা যা' ভাবিতে পারেন না, হক সাহেব তা' করিতে পারেন। এই জন্যই হক সাহেব– হক সাহেবই; আর "একমাত্র দৈনিক" – একমাত্র দৈনিকই। অতীতে "একমাত্র দৈনিক" ভাবিতেও পারেন নাই যে, দরিদ্র হক সাহেব জমিদার সার নাজিমকে, তার নিজের জমিদারী পটুয়াখালীতেই হারাইতে পারেন। কিন্তু হক সাহেব তা-ই করিয়াছিলেন। পটুয়াখালীর যুদ্ধে সার নাজিম ও তাঁর ভাড়াটিয়া সহযোগী "একমাত্র দৈনিক" হক সাহেবকে এত অকথ্য ভাষায় গালাগালি করিয়াছিলেন যে, সহযোগী "একমাত্র দৈনিক" ভাবিতেও পারেন নাই যে, হক সাহেব এর পরেও তাঁহাদিগকে ক্ষমা করিতে পারিবেন। অথচ হক সাহেব তা-ই করিয়াছিলেন। সার নাজিমকে ক্ষমা করিয়া কোলে তুলিয়া নিজের বাম পাশেই মন্ত্রিত্বের গদিতে বসাইয়াছিলেন, আর সহযোগী "একমাত্র দৈনিক"-কে নগদ ত্রিশ হাজার টাকা দিয়াছিলেন। পটুয়াখালীর যুদ্ধের সময় সহযোগী "একমাত্র দৈনিক" যখন হক সাহেবের চৌদ্দ পুরুষ তুলিয়া গালাগালি করিয়াছিলেন, তখন সহযোগী কি মুহূর্তের জন্যও ভাবিতে পারিয়াছিলেন যে, এই হক সাহেবেরই নান্দীপাঠ স্বয়ং সহযোগীকেই করিতে হইবে? অথচ হক সাহেব সেটাও সম্ভব করিয়াছিলেন, তা' দেখিয়া কে ভাবিতে পারিত যে, এই সহযোগীই ১৯৩৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসেও কি করিয়া গালাগালি দিয়াছিলেন? তারপর, সর্বশেষে, এই সাড়ে চারি বছর ধরিয়া সহযোগী যখন হক সাহেবের স্তব-স্তুতি সুর করিয়া গাহিয়াছিলেন, তখনও কি সহযোগী ভাবিতে পারিয়াছিলেন যে, ১৯৪১ সালের নভেম্বর হইতেই হক সাহেবকে আবার "ইসলামের শত্রু" বলিয়া গাল দিতে হইবে? সহযোগী ভাবিতে পারেন নাই। ভাবিতে না পারিলেও সহযোগীকে ঠিক তা-ই করিতে হইতেছে– হক সাহেব এটাও সম্ভব করিয়াছেন।

সুতরাং ভাবভাবির কথা সহযোগী রাখিয়া দিন। সহযোগীর ভাবিতে পারা-না-পারায় কিছুই আসিয়া যায় না। কারণ, দেখা গিয়াছে, সহযোগী যা' ভাবিতেও পারেন না, হক সাহেব অতি সহজেই তা করিতে পারেন।

কিন্তু ভাবিতে না পারিলেও সহযোগী এটা কি চান নাই যে, হিন্দু-মুসলিমে আবার আপোষ হোক? সহযোগী কি এটা চান নাই যে, বাঙলার হিন্দু ভ্রাতারা মুসলিম ভ্রাতাদের নেতৃত্ব সানন্দে মানিয়া লউক? সহযোগী কি এটা চান নাই যে, মুসলিম-মেজরিটি হিন্দু মাইনরিটীকে ঐক্য, সাম্য ও শান্তির আশ্বাস দেউক?

সহযোগী 'পাকিস্তান' চাহিয়াছিলেন। সে কিসের জন্য? বাঙলার হিন্দুদিগকে জোর করিয়া মুসলমান করিয়া ফেলিবার জন্য? না, মুসলমান না হইলে তাহাদিগকে পাইকারীভাবে হত্যা

www.pathagar.com

করিবার জন্য? আশা করি, সহযোগী এ-উদ্দেশ্যে 'পাকিস্তান' চান নাই। 'পাকিস্তান' চাহিয়াছিলেন : বাঙলার রাষ্ট্রে মুসলিম নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্যই? হক সাহেব আজ তাই করিয়াছেন। হিন্দু সভার সভাপতি ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ আজ মুসলিম লীগের সভাপতি হক সাহেবের বাড়ীতে আসিয়া তাঁকে নিজের নেতারূপে বরণ করিয়া লইয়াছেন। এতে শুধু ডাঃ শ্যামাপ্রসাদেরই ব্যক্তিগত মহত্ব ফুটিয়া ওঠে নাই; গোটা হিন্দু বাঙলারই মহত্ত্ব প্রকটিত হইয়া উঠিয়াছে। এ-মহত্ত্ব এতদিন ছিল কোথায়? হাটে-ঘাটে-মাঠে, বক্তৃতামঞ্চে, সংবাদপত্রে, এই যে তিন-চারি বৎসর ধরিয়া সাম্প্রদায়িক নিন্দা-বিদ্বেষের ছড়া-ছড়ি হইল, এই হট্টগোলের মধ্যেও ত বোধ হয় দু'চার-জনকে এ কথা ভাবিতে হইয়াছিল যে, তবু হিন্দু-মুসলমানকে একই দেশে প্রতিবেশীরূপে বাস করিতে হইবে? প্রতিবেশীরূপে বাস করিতে হইলে একদিন না একদিন আপোষ যে করিতেই হইবে, এটাও বোঝা কঠিন ছিল না? শুধু প্রশ্ন ছিল: কবে, কখন, আর কতদিন পরে সে-আপোষ, সে মিলন হইবে? শুধু প্রশ্ন ছিল: কার নেতৃত্বে, কার হস্তক্ষেপে, সেটা হইতে পারে? শুধু প্রশ্ন ছিল, এমন মুস্‌লিম নেতা কে আছেন, যাঁকে হিন্দুরাও নিজেদের নেতা বলিয়া মানিয়া লইতে পারেন? সকলেই জানিত, সেদিন যখন আসিবে, তখন বাঙলায় নবযুগ সৃষ্টি হইবে, সারা ভারতে নবযুগের সূচনা হইবে। সকলেই জানিত, তেমন নেতা যিনি হইবেন, তিনি শুধু মুসলমানের নেতা হইবেন না, বাঙলার জাতীয় নেতা হইবেন, তিনি বাঙলার মুক্তিদাতা নামে ইতিহাসে কীর্ত্তিত থাকিবেন।

হক সাহেবেরই সবল স্কন্ধে সে-দায়িত্ব পড়িয়াছে। তিনিই আজ বাঙলায় নবযুগের সূত্রপাত করিয়াছেন। আজ মেজরিটী সম্প্রদায়ের নেতাকে মাইনরিটীরা স্বেচ্ছায়-সানন্দে নিজেদের নেতা বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন। আজ মাইনরিটীদের মনে এই আশ্বাস ও বিশ্বাস জাগিয়াছে যে, এই নেতার নেতৃত্বে মেজরিটীর স্বার্থ পদদলিত হইবে না।

এটা কত বড় মূলগত কথা, "একমাত্র দৈনিক" কি তা' হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন? সারা ভারতে এই যে আজ হিন্দু- মুসলিম বিরোধ বাধিয়াছে, তার কারণ কী? কারণ এই যে, মাইনরিটী মুসলিম মেজরিটী হিন্দুর নেতৃত্বে নিরাপদ মনে করিতেছে না। সারা ভারতে হিন্দুদের মধ্যে এমন নেতা কেহ নাই, যাঁকে গোটা মুসলমানও নিজেদের নেতারূ মানিতে পারে; যার নেতৃত্বে মুসলিম স্বার্থ নিরাপদ বলিয়া মুসলমানরা বিশ্বাস করিতে পারে। এই জন্যই ত হিন্দুর বিরুদ্ধে মুসলমানের অভিযোগ। এই জন্যই ত মুসলমানের মনে হিন্দুর প্রতি অবিশ্বাস। এই সন্দেহ-অবিশ্বাসই ত হিন্দু-মুসলিম সমস্যাকে অসমাধ্য করিয়া রাখিয়াছে।

নিখিল ভারতীয় ভিত্তিতে যা– ছিল অসমাধ্য; বাঙলায় হক সাহেব তারই সমাধান করিয়াছেন। বাঙলার মেজরিটী মুসলিম এমন একজন নেতার জন্ম দিয়াছে, যাঁকে এখানকার সকল মাইনরিটীই নিজেদের নেতা বলিয়া স্বেচ্ছায় ও সানন্দে মানিয়া লইয়াছেন। অন্য সব প্রদেশ তা-ই করুক। হিন্দু মেজরিটী প্রদেশে এমন হিন্দু নেতা বাহির হোন, সেখানকার মুসলমানেরা যাঁকে স্বেচ্ছায় নিজেদের জাতীয় নেতা বলিয়া মানিয়া লয়। দেখিবেন, সমস্ত সাম্প্রদায়িক সমস্যা ফুৎকারে মিটিয়া যাইবে। সারা-ভারতে নবযুগের সৃষ্টি হইবে।

বাঙলাই আজ সে- ভারতীয় মিলনের পথ দেখাইয়াছে। তাই বাঙলায় আজ সত্যই নবযুগের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে।"

উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাঙলা কাগজ দৈনিক ইত্তেফাক-এর সাবেক বার্তা ও কার্যনির্বাহক সম্পাদক মরহুম মোহাম্মদ আসফউদ্‌দৌলা রেজা ১৯৭২ সনে সাংবাদিকদের হাল-হকিকত

www.pathagar.com

সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে ব'লেছিলেন: "উই আর পারচেইস্‌ড্‌ অ্যান্ড সেলারিড হ্যান্ড।" কর্মরত সাংবাদিক হিসাবে দৈনিক ইত্তেফাক-এ এক সময় নিয়মিত "বৈদেশিকী" কলমও লিখেছি; সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা, সংবিধান এবং শিল্প-নীতির ওপর সম্পাদকীয় এবং শিক্ষানীতি ও অন্যান্য অনেক বিষয়েই উপসম্পাদকীয় লিখেছি; কিন্তু তাঁর উক্তির যথার্থ্য সেখানেও কিছুমাত্র টের পাই নি। জনাব মঈনুল হোসেন সাহেব বা মালিক পক্ষে অন্য কেউ আমাকে কখনও পলেসি সংক্রান্ত ব্যাপারেও কিছু হুকুম করেন নি। ১৯৪৭ -এর আগের দৈনিক আজাদ-এর ফাইলও দেখেছি। তখনকার আজাদ যে কতখানি শক্তিশালী ও নিরপেক্ষ কাগজ ছিলো তা স্বচক্ষে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। কিন্তু মরহুম মোহাম্মদ আসফ্‌উদ্‌দৌলার উক্তির তাৎপর্য্য দৈনিক "নবযুগ"-এর ফাইল দেখলে সহজেই উপলব্ধি করা যায়। বোঝা যায়: জনমনে এই কাগজের বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়ানোর জন্যই প্রধান সম্পাদক হিসাবে কাজী নজরুল ইসলামের নাম ব্যবহার করা হ'য়েছে। কিন্তু রাজ্য-রাজনীতি সম্পর্কে এই কাগজের সম্পাদকীয় মন্তব্যে স্পষ্টত অনেক ক্ষেত্রেই নিরপেক্ষতা বজায় রাখা হয় নি। যেমন, এক, শের-ই-বাঙ্‌লার সব কিছুর প্রতিই অন্ধ আনুগত্য প্রদর্শন করা হ'য়েছে, দুই, এ কাগজে মুসলিম লীগ ও মুসলিম নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে বিভ্রান্তিকর প্রচার থাকলেও কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভার কাউকে এবং কোনো কিছুকেই সমালোচনা করা হয়নি; তিন, হিন্দু-মুসলিম সমস্যার পটভূমিকায় যে অবিচার ও আস্‌মান-জমিন বৈষম্য বিদ্যমান এবং এর সুরাহাকল্পে কোন্‌ রাজনৈতিক সংগঠন কীভাবে সাড়া দিয়েছে, সে উল্লেখ সর্বত্রই ইচ্ছাকৃতভাবে এড়িয়ে যাওয়া হ'য়েছে; এটা অনেকটা বালির মধ্যে মুখ ঢুকিয়ে উটপাখীর তরফে মরুভূমিতে ঝড়ের দৌরাত্ম্য ঠেকানোর প্রয়াসের সামিল; চার, শের-ই-বাঙ্‌লার প্রতিও হিন্দু বাঙালী নেতৃবৃন্দের সমর্থন যে পরিকল্পিতভাবেই অত্যন্ত সাময়িক এবং সেটা যে পিছিয়ে পড়া মুসলিম সম্প্রদায়ের আর্থ-সাংস্কৃতিক অধিকার ও দাবী-দাঁওয়াসমূহ নস্যাৎ ক'রে দেওয়ারই এক সুদূরপ্রসারী চিন্তা-ভাবনার অংশবিশেষ, এ কাগজ সেটা উপলব্ধি ক'রতে ব্যর্থ হ'য়েছে। পাঁচ, এ কাগজে এক তরফা ও ভিত্তিহীনভাবে মজলুম মুসলিম সম্প্রদায়ের মুখপত্র ও নেতৃবৃন্দের ওপর দোষারোপ করা হ'য়েছে; ছয়, শের-ই-বাঙ্‌লার সব পদক্ষেপই অন্ধ আনুগত্যে অনুমোদন ক'রতে গিয়ে সম্পাদকীয় মন্তব্যে সঙ্গতি বজায় রাখার তোয়াক্কা করা হয় নি। যেমন, যে নেতা প্রচুর খরচ সাপেক্ষ নির্বাচনী লড়াইয়ে শরীক হ'তে পারেন, দৈনিক আজাদ কেও নগদ ত্রিশ হাজার টাকা সাহায্য হিসাবে দিতে পারেন, নিজেও দৈনিক কাগজের মালিক হ'তে পারেন, তাঁকে আর যা হোক, "দরিদ্র" ব'লে অভিহিত করাটা অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি বৈ কিছু নয়। তদুপরি, শের-ই-বাঙ্‌লা আবুল কাসেম ফজলুল হকের প্রধানমন্ত্রীত্ব কালেই যদি "তিন চারি বছর ধরিয়া সাম্প্রদায়িক নিন্দা বিদ্বেষের ছড়াছড়ি" হ'য়ে থাকে, তবে সেই একই ভদ্রলোক মুসলিম লীগকে বাদ দিয়ে কংগ্রেস আর হিন্দু মহাসভার সঙ্গে আতাঁত ক'রলেই সব কিছু শুদ্ধ ও অসাম্প্রদায়িক হ'য়ে যাবেন? এ উক্তি যে অসার সে সাক্ষ্য পরবর্তী ইতিহাসেই পাওয়া যাবে।

উপমহাদেশে মজলুম ও পিছিয়ে পড়া মুসলমানদের পুনর্জাগরণে শের-ই- বাঙ্‌লা আবুল কাসেম ফজলুল হকের অবদান কায়েদ-ই আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর চেয়েও কিছু কম নয়। শিক্ষা, ভূমি সংস্কার ও সমাজসেবামূলক কাজে তাঁর সুবিশাল ভূমিকাও চিরদিন উত্তরসূরীদের যে কেবল শ্রদ্ধা আকর্ষণ ক'রবে তা-ই-নয়, প্রেরণারও উৎস হ'য়ে থাকবে। তবু এক সময় ব্যক্তিত্বের পার্থক্য কিংবা মুসলিম লীগের সর্বোচ্চ নেতৃত্ব লাভের মোহ অথবা বাঙ্‌লার প্রধানমন্ত্রীত্বের তখ্‌তে চিরআসীন থাকার কামনা তাঁর অব্যবস্থিত চিত্ততার, অনেক বিচ্যুতির,

www.pathagar.com

ভুল সিদ্ধান্তের এবং পরিণামে যে হতাশার কারণ হ'য়েছে তা থেকে আমাদের শিক্ষা নেওয়ার অনেক কিছুই আছে। অনুরূপভাবে আমাদের কাছে যিনি সবচেয়ে প্রিয় কবি, তিনিই এ কাগজের প্রধান সম্পাদক ছিলেন, সেটা জেনেও ঘটনাবলী সম্পর্কে আবেগ চালিত হওয়াটা উচিত হবে না। কেননা, সব সময়ই এটা স্মরণ রাখা দরকার যে, ইতিহাস থেকেই শিক্ষা নিতে হবে; ইতিহাসকে এড়িয়ে গিয়ে নয়। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষেরই সহনশীলতা থাকা দরকার।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির স্বপক্ষে

১ম বর্ষ : ৪৫শ সংখ্যা "নবযুগ"-এর প্রকাশ ২১ অগ্রহায়ণ ১৩৪৮: ১৮ জেল্কদ ১৩৬০:৭ ডিসেম্বর ১৯৪১ তারিখ শনিবার লেখা আছে; কিন্তু ওটা হবে রবিবার। চতুর্থ পৃষ্ঠায় "আর কতকাল" শিরোনামে একটি সম্পাদকীয়ও আছে। এই সম্পাদকীয় পৃষ্ঠাতেই "ভয় করিও না হে মানবত্মা" শিরোনামে তাঁর কবিতা প্রকাশিত হ'য়েছে। সম্ভবত এটাই তাঁর সম্পাদকীয় নিবন্ধ। চতুর্থ পৃষ্ঠা থেকেই হুবহু উদ্ধৃত ক'রছি :

ভয় করিওনা হে মানবাত্মা

কাজী নজরুল ইসলাম

তখ্‌তে তখ্‌তে দুনিয়ায় আজি কমবখ্‌তের মেলা,
শক্তি-মাতাল দৈত্যেরা সেথা করে মাত্‌লামী, খেলা!
ভয় করিওনা হে মানবাত্মা, ভাঙিয়া প'ড়োনা দুখে,
পাতালের এই মাতাল রবে না আর পৃথিবীর বুকে।
তখ্‌তে তাহার কালি পড়িয়াছে অবিচারে আর পাপে,
তলোয়ারে তা'র মরিচা ধ'রেছে নির্য্যাতিতের শাপে।
ঘন গৈরিকে আকাশ রাঙায়ে বৈশাখী ঝড় আসে,
ভাবে লোভান্ধ মানব, তাহার গোধূলি-লগন হাসে!
যে আগুন ছড়ায়েছে এ বিশ্বে তারি দাহ ফিরে এসে
ভীম দাবানলরূপে জ্বলিতেছে তাহাদেরি দেশে।

সত্যপথের তীর্থ-পথিক! ভয় নাই, নাহি ভয়,
শান্তি যাদের লক্ষ্য, তাদের নাই নাই পরাজয়!
অশান্তিকামী ছলনারূপে জয় পায় মাঝে মাঝে,
অবশেষে চির-লাঞ্ছিত হয় অপমানে আর লাজে!
পথের উর্দ্ধে ওঠে ঝোড়ো বায়ে পথের আবর্জনা,
তাই ব'লে তারা উর্দ্ধে উঠেছে– কেহ কভু ভাবিও না!
উর্দ্ধে যাদের গতি, তাহাদের পথে হয় ওরা বাধা,
পিচ্ছিল করে পথ, তাই ব'লে জয়ী হয়নাক কাদা!
জয়ে পরাজয়ে সমান শান্ত রহিব আমরা সবে,
জয়ী যদি হই, এক আল্লার মহিমার জয় হবে!
লাঞ্ছিত হ'লে বঞ্চিত হব পরলোকে আল্লার,

www.pathagar.com

রণভূমে যদি হত হই মোরা হব চির-প্রিয় তাঁর!
হয়ত কখনো জয়ী হবে ওরা, হটিব না মোরা তবু,
বুঝিব, মোদের পরীক্ষা করে মোদের পরম প্রভু!

বিদ্বেষ ল'য়ে ডাকিলে কি কভু পথ-ভ্রান্ত ফিরে?
ভালোবাসা দিয়ে তা'দেরে ডাকিতে হয় বক্ষের নীড়ে!
সজ্ঞানে যারা করে নিপীড়ন; মানুষের অধিকার
কেড়ে নিতে চায়। তাহাদেরি তরে আল্লার তলোয়ার।
অজ্ঞান যারা ভুল পথে চলে, মারিও না তাহাদেরে,
ভালোবাসা পেলে ভ্রান্ত মানুষ সত্যের পথে ফেরে!
সকল জাতির সকল মানুষে এক তাঁর নামে ডাকো,
বুকে রাখো তাঁর ভক্তি ও প্রেম, হাতে তলোয়ার রাখো!
সর্ব্ববিঘ্ন প্রসন্ন হয় তিনি প্রসন্ন হ'লে,
সত্য পথের সর্ব্ব শত্রু ছাই হ'য়ে যায় জ্বলে!
আমাদেরও মাঝে যার বুকে আছে লুকাইয়া প্রলোভন,
তারেও কঠিন সাজা দিতে হবে, আল্লার প্রয়োজন!
আগে চল, আগে চল দুর্জ্জয় নব অভিযান-সেনা,
আমাদের গতি প্রবাহ কাহারো কোনো বাধা মানিবে না।
বিশ্বাস আর ধৈর্য্য হউক আমাদের চির-সাথী
নিত্য জ্বলিবে আমাদের পথে সূর্য চাঁদের বাতি।
ভয় নাহি, নাহি ভয়!
মিথ্যা হইবে ক্ষয়!
সত্য লভিবে জয়!
ভক্তে দেখায় রক্ত-চক্ষু যা'রা তা'রা হবে লয়!
বল, এ পৃথিবী মানুষের, ইহা কাহারো তখ্‌ত নয়!
পুণ্য তখ্‌তে বসিয়া যে করে তখ্‌তের অসম্মান,
রাজার রাজা যে, তাঁ'র হুকুমেই যায় তার গর্দ্দান!
ভিস্তিওয়ালার রাজত্ব ভাই হ'য়ে এল ঐ শেষ,
বিশ্বের যিনি সম্রাট, তাঁরি হইবে সর্ব্বদেশ!
রক্ত-চক্ষু রক্ষ-যক্ষ, সাবধান! সাবধান!
ভুল বুঝাইয়া, বুঝেছ ভুলাবে আল্লার ফর্‌মান?
এক আল্লারে ভয় করি মোরা, কা'রেও করিনা ভয়,
মোদের পথের দিশারী এক সে সর্ব্বশক্তি ময়।
সাক্ষী থাকিবে আকাশ, পৃথিবী, রবি, শশী, গ্রহ তারা,
কাহারা সত্য পথের পথিক, পথভ্রষ্ট কা'রা!
ভয় নাহি, নাহি ভয়!
মিথ্যা হইবে ক্ষয়!
সত্য লভিবে জয়!

www.pathagar.com

নিছক গদীনসীন হওয়ার আকাঙ্ক্ষায় রাজনৈতিক দর্শন ও আদর্শের প্রতি নেতৃবৃন্দের অনেকেরই আনুগত্য যখন শিথিল হ'য়ে এসেছে, তখন এই সম্পাদকীয় কবিতায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির স্বপক্ষে তৌহীদবাদ ভিত্তিক জীবন ব্যবস্থায় আধ্যাত্মিক চেতনাসমৃদ্ধ আশাবাদ ব্যক্ত হ'য়েছে। কবির এ ধরণের লেখা শের-ই-বাঙলাকে সাময়িকভাবে ক্ষমতায় বহাল হ'তে সাহায্য ক'রেছিল। কিন্তু আর্থ-সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির বাস্তবতায় এর অনুমোদন ছিলো না।

কে কার অন্বেষণ করে?

"নবযুগ"-এর এই ৭ ডিসেম্বর ১৯৪১ (২১ অগ্রহায়ণ ১৩৪৮) তারিখ রবিবারের এই ৪৫শ সংখ্যায় নিয়মিত কলম "হরেক রকম"-এ "কে কার অন্বেষণ করে?" শিরোনামে "যুগান্তর" বিরোধী যে মন্তব্য আছে তা ঐ কাগজটিকে দৈনিক আজাদ-এর কাতারে দেখায়:

"পাঁচ বছর আগে - প্রসূত" সহযোগী "যুগান্তর" লিখিয়াছেন যে, প্রগ্রেসিভ কোয়াশিন পার্টীতে হক সাহেবের নেতৃত্বে যাঁরা সমবেত হইয়াছেন, তাঁরা সবাই ভাগ্যান্বেষী, আর তাঁদের সমর্থনে "আনন্দ বাজার', 'হিন্দুস্থান ষ্ট্যান্ডার্ড' ও সদ্যপ্রসূত 'নবযুগ' যা' বলিতেছেন, তার সবই শুধু "তর্জ্জন-গর্জ্জন"। শ্রী নলিনী রঞ্জন সরকার বড়লাট-শাসন-পরিষদের মেম্বর নিযুক্ত হইয়া বোম্বাই শহরে এক বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন যে, তিনি জীবনে চাকুরী তালাশ করেন নাই, চাকুরীই তাঁকে তালাশ করিয়া বেড়াইয়াছে। সহযোগী 'যুগান্তর'ও বোধ হয় কোনো দিন "ভাগ্যের অন্বেষণ" করেন নাই, ভাগ্যই বোধহয় বারবার সহযোগীর "অন্বেষণ" করিয়াছে। কাজেই সহযোগীকে ভাগ্যের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য পালাইয়া ফিরিতে হইয়াছে। পলায়মান ব্যক্তি স্বভাবত:ই "তর্জ্জন-গর্জ্জন" করিতে পারেন না– তাঁকে কানাকানি করিয়াই কথা বলিতে হয়।"

২১ অগ্রহায়ণ ১৩৪৮:১৮ জেল্‌কদ ১৩৬০:৭ ডিসেম্বর ১৯৪১ তারিখ রবিবার "নবযুগ"-এর ১ম বর্ষ:৪৫শ সংখ্যায় তৃতীয় পৃষ্ঠায় পঞ্চম কলমে এক প্রতিবেদনে বলা হয় যে, ৬ ডিসেম্বর শনিবার সকালে ফজলুল হক গভর্নরের সাথে দেখা ক'রেছেন:

"মিঃ এ.কে. ফজলুল হক
গভর্নর হাউসে গভর্নরের সহিত সাক্ষাৎ

বাংলার প্রধানমন্ত্রী মিঃ এ. কে. ফজলুল হক গতকল্য প্রাতে গভর্ণমেন্ট হাউসে গভর্ণরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন। জানিতে পারা গিয়াছে, অতঃপর স্যার কে. নাজিমুদ্দীন এবং স্যার বিজয় প্রসাদ সিংহ রায় মন্ত্রিদ্বয়ও গভর্ণরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন।

রাজনৈতিক মহলের ধারণা, মন্ত্রিগণ যে তাহাদের পদত্যাগ পত্র দাখিল করিয়াছেন সে সম্পর্কে গভর্নর দুই-এক দিনের মধ্যে তাঁহার মতামত ঘোষণা করিবেন।"

এই ৬ ডিসেম্বর শনিবার সন্ধ্যায় শের-ই-বাঙলার কলকাতার বাড়ীতে মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর, হাজী লুৎফার রহমান, নূরুল হুদা, শামসুদ্দিন আহমদ, সৈয়দ নওশের আলী প্রমুখের গুরুত্বপূর্ণ সভার বিবরণ ৭ ডিসেম্বর ১৯৪১ তারিখ রবিবারের ৪৫শ সংখ্যায় পঞ্চম পৃষ্ঠায় প্রথম ও দ্বিতীয় কলমে :

www.pathagar.com

হক সাহেবের নেতৃত্বে পূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন
কলিকাতায় নেতৃবৃন্দের সভা
নবগঠিত প্রগ্রেসিভ কোয়ালিশনী দলের সদস্যগণের কার্যসূচী সমর্থন
বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে মাননীয় হক সাহেবের বক্তৃতা

কলিকাতা- ৬ই ডিসেম্বর

গতকল্য সন্ধ্যায় মাননীয় এ. কে. ফজলুল হক সাহেবের বাসভবনে কলিকাতা ও হাওড়ার বিভিন্ন মুসলিম মহল্লার সর্দ্দারগণের এক গুরুত্বপূর্ণ সভা হইয়া গিয়াছে। সভায় প্রায় ৩০০ (তিন হবে) শত বিশিষ্ট সর্দ্দার উপস্থিত ছিলেন। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্যরাও এ সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। মৌলবী কবি মুনসী সাহেব সভাপতিত্ব করেন। সভায় নিম্ন-লিখিত বিশিষ্ট ভদ্রলোক ও মহল্লা-সর্দ্দার সাহেবগণ উপস্থিত ছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী মাননীয় মৌলবী এ.কে. ফজলুল হক, মৌ: শামসুদ্দিন আহ্‌মদ এম.এল.এ.; খান বাহাদুর এ.এম.এল. রহমান এম.এল. এ.; খান বাহাদুর, মোঃ সুলেমান এম. এল. এ.; মিঃ এ. এম. এ জামান এম. এল. এ.; মি.; গিয়াসউদ্দিন আহমদ চৌধুরী এম. এল. এ.; মিঃ গিয়াসউদ্দিন চৌধুরী এম. এল. এ.; খান বাহাদুর .... আফজাল এম. এল. এ.; মিঃ হাফিজ ..... আহমদ এম. এল. এ.; মৌঃ ইদ্রিস আহ্‌মদ এম. এল. এ.; মৌলবী সৈয়দ নওশের আলী এম. এল. এ.; মৌলবী সৈয়দ জামাল উদ্দিন হাশেমী এম. এল. এ.; মৌলবী মোস্তফা গাওসল হক এম. এল. এ.; মৌলবী ওয়ালিউর রহমান এম. এল. এ.; মি: সৈয়দ হাসান আলী এম. এল. এ.; অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর এম. এল. সি.; মৌলবী মোয়াজ্জেম হোসেন চৌধুরী এম. এল. সি.; মি: আবদুল হাকিম এম. এল. এ., খান সাহেব ওয়াহিদুজ্জামান; মি: নূরুল হুদা, মৌলবী মোহাম্মদ সোবহান, মৌলবী এইচ. এম. আবদুল হামিদ, মৌলবী মোহাম্মদ ইস্‌হাক, মৌলবী এম. রহমান, মৌলবী এস. খান, মীর জালালউদ্দিন, মৌলবী মোহাম্মদ ওয়ালী উল্লা, মৌলবী ইউসুফ আলী চৌধুরী, মৌলবী এস. কে. রহমান, মৌলবী মোহাম্মদ ডি. খান, হাজী লুৎফার রহমান, মৌলবী শামসুল হক, মৌলবী এম. এস. খান, মৌলবী নওয়াব আলী খান; মৌলবী এরশাদ আলী, মৌলবী মোহাম্মদ হানিফ, বুধন সর্দ্দার সাহেব, মৌলবী আবদুল বারী, মৌলবী শারফৎ হোসেন; মৌলবী আবদুল মান্নান, মৌলবী নূর মোহাম্মদ প্রভৃতি।

সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত প্রস্তাব পাশ হয়:-

"কলিকাতা শহর ও হাওড়ার বিশিষ্ট মুসলিম নেতৃবৃন্দ ও মহল্লা- সর্দ্দারগণের এই মহতী সভা বাঙলার প্রধানমন্ত্রী গণনেতা মাননীয় এ. কে. ফজলুল হক সাহেবের নেতৃত্বে যে প্রগ্রেসিভ কোয়ালিশন পার্টি গঠিত হইয়াছে, তাহা সর্ব্বান্ত:করণে সমর্থন করিতেছে এবং এই সভা হক সাহেবের নেতৃত্বে পূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন করিতেছে। বাংলার হিন্দু জনসাধারণ ও পরিষদের সদস্যগণ নবগঠিত পার্টির নেতৃপদে মাননীয় হক সাহেবকে বরণ করিয়া লইয়া যে দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন, তজ্জন্য এই সভা আনন্দ প্রকাশ করিতেছে। জাতিধর্ম নির্ব্বিশেষে বাঙলার জনসধারণকে এই প্রগ্রেসিভ কোয়ালিশন দলকে সমর্থন করিবার জন্য এই সভা সাদর আহ্বান জানাইতছে।"

এই প্রস্তাবটি সমর্থন করিয়া বহু বক্তা ওজস্বিনী ও আবেগপূর্ণ ভাষায় বক্তৃতা করেন। তন্মধ্যে

www.pathagar.com

নিম্নলিখিত নামগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ঃ-

মিঃ শামসউদ্দিন আহ্‌মদ, মি: কে. বি. এল. রহমান, মি: এ. এম. এ. জামান, ডা. জালালুদ্দীন হাশেমী, মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী প্রভৃতি।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মি: এ. কে. ফজলুল হক সাহেব বাঙ্‌লার বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে যুক্তিপূর্ণ ও সারগর্ভ বক্তৃতা দেন।

ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সমর্থন

মি: এ. এম. এ. জামান, এম. এল. এ. ভাইস-প্রেসিডেন্ট, বঙ্গীয় প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস, নবগঠিত প্রগতিশীল কোয়ালিশন দল সম্পর্কে দেশের শ্রমিক শ্রেণীর সর্ব্বপ্রকার সহায়তা ও সমর্থন লাভের প্রতিশ্রুতি দিয়া নিম্নের বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন ..... এই প্রকার বিভিন্ন স্বার্থের প্রতিনিধিগণের একত্র মিলন বাঙ্গলার রাজনীতির ইতিহাসে অভিনব ও অভূতপূর্ব। আমি ইহা দৃঢ় বিশ্বাস করি যে, এই মিলন জাতির সর্ব্বনাশা সাম্প্রদায়িক মনোমালিন্য তো দূর করিবেই। অধিকন্তু বাংলার জাতীয় জীবনে এক নবযুগ আনায়ন করিবে। ....."

২১ অগ্রহায়ণ ১৩৪৮: ১৮ জেল্কদ ১৩৬০ :৭ ডিসেম্বর ১৯৪১ তারিখ রবিবার "নবযুগ" -এর এই ১ম বর্ষ : ৪৫শ সংখ্যায় পঞ্চম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত বিবৃতিতে আছে শের-ই-বাঙ্‌লার তরফে মন্ত্রিসভার ইস্তফা দেওয়ার কৈফিয়তৎ। প্রদেশ মুসলিম লীগের সভাপতির পদে বহাল থেকেই শের-ই-বাঙ্‌লা নিজে যে আলাদা ক'রে আর একটা দল বজায় রেখেছিলেন, সে খবর তাঁর বিবৃতিতেই মেলে। উদ্ধৃতি :

মন্ত্রি-চতুষ্টয়ের বিবৃতির জবাবে বাংলার গণনেতা
হক সাহেবের যুক্তিপূর্ণ বিবৃতি
মন্ত্রিসভার ভিতরে হীন ষড়যন্ত্রের প্রকৃত তথ্য প্রকাশ
হক সাহেবকে অপদস্ত করিবার অভিসন্ধি
ঘটনাবলীর অনুপূর্ব্বিক আলোচনা

বাজেটে অর্থ-বরাদ্দ করিয়া জনৈক মন্ত্রী কর্তৃক নিজের কার্য্যে যথেচ্ছ ব্যয় মন্ত্রিসভার ভিতরে পুঞ্জীভূত অসন্তুষ্টির চরম পরিণতি: হক সাহেবের উদারতারসুযোগ গ্রহণ

"মন্ত্রিগণের মধ্যে চারিজন যে যুক্ত বিবৃতি দিয়াছেন, তৎপ্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। যে অবস্থায় ১লা ডিসেম্বর মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করিয়াছেন আমার সহকর্মিগণের ন্যায় আমিও তাহা শুধু নিজের প্রতি নহে, জনসাধারণের প্রতি কর্ত্তব্যের কথাও খুলিয়া বলা উচিত মনে করি। .... কিছু দিন আমরা মিলিয়া মিশিয়াই কার্য্য করিতেছিলাম। অবশেষে যে একদিন মতানৈক্যের চিহ্ন প্রকট হইয়া উঠিল এবং তাহার ফলে উক্ত মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করিল। নবগঠিত মন্ত্রিসভায় পূর্ব্বের মন্ত্রিগণই স্থান পাইলেন, শুধু সৈয়দ নওশের আলী বাদ পড়িলেন, কারণ তাঁহাকে বাহিরেই থাকিতে হইয়াছিল। আমি অনায়াসেই আমার দল হইতে সৈয়দ নওশের আলীর স্থান পূরণ করিতে পারিতাম, কিন্তু শুধু "মুসলিম সংহতি"-র খাতিরেই আমি সহকর্মীদের মতে সায় দিই এবং বিনা দ্বিধায় তাহাদিগকে শক্তি সঞ্চয়ের সুযোগ দিই। ....."

www.pathagar.com

এই ৭ ডিসেম্বর ১৯৪১ তারিখ রবিবার পঞ্চম পৃষ্ঠাতেই মুসলিম নেতৃবৃন্দের অপরিণামদর্শী দ্বন্দ্ব, কাজিয়া ও কলহের অংশ হিসাবে ঢাকার নবাব মোহাম্মদ হবিবুল্লাহ, স্যার খাজা নাজিমুদ্দিন, মি: তমিজউদ্দিন খান এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর বিরুদ্ধে প্রচার :

"হক বিরোধী মন্ত্রি চতুষ্টয়ের বিরুদ্ধে অনাস্থা
দেওয়ান মোস্তফা আলীর পত্র
খাজা-দল কর্তৃক ভিড়াইবার চেষ্টা ব্যর্থ
শ্রদ্ধাসহকারে হক সাহেবের নেতৃত্ব স্বীকার

ঢাকার নবাব হবিবুল্লাহ্, স্যার খাজা নাজিমুদ্দীন, মি: তমিজুদ্দীন খান, এবং এস. এইচ, সোহরাওয়ার্দীর সহিত সরাইলের (ত্রিপুরা) দেওয়ান মোস্তফা আলী এম, এল, এ'র যে পত্রালাপ হইয়াছে তাহার অবিকল অনুবাদ নিম্নে দেওয়া হইল : -

কলিকাতা, ৭-ই নভেম্বর ১৯৪১

প্রিয় মৌলবী সাহেব,

.... বর্ত্তমান সমস্যা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার জন্য ১৬ই নভেম্বর তারিখে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের ওয়ার্কিং কমিটির এক সভা হইবে। .... আপনি ১৬ই ও ১৮-ই নভেম্বরের মধ্যে কোন তারিখে এক সভায় উপস্থিত হইতে প্রস্তুত থাকিবেন।

(স্বাঃ) এম. হাবিবুল্লাহ্

(স্বাঃ) কে. নাজিমুদ্দীন

(সাঃ) তমিজুদ্দিন খান

(স্বাঃ) এস.এইচ. সোহরাওয়ার্দী"

৭ ডিসেম্বর রবিবার "নবযুগ"-এর এই ৪৫শ সংখ্যার পঞ্চম পৃষ্ঠাতেই এক বিজ্ঞাপনে এ দিনেই বিকেল দু'টোয় শের-ই-বাঙলার সমর্থনে অক্টারলোনী মনুমেন্টের পাদদেশ (ময়দান)-এ জনসভার আহ্বান জানিয়েছেন "নবযুগ"-এর মুদ্রক ও প্রকাশক খান সাহেব মিস্টার ওয়াহিদুজ্জামান বি.এল.। এই বিজ্ঞাপনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদ্বয়ের পরিচয় জান্‌লে উপলব্ধি করা সম্ভব যে, "নবযুগ"-এর রাজনীতি ঠিক কী রকম হওয়া সম্ভব। বিজ্ঞাপনের হুবহু উদ্ধৃতি:

"বিরাট মুসলিম জনসভা

স্থান ঃ অক্টোরলনী মনুমেন্টের পাদদেশ (ময়দান)

তারিখ ঃ অদ্য ৭-ই ডিসেম্বর, রবিবার

সময় ঃ অপরাহ্ন ২ ঘটিকা

আলোচ্য বিষয় ঃ

মাননীয় প্রধান মন্ত্রী মিঃ এ. কে. ফজলুল হকের প্রতি আস্থা জ্ঞাপন ও তাহার কার্য্য সমর্থন। দলে দলে মুসলিম ছাত্র, শ্রমিক ও জনসাধারণের উপস্থিত প্রার্থনীয়। বিশিষ্ট বক্তাগণ সভায় বক্তৃতা করিবেন।

আহ্বায়ক

ওয়াহিদুজ্জামান (খান সাহেব)"

www.pathagar.com

৭ ডিসেম্বর ১৯৪১ তারিখ রবিবার প্রকাশিত এই ৪৫শ সংখ্যায় অষ্টম পৃষ্ঠায় রবিবাসরীয় "রসের জলসা"-য় আছে ফররুখ আহ্‌মদের ধারাবাহিক ভাবানুবাদ "কাব্য কোরাণ"। এ সংখ্যায় প্রকাশিত "বেতার বার্ত্তা"-য় দেখছি: ২১ অগ্রহায়ণ ১৩৪৮: ১৮ জেল্কদ ১৩৬০:৭ ডিসেম্বর ১৯৪১ তারিখ রবিবার অল্ ইন্ডিয়া রেডিও'র কলকাতা কেন্দ্রে প্রথম অধিবেশনে সকাল ৭টা বেজে ৫০ মিনিটে কাজী নজরুল ইসলামের কথা ও সুরে গ্রামোফোন রেকর্ডে সুপ্রভা ঘোষের কণ্ঠে "কাবেরী নদী জলে"– কাব্য গীতি।"

৭ ডিসেম্বর ১৯৪১-এ জাপান রণরঙ্গ মঞ্চে অবতীর্ণ হওয়ায় ভাগীরথী তীরবর্তী কলকাতা মহানগরীর নিদ্রা ভাঙ্‌লো। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যেমন আগাগোড়া নিদ্রাভিভূত ও নীরব ছিলো, তেমনটি আর থাকতে পারলো না।

২২ অগ্রহায়ণ ১৩৪৮: ১৯ জেল্কদ ১৩৬০: ৮ ডিসেম্বর ১৯৪১ তারিখ সোমবারও অল ইন্ডিয়া রেডিও'র কলকাতা কেন্দ্রে প্রধান অধিবেশনে সকাল ৭টা বেজে ৫০ মিনিটে কবির কথা ও সুরে গ্রামোফোন রেকর্ডে সুপ্রভা ঘোষের কণ্ঠে "কাবেরী নদী জলে– কাব্য গীতি"র অনুষ্ঠান ছিলো।

আজাদ-শের-ই-বাঙ্‌লা সাক্ষাৎকার

২২ অগ্রহায়ণ ১৩৪৮:১৯ জেল্কদ ১৩৬০:৮ ডিসেম্বর ১৯৪১ তারিখ সোমবার "নবযুগ"-এর প্রথম বর্ষ : ৪৬শ সংখ্যার জায়গায় ৪৭শ সংখ্যা কেন ছাপা হ'য়েছে তা বলা মুস্কিল। এটা যদি ছাপার ভুল হ'য়ে থাকে তবে তা সংশোধন করা হয় নি। কেননা, পরে দেখা যাবে মঙ্গলবার ৪৮শ সংখ্যা, বুধবার ৪৯শ সংখ্যা ছাপা হ'য়েছে ইত্যাদি। সে যাই হোক, পূর্বোক্ত ৮ ডিসেম্বর সোমবারের ৪৭শ সংখ্যায় পঞ্চম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত খবর এই যে, ৭ ডিসেম্বর রবিবার বিকেলে অন্যতম কংগ্রেস নেতা মওলানা আবুল কালাম আজাদের সঙ্গে দেখা ক'রেছিলেন শের-ই-বাঙ্‌লা আবুল কাসেম ফজলুল হক এবং এদিনই বাঙ্‌লার গভর্নর স্যার জন হর্ব্বাট কর্তৃক হক মন্ত্রিসভার সদস্যদের পদত্যাগপত্র গৃহীত হ'য়েছে। ঐ পঞ্চম পৃষ্ঠা থেকে উদ্ধৃতি :

"গভর্নর বাহাদুর কর্ত্তৃক মৌলবী ফজলুল হককে সাক্ষাতের জন্য আহ্বান
মন্ত্রীদের পদত্যাগপত্র গৃহীত
প্রগ্রেসিভ কোয়ালিশন পার্টির বিভিন্ন দলের নেতাদের অদ্য প্রাত:কালে
সাক্ষাতের ব্যবস্থা
অদ্য বাঙ্গলায় নূতন মন্ত্রিসভা গঠনের সম্ভাবনা

জানা গিয়াছে যে মাননীয় গভর্নর বাহাদুর অদ্য আড়াই ঘটিকার সময় তাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত মি: এ. কে. ফজলুল হককে আহ্বান করিয়াছেন।

জানা গিয়াছে যে, গতকল্য বাঙ্গলার মাননীয় গভর্নর স্যার জন হর্ব্বাট কত্তৃক বাংলার সমস্ত মন্ত্রীর পদত্যাগপত্র গৃহীত হইয়াছে। গত ১লা ডিসেম্বর মন্ত্রিসভার সমস্ত সদস্য পদত্যাগপত্র পেশ করিয়াছিলেন।

গতকল্য অপরাহ্নে মি. এ. কে. ফজলুল হক মৌলানা আবুল কালাম আজাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন।

গত রাত্রিতে গবর্ণমেন্ট হাউস হইতে নিম্নলিখিত ইশ্‌তাহার প্রকাশিত হইয়াছে :-

মন্ত্রিসভার সদস্যগণ তাঁহাদের স্ব স্ব পদে ইস্তফা দিয়া গত ১লা ডিসেম্বর যে পদত্যাগপত্র দাখিল করিয়াছিলেন, অদ্য মাননীয় গভর্নর বাহাদুর কর্ত্তৃক তাহা গৃহীত হইয়াছে। মাননীয় গভর্নর বাহাদুর আগামীকল্য প্রাত:কালে পরিষদের বিভিন্ন দলের নেতাদের সহিত আলোচনা করিবেন।"

www.pathagar.com

পহেলা ডিসেম্বর দাখিলকৃত হক মন্ত্রিসভার সদস্যদের পদত্যাগপত্র ৭ ডিসেম্বর রবিবার গভর্নর স্যার জন হর্ব্বাট কর্তৃক গৃহীত হ'লো। উল্লেখ থাকে যে, ৬ ডিসেম্বর শনিবার স্যার খাজা নাজিমুদ্দিন এবং স্যার বিজয় প্রসাদ সিংহ রায়, এই দুই মন্ত্রীও স্যার জন হার্ব্বাট -এর সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রেছিলেন। কিন্তু এই তথাকথিত পাকিস্তান পন্থিদের প্রতি স্যার জন হার্ব্বাট যে বিশেষ আনুকূল্য প্রদর্শন করতেন, এমন প্রমাণ পাওয়া গেল না। গভর্নর কংগ্রেস এবং হিন্দু মহাসভার মদদপুষ্ট শের-ই-বাঙলাকেই আবার গদীনসীন করার দিকে অগ্রসর হ'চ্ছেন।

দাঁত ভাঙ্গা জবাব

২২ অগ্রহায়ণ ১৩৪৮:১৯ জেল্কদ ১৩৬০: ৮ ডিসেম্বর ১৯৪১ তারিখ সোমবার "নবযুগ"-এর ১ম বর্ষ : ৪৭শ সংখ্যায় চতুর্থ পৃষ্ঠায় প্রথম সম্পাদকীয় নিবন্ধ "দাঁত ভাঙা জবাব" হুবহু উদ্ধৃত ক'রছি:

"লীগ মন্ত্রীদের চার-ইয়ারে হক সাহেবের বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ করিয়াছিলেন, হক সাহেব তার জবাব দিয়াছেন। আশা করি, সংবাদপত্র পাঠক মাত্রেই গভীর মনোযোগে এই জবাব পাঠ করিয়াছেন। কারণ, হক সাহেবের এই বিবৃতি শুধু কতিপয় ব্যক্তির কথারই জবাব নয়, ইহা বাঙলার গত চারি বছরের পার্লামেন্টারী জীবনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। হক সাহেবের বিরুদ্ধে চারিজন মন্ত্রী যে বিবৃতি দিয়াছেন, সে বিবৃত্তিতে বৃত্তান্তের চেয়ে মন্তব্য, সত্যের চেয়ে অসত্য, অভিযোগের চেয়ে মর্ম্ম-জ্বালা ছিল অনেক বেশী। কিন্তু পাঠকগণ নিশ্চয় লক্ষ্য করিয়াছেন, হক সাহেবের এই বিবৃতিতে বিরুদ্ধ পক্ষের প্রতি কটূক্তি নাই, আছে শুধু বৃত্তান্ত বর্ণনা। হক সাহেবের এই বর্ণনার প্রত্যেক কথা যে সত্য, তার প্রমাণ এই যে, সংবাদ-পত্র পাঠকগণ ইহার অনেক কথাই জানেন। হক সাহেব সেই সব অসংলগ্ন ঘটনারাশির ব্যবধান পূর্ণ করিয়া একটু সুসংলগ্ন বিবরণ দিয়াছেন মাত্র। হক সাহেবের এই বিবৃতিতে তিনটী বিষয় অতিশয় পরিষ্কার হইয়া উঠিয়াছে :

(১) ব্যক্তি-বিশেষের স্বার্থপরতাই শেষ পর্যন্ত এই সঙ্কট ঘটাইয়াছে;

(২) হক সাহেব আগে পদত্যাগ করেন নাই; লীগ মন্ত্রীরাই আগে পদত্যাগ করিয়াছেন;

(৩) হক সাহেব আগে পুরাতন কোয়ালিশন পার্টি ভাঙেন নাই; তাঁর বিরোধী পক্ষই আগে তা ভাঙিয়াছেন।

এই তিনটা বিষয়ে পাঠকগণ যদি নিঃসন্দেহে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন, তবেই সমস্ত ব্যাপারটা পাঠকগণের নিকট আয়নার মত পরিষ্কার হইয়া যাইবে।

প্রথমত ঃ একমাত্র মিঃ শহীদ সুহ্‌রাওয়ার্দ্দী যদি পদত্যাগ করিতেন, তবেই কোয়ালিশন পার্টির আভ্যন্তরীণ বিরোধ মিটিয়া যাইত এবং মুসলিম সংহতি অটুট থাকিত। এই কথাটার প্রতি আমরা বহুবার পাঠকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছি। যে হক মন্ত্রিসভার স্থায়ীত্বের জন্য লীগের কর্ত্তারা সকলে এবং মিঃ শহীদ সুহ্‌রাওয়ার্দ্দী বিশেষভাবে, গত সাড়ে চারি বছর মুসলিম-বাঙলার নিকট সকল প্রকার ত্যাগ স্বীকার দাবী করিয়া আসিয়াছেন, সেই মন্ত্রিসভাকে রক্ষা করিবার জন্য স্বয়ং শহীদ সাহেব কি নিজের মন্ত্রিত্বের লোভ ও লাভটুকু ত্যাগ করিতে রাজী হইলেন? পাঠকগণ জানেন, গত সাড়ে চারি বছর হক মন্ত্রিসভার বিন্দুমাত্র সমালোচনা লীগ নেতারা সহ্য করেন নাই। অভুক্ত কৃষকেরা হক-মন্ত্রিসভার নিকট হক সাহেবের প্রতিশ্রুত 'ডাল-ভাত' চাহিতে গিয়াছে, অমনি লীগ নেতারা বলিয়াছেন : "চুপ, চুপ, হক-মন্ত্রিসভা বিব্রত হইবে; মুসলিম সংহতি ধ্বংস হইবে।" শোষিত পাট-চাষী পাটের দাম চাহিয়াছে। অমনি লীগ নেতারা

www.pathagar.com

বলিয়াছেন: "পাটের কথা তুলিয়া ইউরোপীয় দলের সঙ্গে কলহ বাধাইও না, হক-মন্ত্রিসভা বিপন্ন হইবে।" অত্যাচারিত কৃষক-প্রজা খাজনা হ্রাসের কথা বলিতে চাহিয়াছে। অমনি লীগ নেতারা বলিয়াছেন: 'ও কথা মুখে আনিও না; হক -মন্ত্রিসভা অসুবিধায় পড়িবে।"

এই ভাবে বাঙলার কৃষক-প্রজা-শ্রমিকের সংখ্যা-গুরু দল মুসলমানেরা হক-মন্ত্রিসভার নিকট যখন যা' দাবী করিতে গিয়াছে, তখনই হক-মন্ত্রিসভার স্থায়িত্ব ও মুসলিম-সংহতির দোহাই দিয়া মুসলিম জনসাধরণের মুখ চাপিয়া ধরা হইয়াছে। মুসলিম জনসাধারণকে এই কথাই বোঝান হইয়াছে যে, হক-মন্ত্রিসভার স্থায়িত্বের জন্য, মুসলিম-সংহতি রক্ষার জন্য, এসব বিষয়ে তাদের ত্যাগ স্বীকার করা উচিত। লীগ নেতারা অভুক্ত, অশিক্ষিত, অর্দ্ধনগ্ন, কৃষক প্রজাকে বুঝাইয়াছেন যে, হক-মন্ত্রিসভা বিপন্ন হইলে বাঙলা হইতে ইসলাম মুছিয়া যাইবে। যেখানে ইসলামের এমন বিপদের সম্ভাবনা, সেখানে তুচ্ছ ভাত-কাপড়ের কথা তুলিয়া মুসলিম-সংহতি ধ্বংস করা কি মুসলমানের উচিত? বাঙলার অগণিত মুসিলম কৃষক-প্রজার ভাত-কাপড়ের দাবীর আলোচনা করিতে গিয়া সরকারের বৃত্তিভোগী "একমাত্র দৈনিক" এতদূর পর্য্যন্ত বলিয়াছেন: "মুসলমানরা ত আর শিয়াল কুকুর নয় যে, পেটের ক্ষুধার কথা বলিতে গিয়া তারা ইসলামকে বিপন্ন করিবে।"

এত ভালবাসিতেন এরা হক-মন্ত্রিসভাকে। তাঁরা চাহিতেন, দেশের কোটি কোটি মুসলিম কৃষক-প্রজা অভুক্ত, অর্দ্ধনগ্ন থাকুক, জমিদার মহাজনের দ্বারা উৎপীড়িত হোক, অসহ্য হইলে আসামে চলিয়া যাউক; তবু তারা যেন কোনো দাবী দাওয়া করিয়া হক-মন্ত্রিসভাকে বিব্রত ও দুর্ব্বল না করে।

হক-মন্ত্রিসভার স্থায়িত্বের জন্য দরিদ্র মুসলিম জনসাধারণের নিকট এত বড় ত্যাগ স্বীকার যাঁরা দাবী করিলেন, সেই লীগ নেতারা নিজেরা সেই হক মন্ত্রিসভার স্থায়িত্বের জন্য কী ত্যাগ করিলেন? তার পরীক্ষার সময় যখন আসিল তখন দেখা গেল: একজন লোকের ব্যক্তিগত স্বার্থত্যাগ করিতেও তাঁরা প্রস্তুত নন। আমরা একথা বলিয়াছি যে, শহীদ সাহেবের যদি হক-মন্ত্রিসভার প্রতি এবং মুসলিম সংহতির জন্য নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থের চেয়ে বেশী টান থাকিত, তবে তিনি নিশ্চয় আগ বাড়িয়ে আসিয়া বলিতেন: "বহুৎ আচ্ছা, আমার প্রতি যখন কোয়ালিশনের চল্লিশ জন মুসলমান অসন্তুষ্ট, আমি পদত্যাগ করিলেই যখন দলাদলির অবসান হয়, তখন এই নিন, আপনারা একজন খাঁটী লীপ-কর্ম্মীকেই আমার স্থলে মন্ত্রী করিবেন।"

শহীদ সাহেব এসব কিছুই করেন নাই। সুতরাং দেখা যাইতেছে, মুসলিম সংহতির জন্য তাঁর গলাবাজী, হক-মন্ত্রিসভার জন্য তাঁর নাড়ীর টান, সবই নিছক ভন্ডামী মাত্র; যতদিন তাঁর ব্যক্তিগত স্বার্থের সহিত হক-মন্ত্রিসভাবে স্থায়িত্ব খাপ খাইয়াছে, ততদিনই তিনি উহার প্রতি আসক্ত ছিলেন। যেদিন উহার স্থায়িত্বের সঙ্গে নিজের স্বার্থের বিরোধ বাধিয়াছে, সেই দিনই তিনি উহাতে পদাঘাত করিয়াছেন।

দ্বিতীয়তঃ হক-মন্ত্রিসভার পদত্যাগেই সমস্ত আপোষ চেষ্টার পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছে, এটা পাঠকগণ বুঝিয়াছেন। কিন্তু এই পদত্যাগটা করিলেন কে? যদি হক সাহেব আগে পদত্যাগ করিয়া থাকেন, তবে তিনিই এই পরিসমাপ্তির জন্য দায়ী, আর যদি তাঁর বিরুদ্ধপক্ষ আগে পদত্যাগ করিয়া থাকেন, তবে তাঁরাই এ জন্য দায়ী। হক সাহেব তাঁর এই বিবৃতিতে স্পষ্টই বলিয়াছেন : তিনি আগে পদত্যাগ করেন নাই, বিরুদ্ধপক্ষই আগে পদত্যাগ করিয়াছেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, হক সাহেবের সঙ্গে ভাঙাভাঙি করিবার জন্য উহারা কৃতসঙ্কল্প হইয়া গিয়াছিলেন। কাজেই পাঠকগণ বিচার করুন: সংহতি ধ্বংসের জন্য দায়ী কে – যে হক সাহেব শেষ পর্য্যন্ত আপোষ চেষ্টা করিলেন, তিনি? না, যাঁরা আগেভাগে পদত্যাগ করিয়া আপোষের পথ বন্ধ করিলেন, তাঁরা?

www.pathagar.com

তৃতীয়তঃ সংবাদপত্র পাঠক মাত্রই জানেন যে, নবগঠিত প্রগ্রেসিভ কোয়ালিশন পার্টির নেতৃত্ব হক সাহেব গ্রহণ করিয়াছিলেন তখনই, যখন লীগের কর্ত্তারা লীগের সভাপতি হক সাহেবের অজ্ঞাতে সভা করিয়া হক সাহেবের প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করিয়াছেন এবং পুরাতন কোয়ালিশন পার্টি ভাঙিয়া দিয়া নতুন লীগ পার্টি গঠন করিয়াছেন। চার-ইয়ার মন্ত্রী কোয়ালিশন পার্টিকে জিজ্ঞাসা না করিয়া পদত্যাগ করিলেন; লীগের সভাপতিকে না জানাইয়া লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সভা করিলেন; কোয়ালিশনের মত না লইয়াই উহা ভাঙিয়া দিয়া লীগ পার্টি গঠন করিলেন। এত রাখ্-ঢাক্ করিয়া অথচ এত ত্রস্তব্যস্তভাবে এ সব করিলেন যাঁরা, তাঁরা মুসলিম সংহতি ধ্বংস করেন নাই, তবে কে করিয়াছেন?

চার-ইয়ার অভিযোগ করিয়াছেন যে, হক সাহেবই হক-মন্ত্রিসভা ভাঙিয়া দিবার জন্য গোপনে বিরোধী দলের সঙ্গে দুই বছর ধরিয়া শলা-পরামর্শ করিতেছিলেন। হক সাহেব এ কথার দাঁত-ভাঙা জবাব দিয়াছেন। পটুয়াখালীর বিজয়ের পরে হক সাহেবের পক্ষে ষড়যন্ত্রের আর কোনো দরকার ছিল না। বিজয়ী পক্ষ কখনো গোপনে ষড়যন্ত্র করে না, যুদ্ধের ফলাফলকে সাবোটাশ করিবার জন্য পরাজিত পক্ষেরই ষড়যন্ত্র করার দরকার হয়। সুতরাং পটুয়াখালীর পরাজিত পক্ষই যে পরাজয়ের লজ্জা ঢাকিবার জন্য অন্ধকারে বিজয়ীর পিঠে ছুরি মারিবার উদ্দেশ্যে গোপন ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন, এটাই স্বাভাবিক এবং বর্তমান ব্যাপারেও এটাই ঘটিয়াছে।

অতএব আশা করি, এই সব ছদ্ম-সংহতিবাদী স্বার্থপর লোকের ভন্ডামি বাঙলার জনসাধারণ বুঝিতে পারিয়াছে।"

১ম বর্ষ: ৪৭শ সংখ্যা : ২২ শে অগ্রহায়ণ; সোমবার ১৩৪৮: ১৯ শে জেল্কদ ১৩৬০ হিজরী : ৮ই ডিসেম্বর ১৯৪১-এর "নবযুগ"-এর অষ্টম পৃষ্ঠায় আতশবাজের পরিচালনাধীন "আগুনের ফুলকি" বিভাগে 'বন বুল বুল' ছদ্মনামে তাঁরই কবিতা "প্রার্থনা" শিরোনামে। উদ্ধৃতি:

প্রার্থনা

বন বুলবুল

অন্ধ নিশার হোলে অবসান
জাগাবে যখন সুপ্ত বিশ্বে
নব প্রভাতের গান
নয়নের কোণে নিদ্রা মুছায়ে
তুমি দিও মোর জড়তা ঘুচায়ে
সমীরণ হোয়ে পরশিও মোরে
হে রহিম, রহমান।
অরুণের আগে তব বন্দনা
গায় যেন মোর প্রাণ।
ওগো সারাটি দিবস ধরি'
শক্তির রূপে চিত্তে আমার
ফিরো তুমি সঞ্চারি'
ছড়ায়ে রহিয়া বিশ্বের মাঝে
প্রেরণা জাগায়ো মোর শতকাজে

www.pathagar.com

বিফলতা যেন না পারে উঠিতে
মোর প্রাণে গুঞ্জরি'
বিজয়ের ডোরে ঘিরে রেখো মোরে
জন্ম জন্ম ধরি'।
যবে অস্ত গগন-পারে
মোর রক্ত-রবিরে ঘেরিবে বন্ধু
মেঘের অন্ধকারে,
রামধানু হ'য়ে জাগিও তখন
উজল করিতে আমার গগন
সপ্ত আলোক বর্তিকা হাতে
আসিও আমার দ্বারে–
আলোক দেখায়ে নিয়ে যেয়ো মোরে
অন্ধকারের পারে।
প্রভু, বিশ্ব-রতন খনি
খুঁজিয়া যতনে পাঠায়ো গোপনে
আমারে জ্ঞানের মণি,
পাঠায়ো আমারে তোমার যা' ভালো
ধুয়ে দিও মোর যত কিছু কালো
হরিও তমসা অজ্ঞানতার
আপন জনের মত
মোরে সাধিবার দিও জগতের
কল্যাণ অবিরত।

যে কাগজে কাজী নজরুল ইস্‌লাম প্রধান সম্পাদক এবং যে বিভাগের নাম কবি নিজে রেখেছেন, সে বিভাগে তাঁর মৃত-পুত্রের নামের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কোনো ছদ্মনামে অন্য কেউ লিখবেন, এমনটা ধারণা করা কঠিন। ইতোপূর্বে তাঁর কবিতায়ও 'বন বুল্‌বুল' কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে। এ ছাড়াও এই কবিতায় মোনাজাতের ভঙ্গীতে এমন কিছু উক্তি আছে যা কবি জীবনের শেষ পর্যায়ের চেতনার সঙ্গেই সামঞ্জস্যপূর্ণ। "বাতায়ন পাশে গুবাক তরুর সারি" কবিতার মতোই নিজের সম্পর্কে এক বিস্ময়কর ভবিষ্যদ্বাণীও আছে এতে। নজরুলকে সব থেকে ঘনিষ্ঠভাবে পাওয়া যায় তাঁর সৃষ্টিতে। সেখানে তিনি শুধু শিল্পী নন, সত্য দ্রষ্টা। সত্যের বাণীবাহক। স্রষ্টার প্রিয়জন। তাঁর কাছের মানুষ। যেমন আমাদেরও কাছের মানুষ তিনি। শেষ দুই পঙ্‌ক্তিতে মানুষের খিদমত্ করার আকাঙ্ক্ষাই ব্যক্ত হ'য়েছে। নজরুল শুধু শিল্পী নন, সমাজের এক শুদ্ধতম খাদেম।

৮ ডিসেম্বর ১৯৪১ তারিখ সোমবার প্রকাশিত এই ৪৭শ সংখ্যায় অষ্টম পৃষ্ঠায় "আগুনের ফুলকি" শিরোনামে "আতশবাজ"-এর বিবৃতি:

"আগুনের ফুলকি"

বাংলা ভাষা-ভাষী সকল ছেলে মেয়ে ও কিশোর কিশোরী 'আগুনের ফুলকি'-র আসরের সদস্য হইতে পারিবে। ১৪ বৎসরের উর্দ্ধ বয়স্কদিগকে সদস্য করা হয় না।

www.pathagar.com

"আগুনের ফুলকি"-র যাহারা সদস্য হইবে তাহাদের কবিতা, গল্প ও অন্যান্য লেখা এই বিভাগে ছাপা হইবে। রচনা পরিচালক "আগুনের ফুলকি"– নবযুগ, ১২৩ লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

শিশুদের উপযোগী প্রবন্ধ, গল্প ও কবিতা পাঠাইবার জন্য – কবি ও সাহিত্যিকদের নিকট অনুরোধ জানাইতেছি।

– আতশবাজ"

৮ ডিসেম্বর সোমবার এই ৪৭শ সংখ্যায় অষ্টম পৃষ্ঠায় সদস্যভূক্তির আবেদনপত্র ছাপা হ'য়েছে এইভাবে:

"পরিচালক",–

"আগুনের ফুলকি"

"দৈনিক নবযুগ"

১২৩ নং লোয়ার সার্কুলার রোড,

কলিকাতা।

আমি "আগুনের ফুলকি"-র সদস্য হইতে চাই। আমার অভিভাবকের ইহাতে সম্পূর্ণ মত আছে। আমাকে সদস্য করিয়া লইবেন। সঙ্গে দুই আনার ডাক টিকিট পাঠাইলাম।

নাম ----------

বয়স ----------

অভিভাবকের নাম ----------

ঠিকানা ----------

২৪/১১/৪১"

এই আগুনের ফুলকি"দের আসরে কাজী আনোওয়ারুল ইস্‌লাম ছিলেন "১৯ নং ফুলকি"। "আতশী আয়না" কলমে তিনি লিখেছেন কোন্ দেশে কত সালে প্রথম ডাক টিকিট প্রচলিত হয়। উদ্ধৃতি দিচ্ছি ঃ

"আতশী আয়না

কাজী আনোওয়ারুল ইসলাম

(১৯ নং ফুলকি)

১। ইংল্যন্ডে সর্বপ্রথম ডাক টিকিট প্রচলিত হয় " " " ১৮৪০ খৃ:
২। আমেরিকায় " " " ১৮৪৫ খৃ:
৩। ব্যাভেরিয়ায় " " " ১৮৪৯ খৃ:
৪। বেলজিয়ামে " " " ১৮৪৯ খৃ:
৫। ফ্রান্সে " " " ১৮৪৯ খৃ:
৬। অষ্ট্রিয়ায় " " " ১৮৫০ খৃ:
৭। ক্যানাডায় " " " ১৮৫১ খৃ:

www.pathagar.com

৮। ভারতবর্ষে " " " ১৮৫২ খৃ:
৯। হল্যাণ্ডে " " " ১৮৫২ খৃ:
১০। পর্তুগালে " " " ১৮৫৩ খৃ:
১১। নিউজিল্যান্ডে " " " ১৮৫২ খৃ:
১২। ইটালীতে " " " ১৮৬২ খৃ:
১৩। অষ্ট্রেলিয়ায় " " " ১৯০২ খৃ:"

২২ অগ্রহায়ণ ১৩৪৮: ১৯ জেল্কদ ১৩৬০:৮ ডিসেম্বর ১৯৪১ তারিখের এই ৪৭শ সংখ্যায় অষ্টম পৃষ্ঠায় "নূতন ফুলকি"দের যে নামের তালিকা প্রকাশিত হ'য়েছে তাতে একজন ব্যতীত সবই মুসলমান। উদ্ধৃতিঃ

"নূতন ফুলকি

৭৬। এম জামসেদ আলী, সুবিদ আলী বিল্ডিং, ম্যাডাম স্ট্রীট, কলিকাতা।

৭৭। এস. এম. মফিজউদ্দিন আহ্মদ, আমলিতলা, বালিজুড়ী, ময়মনসিংহ।

৭৮। মাষ্টার আব্দুর রফিক, দলুসরকার লেন, মোমিনপুর, কলিকাতা।

৭৯। মির্জ্জা বেগম শামসুন্নাহার, কলেজ রোড, আলম নগর, রংপুর।

৮০। নাদিরজ্জমান খান, নায়কপুর, ময়মনসিংহ।

৮১। মুখলেছুর রহমান, ফেনী।

৮২। মোহাম্মদ আলম, করিমগঞ্জ, শ্রীহট্ট।

৮৩। রফিকুল ইস্লাম, কুষ্টিয়া।

৮৪। রওশন আরা চৌধুরী, নলবাড়ী, গৌহাটী।

৮৫। কুমারী নলিনী কুন্ড, মেদিনীপুর।

৮৬। মাষ্টার এস. কাদির, নারিকেল ডাঙ্গা, কলিকাতা।

৮৭। সৈয়দ আলী রেজা চৌধুরী, শ্রীহট্ট।

৮৮। গোলাম কাসেম, কুমিল্লা।

৮৯। শাহিদ উদ্দিন খাঁন, চাঁদপুর।

৯০। জয়নাল আলম, হুগলী।

৯১। সোলতান জাহাঁ, সিরাজগঞ্জ।

৯২। মতিয়র রহমান চৌধুরী, রাজেন্দ্রনগর প্রাইমারী স্কুল, ময়মনসিংহ।

৯৩। আসীরুল ইস্লাম, যশোহর।

৯৪। অহিদুজ্জামান, চট্টগ্রাম।

৯৫। খলিলুর রহমান, সিউড়ী, বীরভূম।

৯৬। জেবুন্নেসা, মন্সীপাড়া, শ্রীহট্ট।

www.pathagar.com

৯৭। কাজেম আলী, শ্রীরামপুর, হুগলী।

৯৮। আকবরী বেগম, পিয়ার্স লেন, কলিকাতা।"

এই ২২ অগ্রহায়ণ ১৩৪৮: ১৯ জেল্‌কদ ১৩৬০:৮ ডিসেম্বর ১৯৪১ তারিখ সোমবার ভোর ছ'টায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের বিরুদ্ধে জাপান যুদ্ধে অবতীর্ণ হ'লো। এ দিনই গভর্নর স্যার জন হর্ব্বাট আটটি রাজনৈতিক দলের আট জন নেতা এবং প্রগ্রেসিভ কোয়লিশন দলের নেতা শের-ই-বাঙ্‌লা আবুল কাসেম ফজলুল হকের সঙ্গে মন্ত্রিসভা গঠন সম্পর্কে আলোচনা করেন। ছ'টি দলের নেতৃবৃন্দ শের-ই-বাঙ্‌লার প্রতি সমর্থন জানান।

তোমারে ভিক্ষা দাও

২৩ অগ্রহায়ণ ১৩৪৮:২০ জেল্কদ ১৩৬০:৯ ডিসেম্বর ১৯৪১ তারিখ মঙ্গলবার "নবযুগ"-এর ১ম বর্ষ: ৪৮শ সংখ্যায় চতুর্থ পৃষ্ঠায় প্রথম সম্পাদকীয় নিবন্ধের শিরোনামসহ অনেকখানি ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর ফাইলে ছেঁড়া অবস্থায় দেখলাম। এই প্রথম সম্পাদকীয় নিবন্ধের যেটুকু ছিঁড়তে বাকী আছে তা পেশ ক'রছি:

"---- ইহাদের পদত্যাগপ্রত্র গ্রহণে লাট সাহেবকে পূরা এক সপ্তাহ কাল বিবেচনা করিতে হইয়াছে। পদত্যাগপত্র গ্রহণে এই অসাধারণ বিলম্ব হেতু যে সব কল্পনা-জল্পনায় ও গাল-গল্পে বাজার ছাইয়া গিয়াছিল, এতদিনে সে সবের অবসান হইয়াছে।

শুধু তাই নয়। গতকাল লাট সাহেব বিভিন্ন দলপতির সঙ্গে ভাবী মন্ত্রিসভা গঠন সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন। লাট সাহেব মোটমাট আটটী বিভিন্ন দলের আটটী নেতাকে এবং প্রগ্রেসিভ কোয়ালিশনের নেতা হিসেবে হক সাহেবকে আহ্বান করিয়াছিলেন। এই আটটী দলের মধ্যে ছয়টা দলের নেতৃবৃন্দই লাট সাহেবকে জানাইয়া দিয়াছেন যে, তাঁরা হক সাহেবের গঠিত মন্ত্রিসভা ব্যতীত অপর কারো মন্ত্রিসভা বরদাশ্‌ত করিবেন না।

ইহাতে লাট সাহেবও নিশ্চয়ই হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন যে, একমাত্র হক সাহেব ব্যতীত আর কারো দ্বারা বাঙ্‌লায় স্থায়ী মন্ত্রিসভা গঠিত হইতে পারে না। সুতরাং এটা জনসাধারণের পক্ষে আশা করা খুবই স্বাভাবিক যে, এই সব দেখা-সাক্ষাতের পর-পরই লাট সাহেব হক সাহেবের উপর মন্ত্রিসভা গঠনের ভার অর্পণ করিবেন। কিন্তু তা করা হয় নাই। ইহাতে জন সাধারণের মনে এই সন্দেহ হইতে পারে যে, লাট সাহেব বুঝি প্রধান মন্ত্রী নির্বাচনে আজো মনস্থির করিতে পারেন নাই। সার নাজিমুদ্দীনের মন্ত্রিসভা গঠনের অসামর্থ্য সম্পর্কে বুঝি লাট সাহেব আজো নিশ্চিত হইতে পারেন নাই।

কিন্তু আমাদের মনে হয়, জন সাধারণের এই সন্দেহ করিবার কোনো হেতু নাই। কারণ, খাজা-দলের শক্তি ও সংখ্যা সম্বন্ধে লাট সাহেবের ধারণা আগে যাহাই থাকুক না কেন, আর যে যত খবরই তাঁকে দিয়া থাকুন না কেন, ঢাকার নবাব বাহাদুর খাজা দল ত্যাগ করার পর এ-বিষয়ে লাট সাহেবের আর কোনো সন্দেহ থাকিতে পারে না।

বস্তুতঃ লাট সাহেব কেন, দেশের লোক, স্বয়ং কায়েদ-ই-আজম মি: জিন্না, এবং স্বয়ং খাজা-দলের সদস্যেরা জানেন যে, নবাব বাহাদুরের পদত্যাগে খাজা দলের আশা-ভরসা একেবারে রসাতলে গিয়াছে। ...."

www.pathagar.com

এই সম্পাদকীয় নিবন্ধে "কায়েদ-ই-আজম"-কে 'কায়েদ-ই-আজব' লেখা হ'য়েছিল কিনা তা বলা মুস্কিল। এটা ছাপার ভুলও হ'তে পারে। ছাপার ভুল না হ'য়ে থাকলে স্বীকার ক'রতে হবে যে, এটা সুরুচি বোধের পরিচায়ক নয়। তদুপরি কায়েদ-ই-আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ছিলেন চমৎকার ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, ঋজু চরিত্রের এক বিচক্ষণ রাষ্ট্রনায়ক। সম-সাময়িক পত্র-পত্রিকার সাক্ষ্য এই যে, চক্রবর্তী রাজা গোপালাচারী, মানবেন্দ্র নাথ রায় প্রমুখ অমুসলিম নেতৃবৃন্দও জিন্নাহর ব্যক্তিত্ব, দূরদর্শিতা ও চিন্তাধারা সম্পর্কে শ্রদ্ধা-পোষণ করতেন। এ বিষয়ে কিছু কিছু উদ্ধৃতিও আমরা পরে দেবো। প্রখ্যাত ব্যারিস্টার ও সাবেক মন্ত্রী শহীদ হোসেন সোহরাওয়ার্দী সম্পর্কে শের-ই-বাঙলার আপত্তির পেছনে যদি কোনো গভীর সততা থাক্‌তো তা হ'লে পরবর্তীকালে সোহ্‌রাওয়ার্দীর প্রধান মন্ত্রীত্বের আমলে স্বাধীন বাঙলা কায়েমের ইরাদায় তিনি তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা ক'রবেন কেন? অথচ এই আপত্তির অজুহাতেই শের-ই-বাঙলা রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে উত্তর মেরু থেকে অতি শীঘ্রই দক্ষিণ মেরুতে এসে পৌঁছেছিলেন। তাই আমাদের তরফে এই সব নেতৃবৃন্দের কাউকেই ফেরেশতা কিংবা শয়তান ব'লে চিহ্নিত করা সম্ভব নয়। কম হোক আর বেশী হোক, ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়তো সবারই ছিলো। বিশেষত সঙ্কট ও টানাপোড়েনের মুহূর্তে ত্রুটি-বিচ্যুতির সম্ভাবনা তো থাকেই। এ জন্য কাউকে অশুদ্ধ ঘোষণা করাটা সুবিচেনার পরিচায়ক নয়। তবে এ সময়ে শের-ই-বাঙলার আদর্শগত আনুগত্যের পরিবর্তনের ফলেই শহীদ হোসেন সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে তাঁর মতপার্থক্য ও বিরোধ শুরু হয়। প্রকৃতপক্ষে বাঙলার বিকল্প নেতা হিসাবে শহীদ হোসেন সোহরাওয়ার্দী তখন কায়েদ-ই-আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহরও সুনজরে ছিলেন। ফলে শের-ই-বাঙলা আবুল কাসেম ফজলুল হক তখন শহীদ হোসেন সোহরাওয়ার্দীকে প্রতিপক্ষ হিসাবে বিবেচনা ক'রছিলেন। আদর্শ পরিবর্তন এবং কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভার দিকে তাঁর ঝুঁকে পড়ার কারণও এটাই। সে যাই হোক, ফজলুল হকের এই বিরোধিতা পরে স্যার খাজা নাজিমুদ্দিনকে সোহরাওয়ার্দীর আগে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার সুযোগ করে দেয়। আর এই বিরোধিতা শেষ পর্যন্ত মুসলিম লীগ ও মুসলিম সংস্কৃতির বিরোধিতায় শেষ পর্য্যন্ত মুসলিম লীগ ও মুসলিম সংস্কৃতির বিরোধিতায় পর্যাবসিত হওয়ায় তাঁর রাজনৈতিক ভবিষ্যতও অত্যন্ত হতাশাপূর্ণ হ'য়ে ওঠে। পরিণামে জাতির পক্ষেও এটা অনিষ্টকর প্রমাণিত হয়। এসব কিছুই জানার এবং বোঝার ব্যাপারে সহনশীল হওয়া দরকার। নিছক সহনশীলতার অভাবে ঐতিহাসিক তথ্যাদি এড়িয়ে যাওয়া ক্ষতিকর। আর প্রকৃত ঐতিহাসিক তথ্যাদি সম্পর্কে অবহিত না হ'য়ে কোনো জাতি কোনোদিন স্বাধীন সত্তা নিয়ে বাঁচার পথ খুঁজে পায় না।

২৩ অগ্রহায়ণ ১৩৪৮: ২০ জেল্কদ ১৩৬০: ৯ ডিসেম্বর ১৯৪১ তারিখ মঙ্গলবার ১ম বর্ষ : ৪৮শ সংখ্যায় পঞ্চম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত খবরে জানা যায় যে, শের-ই-বাঙলা আবুল কাসেম ফজলুল হক ৮ ডিসেম্বর সোমবার দুপুরে বাঙলার গভর্নর স্যার জন হার্ব্বাট-এর সঙ্গে এক ঘন্টা ব্যাপী আলোচনায় মিলিত হন এবং এর অব্যবহিত পর পরিষদ ভবনে প্রগ্রেসিভ কোয়ালিশন দলের শরীক দল ও গ্রুপসমূহের নেতৃবৃন্দের সাথে আধ ঘন্টাব্যাপী রুদ্ধদ্বার বৈঠক করেন। ৯ ডিসেম্বর মঙ্গলবার সকালে গভর্নর স্যার জন হর্ব্বাট-এর সঙ্গে শের-ই-বাঙলা আবার শলাপরামর্শে ব'সবেন। উদ্ধৃতি :

www.pathagar.com

"লাট ভবনে মৌলবী এ. কে. ফজলুল হক গবর্ণরের সহিত এক ঘন্টাকাল আলোচনা

মন্ত্রি-সঙ্কট সম্পর্কে বিভিন্ন দলের নেতাদের সহিত পরামর্শ

অদ্য পুরনায় গবর্ণরের সহিত মিঃ হকের সাক্ষাতের ব্যবস্থা

গতকল্য মধ্যাহ্ন ভোজের পর মি: এ. কে. ফজলুল হক গভর্নর বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করেন। এক ঘন্টাকাল আলাপ হয়। গভর্ণমেন্ট হাউস হইতে বাহির হইয়া তিনি সোজা পরিষদ ভবনে যান। প্রগ্রেসিভ কোয়ালিশন দলের বিভিন্ন গ্রুপ ও দলের নেতাগণ তখনই তাঁহাদের নেতার সহিত সাক্ষাৎ করেন। রুদ্ধদ্বার গৃহে অর্দ্ধঘন্টাকাল কথাবার্তা হয়।

অদ্য প্রাতঃকালে মিঃ হক পুনরায় গভর্নর বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।

গভর্নর সমীপে মিঃ শরৎ বসু

বঙ্গীয় পরিষদের বিরোধী দলের নেতা শ্রীযত শরৎচন্দ্র বসু মন্ত্রিসভা গঠন সম্পর্কে গতকল্য সকাল ১১-৪০ মিনিটের সময় গভর্নর বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করেন। প্রায় ৫০ মিনিট তাঁহাদের মধ্যে কথাবার্তা চলে।

শ্রীযুত বসুর সাক্ষাতের পর জাতীয় দলের নেতা শ্রীযুত শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী, স্বতন্ত্র তপশীল-ভুক্ত সম্প্রদায়ের নেতা শ্রীযুত হেমচন্দ্র নস্কর এবং কৃষক প্রজা পার্টির নেতা মিঃ শামসুদ্দিন আহ্‌মদ গতকল্য গভর্নর বাহাদুরের মধ্যাহ্ন ভোজনের পূর্বে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন।

লাট ভবনে বিভিন্ন দলের নেতৃবৃন্দ

বঙ্গীয় কংগ্রেস পার্লামেন্টারী দলের নেতা শ্রীযুত কিরণ শঙ্কর রায় গতকল্য বেলা ১১টার সময় নূতন মন্ত্রিসভা গঠন সম্পর্কে বাংলার গভর্নর বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করেন। অর্দ্ধঘন্টা ধরিয়া কথাবার্তা চলিয়াছিল। ইউনাইটেড প্রেস জানিতে পারিয়াছেন যে, সাক্ষাৎকারের সময় মিঃ রায় সরকারী কংগ্রেস দলের মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছেন।

নূতন মন্ত্রিসভা গঠন সম্পর্কে আলোচনার জন্য আহূত হইয়া বঙ্গীয় পরিষদের বিভিন্ন দলের নেতৃবৃন্দ গতকল্য সকাল ১০.৩০মিনিট হইতে লাট ভবনে মহামান্য গভর্নর বাহাদুরের সহিত দেখা করেন। মধ্যাহ্ন ভোজের পূর্ব্বে পর্য্যন্ত সাক্ষাৎকার চলিতে থাকে। নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ গভর্নর বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করেন। ইউরোপীয়ান দলের নেতা মি. ডি. হেনড্রী, প্রোগ্রেসিভ পার্টির ডেপুটি লীডার খান বাহাদুর হাশেম আলী খান, বঙ্গীয় কংগ্রেস পার্লামেন্টারী দলের নেতা শ্রীযুত কিরণ শঙ্কর রায়, বিরোধী দলের নেতা শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু, জাতীয় দলের নেতা শ্রীযুত শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী, স্বতন্ত্র দলের নেতা শ্রীযুত হেমচন্দ্র নস্কর এবং কৃষক-প্রজা দলের নেতা মি: শামসুদ্দীন আহ্‌মদ। ইঁহাদের মধ্যে বিরোধী নেতা শ্রীযুত বসুই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সময় গ্রহণ করিয়াছিলেন।

গতকল্য স্যার কে. নাজিমউদ্দিনও গভর্ণরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন।"

ফজলুল হক সমর্থক নেতৃবৃন্দ ৮ ডিসেম্বর সোমবার গভর্নর স্যার জন হর্ব্বার্ট-এর মধ্যাহ্ন ভোজনের আগেই সাক্ষাৎ ক'রেছিলেন। এদিনই সকালে জাপান যুদ্ধে নামে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের বিরুদ্ধে।

www.pathagar.com

২৩ অগ্রহায়ণ ১৩৪৮: ২০ জেল্কদ ১৩৬০: ৯ ডিসেম্বর ১৯৪১ তারিখ মঙ্গলবার প্রকাশিত "নবযুগ"-এর ১ম বর্ষ : ৪৮ শ সংখ্যায় দ্বিতীয় সম্পাদকীয় নিবন্ধ "প্রশান্ত মহাসাগরে মহাসমর"-এর প্রথমাংশ:

"প্রশান্ত মহাসাগরে মহাসমর

জাপান ৮ই ডিসেম্বর সোমবার ভোর ৬টা হইতে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছে। বৃটেন ও আমেরিকার গত্যন্তর নাই, তাহারাও যুদ্ধ ঘোষণা করিবে এবং এতক্ষণে নিশ্চয় করিয়াছে। ইউরোপের মহাসমর ক্রমে ক্রমে পৃথিবীর মহাসমরে পরিণত হইয়াছে। ইউরোপের সমর আফ্রিকায় বিস্তৃত হইয়াছে, আট্‌লান্টিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, এখন প্রশান্ত মহাসাগরে সংগ্রাম বিস্তৃত হইয়া এশিয়া মহাদেশকে যুদ্ধের মহামারী কান্ডে অংশ নিতে বাধ্য করিয়াছে।

১৯৩৯ সালে ১লা সেপ্টেম্বর হিট্‌লার যখন পোল্যান্ড আক্রমণ করেন, তখন কে ভাবিয়াছিল যে, পৃথিবীব্যাপী মহা সমরের উদ্বোধন তিনি করিয়া রাখিলেন। আধুনিক বিজ্ঞান ও যন্ত্রসভ্যতা পৃথিবীকে একত্রিত ও যুক্ত করিয়া লইয়ছিল। যা-কিছু জাতীয়তা, প্রাদেশিকতা, তাহা সভ্যজগতের কাছে নিন্দিত, তাহা ক্ষুদ্র, সঙ্কীর্ণ ও সর্ব্বনাশকর। তাই বর্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতার স্বভাব ও প্রকৃতি অনুযায়ী যুদ্ধও প্রাদেশিক বা সীমাবদ্ধ থাকিতে পারে নাই। নাৎসী জার্মানীর লড়াই সমগ্র পৃথিবীর লড়াইয়ে পরিণত হইয়াছে। বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পৃথিবীর ইতিহাসের রথচক্রে হিট্‌লার হাত লাগাইয়া যে গতিসঞ্চার করিয়াছিলেন, পরিণামে যুদ্ধ ক্লান্ত, অবসন্ন, ক্ষান্ত-গতি পৃথিবী কি রূপ লইয়া বাহির হইবে, ভবিষ্যতই জানে। পৃথিবী এখন সঙ্কটময় ভয়ঙ্কর সর্বনাশের যাত্রার পথিক। গত মহাসমরের অন্যতম নায়ক লয়েড জর্জ্জ কয়েক বছর আগে হিটলার সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন যে, পৃথিবীর শান্তি এই একটি লোকের হাতে নির্ভর করে। তখন কেহ বিশ্বাস করেন নাই। সমস্ত সভ্য জাতির স্বকৃত অপরাধে, অমার্জ্জনীয় স্বার্থপরতায় ও অমানুষিক লোভে মানুষের পৃথিবী এমন জায়গায় আসিয়া দাঁড়াইছিল যে, গোটা পৃথিবীর শান্তি একটা মাত্র লোকের ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর নির্ভর করিতেছে। একটা মাত্র লোকের খুশী ও অখুশীর উপর পৃথিবীর অগণিত নরনারীর জীবন-মৃত্যু, সুখ-দুঃখ নির্ভর করিয়াছে। আজ আর আক্ষেপ করিয়া লাভ নাই। বৃটেন, ফ্রান্স, ইটালী, জার্ম্মানী, আমেরিকা, জাপান, এমন কি, রাশিয়াও পৃথিবীর বর্ত্তমান সর্ব্বনাশের জন্য দায়ী। একমাত্র জার্ম্মানীকেই দোষী করা ঐতিহাসিক মিথ্যা। পৃথিবীর বর্ত্তমান ব্যবস্থার মধ্যে যাঁহাদের হাত ছিল, তাঁহারা সকলেই কমবেশী এই মহা অশান্তির জন্য দায়ী। বৃটেন ও আমেরিকার বিরুদ্ধে জাপানের যুদ্ধ ঘোষণা তাই আমরা আর বিচ্ছিন্ন ও খন্ড করিয়া দেখিতে পারি না। যাহা ইউরোপের সংগ্রাম ক্ষেত্রে শুরু হইয়াছে, তাহাই নিজস্ব অনিবার্য্য নিয়মে এশিয়া ভূখন্ডে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ...."

২৩ অগ্রহায়ণ ১৩৪৮: ২০ জেল্কদ ১৩৬০: ৯ ডিসেম্বর ১৯৪১ তারিখ মঙ্গলবার "নবযুগ"-এর ১ম বর্ষ : ৪৮শ সংখ্যায় চতুর্থ পৃষ্ঠায় "তোমারে ভিক্ষা দাও" শিরোনামে কাজী নজরুল ইসলামের সম্পাদকীয় কবিতা তাঁর অন্তর্গত সাধক সত্তারই অভিব্যক্তি। উক্ত সংখ্যার সম্পাদকীয় পৃষ্ঠা থেকে হুবহু উদ্ধৃত করছি :

www.pathagar.com

তোমারে ভিক্ষা দাও

কাজী নজরুল ইস্‌লাম

বল, হে পরম প্রিয়-ঘন মোর স্বামী!
আমাতে কাহারও অধিকার নাই, এক সে তোমার আমি!
ভালো ও মন্দে মধুর দ্বন্দ্বে কি খেলা আমারে ল'য়ে
খেলিতেছ তুমি, কেহ জানিবে না, থাকুক গোপন হ'য়ে!
আমারেও তাহা জানিতে দিও না, শুধু এই জানাইও,
আমার পূর্ণ পরম মধুর, মধুর তুমি হে প্রিয়!
আমার জানা ও না-জানা সর্ব্বঅস্তিত্বের প্রভু
একা তুমি হও! সেথা কারো ছায়া পড়েনাক যেন কভু!
তোমার আমার পরমানন্দ ফোটে ছন্দ ও গানে,
তুমি শুনো তাহা, তুমি লঘু; গুরুজন হাত দিক্ কানে!
লতার প্রতাপ গোলাপের মত কথা মোর কেন ফোটে!
তুমি জান, কেন ঊষা আসে ভোরে, কেন শুকতারা ওঠে!
ঘুমে জাগরণে শয়নে স্বপনে সর্ব্বকর্ম্মে মম
তব স্মৃতি তব নাম যেন হয় সাথী মোর, প্রিয়তম!
নিবিড় বেদনা হইয়া আমার বক্ষে নিত্য থেকো,
ভুলিতে দিও না, আমি যদি ভুলি অমনি আমারে ডেকো!
তুমি যারে ভোলো, ভাগ্যহীন সে তোমারে ভুলিয়া যায়,
তুমি কৃপা ক'রে চাহ যার পানে, সেই তব প্রেম পায়।
তুমি যারে ডাক, পাগল হইয়া সেই ধায় তব পথে,
বাঁশী না শুনিলে বন-হরিণী কি ছুটে আসে বন হ'তে?
চাঁদ ওঠে আগে, দে'খে অনুরাগে চকোরী ব্যাকুল হয়,
এত পাখী আছে, চাতকীরই কেন মেঘের সাথে প্রণয়?
কে দিলে তাহারে মেঘের তৃষ্ণা, হে রস-মধুর, বল!
তুমি রস দিলে আঁখির আকাশ হয় জল- ছলছল।
চাঁদ যবে ওঠে, চকোর তাহার চকোরীরে ভু'লে যায়,
চকোরীও ভোলে চকোরে, যখন চাঁদের সে দেখা পায়।
চাঁদের স্বপন ভুলিয়া দু'জন নীড়ে, কেন ফিরে আসে?
তব লীলা ধরা প'ড়ে যায়, দেখে কেউ কাঁদে, কেউ হাসে!
তুমি নির্গুণ নাকি? আমি দেখি গুণের অন্ত নাই,
ভিক্ষা যাঞা করিতে আসিয়া শুধু তব গুণ গাই!
ভুলে যাই আমি কি ভিক্ষা চাই, পরাণ কাহারে যাচে,
খুঁজিয়া ভিক্ষার ঝুলি, চোরে চুরি করিয়াছে!
মন হাসে, প্রাণ কাঁদে! বলে, জাতি চুরি করে কোন্ চোরে!
তোমারে যে চায় ভিক্ষা, তাহার ঝুলিটিও নাও হ'রে!

www.pathagar.com

যে হাতে ভিক্ষা চায়, ভিখারীর সে হাত কাড়িয়া লও,
হে মহামৌনী! কাঁদো কেন এত? কথা কও, কথা কও!
কত যুগ গেল কত সে জনম শুনিতে তোমার কথা,
এত অনুরাগ দিয়ে, বৈরাগী, কেন দিলে বধিরতা?
তোমারে দেখার দৃষ্টি দিলে না, দিলে এত আঁখি-জল,
অশ্রু তোমার কৃপা, তবু আঁখি হ'ল না কি নির্মল?
দৃষ্টিরে কেন ফিরাইয়া দাও– তব দৃষ্টির পানে?
বল, বল, কোথা লুকাইয়া আছ সৃষ্টির কোন্ খানে!
ঊর্দ্ধে যাব না, লহ হাত ধ'রে তব সৃষ্টির কাছে,
কোথা তুমি, সেথা ল'য়ে যাও, এই অন্ধ ভিখারী যাচে!
কি ভিক্ষা চায় ভিখারী তোমার, আগে থেকে রাখ জেনে,
চাহিব যখন, হে চোর, তখন পলায়োনা হা'র মেনে!
আর কিছু নয়, চির প্রেমময়, তোমারে ভিক্ষা চাই,
এক তুমি ছাড়া এই ভিখারীর কিছুই চাওয়ার নাই!
তব-দেওয়া এই তনুমনপ্রাণ মোর যাহা কিছু আছে,
তুমি জান, কেন নিবেদন ক'রে দিয়েছি তোমার কাছে
যা কিচু পেয়েছি, পাইতেছি যাহা, পাইব যা কিছু পরে,
সে যে তব দান, তাই নিবেদন থাক উহা তব তরে।
তোমার দানের সম্মান, প্রভু, আমি কি রাখিতে পারি?
তব দান দাও সকলে বিলায়ে, আমারে কর ভিখারী।
তব দান মোর কামনা ও লোভ সঞ্চিত ক'রে রাখে,
বঞ্চিত ক'রে তোমার মিলনে, ঐ সবই ঘিরে থাকে!
দান দিয়ে মোরে দণ্ডি না ফিরায়ে, হে দানী, তোমারে দাও,
তব দান নিয়ে তব ভিখারীরে চিরতরে চিনে নাও!
তোমারেই চাই জেনে, করিয়াছ চুরি ভিক্ষার ঝুলি,
ধরা পড়িয়াছে মনোচোর, দাও চোখের বাঁধন খুলি'!
সব ভুলে যাই, কিছু মনে নাই, খেলাতেছিলে কি খেলা,
আমারি মতন ঘুমাইতে কারে দাও নি?
তব নাম লয়ে সুদূরে মিনারে কে ডাকিছে ভোর বেলা?

এ কবিতা বাঙলার শ্রেষ্ঠ সাধক কবির। বিশ্ব সাহিত্যেও এর জুড়ি মেলে কিনা জানি না। তাঁর সঙ্গীতে তিনি একবার ব'লেছিলেন: "দূর আরবের স্বপন দেখি/ বাঙলাদেশের কুঠির হ'তে।" সাহিত্যে শুধু আর্থ-সাংস্কৃতিক নয়, আমাদের আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষারও শ্রেষ্ঠ রূপকার এই দরবেশ কবি। যখন একদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং অন্যদিকে বাঙলার মুসলিম নেতৃবৃন্দের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব চলছে, তখন এই পরিস্থিতিতেও তিনি কেবলমাত্র আল্লাহকেই চাচ্ছেন। পরে এক সভায় চিত্ত রায়ের স্মৃতিচারণ থেকে জানা যায় যে, এ সময় ফজলুল হক তাঁকে মন্ত্রীর দায়িত্বভার দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মন্ত্রী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা তিনি ত্যাগ ক'রে এসেছেন তখন প্রায় পনেরো বছর আগে। এ রকম কোনো প্রস্তাব আর তাঁকে প্ররোচিত করার ক্ষমতা রাখে না। যে জীবন একদিন চুরুলিয়ার পীর হাজী পাহ্‌লোয়ানের পবিত্র মাজার শরীফে খাদেমের

www.pathagar.com

দায়িত্বভার এবং মসজিদের ইমামতির মারফৎ শুরু হ'য়েছিল, সেটাই আজ কাঙ্ক্ষিত পরিণতিতে এসে পৌঁচেছে। ছদ্মবেশী বন্ধু এবং সাগরেদদের সমস্ত অপবাদের নাগালের বাইরে। এ সময়ের কথায় কবির এই সুগভীরধর্মীয় বোধ সুফী জুলফিকার হায়দর কিংবা বিমল ভূষণ মুখোপাধ্যায়দের নজরে পড়েনি, তাঁরা কেবল কিস্‌সার উপাদানই কল্পনা ক'রেছেন।

২৩ অগ্রহায়ণ ১৩৪৮ : ২০ জেল্কদ ১৩৬০ :৯ ডিসেম্বর ১৯৪১ তারিখ মঙ্গলবার "নবযুগ"-এ ১ম বর্ষ : ৪৮শ সংখ্যায় থেকে অষ্টম পৃষ্ঠায় "তপশিলী তপস্যা" শিরোনামে এক বিভাগ খোলা হয়। পরিচালক : "তৃষিত তাপস"।

শোধ কর ঋণ

২৪ অগ্রহায়ণ ১৩৪৮ : ২১ জেল্কদ ১৩৬০ : ১০ ডিসেম্বর ১৯৪১ তারিখ বুধবার "নবযুগ"- এ ১ম বর্ষ : ৪৯শ সংখ্যার চতুর্থ পৃষ্ঠায় প্রথম সম্পাদকীয় নিবন্ধ ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর (এখন ন্যাশনাল লাইব্রেরী) ফাইলে ছেঁড়া অবস্থায় পেয়েছি। দ্বিতীয় সম্পাদকীয় নিবন্ধের শিরোনাম "একটু পেছনে"। চতুর্থ পৃষ্ঠাতেই "শোধ কর ঋণ" শিরোনামে তাঁর সম্পাদকীয় কবিতা প্রকাশিত হ'য়েছে। উদ্ধৃতি:

শোধ কর ঋণ

কাজী নজরুল ইস্‌লাম

আগুন জ্বলে না মাসে কতদিন হায় ক্ষুধিতের ঘরে,
ক্ষুধার আগুনে জ্ব'লে কত প্রাণ তিলে তিলে যায় ম'রে।
বোঝে না ধনিক হোক সে হিন্দু হোক সে মুসলমান,
আল্লাহ যাদের নিয়ামত দেন, পাষাণ তাদের প্রাণ!
কত ক্ষুধাতুর শিশুর রসনা ক্ষুদ-কণা নাহি পায়,
মা'র বুক ছে'ড়ে গোরস্থানের মাটীতে গিয়া ঘুমায়!
যত দৌলত্ হাশ্‌মতওয়ালা হেরে তাহা পাশে থেকে,
আতর মাখিয়া পাথরের দল যেন ছায়া-ছবি দেখে!
ভেবেছে এমনি নিজে খেয়ে দেয়ে হইয়া খোদার খাসি
দিন কেটে যাবে! এ সুখের দিন কভু হবেনাক বাসি!
জগতের লোভী মরিতেছে আজ আল্লার অভিশাপে,
তবু লোভের কাঁথা জড়াইয়া লোভী সব নিশি যাপে!
একটা খাসিরে ধরিয়া যখন জবাই করে কশাই,
আরেকটা খাসি তখনও দিব্যি পাতা খায়, ভয় নাই!
ভেবেছে ওদেশে হ'তেছে শাস্তি, তোমাদের হইবে না,
তাই শোধ করিলে না আজো সেই পরম দানীর দেনা!
আর ক'টা দিন বেঁচে থাক, যাঁর ঋণ করিয়াছ, তিনি
তোমাদের প্রাণ দৌলত্ নিয়ে খেলিবেন ছিনিমিনি।
কী ভীষণ মা'র খাইবে সেদিন, বোঝনা অন্ধ জীব,
তোমাদের হাড়ে ভেল্‌কি খেলিবে সেদিন এই গরীব।

www.pathagar.com

বেতন চাহিলে শুনিতে পায় না, মনিবের রাগ হয়,
"তিন দিন হাঁড়ি চড়েনিক" শুনে ভাবে, এ কি কথা কয়!
ঘরের পার্শ্বে লেগেছে আগুন, বোঝে না স্বার্থপর
আর দেরী নাই, পুড়িয়া যাইবে তাহারও সোনার ঘর।
বঞ্চিত রেখে দরিদ্রে, যারা করিয়াছে সঞ্চয়,
দেখিবে এবার, তার সঞ্চয় তার অধিকারে নয়।
অর্থের ফাঁদ পেতে দস্যুরে ডাকিয়া আনিছে যারা,
তাহারাই আগে মরিবে, ভীষণ শাস্তি পাইবে তা'রা।
উপবাস যার দিনের সাধনা, নিশীথে শয়ন-সাথী,
যাহারা বাহিরে গাছতলে থাকে, ঘরে জ্বলেনাক বাতি,
তাদের ধৈর্য্য সহিষ্ণুতা কি পাবে না পুরস্কার?
তারা তিলে তিলে ম'রে আনিয়াছে এবার খোদার মা'র।
তাদেরই করুণ মৃত্যু এনেছে ভয়াল মৃত্যু ডাকি'
তাদের আত্মা শান্তি পাইবে ভোগীর রক্ত মাখি'।
মানুষের মা'র নয় এ রে দাদা, এ যে আল্লাহর মা'র,
এর ক্ষমা নাই, এ নয় ধরার ভাঁড়ামি রাজ- বিচার।
উৎপীড়ক আর ভোগীদের আসিয়াছে রোজ- কিয়ামত্।
ধূলি-রেণু হ'য়ে উড়ে যাবে সব ইহাদের নিয়ামত।
এদেরি হাতের অস্ত্র কাটিবে এদেরই স্বন্ধ, শির,
ইহারা মরিলে দুনিয়া হইবে স্নিগ্ধ, শান্ত, স্থির।
বাক্সের পানে চেয়ে চেয়ে চোখ ফ্যাঁকাসে হ'য়েছে বুঝি?
বাক্স ও চাবি নেবে না উহারা, কেড়ে নেবে শুধু পুঁজি।
খাবি খায় তবু চাবি ছাড়ে নাকো! উৎকট প্রলোভন
মরে না কিছুতে, আত্মঘাতী তা' না হয় যতক্ষণ!
আমরা গরীব, শুকায়ে হ'য়েছি চামড়ার আমচূর,
খামছে ধ'রেছে মাংসওয়ালারে ক্ষুধিত বুনো কুকুর।
কোন্ বন থেকে কে জানে এসেছে নেক্'ড়ে বাঘের দল,
আমাদের ভয় নাই, আমাদের নাইক গরু-ছাগল।
সামলাও মাল মালওয়ালা, দেখো পয়মাল হবে সব,
ঊর্দ্ধে নিত্য শুনিতেছ না কি শকুনের কলরব?
ধূমকেতু নয়, কোন্ মেথ্‌রাণী হাতে মুড়ো ঝ্যাটা ল'য়ে,
এসেছে আকাশে; পৃথিবী উঠেছে ভীষণ নোংরা হ'য়ে!
নোংরা, লোভী ও ভোগী রহিবে না শুদ্ধ এ পৃথিবীতে।
এ আবর্জ্জনা পু'ড়ে ছাই হবে নরকের চুল্লীতে।
আসিছে ফিরিয়া এই বাঙলায় কাঙালের শুভ-দিন,
আজিও সময় আছে ধনী, শোধ কর তাহাদের ঋণ!

২৪ অগ্রহায়ণ ১৩৪৮ : ২১ জেল্কদ ১৩৬০ : ১০ ডিসেম্বর ১৯৪১ তারিখ বুধবার "নবযুগ"-এ ১ম বর্ষ: ৪৯ শ সংখ্যায় অল্ ইন্ডিয়া রেডিও'র কলকাতা কেন্দ্রের যে অনুষ্ঠানসূচী প্রকাশিত হ'য়েছে

www.pathagar.com

তাতে দেখা যায়, এই বুধবার দ্বিতীয় অধিবেশনের দুপুর একটা বেজে পঁয়তাল্লিশ মিনিটে ঝর্ণা দে ও নীলিমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠে গ্রামোফোন রেকর্ডে নজরুল সঙ্গীত পরিবেশনের কথা। দ্বিতীয় অধিবেশন (১২-২.৩০) থেকে উদ্ধৃতি: "১-৪৫ "অবসারিকা" (গ্রামোফোন রেকর্ড) ঝর্ণা দে– থই থই জলে ডুবে গেছে পথ, পূবালী পবনে বাঁশী বাজে। নীলিমা বন্দ্যোপাধ্যায়– রুম ঝুম ঝুম বাদল নূপুর, নূতন পাতার নূপুর বাজে।"

অগ্রনায়ক

২৫ অগ্রহায়ণ ১৩৪৮ : ২২ জেল্কদ ১৩৬০ : ১১ ডিসেম্বর ১৯৪১ তারিখ বৃহস্পতিবার ১ম বর্ষ : ৫০ শ সংখ্যা "নবযুগ"-এর চতুর্থ পৃষ্ঠায় প্রথম সম্পাদকীয় নিবন্ধ ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর ফাইলে ছেঁড়া দেখলাম। দ্বিতীয় সম্পাদকীয় "বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ"। এই চতুর্থ পৃষ্ঠায় "অগ্রনায়ক" শিরোনামে তাঁর সম্পাদকীয় কবিতাঃ

অগ্রনায়ক

কাজী নজ্‌রুল ইস্‌লাম

অন্তরে যদি বিপ্লব নাহি আসে,
বৈশাখী ঝড় আসেনাক ভৈরব-প্রলয়োল্লাসে।
বক্তৃতা দি'য়ে মিছিল করিয়া ধূলি উড়াইয়া ভারি
তুফান উঠেছে ! এবার মিটিবে যত বিপ্লবী দাবী !
ওঠে ধূলি-ঝড়, পথের পাথর তেমনি পড়িয়া থাকে,
বাঁকা তলোয়ার বাঁকা চোখে হাসে তেমনি পথের বাঁকে!
বলিয়া বেড়াই– 'শুধু চলিয়াই ক'রেছি ভীষণ জয়,
চেহারা দেখেই দৈত্য-দানব পেয়েছে দারুণ ভয়!'
মৃত্যু -শঙ্কা আসিলেই সব ডঙ্কা থামিয়া যায়,
সুখের কথায় লঙ্কা-কান্ড সকলে করিতে চায়!
চক্ষে আগুন জ্বলেনি যাদের আজিও রুদ্র তেজে
বেদনা-আহত বক্ষে অভয় বিষাণ ওঠেনি বেজে,
অগণন জনগণ নাহি আসে তাহাদের আহ্বানে,
কাণে বাজে শুধু জয়ধ্বনি, সে ধ্বনি বাজেনাক প্রাণে।
আন্দোলায়িত কাহার বক্ষ ব্যথার আন্দোলনে?
মানুষের প্রেমে ভিক্ষু যে জন, তারি কথা লোকে শোনে!
ভারতে কাহার বক্ষে উঠেছে কাল-বৈশাখী ঝড়?
দুঃখী ও দীনে জড়াইতে চায় কেঁদে কার অন্তর?
অগ্রনায়ক সেই টলাইতে পারে পৃথিবীরে ধ'রে,
ঘুমন্তে সেই জাগাইতে পারে আগুন লাগায়ে ঘরে।
আগের মতই চোরে চুরি করে, মোরা করি পাঁইতাড়া,
চোর চুরি ক'রে নিয়ে গেলে, মোরা চীৎকার করি– "দাঁড়া!"
মারিতে পারি না হারিবার ভয়ে, মরিবার ভয়ে, হায়,
বলাবলি আর দলাদলি নিয়ে শুভদিন বয়ে যায়!
কত শুভদিন এল, এলোমেলো হইয়া রহিল সব,

www.pathagar.com

বাহিরে এল না, করিল কেবল ঘরে ব'সে কলরব।
কে বড় হবে, কে ছোট হবে– শুধু এই আলোচনা,
লাভের মধ্যে পাইলাম শুধু বিধির বিড়ম্বনা!
কর্ম্মের নামে ধর্ম্মের নামে কলহ রাত্রিদিন,
মরনের ব্যথা কহিছে চর্ম্মকারেরা মর্মহীন!
সবাই মোড়ল, সবাই শুনিবে আপন জয়ধ্বনি,
সৈনিক নাই, শত শত দলে কত সেনাপতি গণি!
দেশ আর জাতি হ'ল ছারখার নেতৃত্বের লোভে
দু'জনে মিলেছে, তারও দল আছে দেখে হেসে মরি ক্ষোভে!
তখ্‌তে উঠিতে পারিল না কেউ, তক্তায় চ'ড়ে নাচে,
তক্তায় ঠাঁই নাই দে'খে, নেতা হ'তে উ'ঠে বসে গাছে!
গে'ছুড়ে, এঁচো'ড়ে কত নেতা দেখি; পড়ে যদি তর্‌মুজ,
বোমা ভেবে সবে পালাবে, বলিবে– "কচ্‌-বন কোথা, খুঁজ!"
"মেক-আপ্‌" করিয়া অভিনেতা হয়, নেতা নাহি হওয়া যায়,
নির্লোভ নিরহঙ্কারী নেতা কোনো কিছু নাহি চায়!
চাহেনাক অভিনন্দন মালা, চাহে না জয়ধ্বনি,
চাকরের মত দেশ-সেবা করে, তাহারেই নেতা গণি!
চাহে না আত্ম-কল্যাণ, চাহে মানুষের কল্যাণ,
বিনয়-নম্র সে নেতা ক'রে না কাহারও অসম্মান।
তাহার লেখায় বলায় ফোটে না গর্ব্ব অসংযত,
নেতা, তবু ভাবে সে শুধু সেবক, সেবা করে অবিরত।
সেই আল্লার শক্তি লভিয়া নিত্য শক্তিমান,
তারি মুখ দিয়া উদ্যত হয় আল্লার ফর্‌মান!
বাহিরে থাকে সে শান্ত, করিয়া আল্লাতে নির্ভর!

তিনিই ইমাম, তিনিই অগ্রনায়ক, সারথি তিনি।
জাগাইয়া ভূমিকম্প, পাষাণে চেতনা জাগান ইনি।
সর্ব্বযুদ্ধে জয়ী হন ইনি আল্লার শক্তিতে,
এঁর সৈন্যরা সমবেত হয় প্রেম আর ভক্তিতে।
এঁর সৈন্যরা করেনাক ভয় সেনাপতি ব'লে তাঁকে,
তাঁদের পরম বন্ধু বলিয়া ভালোবেসে বুকে রাখে।
এঁর প্রেম আনে সেনাদের প্রাণে আত্মদানের বল,
"কে আগে প্রাণ দেবে ব'লে" সেনাদল হয় চঞ্চল!
অন্তরে যার মহাবেদনার মহাসাগরের ঢেউ,
তারি পানে ছোটে যত নদী-জল, রুধিতে পারে না কেউ।
ঘুমায় না রাতে, কোন্‌ নেতা কাঁদে মানুষের বেদনায়?
কাহার হাতের ভাত ক্ষুধাতুরে মনে হ'য়ে প'ড়ে যায়?
সেই ভিক্ষুক, সেই প্রেমী শুধু মহাবিপ্লবী জানি,
মানুষ মুক্তি লভে যুগে যুগে মানিয়া তাঁহারি বাণী।

এ কবিতা এক সার্বভৌম আল্লাহ্‌য় বিশ্বাসী কবির লেখা।

www.pathagar.com

সমসাময়িক রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের আত্মকেন্দ্রিকতা সম্পর্কে তিনি সজাগ। এই সম্পাদকীয় কবিতা পক্ষপাতদুষ্ট নয়।

২৫ অগ্রহায়ণ ১৩৪৮ : ২২ জেল্কদ ১৩৬০ : ১১ ডিসেম্বর ১৯৪১ তারিখ বৃহস্পতিবার প্রকাশিত "নবযুগ"-এর এই ১ম বর্ষ : ৫০শ সংখ্যায় চতুর্থ পৃষ্ঠাতেই "হিন্দু ও শ্বেতাঙ্গ"? শিরোনামে একটি বাক্য :

"হিন্দু ও শ্বেতাঙ্গ?

সহযোগী "ষ্টার" আরো বলিয়াছেন: "আমাদের দু:খ এই যে, অত:পর বাঙলার শতকরা ৫৪ জন মুসলমান শতকরা ৪৬ জনের দ্বারা শাসিত হইবে।"

শ্যামা-হক মন্ত্রিসভা

এই ২৫ অগ্রহায়ণ ১৩৪৮ : ১১ ডিসেম্বর ১৯৪১ তারিখ বৃহস্পতিবার বিকেল সাড়ে পাঁচটায় শ্রী শরৎচন্দ্র বসু গিরেফ্তার হ'য়েছিলেন জাপানের সঙ্গে সংস্রব থাকার অভিযোগে। এদিনই দুপুরে বাঙলার সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও নবগঠিত প্রগ্রেসিভ কোয়ালিশন পার্টির নেতা শের-ই-বাঙলা আবুল কাসেম ফজলুল হক বাঙলার নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করেন। পরদিন ১২ ডিসেম্বর ১৯৪১ তারিখ শুক্রবার সকাল ৯-টা বেজে ৪৫ মিনিটে গভর্নর স্যার জন হর্ব্বাট-এর কাছে আনুগত্যের শপথ নেওয়ার কথা। এ খবরগুলো ২৬ অগ্রহায়ণ ১৩৪৮ : ২৩ জেল্কদ ১৩৬০ : ১২ ডিসেম্বর ১৯৪১ তারিখ শুক্রবার প্রকাশিত "নবযুগ"-এর ১ম বর্ষ : ৫১শ সংখ্যার পঞ্চম পৃষ্ঠা থেকে উদ্ধৃত ক'রছি:

"কন্টকাস্তীর্ণ পথে বাঙ্গালার গণ-নেতা মৌলবী ফজলুল হক/ বৃহস্পতিবার দ্বিপ্রহরে হক সাহেবের নেতৃত্বে নূতন মন্ত্রিসভা গঠিত/

ঢাকার নবাব ও ডা: শ্যামাপ্রাসাদ নূতন মন্ত্রিসভায় গৃহীত/ অন্যান্য মন্ত্রীদের নাম অদ্যই প্রকাশের সম্ভাবনা/ বাঙ্গালী জাতির প্রতি হক সাহেবের উদাত্ত আহ্বান/

কলিকাতা ১১-ই ডিসেম্বর

বাঙ্গলার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ও নবগঠিত প্রগ্রেসিভ কোয়ালিশন পার্টির নেতা মি: এ. কে. ফজলুল হক বাঙ্গালার নূতন মন্ত্রিমন্ডলী গঠন করিয়াছেন। - এ.পি.

গভর্ণমেন্ট হাউস হইতে নিম্নলিখিত প্রেসনোট প্রচার করা হইয়াছে :

মি: এ. কে. ফজলুল হক মাননীয় গভর্নর বাহাদুরের আহ্বান গ্রহণ করিয়া অন্যান্য মন্ত্রী নিয়োগ সাপেক্ষ, তাঁহাকে (মি: হক), ডা. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জী ও ঢাকার নবাব বাহাদুরকে লইয়া মন্ত্রিমন্ডলী গঠনের জন্য সুপারিশ জ্ঞাপন করেন। মাননীয় গভর্নর তাঁহার সুপারিশ গ্রহণ করিয়াছেন। নির্ব্বাচিত মন্ত্রিরা আগামীকল্য ১২-ই ডিসেম্বর বেলা ৯-৪৫ মিনিটের সময় গবর্ণমেন্ট হাউসে আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করিবেন।"

এই ২৬ অগ্রহায়ণ ১৩৪৮ : ১২ ডিসেম্বর ১৯৪১ তারিখ শুক্রবার প্রকাশিত "নবযুগ"-এর ১ম বর্ষ : ৫১শ সংখ্যার পঞ্চম পৃষ্ঠায় খবর এই যে, গতকাল বৃহস্পতিবার সাড়ে পাঁচটায় শরৎচন্দ্র বসুর গিরেফতারী পরোয়ানা দেন স্পেশাল ব্রাঞ্চের মি: জে. ভি. বি জেনভ্রিন:

"গতকল্য অপরাহ্নে প্রগতিশীল কোয়ালিশনী দলের অন্যতম বিশিষ্ট সদস্য শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুকে ভারতরক্ষা আইনের ২৬ ধারা অনুযায়ী গ্রেফ্তার করিয়া তাঁহার উডবার্ণ (উডবার্ণ) পার্কস্থি বাসভবনেই আটক রাখা হইয়াছে। বাহির হইতে কাহাকেও তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ

www.pathagar.com

করিতে দেওয়া হইতেছে না বরং তাঁহার পক্ষে টেলিফোন ব্যবহারও নিষিদ্ধ হইয়াছে।

অপরাহ্ন ঠিক সাড়ে পাঁচ ঘটিকায় স্পেশাল ব্রাঞ্চের ডেপুটী কমিশনার মি: জে. ভি. বি. জেনভ্রিণ শরৎ বাবুর বাসভবনে যাইয়া গ্রেফ্‌তারের আদেশপত্র তাঁহার হাতে দেন।

হক সাহেবের আগমন

গ্রেফ্‌তারের অব্যবহিত পূর্ব্বে বাংলার প্রধানমন্ত্রী মৌলবী এ. কে. ফজলুল হক মাননীয় মন্ত্রী ডা: শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সমভিব্যাহারে শরৎ বাবুর বাসভবনে যাইয়া মন্ত্রী পরিষদের মন্ত্রী নির্ব্বাচন সম্বন্ধে তাঁহার সহিত আলোচনা করেন।

প্রগতিশীল কোয়ালিশনী দলের প্রায় ৫০ জন সদস্য মন্ত্রিসভার চূড়ান্ত তালিকা জানিবার জন্য সাগ্রহে নিম্নতলে অপেক্ষা করিতেছিলেন।"

২৬ অগ্রহায়ণ ১৩৪৮ : ২৩ জেল্কদ ১৩৬০ : ১২ ডিসেম্বর ১৯৪১ তারিখ শুক্রবার ১ম বর্ষ : ৫১শ সংখ্যা "নবযুগ"–এর চতুর্থ পৃষ্ঠা অর্থাৎ সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় প্রথম সম্পাদকীয় নিবন্ধ ছিঁড়ে নেওয়া হ'য়েছে, দেখলাম। দ্বিতীয় সম্পাদকীয় "বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ"। চতুর্থ পৃষ্ঠায় "আল্লা-হু আকবর!" শিরোনামে কাজী নজরুল ইস্‌লামের ৬৬ পঙ্‌ক্তির সম্পাদকীয় কবিতা, বোঝা যায়, শের-ই-বাঙ্‌লার সমর্থনে গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে বা সন্ধ্যায় লেখা :

আল্লা-হু-আকবর

কাজী নজরুল ইস্‌লাম

আল্লা-হু-আকবর! আল্লা-হু-আকবর!
আল্লাহর কাছ থেকে এল আজ রহ্‌মত্, কওসর্।
আল্লার যা'রা আশ্রিত, আজ তা'দেরই হইল জয়,
ইহা আল্লাহর ইচ্ছার জয়, আমাদের জয় নয়!
এক আল্লাহ্ লক্ষ্য যেখানে, নাই সেথা জাতিভেদ,
তাঁর কাছে কৃপা যে চায়, সে কভু হয় না না-উম্মেদ্।
তাঁর পথে যারা তাঁরই শক্তিতে চলিতে ইচ্ছা করে,
নিত্যা তাহারা কৃপা, কল্যাণ পায় বাহিরে ও ঘরে।
তাঁর পবিত্র নাম লয়ে করে যে আত্ম নিবেদন
তাহার সর্ব্ব অভাব তিনিই করিয়া দেন পূরণ।
অন্তরে ও বাহিরে তাহার রহেনাক কোনো ভয়,
তাঁরই মহিমায়– সর্ব্বশত্রু- শক্তিরে করে জয়।
সর্ব্বজাতির সর্ব্বমানব সৃষ্টি যে এক তাঁরই,
তাঁহারে ডাকিলে জয়ী হই মোরা, তাঁহারে ভুলিয়া হারি।
পূর্ণ পরম সনাতন এক তাঁহারেই ডাকো সবে,
সর্ব্বকর্ম্মে, অসম্ভবেরও অভিযানে জয়ী হবে।
লভিবে পূর্ণ স্বাধীনতা, ক্ষয় হবে সব বন্ধন,
তাঁহারে কাঁদিয়া ডাকিলে তিনিই পরম বন্ধু হন!
আজিকার জয়, জানিও, পূর্ণজয়ের প্রথম ধাপ,

www.pathagar.com

আজও আমাদের মাঝে আছে কত বন্ধন অভিশাপ।
কত ভেদ-জ্ঞান, কলহ, ঈর্ষা, লোভ ও অহঙ্কার,–
সব দূর ক'রে দেবে পবিত্র নামের মহিমা তাঁর।
ধাপে ধাপে উ'ঠে যাবে আনন্দ-নন্দন-ধাম-পথে,
অমৃত, শক্তি, বিজয়-পতাকা মালা আসে যথা হ'তে।
পৃথিবী তাঁহার প্রথম স্বর্গ, স্বর্গ হইবে পুন:।
সভ্য মানব- আবরণে ছিল যত হিংস্র বুনো
তাহাদের আয়ু ফুরায়ে এসেছে, বহিছে নাভিশ্বাস,
এই জীবনেই দেখে যবে সবে, ক'রোনা অবিশ্বাস।
তোমরাই হবে নতুন পথিক তাঁর তীর্থের পথে।
তোমাদেরই পদ-চিহ্ন ধরিয়া না-দেখা আকাশ হ'তে
আসিতেছে নবযুগের যাত্রী তরুণ নৌজোয়ান,
আর দেরী নাই, দে'খে যাবে পৃথিবীর দুখ অবসান।
আসে যৌবন মরণ-হরণ দুর্ব্বার প্রাণ-ধারা,
ভাঙিবে দুয়ার মৃত্যু-ভয়ের, ভাঙিবে পাষাণ- কারা!
এ প্লাবন খর- স্রোতে বাধা দেয়, হোক সে ঐরাবত–
তৃণসম ভেসে যাবে, হবেনাক রুদ্ধ নদীর পথ।
চল, আরো আগে চল, থামিও না, আরো কত জয় আছে,
এই পথ নিয়ে যাবে একেবারে অমৃতলোকের কাছে।
সোনারূপা পেয়ে থামিও না, আছে হীরা ও মাণিক আগে,
আরো আগে পথ-ধূলিতে ধূলিতে পরশ-পাথর জাগে।
রহিবে না কোনো সাধ অপূর্ণ, যাহা চাবে তাই পাবে,
শুধু তাঁর জয় গাও, এ বিশ্ব তোমাদর জয় গাবে!
তিনি ছাড়া কোনো শক্তির পরে নির্ভর করিও না,
যত ঢেউ ওঠে, তত নেচে ওঠ, কোনো ভয়ে ডরিও না।
সত্য পথের পথিকের যত ভয় আসে তত জয়,
যত বাধা আসে তত কাছে জেনো আমাদের প্রভু রয়।
লোভী ও অহঙ্কারীর বংশ দুনিয়ায় নাহি র'বে,
তোমাদের রথচক্রে পথের ধূলিতে চূর্ণ হবে!
দু' দিন ডাকিয়া এই যদি হয়, ডাকো তাঁরে ডাক আরো,
অন্ন-বস্ত্র, শান্তি, অমৃত চেয়ে নাও যত পারো।
তাঁহার নামের অস্ত্র পাইলে অস্ত্রে কি কাজ আর,
তাঁর ফেরেশতা আমাদের হ'য়ে ধরিবেন তলোয়ার!
মোদের বক্ষে চক্ষে উঠুক আল্লা নামের ঢেউ,
পাল্লা দিয়ে কে চলিবে এ পথে, দেখি আছে কি না কেউ!
বন্দী হইবে মোদের প্রতিদ্বন্দ্বী ফন্দিবাজ,
কাহারা আলোক পথের যাত্রী, দেখিবে লোক সমাজ।

www.pathagar.com

তাঁহার মহিমা শির-তাজ, তাঁর মাধুরী দেও ও মন
"জালাল" "জামাল" দুই রূপে তিনি আমাদের সাথী হন।
আল্লা মোদের নিত্য সহায়, তাঁরই সাহায্য চাই,
এক তিনি ছাড়া আমাদের কোনো সহায়-শক্তি নাই!
আগামী ঈদের পয়গাম এল, আল্লা জিন্দাবাদ!
মোবারকবাদ লহ হে বিজয়ী, মিটুক মোদের সাধ।
হে বীর বিজয়ী সেনাদল তাঁর, মোবারকবাদ লহ্!
এমনি নিত্য বিজয় আসিবে, আল্লার পথে রহ্!
আল্লা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, মহান! আল্লা-হু-আকবর।
আল্লার জয় আগত, ওড়াও লাল নীল কবুতর।

"আল্লা-হু-আকবর" শিরোনামে উপরোক্ত কবিতাটি কবি-সম্পাদিত "নবযুগ:-এর ১ম বর্ষ : ৫১শ সংখ্যায় ৪র্থ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয় শুক্রবার নবমী ২৬ অগ্রহায়ণ ১৩৪৮ : ২২ জেল্কদ ১৩৬০ : ১২ ডিসেম্বর ১৯৪১ তারিখ অর্থাৎ শের-ই-বাঙলা আবুল কাসেম ফজলুল হক যখন দ্বিতীয়বার মন্ত্রিসভা গঠন করেন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়দেরকে নিয়ে। এই কবিতাটিই পরে সংক্ষিপ্তাকারে মঙ্গলবার পঞ্চমী ৮ পৌষ ১৩৪৮ : ৪ জেলহজ্জ ১৩৬০ : ২৩ ডিসেম্বর ১৯৪১ তারিখে "নবযুগ"-এর ১ম বর্ষ : ৫৮শ সংখ্যায় ৮ম পৃষ্ঠায় "কবির প্রশস্তি" শিরোনামে বক্স ক'রে ছাপা হয়। শিরোনামের উপরে তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যে লেখা ছিলো: "প্রধানমন্ত্রী এ. কে. ফজলুল হক ও ঢাকার নবাব বাহাদুর অভিনন্দিত।" ঐ একই পৃষ্ঠায় লেখা আছে : "ভারতের বিভিন্ন স্থানের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ বাংলার বর্ত্তমান মন্ত্রীমন্ডলীকে অভিনন্দন জানাইয়া যে সকল টেলিগ্রাম ও চিঠিপত্র প্রেরণ করিয়াছেন, তাহা আমরা ক্রমে প্রকাশ করিতেছি।"

স্মর্তব্য যে, ২৫ অগ্রহায়ণ ১৩৪৮ : ১১ ডিসেম্বর ১৯৪১ তারিখ বৃহস্পতিবার হক-মন্ত্রিসভা দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ফজলুল হক এই দ্বিতীয়বার যে মন্ত্রিসভা গঠন করেন তাতে কংগ্রস ও হিন্দু মহাসভাও শরীক দলগুলোর অন্তর্ভুক্ত ছিলো। মুসলিম লীগকে বাদ দেওয়া হ'য়েছিল। এই আঁতাতের পায়ের নিচে সাংস্কৃতিক সম্প্রীতির জমি ছিলো না। মুসলমানদের অস্তিত্বরক্ষার দাবী বা বাঁচার দাবী নিয়ে যে রাজনৈতিক সংগঠন গ'ড়ে উঠেছিল, সেটিকে বর্জন ক'রে বর্ণ হিন্দুদের কায়েমী স্বার্থের তত্ত্বাবধায়ক কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভাকে নিয়ে আঁতাত ক'রলে সেটা কোন্ যুক্তিতে প্রগতিশীল ব'লে অভিহিত হ'তে পারে তা বোঝা কঠিন। এই আঁতাতকে প্রগতিশীল ব'লে প্রদর্শন করার জন্য এক নতুন জাতীয়তাবাদের পোষাক পরানো হ'লো। এই নতুন জাতীয়তাবাদের নাম দেওয়া হ'লো বাঙালী জাতীয়তাবাদ। এর মূল লক্ষ্য হ'লো বাঙলাভাষী ও অন্যান্য ভাষাভাষী মুসলমানদের সংহতি বিনষ্ট করা। এই ভাষাভিত্তিক সাম্প্রদায়িক প্রক্রিয়ায় বাঙলাভাষী মুসলমানদের একাংশ উর্দুভাষী ও অন্যান্য ভাষাভাষী মুসলমানদেরকে দুষমন ভাবতে শিখ্লেওও বাঙলাভাষী হিন্দুরা কিন্তু হিন্দীভাষী ও অন্যান্য ভাষাভাষী হিন্দুদেরকে শত্রু ভাবতে শেখে নি। হিন্দু সংহতি বিনষ্ট হয়, এমন কোনো কিছুই করতে তারা নারাজ। ফলে শূন্যগর্ভ বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের জিগিরে উপমহাদেশের মুসলমানরাই কেবল এক তরফাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হ'য়েছে। বাঙলাভাষী হিন্দুরা আজো পৌত্তলিকতাসহ হিন্দুত্বকেই বাঙালীত্ব ব'লে বোঝান। বাঙলাভাষী মুসলমানরা ইসলামের কেন্দ্রবিন্দু তৌহীদবাদ ত্যাগ করুক, মুসলমানেরধর্মীয় ভাষা আরবী ত্যাগ করে হিন্দুধর্মীয়

www.pathagar.com

ভাষা সংস্কৃত অবলম্বন করুক, মুসলমান শব্দটাকেও ঘৃণা ক'রতে শিখুক, এ সবই তারা চান। মুসলমানদের ওপর বর্ণ হিন্দুদের আর্থ-সাংস্কৃতিক দলনকেই ব্যক্তিগত পর্যায়ে সুবিধালাভের জন্য যে সব মুসলমান মদদ জুগিয়েছেন তারাই কেবল প্রগতিশীল, ভারতীয় বা বাঙালী ব'লে অভিহিত হ'য়েছেন। হিন্দু বাঙালীরা তাই বাঙলাভাষী মুসলমানদেরকে অন্যান্য ভাষাভাষী মুসলমানদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত ক'রলেও, সেই উত্তেজনার চর্চা হিন্দী ও অন্যান্য ভাষাভাষী হিন্দুদের বিরুদ্ধে নিজেরা করেননি। মুসলিমলীগের বিরুদ্ধে যাওয়ার জন্যই ফজলুল হক প্রমুখ মুসলিম নেতৃবৃন্দকে তারা সাময়িকভাবে মদদ জুগিয়েছিলেন। এর পেছনে কোনো উদার মানসিকতা ছিলো না। চিরস্থায়ী সম্প্রীতি অর্জনের কোনো লক্ষ্য ছিলো না। এ কথা যতই তিক্ত হোক, সত্য। ফজলুল হক- সোহরাওয়ার্দী-বদরুদ্দোজা-হুমায়ুন কবীর সাহেবরা তাই সাতচল্লিশোত্তর ভারতে কোনো ভূমিকা খুঁজে পাননি। আর সাতচল্লিশোত্তর ভারতের আর্থ-সাংস্কৃতিক পরিস্থিতিতে কংগ্রেস-হিন্দু মহাসভার সেই উদ্দেশ্যগুলোই সুস্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে, যেগুলোর বিষয়ে মুসলিম লীগ খিলাফৎ আন্দোলনোত্তরকালে সাতচল্লিশের অনেক আগেই অভিযোগ পেশ ক'রে রেখেছে। যাই হোক, কংগ্রেস-হিন্দু মহাসভার সঙ্গে এই স্বল্পমেয়াদী আঁতাতকে চিরস্থায়ী করার জন্য ফজলুল হক ১১ ডিসেম্বর ১৯৪১ তারিখ বৃহস্পতিবার যে বাঙালী জাতীয়তাবাদের আহ্বান জানিয়েছিলেন, সেটিকে পরিণামে টিকিয়ে রাখার জন্য মুষ্টিমেয় বাঙলাভাষী মুসলমানই কেবল অবশিষ্ট ছিলেন। তারা মুসলিম জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে নস্যাৎ এবং মুসলিম সংস্কৃতিকে হয়তো কিছুটা খর্ব ক'রেছিলেন ঠিক-ই, পাকিস্তানী আন্দোলনের অন্তরায় সৃষ্টিতেও তারা হয়তো অনেকখানিই সক্ষম হ'য়ে থাকবেন; কিন্তু ভারতের হিন্দু বাঙালীদেরকে তারা এক রাষ্ট্রীয় কাঠামোর প্রক্রিয়াভুক্ত ক'রতে স্পষ্টত:ই ব্যর্থ হ'য়েছেন। এভাবে ভারতের হিন্দু বাঙালীদের অংশ গ্রহণ ব্যতিরেকে বাঙালী জাতীয়তাবাদের অসারতাই কেবল প্রমাণিত হ'য়েছে। উপমহাদেশের জাতীয়তাবাদ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর আমল থেকেধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। মুসলিম বিদ্বেষী হিন্দু জাতীয়তাবাদের পাশে মুসলমানদের ভাষাভিত্তিক জাতীয়বাদ টেকার কথা নয়। তদুপরি ভাষা যতই প্রিয় হোক, তা কোনো জীবন ব্যবস্থার সন্ধান দিতে পারে না। আর ইসলামী জীবন ব্যবস্থা ভাষাভিত্তিক সাম্প্রদায়িকতাকেও অনুমোদন করে না। তবে বাঙলাভাষী হিন্দু ও বাঙলাভাষী মুসলমানদের মধ্যে আর্থ-সাংস্কৃতি সহাবস্থান অবশ্যই সম্ভব হ'তে পারতো। কিন্তু সেটা ক'রতে গেলে বর্ণ হিন্দুদের তরফে কায়েমী স্বার্থের অনেক কিছুই ছাড়াতে হয় আর এতে তারা পুরোপুরি নারাজ। ফজলুল হক এই সত্যটাই বিস্মৃত হ'য়ে ভুল ক'রেছেন। নজরুল ভুল ক'রেছেন ফজলুল হককে সমর্থন ক'রতে গিয়ে।

২৬ অগ্রহায়ণ ১৩৪৮ : ১২ ডিসেম্বর ১৯৪১ তারিখ শুক্রবারের "নবযুগ"– এ প্রকাশিত "বেতার-বার্ত্তা"-য় জানা যায় যে, ২৭ অগ্রহায়ণ শনিবার অল্ ইন্ডিয়া রেডিও'র- কলকাতা কেন্দ্রে বিকেল সাড়ে চারটা থেকে রাত দশটায় অনুষ্ঠিত তৃতীয় অধিবেশনে সন্ধ্যা ৭টা বেজে ৫০ মিনিটে হয় নির্ধারিত সঙ্গীতানুষ্ঠান "কাফেলা" কাজী নজরুল ইসলামের রচনা ও প্রযোজনায়। "সঙ্গীতানুসঙ্গ–যন্ত্রীসঙ্ঘ, রূপদান–বেতার শিল্পীবৃন্দ।"

www.pathagar.com

বিনা মেঘে বজ্রপাত

২৭ অগ্রহায়ণ ১৩৪৮ ঃ ২৪ জেল্‌কদ ১৩৬০ ঃ ১৩ ডিসেম্বর ১৯৪১ তারিখ শনিবার "নবযুগ"-এর ১ম বর্ষ ঃ ৫২ শ সংখ্যায় চতুর্থ পৃষ্ঠায় প্রথম সম্পাদকীয় নিবন্ধ "বিনা মেঘে বজ্রপাত" শিরোনামে প্রকাশিত হ'য়েছে। উদ্ধৃতি ঃ

"কংগ্রেস ফরওয়ার্ড ব্লক দলের নেতা শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু অত্যন্ত অকস্মাৎ গত পরশু গ্রেফতার হইয়াছেন। তাঁকে ভারতরক্ষা আইনের বিধানমতে বিনা-বিচারে আটক রাখা দরকার হইবে।

এই গ্রেফ্‌তার বাঙ্‌লা সরকার করেন নাই; ভারত সরকারই ইহা করিয়াছেন। ভারত সরকার এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত ইশ্‌তাহার জারী করিয়াছেন, তাতে বলা হইয়াছে যে, ভারত সরকার নিঃসন্দেহরূপে জানিতে পারিয়াছেন ঃ শরৎ বাবুর সহিত জাপানের এমন সংস্রব আছে, যাতে তাঁকে আটক করা আবশ্যক।

খুব কম করিয়া বলিলেও বলিতে হয়, এই গ্রেফতার অতীব বিস্ময়কর। কারণ এই গ্রেফতার সম্পর্কে বাঙলা সরকার, এমন কি স্বয়ং গভর্নর বাহাদুর, একদিন পূর্ব পর্যন্ত কিছুই জানিতেন না বলিয়া বোধ হয়। কারণ, সকলেই জানেন, নতুন হক-মন্ত্রিসভা গঠনের ব্যাপারে শরৎবাবু বিশেষ উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং স্বয়ং মন্ত্রিসভায় প্রবেশ করা সাব্যস্ত করিয়াছিলেন। এই ভিত্তিতে মাত্র একদিন পূর্বেও শরৎ বাবু বাঙ্‌লার লাটের সহিত মন্ত্রিসভা গঠন সম্পর্কে দীর্ঘ আলাপ-আলোচনা করিতেছিলেন। দুই দিন পরে যিনি অন্যতম শ্রেষ্ঠ মন্ত্রী হিসাবে মন্ত্রিসভায় ঢুকিতেছেন, তিনি জাপানের গুপ্তচর, অথবা দুই দিন বাদে তাঁকে গ্রেফতার করা হইবে, এ কথা লাট সাহেবের জানা থাকিলে নিশ্চয়ই তিনি শরৎ বাবুর সঙ্গে মন্ত্রিসভা গঠনের আলোচনা করিতেন না। সুতরাং নিঃসন্দেহে ধরিয়া নেওয়া যাইতে পারে যে, "সন্দেহাতীত প্রমাণ" ও গ্রেফ্‌তার, দুইটাই ভারত সরকারের মারফৎ হইয়াছে, বাঙ্‌লা সরকার বা বাঙ্‌লার লাট তার বিন্দু বিসর্গও জানিতেন না।

এখন প্রশ্ন এই যে, শরৎ বাবুর জাপানী-সংস্রবের প্রমাণটি বাঙ্‌লা সরকারের কাঁধ ডিঙাইয়া ভারত সরকারের কাছে গেল কীরূপে? এটা খুবই বিস্ময়কর রহস্য, সে কথা সবাই স্বীকার করিবেন। ....

আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম, গতকাল ব্যবস্থা পরিষদ শরৎ বাবুকে মুক্তি দিবার অনুরোধ করিয়া একটি সর্ব্ববাদিসম্মত প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা আশা করি, বাংলার আইন-পরিষদে এই সর্ব্বসম্মত প্রস্তাব ভারত সরকার উপেক্ষা করিবেন না।

অন্যদিকে শরৎবাবুর অনুগত অনুসারী কংগ্রেস বন্ধুদের প্রতি আমাদের নিবেদন এই যে, এই আকস্মিক আঘাতে যেন তাঁরা শরৎ বাবুর ও তাঁদের নিজেদের সঙ্কল্প হইতে বিচ্যুত না হন। তাঁদের শ্রদ্ধেয় নেতা শরৎ বাবু হক সাহেবের পাশে দাঁড়াইয়া যে ঐক্য ও শান্তির পতাকা বহন করিতেছিলেন, শরৎ বাবুর গ্রেফতারে সে পবিত্র পতাকা যেন ধূলি লুণ্ঠিত না হয়।"

"একঘরে"

এই ২৭ অগ্রহায়ণ ১৩৪৮ ঃ ২৪ জেল্‌কদ ১৩৬০ ঃ ১৩ ডিসেম্বর ১৯৪১ তারিখ শনিবারের এই ৫২ শ সংখ্যায় চতুর্থ পৃষ্ঠায় অন্যতম সম্পাদকীয় নিবন্ধ "এক ঘরে" শিরোনামে প্রকাশিত হ'য়েছে। অংশবিশেষ ঃ

"কায়েদ-ই-আজম জিন্না হক সাহেবকে লীগ হইতে বাহির করিয়া দিয়াছেন। .....

www.pathagar.com

..... জিন্না সাহেব হক সাহেবের প্রার্থিত নিরপেক্ষ বিচার ও তদন্ত করিতে রাজী হইতে পারেন নাই; কারণ হক সাহেব তদন্তের পূর্ব-শর্ত্ত কোয়ালিশন হইতে ১০-ই ডিসেম্বরের আগে পদত্যাগ করেন নাই। কাজেই জিন্না সাহেব হক সাহেবকে মুসলিম লীগের সদস্য থাকিবার অনুপযুক্ত সাব্যস্ত করিয়া এই দন্ডের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ...."

ক্বায়েদ-ই- আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর গতিশীল ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বের কথা উপমহাদেশের অমুসলিম নেতৃবৃন্দের অনেকেও স্বীকার করেন। তদন্তের পূর্ব-শর্ত হিসাবে শের-ই-বাঙলা আবুল কাসেম ফজলুল হককে যে তিনি ১০ই ডিসেম্বর ১৯৪১ তারিখের আগে কোয়ালিশন থেকে পদত্যাগ ক'রতে ব'লেছিলেন, সেটিকে সাংগঠনিকে দিক দিয়ে কোনোক্রমেই অসঙ্গত বলা চলে না। কিন্তু ক্ষমতালিপ্সু ও অব্যবস্থিতচিত্ত হওয়ার দরুন শের-ই-বাঙলা একই সঙ্গে একাধিক ওয়াদা বা কমিটমেন্ট বজায় রাখতে চাইছিলেন। অবশ্য প্রগতিশীল কোয়ালিশন দলের জন্য এত সাজ-গোজের পর নিরপেক্ষ বিচারও তদন্তের দাবী পেশ করা হ'য়েছিল সম্ভবত মুসলিম জনমতকে শান্ত করার লক্ষ্যেই। কিন্তু এ কৌশল আখেরে কাজ দেওয়ার পক্ষে নিতান্তই অপরাগ। দলীয় নেতার বিরুদ্ধে বিবৃতি, দলের বাইরে এসে বিরোধীদের সঙ্গে আঁতাত, এ সবের পর তদন্তের জন্য আর কী অবশিষ্ট থাকে? এ সবই সাংগঠনিক নিয়ম-শৃঙ্খলার পরিপন্থী।

এই ২৭ অগ্রহায়ণ ১৩৪৮ ঃ ২৪ জেল্‌কদ ১৩৬০ ঃ ১৩ ডিসেম্বর ১৯৪১ তারিখ শনিবার ১ম বর্ষ ঃ ৫২ শ সংখ্যা "নবযুগ"-এ চতুর্থ পৃষ্ঠা অর্থাৎ সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় "দরিদ্র মোর পরমাত্মীয়" শিরোনামে কাজী নজরুল ইসলামের লেখা পঞ্চাশ পঙ্‌ক্তির সম্পাদকীয় কবিতা ঃ

দরিদ্র মোর পরমাত্মীয়

কাজী নজরুল ইসলাম

দরিদ্র মোর ব্যথার সঙ্গী, দরিদ্র মোর ভাই,
আমি যেন মোর জীবনে নিত্য কাঙালের প্রেম পাই!
তাহাদের সাথে কাঁদিব, তাহাদেরে বাঁধিব বক্ষে মম,
দরিদ্র মোর পরমাত্মীয়, দরিদ্র প্রিয়তম।
যতদিন মোর লেখার শক্তি র'বে
যতদিন আমি বেঁচে র'ব এই ভবে,
উহাদেরই কথা লিখিয়া খাইব, কহিব ওদেরি কথা,
পুত্রশোকের মতন জাগিবে বক্ষে ওদেরি ব্যথা।
মোর আল্লার হুকুম পেয়েছে এ হুকুম-বর্দ্দার
উহাদেরি তরে নিবেদিনু মোর এই তনুমনপ্রাণ,
ওদেরে সঙ্গী করিয়া করিব নবযুগ-অভিযান।
বাঁচি যদি আমি এই দুনিয়ায় বাঁচিব ওদেরে লয়ে,
উহাদেরই তরে প্রাণ দিব আমি সকল দুঃখ সয়ে।
ওদের দুঃখ, মোর প্রিয়তম আল্লার বেদনা যে,
ওরা দুঃখ পায়, আল্লার কাছে মুখ দেখাইনা লাজে!
গরীবের সাথে উপবাসী র'ব, উহাদের ভাঙা ঘরে
মোর প্রাণ যেন শক্তি ও আশ্বাস দিয়া সঞ্চরে।

www.pathagar.com

আমরা গরীব, মোরা শতকরা নিরানব্বুই জন,
আমরা সংঘবদ্ধ হইব; করিয়া পরাণ পণ
লোভী রাক্ষস ভোগীদের সংহার করি' পৃথিবীতে
পূর্ণ সাম্য আনিব, দানিব অমৃত ব'ঞ্চিতে।
ধরার সকল মানুষ দু'বেলা অন্ন পাইবে হাতে,
নগ্ন শরীরে বস্ত্র পাইবে, অস্ত্র পাইবে হাতে।
বিনা ঔষধে পথ্য না পেয়ে ছেলেমেয়ে মরিবে না,
শিক্ষা পাইবে, দীক্ষা পাইবে, দাসত্ব করিবে না।
বৃষ্টির জল ঝরিবে না ঘরে ফুটো খোড়ো চাল বেয়ে,
সন্তোষলাভ করিবে সকলে সমান অংশ পেয়ে।
ইহাদের মাঝে বনের সিংহ, ব্যাঘ্র ও অজগর
ঘুমাইয়া আছে; জাগাব ওদের জ্বালায়ে ওদের ঘর।
দেখাইয়া দিব, চিনাইয়া দিব সব লোভী রাক্ষসে,
বেপরওয়া মা'র মারিতে বলিব, যাহারা রক্ত শোষে।
তাহাদের জীবন-রস নিঙাড়িয়া বহাবে বিপুল নদী,
ছারখার হবে জ্বলিয়া তাদের তৈরী তখ্‌ত গদি।
ধনিকের ঘরে বন্দী রয়েছে আল্লার দেওয়া দান
লুটিয়া লইবে সকল মানুষ, বাঁচিবে ক্ষুধিত প্রাণ।
আল্লা সেদিন সকলের হবে, সবাই করুণা পাবে,
এই ধনিকের মানিকের আলো সকলের ঘরে যাবে।
গরীবের তরে মরিতে এসেছি, মরিব ওদের সাথে,
মরিবার আগে মারিয়া যাইব প্রাণ ভ'রে দুই হাতে।
উহাদের দাবী ওদের প্রাপ্য আদায় করিয়া যাব.
মৃত্যুর দস্তমোবারক ধ'রে আল্লার দেখা পাব।
এই মোর সাধ, সাধনা আমার, প্রার্থনা নিশিদিন,
মানুষ র'বেনা অন্নবস্ত্রহীন আর পরাধীন।
আল্লা আমার সহায়–আল্লা পুরাবেন মোর আশ,
গরীব ভাইরা, ভয় নাই, আসে আল্লার আশ্বাস।
আসে আল্লার কা'বার শিণকফ, ক্ষুধার খোরাক আসে,
রোজা শেষ হবে, দেখিব ঈদের চাঁদ পুনঃ এ আকাশে!
দরিদ্র মোর নামাজ ও রোজা, আমার হজ জাকাত,
উহাদেরি বুক কা'বা ঘর মহা-মিলনের আরফাত্।

ইস্‌লাম অনুষ্ঠান- সর্বস্ব ধর্ম নয়। ইস্‌লাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা আর এতে পুরোহিততন্ত্রের অনুমোদন নেই। তৌহীদবাদ ভিত্তিক জীবন ব্যবস্থায় সাম্য ও ন্যায়বিচারই সব থেকে বড় কথা। এটার বরখেলাপ্ হ'লে তখন জেহাদের প্রয়োজনীয়তার কথা ওঠে। তাঁর সুস্থাবস্থায় অন্তিমলগ্নে নজরুল সেই বৈষম্য ও অবিচারের বিরুদ্ধে জেহাদ বা সশস্ত্র সংগ্রামের আহবান জানিয়েছেন। সার্বভৌম আল্লাহ এবং সাম্যমূলক ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় নজরুল ইসলামের যে অপরিসীম আন্তরিকতাপূর্ণ নির্ভরশীলতা ছিলো সেটাই এখানে অত্যন্ত খোলাখুলি ব্যক্ত হ'য়েছে।

www.pathagar.com

২৭ অগ্রহায়ণ ঃ ২৪ জেল্‌কদ ঃ ১৩ ডিসেম্বর শনিবারের এই ৫২শ সংখ্যার সপ্তম পৃষ্ঠায় চতুর্থ কলমে উলানিয়া, বরিশালের জেলা কংগ্রেস কমিটির সহ-সভাপতি হাজী ওয়াহেদ রেজা চৌধুরীর চিঠি হুবহু এইভাবে পরিবেশিত হ'য়েছে ঃ

শুভেচ্ছা জ্ঞাপন

কবি কাজী নজরুল ইসলামের নিকট চিঠি

পরম সুহৃদ কাজী নজরুল ইস্‌লাম

কবি বরেষু,

প্রাণের প্রিয়তম কবি,

এই জরাজীর্ণ ব্যাধিগ্রস্ত দেহের মধ্যে মনটা যে আজও তার যৌবন হারায় নাই তা শুধু তোমার 'এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী–আর হাতে রণতূর্য্য' এর অপূর্ব্ব সুর প্রসাদে। এ কথা একা আমার পক্ষেই নয় জানি, তবু আজ তোমাকে জানাইয়া একটু আত্মপ্রসাদ লাভ করিলাম।

তোমার দেশবাসী তোমাকে ভালবাসে, এমন ভালবাসা আজ পর্য্যন্ত কোনও কবিই বোধ হয় এদেশে পায় নাই। তাদের সঙ্গে আজ আমার প্রাণের গভীরতম ভালবাসাটুকু গ্রহণ করিও। এতদিন এই ভালবাসাটুকু জানাইবার সুযোগ পাই নাই। আজ সর্ব্বহারা গণচিত্তের মধ্যে তুমি সত্যিকারভাবে নামিয়া আসিয়াছ বলিয়াই নাড়িতে এমন টান লাগিল।

আমাদের জাতীয় জীবনে এ এক অভাবিত নবসৌভাগ্য সূর্য্যোদয়! যুগান্তরের মহিমান্বিত কবি আজ সংবাদপত্র সেবার দুরূহ কঠোরতার মধ্যে নামিয়া আসিয়াছেন। এমনটি আর কোন দেশ দেখিয়াছে কি? বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের ইতিহাসে এই ঘটনা অক্ষয় হইয়া থাকিবে।

তোমার বিস্ময়কর বিরাট প্রতিভা, আনন্দময়ী সৃজনশক্তি তোমার ভাষায় 'তুষারীভূত' অবস্থা কাটাইয়া মহাপ্রেমের ঢল লইয়া আবার নামিয়া আসিয়াছে। তাতে আমি অভিভূত আনন্দে কতখানি যে বিহ্বল হইয়াছি তার প্রকাশের ভাষা খুঁজিয়া পাই না। এই শুভ আবির্ভাব নিশ্চয়ই অসময়ে হয় নাই। কারণ সমগ্র পৃথিবীর সাথে আমাদের জাতীয় জীবনেও আজ চরম গ্লানির দিন উপস্থিত। এই মহাসঙ্কটের দিনে তোমাকে এমনিভাবে না পাওয়ার অর্থ হইত আমাদের জাতীয় জীবনের চরম দুর্ভাগ্য যার নামান্তর মৃত্যু।

পরম প্রেমসুন্দর আল্লাহের নিকট প্রার্থনা, তিনি তোমার এই অপূর্ব কর্মজীবনে "অভেদসুন্দর" সাম্যকে প্রতিষ্ঠিত করিবার শক্তি দিন। তুমি "মুক্ত জীবনানন্দে" শতায়ু হইয়া আমাদের মধ্যে বাঁচিয়া থাক। আবার ভালবাসা জানিও।

ইতি–

শুভাকাঙ্ক্ষী
হাজী ওয়াহেদ রেজা চৌধুরী
সহঃ সভাপতি, জিলা কংগ্রেস কমিটি,
উলানিয়া, বরিশাল"।

আন্তরিকতাপূর্ণ এই চিঠি মহান কবি কাজী নজরুল ইস্‌লামের ঐতিহাসিক ভূমিকাটি সঠিক চিনিয়ে দেয়। নজরুল গণকবি। শের-ই-বাঙ্‌লা আবুল কাসেম ফজলুল হক ছিলেন গণ-নেতা।

www.pathagar.com

এই উভয়ের সঙ্গে ছিলো বিপুল গণ-শক্তি। রাজনৈতিক পরিস্থিতি তখন অস্থির। একদিকে সামগ্রিকভাবে শতকরা নিরানব্বই জনের আর্থিক দুরাবস্থা ও পরাধীনতা এবং অন্যদিকে সম্প্রদায়গতভাবে মুসলমানদের তরফে আর্থ-সাংস্কৃতিক বঞ্চনা। কোনোটাই কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম নজর দিয়েছিলেন প্রথমটির দিকে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে সামগ্রিকভাবে জনগণের দুঃখকষ্টের দিকে দৃষ্টিপাত ক'রেছিলেন তিনি। সম্প্রদায়গত বঞ্চনার ধারাপাতের দিকে চোখ ফেরান নি এই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কবি। সেটা ক'রতে গেলে তাঁর তরফে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি স্থাপনের যে আন্তরিক প্রয়াস ছিলো তা অপব্যাখ্যার শিকার হ'তে পারতো। শের-ই-বাঙলা আবুল কাসেম ফজলুল হককে তিনি এই প্রয়াসেই সঙ্গী বিবেচনা করেছিলেন। "নবযুগ"-এ তাঁর যোগ দেওয়ার অন্যতম কারণও এটি। ফজলুল হক সমাজসেবী ছিলেন ঠিকই কিন্তু এর চেয়েও বড় পরিচয় যে, তিনি রাজনৈতিক নেতা এবং ক্ষমতার বাইরে থাকতে নারাজ। মুসলিম নেতৃবৃন্দের এই ক্ষমতালিপ্সাই আবহমানকাল ধ'রে মুসলমানদেরকে বারংবার বিপর্য্যস্ত ক'রেছে। কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভার সঙ্গে যদি তিনি একটি সুচিন্তিত কর্মসূচির ভিত্তিতে আঁতাতে আসতেন, তা হ'লে ক্ষমতার রাজনীতির কথা তাঁর প্রসঙ্গে উঠতো না।

একদিকে কংগ্রেস-হিন্দু মহাসভা এবং অন্যদিকে মুসলিম লীগ, তাদের নিজ নিজ অবস্থানে অটুট থাকলো। বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের আর্থ-সাংস্কৃতিক সহাবস্থানের কর্মসূচি প্রণয়নের বিষয়ে মুসলিম লীগের সঙ্গে আলোচনা টেবিলে বসতেও যখন কংগ্রেস নারাজ, তখন এই মূল সমস্যাদির সমাধানের বিষয়ে কোনো কার্যকর পরিকল্পনা ব্যতিরেকেই মুসলিম লীগ থেকে সরে এসে কংগ্রেস-হিন্দু মহাসভার সঙ্গে তাঁর গদি দখলের আঁতাত কোনোক্রমেই স্থায়ী ও শুভ হওয়ার মতো ছিলো না। নজরুল ভুল ক'রেছিলেন ঠিক এই অপরিণামদর্শী রাজনীতির সঙ্গে নিজেকে জড়িত হ'তে দিয়ে। তাঁর লেখা প'ড়েই মনে হয় তাঁর ওপর হুমকী আসছিলো। সর্বহারার রাজনীতি আর ফজলুল হকের রাজনীতি তিনি নবযুগের পৃষ্ঠায় এক ভাবতে দিয়ে ভুল ক'রেছিলেন। ফজলুল হকের এতে সাময়িক সুবিধা হ'য়েছিল ঠিকই; কিন্তু মুসলিম লীগ এতে চরম ক্ষতিগ্রস্ত হ'চ্ছিল। পরিণামে কবির নিজেরও ক্ষতি হ'য়েছিল চরম।

২৭ অগ্রহায়ণ ১৩৪৮ ঃ ২৪ জেল্‌কদ ১৩৬০ ঃ ১৩ ডিসেম্বর ১৯৪১ তারিখ শনিবারের এই ১ম বর্ষ ঃ ৫২ শ সংখ্যায় অষ্টম পৃষ্ঠায় "রূপ ও ছন্দ" বিভাগে 'রূপকারের লেখা চিঠি [মঞ্চ-কাব্যে উপেক্ষিতদের প্রতি]" সম্ভবত কবির নিজেরই লেখা ঃ

"তোমরা স্মারক, দৃশ্য পরিবর্তনকারী, আলোক সম্পাতকারী, ঐক্যতান বাদনকারী এবং রূপসজ্জাকারগণ! তোমাদের নইলে বঙ্গ মঞ্চের কাজ একদিনও চ'লতে পারে না কিন্তু মঞ্চকাব্যে তোমরা চিরদিন উপেক্ষিত। ...."

"নন্দিনী" কথাচিত্র

কবি এ সময়ও চলচিত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ১৯৪১-এর এই ডিসেম্বর মাসে "নন্দিনী" কথাচিত্রে নজরুল ইসলামের গান কুমার শচীন্দ্র দেব বর্ম্মনের কণ্ঠে (এইচ ৯৬৯) ঃ "চোখ গেল চোখ গেল" এবং "পদ্মার ঢেউ রে"। "নন্দিনী" কথা চিত্রের সঙ্গীত পরিচালক হিমাংশু দত্ত; কিন্তু "চোখ গেল চোখ গেল" গানটির শুধু গীতিকার নয় সুরকারও কাজী নজরুল ইসলাম।

২ পৌষ ১৩৪৮ ঃ ২৮ জেল্‌কদ ১৩৬০ ঃ ১৭ ডিসেম্বর ১৯৪১ তারিখ বুধবার "নবযুগ"-এর ১ম বর্ষ ঃ ৫৩ শ সংখ্যার চতুর্থ পৃষ্ঠায় প্রথম সম্পাদকীয় নিবন্ধ কেউ ছিঁড়ে নিয়েছে, দেখছি। এই সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় "সংক্ষেপে" শিরোনামে খবর ঃ "তিন দিন পত্রিকা বন্ধ ছিল, ..."

www.pathagar.com

ইস্পাহানী

২ পৌষ ঃ ১৭ ডিসেম্বর বুধবারের এই ৫৩শ সংখ্যায় চতুর্থ পৃষ্ঠায় বিবৃতি ঃ "মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটিতে হক সাহেবের নাম কাটিয়া মিঃ জিন্না তাঁর স্থলে মিঃ ইস্পাহানীকে মুসলিম বাঙলার একমাত্র প্রতিনিধি নিয়োগ করিয়াছেন।"

ইস্পাহানী যে কলকাতা কর্পোরেশনের ডেপুটি মেয়র নির্বাচিত হ'য়েছিলেন সে খবরও আছে এই চতুর্থ পৃষ্ঠায়। মন্তব্যও আছে। বলা হ'লো ঃ এক, ইস্পাহানী বাঙালী নয়, তাই বাঙালী মুসলমানের প্রতিনিধিত্ব করার অধিকারও তাঁর নেই। দুই, লীগের তরফে কলকাতা কর্পোরেশনের নির্বাচনে ইস্পাহানীর জায়গায় কোনো বাঙালী মুসলমানকে প্রাথকফ হিসাবে দাঁড় করালে মেয়রের পদটা পাওয়া যেতো।

কায়েদ-ই- আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর তরফে এই সিদ্ধান্ত বাস্তব পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতনতার ও দূরদর্শিতার পরিচায়ক হয় নি। বাঙালী জাতীয়তাবাদের যে আওয়াজ ফজলুল হকদের তরফে ইতোপূর্বেই তোলা হ'য়েছিল জিন্নাহর এই সিদ্ধান্ত সেই অবাঞ্ছিত অনুভূতিতেই অনাবশ্যকভাবে ইন্ধন জুগিয়েছিল মাত্র। এই ঘটনা আরো প্রমাণ করে যে, আর্থ-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে মজলুম মুসলিম সম্প্রদায় মুসলিম লীগের প্রতি যে বিপুল সমর্থন জুগিয়েছিলেন সেটিকে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে একটি মজবুত সংগঠনে রূপান্তরিত করা হয় নি। লীগের তরফে কায়েদ-ই-আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহকে যে ডিসক্রিয়েশনারি পাওয়ার দেওয়া হ'য়েছিল, তা তিনি, অন্তত বাঙলার ক্ষেত্রে, খুব সচেতনতার সাথে ব্যবহার ক'রতে পারেন নি। নেতৃবৃন্দের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ এবং খোলাখুলি মত বিনিময়ের অভাবই হয়তো এর অন্যতম কারণ। হিন্দু মহাসভার পন্ডিত মদন মোহন মালব্য এবং কংগ্রেসের মোহন দাস করম চাঁদ গান্ধীর মতো নেতারা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে বারংবার পরামর্শ ক'রে যেতেন। যোগাযোগ রাখতেন। কিন্তু অবাঙলাভাষী মুসলিম নেতৃবৃন্দ এই কাজটি সুষ্ঠুভাবে ক'রতে অপারগ হ'য়েছেন ব'লে ধারণা করার যথেষ্ঠ কারণ আছে যে, নজরুল অন্তত বাঙলাভাষী মুসলমানদেরকে প্রায় একক প্রচেষ্টায় জাগিয়েছিলেন, তাঁর প্রতি মুসলিম লীগের উপেক্ষা বা উদাসীনতার কোনো সদর্থক ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায় না। এ ছাড়াও সে সময় বাঙলাভাষী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মধ্যে বড় মাপের ব্যক্তিত্বেরও তো অভাব ছিলো না। গণশক্তি ও জন সমর্থনের প্রেক্ষিতে যে সংগঠন গ্রাস রুট লেভেল থেকে গড়ার সুযোগ ছিলো সেটিকে মুষ্টিমেয় ব্যক্তিবর্গের পকেটস্থ হ'তে দিয়ে শুকিয়ে যেতে দেওয়ার কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। অবশ্য কংগ্রেসও তখন চ'লছিল কেবল মোহন দাস করম চাঁদ গান্ধীর অঙ্গুলি হেলনে। তবে হিন্দু জাতীয়তাবাদী সংহতি সব সময়ই হুঁশিয়ার থেকে এমন কিছু হ'তে দেয় নি যাতে হিন্দু স্বার্থ কিছু মাত্র বিপন্ন হয়। অন্যদিকে কোনো কোনো মুসলিম নামধারী নেতা মীর জাফর আলী খাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে চরম অপরিণামদর্শিতার পরিচয় দিতে দ্বিধা করেন নি।

শরৎ জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে কমিটি গঠন

মজার ব্যাপার এই যে, পাকিস্তান গড়ার ছ' বছর আগে পাকিস্তান ভাঙার শ্লোগান পরিবেশিত হ'য়েছি। জিন্নাহ্ ব্যাপারটা হয়তো সর্বভারতীয় দৃষ্টিতে দেখে থাকবেন, যেমনটা অমুসলিমদের ক্ষেত্রে দেখা গেছে। উদাহরণ হিসাবে ২ ভাদ্র ১৩৩৯ মোতাবেক ১৮ আগষ্ট ১৯৩২ তারিখ বৃহস্পতিবারের "বঙ্গবাণী"-তে "গতকাল বুধবার শরৎ সম্বর্দ্ধনা/৫৭ তম শরৎ জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে কমিটি গঠন" শিরোনামে প্রতিবেদনটি উল্লেখ ক'রলে পরিস্থিতি সম্যক উপলব্ধি করার পক্ষে যথেষ্ট হবে।

www.pathagar.com

১ ভদ্র ১৩৩৯ (১৭ আগস্ট ১৯৩২) তারিখ বুধবার সন্ধ্যা ৭ টায় ২৩ নং ওয়েলিংটনস্থ ভবনে উপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ৫৭ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে যে কমিটি গঠন করা হয় তাতে সভাপতি করা হয় 'কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর'কে।

"সহ-সভাপতি ঃ শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবী, প্রিয়ম্বদা দেবী, স্যার পি.সি.রায়, ডাঃ বি.সি.রায়, শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী, রায়বাহাদুর জলধর সেন, ডাঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, "মিঃ জি.ডি.বিড়লা।"

সাধারণ সম্পাদক ঃ শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র চন্দ্র।

যুগ্ম-সম্পাদক ঃ শ্রীযুক্তা ললিতা বসু, শ্রীযুক্ত মনীন্দ্র নাথ রায়, কুমারী অরু সেনগুপ্তা।

সহ-সম্পাদক ঃ শ্রীযুক্ত উমা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

" উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ ঃ প্রিয়ম্বদা দেবী, রাধারাণী দেবী, বীণাপাণি দেবী, লতিকা বসু, প্রমথ চৌধুরী, রায়বাহাদুর জলধর সেন, নরেন্দ্র দেব, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, প্রবোধ সান্যাল, অতুল গুপ্ত, বিভূতিভূষণ ব্যাণার্জ্জী, অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার, করুণা নিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, রাধেশ রায়, সন্তোষ বসু, নসীপুরের রাজা বাহাদুর, অমল হোম, মন্মথ বসু, নীহারঞ্জন রায়, হরেন ঘোষ, সুখময় চৌধুরী, উমা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়।"

লক্ষ্যণীয় যে, অবাঙালী হিন্দু ব্যবসায়ী মিস্টার জি.ডি. বিড়লা এঁদের মধ্যে থাকলেও একজনও বাঙলাভাষী মুসলমান নেই কিংবা রাখা হয় নি। সম্ভবত দাওয়াত দেওয়া হয় নি। তা-না হ'লে কাজী আবদুল ওদুদ, অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর, অধ্যাপক রেজাউল করীম প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের মধ্য থেকেও কেউ উপস্থিত নেই কেন? অমুসলিম বাঙালীরা যে তাঁদের সাংস্কৃতিক তৎপরতায় একজন অবাঙালী অমুসলিম স্বধমকফ ব্যবসায়ীকে অন্যতম সহ-সম্পাদক নির্বাচিত ক'রেছেন, সেটা নজর এড়িয়ে যাওয়ার মতো কোনো বিষয় নয়। কলকাতায় অমুসলিম বাঙালীদের একটা প্রবল অংশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর আমল থেকে সাতচল্লিশ-পূর্ব-কালের সেই বিদ্যমান ধারা আজো অব্যাহত রেখেছেন। ক্ষমতা লিপ্সাকে এঁরা কোনক্রমেই হিন্দু জাতীয়তাবাদের অন্তরায় হ'তে দিতে চান না। তাই যে অজুহাতে বাঙালী মুসলমানরা ঢাকায় উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার বিরোধিতা করেন, সেই একই কারণে কলকাতায় হিন্দু বাঙালীরা হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা করায় নারাজ হন না। কোথাও কখনো এতটুকু আপত্তিও জানান না। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর আমল থেকে এই ধারাটা আজো বজায় আছে।

এ সব উল্লেখ কাউকে সমর্থন বা বিরোধিতা করার জন্য নয়, কোনো কিছুকে অহেতুক কাঙ্ক্ষিত ক'রে তোলার জন্যও নয়। অবাঞ্ছিত ফারাকটা কোথায় তা শনাক্ত করা দরকার। কেননা, বালির মধ্যে মুখ গুঁজে ঝড়ের দাপট ঠেকানো যায় না। ১৯৮৩-'র একুশে ফেব্রুয়ারীর প্রাক্-কালে মুসলমান নামধারী তথাকথিত এক আধুনিক কবিকে কবিতায় ব'লতে শুনলাম যে, মঙ্গলকাব্য, মধুসূদন দত্ত, জীবনানন্দ দাস, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাঙালী জাতীয়তার ভিত্তি। কিন্তু কোনো অমুসলিম কবি, সাহিত্যিক, অধ্যাপক, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী বা নেতা কখনোই বলেন না যে, বাঙালী জাতীয়তাবাদের ভিত্তি পুঁথি সাহিত্য, সৈয়দ সুলতান, দৌলত কাজী, আলাওল, মীর মোশার্‌রফ হোসেন, কায়কোবাদ, শেখ আবদুর রহীম, মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজী, হাসন রাজা, মোহাম্মদ ইয়াকুব আলী চৌধুরী, মোহাম্মদ লুৎফর রহমান, এস.ওয়োজেদ আলী, মোজাম্মেল হক, শাহাদৎ হোসেন, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ফররুখ আহমদ, ইব্রাহীম খাঁ, গোলাম মোস্তফা, জসীম উদ্দীন, বেনজীর আহমদ, সৈয়দ ইমদাদ আলী, মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ, আব্বাস উদ্দীন আহমদ, আবুল, কালাম

www.pathagar.com

শামসুদ্দীন, মোহাম্মদ এনামুল হক, বা কাজী নজরুল ইসলাম। ফারাকটা বাস্তবে স্পষ্টতঃই বিদ্যমান। এই ব্যবধানের বিলোপ সাধন কোনো এক পক্ষের অযৌক্তিক ও ভিত্তিহীন সমর্থনে নয়, উভয় তরফের আপোষমূলক ও সহানুভূতিপূর্ণ হস্তক্ষেপেই কেবল সম্ভব। আর এ বিষয়ে সহাবস্থানের নীতির কোনো বিকল্প নেই। সাহিত্য, রাজনীতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত সহাবস্থান সামগ্রিকভাবে আর্থ-সাংস্কৃতিক সহাবস্থানের এক ব্যাপক কর্মসূচীর এক একটি অংশ হিসাবেই দেখা দরকার। বিচ্ছিন্নভাবে বা অগভীরভাবে নয়। বাঙালী মুসলমান ও বাঙালী হিন্দুর ভাষা অনেকখানি এক হ'লেও যান্ত্রিকভাবে তা পুরোপুরি এক ব'লে চালানো যায় না। ধর্মীয় সংস্কৃতির পার্থক্যজনিত কারণে কতকগুলো ক্ষেত্রে ভাষার আলাদা আলাদা কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য শুরু থেকেই বিদ্যমান। কিন্তু আর্থ-সাংস্কৃতিক নানান বিষয়ের মতো বাঙলা ভাষাকেও সাম্প্রদায়িক করার বন্দোবস্ত হয় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনামলে। আঠারো শ' সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পত্তনের সময় থেকে। দলিল দস্তাবেজ এবং চিঠিপত্রের ভাষায় শত শত বছর যে সব আরবী ফার্সী শব্দ ব্যবহৃত হ'য়ে এসেছে সেগুলো পুরোপুরি বর্জন করে সে সব জায়গায় অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দ আমদানী করা শুরু হ'লো একান্তই উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে। কোনো ক্ষেত্রেই বিদ্বেষমূলক ব্যবধান সৃষ্টি কিংবা ধর্মের নামের শোষণ বা সাম্প্রদায়িকতা কাঙ্ক্ষিত হ'তে পারে না। এর বিকল্প বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক সত্তার বিলোপ সাধন নয়। প্রয়োজন বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক সহাবস্থানের কর্মসূচী প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন। কোরান, হাদীস, মসজিদ, আজান, কোরবানী, জানাজা, দাফন, কাফন, টুপি, দাড়ি, কবর, নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত, ঈমান, তৌহীদ, জেহাদ, ইফ্তার, সেহ্‌রী, রুকু, সিজ্‌দা, জবেহ্‌, প্রভৃতি ইসলামী জীবন ব্যবস্থা সম্পর্কিত শব্দ বাঙলাভাষী মুসরমানদের ব্যবহারিক জীবন থেকেও জুদা বা বিচ্ছিন্ন করা যায় না। তেমনি এগুলো বাঙলাভাষী হিন্দুর ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনের অঙ্গ করার আবদার জানানোও অন্যায়। অনুরূপভাবে যদি কেউ নাছোড়বান্দা হ'য়েও জিদ ধরেন যে, পূজা, আরতি, হোম, বেদী, আল্পনা, ঠাকুর, মঙ্গলকাব্য, রাধাকৃষ্ণ, কীর্তন, উমা, শ্যামাসঙ্গীত, বেদ, উপনিষদ, স্তোত্র, টিকি, পৈতা, সিঁদুর ইত্যাকার শব্দ বা বিষয় বাঙালী মুসলমানের সাংস্কৃতিক জীবনের অন্তর্ভুক্ত ব'লে ঘোষণা করতে হবে, তা না হ'লেও সে আহ্লাদ পূরণ করা কোনো মুসলমানের পক্ষেই সম্ভব নয়। ঘট বসানো, আল্পনা আঁকা, তুলসী তলায় প্রদীপ দেওয়া, নিকানো, অশৌচ পালন ইত্যাদি বাঙালী হিন্দুর ধর্মীয় সংস্কৃতির অঙ্গ। তাই তাঁদের সাহিত্যেও এগুলো স্বাভাবিকভাবেই এসেছে। কিন্তু এগুলো বাঙলাভাষী মুসলমানের সংস্কৃতি ব'লে মানা চলে না। অবশ্য মুসলমানরা এগুলো বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সহাবস্থানের দৃষ্টিতে দেখতে পারে। এগুলোকে হিন্দু সংস্কৃতির অঙ্গ বলে গণ্য ক'রেই সহাবস্থানের তাগিদে সহনশীল দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা দরকার।

অনুরূপভাবে সাহিত্য হিসাবে নজিবুর রহমানের "আনোয়ারা"-র আঙ্গিক, ঘটনাবিন্যাস, ভাষা ও প্রকাশভঙ্গী যতই দুর্বল হোক, সেখানে মুসলমান সমাজজীবনের যতটুকু প্রতিফলন ঘটেছে, তার একটা ক্ষুদ্র ভগ্নাংশও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসে খুঁজতে চাওয়া বৃথা। কোনো রকম হীনমন্যতা লালন না ক'রে মুসলমানদের উচিত সাহিত্যে আপন সমাজ, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতিফলন ঘটানো এবং প্রতিবেশীদের সম্পর্কেও যথাসম্ভব দায়িত্ব পালন করা।

বাঙালীদের মধ্যে নজরুল একমাত্র সাহিত্যিক যিনি সহাবস্থানের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি ক'রে উভয় সম্প্রদায়ের জন্য সার্থকভাবে লিখেছেন। কিন্তু তা বাঙলা সাহিত্য পদবাচ্য হ'লেও তাঁর শ্যামা সঙ্গীত কিংবা কীর্তন বাঙলাভাষী মুসলমানের সংস্কৃতির অঙ্গীভূত ব'লে দাবী করা চলে

www.pathagar.com

না। কিন্তু প্রতিবেশী সম্প্রদায়ের ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রতি সহাবস্থানবোধজনিত এই উদারতার জন্য শুধু নজরুল নয়, মুসলমান সমাজও গর্ব অনুভব ক'রতে পারেন। বাঙলাভাষী মুসলমানরাও যে প্রতিবেশী সম্প্রদায়ের ধর্ম ও সংস্কৃতি জানেন, বোঝেন, বুঝতে চান এবং এ সব বিষয়েও অসহিষ্ণু মনোভাব পোষণ করেন না আর তদুপরি প্রতিবেশী সম্প্রদায়ের অস্তিত্বের কোনো দিকই যে তাদের নজর এড়ায় না, সেই মহৎ প্রমাণই মেলে। অনুরূপভাবে তাঁর অনুবাদ সাহিত্য "কাব্য আমপারা" অমুসলিম বাঙালীর সংস্কৃতির অঙ্গীভূত নয়। সহনশীল দৃষ্টিভঙ্গীতে তাঁরা এসব বিষয় জানতে পারেন। কিন্তু এর বেশী কিছু তাঁদের কাছে দাবী করা চলে না। অতএব ভাষার সব কিছু যেমন কোনো বিশেষ ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সংস্কৃতির অঙ্গ নয়, ঠিক তেমনি সাহিত্যের সব কিছুও নয়। তবে সহাবস্থানের প্রয়োজনে একের উচিত অন্যের সম্পর্কেও সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টি–ভঙ্গিতে জানার এবং জানানোর। সামাজিক যোগাযোগ উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে কমবেশী সবখানেই আছে। সেটাই সুস্থ ও সহনশীল দৃষ্টিভঙ্গিতে তুলে ধরলেই অনেকখানি কাজ হ'য়ে যায়।

"আন্ডা" ডিম হবে, না. "ডিম" আন্ডা হবে, এ নিয়ে বিতর্ক নিতান্তই অনুচিত। বাড়ীতে অনেক মুসলমান এখনও "আন্ডা" খাওয়ার খসলৎ ত্যাগ ক'রতে পারেন নি। বাইরে তাদেরকে "ডিম" খাওয়ানোর জন্য জবরদস্তি করা অন্যায়। জোর ক'রে কারো ভাষা বৈশিষ্ট্য নষ্ট করা এক অনুচিত কাজ। সহাবস্থানের নীতিতে বলা উচিত ঃ আন্ডা থাক আন্ডার জায়গায়, ডিমের ঠাঁইয়ে থাকুক ডিম। আন্ডা পিটিয়ে ডিম, কিংবা ডিম পিটিয়ে আন্ডা বানানোর কাজ কেবল দলন নীতিতেই চলে। এমন কান্ড আর হয় হীনমন্যতাজনিত কারণে। মুর্শিদাবাদের কাগ্রামে শহীদ বরকতের আত্মীয়দের বাড়ীতে শুনেছি "আলাঝালা" শব্দ, যেটা আলাওলের সাহিত্যেও দেখছি। এ রকমই "বেকারার", "উমুরি," "আন্‌চান", "আচানক", "রেজাই" ইত্যাকার শব্দ ঐ সব পরিবারে দিনে হাজার বার শোনা যায়। অথচ বাঙলা ভাষা আন্দোলনের অন্যতম শহীদের আত্মীয় পরিজনদের মুখেও শোনা গেলেও এ শব্দগুলো ঐ একই গ্রামের অমুসলিম পরিবারে হয়তো তেমন প্রচলিত নয়।

বাঙালী মুসলমান ও বাঙালী হিন্দুর ইতিহাস ও ঐতিহ্য একেবারে পুরোপুরি এক, এমন কথা কোনো ইতিহাস সচেতন ও দায়িত্বশীল ব্যক্তির পক্ষে উচ্চারণ করা সম্ভব নয়। তদুপরি দ্বি-জাতিতত্ত্বের জনক ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর "ভারত কলঙ্ক" নিবন্ধে জাতীয়তাবাদের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তাতে স্পষ্টতঃই দেখানো হ'য়েছে হিন্দু একটি জাতি। অন্য জাতির কল্যাণ হিন্দু জাতির স্বার্থের পরিপন্থী বা অন্তরায় হলে সে ক্ষেত্রে দমননীতিরও সোপারিশ করা ও সঙ্কল্প গ্রহণ করা হ'য়েছে যেভাবে তা চমৎকার ভাষায় সাম্প্রদায়িকতারই ভাষ্য বৈ কিছু নয়।

উদ্ধৃতি ঃ

"হিন্দু জাতি ভিন্ন পৃথিবীতে অন্য অনেক জাতি আছে। তাহাদের মঙ্গল মাত্রেই আমাদের মঙ্গল হওয়া সম্ভব নহে। অনেকস্থানে তাহাদের মঙ্গল আমাদের অমঙ্গল। যেখানে তাহাদের মঙ্গলে আমাদের অমঙ্গল, সেখানে তাহাদের মঙ্গল যাহাতে না হয়, আমরা তাহাই করিব। ইহাতে পরজাতি পীড়ন করিতে হয় করিব। অপিচ যেমন তাহাদের মঙ্গলে আমাদের মঙ্গল ঘটিতে পারে, তেমনি আমাদের মঙ্গলে তাহাদের অমঙ্গল হইতে পারে। হয় হউক, আমরা সে জন্য আত্মজাতির মঙ্গল সাধনে বিরত হইব না; পরজাতির অমঙ্গল সাধন করিয়া আত্মমঙ্গল সাধিতে হয়, তাহাই করিব।"

[বঙ্কিম রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ২৩৯]

www.pathagar.com

ধর্মাবলম্বী বা কোনো ধর্মে বা জীবন ব্যবস্থায় বিশ্বাসী হওয়াটা সাম্প্রদায়িকতা নয়। ধর্মকে শোষণের হাতিয়ার করা কিংবা ধর্মের নামে শোষণ করাটাই সাম্প্রদায়িকতা। "পরজাতি পীড়ন" ক'রে এবং "পরজাতির অমঙ্গল সাধন" ক'রে "আত্মমঙ্গল" সাধন করার যে তত্ত্ব বঙ্কিমচন্দ্র দিয়ে গেছেন সেটা যদি 'কমিউনালিজম' বা সাম্প্রদায়িকতা না হয়, তা হ'লে এই দুটো শব্দ যথাক্রমে ইংরেজী ও বাঙলা অভিধানে আর কোনো অর্থেই ঠাঁই পাওয়ার কথা নয়। তা ছাড়া, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের এ তত্ত্ব কেবলমাত্র 'দ্বিজাতি তত্ত্ব' নয়; তাঁর অন্যান্য নিবন্ধ ও উপন্যাসাদির প্রেক্ষিতে এটা স্পষ্টতঃই মুসলিম বিদ্বেষী দ্বিজাতিতত্ত্ব। ব্যাপারটা আরো মর্মান্তিক হ'য়ে উঠেছে তখনই, যখন তাঁর স্বধমকফ অধিকাংশ প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গই এই মারাত্মক তত্ত্ব সার্বিকভাবে বাস্তবায়িত ক'রেছেন। ধর্মীয় সম্প্রদায়ের স্বার্থ হাসিলে কিংবা কায়েমী স্বার্থ বজায় রাখার লক্ষ্যে পরিকল্পিত বিদ্বেষ ও দলনমূলক সাম্প্রদায়িক পটভূমিকায় ভাষাভিত্তিক বাঙালী জাতীয়তাবাদ কখনোই স্থিতি পায় নি। ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালী জাতীয়তাবাদের পায়ের নীচে মজবুত জমি যোগান দিতে হ'লে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মধুসূদন দত্ত, নবীনচন্দ্র সেন, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখের অনেক লেখাও তোপের মুখে প'ড়বে। বাঙালী হিন্দুরা তাঁদের এই সব মনীষী প্রতিম মহারথীদের অনুসরণ ক'রতে উৎসাহী হ'লেও, সমালোচনা বা পূনর্মূল্যায়ন ক'রতে পরাঙ্মুখ। আজো তাই বাঙালী জাতীয়তাবাদের নামে মুসলমানদের প্রতি ইসলাম ত্যাগ করার দাওয়াত আসে। কিন্তু বাঙালী মুসলমানরা ইসলাম ত্যাগ ক'রলে কি সুবিধাভোগী ব্রাহ্মণ বা কুলীন হিন্দুর মর্যাদা পাবেন? ছত্রিশ উপজাতির দেশে মুসলমানদের তরফে আর একটা উপজাতি হ'য়ে লাভ কী? কোরআন ও সুন্না ভিত্তিক জীবন ব্যবস্থায় মুসলমানদের মধ্যে কোনো বর্ণ ভেদ, গোষ্ঠী ভেদ, ইত্যাদির সংস্থান নেই। সিয়া, সুন্নি, কাজী, শেখ, সৈয়দ, আরব, অনারব, বাঙলাভাষী, উর্দুভাষী ইত্যাকার ভেদ রেখার কিংবা বিরোধের কোনো অনুমোদন কোরআন ও সুন্নাভিত্তিক সেই কাঙ্ক্ষিত জীবন ব্যবস্থায় নেই। তৌহীদবাদী ও জেহাদপন্থী মুসলমানদের কাছে এ কাজিয়া অবাঞ্ছিত ও অর্থহীন। উপমহাদেশের ইদানীংকার চেহারাই সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, মুসলিম নেতৃবৃন্দের অনেকেই নিজ ধর্মীয় সম্প্রদায়ের কিংবা আপন ভাষাভাষী সম্প্রদায়ের সামগ্রিক ঐক্য ও সংহতির কথা গভীরভাবে চিন্তা করে দেখার গরজ বোধ করেন নি। উপমহাদেশে এ বিষয়ে কিছু অবাঙালী মুসলমানদের অপরিণামদর্শিতা এবং অগভীর চিন্তা ও উক্তি, এমন কি, কিছু কিছু আচরণও এই তথাকথিত বাঙালী জাতীয়তাবাদী উম্মাদনা সৃষ্টিতে ইন্ধন যুগিয়ে থাকবে।

তবে ক্ষমতালিপ্সা কিংবা ব্যক্তিত্বের পার্থক্য শের-ই-বাঙলা আবুল কাসেম ফজলুল হককে যে পরিস্থিতির বাস্তবতা ভুলিয়ে দিয়েছিল তা তিনি এর তিন-চার বছর পরেও স্বীকার ক'রেছেন। তখন আবার তিনি সারা ভারত মুসলিম লীগকে মুসলমানদের একমাত্র রাজনৈতিক সংগঠন এবং কায়েদ-ই-আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা ব'লে ঘোষণা করেন। অবশ্য তাঁর এই ভূমিকা বারংবার বিভিন্ন মেরুতে আবর্তিত হয়। গদীনসীন থাকার বা হওয়ার ব্যাপারটাই ছিলো এই সব কিছুর কেন্দ্রবিন্দু। নেতৃবৃন্দের কারো কারো এই মানসিকতাই সারা হিন্দুস্থানে আজো এক সুস্থ রাজনৈতিক সংস্কৃতি গ'ড়ে ওঠার অন্তরায় হ'য়ে আছে। পাকিস্তান হাসিল হওয়ার পর সেখানেও শের-ই-বাঙলা ক্ষমতাসীন হন। কিন্তু সেখানেও তিনি ব্যক্তিগত দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে বাঙালী-অবাঙালী কথাটা ইস্যু ক'রেছেন। আর এক বাঙালী সন্তান পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বগুড়ার মোহাম্মদ আলীর বিরুদ্ধে তাঁর ব্যক্তিগত ঈর্ষা চরিতার্থ ক'রতেও

www.pathagar.com

কেবলমাত্র পূর্ববঙ্গকে কেন্দ্র ক'রেও বাঙালী জাতীয়তাবাদে মদদ দিতে কসুর করেন নি। এর সঙ্গে ভিত্তিহীন কোনে আবেগ জড়িয়ে লাভ নেই। শের-ই-বাঙলা আবুল কাসেম ফজলুল হককে স্মরণ ক'রতে আজ কেবল পূর্ব বঙ্গের মুসলমানরাই অবশিষ্ট আছেন। সাতচল্লিশে পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা, বিহার, উড়িষ্যা প্রভৃতি এলাকার বাঙলাভাষী, মুসলমানরাও বাদ প'ড়ে গেছেন। উপমহাদেশে শের-ই-বাঙলার মতো এক বিশাল মাপের নেতার এটাই কি পাওনা ছিলো? কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভার নেতারা যখন তাকে মদদ যোগাতে এগিয়ে এসেছিলেন তখন তাঁদের কাছে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের হিন্দু-মুসলমান প্যাক্ট মোতাবেক চাকরী সংরক্ষণ, প্রদেশ এবং কেন্দ্রীয় আইন সভায় জনসংখ্যার অনুপাতে প্রতিনিধিত্ব, এবং প্রদেশ ও কেন্দ্রীয় সরকারে কোয়ালিশন মন্ত্রিসভার প্রস্তাব এবং মুসলমানদের সাংস্কৃতিক সত্তা বিনষ্ট করা থেকে বিরত থাকার বিষয়ে সমঝোতায় আসার আহ্বান জানানোটাই বিচক্ষণতার পরিচায়ক হ'তো। আর বাঙালী-অবাঙালীত্বের কথাটা সামগ্রিকভাবে খতিয়ে না দেখাটা তাঁর পক্ষে অত্যন্ত অবিবেচনাপ্রসূত কাজ হ'য়েছে। এভাবে মূল সমস্যাটা এড়িয়ে যাওয়ার ফাঁদে পা রেখেছেন তিনি।

২ পৌষ ১৩৪৮ ঃ ২৮ জেল্‌কদ ১৩৬০ ঃ ১৭ ডিসেম্বর ১৯৪১ তারিখ বুধবারের ১ম বর্ষ ঃ ৫৩ শ সংখ্যা "নবযুগ"-এর সপ্তম পৃষ্ঠায় প্রতিবেদন ঃ

"বাঙ্গালী মুসলমানের অবমাননা
মিঃ হকের পরিবর্তে অবাঙ্গালী মিঃ ইস্‌পাহানি
লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য মনোনীত

নয়াদিল্লী, ১৩-ই ডিসেম্বর

নিখিল ভারত মুসলিম লীগের সভাপতি মিঃ এম.এ. জিন্না ঘোষণা করিয়াছেন যে, তিনি মিঃ এ.কে. ফজলুল হকের স্থলে কলিকাতা হইতে মিঃ এইচ. ইস্পাহানিকে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য মনোনীত করিয়াছেন। এ.পি."

দৈনিক কৃষক কার্যালয়ে

২ পৌষ বুধবার ১৩৪৮ ঃ ২৮ জেল্‌কদ ১৩৬০ ঃ ১৭ ডিসেম্বর ১৯৪১ তারিখে প্রকাশিত ১ম বর্ষ ঃ ৫৩ শ সংখ্যায় এই সপ্তম পৃষ্ঠায় একটি সাংস্কৃতিক সংবাদ ঃ

" গতকল্য ১৫-ই ডিসেম্বর সোমবার অপরাহ্ন ৬ ঘটিকার সময় মুসলিম সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে স্থানীয় ৩৪ নং ক্রকী রো-তে (দৈনিক কৃষক কার্য্যালয়ে) মরহুম মওলবী মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরীর প্রথম স্মৃতি-বার্ষিকী সভা অনুষ্ঠিত হয়। মওলানা মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী সাহেব সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন।"

২ পৌষ ১৩৪৮ ঃ ২৮ জেলববকদ ১৩৬০ ঃ ১৭ ডিসেম্বর ১৯৪১ তারিখ বুধবারের এই ৫৩ সংখ্যায় ষষ্ঠ পৃষ্ঠায় প্রতিবেদন ঃ

"বেগম সুফিয়া কামালের মাতৃবিয়োগ

বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহিলা কবি বেগম সুফিয়া কামালের জননী নওয়াবজাদী সাহেরা খাতুন ১৪-ই ডিসেম্বর অপরাহ্ন দুই ঘটিকার সময় পার্ক সার্কাসস্থ নিজ বাস ভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন (ইন্না লিল্লাহ)। তিনি শায়েস্তাবাদের (বরিশাল) নওয়াব মোয়াজ্জম হোসেনের

www.pathagar.com

কন্যা। মৃত্যুকালে কন্যা কবি বেগম সুফিয়া কামাল ও বহু আত্মীয় স্বজন রাখিয়া গিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬৩ বৎসর হইয়াছিল।"

২ পৌষ ১৩৪৮ ঃ ২৮ জেল্‌কদ ১৩৬০ ঃ ১৭ ডিসেম্বর ১৯৪১ তারিখ বুধবারে প্রকাশিত এই ১ম বর্ষ ঃ ৫৩ সংখ্যা "নবযুগ"-এর পঞ্চম পৃষ্ঠায় রাজনীতির খবর ঃ

"পুনর্গঠিত হক মন্ত্রিসভায় আরও ছয়জন মন্ত্রী নিযুক্ত
অদ্য ইঁহাদের আনুগত্যের শপথ গ্রহণের কথা
মন্ত্রিসভার বিপুল সমর্থন লাভ ঃ ঢাকা মহল্লা-সর্দ্দারদের সভা
মিঃ জিন্না ও স্যার নাজিমের অবিবেচনাপ্রসূত কার্যের নিন্দা

গতকল্য (সোমবার) পুনর্গঠিত হক মন্ত্রিসভার আরও ছয়জন মন্ত্রীর নামের তালিকা গভর্ণরের নিকট পেশ করা হয়।

অপরাহ্নে গভর্নরের প্রাসাদ হইতে নিম্নলিখিত ইশ্‌তাহারখানি প্রকাশিত হইয়াছে ঃ

" এতদ্বারা ঘোষণা করা যাইতেছে যে, মাননীয় গভর্নর বাহাদুর প্রধানমন্ত্রীর সহিত আলোচনান্তে নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণকে মন্ত্রী নিযুক্ত করিলেন :

মিঃ সন্তোষ কুমার বসু, এম-এল এ; খান বাহাদুর এম. আবদুল করিম, এম-এল-সি; মিঃ পি.এন,. ব্যানাজ্জকফ, এম-এল-এ; খান বাহাদুর এম. হাশেম আলী খান, এম-এল-এ; মিঃ শামসুদ্দীন আহমদ, এম-এল,এ; এবং মিঃ উপেন্দ্রনাথ বর্ম্মণ, এম-এল-এ।"

"পূনর্গঠিত হক মন্ত্রিসভা–

পুনর্গঠিত হক মন্ত্রিসভার বর্তমান নয়জন মন্ত্রীর নামঃ- মিঃ এ.কে. ফজলুল হক, ঢাকার নবাব বাহাদুর, ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী, মিঃ সন্তোষ কুমার বসু, খান বাহাদুর এম. হাশেম আলী খান, মিঃ শামসুদ্দীন আহমদ এবং উপেন্দ্রনাথ বর্ম্মণ।"

১ম বর্ষ ঃ ৫৩শ সংখ্যা "নবযুগ"-এ ২ পৌষ ১৩৪৮ ঃ ২৮ জেল্‌কদ ১৩৬০ ঃ ১৭ ডিসেম্বর ১৯৪১ তারিখ বুধবার চতুর্থ পৃষ্ঠায় খবর ঃ

"মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটিতে হক সাহেবের নাম কাটিয়া মিঃ জিন্না তাঁর স্থলে মিঃ ইস্পাহানীকে মুসলিম বাঙ্‌লার একমাত্র প্রতিনিধি নিয়োগ করিয়াছেন।"

ইসপাহানী যে কলকাতা কর্পোরেশনের ডেপুটি মেয়র নির্বাচিত হ'য়েছেন, সে খবরও এই একই সঙ্গে পরিবেশিত হ'য়েছে। তবে মন্তব্য করা হ'য়েছে যে, মুসলিম লীগের তরফে বাঙ্‌লাভাষী কোনো মুসলমানকে প্রাথকফ হিসাবে দাঁড় করালে তিনি অনায়াসেই মেয়র হিসাবে নির্বাচিত হ'তে পারতেন। মুসলিম লীগের উর্দুভাষী নেতৃত্ব কোনো বাঙ্‌লাভাষী মুসলমানকে উক্ত প্রার্থীপদে মনোনয়ন না দেওয়ায় মুসলমানরা মেয়রের পদ থেকে বঞ্চিত হ'য়েছে। তবে গণ-নেতা শের-ই-বাঙলা আবুল কাসেম ফজলুল হককে মুসলিম লীগের কার্যনির্বাহক পদ থেকে বঞ্চিত ক'রে সেই দলীয় পদে মুসলিম বাঙলার একমাত্র প্রতিনিধি হিসাবে মিঃ এইচ. ইসপাহানীকে নেওয়া কায়েদ-ই-আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর তরফে একটা মারাত্মক ভুল এবং খুবই অপরিণামদর্শিতার কাজ হ'য়েছে। এই প্রসঙ্গে মিঃ এইচ. ইস্পাহানীর বিষয়ে নবযুগ-এ খবরের শিরোনামে প্রশ্ন করা হ'য়েছে ঃ "ও কৌন হ্যায়?" যে সাংস্কৃতিক সচেতনা হিন্দু সমাজে বিদ্যমান, তা আত্মবিস্মৃত মুসলমান সমাজের কাছে আশা ক'রে জিন্নাহ বাস্তব

www.pathagar.com

সচেতনতার পরিচয় দেন নি। ফজলুল হককে অপসারিত করার হয়তো একটা যুক্তি থাকতে পারে, কিন্তু মুসলিম লীগ কার্যনির্বাহক কমিটিতে কোনো বাংলাভাষী মুসলমানকে নির্বাচিত কিংবা মনোনীত না করাটা একটা গর্হিত কাজ ব'লেও গণ্য হ'তে পারে। আর কলকাতা কর্পোরেশনের নির্বাচনে মেয়র পদপ্রার্থকফ মিঃ এইচ. ইস্পাহানী জায়গায় কোনো বাঙলাভাষী মুসলমানকে ক'রলেই তা দূরদর্শিতার পরিচায়ক হ'তো। যে বাঙলা একদিন মুসলিম লীগের জন্ম দিয়েছে সে বাঙলা সম্পর্কে এই উপেক্ষার সদুত্তর খুঁজে পাওয়া কঠিন। বাঙলার সব ব্যাপারেই অবাঙালী মুসলমানদের এ ধরণের উদাসীনতা বাঙলাভাষী নেতৃবৃন্দকে অধিকতর ভুলের শিকারে পরিণত ক'রেছিল। ইসলাম ও কওমের খিদ্‌মত একচেটিয়াভাবে কেবল তাঁরাই ক'রবেন, এমন মনোভঙ্গি সুস্থতার পরিচায়ক নয়। এ দৃষ্টিভঙ্গি ক্ষতিকারক ও বিপজ্জনক ব'লে প্রমাণিত হ'তে বাধ্য।

৩ পৌষ বৃহস্পতিবার ১৩৪৮ ঃ ২৯ জেল্‌কদ ১৩৬০ ঃ ১৮ ডিসেম্বর ১৯৪১ তারিখে নবযুগের ১ বর্ষ ঃ ৫৪শ সংখ্যায় পঞ্চম পৃষ্ঠায় খবর ঃ

" নব নিযুক্ত মন্ত্রিমন্ডলীর আনুগত্যের শপথ গ্রহণ
বুধবার সকালে গভর্নমেন্ট হাউসে অনুষ্ঠিত
মন্ত্রিমন্ডলীর মধ্যে দফতর বন্টন ঃ প্রধানমন্ত্রীর ওপর স্বরাষ্ট্র ও প্রচার বিভাগের ভার
পরিষদের লীগ দল হইতে মিঃ মফিজউদ্দীনের পদত্যাগ

নব নিযুক্ত মন্ত্রী মাননীয় সন্তোষ কুমার বসু, মাননীয় প্রমথনাথ ব্যানার্জ্জি, মাননীয় শামসুদ্দীন আহমদ, মাননীয় খান বাহাদুর হাশেম আলী খান, মাননীয় খান বাহাদুর আবদুল করিম, মাননীয় উপেন্দ্রনাথ বর্ম্মণ গতকল্য সকালে গভর্নমেন্ট হাউসে আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করিয়াছেন। প্রধান মন্ত্রী মাননীয় মিঃ ফজলুল হক নূতন মন্ত্রীদিগকে গভর্নরের সহিত পরিচয় করাইয়া দেন। অতঃপর গভর্নর বাহাদুর তাঁহাদের শপথ গ্রহণ কার্য সম্পন্ন করেন। বাংলা সরকারের চীফ সেক্রেটারী ও অন্যান্য সেক্রেটারীগণ বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি, বঙ্গীয় পরিষদের স্পকীর, কলিকাতা ইমপ্রুভমেন্ট, ট্রাস্টের চেয়ারম্যান, পাবলিক সার্ভিস কমিশনের প্রেসিডেন্ট ও সদস্যবৃন্দ এবং বঙ্গীয় পরিষদের কতিপয় সদস্য অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

মন্ত্রিমন্ডলীর দফতর বন্টন–

গতকল্য সন্ধ্যায় কলিকাতা গেজেটের এক অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত খবরে জানা গিয়াছে যে, গভর্নর বাহাদুর বাংলা সরকারের দফতর মন্ত্রিগণের মধ্যে নিম্নলিখিতরূপে বন্টন করিয়া দিয়াছেন।

মাননীয় মিঃ এ.কে. ফজলুলক হক – প্রধান মন্ত্রী	স্বরাষ্ট্র ও প্রচার
মাননীয় ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখাজ্জকফ	অর্থ
মাননীয় নবাব খাজা হাবিবউল্লাহ	কৃষি ও শিল্প
মাননীয় মিঃ সন্তোষ কুমার বসু	জনস্বাস্থ্য ও স্বায়ত্তশাসন
মাননীয় খান বাহাদুর আব্দুল করিম	শিক্ষা, বাণিজ্য ও শ্রম
মাননীয় মিঃ প্রমথ নাথ ব্যানাজ্জকফ	রাজস্ব, বিচার এবং আইন
মাননীয় খান বাহাদুর হাশেম আলী খান	সমবায়, পল্লী ঋণ
মাননীয় মিঃ শামসুদ্দীন আহমদ	যানবাহন
মাননীয় মিঃ উপেন্দ্রনাথ বর্ম্মন	বন এবং আবগারী বিভাগ"

www.pathagar.com

৩ পৌষ ১৩৪৮ ঃ ২৮ জেল্‌কদ ১৩৬০ ঃ ১৮ ডিসেম্বর ১৯৪১ তারিখ বৃহস্পতিবার ১ বর্ষ ঃ ৫৪ সংখ্যা "নবযুগ"-এর চতুর্থ পৃষ্ঠায় সম্পাদকীয় নিবন্ধ ছেঁড়া দেখলাম। এই পৃষ্ঠায় অন্যতম সম্পাদকীয় নিবন্ধ "যদি"।

হারামণি

৪ পৌষ ১৩৪৮ ঃ ৩০ জেল্‌কদ ১৩৬০ ঃ ১৯ ডিসেম্বর ১৯৪১ তারিখ শুক্রবার নবযুগ-এর ১বর্ষ ঃ ৫৫ সংখ্যায় প্রকাশিত বেতার বার্তায় পরের দিন শনিবার অল ইন্ডিয়া রেডিও'র কলকাতা কেন্দ্রে তৃতীয় অধিবেশনে অনুষ্ঠিতব্য কাজী নজরুল ইসলামের গানের অন্যতম নিয়মিত অনুষ্ঠান "হারামণি"-র খবর আছে। "হারামণি" ছিলো পুরাতন ও বিস্মৃত রাগ-রাগিণী ভিত্তিক অনুষ্ঠান। কাজী নজরুল ইসলাম এই অনুষ্ঠানটির জন্য সঙ্গীত শাস্ত্র বিষয়ক "মারিফুন নাগমত" গ্রন্থটি ব্যবহার ক'রতেন। এই "হারামণি" অনুষ্ঠানে নজরুল সঙ্গীত শিষ্যা বিজনবালা ঘোষ দস্তিদারের কণ্ঠ সহযোগে অবলুপ্ত রাগ বা সুরে স্বরচিত সঙ্গীত পরিবেশন ক'রতেন ওস্তাদ কবি কাজী নজরুল ইসলাম আর এই সুরের বিশ্লেষণ শোনাতেন কবি স্বয়ং এবং তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করতেন সঙ্গীত শাস্ত্রী সুরেশচন্দ্র চক্রবতকফ। কবির নির্দেশনায় "হারামণি" অনুষ্ঠানে পরিবেশিত নজরুল সঙ্গীতের স্বরলিপি কবির নির্দেশ মোতাবেক প্রস্তুত ক'রতেন কবি-শিষ্য জগৎ ঘটক।

গীতিবিচিত্রা

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, প্রাচীন ও বিস্মৃত সুর এবং রাগ-রাগিণী ভিত্তিক নজরুল সঙ্গীতের আর এক ধরণের অনুষ্ঠান ছিলো পাক্ষিক "গীতিবিচিত্রা"। কলকাতা বেতার কেন্দ্রে নজরুল সঙ্গীতের পঁয়তাল্লিশ মিনিটের পাক্ষিক অনুষ্ঠানে "গীতি বিচিত্রা"-য় কবির কথায়, সুরে ও প্রযোজনায় সঙ্গীতালেখ্য "কাফেলা", "কাবেরী নদী জলে", "ঝুমুর", "কুঞ্জভঙ্গ", "ছন্দসী" প্রভৃতি পরিবেশিত হ'তো। সঙ্গীতানুষঙ্গে থাকতেন যন্ত্রীসঙ্ঘ। রূপদান ক'রতেন বেতার শিল্পীবৃন্দ।

সঙ্গীতালেখ্য "চান্দসী"

সঙ্গীতালেখ্য "ছন্দসী"র জন্য কবি কাজী নজরুল ইসলাম সংস্কৃত ছন্দ "মালিনী", "বসন্ত তিলক", "তনুমধ্যা", "ইন্দ্রজা", "মন্দাক্রান্তা" প্রভৃতি অবলম্বনে প্রচুর বাঙলা গান রচনা ক'রেছিলেন।

ঠুংরীর জলসা

সুরেশচন্দ্র চক্রবতকফর অনুরোধে ১৯৩৮-এ অল ইন্ডিয়া রেডিও'র কলকাতা কেন্দ্রে সঙ্গীত প্রযোজকের দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর অনন্য সুর সাধক কবি কাজী নজরুল ইসলাম সঙ্গীত বিষয়ে গভীর ও বিশদ পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণায় মগ্ন হ'য়েছিলেন। কাজী নজরুল ইসলামের রচনা ও প্রযোজনায় কলকাতা বেতারের তৃতীয় অধিবেশনে রাত সাতটা বেজে পঞ্চাশ মিনিটে "ঠুংরীর জলসা"ও পরিবেশিত হ'তো। অন্যান্য সময় ছাড়াও বিভিন্ন দিনে ঠিক এই সময়ে কবির "কাবেরী নদী জলে" শিরোনামে 'কাব্য গীতি' পরিবেশিত হ'তো সুপ্রভা সরকারের কণ্ঠে গ্রামোফোন রেকর্ডে প্রথম অধিবেশনে সকাল সাতটা বেজে পঞ্চাশ মিনিটে।

অবসারিকা

দ্বিতীয় অধিবেশনে একটা বেজে পঁয়তাল্লিশ মিনিটে গ্রামোফোন রেকর্ডে ঝর্ণা দে, নীলিমা বন্দোপাধ্যায় প্রমুখের গাওয়া নজরুল সঙ্গীতের অনুষ্ঠানের নাম ছিলো "অবসারিকা"। দ্বিতীয় অধিবেশনে যূথিকা রায়ের গাওয়া নজরুল সঙ্গীত পরিবেশনের খবরও বেতার বার্ত্তার আছে।

www.pathagar.com

নবরাগ মালিকা

কলকাতা বেতার কেন্দ্রে নজরুল সঙ্গীতের অন্যতম নিয়মিত অনুষ্ঠান "নবরাগ মালিকা" ছিলো নতুন সুর ও রাগ-রাগিণী ভিত্তিক। সঙ্গীতানুষ্ঠান "নবরাগ মালিকা"-য় কবির উদ্ভাবিত 'নির্ঝরিণী', 'সন্ধ্যামালতী', 'দোলন-চাঁপা', 'বনকুন্তলা', 'দেবযানী', 'যোগিনী', 'অরুণ রঞ্জণী', 'রূপ মঞ্জরী', 'মীনাক্ষী', 'অরুণ ভৈরব', 'রুদ্র ভৈরব", "উদাসীন ভৈরব", "শিবানী ভৈরবী", "আশা ভৈরবী", "উদাসী ভৈরবী", "বেণুকা" প্রভৃতি নতুন সুর বা রাগরাগিণী পরিবেশিত হ'তো।

অল ইন্ডিয়া রেডিও'র কলকাতা কেন্দ্রে সাধক কবি কাজী নজরুল ইসলামের কথায়, সুরে ও প্রযোজনায় শতাধিক সঙ্গীতালেখ্য পরিবেশিত হ'য়েছিল। এগুলোর অন্তর্ভুক্ত নিরীক্ষাধমকফ সঙ্গীতের সংখ্যা পাঁচশ'র বেশি। কিন্তু নজরুল ইসলামের এ রকম গান মোট সংখ্যার এক দশমাংশের বেশি রেকর্ড হয় নি। বাকী গানগুলো সম্ভবত হারিয়ে গেছে। কবি-শিষ্য বরদা গুপ্ত আমাকে জানিয়েছেন যে, এসব গান কবির কাছ থেকে ছুট কাগজে লিখে নিতেন এবং পরিবেশনের পর এগুলো আর যত্ন ক'রে বাখতেন না, মূল্য না বুঝে ফেলে দিতেন, ইত্যাদি। রেডিও'র নানান রকম অনুষ্ঠানের জন্য লেখা কবির সে সব গানের অনেকগুলোর খাতা বা পান্ডুলিপি সম্ভবত তাঁর শিষ্য শিষ্যা এবং সহকমকফদের কারো কারো কাছে আছে। গ্রামোফোন রেকর্ড কোম্পানী থেকেও কবির মোটা মোটা গানের খাতা উধাও হ'য়ে গেছে। কেউ কেউ কিছু পরিবর্তন ক'রে কিংবা পরিবর্তন ব্যতিরেকেই নিজ নিজ নামেও চালাতে কসুর করেন নি। নজরুল সঙ্গীতের এই দিকটি সম্পর্কে অনুসন্ধান, উদ্ধার, সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও গবেষণামূলক কাজে অবিলম্বেই উপযুক্ত প্রকল্প গ্রহণ করা দরকার।

ভাবতে বিস্ময় বোধ হয় যে, নজরুল একই সঙ্গে সঙ্গীত, ধর্ম এবং আর্থ-সাংস্কৃতিক সমস্যাদি সমাধানের বিষয়ে সাধনামগ্ন হ'য়েছিলেন। একই সঙ্গে খবরের কাগজে প্রধান সম্পাদকের দায়িত্বভার পালন ক'রেছেন। সেই একই সময় বেতারে কর্মরত এবং সাহিত্য সৃষ্টি ছাড়াও চলচ্চিত্র, গ্রামোফোন ও মঞ্চজগতের সঙ্গেও সংশ্লিষ্ট থেকেছেন। পুত্রবিয়োগ ব্যথা, স্ত্রীর পক্ষাঘাত তট্স ডিজিজ এবং এক মাথা দারিদ্র্য-যন্ত্রণা নিয়েও একই সঙ্গে এত কিছু কেবল প্রাণবন্ত কবি কাজী নজরুল ইসলামের পক্ষেই সম্ভব হ'য়েছে। শুধু বেনজীর নয়, বিস্ময়কর প্রতিভা ও প্রাণশক্তির পরিচয় দিয়েছেন তিনি। কর্মময় পুরুষ ছিলেন তিনি। কর্মবীর ব'ললেও সবটুকু বলা হয় না। দিনরাত্রির বিশাল পরিধি ঘিরে তাঁর এই সাধনামগ্ন অসাধারণ-কর্মব্যস্ত জীবনে কালী সাধনা কিংবা লাম্পট্যের অবসর বিমলভূষণ মুখোপাধ্যায় এবং সুফী জুলফিকার হায়দরদের পক্ষেই হয়তো খুঁজে পাওয়া সম্ভব। কোনো গবেষকের পক্ষে এ রকম হদিশ পাওয়ার কিছু নেই। সঙ্গীত, সাহিত্য, চিঠিপত্র, পত্র, পত্রিকা, গ্রন্থ, পান্ডুলিপি, গ্রামোফোন রেকর্ড ইত্যাদি উপযুক্ত সংরক্ষণের অভাবে নজরুল সৃষ্টির একটা বিশাল অংশ হয়তো আমরা চিরতরে হারিয়েছি। এ কথা ভাবলেও তাঁর পারিবারিক জীবন সম্পর্কে একটা আন্দাজ পাওয়া যায়। এই অবস্থায় বাইরে তাঁর তরফে মানসিক সঙ্গ কামনা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার হওয়ার কথা। তদুপরি তিনি ছিলেন শিল্পী। সে ক্ষেত্রে মহিলা শিল্পীদের সঙ্গেও সংশ্লিষ্টতা ছিলো। কিন্তু কবির অসুস্থতার দীর্ঘদিন পর ঈর্ষাতুর ও বিদ্বেষপরায়ণ ব্যক্তিরা হরেক রকম ছদ্মবেশে এটাকেও কুৎসা রটনার বিষয় ক'রলেন। শিষ্য, ভক্ত, অনুজপ্রতিম, ইত্যাকার নানান মুখোশ প'রে এই সব কুৎসিৎ কান্ডকারখানায় তারা মাতলেন। বিমলভূষণ মুখোপাধ্যায় ভাষণ দিলেন আরো নিরাপদ ব্যবধানে এসে। কবির ইন্তেকালের পর। গপ্পের গন্ধ পেয়ে আবদুল আজীজ আল্-আমান তা বিনা মন্তব্যে "কাফেলা"-য় ছাপালেন।

www.pathagar.com

৪ পৌষ ১৩৪৮ ঃ ৩০ জেল্‌কদ ১৩৬০ ঃ ১৯ ডিসেম্বর ১৯৪১ তারিখ শুক্রবার প্রকাশিত "নবযুগ"-এর ১ম বর্ষ ঃ ৫৫শ সংখ্যায় তৃতীয় পৃষ্ঠায় তৃতীয় কলমে ঃ

"জরুরি নোটীশ

আগামী সপ্তাহ হইতে "আগুনের ফুলকি" সোমবারের পরিবর্তে প্রতি শনিবার দিন প্রকাশিত হইবে। 'রূপ ও ছন্দ' বিভাগ প্রতি শুক্রবার প্রকাশিত হইবে।

বার্ত্তা-সম্পাদক"

৪পৌষ শুক্রবার ১৩৪৮ : ৩০ জেল্‌কদ ১৩৬০ ঃ ১৯ ডিসেম্বর ১৯৪১ তারিখের "নবযুগ"-এর এই ১ বর্ষ ঃ ৫৫ সংখ্যায় তৃতীয় পৃষ্ঠায় পঞ্চম কলমে ঃ

"বিশেষ দ্রষ্টব্য

আগামী ২১ শে ডিসেম্বর হইতে 'নবযুগ' অফিস প্রতি রবিবার বন্ধ থাকিবে। সুতরাং 'নবযুগের' কলিকাতা সংস্করণ সোমবার এবং মফঃস্বল সংস্করণ মঙ্গলবার বাহির হইবে না।

ম্যানেজার

'নবযুগ"

৪পৌষ শুক্রবার ১৩৪৮ ঃ ৩০ জেল্‌কদ ১৩৬০ ঃ ১৯ ডিসেম্বর ১৯৪১ তারিখের ১ম বর্ষ ঃ ৫৫ শ সংখ্যায় "নবযুগ"-এর চতুর্থ পৃষ্ঠায় প্রথম সম্পাদকীয় নিবন্ধ ছেঁড়া দেখলাম। অন্যতম সম্পাদকীয় নিবন্ধের শিরোনাম "ভারতবর্ষ"। "প্রেম ও প্রহার" শিরোনামে নজরুলের চৌষটি পঙ্‌ক্তির কবিতা প্রকাশিত হ'য়েছে ষষ্ঠ পৃষ্ঠায়।

প্রেম ও প্রহার

কাজী নজরুল ইস্‌লাম

"প্রেম" ও "প্রহার" এই দুটী মোর নীতি!
এই দুটী মোর আল্লার দান, গাহি ইহাদেরই গীতি।
যারা নিপীড়িত যারা নির্জ্জিত দুনিয়ায় নিশিদিন,
তাদেরি তরে পথে পথে আমি বাজাই প্রেমের বীণ।
উহাদেরি লাগি' নিতি ভিখ্ মাগি দুয়ারে দুয়ারে আমি,
ওদেরি মুক্তি চাহিয়া শক্তি যাচিতেছি দিবাযামী।
প্রাণ যার আছে তারি কাছে চাই উহাদের তরে প্রাণ,
যারা যত পারে উহাদের তরে করুক আত্মদান।
যুক্তিতে ঐ মুক্তি আসে না, তাই প্রেম দিয়ে ডাকি,
রস-সুন্দর রথ ত্যাগ ক'রে চলি পথ-ধূলি মাখি'।
আত্মারে যারা বন্দী রেখেছে না ক'রে আত্মদান,–
যাহাদের ভোগ-বাসনা এনেছে অশেষ অকল্যাণ,
ভিক্ষা চাহিলে ভিক্ষা দেয় না সর্বহারার তরে,
জনগনে রাখি' উপবাসী, ঘরে ধন সঞ্চিত করে,
ধর্ম্ম যাদের শুধু বঞ্চনা আর বঞ্চিত করা,
মর্ম্মে বেদনা নাই, শুধু যারা চর্ম্ম মাংসে ভরা,

www.pathagar.com

তাদের প্রাপ্য প্রেম নয়, ওরা গলিবেনা কভু প্রেমে,
প্রহার পাইলে উহাদের প্রেম গলিয়া আসিবে নেমে!
প্রেম ও জ্ঞানের কেন্দ্র দেখিবে দিব্য খুলিয়া যাবে,
যেদিন তাহারা আষ্টেপৃষ্ঠে নিদারুণ মা'র খাবে!
বহু তপস্যা করিয়া জেনেছি ভাই,
প্রেম জাগাইতে প্রহারের মত অমোঘ ওষুধ নাই!
বনের সিংহ বাঘ পোষ মানে প্রেমভরে চাটে পা,
যদি অকরুণ প্রহারের চোটে হাড়ে হাড়ে ফোটে ঘা!
মানব দানব মদ-গব্বকফরা সকলেই হয় বশ,
বক্ষে বসিয়া টুঁটি টিপে যদি খাওয়াও প্রহার রস!
তাই প্রহারের সেনাদল চাই শৌর্য্য-দীপ্ত প্রাণ,
জরা ও মরায় তরায় যাহারা নিত্য– নৌজায়ান।
পুরুষের বেশ, পৌরুষ নাই- দেখিবে ভারত ভরা
ক্লৈব্য-ক্লিষ্ট, ভব্য আচার, সভ্য পোষাক পরা!
যুদ্ধের নামে নিঃশ্বাস হয় রুদ্ধ, হাত পা ভয়ে
উদার উদরে প্রবেশিতে চায় যেন আড়ষ্ট হয়ে!
ভুয়ো তর্কের তুককফ-নাচন সহসা থামিয়া যায়,
বুদ্ধি পলায় কুর্দ্দিস্থানে আশ্রয় খুঁজি' হায়!

বস্তা-বোঝাই প্রস্তাব ভোট পথে যায় গড়াগড়ি,
জাতিভেদ ভুলে, কাঁদে সবে ক'রে রেল-রথে জড়াজড়ি
হাসি পেট ভ'রে, রাশি রাশি এই বাসি মড়াদের দে'খে,
আগুন জ্বলিবে ইহাদেরই দেহে প্রেমের তৈল মে'খে!
অন্তরে যার নিত্যোৎসব যৌবন ফাল্গুনের,
তাহারাই সেনা, তাহারাই চেনা, আত্মীয় আগুনের!
আগুনোৎসবে মাতিতে পারে যে, ফাগুনোৎসবে সেই
রণ-উন্মাদ যৌবন-বন বিহারী!– মৃত্যু নেই
কোনো কালে তার! সেই ফিরে ফিরে আসে
এই পৃথিবীর যৌবন বনে, উদ্দাম রণ-রাসে!
ইহাদেরই রণ-নৃত্যের তালে পদতলে হয় গুঁড়া,
ভোগ-বিলাসীর তখ্‌ত ও তাজ, লীলা-প্রাসাদের চূড়া!
ইহারাই প্রেমলোক হ'তে আসে প্রহার-অস্ত্র হাতে,
ইহারাই আনে বিজয়োল্লাস ধরণীর আঙিনাতে!
এরা দুর্জ্জয়, এরা নিভয়, এরা আল্লার সেনা,
এরাই ফোটায় নিরাশার বনে আশার হাস্‌নাহেনা!
অসুন্দরেরে সংহার ক'রে সুন্দর করে ধরা,
ইহাদেরই তেজে অসি বশীভূতা সাথী ও স্বয়ম্বরা
এরা ঘনঘোর নিশীথ–প্রহরী, প্রবল প্রহার হাতে

www.pathagar.com

দুর্বল মানুষের বল হ'য়ে লড়ে অমানুষ সাথে!
সংঘবদ্ধ হ'য়ে আজ এরা এসেছে রঙ্গ-নটে
আঁকিবে নতুন ছবি এরা পৃথিবীর পচ্ছদপটে!
যারা দুর্বল যারা অসহায়, এরা তাহাদেরি প্রেমে
পেয়ে আল্লার সহায়-শক্তি ধরায় এসেছে নেমে।
বলহীনে এরা রক্ষা করিবে, বলীরে দানিবে বলি
এক হাতে ভীম প্রহরণ, আর হাতে প্রেম অঞ্জলি
লয়ে এরা জনগণের আলয়ে এসেছে চৌকীদার,
যার যা প্রাপ্য পাইবে এবার, প্রেম অথবা প্রহার!
প্রেম ও প্রহার–চমৎকার কি নয় আমার এ নীতি?
প্রহারে করিব সংহার, প্রেমে ঘুচাব সর্বভীতি!"

এই কবিতা কেবল বৃটিশ উপনিবেশিক শাসকবর্গকে নয়, হিন্দু–মুসলিম নির্বিশেষে দেশীয় দৌলতশালী সম্প্রদায়কেও দুষ্মন করার পক্ষে যথেষ্ট। এই কবিতা একাধারে ইসলামের তৌহীদবাদ ও জেহাদ -এর তত্ত্ব এবং নাস্তিক্য বর্জিত মার্কসবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এ চিন্তাধারা তাঁর লাঙল-এর আমলকে অনেক খানিই স্মরণ করায়। তবে সাম্প্রদায়িক কিংবা আঞ্চলিক ভাগবাঁটোয়ারার সময়ে নজরুল ইসলামের এই দুঃসাহসিক চিন্তাধারার আরোপ কিছুমাত্র বরদাস্ত করার মতো পরিস্থিতি বিদ্যমান ছিলো না। এ এক প্রবল ঝুঁকি নিয়েছিলেন কবি! এর এক চরম মাশুলও দিয়েচিলেন তিনি। "নবযুগ" কর্তৃপক্ষের তরফে কবির এই চিন্তাধারা, সুনাম, সততা ও ব্যক্তিত্বকে সঙ্কীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধির কাজে ব্যবহার করার অপকৌশলও নজর এড়ায় না।

'১ম বর্ষ ঃ ৫৫ শ সংখ্যা] ৪ঠা পৌষ, শুক্রবার ১৩৪৮ ঃ ৩০ শে জেল্‌কদ ১৩৬০ হিজরী ঃ ১৯ শে ডিসেম্বর ১৯৪১-এর নবযুগের ষষ্ঠ পৃষ্ঠায় "হরেক রকম" কলমে "কবি ও কবিরাজ" শিরোনামে একটি বদ্‌মন্তব্যের নজির ঃ

"কবি ও কবিরাজ

কয়েকদিন আগে আমাদের কবি সম্পাদককে "আজাদে"-র "কবিরাজ"- সম্পাদক এক ব্যবস্থাপত্র দিয়াছেন। হক সাহেব, তথা সমগ্র বাঙলাদেশের জয়ে হাসির চোটে পাছে পেট ফাটিয়া যায়, তাই "ডোঙরের বালামৃত" খাইতে বলিয়াছেন। আমাদের কবি-সম্পাদক এই ব্যবস্থাপত্র দেখিয়া একঘর হাসিয়া কবিরাজকে ধন্যবাদ জানাইয়াছেন। "আজাদে"-র ডুবু ডুবু ডিঙের ভাঙা নোঙর ধরিয়া যে তাঁদের ডোঙরের রসজ্ঞান ফিরিয়া আসিয়াছে, তাহাতে তিনি অত্যন্ত আনন্দলাভ করিয়াছেন। তবে, আমাদের কবি-সম্পাদক বালক ন'ন, উনি নিত্য-নৌজোয়ান। ও ওষুধ বালকের জন্য। "নবযুগ" বাহির হইবার পর হইতে "আজাদে"-র লেখা পড়িয়া মনে হইত, ঐ পত্রিকার সম্পাদক-মন্ডলীর প্রায় সকলেই বাল-ভাবাপন্ন তাই বাল-সুলভ চপলতা ও রোদন করিতেছেন। ঐ অমৃত উঁহারা পান করিলে উঁহাদের ব্যাধি কমিবে, কিন্তু নৌজোয়ান হইতে হইলে কিছুদিন "অশ্বামৃত" সালসা পান করিতে হইবে। অভাবে "অশ্বগন্ধা"-র রসে কিছু ফল হইতে পারে।"

এই কুরুচিপূর্ণ মন্তব্যে নজরুল ইসলামের অনুমোদন থাকার কথা নয়। এটা নিশ্চয়ই তাঁর অগোচরেই লেখার ও প্রকাশ করার বন্দোবস্ত হ'য়েছিল। কেননা, এটা এই মহান কবির স্বভাব

www.pathagar.com

প্রকৃতির সঙ্গে কিছুমাত্র সঙ্গপিতপূর্ণ নয়। প্রখ্যাত সাংবাদিক ও ইসলামী চিন্তাবিদ মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁর চরিত্র বৈশিষ্ট্যের কথা স্মরণে রাখলে স্বীকার ক'রতে হয় যে, এমন একটা রুচিহীন ব্যাপারের সঙ্গে তিনিও সরাসরি জড়িত ছিলেন না। নেপথ্যে যে হাতই থাকুক না কেন, খেলাটি খেলছিলেন এই উভয় কাগজের কোনো না কোন সহকারী সম্পাদক। অবশ্য কাগজের যে কোনো লেখার জন্য একটা দায়-দায়িত্ব শেষ পর্যন্ত সম্পাদকের ওপরই বর্তায়। তবে উভয় কাগজের এই দুই মহান সম্পাদকের মধ্যে সম্পর্ক ব্যক্তিগত পর্য্যায়ে যে ক্ষুণ্ন হয় নি, সে প্রমাণ মেলে যখন দেখা যায়, পরেও করিব অসুস্থকালে তাঁর লেখা "আজাদ"-এ ছাপা হ'য়েছে। এও স্মরণ রাখা দরকার যে, নজরুল নবযুগের মালিক-সম্পাদক ছিলেন না। তবু এই ঘটনা সমাজে চাঞ্চল্য সৃষ্টি ক'রেছিলো। এ ঘটনা দৈনিক আজাদ এবং মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁর সুনামের ওপর হয়তো প্রতিকূল প্রভাব ফেলে থাকবে। কিন্তু এতে "নবযুগ"-এর সুনাম অক্ষুণ্ন থাকে নি। এই শেষোক্ত কাগজ এবং প্রধান সম্পাদক সুনিশ্চিতভাবেই মুসলিম জনসাধারণের সহানুভূতি অনেকখানিই হারিয়েছিলেন।

৪পৌষ ১৩৪৮ ঃ ৩০ জেল্‌কদ ১৩৬০ঃ ১৯ ডিসেম্বর ১৯৪১ তারিখ শুক্রবার নবযুগের এই ১ বর্ষ ঃ ৫৫ সংখ্যায় অষ্টম পৃষ্ঠায় প্রতি শুক্রবারের নিয়মিত "মহিলা আসর"। পরিচালিকা "শিরী।" এই আসরে পাইওনিয়ার ছদ্মনামে পরিবেশিত কবিতা "আওরৎ" নজরুল ইসলামেরই লেখা।

আওরৎ

পাইওনিয়ার

সৃষ্টির প্রথম যুগে পুরুষ একাকী ছিলো,
তোমারে সৃজিলো বিধি পুরুষের করিয়া সঙ্গিনী,
নর ও নারীর সেই প্রথম মিলন-দিনে
ফেরেস্তা নোয়ালো শির, হুরপরী বাজালো কিঙ্কিনী।
সগর্বে কহিলো বিধি ডাকিয়ে ফেরেস্তা সবে,–
'এরা মোর সেরা সৃষ্টি, কেহ নাই এদের উপরে,
অনন্ত অসীমকাল আমাকে করিবে পূজা,
নিজেরে মহান করি' মহান করিবে এরা মোরে।'
তারপরে একদিন করিলে বিষম ভুল
শয়তানী প্রলোভনে, ফল তার পেলে হাতে হাতে।
কামনা বাসনা আর ক্ষুধা তৃষ্ণা জ্বরা নিয়া
নামিলে মরত' পরে, শাস্তি তার নারিলে এড়াতে।
প্রায়শ্চিত্ত লাগি' তার বহালে আঁসুর স্রোত,
ভিখকা করিলে ক্ষমা নিদ্রাহীন তামসী নিশিতে;
প্রার্থনা কবুল হ'লো, শুচি করি আপনারে
লভিলে আবার দু'য়ে অধিকার স্বরগে ফিরিতে।
দু'টিতে কল্যাণীরূপে মাতা ভগ্নি, জায়া হ'য়ে
চলিতে শুদ্ধির পথে পুরুষের হ'য়ে সহচরী,
সাজি' প্রিয়া প্রেমময়ী, সেবিকা মমতাময়ী,

www.pathagar.com

জননী অমিয়ময়ী, চলেছিলে সত্য পথ ধ'রি,
তোমারে দিশারী জানি' পুরুষ চলিলো সাথে,
প্রেমিক, পিতা ও ভ্রাতা, ভালবাসা স্নেহ-প্রেম নিয়া;
হারানো স্বরগ হ'তে বিধির আশীয়সহ
নন্দন ও এনামের সুবারতা আসিলে নামিয়া
পেলে আত্মপরিচিতি–মহীয়সী তুমি, নারী
মিলিয়া পুরুষসনে ফিরাইবে তার হৃত মান.
পরম বান্ধবী তুমি, বল্গাখানি নিয়া হাতে
চরম লক্ষ্যের পানে চালাইবে জীবনের যান।
রমণী হ'য়েছো তুমি, ক্ষুদ্র তাতে হও নাই,
রক্ষণ ক্ষমতা তব সর্বজ্ঞাতা বিধাতার দান;
ভুলের লাগিয়া আসি' মরতের কারাগারে,
ওহে সত্য মূর্তিমতি, তুমি তারে দানিয়াছ মান।
শয়তানো একদিন ইব্লিশ ফেরেস্তা ছিলো,
ভুলের লাগিয়া তারে দিলো বিধি অন্তহীন ক্লেশ,
লভিয়াছো ক্ষমা তুমি, বিধির কোমলরূপ,
কারাগারে পাবে তুমি, তার শাস্তি নাহি হবে শেষ।
আকস্মিক কোনদিন, মূর্ত্তিমতি হে সুন্দর,
ধরিলে কামিনীরূপ, কুৎসিত বীভৎস নীচ?
বিদ্রোহী প্রাচীর তুলি' বিকাইলে, হে নিঠুর
পরম সম্পদ তব, বিশ্বপতি ধাতার আশীষ।
রূপকার বিধাতার মহাসৃষ্টি যেইরূপ
সাথে করি' হে রূপসী, এনেছিলে ধরণীর ঘাটে,
কাহার ছলনে ভুলি' বিধাতারে লাজ দিয়া
তারে তুমি, হে কামিনী, বিকাইছো কামনার হাটে?
শক্তিমতী যাদুকরী, কামনার ইন্দ্রজালে
দুর্বল পুরুষে ধরি' এ'কী খেলা করিয়াছো শুরু!
বিভ্রান্ত পুরুষদল রূপের অনলে তব
আত্মাহুতি দিয়ে যায়, বিশ্বহিয়া কাঁপে দুরু দুরু!
ভুলি' তব আভিজাত্য, মহিমা, গরিমা, সব
নীচতার পঙ্ক মথি, বহাইছো ব্যাভিচার স্রোত,
সম্মোহিত নরগণ বন্যামুখে তৃণসম
সেই স্রোতে যায় ভাসি' হারাইয়া পরিণাম বোধ!
বিধাতার পূর্ণ সৃষ্টি তুমি, হে রূপসী নারী,
আপনারে অপমানি' স্রষ্টার কর অপমান!
ক্ষমি' তব অপরাধ সম্মান দানিলো যেবা,

www.pathagar.com

তাঁর সে উদারতার এইভাবে দাও প্রতিদান?
আত্মার সমাধি-' পরে আগুন জ্বালিছে নর,
হাসিমুখে, হে কামিনী, তুমি তার হ'য়েছো ইন্ধন,
পুড়িয়া মরিছো দু'য়ে হেরি' এই পরিণতি
জীবশ্রেষ্ঠ মানুষের বিশ্ববুকে জাগিছে ক্রন্দন!

কেন এ-দুর্মতি তব? বিদ্রোহের হুতাশন
কী কারণ, হে কল্যাণী, জ্বালাইয়া পোড়াও নিজেরে?
আর তব সাথে সাথে মারিতেছো পোড়াইয়া
দুর্বল, সহায়হীন, অর্বাচীন, মূঢ় পুরুষেরে?
তোমার মঙ্গল তরে যা' তোমারে দেন বিধি
কী কারণ তারে নিয়া খেলিতেছো সর্বনাশী খেলা?
পারো না বুঝিতে, নারী, বৃথা তব দুঃসাহস
উম্মাদিনী হ'য়ে যাহে বিধাতারে কর অবহেলা?
নহে ইহা মিথ্যা, তবু শক্তিমতী তুমি হেথা,
অনুনয় করি' তাই বন্ধ করো এই ধ্বংসলীলা,
ফিরে চাও আত্মপানে, উদ্দেশ্য স্মরণ করো,
বাঁচাইয়া পুরুষের আপনারে বাঁচাও, সুশীলা।
পরিহার করো এই ভুলের মায়াবী-বীথি,
যৌবন ও জীবনের বন্ধ করো এই অপচয়,
আপন মর্য্যাদা রাখি' বিধির মর্য্যাদা রাখো,
নারী–তুমি মহীয়সী, দাও সত্য আত্মপরিচয়।
মুক্ত করো সৃষ্টি ধারা, বিদ্রোহ–প্রাকার ভাঙো,
আরবার হে কল্যাণী, কল্যাণের পথে এসো ফিরে,
তাকাও ধরণী পানে–মিনতি জানায় তোমা
প্রকৃতি নয়ন জলেঃ রক্ষা করো মানব-মুক্তিরে!

'তব মুখখানি খুঁজিয়া ফিরি গো'

ডিসেম্বর ১৯৪১-এ হিজ মাস্টার্স ভয়েস-এ এন ২৭২২৭ সংখ্যক রেকর্ডে কমল দাশগুপ্তের গাওয়া দু'টি নজরুল সঙ্গীত, 'তব মুখখানি খুঁজিয়া ফিরি গো' এবং 'আমি চাঁদ নহি অভিশাপ', প্রকাশিত হ'লো।

বরিশাল মুসলিম ছাত্র কনফারেন্স

১ম বর্ষ, ৫৬ শ সংখ্যা ! ৫-ই পৌষ, শনিবার ১৩৪৮ ঃ ১ লা ইদোজ্জোহা, ১৩৬০ হিজরীঃ ২০ শে ডিসেম্বর ১৯৪১-এর নবযুগের চতুর্থ পৃষ্ঠায় প্রথম সম্পাদকীয় নিবন্ধ ছেঁড়া। এই সংখ্যায় অন্যতম সম্পাদকীয় নিবন্ধ "রণনীতি ও রাজনীতি"। "আগুনের ফুলকি"-দের জন্য বরাদ্দ অষ্টম পৃষ্ঠায় "বন বুল বুল" ছদ্মনামে তাঁর কবিতা "বিজয় সেনানী"।

www.pathagar.com

বিজয় সেনানী
বন বুল বুল

আগুনের ফুলকি জ্বলে–
আকাশের নীল সাড়িতে বিজলীর চম্‌কি ঝরে
আগুনের ফুলকি জ্বলে।
তমসার অন্ধ-দুয়ার দু'পায়ে চূর্ণি চলে
আগুনের ফুলকি জ্বলে।
জ্বলে দীপ জ্যোতির শিখায়
ধূমকেতু অগ্নি শিখায়
আঁধারের পৃথ্বী তলে,
আগুনের ফুলকি জ্বলে।

হৃদয়ের দৈন্য ঘেরা
নহে ভীরু সৈন্য এরা
নিষেধের অটল পাহাড় দু'পায়ে গুড়িয়ে চলে
ধূলাতে উড়িয়ে চলে;
ভীরুতার অন্ধকারে সাহসের দীপ্তি ঝলে
আগুনের ফুলকি ঝলে।

আগুনের ফুলকি আসে–
আকাশের উল্কারা তাই ভরে দিক্ অট্টহাসে
আগুনের ফুলকি আসে।
প্রলয়ের ধ্বংস-লীলায় ধরা আজ কাঁপছে ত্রাসে
আগুনের ফুলকি আসে।
আসে খুন তৃষ্ণা লয়ে
অশনির হিংসা হোয়ে,
ধরণীর ভাগ্যাকাশে,
আগুনের ফুলকি আসে
ফাগুনের রঙীন ফুলে
পলাশের রং কি দুলে'
পলাশীর প্রান্তে ঝরা মানুষের খুন কি হাসে?
বেদনার তপ্ত শ্বাসে
অনাচার, অত্যাচার, উৎপীড়নের মূল কি নাশে?
আগুনের ফুলকি আসে।

আগুনের ফুলকি নাচে –
দহনের ক্রুদ্ধ জ্বালা বুকে তার মুক্তি যাচে
আগুনের ফুলকি নাচে।
ধ্বংস-দানবে আজি অবহেলে ডাক্‌ছে কাছে
আগুনের ফুলকি নাচে।

www.pathagar.com

নাচে যবে ঝরণা ধারায়
জ্যোতি হোয়ে লক্ষ তারায়
কোথা তার তুল কি আছে?
আগুনের ফুলকি নাচে।
আছে এর রক্ত মিশে
গোখুরার মৃত্যু বিষে,
দু'চোখে সর্বগ্রাসী মরণের দীপ্তি নাচে,
জীবনের তৃপ্তি নাচে,
বিজয়ী সৈন্য এরা তা'তে আর ভুল কি আছে?
আগুনের ফুলকি নাচে।"

এই অষ্টম পৃষ্ঠায় "আতশবাজের কথা'ও আছে।

হারামণি

৫ পৌষ ১৩৪৮ ঃ ১ জেলহজ্জ ১৩৬০ ঃ ২০ ডিসেম্বর ১৯৪১ তারিখ শনিবার অল্ ইন্ডিয়া রেডিও'র কলকাতা কেন্দ্রে তৃতীয় অধিবেশনে নজরুল ইসলামের রচনা ও প্রযোজনায় "হারামণি"- সঙ্গীতানুষ্ঠান হয়।

নবযুগে দেখছি হিজরী সনের চান্দ্র মাস জেলহজ্জ-এর জায়গায় "ঈদোজ্জাহা" ছাপা হ'য়েছে। এই আরবী মাসের প্রথম সাতটি তারিখ সম্পর্কেই এটা করা হ'য়েছে।

এই "১ম বর্ষ, ৫৬শ সংখ্যা] ৫-ই পৌষ, শনিবার ১৩৪৮ ঃ ১ লা ইদোজ্জাহা, ১৩৬০ হিজরী ঃ ২০ শে ডিসেম্বর ১৯৪১"-এর নবযুগের চতুর্থ পৃষ্ঠায় ষষ্ঠ কলমে একটি গুরুত্বপূর্ণ খবর পরিবেশিত হ'য়েছে এইভাবে ঃ

"ছাত্র-কর্ম্মীদের বরিশাল যাত্রা

বরিশাল মুসলিম ছাত্র-কনফারেন্স

আগামী ২২শে ডিসেম্বর বরিশাল জেলা মোসলেম ছাত্র ফেডারেশনে যোগ দেওয়ার জন্য কলিকাতা হইতে কার-মাইকেল হোস্টেলের ভাইস-প্রেসিডেন্ট মিঃ আবদুল কাইউম এম-এ, বেকার হোস্টেল ইউনিয়নের ভূতপূর্ব্ব জেনারেল সেক্রেটারী মিঃ ফজলুল হক চৌধুরী বি.এ., কলিকাতা জেলা মোস্‌লেম ছাত্র লীগের সেক্রেটারী মিঃ সিরাজুর রহমান, ইস্‌লামিয়া কলেজের মিঃ আবদুল হক ও বেকার হস্টেলের মিঃ মুজিবর রহমান বরিশাল যাত্রা করিয়াছেন।

যাওয়ার পূর্বে তাঁহারা নিখিল বঙ্গ মোস্‌লেম ছাত্র লীগের সেক্রেটারী নূরুল হুদা, ভূতপূর্ব্ব সেক্রেটারী মিঃ আবু সাঈদ চৌধুরী ও ছাত্র নেতা মিঃ আবুদর রউফ ও মিঃ জহুর হোসেনের সাথে বাঙলার মোসলেম ছাত্র আন্দোলনের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে অনেকক্ষণ আলোচনা করেন।"

উল্লেখ থাকে যে, বাঙলার তৎকালীন মুসলিম ছাত্র সংগঠনের এই স্বনামধন্য নেতৃবৃন্দ তখন ছিলেন মুসলমানদের আর্থ -সাংস্কৃতিক দাবী দাওয়ার, পাকিস্তান আন্দোলনের এবং কায়েদ-ই-আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও স্যার খাজা নাজিমুদ্দিনের সমর্থক। কিন্তু সাতচল্লিশোত্তরকালে এঁদের মধ্যে অন্তত দু'জন বাঙলাদেশ জন্ম দেওয়ার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। পূর্ব পাকিস্তান বাঙলাদেশ হওয়ার পর একটা সময়

www.pathagar.com

আবু সাঈদ চৌধুরী রাষ্ট্রপতি এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান প্রধান মন্ত্রী হ'য়েছিলেন। কিন্তু সাতচল্লিশ পূর্বকালে শের-ই-বাঙলা আবুল কাসেম ফজলুল হক যখন যুক্ত বাঙলার প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তখন তাঁর স্বাধীন বাঙলা হাসিল করার পরিকল্পনার বিরোধিত ক'রেছিলেন এঁরা। তবে সাতচল্লিশ পূর্বকালে পরিকল্পিত বাঙলাদেশের সঙ্গে সাতচল্লিশোত্তরকালের বাঙলাদেশের কোনো আয়তনগত মিল নেই। এ বাঙলাদেশ সমস্ত বাঙলাভাষীদের নিয়ে গঠিত হয় নি। বাঙলাভাষী সমস্ত মুসলমানদের নিয়েও গঠিত হয় নি। এই অসম্পূর্ণ বাঙলাদেশ সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, পাকিস্তান সৃষ্টিও মূলত আঞ্চলিক ভিত্তিতেই হ'য়েছিল। অথচ আদর্শের দোহাই দিয়ে এভাবে আঞ্চলিকতার ভিত্তিতে দেশ বিভাগ ক'রে ভারতের মুসলমানেদরকে বিব্রত ও বিপন্ন করা হ'য়েছে মাত্র। পশ্চিম পাকিস্তানের হিন্দু ও শিখদেরকে ভারতে মোটামুটি সুষ্ঠুভাবেই পুনর্বাসিত করা হ'য়েছে। পূর্ব-পাকিস্তানের হিন্দুরা ভারতে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত সরকারী চাকরী পেয়েছেন। ভারতে পৌছানোর সঙ্গে সঙ্গে নাগরিকত্ব পেয়েছেন। এবং আরো অনেক সাহায্য সহযোগিতাই পেয়েছেন, যা ভারতের বাঙলাভাষী মুসলমানরা পাকিস্তানে গিয়ে পান নি। তদুপরি পূর্ববঙ্গে অমুসলিমরা চাকরী-বাকরীর ক্ষেত্রে যে হারে সুযোগ-সুবিধা পেয়েছেন কিংবা জনসংখ্যার অনুপাতে, এমন কি অনুপাত ছাড়িয়েও যে হারে চাকরী-বাকরী পেয়েছেন, পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানরা সে তুলনায় কিছুই পান নি। এই বৈষম্য সাতচল্লিশোত্তরকালে পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানদেরকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসনামলের অবস্থায় পিছিয়ে নিয়ে গেছে। শুধু তফাৎ এই যে, তখন অনেক মুসলমানেরই কিছু কিছু বিষয় সম্পত্তি ছিলো। আজ মুসলমানদের নিরানব্বই শতাংশই ভূমিহীন কিংবা প্রান্তিক চাষী। পশ্চিমবঙ্গের মোট জনসংখ্যার শতকরা চল্লিশ জন যেখানে মুসলমান, সেখানে সরকারী চাকরী-বাকরীতেও তারা প্রতি এক শ' জনের মধ্যে পুরো এক শতাংশও নেই। চাকরী-বাকরী মোট যে ক'জন পেয়েছেন তাদের মধ্যে অধিকাংশই চাপরাশি বা চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী। ক্রামাগত অর্থনৈতিক দুরাবস্থার দরুণ শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও তারা দিনের পর দিন পিছিয়ে প'ড়ছেন। একটি সংস্কৃতিবান সম্প্রদায় এইভাবে খুব অল্প সময়ের মধ্যে-ই উপমহাদেশের সাঁইত্রিশতম উপজাতিতে পরিণত হ'তে হ'লেছে। এই মর্মান্তিক সত্যটা ভারত সরকার এবং মুসলিম উম্মা, এই উভয়ের পক্ষেই লজ্জাকর। সাতচল্লিশের দেশ বিভাগ এইভাবে একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের কাছে অভিশাপ হিসাবে দেখা দিয়েছে। শাসক সম্প্রদায়সহ সংশ্লিষ্ট সবার এ দিকে নজর দেওয়া দরকার। উল্লেখ সে জন্যই। ভারতের অমুসলিম এবং পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মুসলমানরা যথাক্রমে তিনটি পৃথক পৃথক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে উনিশ শ' সাতচল্লিশকে দেখতে পছন্দ বা সুবিধা বোধ করেন। কিন্তু ভারতীয় মুসলমানদের অভিজ্ঞতা এই তিনটি দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই আসমান-জমিন আলাদা ব'লেই এই ভাষ্য যোজনার প্রয়োজন হ'লো। সাতচল্লিশের চারিত্র্য আবিষ্কার অন্য কারো জন্য না হ'লেও ভারতীয় মুসলমানদের কাছে নেহায়েত বাঁচার তাগিদেই অত্যন্ত জরুরি। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই কাজী নজরুল ইসলামের চিন্তাধারা ভারতীয় মুসলমানদের কাছে যতখানি প্রাসঙ্গিক ঠিক ততখানিক অন্যান্যদের কাছে নাও হ'তে পারে। নজরুল ইসলামের ছিলো আর্থ -সাংস্কৃতিক সহাবস্থানের চিন্তাধারা। উপমহাদেশে চূড়ান্তভাবে এটাই প্রয়োজন। যে হিন্দুস্তানে তাদের হাজার বছরের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির অজস্র উপাদান ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে সেটির বিভক্তিকরণ তাদের কাম্য হ'তে পারে না। তাজমহল থেকে হাজার দুয়ারী তারা আলাদা করতে পাবে না। বাদশাহ আলমগীরের কবর থেকে নবাব সিরাজউদ্‌দৌলার মাজার তারা জুদা ক'রতে পারে না।

www.pathagar.com

বিপদসঙ্কুল কলকাতা, শহরতলী ও ২৪ পরগণা

৫ পৌষ ১৩৪৮ ঃ ১ জেল্‌হজ্জ ১৩৬০ ঃ ২০ ডিসেম্বর ১৯৪১ তারিখ শনিবার ১ বর্ষ ঃ ৫৬ সংখ্যা নবযুগের পঞ্চম পৃষ্ঠায় গত দিনের গেজেট বিজ্ঞপ্তির খবর ঃ

"গতকল্য (১৯ শে ডিসেম্বর) প্রকাশিত কলিকাতা গেজেটের এক অতিরিক্ত সংখ্যায় মাননীয় গভর্নর বাহাদুর কলিকাতা ও শহরতলী এবং চব্বিশ পরগণা জিলার কয়েকটী অঞ্চলকে বিপদ্ সঙ্কুল অঞ্চল বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।"

৫ পৌষ ১৩৪৮ ঃ ১ জেলহজ্জ ১৩৬০ ঃ ২০ ডিসেম্বর ১৯৪১ তারিখ শনিবার নবযুগের এই ১বর্ষ ঃ ৫৬ সংখ্যায় ষষ্ঠ পৃষ্ঠায় বিজ্ঞপ্তি :

"বিজ্ঞপ্তি

আগামী সপ্তাহ হইতে নবযুগের বিভিন্ন বিভাগ নিম্নলিখতিভাবে প্রকাশিত হইবে।

মঙ্গলবার	বিশ্ব মুসলিম
বুধবার	লাঙ্গল ও হাতুড়ি
বৃহস্পতিবার	মহিলা, মাসে দুই সপ্তাহ
বৃহস্পতিবার	ব্যবসা বাণিজ্য, মাসে দুই সপ্তাহ
শুক্রবার	রূপ ও ছন্দ
শনিবার	আগুনের ফুল্‌কী
রবিবার	রসের জলসা

বিনীত পরিচালকবৃন্দ"

উল্লেখ থাকে যে, "নবযুগ"-এর আকৃতি আগাগোড়াই ছিলো ২১"×১৭"।

রেঙ্গুন থেকে ইভাকুরিয়র দল এবং সরে যাচ্ছেন কলকাতার বাসিন্দারা

ডিসেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহ থেকেই ইভাকুয়েশন শুরু হ'য়ে যায়। ধীর ও মন্থর গতিতে প্রায় অলক্ষ্যভাবেই রেঙ্গুন থেকে সরে আসছেন ভারতের ইভাকুয়ির দল। আর কলকাতা থেকে স'রে যাচ্ছেন মহানগরীর বাসিন্দারা।

www.pathagar.com

নবযুগের মালিক এবং সম্পাদক

৬ পৌষ ১৩৪৮ ঃ ২ জেল্‌কদ্‌ ১৩৬০ ঃ ২১ ডিসেম্বর ১৯৪১ তারিখ রবিবার নবযুগের ১ বর্ষ ঃ ৫৭ সংখ্যায় চতুর্থ পৃষ্ঠায় প্রথম সম্পাদকীয় নিবন্ধ ছেঁড়া দেখলাম। এই চতুর্থ পৃষ্ঠায় অন্য দু'টি সম্পাদকীয় নিবন্ধ যথাক্রমে "ব্যাপার কী?" এবং "নিরস্ত্র সিভিক গার্ড"। এই পৃষ্ঠায় "হরেক রকম" শিরোনামে কলমও আছে। এই সংখ্যায় সপ্তম পৃষ্ঠায় চতুর্থ কলমে মিস্টার প্রকাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের ইস্‌লাম গ্রহণের খবর আছে ঃ

"ইস্‌লাম গ্রহণ

বিগত ২৪ শে নভেম্বর মঙ্গলবার দিবস বেলা চারি ঘটিকার সময় ইসলাম ধর্মের সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া মিঃ প্রকাশচন্দ্র গাঙ্গুলী বড় মস্‌জিদের ইমাম আবু নূর আবু বক্কর সিদ্দিক সাহেবের দস্ত-মোবারকে হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করিয়া ইস্‌লাম কবুল করিয়াছেন। তাঁহার নাম রাখা হইয়াছে মাহমুদ মিয়া। ইনি বরিশাল জিলার আলকীন্দা গ্রামের অধিবাসী। তাঁহার বর্তমান বয়স ২৯ বৎসর। শিক্ষার প্রতি তাঁহার অত্যন্ত আগ্রহ আছে। এবং পবিত্র কোরান বুঝিয়া পড়ার ইচ্ছা প্রকাশ করায় তাঁহাকে কলিকাতার আলীয়া মাদ্রাসায় ভর্তি করিয়া দেওয়া হইয়াছে।"

সমসাময়িক অনেকের মুখে গুজব শোনা যায় যে, নবযুগ ছিলো হিন্দু সংস্কৃতির তল্পীবাহক, হিন্দু স্বার্থের তাঁবেদার এবং এই কাগজের প্রকৃত মালিকও নাকি ছিলেন হিন্দু। কাগজের প্রকৃত মালিক যে কোনো অমুসলিম ছিলেন সে প্রমাণ এই কাগজে কোনো উল্লেখে কোথাও পাই নি। কোনো কোনো স্মৃতিচারণে দেখছি যে, এর মালিক হিন্দু ছিলেন। এর প্রতিষ্ঠাতা, প্রকাশক, সম্পাদক এবং মুদ্রাকর, এই চারজনের কেউই অমুসলিম ছিলেন না। এসটাবলিশমেন্ট ডিপার্টমেন্টে, সার্কুলেশনে এবং প্রেস সেকশনে অবশ্যই অমুসলিম থাকতে পারেন। কিন্তু সম্পাদকীয় নিবন্ধে ফজলুল হকের রাজনীতিকে কিছুটা সমর্থন করার প্রয়াস থাকলেও সংবাদ সংস্থার খবর এবং নিজস্ব সংবাদদাতার প্রতিবেদন পরিবেশনের ক্ষেত্রে বার্তা বিভাগ যে কিছুটা স্বাধীনতা ভোগ ক'রতেন সেটা বলা যায়। প্রধান সম্পাদক কাজী নজরুল ইসলাম নিশ্চয়ই শুধু সম্পাদকীয় নয়, খবর পরিবেশনের ক্ষেত্রেও স্বাধীনতা পছন্দ ক'রতেন। কিন্তু সম্পাদক, সহকারী সম্পাদক, সহ-সম্পাদক এবং রিপোর্টারদের অনেকের সঙ্গেই সম্ভবত কাগজের প্রতিষ্ঠাতা, প্রকাশক এবং মালিকের যোগাযোগ ছিলো। তদুপরি কাগজের ডিক্লারেশন পাওয়ার জন্য যে আবেদন ক'রতে হয় তাতে সম্পাদক হিসাবে সম্ভবত অন্য কারো নাম ছিলো। সে জন্যই কবির নামের আগে প্রধান সম্পাদক লিখে তা অলঙ্কার, ব্যবহার করা হ'য়ে থাক্‌বে।

তথাকথিত মুসলিম ছাত্র সম্মেলন

রবিবার ছুটি প্রবর্তিত হওয়ায় সোমবার কাগজ প্রকাশিত হয় নি। ১ম বর্ষ ঃ ৫৮শ সংখ্যা "নবযুগ" প্রকাশিত হয় ৮ পৌষ ১৩৪৮ ঃ ৪ জেলহজ্জ ১৩৬০ ঃ ২৩ ডিসেম্বর ১৯৪১ তারিখ মঙ্গলবার। এই সংখ্যায় চতুর্থ পৃষ্ঠায় ষষ্ঠ কলমে পরিবেশিত খবর ঃ

"বরিশালে তথাকথিত মুসলিম ছাত্র সম্মেলন
বিরাট প্রহসনের অনুষ্ঠান

(সংবাদদাতার প্রেরিত)

বরিশাল, ২২-শে ডিসেম্বর : গতকল্য এখানে মুসলিম ছাত্র সম্মেলনের নামে এক বিরাট প্রহসন হইয়া গিয়াছে। এই সম্পর্কে বাংলার দুই জন ভূতপূর্ব মন্ত্রীর উপস্থিতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

www.pathagar.com

সম্মেলন অনেকটা ঘরোয়া বৈঠকের মতই হইয়াছিল। বৈঠকে ছাত্র আন্দোলন সম্পর্কিত বিষয়ের পরিবর্তে মাননীয় হক সাহেব ও ঢাকার নবাব বাহাদুরের নিন্দা কুৎসাই অধিকতর প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। সভায় প্রায় ১৫০ শত লোক উপস্থিত ছিলেন। কলিকাতা হইতে আগত ৩ জন ছাত্র ছাড়া আরও ৩০ জন ছাত্র যোগ দিয়াছিল।"

বাঙলার প্রদেশ মুসলিম লীগের ছাত্র সংগঠনের বরিশাল জেলা শাখা ৭ পৌষ ১৩৪৮ : ২২ ডিসেম্বর ১৯৪১ তারিখ সোমবার অনুষ্ঠিত তাঁদের সম্মেলনে প্রধান মন্ত্রী শের-ই-বাঙলা আবুল কাসেম ফজলুল হক এবং নব নিযুক্ত কৃষি ও শিল্প মন্ত্রী ঢাকার নবাব খাজা হাবিব উল্লাহ্-'র মুসলিম স্বার্থ ও সংহতি বিরোধী রাজনৈতিক পদক্ষেপ অনুমোদন ক'রলেন না। স্মরণ থাকে যে, এই ছাত্র নেতাদের মধ্যে পরবতকফকালের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানও ছিলেন, যিনি বাঙলাদেশে যথাক্রমে প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতিও হ'য়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান ছিলেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দ্দীর শিষ্য। সে সময় কায়েদ-ই-আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্র প্রতি আনুগত্য এবং স্যার খাজা নাজিমুদ্দিন, বগুড়ার মোহাম্মদ আলী প্রমুখের রাজনীতির শরকী হওয়ার অপরাধেই কার্যত শের-ই-বাঙলা আবুল কাসেম ফজলুল হকের বিরোধিতার শিকার হ'য়েছিলেন হোসেন শহীদ সোহ্রওয়ার্দ্দী। আগের কতিপয় ঘটনার সাক্ষ্য এই যে, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দ্দী এ সময় কায়েদ-ই-আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্র সুনজরে ছিলেন। ২৪ মার্চ ১৯৪০ -এ লাহোরে ফজলুল হক (নিখিল ভারত মুসলিম লীগের সিলেট কমিটির রেজলিউশন) পাকিস্তান প্রস্তাব উত্থাপন করার পর কলকাতা টাউন হল-এ ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৪১ তারিখে মুসলিম লীগের পতাকা উত্তোলন ক'রেছিলেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়াদ্দকফ। এইভাবেই দেখা যায় যে, এক সময় যাঁরা পাকিস্তান আন্দোলনে উদ্যোগী হ'য়েছিলেন, রাজনৈতিক টানাপোড়েনে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব কিংবা ব্যক্তিত্বের পার্থক্যের দরুন, ১৯৪৭-এর আগে হোক আর পরে হোক, বিভিন্ন সময়ে তাঁদেরই অনেকে বাঙলাদেশ কায়েম ক'রতে চেয়েছিলেন। এই প্রেক্ষিতে পূর্ব বঙ্গ তথা পূর্ব পাকিস্তানকে পাকিস্তানের উপনিবেশ এবং সেখানে অবস্থিত সেনাবাহিনীকে হানাদার বাহিনী বা দখলদার বাহিনী ব'লে অভিহিত করাটা কোনোক্রমেই ইতিহাস সচেতনতার পরিচায়ক বলা চলে না। পশ্চিম পাকিস্তান এবং উর্দু ও অন্যান্য ভাষাভাষী মুসলমানদের বিরুদ্ধে হয়তো ক্ষোভের অনেক কিছুই ছিলো আর তাদের অপরিণামদর্শিতার ও অবিবেচনাপ্রসূত আচরণের বিরুদ্ধে হয়তো বিচ্ছিন্নতাও দাবী করা চলে, কিন্তু ইতিহাসকে কোনোক্রমেই বিকৃত করা চলে না। কেননা, ইতিহাস বিস্মৃত হ'য়ে কোনো দেশেই সুস্থ রাজনৈতিক সংস্কৃতি গ'ড়ে তোলা সম্ভব নয়। ইতিহাসচর্চা ত্যাগ ক'রে পাকিস্তান ভুল ক'রেছে। উপমহাদেশের এই তিনটি দেশেরই স্মরণ রাখা দরকার যে, ১৯৪৭-এর আগস্টের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত তাদের সবার ইতিহাসই এক। আর যে আদর্শের নামে পাকিস্তান সৃষ্টি হ'য়েছিল, সেটির বাস্তবায়নে মৌলিক বিচ্যুতি ও গোঁজামিল ছিলো বলেই ১৯৭১-এ পূর্ব পাকিস্তান বিচ্ছিন্ন হ'য়ে বাংলাদেশ হ'য়েছে। উপমহাদেশের এই তিনটি দেশকেই তাদের জাতীয়তাবাদের চারিত্র্য আবিষ্কার ক'রতে হবে। এবং সে ক্ষেত্রে অপরিহার্য দু'টি উপাদান এই তিন রাষ্ট্রের তরফেই স্মরণ রাখা দরকার: এক, দেশ বিভাগ হ'য়েছে আঞ্চলিক ভিত্তিতে ; দুই, প্রয়োজন বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের আর্থ-সাংস্কৃতিক সহাবস্থানের কর্মসূচী। তিনটি দেশকেই পরস্পরের বিরুদ্ধে বিবদমান রাষ্ট্র হ'য়ে থাকার ধারণা ত্যাগ করতে হবে। কেননা, তা সুস্থিতির অন্তরায় এবং সামগ্রিক উন্নয়নের পরিপন্থী। কোনো পরাশক্তির আধিপত্য কামনা থেকে রেহাই পেতে হ'লেও এটাই পন্থা। কোনো মেকী জাতীয়তাবাদ, বিদ্বেষমূলক

www.pathagar.com

জাতীয়তাবাদ বা দলনমূলক জাতীয়তাবাদের ধারণা যদি প্রচ্ছন্নভাবেও বিদ্যমান থাকে তবে তার মূলোৎপাটন দরকার। হিন্দুস্তানের ভৌগোলিক অখন্ডতা পূর্বাবস্থায় বহাল হ'তে পারে কিংবা অক্ষুণ্ণ থাকতে পারে কেবলমাত্র বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের আর্থ-সাংস্কৃতিক সহাবস্থানের কর্মসূচী প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মারফৎ। এর কোনো বিকল্প নেই। অযথা ভিত্তিহীনভাবে সংস্কৃতি সমন্বয়ের স্বপ্ন দেখে বা ফতোয়া দিয়ে লাভ নেই। কেননা, ইসলামের তৌহীদবাদের সাথে হিন্দু ধর্মের পৌত্তলিকতার সমন্বয় হয় না। তবে সহাবস্থান সম্ভব। বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সংস্কৃতির সহাবস্থানের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার ক'রেই মুসলমান সাতশ' বছর হিন্দুস্তান শাসন ক'রেছেন। এই নীতিই আদর্শ হওয়া উচিত।

৮ পৌষ ১৩৪৮ : ৪ জেল্‌হজ্জ ১৩৬০ : ২৩ ডিসেম্বর ১৯৪১ তারিখ মঙ্গলবার প্রকাশিত নবযুগের এই ১ম বর্ষ : ৫৮ সংখ্যায় চতুর্থ পৃষ্ঠায় প্রথম সম্পাদকীয় নিবন্ধ ছেঁড়া দেখলাম। অন্যতম সম্পাদকীয় নিবন্ধের শিরোনাম "পুনরাবৃত্তি"। এই সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় " হরেক রকম" কলমও আছে। এই সংখ্যায় অষ্টম পৃষ্ঠায় তৃতীয় থেকে পঞ্চম কলমে "আল্লাহু-আকবর" কবিতা ২৬ অগ্রহায়ণের "নবযুগ" থেকে সংক্ষিপ্তাকারে বারো লাইন পুনর্মুদ্রিত হ'য়েছে "কবির প্রশস্তি" শিরোনামে। অষ্টম বা শেষ পৃষ্ঠায় এই "কবির প্রশস্তি" বক্স ক'রে ছাপা হ'য়েছে। বক্সের শিরোরেখার ওপর তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যে বড় বড় হরফে ছাপা হ'য়েছে :"প্রধানমন্ত্রী মৌলবী এ. কে. ফজলুল হক ও ঢাকার নবাব বাহাদুর অভিনন্দিত"। এবং বক্সের নিম্নরেখা যেখানে শেষ হ'য়েছে সেটির নীচে লেখা হয়েছে : "ভারতের বিভিন্ন স্থানের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ বাংলার বর্ত্তমান মন্ত্রী মন্ডলীকে অভিনন্দন জানাইয়া যে সকল টেলিগ্রাম ও চিঠিপত্র প্রেরণ করিয়াছেন, তাহা আমরা ক্রমে প্রকাশ করিতেছি।" ঐ পৃষ্ঠায় অনেকগুলো অভিনন্দন বার্তা ঠিকানাসহ ছাপাও হ'য়েছে।

বর্ডারের মধ্যে সংক্ষিপ্তাকারে কবিতাটি যেভাবে ছাপা হ'য়েছে তা হুবহু উদ্ধৃত ক'রছি:

কবির প্রশস্তি

আল্লা-হু-আকবর! আল্লা-হু-আকবর!
আল্লার কাছ থেকে এল আজ রহ্‌মত্‌, কওসর।
আল্লার যারা আশ্রিত, আজ তাদেরই হইল জয়,
ইহা আল্লার ইচ্ছার জয়, আমাদের জয় নয়।
* * * *
আজিকার জয়, জানিও, পূর্ণজয়ের প্রথম ধাপ,
আজও আমাদের মাঝে আছে কত বন্ধন অভিশাপ
কত ভেদজ্ঞান, কলহ, ঈর্ষা, লোভ ও অহঙ্কার–
সব দূর ক'রে দেবে পবিত্র-নামের মহিমা তার।
* * * *
তোমরাই হবে নূতন পথিক তাঁর তীর্থের পথে।
তোমাদেরই পদ-চিহ্ন ধরিয়া না- দেখা আকাশ হতে
আসিতেছে নবযুগের যাত্রী তরুণ নৌজোয়ান,
আর দেরী নাই, দেখে যাবে পৃথিবীর দু:খ অবসান।

কাজী নজরুল ইস্‌লাম

'নবযুগ'- ২৬ শে অগ্রহায়ণ

www.pathagar.com

কচুরী পানা

৯ পৌষ ১৩৪৮ : ৫ জেল্‌হজ্জ ১৩৬০ : ২৪ ডিসেম্বর ১৯৪১ তারিখ বুধবার ১ বর্ষ : ৫৯ সংখ্যায় চতুর্থ পৃষ্ঠায় প্রথম সম্পাদকীয় নিবনন্ধ ছেঁড়ে দেখলাম। অন্যতম সম্পাদকীয় নিবন্ধের শিরোনাম "সিঙ্গাপুর"। এই চতুর্থ পৃষ্ঠায় কাজী নজরুল ইস্‌লামের সম্পাদকীয় গান "কচুর-পানা"।

কচুরী-পানা

(গান)

কাজী নজরুল ইস্‌লাম

ধ্বংস কর এই কচুরী-পানা!
(এরা) লতা নয়, পরদেশী অসুর-ছানা ॥ (ধূয়া)
ইহাদেরে সবংশে কর কর নাশ,
এদেরে দগ্ধ ক'রে কর ছাই পাঁশ,
(এরা) জীবনের দুশ্‌মন্‌, গলার ফাঁস,
(এরা) দৈত্যের দাঁত, রাক্ষসের ডানা।–
ধ্বংস কর এই কচুরী-পানা ॥ (ধূয়া)

(এরা) ম্যালেরিয়া আনে, আনে অভাব নরক,
(এরা) অমঙ্গলের দূত, ভীষণ মড়ক!
(এরা) একে একে গ্রাস করে নদী ও নালা
(যত) বিল ঝিল মাঠ ঘাট ডোবা ও খানা।
ধ্বংস কর এই কচুরী-পানা ॥ (ধূয়া)

(এরা) বাঙলার অভিশাপ, বিষ, এরা পাপ,
(এস) সমূলে কচুরী-পানা ক'রে ফেলি সাফ্‌।
(এরা) শ্যামল বাংলাদেশ করিল শ্মশান,
(এরা) শয়তানী দূত দুর্ভিক্ষ-আনা।
ধ্বংস কর এই কচুরী-পানা ॥ (ধূয়া)

(কাল) সাপের ফণা এর পাতায় পাতায়,
(এরা) রক্ত-বীজের ঝাড়, মরিতে না চায়,
(ভাই) এরা না মরিলে মোরা মরিব সবাই,
(এরে) নির্মূল ক'রে ফেল, শুনো না মানা।
ধ্বংস কর এই কচুরী-পানা॥ (ধূয়া)

নজরুল সঙ্গীতের অনুষ্ঠান অনুরাগ

এই সংখ্যায় পরিবেশিত "বেতার বার্ত্তা" মোতাবেক পরদিন ১০ পৌষ ১৩৪৮ : ২৫ ডিসেম্বর ১৯৪১ তারিখ বৃহস্পতিবার অল্‌ ইন্ডিয়া রেডিও'র কলকাতা কেন্দ্রে দ্বিতীয় অধিবেশনে বেলা দু'টোয় গ্রামোফোন রেকর্ডে নজরুল সঙ্গীতের অনুষ্ঠান "অনুরাগ"- এ যূথিকা রায়ের কণ্ঠের গান "মোরা কুসুম হ'য়ে কাঁদি" এবং "প্রিয় আসিল রে" পরিবেশিত হয়।

www.pathagar.com

সারা বাংলায় জরুরি অবস্থা

১০ পৌষ ১৩৪৮ : ৬ জেল্‌হজ্জ ১৩৬০ : ২৫ ডিসেম্বর ১৯৪১ তারিখ বৃহস্পতিবার ১ম বর্ষ: ৬০ সংখ্যা "নবযুগ" -এর চতুর্থ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত প্রথম সম্পাদকীয় নিবন্ধ ছেঁড়া দেখলাম। এই সংখ্যায় পঞ্চম পৃষ্ঠায় বাঙ্‌লা প্রদেশে জরুরি অবস্থা জারী হওয়ার ঘোষণা :

"সমগ্র বাংলা প্রদেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা
বর্ত্তমান যুদ্ধ পরিস্থিতি সম্পর্কে গভর্নমেন্টের নির্দেশ

কলিকাতা, ২৪ শে ডিসেম্বর

গবর্ণমেন্ট বাংলা প্রদেশকে জরুরি অবস্থার এলাকাধীন বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন।"

মনে পড়ে আজ

এই ৬০ সংখ্যায় প্রকাশিত "বেতার বার্ত্তা" মোতাবেক পরদিন ১১ পৌষ ১৩৪৮ : ৭ জেলহজ্জ ১৩৬০ : ২৬ ডিসেম্বর ১৯৪১ তারিখ শুক্রবার দ্বিতীয় অধিবেশনে যূথিকা রায়ের কণ্ঠে পরিবেশিত হয় নজরুল সঙ্গীত "মনে পড়ে আজ" এবং "এখনও সময় আছে।"

নবযুগের সব সংখ্যা পাওয়া যায়নি

১১ পৌষ ১৩৪৮ : ৭ জেল্‌হজ্জ ১৩৬০: ২৬ ডিসেম্বর ১৯৪১ তারিখ শুক্রবারের নবযুগের প্রথম বর্ষ: ৬১শ সংখ্যা দেখার সুযোগ পাই নি। যে সংখ্যাগুলো দেখেছি, সেগুলোর উল্লেখ এই গ্রন্থের বিবরণে থাক্‌ছে। যেগুলো দেখার সুযাগ পাই নি, সেগুলোর মোটামুটি হিসাব এরপর বা'র করা কঠিন হবে না। উল্লেখ থাকে যে, অধিকাংশ সংখ্যাই দেখার সুযোগ পাই নি।

বড় দিন

১২ পৌষ ১৩৪৮ : ৮ জেল্‌হজ্জ ১৩৬০: ২৭ ডিসেম্বর ১৯৪১ তারিখ শনিবার ১ বর্ষ : ৬২ সংখ্যা "নবযুগ"-এর চতুর্থ পৃষ্ঠায় চতুর্থ ও পঞ্চম কলমে কাজী নজরুল ইস্‌লামের সম্পাদকীয় কবিতা "বড়দিন" প্রকাশিত হয়। ২৫ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার গেল খ্রীস্টমাস ডে বা বড় দিন। এই উপলক্ষেই কবি লিখেছিলেন সাঁইত্রিশ পঙ্‌ক্তির কবিতা "বড় দিন"।

বড়দিন

কাজী নজরুল ইস্‌লাম

বড় লোকদের "বড়দিন" গেল, আমাদের দিন ছোটো,
আমাদের দিন কাটিতে চায় না, ক্ষিদে বলে, "নিধে! ওঠো!"
খে'টে খু'টে শু'তে খাটিয়া পাই না, ঘরে নাই ছেঁড়া কাঁথা,
বড়দের ঘরে কত আসবাব, বালিশ বিছানা পাতা!
অর্দ্ধনগ্ন-নৃত্য করিয়া বড়দের রাত কাটে,
মোদের রক্ত খেয়ে মশা বাড়ে, গায়ে আরশুলা হাঁটে।
আঁচিলের মত ছারপোকা লয়ে পাঁচিল ধরিয়া নাচি,
মাল খেয়ে ওরা বেসামাল হয়, মোরা কাশি আর হাঁচি!
নানারূপ খানা খেতেছে, ষন্ড অন্ড ভেড়ার রোষ্ট,

www.pathagar.com

কুলুকুল করে আমাদের পেট, যেন "হনুলুলু কোষ্ট"।
চৌরঙ্গীতে বড়দিন হইয়াছে কি চমৎকার,
গৌর জাতির ক্ষৌরকর্ম্ম করেছে! অসৎ কা'র?
মদ খেয়ে বদ্‌হজম হইয়া বাঙালীর মেয়ে ধরে,
শিক্ষাও পায় শিখ্-বাঙালীর থাপ্‌পড় লাথি চড়ে।

এ কি সৈনিক ধর্ম্ম, এরাই রক্ষী কি এদেশের?
সর্ব্বলোকের ঘৃণ্য ইহারা, কলঙ্ক ব্রিটিশের!
যে সৈনিকের হাত চাহে অসহায় নারী পরশিতে;
চাহে নারীর ধর্ম্ম নিতে,
বীর ব্রিটিশের কামান কি নাই সেই হাত-উড়াইতে?
হায় রে বাঙালী, হায় রে বাঙ্‌লা, ভাত-কাঙালের দেশ,
মা'রের বদলে মা'র দেয়নাকো, তারা বলদ ও মেষ!
মান বাঁচাইতে পাণ দিতে নারে, পলাইয়া যায় ঘরে,
ঊর্দ্ধের মা'র আগুন আসিতেছে সেই ভীরুদের তরে!
পলাইয়া এরা বাঁচিবে না কেউ! হাড় খাবে, মাস খাবে,
শেষে ইহাদেরই চামড়ায় দেখো ডুগডুগিও বাজাইবে!
পথের মাতাল মাতা ভগ্নির সম্মান নেয় কে'ড়ে,
শাস্তি না দিয়ে মাতালের, এরা পলায় সে পথ ছেড়ে।
কোন্ ফিল্মের দর্শক ওরা, ঝোঁপের ইঁদুর বেজি,
ইহাদের চেয়ে ঘরের কুকুর, সেও কত বেশী তেজি!
মানব জাতির ঘৃণ্য ভীরুরা, কাঁপে মৃত্যুর ডরে,
প্রাণ লয়ে ঢুকে খোঁপের ভিতর, দিনে দশবার-মরে!
বড়দিন দেখে ছোটমন হায় হ'তে চাহেনাকো বড়,
হ্যাট কোট দে'খে পথ ছে'ড়ে দেয় ভয়ে জড়সড়!
প'চে মরে আজ মানুষ, হায় রে পঁচিশে ডিসেম্বর!
কত সম্মান দিতেছে প্রেমিক খ্রীষ্টে ধরার নর!
ধ'রেছিলে কোলে ভীরু মানুষের প্রতকী কি মেষ-শিশু?
আজ মানুষের দুর্গতি দেখে কোথায় কাঁদিছ যীশু?

এই সম্পাদকীয় কবিতা স্পষ্টতই একটা খবরকে কেন্দ্র ক'রে লেখা। ঘটনাটি কবির জাতীয় ও মানবিক চেতনাকে আহত ক'রেছিল। মদ্যপান ও লাম্পট্যের বিরুদ্ধে নজরুল ইস্‌লামের তীব্র ঘৃণা ব্যক্ত হ'য়েছেন এই সম্পাদকীয় কবিতায়। এই উভয় প্রকারের উচ্ছৃঙ্খলতার উৎসমুখ বন্ধ করার ব্যাপারে সরকার ও জনগণকে সক্রিয় হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন কবি।

www.pathagar.com

১২ পৌষ ১৩৪৮ : ৮ জেল্‌হজ্জ ১৩৬০ : ২৭ ডিসেম্বর ১৯৪১ তারিখ শনিবার ১বর্ষ : ৬২ সংখ্যায় চতুর্থ পৃষ্ঠায় প্রথম সম্পাদকীয় নিবন্ধ "শাসন আইনের ভিতর ও বাহির"-এ কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ও হিন্দু মহাসভাকে নিয়ে কেন্দ্রে কোয়ালিশন সরকার গঠন সম্পর্কে মন্তব্য করা হ'য়েছে :

"শাসন আইনের ভিতর ও বাহির

শ্রদ্ধেয় সহযোগী "স্টেট্‌স্‌ম্যান" ভারতীয় ঐক্যের দিকে আবার মনোযোগ দিয়াছেন। সহযাগী প্রথমতঃ দেখাইয়াছেন যে, জাপানীরা যখন পেনাং দখল করিয়াছে, তখনও ভারতীয় নেতারা নিজেদের মধ্যে কলহ করিতেছেন। ভারত যখন স্পষ্ট বিপদের সম্মুখীন, তখন কংগ্রেস বৃটিশ সরকারের দোষ দিতেছেন; মুসলিম লীগ কংগ্রেসের ত্রুটি ধরিতেছেন; আর হিন্দু মহাসভা কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয়ের নিন্দা করিতেছেন। ....

--- কিন্তু সহযোগী ইহাতে নিরাশ না হইতে আমাদিগকে উপদেশ দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, "আমরা যদি অক্ষশক্তিকে সত্যই পরাজিত করিতে চাই", তবে ঐ সব 'মতভেদ সত্ত্বেও আমরা একত্রে কাজ করিতে পারি।"

এই "একত্রে কাজ" করিবার পন্থা স্বরূপ শ্রদ্ধেয় সহযোগী প্রস্তাব করিয়াছেন যে, মূল বিবদমান পক্ষত্রয় কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ও হিন্দু মহাসভাকে লইয়া কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্ট গঠন করিতে হইবে। সহযোগী প্রস্তাবিত গবর্ণমেন্টের সদস্যদের নামও করিয়া ফেলিয়াছেন। সহযোগীর মতে "মি: জিন্না ও তাঁর বন্ধুগণ" পন্ডিত জওয়াহের লাল ও মি: রাজা গোপালাচারি এবং মি: সাভারকারকে লইয়া যদি ভারত গবর্ণমেন্ট গঠিত হয়, তবে এই গবর্ণমেন্ট যুদ্ধ প্রচেষ্টা তীব্র করিতে পারিবেন এবং ভারতবাসী এই যুদ্ধকে ভারতের যুদ্ধ মনে করিবে।"

১২ পৌষ ১৩৪৮ : ২৭ ডিসেম্বর ১৯৪১ তারিখ শনিবার প্রকাশিত নবযুগের এই ১ বর্ষ: ৬২ সংখ্যায় চতুর্থ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত অন্যতম সম্পাদকীয় নিবন্ধ "এস্‌পার কি ওস্‌পার" এবং এই পৃষ্ঠায় "হরেক রকম" কলমে "ডমিনিয়ন কেন?"

উল্লেখ থাকে যে, মহাত্মা মোহন দাস করম চাঁদ গান্ধী স্বাধীনতা নয়, এ সময় ডমিনিয়ন স্টেটাস চাচ্ছিলেন। কিন্তু নিখিল ভারত মুসলিম লীগের দাবী ছিলো পূর্ণ স্বাধীনতা। এ বিষয়ে পরিশিষ্টে সৈয়দ এম্‌দাদ আলির নিবন্ধ "নিখিল ভারত ফেডারেশন গঠন কি সম্ভব?" দ্রষ্টব্য। মুসলমানদের আপত্তির কারণ: ডমিনিয়নে একজন বৃটিশ রাজপ্রতিনিধিকে গভর্নর জেনারেল করার, হিন্দুস্তানের প্রতিরক্ষার ভার বৃটিশ রাজসরকারের ওপর দেওয়া এবং ডমিনিয়ন পার্লামেন্টে হিন্দু আধিপত্য কায়েম হওয়ার কথা। এই বন্দোবস্তের মারফৎ সারা ভারতে হিন্দু শাসন এবং হিন্দুদের আর্থ-সাংস্কৃতিক কায়েমী স্বার্থকে নিরাপদ করতে চাওয়া হ'য়েছে। ডমিনিয়ন স্ট্যাটাসের বিরুদ্ধে মুসলমানদের আপত্তিটা ছিলো ঠিক এখানেই।

এই ৬২ সংখ্যায় অষ্টম পৃষ্ঠায় আছে আতশবাজের লেখা "আগুনের ফুলকি'দের প্রতি"। অখিল নিয়োগী হয়তো ইতোমধ্যেই এই বিভাগে পরিচালক হিসাবে যোগ দিয়ে থাকবেন।

কুঞ্জভঙ্গ

১২ পৌষ ১৩৪৮ : ২৭ ডিসেম্বর ১৯৪১ তারিখ শনিবার প্রকাশিত এই ৬২শ সংখ্যায় "বেতার বার্ত্তা"-য় খবর যে, পরদিন ১৩ পৌষ রবিবার অল্ ইন্ডিয়া রেডিও'র কলকাতা কেন্দ্রে তৃতীয় অধিবেশনে রাত ৭.৫০-এ পরিবেশিত হবে কাজী নজরুল ইস্‌লামের রচনা ও প্রযোজনায় "কুঞ্জভঙ্গ" (সঙ্গীতালেখ্য)।

www.pathagar.com

বকরীদ্

১৩ পৌষ ১৩৪৮ : ৯ জেল্‌হজ্জ ১৩৬০ : ২৮ ডিসেম্বর ১৯৪১ তারিখ রবিবার নবযুগের ১ম বর্ষ : ৬৩ সংখ্যায় চতুর্থ পৃষ্ঠায় প্রথম সম্পাদকীয় নিবন্ধ "যুদ্ধ ও ভারতবর্ষ" এবং অন্যতম সম্পাদকীয় নিবন্ধ "রাশিয়া ও ইউরোপ"। এই চতুর্থ পৃষ্ঠাতেই প্রকাশিত হ'য়েছে কাজী নজরুল ইস্‌লামের সম্পাদকীয় কবিতা 'বক্‌রীদ"। এটি চোয়ান্ন পঙ্‌ক্তির কবিতা। এর পরদিন সোমবার ছিলো ঈদুজ্জোহা। অর্থাৎ কবিতাটি প্রকাশিত হ'য়েছিল ঈদুজ্জোহার আগের দিন। হুবহু উদ্ধৃতি :

বকরীদ্

কাজী নজরুল ইস্‌লাম

"শহীদান"-দের ঈদ এল বকরীদ্!

অন্তরে চির নৌ-জোয়ান যে, তারি তরে এই ঈদ।
আল্লার রাহে দিতে পারে যারা আপনারে কোর্‌বান,
নির্লোভ নিরহঙ্কার যারা, যাহারা নিরভিমান,
দানব দৈত্যে কতল্ করিতে আসে তলোয়ার লয়ে,
ফিরদৌস্ হ'তে এসেছে যাহারা ধরায় মানুষ হ'য়ে,
অসুন্দর ও অত্যাচারীরে বিনাশ করিতে যা'রা
জন্ম লয়েছে চির-নির্ভকী যৌবন-মাতোয়ারা,–
তাহাদেরি শুধু আছে অধিকার ঈদ্‌গাহে ময়দানে,
তাহারাই শুধু বক্‌রীদ করে জান মাল কোর্‌বানে।
বিভূতি, "মাজেজা", যাহা পায় সব প্রভু আল্লার রাহে
কোরবানী দিয়ে নির্য্যাতিতেরে মুক্ত করিতে চাহে।
এরাই মানব-জাতির খাদেম, ইহারাই খাক্‌সার,
এরাই লোভীর সাম্রাজ্যের ক'রে দেয় মিস্‌মার!
ইহারাই "ফিরদৌস-আলা"-র প্রেম-ঘন অধিবাসী
তস্‌বী ও তলোয়ার লয়ে আসি' অসুরে যায় বিনশি'।
এরাই শহীদ, প্রাণ লয়ে এরা খেলে ছিনিমিনি খেলা,
ভীরুর বাজারে এরা আনে নিতি নব নওরোজ-মেলা!
প্রাণ-রঙ্গীলা করে ইহারাই ভীতি-ম্লান আত্মায়;
আপনার প্রাণ-প্রদীপ নিভায়ে সবার প্রাণ জাগায়!
কল্প-বৃক্ষ পবিত্র "জৈতুন" গাছ যথা থ'কে,
এরা সেই আসমান থেকে এসে, সদা তারি ধ্যান রাখে!
এরা আল্লার সৈনিক, এরা "জবী হুল্লা'র সাথী,
এদেরি আত্মত্যাগ যুগে যুগে জ্বালায় আশার বাতি।
ইহারা সর্ব্বত্যাগী বৈরাগী প্রভু আল্লার রাহে,
ভয় করেনাক কোনো দুনিয়ার কোনো সে শাহান্‌শাহে।
এরাই কা'বার হজের যাত্রী, এদেরই দস্ত্ চুমি'!
কওসর আনে নিঙাড়িয়া রণক্ষেত্রের মরুভূমি!
"জবী হুল্লা'র দোস্ত্ ইহারা, এদেরি চরণাঘাতে,

www.pathagar.com

"আব-জম্‌জম " প্রবাহিত হয় হৃদয়ের মক্কাতে।
ইব্‌রাহিমের কাহিনী শুনেছ? ইস্‌মাইলের ত্যাগ?
আল্লারে পাবে মনে কর কোরবানী দিয়ে গরু ছাগ?
আল্লার নামে, ধর্ম্মের নামে, মানব-জাতির লাগি'
পুত্রেরে কোরবানী দিতে পার, আছ কেহ হেন ত্যাগী?
সেই মুসলিম থাকে যদি কেউ, তস্‌লিম করি তারে,
ঈদ্‌গাহে গিয়া তারি সার্থক হয় ডাকা আল্লারে।
অন্তরে ভোগী, বাহিরে যে রোগী, মুসলিম সে নয়,
চোগা চাপকানে ঢাকা পড়িবে না সত্য যে পরিচয়'!
লাখো "বক্‌রা'র বদলে সে পার হবে না পুল্‌সেরাত,
সোনার বলদ ধন সম্পদ দিতে পার খুলে হাত?
কোরান মজিদ আল্লার এই ফরমান্‌ দেখ প'ড়ে!
আল্লার রাহে কোরবানী দাও সোনার বলদ ধ'রে!
ইব্‌রাহিমের মত পুত্রেরে আল্লার রাহে দাও,
নৈলে কখনো মুস্‌লিম নও, মিছে শাফায়ৎ চাও!
নির্যাতিতেরে লাগি' পুত্রেরে দাও না শহীদ হ'তে,
চাক্‌রীতে দিয়া মিছে কথা কও– "যাও আল্লার পথে!"
বক্‌রীদি চাঁদ করে ফরয়্যাদ দাও দাও কোরবানী,
আল্লারে পাওয়া যায় না করিয়া তাঁহার না-ফরমানি!
পিছন হইতে বুকে ছুরি মেরে, গলায় গলায় মেলো,
ক'রোনা আত্ম-প্রতারণা আর, খেল্‌কা খুলিয়া ফেল!
উমরে, খালেদে, মুসা ও তারেক বক্‌রীদে মনে কর,
শুধু সাল্‌ওয়ার পরিও না, ধর হাতে তলোয়ার ধর!
কোথায় আমার প্রিয় শহীদান মৃত্যুঞ্জয়ী প্রাণ?
(এস) ঈদের নামাজ পড়িব, আলাদা আমাদের ময়দান!

ব্যবহারিক জীবনের পক্ষে অপরিহার্য জরুরি এই মহৎ বাণীর এক সহজ সরল শৈল্পিক অভিব্যক্তি নজরুল সাহিত্যকে ঐশ্বর্য্যবান, আকর্ষণীয়, উদার ও অবিস্মরণীয় ক'রেছে। নজরুল সাহিত্য একাধারে সহজবোধ্য, আনন্দদায়ক ও অতুলনীয় বাণীপ্রধান।

১৩ পৌষ ১৩৪৮ : ৯ জেল্‌হজ্জ ১৩৬০ : ২৮ ডিসেম্বর ১৯৪১ তারিখ রবিবার ১ বর্ষ : ৬৩ সংখ্যা "নবযুগ"-এর ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় বিজ্ঞাপন :

"বাহির হইল ! বাহির হইল!!

খ্যাতনামা সাহিত্যিক

মিঃ মহম্মদ হাবিবুল্লাহ্‌ প্রণীত

"পাকিস্তান"

এতে আছে : – পাকিস্তান-পরিকল্পনার বিস্তারিত ইতিহাস, মুসলিম লীগের জন্ম ও ইতিহাস, লক্ষ্ণৌ-প্যাক্ট, মি: জিন্নার চৌদ্দদফা, ডক্টর ইক্‌বালের স্বপ্ন, জামালুদ্দীন আফ্‌গানীর চিন্তাধারা,

www.pathagar.com

চৌধুরী রহমত আলীর 'পাকিস্তান ন্যাশনাল মুভমেন্ট', ডক্টর লতিফের ভারত- বিভাগ স্কীম, আগা খাঁ ডেপুটেশন, স্যার সৈয়দ, স্যার সলিমুল্লাহ, মওলানা মোহাম্মদ আলী, সৈয়দ আমীর আলী প্রমুখ চিন্তানায়কদের কর্মপন্থা ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা। এক কথায় পাকিস্তান ও ভারতের মুসলিম-রাজনীতি সম্বন্ধে যা-কিছু প্রয়োজনীয়, সব-কিছুই এতে পাইবেন। এই শ্রেণীর পুস্তক বাঙলায় এই প্রথম। পাকিস্তানের ম্যাপসহ। এক টাকা মাত্র।

বুলবুল হাউস

২৩, ক্রেমেটোরিয়াম স্ট্রীট, কলিকাতা"

ইতিহাসের দুষ্প্রাপ্য উপাদানসম্বলিত এই মূল্যবান বইটি এখন কোথায় দেখার সুযোগ পাওয়া যায়, জানি না। মুসলমানদের পত্র-পত্রিকা, গ্রন্থ, গ্রামোফোন রেকর্ড, ছায়াচিত্র ইত্যাদি সংরক্ষণের উপযুক্ত বন্দোবস্ত তো মুসলমানরাও করেন নি। মুসলমানদের তরফে সাংস্কৃতিক সচেতনতার এই অভাব খুবই মর্মাহত করে। বাঙলাভাষী মুসলমানদের কোনো সাহিত্যের ইতিহাস নেই। সাংস্কৃতিক ও সমাজসেবার ইতিহাস নেই, আজাদী ও অর্থনৈতিক আন্দোলনের ও ইতিহাস নেই। এ প্রসঙ্গে একটা দুঃখজনক ঘটনার কথা মনে পড়ে। শামসুদ্দীন দুলালের সঙ্গে ১৯৬৮-৬৯-এ ঢাকার পাবলিক লাইব্রেরীতে পরিচয় হ'য়েছিল। ১৯৭১-এ কলকাতার ৫৭ নম্বর বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে স্বাধীন বাঙলা বেতার কেন্দ্রে তিনি যখন প্রোগ্রাম প্রডিউসার তখন কথা প্রসঙ্গে খুব ক্ষোভের সঙ্গেই ব'লেছিলেন যে, ঢাকায় ফিরে তিনি পাকিস্তান ও ইস্‌লাম বিষয়ক বইগুলো পুড়িয়ে ফেলার উদ্যোগ নেবেন। সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের ছেলেদের উদ্যোগে এবং এক্সপ্লোরার ক্লাব ও শিবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের ছেলে, রবীন্দ্রভারতী ও যাদবপুর ইউনিভার্সিটির ছেলেমেয়ে আর লেডী ব্রাবোর্ণ কলেজের মেয়েদের অংশগ্রহণে বাঙলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে কলকাতায় প্রথম যে মিছিল ও চাঁদা সংগ্রহের কাজ হয় ১৯৭১-এ মার্চের ২৭, ২৮, ২৯ তারিখে তাতে আমি সক্রিয় উদ্যোগ নিয়েছিলাম। তিতুমীর, সূর্য্যসেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, মজলুম জননেতা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, আবদুল হক, মোহাম্মদ তোহা, এমন কি মহান কবি কাজী নজরুল ইস্‌লামের নাম নিয়েও- শ্লোগান লিখেছিলাম। কলেজ স্ট্রীট, ধর্মতলা, নিউ মার্কেট, গড়িয়াহাট মোড় ইত্যাদি বিভিন্ন এলাকায় দোকান থেকে টুল নিয়ে তাতে দাঁড়িয়ে বক্তৃতাও দিয়েছি। চাঁদা শুধু মিছিলের সময় নয়, সকালে এবং অন্যান্য সময়েও বাড়ী বাড়ী গিয়ে সংগ্রহ ক'রেছি। কাপড়-চোপড় ইত্যদিও সংগ্রহ করেছি। ষ্ট্রেচার, হেল্‌মেন্ট এবং সাইক্লোস্টাইল ম্যাশিন কিন্‌তে দোকানে দোকানে সব্যসাচী সেনগুপ্ত, উইলিয়ম ও অন্যান্যদের সঙ্গে ঘুরেছি। শিবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের ফোরম্যানের সঙ্গেও আলাপ ক'রতে গেছি সেখানে হেল্‌মেট তৈরী করা যায় কিনা সেটা জানতে। আমি তখন সেন্ট জেভিয়ার্স হস্টেলে থাকতাম। কিন্তু ইসলাম ও ইতিহাসকে মুছে ফেলে দেওয়ার জন্য এসব করি নি। আজ আরো বুঝেছি:

ইতিহাসের মুখোমুখি হ'তে ভয় পাওয়াটা শুধু কাপুরুষতার নয়, একটি জাতির পতনের লক্ষণ। একটা পর্য্যায়ে ইতিহাসকে অস্বীকার ক'রতে গিয়েই ফজলুল হক বিভ্রান্তিতে প'ড়েছিলেন। নেতৃবৃন্দের মধ্যে যাঁরা পাকিস্তানের ধ্বংসের কারণ হ'য়েছিলেন. ইতিহাসের ধারাপাত তাঁদের জানা ছিলো না। সাহিত্য ও সাংবাদিকতার, আর্থ-সাংস্কৃতিক ও সমাজ সেবার, এমন কি রাজনৈতিক ও স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস রচনার উদ্যোগও তাঁরা নেন নি। চরম বিশৃঙ্খলার মধ্যে যেমনই হোক, একটা ভূখন্ড নিয়ে এক মহান জীবন ব্যবস্থার নামে কার্যত

www.pathagar.com

একটা আদর্শহীন রাষ্ট্র কায়েম ক'রে সেটাকে ব্যক্তিগত ক্ষমতা ও সুবিধাদি ভোগের মাধ্যম হিসাবেই ব্যবহার ক'রতে চেয়েছিলেন তাঁরা। কিন্তু ইতিহাস ও আর্থ-সাংস্কৃতিক চেতনাহীন কোনো জাতি কখনোই রাষ্ট্র টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হয় না। আর এটাও মনে রাখা দরকার যে, অন্ধভাবে কোনো নেতার সমর্থন বা বিরুদ্ধাচরণ করাটা কখনই ইতিহাস সচেতনতার পরিচায়ক নয়। সেটাকে কোনো সুস্থ শ্রদ্ধাবোধের প্রতিফলন মনে করাটাও ভুল। মহাত্মা মোহন দাস করম চাঁদ গান্ধী, কায়েদ-ই-আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ এবং শের-ই-বাঙলা আবুল কাসেম ফজলুল হকের মধ্যে আপোষ ও সমঝোতা হ'লে অখন্ড হিন্দুস্তান হ'তো। আর কায়েদ-ই-আজম এবং শের-ই-বাঙলার মিলনেই কেবল প্রকৃত পাকিস্তান সৃষ্টি হ'তে পারতো। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষ্য দেবে যে, এই উভয়েরই অভাবে কিছুই তেমন সঠিকভাবে হয় নি। সেই ইতিহাস থেকে আমরা এখন শিক্ষা নিলে সব বিষয়েই সমঝোতায় পৌঁছানোর মানসিকতা পাবো।

১৯৪৭-এ উপমহাদেশ বিভক্তিকরণ ও ১৯৭১-এ পাকিস্তান বিভাগ, এই উপমহাদেশে আরো অনেকগুলো টুকরো টুকরো রাষ্ট্র সৃষ্টির পথ প্রশস্ত ক'রেছে। ১৯৭১ প্রমাণ ক'রেছে যে, ১৯৪৭ শেষ কথা নয়। ১৯৪৭-এর তথাকথিত সমাধানসূত্রের অন্ত:সারশূন্যতাটিকেই আরো বাড়িয়ে দিয়েছে ১৯৭১। বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের আর্থ-সাংস্কৃতিক সহাবস্থানের কর্মসূচী প্রণীত ও বাস্তবায়িত হ'লে উপমহাদেশের ভৌগোলিক অখন্ডতা রক্ষিত ও কায়েম হবে। এ না হ'লে উপমহাদেশে রাজনৈতিক অস্থিরতার এবং ভৌগোলিক অখন্ডতার প্রতি হুমকীর অবসান ঘটবে না। জিন্নাহ-লিয়াকৎ পরবতকফ পাকিস্তানের শাসকবর্গ যদি আন্তরিকভাবে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা অনুসরণ করতেন তা হ'লে দেশটির এক বিপুল সম্ভাবনা ছিলো, একাত্তরের করুণ দশায় পড়তে হ'তো না, আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র আর বিস্তৃত জমি পেতো না। ভোগবাদী পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অনুরকণ দেশটির সর্বনাশের অন্যতম কারণ।

১৪পৌষ ১৩৪৮ : ১০ জেল্‌হজ্জ ১৩৬০ : ২৯ ডিসেম্বর ১৯৪১ তারিখ সোমবারে ছিলো ঈদুজ্জোহা বা বক্‌রিদ। ১৭ পৌষ ১৩৪৮ : ১৩ জেল্‌হজ্জ ১৩৬০ : ১ জানুয়ারী ১৯৪২ তারিখ বৃহস্পতিবার ছিলো নিউইয়ার্স ডে। কাগজে ছুটি কতদিন ছিলো তা জানা যায় নি। ইতোমধ্যে ৩০ ডিসেম্বর ১৯৪১ তারিখে বরদৌলিতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে গান্ধীকে কংগ্রেস নেতৃত্ব থেকে অবসর দেওয়ার সিদ্ধান্ত হলো।

উমা বসুর মৃত্যু

৮ মাঘ ১৩৪৮ : ৪ মহররম ১৩৬১ : ২২ জানুয়ারী ১৯৪২ তারিখ বৃহস্পতিবার বিখ্যাত ইঞ্জিনীয়র ধরণকুমার বসুর কন্যা কণ্ঠ শিল্পী উমা বসুর মৃত্যু হয়। উমা বসু ওরফে হাসির জন্ম ১৯২১ সনের জানুয়ারী মাসের ২২ তারিখের ১৪৫ ধর্মতলা স্ট্রীটে। উমাবসু ১৯৩৭ সনের জুন মাসে হরেন চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে গেয়েছেন কাজী নজরুল ইস্‌লামের গান (এন ৯৯১৬) : "কী সুখে লো গৃহে রব।"

সুভাসচন্দ্র বসুর অন্তর্ধান

সুভাষচন্দ্র বসু ভারতভূমি থেকে অন্তর্ধান করেছেন বলে ২৬ জানুয়ারী ১৯৪১-এ খবর বার হ'লো।

বাঙলায় কায়েদ-ই-আজম

২৮ ডিসেম্বর ১৯৪১-এর পরবতকফ তেত্রিশ দিনের মধ্যে যে বিশটি সংখ্যা প্রকাশিত হ'য়েছে সেগুলো পাইনি। ৬৩শ সংখ্যার পর ১ম বর্ষ : ৮৬শ সংখ্যা প্রকাশিত হ'য়েছে ১৭ মাঘ ১৩৪৮ :

www.pathagar.com

১৩ মহররম ১৩৬১ : ৩১ জানুয়ারী ১৯৪১ তারিখ শনিবার। এই সংখার চতুর্থ পৃষ্ঠায় প্রথম সম্পাদকীয় নিবন্ধ "পার্লামেন্টের আস্থা" এবং অন্যতম সম্পাদকীয় নিবন্ধের শিরোনাম "রাশিয়ার সতর্কবাণী"। এই সংখ্যায় চতুর্থ পৃষ্ঠায় পঞ্চম কলমে প্রতিবেদন:

"মি: এম. এ. জিন্নাহ

১২ই ফেব্রুয়ারী তারিখে কলিকাতা পৌঁছিবার কথা

কলিকাতা, ৩০ শে জানুয়ারী

আশা করা যাইতেছে যে, আগামী ১২-ই ফেব্রুয়ারী তারিখে মুসলিম লীগের সভাপতি মি: এম. এ. জিন্নাহ নাগপুর রেলযোগে কলিকাতা পৌঁছিবেন। ১৩-ই তারিখে তিনি সিরাজগঞ্জ যাত্রা করিবেন। ১৫-ই ও ১৬-ই ফেব্রুয়ারী তারিখে সিরাজগঞ্জ বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ সম্মিলনীর উদ্বোধনী সভায় তিনি সভাপতিত্ব করিবেন।

আগামী ৭-ই ফেব্রুয়ারী তারিখে সিরাজগঞ্জ প্রাদেশিক মুসলিম লীগের অফিস খোলা হইবে। - ইউ.পি"

নজরুল সঙ্গীতালেখ্য ঝুমুর

১৭ মাঘ ১৩৪৮ : ১৩ মহররম১৩৬১: ৩১ জানুয়ারী ১৯৪২ তারিখ শনিবার ৮৬শ সংখ্যায় প্রকাশিত "বেতার বার্ত্তা"য় অল ইন্ডিয়া রেডিও'র কলকাতা কেন্দ্রে তৃতীয় অধিবেশনে ৭টা বেজে ৫০ মিনিটে "ঝুমুর" শিরোনামে নজরুল সঙ্গীতানুষ্ঠানের কথা আছে। কাজী নজরুল ইস্‌লামের রচনা ও প্রযোজনায় সঙ্গীতানুষ্ঠান "ঝুমুর" রূপদান করেন বেতার শিল্পীবৃন্দ। সঙ্গীতানুষঙ্গ– যন্ত্রীসঙ্ঘ। "ঝুমুর" নজরুল সঙ্গীতালেখ্য। এখন দুষ্প্রাপ্য। কারো লেখায় এর উল্লেখটুকুও নজরে পড়ে নি।

পাকিস্তান

১৮ মাঘ ১৩৪৮ : ১৪ মহররম ১৩৬১ : ১ জানুয়ারী ১৯৪২ তারিখ রবিবার "নবযুগ"-এর ১বর্ষ : ৮৭ সংখ্যায় চতুর্থ পৃষ্ঠায় একটি ছিন্ন সম্পাদকীয় নিবন্ধের শিরোনাম " ..... প্রতিমা বিসর্জন"। এ সংখ্যায় অন্যতম সম্পাদকীয় নিবন্ধন "কথা কও, কথা কও"। মি: মোহাম্মদ হবীবুল্লাহ্ প্রণীত 'পাকিস্তান' -এর বিজ্ঞাপনও এই সংখ্যায় প্রকাশিত হ'য়েছে। এই সংখ্যায় সপ্তম পৃষ্ঠায় বিজ্ঞাপন :

"কবি ইকবাল"

মি: মোহাম্মদ হবীবুল্লাহ্ প্রণীত

মূল্য– আট আনা

পাকিস্তান

খ্যাতনামা সাহিত্যিক মি: মোহাম্মদ হবীবুল্লাহ্ প্রণীত

– মূল্য এক টাকা

মরু ভাস্কর

প্রামাণ্য ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হজরতের জীবনী

মি: মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী

প্রণীত

মূল্য– একটাকা বারো আনো

বুলবুল বুক হাউস

২৩-এ ক্রেমেটোরিয়াম স্ট্রীট, কলিকাতা"

www.pathagar.com

গান্ধীর উত্তরাধিকারী নেহরু

১ মাঘ ১৩৪৮ : ২৭ জেলহজ্জ ১৩৬০ : ১৫ জানুয়ারী ১৯৪২ তারিখ বৃহস্পতিবার মহাত্মা মোহন দাস করম চাঁদ গান্ধী ওয়ার্ধায় নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনে তাঁর বক্তৃতায় ঘোষণা করেন: 'পন্ডিত জওহর লাল নেহরু আমার উত্তরাধিকারী। বর্দৌলী প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণের আবেদনও জানান তিনি।

অবরুদ্ধ সিঙ্গাপুর

২০ জানুয়ারী ১৯৪২ তারিখে জাপান বার্মা আক্রমণ করে। দিনটি ছিলো মঙ্গলবার।

রবিবার ছুটির দরুন সোমবার কাগজ বা'র হয় নি। ১ বর্ষ: ৮৮ সংখ্যা প্রকাশিত হয় ২০ মাঘ ১৩৪৮ : ১৬ মহর্‌রম ১৩৬১ : ৩ ফেব্রুয়ারী ১৯৪২ তারিখ মঙ্গলবার। এ সংখ্যার চতুর্থ পৃষ্ঠায় প্রথম সম্পাদকীয় নিবন্ধ ছেঁড়া দেখলাম। এই চতুর্থ পৃষ্ঠায় অন্যতম সম্পাদকীয় নিবন্ধের শিরোনাম "অবরুদ্ধ সিঙ্গাপুর"। এই ৮৮ সংখ্যার চতুর্থ পৃষ্ঠাতেই প্রকাশিত হ'য়েছে কাজী নজরুল ইস্‌লামের চোয়ান্ন পঙ্‌ক্তির সম্পাদকীয় কবিতা "গোঁড়ামি ধর্ম্ম নয়" :

গোঁড়ামি ধর্ম্ম নয়

কাজী নজরুল ইস্‌লাম

শুধু গুন্ডামী, ভন্ডামী আর গোঁড়ামি ধর্ম্ম নয়,
এই গোঁড়াদেরে সর্ব্বশাস্ত্র শয়তানী চেলা কয়।
এক সে স্রষ্টা সব সৃষ্টির এক সে পরম প্রভু,
একের অধিক স্রষ্টা কোনো সে ধর্ম্ম কহেনা কভু।

তবু অজ্ঞানে যদি শয়তানে শরীকি স্বত্ব আনে,
তার বিচারক এক সে আল্লা– লিখিত আল্-কোরাণে।
মানুষ তাহার বিচার করিতে পারে না, নরকে তারে
অথবা স্বর্গে কোন্ মানুষের শক্তি পাঠাতে পারে?
"উপদেশ শুধু দিবে অজ্ঞানে"– আল্লাহর সে হুকুম,
নিষেধ কোরাণে– বিধর্ম্মী' তবে করিতে কোনো জুলুম
কেন পাপ করে, ভুল পথে যায় মানব-জন্ম লয়ে,
কেন আসে এই ধারাতে জন্ম-অন্ধ পঙ্গু হয়ে।
কেন কেহ হয় চির-দরিদ্র, কেহ চির-ধনী হয়,
কেন কেউ অভিশপ্ত, কাহারো জীবন শান্তিময়?
কোন্ শাস্ত্রী বা মৌলানা, বল, জেনেছে তাহার ভেদ?
গাধার মতন বয়েছে ইহারা, শাস্ত্র কোর বেদ!
জীবনে যে তাঁরে ডাকেনিক, প্রভু ক্ষুধার অন্ন তার
কখনো বন্ধ করেন নি কেন, কে করে তার বিচার?
তাঁর সৃষ্টির উদার আকাশ সকলেরে থাকে ঘিরে,
তাঁর বায়ু মসজিদে মন্দিরে সকলের ঘরে ফিরে।
তাঁহার চন্দ্র সূর্য্যের আলো করেনা ধর্ম্মভেদ,

www.pathagar.com

সর্ব্বজাতির ঘরে আসে, কই আনেনা ত বিচ্ছেদ
তাঁর মেঘ-বারি সব ধর্ম্মীয় মাঠে ঘাটে ঘরে ঝরে,
তাঁহার অগ্নি জ্বলে, বায়ু বহে, সকলেরে সেবা করে!
তাঁর মৃত্তিকা ফল ফুল দেয় সর্ব্বজাতির মাঠে,
কে করে প্রচার বিদ্বেষ তবু তাঁর এ প্রেমের হাটে?
কোনো 'ওলি" কোনো দরবেশ যোগী কোনো পয়গম্বর,
অন্য ধর্ম্মে দেন নি গালি,– কে রাখে তার খবর?
যাহারা গুন্ডা, ভন্ড, তারাই ধর্ম্মের আবরণে–
স্বার্থের লোভে ক্ষ্যাপাইয়া তোলে অজ্ঞান জনগণে।
জাতিতে জাতিতে ধর্ম্মে ধর্ম্মে বিদ্বেষ এরা আনি'
আপনার পেট ভরায়, তখ্‌ত্‌ চায় এরা শয়তানী।
ধর্ম্ম আন্দোলনের ছদ্মবেশে এরা কুৎসিত,
বলে এরা, হয়ে মন্ত্রী, করিবে স্বধর্ম্মকফদের হিত।
এরা জমিদার মহাজন ধনী নওয়াবী খেতাব পায়,
কারো কল্যাণ চাহেনা ইহারা, নিজ কল্যাণ চায়।
ধন সম্পদ এত ইহাদের, করেছে কি কভু দান?
আশ্রয় দেয় গরীবে কি কভু এদের ঘর দালান?
ধর্ম্ম জাতির নাম লয়ে এরা বিষাক্ত করে দেশ
এরা বিষাক্ত সাপ, ইহাদেরে মেরে কর সব শেষ।
নাই পরমত-সহিষ্ণুতা সে কভু নহে ধার্ম্মিক,
এরা রাক্ষস-গুষ্ঠি ভীষণ দৈত্যাধিক।
উৎপীড়ন যে করে, নাই তার কোনো ধর্ম্ম ও জাতি,
জ্যোতির্ম্ময়েরে আড়াল করেছে, এরা আঁধারের সাথী!
মানবে মানবে আনে বিদ্বেষ, কলহ ও হানাহানি,
ইহারা দানব, কেড়ে খায় সব মানবের দানাপানি।
এই আক্ষেপ জেনো তাহাদের মৃত্যুর যন্ত্রণা,
মরণের আগে হতেছে তাদের দুর্গতি লাঞ্ছনা।
এক সে পরম বিচারক তাঁর শরকী কেহই নাই,
কাহারে শাস্তি দেন তিনি, দেখো দুদিন পরে তাই ভাই!
মোরা দরিদ্র কাঙ্গাল নির্য্যাতিত ও সর্ব্বহারা,
মোদেরে ভ্রান্ত দ্বন্দ্বের পথে নিতে চায় আজ যারা
আনে অশান্তি উৎপাত আর খোঁজে স্বার্থের দাঁও,
কোরাণে আল্লা এদেরই কন– "বাঁদর হইয়া যাও।"

এই সম্পাদকীয় কবিতা স্পষ্টতই কতিপয় আত্মকেন্দ্রিক মুসলিম নেতৃবৃন্দের কথা মনে রেখে লেখা। এ ধরণের নেতা পাক- ভারত-বাঙলাদেশ, উপমহাদেশের এই তিনটি দেশেই আজো বহাল আছেন। ইস্‌লামের সার্বভৌম প্রকৃতি থেকে জনগণকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য এঁরাও কম দায়ী নন। ইস্‌লামের সাম্য, ন্যায় বিচার এবং সৌভ্রাতৃত্বের বাণী এঁরা কিছু মাত্র আমল দিতে

www.pathagar.com

চান না। তৌহীদবাদ ও জেহাদের তত্ত্ব বর্জন ক'রে কায়েমী স্বার্থ বজায় রাখার লক্ষ্যে ইস্‌লামকে এরা অনুষ্ঠান সর্বস্ব ধর্মে পরিণত ক'রতে তৎপর। এভাবে পরোক্ষভাবে হ'লেও মুসলমানদের মধ্যেও এরা বিভেদ এবং নাস্তিক্যই আমদানীর পথ প্রশস্ত করছেন। এক কিম্ভূতকিমাকার পাকিস্তান সৃষ্টি এবং তা ধ্বংসের জন্যও এঁদের সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি অনেকাংশেই দায়ী। ১৯৮৪'র ১৫ আগষ্ট থেকে কলকাতায় ভারতীয় মুসলিম বুদ্ধিজীবী সংসদের কয়েকটি অধিবেশনে শরকী হ'য়েও আমার সেই একই অভিজ্ঞতা হ'য়েছে। ইতোপূর্বেও কলকাতায় জনৈক মুসলিম ব্যবসায়ীর মালিকাধীন সাহিত্য আসর ও নবীদিবসের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েও মর্মাহত হ'তে হ'য়েছে। পিছিয়ে পড়া মুসলিম জনগণের আর্থ-সাংস্কৃতিক দুঃখ-কষ্টকে এঁরা আংশিকভাবে ইস্যু ক'রে বাণিজ্য, আত্মপ্রচার এবং দলবাজি ও গোষ্ঠী দ্বন্দ্বে খুব সহজেই মেতে উঠতে জানেন। এঁরা মুসলমান মাপেন দৌলত দিয়ে। তাই এঁরা হরহামেশাই আগাম ফতোয়া শোনান যে, দৌলত এবং ইজ্জত আল্লাহ্ যাঁকে খুশী দেন। তাই শেষ নবীর বিদায় হজের বাণীর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অংশটুকুও তাঁরা স্মরণ রাখার গরজ বোধ করেন না। কেননা, সাম্য, মৈত্রী, ন্যায় বিচার এবং উপেক্ষিতদেরকে ইজ্জত দেওয়ার নির্দেশ ও উপদেশগুলো তাঁদের কায়েমী স্বার্থের প্রেক্ষিতে নিছক অপ্রাসঙ্গিক ঠেকে। তবে এই পরিস্থিতির জন্য কোনো দেশের শাসক সম্প্রদায়কেই মূলত দায়ী করা চলে। কারণ, বৈষম্য, অবিচার ও ক্ষোভের অবসান ঘটানোর দায়িত্ব মূলত রাষ্ট্র যন্ত্রেরই। তাঁর এই সম্পাদকীয় কবিতায় নজরুল ইস্‌লাম কিন্তু একটা দিকে নজর দিতে চান নি। এবং সেটা হ'লো সুবিধাভোগী প্রতিবেশী সম্প্রদায়ের আপোষহীন মনোভাব। আর্থ-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তাঁদের মুসলিম দলন নীতিই কিন্তু প্রায়শই মুসলমানদেরকে কতিপয় আত্মকেন্দ্রিক মুসলিম নেতৃবৃন্দের শরণাপন্ন ক'রেছিলো। অতএব এই অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির জন্য ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর আমল থেকে বৃটিশ ঔপনিবেশিক সরকারই কেবল নয়, সুবিধাভোগী প্রতিবেশী সম্প্রদায়ের আপোষবিমুখ ও উন্নাসিক মনোভাবও কম দায়ী নয়। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কবি এই সম্প্রীতির খাতিরেই এই সত্য এড়িয়ে গিয়ে থাক্‌বেন। ফলে চাপটা এক তরফা প'ড়েছে মজলুম মুসলমানদের ওপরই। আর এ জন্যই তাঁর তরফে এটা কোনো নিরপেক্ষ ও দূরদর্শিতার কাজ হয় নি।

মজলুমদের ওপরই এভাবে পরোক্ষে হ'লেও এক তরফা চাপ সৃষ্টি হ'য়েছে। আর কোনো সমাধানও এক তরফাভাবে হওয়ার নয়, প্রতিষ্ঠিত স্বার্থের লোকেরা কিছু ছাড়তে নারাজ হ'লে তো নয়-ই। অবশ্য এখানে স্বধমকফদের প্রতি দোষারোপ করার সুযোগই তিনি নিয়ে থাকবেন।

একটা কথা কবি কোনোদিন উপলব্ধি ক'রেছিলেন কিনা জানা যায় না এবং তা এই যে, সর্বস্তরে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেওয়ার আগে প্রয়োজন বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরাজমান আর্থ-সাংস্কৃতিক বৈষম্যের অবসান। সম্প্রদায়গত বঞ্চনা ও দলনের অস্তিত্ব বজায় রেখে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা করা যায় না। উদাহরণ হিসাবে ১৯৮৪'র পশ্চিম বঙ্গের কথা উল্লেখ করা যায়। পশ্চিম বঙ্গের মোট জনসংখ্যার চল্লিশ শতাংশ মুসলমান। গণতন্ত্রে মুসলমানরা রাজনৈতিক দলগুলোর দৃষ্টিতে ব্যালান্স ভোট হিসাবে বিরাজ ক'রছেন। কিন্তু মোট চাক্‌রী-বাকরীর ক্ষেত্রে তাদের হিস্‌সা মার্কসবাদী সরকারের শাসনামলেও অনেক ক্ষেত্রেই শতকরা এক জনেও পৌঁছাতে পারলো না। পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়ের লোকেদের অর্থনৈতিক দশা যা দাঁড়িয়েছে তা এই রকম যে, ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর অওসাত বা সামর্থ্য বেশীর

www.pathagar.com

ভাগেরই নেই। জমি-জিরেত বিক্রীর টাকায়ও লেখা পড়া শিখে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রী নিয়েও মুসলমান পরিবারের বেশীর ভাগ ছেলে-মেয়েই চাক্‌রী পায় না। মুসলমানরা সাধারণ চাক্‌রী বাকরীর পাঁচ শতাংশ ভাগে পাচ্ছিলেন না দেখে শের-ই-বাঙলার প্রধান মন্ত্রীত্বের আমলেও মুসলিম বুদ্ধিজীবীরা ক্ষোভ প্রকাশ ক'রেছিলেন। সাতচল্লিশোত্তরকালে সে পরিস্থিতি দিনকে দিন আরো সঙ্গীন হ'য়ে উঠছে। জনসংখ্যার ভিত্তিতে চাক্‌রী-বাক্‌রী সংরক্ষণের বন্দোবস্ত না হ'লে এ সম্প্রদায় সবচেয়ে নিম্নস্তরের উপজাতিতে পরিণত হবে। তখন তাদের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্টের একটা ভগ্নাংশও অবশিষ্ট থাকবে না। মুসলিম পরিচয়টুকুও গাছের শুক্‌নো পাতার মতোই ঝরে যাবে। এই প্রেক্ষিতে অস্বীকার করার উপায় নেই যে, চাক্‌রী সংরক্ষণের, জন সংখ্যার অনুপাতের কেন্দ্র ও প্রাদেশিক আইন সভায় প্রতিনিধি প্রেরণের এবং কোয়ালিশন গভর্ণমেন্টের যে দাবী মুসলিম লীগের তরফে পেশ করা হ'য়েছিল, সেগুলো মুসলমানদের বাঁচার জন্য একান্তই অপরিহার্য ছিলো। তাই মুসলিম লীগের কোনো কোনো নেতার বিরুদ্ধে মুসলমানদের অসন্তুষ্টি থাক্‌লেও মুসলিম লীগ থেকে সমর্থন প্রত্যাহারের সামর্থ্য তাদের ছিলো না। আর আলোচনায় বস্‌লে অনেক কিছু ছাড় দিতে হবে, এটা জেনেই অমুসলিম নেতৃবৃন্দ মুসলিম লীগকে এড়িয়ে যেতে চেয়েছেন। শেষ পর্যন্ত মুসলিম নেতৃবৃন্দকে উজির-নাজির হওয়ার জন্য চালান ক'রে দেওয়ার লক্ষ্যে কিছু জায়গা ছেড়ে দিলেও দেশকে অখন্ড রাখতে তাদের সঙ্গে আর্থ-সাংস্কৃতিক বিষয়ে আলোচনায় বসতে রাজী হন নি। নিখিল ভারত মুসলিম লীগ ব্যাপক মুসলিম জনসাধারণের প্রতিনিধিত্ব করে না, প্রতিনিধিত্ব করে কংগ্রেসের অর্থে লালিত পাঞ্জাবের আহ্‌রার পার্টি এবং যুক্ত প্রদেশের জমিয়তে ওলামা, এই গাজোয়ারি অজুহাতে মুসলিম জনসাধারণের মৌলিক দাবী-দাওয়া এড়িয়ে যাওয়াটা কোনো দূরদর্শিতার পরিচায়ক হয় নি।

২০ মাঘ ১৩৪৮ : ১৬ মহররম ১৩৬১ : ৩ ফেব্রুয়ারী ১৯৪২ তারিখ মঙ্গলবার "নবযুগ"-এর ১ বর্ষ : ৮৮ সংখ্যায় পঞ্চম পৃষ্ঠায় কাগজের মূল্য ২ ফেব্রুয়ারী থেকে বলবৎযোগ্য ভারত সরকারের নির্দেশের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে দু' পয়সার জায়গায় এর দ্বিগুণ অর্থাৎ এক আনা ধার্য করা সংক্রান্ত বিশেষ বিজ্ঞপ্তি :

"বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

ভারত গভর্ণমেন্ট সংবাদপত্রের আকার ও মূল্য নির্দিষ্ট করিয়া দিয়া যে আদেশ জারী করিয়াছেন, সেই আদেশ গতকল্য ২-রা ফেব্রুয়ারী হইতে বলবৎ হইয়াছে। সুতরাং 'নবযুগ' পত্রিকা কলকাতা ও মফ:স্বল সংস্করণ পূর্ব্ববৎ ৮ পৃষ্ঠা আকারে প্রকাশিত হইতে থাকায় উক্ত আদেশ অনুসারে ইহার মূল্য এক আনা ধার্য্য করা হইল।

নিবেদক

ম্যানেজার, 'নবযুগ"

প্রসঙ্গত স্মর্তব্য যে, রবিবার ছুটি থাকায় সোমবার নবযুগের কোনো সংস্করণ প্রকাশিত হয় নি। পৃষ্ঠাসংখ্যা আগের মতোই থাকছে। এবং আট পৃষ্ঠার এই কাগজরে দাম গোড়া থেকেই দু'পয়সা ছিলো; তবে সেটাকে ২ ফেব্রুয়ারী ১৯৪২ থেকে কার্যকর করার ভারত সরকারের নির্দেশ মোতাবেক দ্বিগুণ করা হ'য়েছে পৃষ্ঠা সংখ্যার সঙ্গে সঙ্গতি বজায় রেখে। অতএব সুস্পষ্ট যে, দাম বাড়ানোর পরিকল্পনা মালিক পক্ষের ছিলো না।

২০ মাঘ ১৩৪৮ : ১৬ মহররম ১৩৬১ : ৩ ফেব্রুয়ারী ১৯৪২ তারিখ মঙ্গলবার "নবযুগ"-এর এই ১ বর্ষ : ৮৮ সংখ্যায় পঞ্চম পৃষ্ঠাতেই চতুর্থ কলমে মুসলিম লীগ সংক্রান্ত খবর :

www.pathagar.com

"লীগের সিরাজগঞ্জ সভা

মিঃ লিয়াকৎ আলী প্রভৃতির যোগদানের সম্ভাবনা

কলিকাতা, ২রা ফেব্রুয়ারী

নিখিল ভারত মুসলিম লীগের সেক্রেটারী নওয়াবজাদা লিয়াকৎ আলী খান; বিহার প্রাদেশিক লীগের সভাপতি মিঃ লতিফুর রহমান; লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সভ্যবৃন্দ, লীগ কাউন্সিলের সভ্য বেগম আজীজ রসুল এবং মৌলানা আজাদ সোবহানী সিরাজগঞ্জ সভায় যোগদান করিবার জন্য আমন্ত্রিত হইয়াছেন। প্রকাশ, প্রায় ২০০ শত নেতাকে আমন্ত্রণ করা হইয়াছে। – ইউ, পি"

সংবাদ সংস্থা ইউনাইটেড প্রেসের বরাত দিয়ে পরিবেশিত এই খবরের দিকে নজর দিলেই বোঝা যায় যে, বাঙলার পিছিয়ে পড়া মুসলমান সম্প্রদায় মুসলিম লীগের পেছনেই জমায়েত হ'চ্ছিলেন। সিরাজগঞ্জে প্রাদেশিক মুসলিম লীগের অফিস খোলার কথা ৭ ফেব্রুয়ারী ১৯৪২ তারিখে নাগপুর থেকে কলকাতা পৌঁছবেন। কায়েদ-ই-আজম সিরাজগঞ্জ যাত্রা ক'রবেন ১৯৪২-এর ১৩ ফেব্রুয়ারী তারিখে। ১৯৪২-এর ১৫ ও ১৬ ফেব্রুয়ারী অনুষ্ঠিতব্য সিরাজগঞ্জ বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ সম্মিলনীর উদ্বোধনী সভায় সভাপতিত্ব ক'রবেন তিনি।

২১ মাঘ ১৩৪৮ : ৪ ফেব্রুয়ারী ১৯৪২ তারিখ বুধবার প্রকাশিত ১ বর্ষ : ৮৯ সংখ্যা পাইনি।

জাপান-জার্মান প্ল্যান

২২ মাঘ ১৩৪৮: ১৮ মহররম ১৩৬১ : ৫ ফেব্রুয়ারী ১৯৪২ তারিখ বৃহস্পতিবার "নবযুগ"-এর ১বর্ষ : ৯০ সংখ্যায় চতুর্থ পৃষ্ঠায় প্রথম সম্পাদকীয় নিবন্ধ "দেওয়ান-ই-খাস্" এবং অন্যতম সম্পাদকীয় নিবন্ধ "জাপান-জার্মান প্ল্যান"।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে "নবযুগ"-এর সম্পাদকীয় মন্তব্য, ভাষ্য ও মূল্যায়ন অত্যন্ত উচ্চস্তরের ছিলো। এর একটা কারণ সম্ভবত: এই যে, কাগজে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের প্রতিভার সম্মেলন ঘটেছিল। তৎকালীন দৈনিক আজাদ সম্পর্কেও সেই একই কথা খাটে।

২২ মাঘ ১৩৪৮ : ১৮ মহররম ১২৬১ : ৫ ফেব্রুয়ারী ১৯৪২ তারিখ বৃহস্পতিবার প্রকাশিত "নবযুগ"-এর ১বর্ষ : ৯০ সংখ্যার পর আর কোনো সংখ্যা আমি নিজে দেখার সুযোগ পাইনি। বিভিন্ন গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকা মারফৎ কবির সামান্য কয়েকটি লেখার সন্ধান পেয়েছি মাত্র। এই তথ্য-সূত্র সমূহের অন্তর্ভুক্ত ঢাকার "নজরুল একাডেমী পত্রিকা" এবং আবদুল কাদির সম্পাদিত "নজরুল রচনা সম্ভার" ও "নজরুল রচনাবলী"। সেগুলো যথাস্থানে পরিবেশন করার ইরাদা রইল।

সিরাজগঞ্জে প্রাদেশিক মুসলিম লীগের অফিস

২৪ মাঘ ১৩৪৮ : ২০ মহররম ১৩৬১ : ৭ ফেব্রুয়ারী ১৯৪২ তারিখ শনিবার অনলবষকফ কবি সৈয়দ ইস্মাইল হোসেন শিরাজীর সিরাজগঞ্জে প্রাদেশিক মুসলিম লীগের অফিস খোলা হ'লো। এ থেকে এই সাক্ষ্যই মেলে যে, শের-ই-বাঙলা আবুল কাসেম ফজলুল হকের ভিন্ন আচরণ সত্ত্বেও-বাঙলায় মুসলিম লীগের প্রভাব বাড়ছিলো। কায়েদ-ই-আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর প্রতিও বাঙলা ভাষী মুসলমানদের গণসমর্থন কিছু মাত্র হ্রাস পায় নি। বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে।

চিয়ং কাইশেক ভারতে এলেন

২৬ মাঘ ১৩৪৮ : ২২ মহররম ১৩৬১ : ৯ ফেব্রুয়ারী ১৯৪২ তারিখ সোমবার চীনের নেতা চিয়াং কাইশেক দু'সপ্তাহব্যাপী হিন্দুস্তান সফরে দিল্লী পৌঁছান। এই উপলক্ষ্যে ব্রিটিশ

www.pathagar.com

গ্রামোফোন কোম্পানীর ফরমায়েশে কাজী নজরুল ইসলাম যে সঙ্গীত রচনা করেন সেটি জগন্ময় মিত্রের কণ্ঠে রেকর্ড হয়। এই সঙ্গীতে কবি নাস্তিক্য-বর্জিত সাম্যবাদকে অভিনন্দন জানিয়ে সর্বহারা ও মজলুম জনগণের সংহতি কামনা ক'রেছেন :

চীন ও ভারতে মিলেছি আবার মোরা শত কোটি লোক।
চীন ভারতের জয় হোক! ঐক্যের জয় হোক! সাম্যের জয় হোক!
ধরার অর্ধ নর-নারী মোরা রহি এই দুই দেশে,
কেন আমাদের এত দুর্ভোগ নিত্য দৈন্য ক্লেশে,
সহিব না আর এই অবিচার, খুলিয়াছে আজি চোখ॥
চীন ভারতের জয় হোক! ঐক্যের জয় হোক!
সাম্যের জয় হোক!
প্রাচীন চীনের প্রাচীর ও মহাভারতের হিমালয়
(আজ) এই কথা যেন কয়–
মোরা সভ্যতা শিখায়েছি পৃথিবীরে
ইহা কি সত্য নয়?
হইব সর্বজয়ী আমরাই সর্বহারার দল,
সুন্দর হবে, শান্তি লভিবে, নিপীড়িতা ধরাতল!
আমরা আনিব অভেদ ধর্ম নব বেদগাথা শ্লোক॥
চীন ভারতের জয় হোক! ঐক্যের জয় হোক!
সাম্যের জয় হোক!

১১ ফেব্রুয়ারী ১৯৪২ তারিখ বুধবার মার্শাল ও মাদাম চিয়াং কাই শেকের সঙ্গে দেখা করেন মাওলানা আবুল কালাম আজাদ এবং জওহরলাল নেহরু।

কায়েদ-ই-আজম কলকাতায়

২৯ মাঘ ১৩৪৮ : ২৫ মহ্‌ররম ১৩৬১ : ১২ ফেব্রুয়ারী ১৯৪২ তারিখ বৃহস্পতিবার কায়েদ-ই-আজম মোহাম্মদআ'লী জিন্নাহ নাগপুর রেলযোগে কলকাতা পৌঁছান। পরদিন ১ ফাল্গুন ১৩৪৮ : ২৬ মহ্‌ররম ১৩৬১ : ১৩ ফেব্রুয়ারী ১৯৪২ তারিখ শুক্রবার কায়েদ-ই-আজম সিরাজগঞ্জ যাত্রা করেন।

সিঙ্গাপুরের পতন

১৫ ফেব্রুয়ারী ১৯৪২ তারিখ রবিবার ভারতের পূর্ব দুয়ার সিঙ্গাপুরের পতন হ'লো। বৃটিশ গভর্ণমেন্ট তখন সরকারী কাগজপত্র কলকাতা থেকে সরানো শুরু করলো।

বৃটেনকে সহযোগিতা করতে চায়নি মুসলিম লীগ

স্মর্তব্য যে, ২ সেপ্টেম্বর ১৯৩৯ তারিখে নাৎসী জার্মানীর বিরুদ্ধে গ্রেট বৃটেন যুদ্ধ ঘোষণা ক'রলে ভাইসরয় সেই যুদ্ধের সঙ্গে ভারতকে যুক্ত করলেন। জিন্নাহর নেতৃত্বে মুসলিম লীগ এই যুদ্ধে বৃটিশ ঔপনিবেশিক সরকারকে সহযোগিতা করতে চান নি। কিন্তু শের-ই-বাঙলা চেয়েছিলেন।

www.pathagar.com

শিরাজগঞ্জ বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ সম্মিলনী

মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্ট কায়েদ-ই-আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর সভাপতিত্বে ৩ ফাল্গুন ১৩৪৮ : ২৮ মহ্‌ররম ১৩৬১ : ১৫ ফেব্রুয়ারী ১৯৪২ তারিখ রবিবার দু'দিনব্যাপী সিরাজগঞ্জ বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ সম্মিলনীর উদ্বোধনী সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন নিখিল ভারত মুসলিম লীগের সেক্রেটারী নওয়াবজাদা লিয়াকৎ আলী খান, মওলানা আজাদ সোবহানী, বিহার প্রাদেশিক লীগের সভাপতি লতিফুর রহমান, লীগ কাউন্সিলের সভ্য বেগম আজীজ রসুল এবং লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সভ্যবৃন্দ।

চিত্রপট

৫ ফাল্গুন ১৩৪৮ : ১ শফর ১৩৬১ : ১৭ ফেব্রুয়ারী ১৯৪২ তারিখ মঙ্গলবার নজরুল ইস্‌লামের ছোট কবিতা "চিত্রপট" প্রকাশিত হয়।

দেবনারায়ণ গুপ্তের স্মৃতিকথা

দেবনারায়ণ গুপ্ত "আজও মনে আছে" শিরোনামে তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন :

"সাত বছর 'ভাণ্ডার' পত্রিকায় চাক্‌রী করার পর লীগ মন্ত্রিসভার আমলে, আমার পক্ষে আর ওখানে চাক্‌রী করা সম্ভব হলো না। তাই ইস্তফা দিয়ে চলে এসেছি।

ঠিক এই সময় ফজলুল হক সাহেব দৈনিক 'নবযুগ' পত্রিকা প্রকাশের আয়োজন করেন। 'নবযুগে' আমিও যোগ দিই।

হক সাহেব কবি নজরুলকে এই পত্রিকার সম্পাদক ক'রে নিয়ে আসেন। এতো দিন পরে, দূরের মানুষটিকে কাছে পেয়ে আমার বহুদিনের বাসনা পূর্ণ হ'লো, তাঁকে 'কাজীদা' ব'লে সম্বোধন করার অধিকার লাভ করলাম। আমার দীর্ঘদিনের মনোবাসনা পূর্ণ হ'লো।

নবযুগে অল্পদিনই আমি কাজ ক'রেছি। সেই অল্প দিনের পরিচয়ে আমি বুঝেছিলাম কবি নজরুল শুধু দুর্বারই নন, ভেঙে চুরে শুধু চুরমারই করেন না, সেই সঙ্গে স্নেহের পরশে ভাঙাকে আবার জোড়া লাগাতেও পারেন। সে সময় তাঁকে কবিতায় সম্পাদকীয় লিখেতে দেখেছি। বড়ো-বড়ো খবরের হেডিং গুলি পর্যন্ত অনেক সময় তিনি দিতেন কবিতার লাইন দিয়ে।

সবিস্ময়ে তখন ভেবেছি, সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে কবি শুধু ব্যতিক্রম বা অনিয়মই নন, তিনি একক এবং অদ্বিতীয়"।

অখিল নিয়োগীর স্মৃতিকথা

"কল্পতরু কাজীদা" শিরোনামে অখিল নিয়োগীর স্মৃতি কথা :

"ফজলুল হক্ সাহেব তখন অবিভক্ত বাঙ্‌লার প্রধানমন্ত্রী।

তিনি 'নবযুগ' নামে একটি দৈনিক কাগজ প্রকাশ ক'রলেন। তার সম্পাদক আবার কে হবে– কাজী নজরুল ইস্‌লাম ছাড়া?

সারকুলার রোডে (বর্তমান প্রাচী সিনেমার কাছে) একটি বিরাট বাড়ি ভাড়া নেওয়া হ'ল। কবি কাজী নজরুল তাঁর গৈরিক রঙের উত্তরীয় দুলিয়ে এসে হাজির হ'লেন। সেই সঙ্গে সম্পাদকীয় বিভাগে এলেন আমাদের আর একজন বন্ধু কালিপদ গুহ রায়। আমিও গুটি গুটি এসে হাজির হলাম ছোটদের বিভাগটি পরিচালনার জন্য। আমাকে কিন্তু এক সঙ্গে দু'টি বিভাগ দেখতে হ'তো। সিনেমা বিভাগ আর ছোটদের বিভাগ।

কাজীদাকে সামনে রেখে আমাদের সান্ধ্য-আসর দিব্যি জমে উঠলো। ...

www.pathagar.com

কাজীদা এই সময়ে কবিতাতে সম্পাদকীয় লিখতে শুরু ক'রে দিলেন। দৈনিক কাগজে সম্পাদকীয়– একেবারে কবিতাতে লেখা! চারিদিকে অদ্ভুত সাড়া পড়ে গেল। এই জাতীয় বিস্ময়কর ঘটনা ভারতের কিম্বা পৃথিবীর সাংবাদিক ইতিহাসে আর কোথাও ঘটেছে ব'লে শোনা যায় নি।"

অখিল নিয়োগীর অনুরোধ মোতাবেক ছোটদের বিভাগেও কবি যে লেখা দিতেন সে উল্লেখ আছে।

আল্লার জয় হোক

১২ ফাল্গুন ১৩৪৮ : ৮ শফর ১৩৬১ : ২৪ ফেব্রুয়ারী ১৯৪২ তারিখ মঙ্গলবার দৈনিক "নবযুগ"-এ প্রকাশিত হয় তাঁর গান: "জয় হোক! জয় হোক!"

জয় হোক ! জয় হোক!

কাজী নজরুল ইস্‌লাম

জয় হোক, জয় হোক, আল্লার জয় হোক!
শান্তির জয় হোক, সাম্যের জয় হোক!
সত্যের জয় হোক, জয় হোক, জয় হোক!
সর্ব অকল্যাণ পীড়ন অশান্তি
সর্ব অপৌরুষ মিথ্যা ও ভ্রান্তি
হোক ক্ষয়, ক্ষয় হোক!
জয় হোক, জয় হোক!
দূর হোক অভাব ব্যাধি শোক-দুখ,
দৈন্য গ্লানি বিদ্বেষ অহেতুক!
মৃত্যু-বিজয়ী হোক অমৃত লভুক
ভয়-ভীত দুর্বল নির্ভয় হোক!
জয় হোক! জয় হোক!
র'বে না এ শৃঙ্খল উচ্ছৃঙ্খলতার,
বন্ধন কারাগার হবে হবে চুরমার,
পার হবে বাধার গিরি-মরু-পারাবার;
অসৎ, অবিদ্যা, লোভী ও ভোগী লয় হোক!
জয় হোক! জয় হোক!
যৌবন জয়ী হোক, জড়তা ও জরা যাক,
প্রতি নিঃশ্বাসে "পাব" বিশ্বাস বেঁচে থাক!
"পাব না" বলে যারা, জ্যান্তে মরা তা'রা,
আঁধারের জীব তা'রা ভয়ে দ্বার খোলে না,
পাষাণ-পিন্ড তা'রা নিশ্চল চলে না।
জীবন যাদের আছে তারাই মানুষ,
তাহাদেরই সাথে শুধু পরিচয় হোক।
জয় হোক, জয় হোক!
জাগে না ভিতরে যার প্রবল তেজ,
কে কাটিবে হায় তার ভিতরের লেজ?
অসম্ভবের পথে যে বীর চলে

www.pathagar.com

আসমানে শির তার, পৃথিবী টলে
তাহার চরণ-তলে। অসাধ্য তার
আয়ও হয় সাধনার।
ঝঞ্ঝার গতি-বেগ তাহার সাথী
কোটি গ্রহ-তারা তার পথের বাতি।
না-দেখা বিপুল শক্তিতে আপনার
মানব পুনরায় অসংশয় হোক!
জয় হোক, জয় হোক!
পরাজয় মানে না সে আছে যার যৌবন,
যুদ্ধ করে সে করিয়া পরাণ-পণ,
যাহা চায় তাহা যদি নাহি পায় তবু সে
রণ-ক্ষেত্রে মরে, পলায় না কভু সে!
অসুর-নির্জিত মানবতা ক্লৈব্য
পুনঃ দুর্জয় যৌবন-ময় হোক!
জয় হোক, জয় হোক!
আল্লার দেওয়া পৃথিবীর ধন-ধান্যে
সকলের সম অধিকার;
রবি শশী আলো দেয়, বৃষ্টি ঝরে–
সমান সব ঘরে, ইহাই নিয়ম আল্লার!
এক করে সঞ্চিত, বহু হয় বঞ্চিত–
জাগো লাঞ্ছিত জনগণ সবে– সংঘবদ্ধ হও!
আপনার অধিকার জোর ক'রে কেড়ে' লও!
নহিলে আল্লার আদেশ না মানিবে,
পরকালে দোজখের অগ্নিতে জ্বলিবে,
দুনিয়াতে আবার সর্বভ্রাতৃত্ব সমন্বয় হোক!
জয় হোক, জয় হোক!
রবে না দারিদ্র্য, র'বে না অসাম্য,
সমান অন্ন পাবে নাগরিক গ্রাম্য,
র'বে না বাদ্‌শা রাজা জমিদার মহাজন,
কারো বাড়ী উৎসব কারো বাড়ী অনশন,
কারো অট্টালিকা কারো খড়-হীন ছাদ,
র'বে না এ ভেদ, সব ভেদ হবে বরবাদ!
নির্যাতিত ধরা মধুর সুন্দর প্রেমময় হোক!
জয় হোক, আল্লার জয় হোক!
সাম্যের জয় হোক! শান্তির জয় হোক!
সত্যের জয় হোক! জয় হোক, জয় হোক!

দৈনিক 'নবযুগ'
২৪ ফেব্রুয়ারী, ১৯৪২

www.pathagar.com

আবদুল কাদির সম্পাদিত "নজরুল রচনা সম্ভার"-এ যে ভাবে আছে, আমি ঠিক সেভাবেই পেশ করলাম। কোন্ সংখ্যায়, কত পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হ'য়েছে, এসব তিনি উল্লেখ করেন নি।

রাঙ্গামাটির তিলক দিলাম

মার্চ ১৯৪২-এ প্রকাশিত হয় হিজ মাস্টার্স ভয়েস-এর এন ২৭২৪৯ সংখ্যক রেকর্ডে যূথিকা রায়ের সহকণ্ঠে কমল দাসগুপ্তের গাওয়া নজরুল সংগীত 'বাঙা মাটির তিলক দিলাম।'

চির -নির্ভয়

২৫ ফাল্গুন ১৩৪৮ : ২১ শফর ১৩৬১ : ৯ মার্চ ১৯৪২ তারিখ সোমবার দৈনিক "নবযুগ" -এ প্রকাশিত হয় "চির-নির্ভয়" শিরোনামে কাজী নজরুল ইস্‌লামের কবিতা।

চির-নির্ভয়

কাজী নজরুল ইসলাম

আমি পেয়ে আল্লার সাহায্য হইয়াছি চির-নির্ভয়,
আল্লা যাহার সহায় তাহার কোনো ভয় নাহি রয়!
কোনো বন্ধন বাধা নাই তার কোনো অভিযান-পথে,
যত বাধা আসে তার কোটি গুণ শক্তি উর্ধ্ব হ'তে
আল্লার সেই বান্দার বুকে স্রোত-সম নেমে আসে!
হাতে তার সংহারী-তলোয়ার নেচে ওঠে উল্লাসে!

অবিশ্বাসীরা শোনো শোনো সবে জন্ম-কাহিনী মোর,
আমার জন্ম-ক্ষণে উঠেছিল ঝঞ্ঝা-তুফান ঘোর!
উড়ে গিয়েছিল ঘরের ছাদ ও ভেঙেছিল গৃহ-দ্বার,
ইসরাফিলের বজ্র-বিষাণ বেজেছিল অনিবার!
'আল্লাহু আকবর'-ধ্বনি শুনি প্রথম জনমি; আমি,
আল্লাহু নাম শুনিয়া আমার রোদন গেছিল থামি'।
সেই পবিত্র ধ্বনি রণরণি' উঠেছে এ ধমনীতে
প্রতি মুহূর্তে চেতন ও অচেতন আমার এ চিতে।
জন্মক্ষণের সেই ঝড় মোরে টেনে' এনে গৃহ হ'তে।
লইয়া ফিরেছে কত অনন্ত অজানা অদেখা পথে।
কত গিরি কত অরণ্য কত সাগর মরুর পারে
জন্মক্ষণের বিষাণ আজান শুনিয়াছি বারে বারে।
কত দারিদ্র্য অভাব দুঃখ আঘাত দিল সে পথ,
তবু পাইয়াছি আল্লার অহেতুক কৃপা-রহমত!

নিত্য-যুদ্ধ করেছি বাধার সাথে চির-নির্ভকী,
মোর পরিচয় আমি জানি, আমি আজন্ম-সৈনিক!
কোনো ভয় মোরে ফিরাতে পারেনি মোর 'আগে চলা' থেকে,
কে যেন স্বপ্নে জাগরণে মোর নাম ধ'রে গেছে ডেকে'।
পিছু-ডাকে সাড়া দিই নি কখনো, দেখিনি পিছন পানে;
শুনিতাম কার মহা-আহ্বানে, কাহার প্রেমের টানে

www.pathagar.com

কেবলই অগ্রপথে চলিয়াছি; কে যেন রে অনুরাগে
কেবলই কহিত, "হেথা নয়, ওরে আগে চল আরো আগে।"
যত বিদ্রোহী বিপ্লবী ছিল মোর প্রিয়তম সখা,
এদেরই বক্ষে আশ্রয় পেত এই চির-পলাতকা।
নিতি হাহাকার উঠিত এ বুকে, কাহার মহা-বিরহ
অসহ নিবিড় বেদনা কেন যে জাগাইত অহরহ।
সে কি আল্লাহ্? পরম পূর্ণ আমার পরম স্বামী?
সে কি মোর চির চাওয়া পূর্ণতা? সে কি আমি? সে কি আমি?
দ্বন্দ্ব বাঁধিত তাঁহাতে আমাতে, কত যে মন্দ ভালো
কভু নিত ভোরে ভীষণ তিমিরে, কভু দিত জ্যোতি আলো।
কক্ষ-চ্যুত গ্রহ, ধূমকেতু-সম চলিয়াছি ছুটে,
যেতে' যেতে' কত ভুল-কণ্টক ফুল উঠিয়াছে ফুটে'।
কত অপরাধ পাপ করিয়াছি, স্মৃতি হ'তে তাহা আজ
চির-বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। অতীত ভেবে কি কাজ?
অতীতের মলিনতায় রুদ্ধ করেনি আমার পথ,
নিত্য নূতন গতিবেগে চলে আমার তৃষার রথ।
যে নদীতে স্রোত-প্রবাহ মরে নি, সাগরের তৃষা যার,
কোনো মালিন্য করিতে পারে না অশুদ্ধ জল তার।

পুত্র মরিল লুটায়ে কাঁদিনু। প্রথম পুত্রশোক!
সেই মুহূর্তে হেনার সুবাস আনিল চন্দ্রালোক।
ভুলিনু পুত্রশোক, ডুবে গেল সেই সুরভিতে মন;
বন্ধুরা দেখে' কহিল, "পিতা, না পাষাণ এ অচেতন?"
যে যার আমার সম্মুখ হতে চিরতরে সে হারায়,
সেই মোর সাথী প্রবল গতিতে যে আমার সাথে ধায়।

আত্ম আমার চিরদিন কেঁদে' কয়– "দেরী হয়ে গেল;
পূর্ণের সাথে শুভদৃষ্টির লগ্ন যে হ'য়ে এল!"

আগে চলি অনুরাগে, সহসা কে পিছু হতে মোরে, টানে?
এ কি শয়তান, এ কি অজ্ঞান? – কি জানি ..... কে জানে!
কোথা হতে আসে অশান্তি নির্যাতন উপদ্রব,
দেয়ালির আলো দেখে যেন ছুটে' আসে পতঙ্গ সব!
আজন্ম-সৈনিক আমি মোর নাহি ক মৃত্যু-ভয়;
মানি না ক আমি বাধা ও বিঘ্ন মানি না ক পরাজয়!
মোর আরাধ্য মোর চির-চাওয়া পরম শক্তিমান,
মোরে বাধা দেবে কোন্ সে রুদ্র নরকের শয়তান?

সহসা দেখিনু সম্মুখে যেন অসীম নীলাম্বরে
বিপুল বিরাট জ্যোতির্ধনুক উঠেছে আকাশ ভরে'।
সেই ধনুকের আমি যেন তীর, ধনুকের ছিলা ধরে'

www.pathagar.com

শয়তান যেন টানিতেছে মোর আঁধারের গহ্বরে।
পরম প্রবল আল্লার তেজ কোথা হতে যেন এল,
বহিতে লাগিল প্রলয়ঙ্কর ঝড় যেন এলোমেলো!
জন্মক্ষণের সাথী ঝড় এল বিষাণের আহ্বান,
"আল্লাহু আকবর" বলি' আমি ধনুকে মারিনু টান।

শয়তান শিরে মারিলাম লাথি, ছুড়িলাম আমি তীর;
সেই তীর যেন স্পর্শ করিল মোর আল্লার নীড়!
চেয়ে' দেখি একি পরম বিলাস! এ যে আল্লাহ্ মোর;
কোথা শয়তান? এ যে আনন্দ-রস-মধু-ঘনঘোর!
অপ্রাকৃত সে মাধুরী তাহার, ভাষায় বলা না যায়;
সেই জানে যারে জানান, যে এক কণা সে-অমৃত পায়।

আমি আল্লার সৈনিক, মোর কোনো বাধা-ভয় নাই,
তাঁহার তেজের তলোয়ারে সব বন্ধন কেটে' যাই।
তুফান আমার জন্মের সাথী, আমি বিপ্লবী হাওয়া,
'জেহাদ', 'জেহাদ', 'বিপ্লব', 'বিদ্রোহ' মোর গান গাওয়া!
পুরাতন আর জীর্ণ সংস্কারের আবর্জনা
দগ্ধ করিয়া চলি আমি উন্মাদ চির-উন্মনা।
কোনো আসমান কোনো গ্রহ-তারা কোনো আবরণ মোরে
কোনো শৃঙ্খল কোনো কারাগার রাখিতে নারিবে ধ'রে।

পরম নিত্য পরম পূর্ণ টানে মোরে নিশিদিন,
আমি তাই অপরাজেয় সর্বভয়ও-মৃত্যুহীন!

দৈনিক 'নবযুগ'
৯-ই মার্চ, ১৯৪২

'চির-নির্ভয়' কবিতাটি যে দিন প্রকাশিত হয় এর আগের দিন ৮ মার্চ জাপানীরা রেঙ্গুন আক্রমণ করে।

এটি কবির আত্মজৈবনিক কবিতা। 'নবযুগ' থেকে আবদুল কাদির সম্পাদিত "নজরুল রচনা সম্ভার"-এ সঙ্কলিত হ'য়েছে। তবে সেখানে পত্রিকার সংখ্যা, পৃষ্ঠা, ইত্যাদির উল্লেখ নেই। নজরুল জীবন ও সৃষ্টি সঠিক উপলব্ধি ও বিশ্লেষণ ক'রতে হ'লে এই আত্মজৈবনিক কবিতাটি স্মরণ রাখা একান্তই দরকার। নজরুল সব সময়ই বিশ্বাস করেছেন যে, আল্লাহই তাঁকে সব কিছুতে পরিচালিত ক'রেছেন। তিনি যা ক'রেছেন সে সব কিছুই আল্লাহই তাঁকে দিয়ে ক'রিয়েছেন। তাঁর বিস্ময়কর সৃষ্টিও সেই সাক্ষ্যই দেয়।

কলকাতায় যুদ্ধের হাওয়া

১৪ মার্চ ১৯৪২ তারিখ শনিবার জাপানীদের হাতে রেঙ্গুনের পতন হ'লো। যুদ্ধের হাওয়া কলকাতায় পৌঁছালো।

www.pathagar.com

৪ চৈত্র ১৩৪৮ : ৩০ শফর ১৩৬১ : ১৮ মার্চ ১৯৪২ তারিখ বুধবার ছিলো আখেরী চাহার শুম্বা। কবি এ সময় থাকতেন ১৫/৪ শ্যামবাজার স্ট্রীটের ঠিকানায়।

রাঙ্গা মাটির তিলক দিলাম

মার্চ ১৯৪২-এ প্রকাশিত হয় হিজ মাস্টার্স ভয়েস-এর এন ২৭২৪৯ সংখ্যক রেকর্ডে যূথিকা রায়ের সহকণ্ঠে কমল দাশগুপ্তের গাওয়া নজরুল সঙ্গীত 'রাঙ্গা মাটির তিলক দিলাম।'

স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্ এলেন

৯ চৈত্র ১৩৪৮ : ৫ রবিয়ল আউয়াল ১৩৬১ : ২৩ মার্চ ১৯৪২ তারিখ সোমবার স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্ লাহোরে এসে পৌঁছান। ২৫ মার্চ ১৯৪২ তারিখ সোমবার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্ ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ শুরু করেন। ২৭ মার্চ গান্ধী ক্রিপ্সের সঙ্গে দেখা করেন।

কলকাতা পরিস্থিতি

১৬ চৈত্র ১৩৪৮ : ১২ রবিয়ল আউয়াল ১৩৬১ : ৩০ মার্চ ১৯৪২ তারিখ সোমবার ছিলো ফাতেহা দোহাজদহম। যুদ্ধের হাওয়ায় কলকাতায় তখন বিভিন্ন বাড়ীর সামনে তৈরী হ'চ্ছে ব্যাফেল ওয়াল। বোমা পড়লে সপ্লিন্টার যাতে ঢুকতে না পারে সেই লক্ষ্যে সারা কলকাতা জুড়ে রাস্তায় গজিয়ে উঠছে দেওয়াল। কেন্দ্রীয় সরকারের ডিফেন্স কাউন্সিলে বাঙলার প্রধানমন্ত্রী শের-ই-বাঙলা আবুল কাসেম ফজলুর হক যোগ দেওয়ায় কায়েদ-ই-আজমের নেতৃত্বাধীন মুসলিম লীগ অখুশী। যুদ্ধে লীগ বৃটেনকে সহযোগিতা করতে নারাজ। ৩০ মার্চ ক্রিপস্ ভারতীয়দের ঐক্যবদ্ধ হ'য়ে তাদের নিজস্ব সংবিধান গঠন করতে বলেন।

মুসলিম রেঁনেসা সম্মেলনে কবি

ইষ্টার মন্ডের আগের দিন ২২ চৈত্র ১৩৪৮ : ১৮ রবিয়ল আউয়াল ১৩৬১ : ৫ এপ্রিল ১৯৪২ তারিখ রবিবার কলকাতার মুসলিম ইন্সটিটিউটে মুসলিম রেঁনেসা সম্মেলনে লিখিত ভাষণ পাঠ ক'রেছিলেন কবি। এ উল্লেখ সুফী জুলফিকার হায়দারের "নজরুল জীবনের শেষ অধ্যায়"-এর দ্বিতীয় সংস্করণে ছেচল্লিশ পৃষ্ঠায় আছে। ভাষণটি এ যাবৎ পাই নি। কবি যদি এই তারিখে মুসলিম রেঁনেসা সম্মেলনে অভিভাষণ দিয়ে থাকেন, তবে এটিই তাঁর শেষ অভিভাষণ। প্রসঙ্গত স্মর্তব্য যে, আবদুল কাদির সম্পাদিত "নজরুল রচনা সম্ভার"- এর দ্বিতীয় সংস্করণে ২৯৭ পৃষ্ঠায় "যদি আর বাঁশী না বাজে" শীর্ষক অভিভাষণ প্রসঙ্গে লেখা হ'য়েছে যে, "১৯৪১ খ্রীস্টাব্দে ৫ই ও ৬ই এপ্রিল কলিকাতা মুসলিম ইনস্টিটিউট হলে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-সমিতির রজত-জুবিলী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সেই অনুষ্ঠানের সভাপতিরূপে কবি কাজী নজরুল ইস্‌লাম তাঁর জীবনের এই শেষ অভিভাষণ প্রদান করেন।" কিন্তু ইতোমধ্যে আমরা দেখেছি যে, ১৩ অগ্রহায়ন ১৩৪৮ : ২৯ নভেম্বর ১৯৪২ তারিখ শনিবার সন্ধ্যা সাড়ে ছ'-টায় ওভারটুন হল, ওয়াই এম. সি. এ, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতায় নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্র লীগের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত মোহ্‌সিন দিবসে কবি উদ্বোধনী ভাষণ দেন। মুসলিম রেঁনেসা সম্মেলনে ভাষণ দেওয়ার তারিখটা এর পরের। আবার অন্যদিকে সাহিত্যিক প্রবোধ কুমার সান্যাল আমাকে এক সাক্ষাৎকারে ব'লেছেন যে, কবি শেষ অভিভাষণ দিয়েছিলেন হাওড়ায় এক সভায়। আমন্ত্রিতদের মধ্যে তিনিও উপস্থিত ছিলেন। "প্রজাপতির বৈঠক"-এ সে উল্লেখও তিনি ক'রেছেন বলে জানালেন। অতএব চূড়ান্ত রায়ের জন্য আরো গবেষণামূলক কাজ দরকার।

www.pathagar.com

তপশিলী জাতি পরিষদ গঠন

ইতোপূর্বে মুসলিম রেঁনেসা সম্মেলনের দু'দিন আগে ৩ এপ্রিল ১৯৪২ তারিখে আম্বেদকর তপসিলী জাতি পরিষদ গঠন করেন।

কলকাতায় যুদ্ধের আতঙ্ক

রেঙ্গুনের পতনের পর থেকেই কলকাতায় যুদ্ধের আতঙ্ক বহাল থাকা সত্ত্বেও সম্পূর্ণ ব্লাক আউট তখনো হয় নি। শুধু আলোগুলোর মুখে কালো পর্দা নামছিলো।

ক্রিপ্‌সের দেশ ভাগের প্রস্তাব সমর্থন করেন রাজা গোপাল আচারি

১৯৪২ সালের ২৯ এপ্রিল থেকে ২ মে এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে ক্রিপ্‌সের দেশভাগের প্রস্তাব সমর্থন করেন রাজা গোপাল আচারি। ৩ মে লন্ডন থেকে এক বেতার ভাষণে ক্রিপ্‌স ঘোষণা করেন:' বিশ্বযুদ্ধ শেষ হ'লে ভারত পূর্ণ স্বাধীনতা পাবে।'

চট্টগ্রামে বোমা বর্ষণ

৭-৮ মে চট্টগ্রামে জাপানী বিমান বোমা বর্ষণ করে।

বাঙালীর বাঙলা

৩ বৈশাখ ১৩৪৯ : ২৯ রবিয়ল আউয়াল ১৩৬১ : ১৬ এপ্রিল ১৯৪২ তারিখ বৃহস্পতিবার দৈনিক "নবযুগ"-এ তাঁর নিবন্ধ 'বাঙালীর বাঙ্‌লা"য় ইতোপূর্বেই কবি যা লেখেন তা এ রকম :

"বাঙালীর বাঙ্‌লা

কাজী নজরুল ইসলাম

বাঙালী যেদিন ঐক্যবদ্ধ হ'য়ে বলতে পারবে – "বাঙালীর বাঙ্‌লা" সেদিন তারা অসাধ্য সাধন করবে। সেদিন একা বাঙালীই ভারতকে স্বাধীন করতে পারবে। বাঙালীর মতো জ্ঞান-শক্তি ও প্রেম-শক্তি (ব্রেন-সেন্টার ও হার্ট-সেন্টার) এশিয়ায় কেন, বুঝি পৃথিবীতে কোন জাতির নেই। কিন্তু কর্ম-শক্তি একেবারে নেই বলেই তাদের এই দিব্য শক্তি তমসাচ্ছন্ন হ'য়ে আছে। তাদের কর্ম-বিমুখতা, জড়ত্ব, মৃত্যুভয়, আলস্য, তন্দ্রা, নিদ্রা, ব্যবসা-বাণিজ্যে অনিচ্ছার কারণ। তারা তামসিকতায় আচ্ছন্ন হ'য়ে চেতনা-শক্তিকে হারিয়ে ফেলেছে। এই তম:, এই তিমির, এই জড়ত্বই অবিদ্যা। অবিদ্যা কেবল অন্ধকার পথে, ভ্রান্তির পথে নিয়ে যায়, দিব্যশক্তিকে নিস্তেজ, মৃতপ্রায় করে রাখে। যারা যত সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন, এই অবিদ্যা তাদেরই তত বাধা দেয়, বিঘ্ন আনে। এই জড়তা মানবকে মৃত্যুর পথে নিয়ে যায়। কিছুতেই অমৃতের পানে আনন্দের পথে যেতে দেয় না। এই তম:কে শাসন ক'রতে পারে একমাত্র রজ:গুণ, অর্থাৎ ক্ষাত্র-শক্তি। এই ক্ষাত্র-শক্তিকে না জাগালে মানুষের মাঝে যে বিশ্ব-বিজয়ী ব্রহ্মশক্তি আছে তা তাকে তম:গুণের নরকে টেনে এনে প্রায় সংহার ক'রে ফেলে। বাঙালী আজন্ম দিব্যশক্তি সম্পন্ন। তাঁদের ক্ষাত্র-শক্তি জাগলো না বলে দিব্যশক্তি কোন কাজে লাগলো না– বাঙালীর চন্দ্রনাথের আগ্নেয়গিরি অগ্নি উদ্‌গীরণ করলো না। এই ক্ষাত্রশক্তিই দিব্য তেজ। প্রত্যেক মানুষই ত্রিগুণান্বিত। সত্ব, রজ: ও তম:, এই তিন গুণ। সত্বগুণ, ঐশীশক্তি অর্থাৎ সৎশক্তি সর্ব অসৎ শক্তিকে পরাজিত করে পূর্ণতার পথে নিয়ে যায়। এই সত্ব গুণের প্রধান শত্রু তম: গুণকে প্রবল ক্ষাত্র শক্তি দমন করে। অর্থাৎ, আলস্য, কর্মবিমুখতা, পঙ্গুত্ব আসতে দেয় না। দেহ ও মনকে কর্মসুন্দর করে। জীবনীশক্তিকে চির-জাগ্রত রাখে, যৌবনকে নিত্য তেজ-প্রদীপ্ত করে রাখে। নৈরাশ্য, অবিশ্বাস,

www.pathagar.com

জরা ও ক্লৈব্যকে আসতে দেয় না। বাঙালীর মস্তিষ্ক ও হৃদয় ব্রহ্মময় কিন্তু দেহ ও মন পাষাণময়। কাজেই এই বাংলার অন্তরে-বাহিরে যে ঐশ্বর্য পরম দাতা আমাদের দিয়েছেন, আমরা তাকে অবহেলা করে ধানে, ব্যাধিতে অভাবে, দৈন্যে দুর্দশায় জড়িয়ে পড়েছি। বাংলার শিয়রে প্রহরীর মত জেগে আছে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম গিরি হিমালয়। এই হিমালয়ে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মুনি-ঋষি-যোগীরা সাধনা করেছেন। এই হিমালয়কে তারা সর্ব দৈব-শক্তির লীলা-নিকেতন বলেছেন। এই হিমালয়ের গভীর হৃদয়-গুহার অনন্ত স্নেহধারা বাংলার শত শত নদ -নদীরূপে আমাদের মাঠে ঘাটে ঝরে প'ড়েছে। বাংলার সূর্য্য অতি তীব্র দহনে দাহন করে না। বাংলার চাঁদ নিত্য স্নিগ্ধ। বাংলার আকাশ নিত্য প্রসন্ন, বাংলার বায়ুতে চির বসন্ত ও শরতের নিত্য মাধুর্য ও শ্রী। বাংলার জল নিত্য প্রাচুর্যে ও শুদ্ধতায় পূর্ণ। বাংলার মাটি নিত্য-উর্বর। এই মাটিতে নিত্য ফসল ফলে। এত ধান আর কোন দেশে ফলে না। পাট শুধু একা বাংলার। পৃথিবীর আর কোন দেশে পাট উৎপন্ন হয় না। এত ফুল, এত পাখি, এত গান, এত সুর, এত কুঞ্জ, এত ছায়া, এত মায়া আর কোথাও নেই। এত আনন্দ, এত হুল্লোড়, আত্মীয়তাবোধ পৃথিবীর আর কোথাও নেই। এত ধর্মবোধ– আল্লাহ্, ভগবানের উপাসনা, উপবাস- উৎসব পৃথিবীর আর কোথাও নেই। বাংলার কয়লা অপরিমাণ, তা কখনো ফুরাবে না। বাংলার সুবর্ণ-রেখার বালিতে পানিতে স্বর্ণ-রেণু। বাংলার অভাব কোথায়? বাংলার মাঠে মাঠে ধেনু, ছাগ, মহিষ। নদীতে ঝিলে বিলে পুকুরে ডোবায় প্রয়োজনের অধিক মাছ। আমাদের মাতৃভূমি পৃথিবীর স্বর্গ, নিত্য সর্বৈশ্বর্যময়ী। আমাদের অভাব কোথায়? অতি প্রাচুর্য আমাদের বিলাসী ভোগী ক'রে শেষে অলস, কর্ম-বিমুখ জাতিতে পরিণত করেছে। আমাদের মাছ, ধান, পাট, আমাদের ঐশ্বর্য শত বিদেশী লুটে নিয়ে যায়, আমরা তার প্রতিবাদ তো করি না, উল্‌টো তাদের দাসত্ব করি; এ লুণ্ঠনে তাদের সাহায্য করি।

বাঙালী শুধু লাঠি দিয়েই দেড়শত বছর আগেও তার স্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ন রাখতে চেষ্টা করেছে। আজো বাংলার ছেলেরা স্বাধীনতার জন্য যে আত্মদান করেছে, যে অসম সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছে, ইতিহাসে তা থাকবে স্বর্ণ লিখায় লিখিত। বাংলা সর্ব ঐশীশক্তির পীঠস্থান। হেথায় গ্রামে হয় আযানের সাথে শঙ্খ ঘন্টার ধ্বনি। এখানে যে শাসনকর্তা হ'য়ে এসেছে সেই স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে। বাংলার আবহাওয়ায় আছে স্বাধীনতা মন্ত্রের সঞ্জীবনী শক্তি। আমাদের বাংলা নিত্য মহিমাময়ী, নিত্য সুন্দর, নিত্য পবিত্র।

আজ আমাদের আলস্যের, কর্ম-বিমুখতার পৌরুষের অভাবেই আমরা হয়ে আছি সকলের চেয়ে দীন। যে বাঙালী সারা পৃথিবীর লোককে দিনের পর দিন নিমন্ত্রণ করে খাওয়াতে পারে তারাই আজ হ'চ্ছে সকলের দ্বারে ভিখারী। যারা ঘরের পাশে পাহাড়ের অজগর, বনের বাঘ নিয়ে বসে ক'রে, তারা আজ নিরক্ষর বিদেশীর দাসত্ব করে। শুনে ভীষণ ক্রোধে হাত মুষ্টিবদ্ধ হয়ে ওঠে, সারা দেহ-মনে আসে প্রলয়ের কম্পন, সারা বক্ষমন্থন ক'রে আসে অশ্রুজল। যাদের মাথায় নিত্য স্নিগ্ধ মেঘ ছায়া হ'য়ে সঞ্চরণ করে ফিরে, ঐশী আশীর্বাদ অজস্র বৃষ্টিধারায় ঝরে পড়ে, শ্যামায়মান অরণ্য যাকে দেয় স্নিগ্ধ-শান্তশ্রী, বজ্রের বিদ্যুৎ দেখে যারা নেচে ওঠে,– হায় তারা এই অপমান, এই দাসত্ব, বিদেশী দস্যুদের এই উপদ্রেব, নির্যাতনকে কি করে সহ্য ক'রে? ঐশী ঐশ্বর্য– যা আমাদের পথে ঘাটে মাঠে ছড়িয়ে প'ড়ে আছে তাকে বিসর্জন ক'রে অর্জন ক'রেছি এই দৈন্য, দারিদ্র্য, অভাব লাঞ্ছনা। বাঙালী সৈনিক হতে পারলো না। ক্ষাত্র শক্তিকে অবহেলা ক'রলো ব'লে তার এই দুর্গতি তার অভিশপ্তের জীবন। তার মাঠের ধান পাট রবি ফসল, তার সোনা তামা লোহা কয়লা– তার সর্ব ঐশ্বর্য বিদেশী দস্যু বাটপাড়ী ক'রে ডাকাতি ক'রে নিয়ে

www.pathagar.com

যায়, সে ব'সে দেখে। ব'লতে পারে না, "এ আমাদের ভগবানের গান, এ আমাদের মাতৃ-ঐশর্য। খবরদার, যে রাক্ষস একে গ্রাস ক'রতে আসবে, যে দস্যু এ ঐশ্বর্য স্পর্শ ক'রবে– তাকে 'প্রহারেণ ধনঞ্জয়' দিয়ে বিনাশ ক'রবো, সংহার ক'রবো।"

বাঙালীকে, বাঙালীর ছেলে মেয়েকে ছেলেবেলা থেকে শুধু এই মন্ত্র শেখাও :

"এই পবিত্র বাংলাদেশ
বাঙালীর– আমাদের।
দিয়া 'প্রহারেণ ধনঞ্জয়'
তাড়াব আমরা, করি না ভয়
যত পরদেশী দস্যু ডাকাত
'রামা'দের 'গামা'দের।"

বাঙ্‌লা বাঙালীর হোক! বাঙ্‌লার জয় হোক! বাঙালীর জয় হোক!

নবযুগ

৩রা বৈশাখ, ১৩৪৯

এই উদ্ধৃতি আবদুল কাদির সম্পাদিত "নজরুল– রচনাবলী'র চতুর্থ খন্ড থেকে। নবযুগে কবির অন্যান্য রচনায় দেখেছি : বাঙ্‌লা বানান তিনি " ং " দিয়ে লিখেছেন, "ঙ" নয়। নিবন্ধে দ্রষ্টব্য যে, তাঁর বাঙালী জাতীয়তাবাদ নাস্তিক্য-বর্জিত। খন্ডিত নয়, যুক্ত বাঙ্‌লার কল্পনাই আছে এখানে। এই অখন্ডিত বাঙ্‌লাদেশ কায়েম করার আহ্বান অমুসলিমদের মনে অদ্যাবধি কোনো ব্যাপক সাড়া জাগাতে পারে নি। বাঙালীত্বকে তারা আজো হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতির সঙ্গে একাত্ম ক'রে দেখাতে উৎসাহী, যেমন ভারত ও ভারতীয় সংস্কৃতিকে তাঁরা হিন্দু ধর্ম ও হিন্দু সংস্কৃতির সঙ্গে অভিন্ন ক'রে দেখাতে আগ্রহী। এভাবে তাঁদের কাছে বাঙালী হওয়া আর ভারতীয় হওয়ার মধ্যে কোনো ফারাক নেই। একাধারে তাঁরা বাঙালী এবং ভারতীয়। এর মধ্যে মুসলমানদের সঙ্গে সহাবস্থানের কোনো কর্মসূচীর স্থান নেই। অন্য দিকে বাঙ্‌লাভাষী মুসলমানদের কারো কারো ধারণায় ইস্‌লাম ও অন্যভাষাভাষী জনগণের সঙ্গে সহাবস্থান একান্তভাবেই বাঙালীত্বের পরিপন্থী, বাঙালী জাতীয়তাবাদের অন্তরায়। ইস্‌লামকে নজরুল বাঙ্‌লাদেশী জাতীয়তাবাদের অন্তরায় হিসেবে দেখেন নি ঠিক-ই, কিন্তু সেটা ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সঙ্গে কতখানি সঙ্গতিপূর্ণ তাও বিশদ ব্যাখ্যা করেন নি। বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসকবর্গকে উৎখাতের পুরোদস্তর আহ্বান এ নিবন্ধেও আছে, কিন্তু ভারতের অন্য ভাষাভাষী কোনো সম্প্রদায়কে অপসারিত করার কথা নেই। তবে ভারতের অবাঙালী বেনিয়াদেরকেও বিদায় ক'রে দেওয়ার কামনা লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু সেটা ক'রতে গেলেও ভারতের ভৌগোলিক সংহতি নাড়া খেতে বাধ্য। বিপন্নও হতে পারে। সে সম্ভাবনার অবসান ঘটাতে অমুসলিম নেতৃবৃন্দ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, মুসলিম প্রধান এবং অমুসলিম প্রধান বাঙ্‌লার মধ্যে পর্দা প্রয়োজন। আর এই পর্দা বজায় রাখতে কার্যত: সাম্প্রদায়িকতাও দরকার। এ সবই ভাববার কথা। কেবল সাতচল্লিশোত্তর কেন, একাত্তরোত্তর পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গে যাঁরা বাঙালী জাতীয়তাবাদের কথা বলছেন তাদের উচ্চারণ যে কত অন্ত:সারশূন্য এবং মেকী সেটা এই প্রেক্ষিতে খুবই পরিষ্কার বোঝা যায়। কার্যত এই উভয়ের একটি হিন্দু বাঙ্‌লা এবং অন্যটি কেবল মুসলিম বাঙ্‌লা হিসাবেই টিকে থাকতে পারে। ভারত সরকার ইতোমধ্যেই হিন্দুদের পূজা পার্বণকে ভারতের জাতীয় ও সাংস্কৃতিক উৎসব ব'লে চালিয়ে আসছেন। ১৯৮৫ সালে পশ্চিম বঙ্গে মার্কসবাদী

www.pathagar.com

সরকারও দূর্গাপূজাকে বাঙালীর জাতীয় উৎসব ব'লে ঘোষণা করেছেন। মার্কসবাদী মন্ত্রীরাও পূজা প্যান্ডেলে গিয়ে পূজার উদ্বোধন করতে পারবেন। সরকারী অফিস কাছারিতে বিশ্বকর্মাপূজা এবং অন্যান্য পূজা পার্বণ তো হ'চ্ছেই। এখন এঁদের কাছে ইসলামই কেবমাত্র প্রতিক্রিয়াশীলতা এবং আফিম হিসেবে অবশিষ্ট থাকলো।

১৫ বৈশাখ ১৩৪৯ : ১১ রবিয়স্সানি ১৩৬১ : ২৮ এপ্রিল ১৯৪২ তারিখ মঙ্গলবারে ছিলো ফাতেহা-ই-ইয়াজদাহুম। এর পরদিন ১৬ বৈশাখ ১৩৪৯ : ১২ রবিয়স্সানি ১৩৬১ তারিখ বুধবার কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র নির্বাচিত হ'লেন এইচ. সি, নস্কর। স্মর্তব্য যে, ১৯২৩ সালের কলকাতা মিউনিসিপ্যাল আইন এবং ১৯২৩ সালের বেঙ্গল অ্যাক্ট–অনুযায়ী ১৬ এপ্রিল ১৯২৪ তারিখে কলকাতা কর্পোরেশনের প্রথম মেয়র নির্বাচিত হন চিত্তরঞ্জন দাশ। শের-ই-বাঙলা আবুল কাসেম ফজলুল হকই প্রথম মুসলমান যিনি কলকাতা কর্পোরেশনে ১৯৩৫ সনের ৩০ এপ্রিল তারিখে মেয়র নির্বাচিত হ'য়েছিলেন। বিশেষ সম্প্রদায়ের কারো ক্ষমতাসীন হওয়াটা যেখানে আর্থ-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক শাসনের সুযোগ হিসাবে গণ্য করা হয় সেখানে কর্পোরেশনের এই নির্বাচন, বলাই বাহুল্য, খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নিম্নবর্ণের হিন্দুদেরকে সম্প্রদায়ের মধ্যে ধ'রে রাখার তাগিদে বর্ণ হিন্দুরা তাদের জন্য চাকরী ও আইন সভায় আসন সংরক্ষণের গরজ বোধ করেন। কিন্তু ঐ একই দাবী বঞ্চিত ও পিছিয়ে পড়া মুসলিম সম্প্রদায় করলে তা সাম্প্রদায়িকতা ব'লে অভিহিত হয়। সাতচল্লিশোত্তর ভারতে মুসলমানদের মধ্যে যারা হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতিকে নিজেদের মধ্যে মেনে নিচ্ছেন তারাই কেবল সুযোগ সুবিধা পাচ্ছেন।

হক সাহেবের হাসির গল্প

১৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৯ : ১২ জমাদিয়ল আউয়াল ১৩৬১ : ২৮ মে ১৯৪২ তারিখ বৃহস্পতিবার দৈনিক 'নবযুগ'–এ প্রকাশিত হ'য়েছে "হক সাহেবের হাসির গল্প"। বাঙলার তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী দু'টো গল্প ব'লেছেন। হাসির গল্প। কিন্তু অন্তর্নিহিত করুণ রস উপসংহারে আর অস্পষ্ট থাকেনি। উদ্ধৃতি :

হক সাহেবের হাসির গল্প

কাজী নজরুল ইস্‌লাম

বাঙলার প্রধানমন্ত্রী 'অনারেবল' হক সাহেব যে সুন্দর গল্প ব'লতে পারেন, তা' আগে জানতাম না। তবে তাঁর কথায় চমৎকার ব্যঙ্গ, রসিকতা ও হাস্যরসের পরিচয় পেয়েছি। সকল শ্রোতাই হাসিতে ঘর পূর্ণ ক'রে তা' উপভোগ ক'রেছেন। হক সাহেব সর্বদাই হাসি-মুখ। ভীষণ ক্রোধের পরক্ষণেই মুখে বালকের মতো সরল হাসির ফুল ফোটে।

দিন-দশেক আগে তাঁর দুটি গল্প শুনেছি। 'নবযুগে'র পাঠক পাঠিকাদের সেই গল্প দু'টি উপহার দিচ্ছি। এর পরেও মাঝে মাঝে তাঁর হাসির গল্প উপহার দেবো। তাঁর শুধু হাসির গল্প বলা নয়, সভার অবস্থা বুঝে সুন্দর সুন্দর অন্য ধরনের গল্প বলারও বড় অসাধারণ ক্ষমতা আছে। হক সাহেবের সভার বক্তৃতা যারা শুনেছেন, তাঁরা এর সাক্ষ্য দেবেন। প্রথম গল্পটি ব'লছি শুনু। গল্পটির নাম ঃ

মরা কাউওয়া (মরা কাক)

স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌স বাঙলার প্রধানমন্ত্রী ও প্রতিনিধিরূপে ভারত সম্বন্ধে আলোচনা করার জন্যে হক সাহেবকে আমন্ত্রণ করেন। হক সাহেব দিল্লী গিয়ে স্যার ষ্ট্যাফোর্ডের সাথে আলোচনা

www.pathagar.com

করার পর যখন বেরিয়ে আসেন, তখন দলে দলে খবরের কাগজের প্রতিনিধি ও লোক তাঁকে জিজ্ঞাসা ক'রতে লাগলেন, 'ষ্ট্যাফোর্ড সাহেবের সাথে আপনার কি কথা হ'লো?' হক সাহেব হেসে একটি হাসির গল্প বললেন। গল্পটির মর্ম এইরূপ ঃ- এক ছিলেন পন্ডিত। তিনি অনেক দিন সংসার ক'রে বৃদ্ধ বয়সে দিন-রাত বইপত্তর নিয়ে নাক টিপে চোখ বুজে যোগ অভ্যাস ক'রতে লাগলেন। ব্রাহ্মণী দেখলেন, এই অবস্থায় আর কিছু দিন চললে সংসার চলবে না; উপোষ ক'রে মরতে হবে। ব্রাহ্মণী ধ্যানস্থ পন্ডিতের সামনে শূন্য চালের হাঁড়ি ভেঙে ব'লতে লাগলেন– "এই চোখ বুজে টিকি উঁচিয়ে বসে থাকলে ছেলে মেয়েরা খাবে কী? বাড়ীতে সাত দিনের চাল আছে। এই সাত দিনের মধ্যে চাল-ডালের টাকা না পেলে আমি গলায় দড়ি দিয়ে মরব। এই সব ভন্ডামি ক'রে কী টাকা পাওয়া যায়?" ব্রাহ্মণ তেরিয়া হ'য়ে বললেন, 'কি? এসব ভন্ডামি? তুমি আমার যোগের শক্তি দেখ্‌বে? আমি সাত দিনের মধ্যে সাত হাজার টাকা এনে দেবো।' ব্রাহ্মণী ব'ললেন, 'ভীমরতি হ'য়েছে! চল্লিশ বছরে এক সাথে এক হাজার টাকা পারলেন না, সাত দিনেই সাত হাজার টাকা দেবেন।' ব্রাহ্মণ ব'ললেন, 'দেখি নিও।' পন্ডিতের গোটা বিশেক লুকানো টাকা ছিল, তাই আর গাড়ু গামছা নিয়ে পন্ডিত বেরিয়ে প'ড়লেন। শহরে গিয়ে একজন ধূর্ত লোক যোগাড় করে বিজ্ঞাপন দিলেন, এক মহাযোগী ব্রাহ্মণ এসেছেন হিমালয় থেকে, তাঁর কাছে একটি মরা মানুষের মাথার খুলি আছে, সেই মাথার খুলিকে যে যা জিজ্ঞাসা করে, সে তার সঠিক উত্তর দেয়। শহরে– হৈ চৈ প'ড়ে গেল। বিজ্ঞাপনে লেখা ছিল বেশী কথা, কম কথা অনুসারে এক টাকা থেকে পাঁচ টাকা পর্যন্ত ব্রাহ্মণকে দিতে হবে। সন্ধ্যা না হ'তেই দলে দলে লোক এসে হাজির হল। ব্রাহ্মণ একসঙ্গে সব লোককে আসতে দিলেন না। একটা পর্দা টাঙিয়ে একটি একটি ক'রে লোক আসতে দিলেন। প্রথমে যে লোকটি এল সে দশটি প্রশ্ন করতে চাইল। ব্রাহ্মণ পাঁচ টাকা চার্জ করলেন। ব্রাহ্মণের হাতে টাকা দিয়ে সে বলল, 'মরা মানুষের মাথার খুলি কই?' ব্রাহ্মণ একটা ঝুড়ি তুলে ব'ললেন, 'এই!' সে রেগে উঠে বলল, 'এ যে মরা কাউওয়া, খুলি কই?' ব্রাহ্মণ কেঁদে ফেলে ব'ললেন, 'খুলি টুলি মিথ্যা, আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, ছেলে পিলে খেতে না পেয়ে মরে যাচ্ছে– তুমি এ কথা কাউকে বলো না, বললে তোমাকে সবাই হাঁদা, বোকা, আরো কত কি ব'লবে। মনে কর দরিদ্র ব্রাহ্মণকে দান ক'রলে। তোমার মঙ্গল হবে বাবা, মঙ্গল হবে।' সে লোকটি আর একবার মরা কাকের দিকে করুণ দৃষ্টি দিয়ে দেখে বাইরে বেরিয়ে গেল! বাইরে বেরিয়েই হেসে ফেলল। লোকটি ছিল কায়স্থ। যত লোক তাকে ঘিরে জিজ্ঞাসা করতে লাগল,'খুলি কি সত্যই কথা কয়?' সে উত্তর না দিয়ে হাসতে হাসতে চলে গেল, তখন লোকে ভাবলো, "ও নিশ্চয়ই কেল্লা ফতে ক'রেছে। ভিড়ের লোক ঠেলাঠেলি করে কে আগে যাবে, তার চেষ্টা ক'রতে লাগল। যে যায় ব্রাহ্মণ তাকে ঐ এক কথাই বলে– আগে টাকা নিয়ে। কেউ কথা বলল না, পাছে অন্য লোক তাকে বোকা বলে। এক রাত্রেই ব্রাহ্মণের সাত হাজার টাকা হয়ে গেল। ব্রাহ্মণ তল্পী-তল্পা গুটিয়ে বাড়ীর দিকে দৌড়াল। ব্রাহ্মণীকে ডেকে সগর্বে বলল, 'এই নে সাত হাজার টাকা! আর আমায় কিছু বলিস নে। আমি লঙ্কা বিজয় ক'রে এসেছি।' ব্রাহ্মণী বদন-ব্যাদান ক'রে এক হাত জিভ্ বের ক'রে পাথরের মত দাঁড়িয়ে রইল।

দ্বিতীয় গল্প

পাড়া গাঁয়ের গরীব মুসলমানদের মধ্যে একজন মোড়ল ছিলেন। তাঁকে সকলে পীরজি বলে ডাকত। তিনি দিনরাত আল্লা নাম জিকির করতেন। তাঁর গায়ে সর্বদা থাকত একটি চাদর।

www.pathagar.com

সেই চাদরে লেখা ছিল কোরাণ শরীফের অনেকগুলি বিখ্যাত 'সুরা' (শ্লোক)। সেটিকে তিনি সযত্নে রক্ষা করতেন। সেই চাদর গায়ে দিয়ে গ্রামের লোকদের অনেক মা'জেজা (বিভূতি) দেখাতেন, রোগ ভাল ক'রতেন, তাদের মাঠে বেশী ফলন ফলাতেন ইত্যাদি। আর এক গ্রামের মোড়ল তাই দেখে মনে করল– ঐ মোড়লের যা কিছু শক্তি ঐ চাদরের গুণে। ওকে যে গ্রামের– এবং পাশের অনেক গ্রামের লোকেরা শ্রদ্ধা করে, ভালবাসে, দাওয়াত (নিমন্ত্রণ) ক'রে খাওয়ায় তার কারণ ঐ চাদরের শক্তি। ঐ চাদর কেড়ে নিয়ে গায়ে দিলেই আমাকেও সকলে দেবে, শ্রদ্ধা ক'রবে, পীর ব'লে মানবে! এই ভেবে একদিন সে হাত জোড় ক'রে সেই ীরকে নিমন্ত্রণ ক'রে এলো রাত্রে খাওয়ার জন্য। সন্ধ্যায় সেই ীর এসে হাজির হ'লেন অন্য গ্রামের মোড়লের বাড়ীতে। তখন সে তার দলবল নিয়ে রাম দা দেখিয়ে বলল, 'তুমি যদি তোমার গায়ের ঐ চাদর আমাকে না দাও, তা হ'লে তোমাকে কোতল করব।' বেচারা ীর ওর রক্ত-চক্ষু আর রাম-দা দেখে গায়ের চাদর দিয়ে পালিয়ে এলো।

ও গায়ের মোড়ল চাদর গায়ে দিয়ে সগর্বে পাড়া বেড়িয়ে এলো! আড়চোখে দেখতে লাগল, কেউ চেয়ে দেখে কিনা। কেউ এসে সালাম করে কিনা। কেউ জিজ্ঞাসাও করল না, 'মোড়ল! খবর সব ভল ত?' মোড়ল হতাশ হ'ল না। মনে করল, দু'চার দিন গায়ে দিতে এর শক্তি বেরিয়ে পড়বে। দিন পনেরো! ক্রমে ক্রমে এক মাস গায়ে দিয়েও কোনো শক্তি পেয়েছে বলে মনে হ'ল না। গ্রামের লোক হাসে আর বলে, মোড়লের মাথা খারাপ হ'য়েছে!

এ দিকে ীর চাদর হারিয়ে হতাশ হ'য়ে পড়লেন! চাদরের শোকে কাঁদতে লাগলেন। এই চাদর তিনি মক্কা-মদিনা-ফেরত এক হাজীর কাছে পেয়েছিলেন। একদিন ীরজি আর থাকতে না পেরে নদীর ধারে সারা রাত্রি জেগে জিকির করেন আর কাঁদেন! ভোরের সময় একজন ফেরেশ্‌তা (দেবদূত) এসে বলল, 'তোমার কোনো ভয় নাই, তোমার চাদর তুমি ফিরে পাবে। ও-গাঁয়ের মোড়ল চাদর গায়ে দিয়ে কোনো শক্তি পায় নি। সেত আল্লাকে ডাকে না। ধৈর্য ধর, আর কিছু দিন গায়ে দিয়ে ও তোমার চাদর আবার তোমায় ফিরিয়ে দিবে।'

ীর আনন্দে নৃত্য ক'রতে লাগলেন।

হক সাহেব বালকের মত হাসি হেসে বললেন, ঐ ীরের চাদরের মত মুসলিম লীগ ওরা কেড়ে নিয়েছে। প্রথম প্রথম কষ্ট হ'য়েছিল, এখন আমি জানতে পেরেছি, আমার চাদর অর্থাৎ আমার মুসলিম লীগ আবার আমার কাছে ফিরে আসবে।'

সকলে সোল্লাসে হেসে উঠলেন।"

প্রথম গল্পটি খুবই তাৎপর্য্যপূর্ণ। কিন্তু দ্বিতীয় গল্পটি কেবল তাৎপর্য্যপূর্ণই নয়, অত্যন্ত করুণও বটে। প্রথম গল্পটিতে ব্যক্ত হ'য়েছে বৃটিশ ঔপনিবেশিক সরকারের সঙ্গে দেশীয় নেতৃবৃন্দের সম্পর্কের কথা। দ্বিতীয় গল্পটিতে আছে লীগ-হারা শের-ই-বাঙলার আত্মজৈবনিক বিবৃতি। শের-ই-বাঙলাহীন মুসলিম লীগ নিশ্চয়ই অনেক খানিই খর্ব; কিন্তু মুসলিম লীগহীন শের-ই-বাঙলা যেনো কোনো পথ-হারা পথিক বৈ কিছু নয়। শের-ই-বাঙলার বরাত দিয়ে এই গল্প লিখতে গিয়ে মজলুম মুসলমানদের প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন মুসলিম লীগ সম্পর্কে একান্তই প্রচ্ছন্নভাবে হ'লেও কবির কম সহানুভূতি প্রকাশ পায় নি। কবি মুসলিম লীগকে হয়তো একটা গণসংগঠন হিসাবেই দেখতে চেয়েছিলেন, যাতে সেটি অমুসলিমদের প্রতি তাঁর সেই ওয়াদার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হ'তে পারে। কিন্তু মুসলমানদের সমস্ত মহৎ প্রতিষ্ঠানকেই নিছক নামাজপড়া সমাজের এক শ্রেণীর কায়েমী স্বার্থান্বেষীরা কব্জা ক'রতে চেয়েছে। কিন্তু ছ্যাঁৎমার্গ ও পুরোহিততন্ত্রকামী এই ধরণের তথাকথিত মুসলমানরা আপন সমাজের ব্যাপক আর্থ-সাংস্কৃতিক স্বার্থ সম্পর্কেও উদাসীন থাকাটাই

www.pathagar.com

নিরাপদ মনে করেন। গোষ্ঠীভেদ আমদানী ক'রে এরাই একদিন শুধু নিজ সম্প্রদায়কে নয়, সংগঠনকেও শুকিয়ে ফেলে। কোরআন ও সুন্না ভিত্তিক ইসলামী জীবন ব্যবস্থার এবং অর্থনৈতিক অস্বিত্ব ও সাংস্কৃতিক সত্তা রক্ষার্থে দাবী দাওয়া আদায়ের যে স্বপ্ন একদিন পিছিয়ে পড়া মুসলিম সম্প্রদায়ের জনগণ দেখেছিলেন তা এই টানা পোড়েনে এ ভাবেই নস্যাৎ হ'য়ে যায়।

হিটলার এবং সভাষ

২৯ মে ১৯৪২ তারিখ শুক্রবার হিটলারের সঙ্গে দেখা করে সুভাষচন্দ্র বসু।

আজ চাই কি

দৈনিক "নবযুগ"-এর কোনো এক সংখ্যা থেকে ৩১ মে ১৯৬১'-র দৈনিক "ইত্তেফাক"-এ পুনর্মুদ্রিত হ'য়েছে কাজী নজরুল ইস্‌লামের নিবন্ধ "আজ চাই কি":

আজ চাই কি

কাজী নজরুল ইস্‌লাম

আজ চাই সারা ভারত-জোড়া একটা বিরাট ওলোট-পালট। আজ আর এই পোড়া দেশে মড়ার শ্মশান-ভূমিতে শুধু হাসি-খেলা-প্রমোদের মেলা কাব্য-কুঞ্জের মধু গুঞ্জন শোভা পায় না,. সে নির্লজ্জ অভিনয় নিদারুণ উপহাসের মত প্রাণে এসে বেঁধে। আজ চাই মহারুদ্রের ভৈরব গর্জন, প্রলয় ঝঞ্ঝার দুর্বার ঝঞ্ঝনা, দুর্দম উন্মাদ উচ্চৈ:শ্রবা ঐরাবতের প্রমত্ত বিপুল রণ-উল্লাস আর তাদের হ্রেষা-বৃংহনের গগন-বিদারী প্রচন্ড নাদ। আজ অলক তিলকের সুচারু বিন্যাস মুছে ফেলে ধক্ ধক্ জ্বলন্ত বহ্নিশিখার মত ললাটে ভস্ম ত্রিপুণ্ড্রক পরতে হবে। আজ কোমল কুসুম-মালা ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে মিথ্যাচারী অসুরের অস্থি-কপালের মালা প্রমত্ত বিক্রমে স্ফীত বক্ষে দোলাতে হবে। এ শ্মশানে আজ সবার মুখে স্তিমিত মধুর হাসি দুর্নিবার অধর্ম-বিদ্বেষ। আজ অবিচার কদাচারে ভরা এই বিলাস-আলয়ের কেলি-কুঞ্জে যমরাজ তার যত সব হিংস্র শৃগাল-কুকুর-শকুনি-গৃহিনীকে একেবারে বল্গা আলগা দিয়ে লেলিয়ে দিন। এই মোহ-সুপ্ত মরণ-মগ্ন জাতির বুকের উপরে প্রেত-পিশাচারে তান্ডব চলতে থাকুক। আজ মিথ্যার সকল সন্ধি-গ্রন্থি ছিন্ন বিদীর্ণ হোক, মিথ্যা মদিরার সব পেয়ালা ভেঙ্গে চুরমার হ'য়ে যাক; শয়তানের আরামের আসর হতভম্ব হোক। সারা দেশটা ভরা আজ এক বিকট উন্মাদ লীলা, শুধু মতিচ্ছন্নের প্রলাপ আর ক্লীবের ক্রন্দন। যেখানে যত দোকান-পাট ঘর-সংসার সাজ-সরঞ্জাম সকলের মাঝে এর বিরাট ভন্ডামী, ধর্মের নামে ফাঁকিবাজী। ভগবানের নাম মুখে এনে যারা শয়তানের ভাবে জীবন পূর্ণ ক'রে কেবল কপটতার, প্রবঞ্চনার, পুণ্য লৌকিকতার বহর জাহির করে, বিধাতার বিশ্বধ্বংসী বজ্র নিষ্ঠুর আঘাত তাদের অহঙ্কারকে চূর্ণ নিষ্পেষিত করে না? এ অন্যায়ের পাশব লীলা এই মানুষের জগতে, এই দেবতার ভারতে আর কতদিন চলবে? নারায়ণ তাঁর অনন্ত শয্যায় আর কতকাল নিদ্রিত থাকবেন? এ সুন্দরী ধরিত্রী যে পাপ-রাক্ষসের দুর্গন্ধ ক্লেদ-বিষ্ঠায় জঘন্য নরকে পরিণত হ'লো, ধর্ম্মধ্বজী মায়াবীদিগকে গ্রাস করার জন্য বিষবহ্নি উদ্‌গার ক'রে বাসুকি কি তার সহস্র জিহ্বা লকলকিয়ে ছুটে আসবে না? আজ কি তার ধৈর্য শেষ সীমায় পৌঁছায় নাই? আজ সাগর-ভূধর সংসার-কানন সব দলিত মথিত ক'রে আসা চাই মহা-প্রলয়ের মহা-আলোড়ন। ভারতের জীবনের অণু-পরমাণু আজ পচা-গলা বিষ-বিষ্ঠার বাসা হ'য়েছে, আজ পরিপূর্ণ সৃষ্টির আয়োজনের জন্য অনেক ক্ষেত্রেই আমূল ধ্বংসের প্রয়োজন হবে। এই সত্য-যজ্ঞে সকল মিথ্যা অত্যাচারকে পুড়িয়ে ভস্ম না ক'রতে পারলে যজ্ঞ পূর্ণ হবে না। অটল সাধকের বক্ষ ক্ষারিত যজ্ঞ-হবিতে এ দেবভূমি স্নিগ্ধ হবে না, পুরাতন জীর্ণ জরা ভারত ভস্মে আচ্ছাদিত না হ'লে

www.pathagar.com

তাতে দেব-জীবনের অভিনব সৃষ্টি জেগে উঠবে না। সৃষ্টির বাঁশরীর আকুল-করা প্রেরণা সেই দিনই আমাদের মর্মে মর্মে প্রবেশ করবে, যেদিন মহেশের ডম্বরু-বিষাণের শব্দে ভীত ত্রস্ত হ'য়ে ভন্ডামি, ন্যাকামি, অবিচার-অনাচারের ছায়া-মূর্তি পর্যন্ত এ দেশের জীবন-ভূমিতে উঁকি মারতে সাহস পাবে না।

আজ চাই, বিরাট জমাট জীবনের সহজ স্বচ্ছন্দ সতেজ গতি ও অভিব্যক্তি। কোথাও যেন কোন জড়তা, অজ্ঞতা, অক্ষমতা ও আড়ষ্টতা না থাকে। আজ পথের বাধা পাষাণ অটল হিমালয়ের মত বজ্রদৃঢ় হ'লেও সত্য-সাধকের পদাঘাতে চক্ষের নিমেষে চূর্ণিত হবে। অমৃতের সন্ধানী যে ভগবৎ শক্তি যার শিরায় শিরায় অমিত বীর্যের অক্ষয় ভান্ডার সঞ্চিত করছে, তার বল-দর্পিত চরণাঘাতে ত্রিভুবন ভীত কম্পমান হবেই হবে। তার রোষ-কটাক্ষের সম্মুখে অবিদ্যা-জনিত সব ভয় বিতাড়িত হবে। সমাজ-ধর্মের দুরহঙ্কারের উচ্চশির ভূলুণ্ঠিত হবে– এ হ'তেই হবে। সত্য ও মুক্তির জয়রথের যাত্রাপথ রোধ ক'রতে পারে এমন ক্ষমতা কোন যক্ষ-রক্ষ দানবে নাই। সত্য-সাধকের পথভ্রষ্ট ক'রতে পারে এমন গন্ধর্ব-কিন্নরের মায়া এ দুনিয়ায় নাই। যে সত্যের ভান এ-পর্যন্ত পৃথিবীতে দু'দিনের তরে আপন প্রভাব মহিমা বিস্তার ক'রে দু'দিনেই নিজের বোনা জালে নিজের গড়া শিকলে আবদ্ধ, পঙ্গু ও অবসন্ন হ'য়ে পড়ত, আজ তার দিন ফুরিয়ে গেছে। আজ ঐ নেবে আসছে ভারতের বিশাল জীবনের' পরে পরিপূর্ণ সত্য-মুক্তির আলোকপ্রপাত। আর তারই স্পর্শে তাতে জ্বলে উঠবে বিচিত্র নব-সৃষ্টির অফুরন্ত আশা ও আনন্দ। আজ মনকে আঁখি ঠেরে ভাবের ঘরে চুরি ক'রে গোঁজামিল দিয়ে চলতে পারা যাবে না। আজ রাষ্ট্রে যারা অবাধ স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষী, তাদের সমাজ ধর্ম ও মুক্তি ব্যাহত থাকলে বিধাতার অলঙ্ঘ্য বিধানে তাদের যে লাঞ্ছনা ভোগ ক'রতে হবে, তা থেকে কোন মন্ত্র-তন্ত্র, ঝাড়-ফুঁক কবচ-মাদুলি তাদের রক্ষা করতে পারবে না; মিথ্যাচারের লাঞ্ছনা তাদের ভোগ ক'রতে হবেই হবে। সমাজ-ধর্মে যাঁরা মুক্তির কোন ছেদ বা সীমা মানতে চান না, তারা যদি এই বিরাট দেশের বুকের উপর রাষ্ট্র-পরাধীনতার রাক্ষসীকে ব'সে ব'সে রক্ত শুষতে দেন, সে-অপরাধে তাঁদের মার্জনা নেই। কোথাও মিথ্যা অন্যায়ের সাথে মাঝপথে রফা হতে পারবে না, আজ সকল ভারত-মাতার বীর সন্তানকে বুক ঠুকে হেঁকে নিঃসংকোচে এই সত্য প্রচার করতে হবে। মনের কোণে বসে যদি ছিচকাঁদুনী সংস্কার-বুড়ী তোমার আঁচল ধ'রে পিছনে টেনে রাখতে চায়, তবে তাকে নির্মমভাবে লাথি মেরে তোমার জীবন-গৃহের চতুঃসীমা হ'তে বাহির ক'রে দাও। ওগো আমার ওস্তাদ চাষী, তুমি তোমার সাধের জমিতে সোনার ফসল ফলাবার আকাঙ্ক্ষা যদি ক'রে থাক, তা হ'লে তোমার সেখানে আবর্জনা-কন্টক দুষ্ট-কীটের বাসা পুষে রাখলে চলবে না। সব সাফ করতে হবে। সব জমি গুঁড়িয়ে পিষে ফেলতে হবে, তবে ত ফলবে তাতে পরিপূর্ণ নব-জীবনের পরিপুষ্ট ফসল। সকলের শাসনের দাসত্ব যদি সত্যই হেয় বলে বুঝে থাক, যদি তার পাষাণ-চাপে ফাঁপর হ'য়ে হাঁপিয়ে উঠে থাক, তবে তুমি কোন্ লজ্জায় নিজের ঘরের অত্যাচারের অধীনতা মাথা পেতে নিচ্ছ? এই পরতন্ত্রতার হীনতা হ'তে না এড়ালে তোমার স্বর্গ নেই, আছে বীভৎস নরক। এ তুমি স্থির জেনো, মুক্তির দিশারী যদি তুমি হয়ে থাক, তবে হতে হবে তোমায় বৃহতের ও মহতের পূজারী। তোমার দেবতার সৌন্দর্য শক্তি মহিমা অনাদি অনন্ত; কোনো গুরু-পুরোহিতের মন্ত্র শাস্ত্রের নিগড়ে সে বিরাট পুরুষ বাঁধা প'ড়ে নেই। সত্যের স্বরূপ জানাবার মত আলো তোমার মাঝে আছে।

সাধনার রুদ্র বহ্নি চারিদিকে জ্বালিয়ে তুলে তুমি সকল মিথ্যার অপবাদের দড়াদড়ি পুড়িয়ে ফেল– জগজ্জয়ী শক্তি তোমার মধ্যে উদ্বুদ্ধ হবে, অনন্ত জ্ঞান ও অটল অফুরন্ত প্রেম তোমার

www.pathagar.com

দৃষ্টির ঝাপসা কাটিয়ে দেবে, তোমার প্রাণের শতদলকে বিকশিত ক'রবে। ভাঙ্গা-গড়া কোনটাই অপরটিকে বাদ দিয়ে হতে পারে না। যে গড়তে যাচ্ছে সে যদি না জানে কতখানি জীর্ণ অকর্মণ্য হ'য়েছে, তবে তার গড়ন কিছুতেই দাঁড়াবে না, তার সাধের ইমারৎ চোখের পলকে ধ্বসে পড়বে। তাই দেশের, সেই সঙ্গে নিজের, যারা প্রকৃত মঙ্গল ও আনন্দের আকাঙ্ক্ষা ক'রে থাকেন, তাঁদের ভাঙবার বেলায় মনে কোন দুর্বলতা স্থান পেতে পারবে না। যে যে অঙ্গে দুষ্ট ব্যাধির জীর্ণ বাসা হ'য়েছে, তার এক চুলও যদি ভাঙতে বাকী থাকে, তবে আর রক্ষা নাই। আজ দেখতে পাচ্ছি ভারতের রাষ্ট্রে সমাজে ধর্মে প্রায় ষোল আনা ঘুণ ধ'রে গেছে। আজ প্রলয়ের দেবতা ধ্বংসের নেশায় যতই মত্ত হন ততই মঙ্গল। আজ রুষে আসুক কালবৈশাখীর উন্মাদ ঝঞ্ঝা রক্ত পাথরের অবারিত স্রোত, অযুত ফণা বিস্তার ক'রে আজ সব অগ্নিবাণ নাগ-নাগিনী বিপুল উল্লাসে বিচরণ করুক। এই প্রলয়-পয়োধি জলে মিথ্যার সৌধশীর্ষ ডুবে যাক । তবেই আবার অনন্ত জীবনের সহস্র-দলের উপর বেদ-উদ্ধারণ নারায়ণের আবির্ভাব হবে।"

"নবযুগ"-এ নিবন্ধ "লক্ষ্যভ্রষ্ট" যে সময়ে প্রকাশিত হয়, এটি ঠিক এর কাছাকাছি সময়ে লিখিত ব'লে অনুমিত হয়। এই নিবন্ধের প্রকাশ-তারিখ জানা যায় নি। এতে হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতির ছাপ খুবই সুস্পষ্ট। ঔপনিবেশিক সরকার উৎখাতের আবেগ এবং প্রকাশ ভঙ্গীও কিছুটা "ধূমকেতু"র আমলকেই স্মরণ করায়। দেখা যাচ্ছে, নাস্তিক্য বর্জিত তাঁর সাম্যবাদী ধ্যানধারণাও আপোষ করে নি। হিন্দু সংস্কৃতি ও যে কবি কত গভীরভাবে উপলব্ধি ক'রেছেন, সে সাক্ষ্যও এই নিবন্ধ দিতে সক্ষম। ধর্মের নামে ফাঁকিবাজী এবং ভাবের ঘরে অন্যান্য চুরি যে কতখানি বিপর্য্যয়কর হ'তে পারে, সেটা দেখিয়ে দেওয়ার তাগিদেই এই নিবন্ধ নিবেদিত হ'য়েছে। মুসলিম ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির কথা টেনে কবি অন্যত্র যেমন সমসাময়িক মুসলমান সমাজের কোনো কোনো বিচ্যুতির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রেছেন, এ নিবন্ধে ঠিক তেমনি হিন্দু সমাজের স্খলন দেখিয়ে দেওয়ার প্রয়োজনে হিন্দু ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির আবহাওয়াই রচনা ক'রেছেন। এটা প্রতিবেশী ধর্মীয় সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁর দরদ, সহানুভূতি ও কর্তব্যবোধেরই পরিচায়ক।

আমার সুন্দর

১৭ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৯ : ১৫ জমাদিয়ল আউয়ল ১৩৬১ : ৩১ মে ১৯৪২ তারিখ রবিবার দৈনিক "নবযুগ" -এ প্রকাশিত হ'লো কাজী নজরুল ইস্‌লামের নিবন্ধ "আমার সুন্দর" :

আমার সুন্দর

কাজী নজরুল ইস্‌লাম

আমার সুন্দর প্রথম এলেন ছোট গল্প হ'য়ে, তারপর এলেন কবিতা হ'য়ে। তারপর এলেন গান, সুর, ছন্দ ও ভাব হ'য়েছে। উপন্যাস, নাটক, লেখা (গদ্য) হয়েও মাঝে মাঝে এসেছিলেন। 'ধূমকেতু', 'লাঙল', 'গণবাণী-তে, তারপর এই 'নবযুগে' তাঁর শক্তি-সুন্দর প্রকাশ এসেছিল, আর তা এল রুদ্র তেজে, বিপ্লবের, বিদ্রোহের বাণী হ'য়ে। বলতে ভুলে গেছি, যখন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সৈনিকের সাজে দেশে ফিরে এলাম, তখন সর্বপ্রথম হক্ সাহেবের দৈনিকপত্র 'নবযুগে'ই কি লেখাই লিখলাম, আজ তা মনে নেই; কিন্তু পনের দিনের মধ্যেই কাগজের টাকা বাজেয়াপ্ত হ'য়ে গেল।

এই গান লিখি ও সুর দিই যখন, তখন অজস্র অর্থ, যশ:- সম্মান, অভিনন্দন, ফুল, মালা– বাঙলার ছেলে-মেয়েদের ভালোবাসা পেতে লাগলাম। তখন আমার বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশ মাত্র। এই সম্মান পাওয়ার কারণ, সাহিত্যিক ও কবিদের মধ্যে আমি প্রথম জেলে যাই, জেলে গিয়ে চল্লিশ দিন অনশন-ব্রত পালন করি রাজবন্দীদের উপর অত্যাচারের জন্য। এই অপরাধে

www.pathagar.com

আমাকে জেলের নানা রকম শৃঙ্খল-বন্ধন ('লিঙ্ক ফেটার্স', 'বার ফেটার্স', 'ক্রস ফেটার্স' প্রভৃতি) ও লাঞ্ছনা সহ্য ক'রতে হয়। এই সময় রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বসন্ত' নাটক আমায় উৎসর্গ করেন। তাঁর এই আশীর্বাদ-মালা পেয়ে আমি জেলের সর্ব জ্বালা-যন্ত্রণা, অনশন-ক্লেশ ভুলে যাই। আমার মত নগণ্য তরুণ কবিতা-লেখককে কেন তিনি এত অনুগ্রহ ও আনন্দ দিয়েছিলেন, তিনিই জানেন। আমি কোনদিন জিজ্ঞাসা করি নি, তিনিও বলেন নি। আজ এই প্রথম মনে হ'ল, তাঁর দক্ষিণ হস্ত দিয়ে আমার "সুন্দরের" আশীর্বাদ এসেছিল জেলের যন্ত্রণা-ক্লেশ দূর করতে। তখন কিন্তু এ-কথা মনে হয় নি।

তখনো একথা ভাবতে পারি নি, এ লেখা আমার নয়, এ লেখা আমারি সুন্দরের, আমারি আত্মা-বিজড়িত আমার পরমাত্মীয়ের।

জেলে আমার সুন্দর শৃঙ্খলের কঠিন মালা পরিয়েছিল হাতে পায়ে, জেল থেকে বেরিয়ে এলেই আমার অন্তরতম সুন্দরকে সারা বাঙ্গালা দেশ দিয়েছিল ফুলের শৃঙ্খল, ভালোবাসার চন্দন, আত্মীয়তার আকুলতা। আট বৎসর ধ'রে বাঙ্গালা দেশের প্রায় প্রতি জেলায়, প্রতি মহকুমায়, ছোট বড় গ্রামে ভ্রমণ ক'রে দেশের স্বাধীনতার জন্য গান গে'য়ে, কখনো কখনো বক্তৃতা দিয়ে বেড়ালাম। এই প্রথম আমার মাতৃভূমি বাঙ্গালা দেশকে ভালোবাসলাম। মনে হ'ল এই আমার মা। তাঁর শ্যাম স্নিগ্ধ মমতায়, তাঁর গভীর স্নেহ-রসে, তাঁর উদার প্রশান্ত আকাশের কখনো ঘন, কখনো ফিরোজা নীলে আমার দেহ-মন-প্রাণ শান্ত উদার আনন্দ-ছন্দে ছন্দায়িত হ'য়ে উঠল। আমার অন্তরের সুন্দরের এই অপরূপ প্রকাশকে এই প্রথম দেখ্‌লাম প্রকাশ সুন্দররূপে, আমার জননী জন্মভূমিরূপে।

আমি সেদিনের ভারতের সর্ব শ্রেষ্ঠ নেতা ও নেত্রীর আহ্বানে বাঙ্গালা দেশ পরিক্রমণ ক'রেছি, আমি তরুণদের সাথে মিশেছি– বন্ধু ব'লে, আত্মার আত্মীয় মনে ক'রে। তা'রাও আমায় আলিঙ্গন ক'রেছে বন্ধু ব'লে, ভাই ব'লে– কিন্তু কোনোদিন আমার নেতা হবার লোভ হয় নি, আজও সে লোভ হয় না। আমার কেবলই মনে হ'ত, আমি মানুষকে ভালোবাসতে পেরেছি। জাতি-ধর্ম-ভেদ আমার কোনো দিনও ছিল না, আজও নেই। আমাকে কোন দিন তাই কোনো হিন্দু ঘৃণা করেন নি। ব্রাহ্মণেরাও ঘরে ডেকে আমাকে পাশে বসিয়ে খেয়েছেন ও খাইয়েছেন। এই আমি প্রথম আমার যৌবন-সুন্দর, প্রেম-সুন্দরকে দেখলাম।

তারপর আমার সুন্দর এলেন শোক-সুন্দর হয়ে। আমার পুত্র এল নিবিড় স্নেহ সুন্দর হ'য়ে। বাইরে মেঘের মত ছিল সে সুন্দর; মমতার মধু-মাধুরী, রস-সুরভি ভরা ছিল তার অন্তরে। সে আমাকে আত্মার মত ছড়িয়ে ধরল। যেখানে যেতাম, সে আমার সাথে যেত। আমার সাথেই খেলত, মান-অভিমান করতো। যে সুর শিখাতাম, সে সুর দু'বার শুনেই সে শিখে নিতো। তখন তার তিন বছর আট মাস বয়স। একদিন রাত্রে বলল, "বাবা, চাঁদের মধ্যে কে একটি ছেলে আমাকে বাঁশী বাজিয়ে ডাকছে।" হঠাৎ আমার দেহে মনে কি যেন বিষাদের, বিরহের, বেদনার ঢেউ দব'লে উঠলো। চোখের জলে বুক ভেসে গেল। সেই রাত্রে তার প্রবল জ্বর এল। ভীষণ বসন্ত-রোগে ভুগে' হাস্‌তে হাস্‌তে আনন্দধামের শিশু আনন্দধামে হ'লে গেল।

আমার সুন্দর পৃথিবীর আলো যেন এক নিমেষে নিভে গেল। আমার আনন্দ, কবিতা, হাসি, গান যেন কোথায় পালিয়ে গেল, আমার বিরহ, আমার বেদনা সইতে না পেরে। এই আমার শোক-সুন্দর!

এই আমার প্রশ্ন জাগল– কোন্ নিষ্ঠুর এই সৃষ্টি করে, কেন সে শিশু সুন্দরকে কেড়ে নেয়? এই শোকের মাঝে জেগে উঠল স্রষ্টার বিরুদ্ধে প্রগাঢ় অভিমান, সেই অভিমান ঘনীভূত হ'য়ে আমার সর্ব অস্তিত্বে দেখা দিল ভীষণ মৌন বিদ্রোহ হ'য়ে, বিপ্লব হ'য়ে। চারিদিকে কেবল ধ্বনি উঠতে

www.pathagar.com

লাগল, "সংহার কর! ধ্বংস কর! বিনাশ কর!" কিন্তু শক্তি কোথায় পাই? কোথায়, কোন্ পথে পাব সেই প্রলয়-সুন্দরের, সংহার-সুন্দরের দেখা? আমি বসে চিন্তা করতে লাগলাম। কোথা হ'তে একজন সাথী এসে বল্‌লেন– "ধ্যান কর, দেখতে পাবে।" আমি বললাম, "ধ্যান কি?" তিনি বললেন, "একমাত্র তাঁকে ডাকা ও তাঁর চিন্তা করা।" এই প্রথম এলেন আমার ধ্যান-সুন্দর! মাঝে মাঝে ভালো লাগত, মাঝে মাঝে লাগত না। মাঝে মাঝে ভ্রান্তি, মায়া আমাকে নানারূপ প্রলোভন দেখাতে লাগলো। তা'রা বলল, "আমরা তোমার প্রলয়-সুন্দরের প্রলয়-শক্তি; আমাদের সাথে পথ চল, তা' হ'লে স্রষ্টাকে দেখতে পাবে– তা' হ'লে আমাদের শক্তিতে সংহার ক'রতে পারবে।" আমার যে সহজ সাবলীল আনন্দ-চঞ্চলতা, যৌবনের মদির উন্মাদনা, গান, কবিতা ও সুরের রসমাধুরী ছিল, এদের সাথে পথ হ'লে যেন সব শুকিয়ে গেল।

আমি আমার প্রলয়-সুন্দরকে প্রাণপণে ডাকতে লাগলাম, "পথ দেখাও, তোমার পথ দেখাও।" কে যেন স্বপ্নে এসে বলল, "কোরান পড়, বেদান্ত পড়; ওতে যা লেখা আছে, তা প'ড়লে তোমার প্রলয়-সুন্দরকে– আমারও ঊর্ধ্বে তোমার পূর্ণতাকে দেখতে পাবে।" আমি নমস্কার ক'রে বললাম, "তুমিই কি আমার কবিতায়, লেখায় বিদ্রোহ হ'য়ে, বিপ্লবী-বাণী হ'য়ে আমার কল্পনায়, আমার চেতনায় প্রকাশিত হ'য়েছিলে?" তিনি আমায় বললেন, "হ্যাঁ, আমি তোমারই পূর্ব-চেতনা, প্রি-কনস্যাস্‌নেস্।" ইংরেজীতে ব'ললেন, বোধ হয়, আমি যদি পূর্ব-চেতনার অর্থ না বুঝি তাই। আমি বললাম, "আবার তোমার সাথে দেখা হবে?" তিনি বললেন, "আমি যে নিত্য তোমার মাঝে আছি; আমি যে তোমার বন্ধু।" তিনি চলে গেলেন। সুখ-স্বপ্ন ভেঙে গেল; কিন্তু শিরায় শিরায় অণু-পরমাণুতে সেই স্বপ্নের আনন্দ-অমৃতের শিহরণ সর্ব-অঙ্গে জড়িয়ে রইল প্রিয়ার পুষ্পমালার মত হ'য়ে।

গোপনে পড়তে লাগলাম, বেদান্ত, কোরান। আমার পৃথিবীর আকাশ যেন কোন বজ্রনাদে ও তড়িৎ-লেখার তলোয়ারে বিদীর্ণ হ'য়ে গেল। আমি যেন আরো, আরো ঊর্ধ্বে যেতে লাগলাম। দূর হ'তে দেখতে পেলাম অপরূপ স্বর্ণ-সুন্দর জ্যোতি:। এই আমার স্বর্ণ-জ্যোতি:-সুন্দরকে প্রথম দেখ্‌লাম।

সহসা যেন কোন্ করাল ভয়ঙ্কর শক্তি আমায় নীচের দিকে টানতে লাগল। বলতে লাগল, "তোমার মাতৃ ঋণ– তোমার স্বদেশের ঋণ শোধ না হ'তে কোথায় যাবে উন্মাদ?" আমি বললাম, "সাবধান! আমার মাঝে আমার প্রলয়-সুন্দর আছেন।" সেই ভয়ঙ্কর বিরুদ্ধ শক্তি প্রবলবেগে নিম্নপানে টানতে লাগল। বলল, "সেই প্রলয়- সুন্দর তোমার মত অজ্ঞানোন্মাদ নন; তোমার সেই পৃথিবীর ঋণ, ভারতের ঋণ, বাংলার ঋণ, মানবরূপী তোমার আত্মার আত্মীয়ের ঋণ সম্পূর্ণরূপে শোধ না ক'রে তুমি যেতে পারবে না।" আমি ব'ললাম, "তুমিই কি কোরানে লিখিত অভিশপ্ত শক্তি শয়তান!" সে হেসে বললে, "হ্যাঁ, চিনতে পেরেছ দেখে আনন্দিত হলাম। কোরানে কি পড় নাই, আমার ঋণ শোধ না ক'রে তুমি স্রষ্টার কাছে যেতে পারবে না, তাঁকে দেখতে পাবে না, আমার বাধাকে অতিক্রম ক'রে যেতে পারবে না।" অনুভব ক'রতে লাগলাম, আমার প্রলয়-সুন্দর আর যেন সাহায্য ক'রছেন না। মাটির মানুষ মাটিতে ফিরে এলাম। এই পৃথিবীর মাটির মায়া আমাকে মায়ের মত প্রগাঢ় আলিঙ্গনে বক্ষে ধরলেন, চুম্বন করতে লাগলেন, কাঁদতে লাগলেন। আমি বিদ্রোহ ক'রে এই বন্ধন ছিন্ন ক'রতে চাইলে সেই ভয়ঙ্কর শক্তি পৃথিবীর কোল থেকে কেড়ে নিয়ে ভীষণ প্রহার ক'রতে লাগলেন। আমার সহধর্মিনী অর্দ্ধাঙ্গিনী শক্তিকে অর্দ্ধ পঙ্গু ক'রে, শয্যাশায়ী ক'রে দিলেন। অর্থ কমিয়ে দিলেন, ভীষণ- ঋণ-দেনার রজ্জুবন্ধন ক'রে প্রহার ক'রতে লাগলেন।

www.pathagar.com

আমার পৃথিবী এসে আমাকে ধ'রে আমার জ্বালা জুড়িয়ে দিলেন। এমন সময় এলেন আমার না-দেখা বন্ধু। তিনি তাঁর বন্ধু আমার এক বিদ্রোহী বন্ধুর মারফতে আমায় অপরূপ চৈতন্য দিলেন। আমি আবার এই প্রথম ধরিত্রী-সুন্দর মাকে ভালোবাসলাম, জড়িয়ে ধ'রলাম। আমার সমস্ত জ্বালা যেন ধীরে ধীরে জুড়িয়ে যেতে লাগল। আমার অন্ধত্ব ঘুচে গেল। আমি আমার পৃথ্বী-মাতার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দিকে, বাঙ্গলার দিকে, ভারতের দিকে চেয়ে দেখালাম; দৈন্যে, দারিদ্র্যে, অভাবে, অসুরের পীড়নে তিনি জর্জরিতা হ'য়ে গেছেন; তাঁর মুখে চোখে আনন্দ নেই, দেহে শক্তি নেই, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দৈত্য-দানব-রাক্ষসের নির্যাতনে ক্ষত-বিক্ষত। আমি উচ্চৈস্বরে চীৎকার ক'রে ব'ললাম, "আমি ব্রহ্ম চাই, আল্লাহ্ চাই না, ভগবান চাই না। এই সব নামের কেউ যদি থাকেন, তিনি নিজে এসে দেখা দেবেন। আমার বিপুল কর্ম আছে, আমার অপার অসীম এই ধরিত্রী-মাতার ঋণ আছে। আমার বন্দিনী মাকে অসুরের অত্যাচার থেকে উদ্ধার ক'রে আবার পূর্ণাঙ্গী-সুন্দর আনন্দ-সুন্দর না করা পর্যন্ত আমার মুক্তি নেই, আমার শান্তি নেই।"

ভয়ঙ্কর শক্তি আনন্দে হেসে উঠলো। আমি বললাম, "ঐ তোমার অভিনয়!" সে বলল, "এই আমি প্রথম তোমার কাছে সত্যি ক'রে হাসলাম, অভিনয় করি নি।" হে'য়ে দেখি, আমার পানে চেয়ে পৃথিবীর ফুল আনন্দে ঝ'রে প'ড়ল। আমি মাটি থেকে তাকে বুকে তুলে ব'ললাম, "কেন তুমি ঝরলে?" ফুল বললে, "আমার মা লতাকে জিজ্ঞাসা কর, আমার রূপ-সুরভি মধুকে জিজ্ঞাসা কর। তুমি এই পৃথিবীর সুন্দর মানুষ, তোমার মাঝে আমার সুন্দর আছেন, সেই সুন্দরকে দেখে আমি আনন্দে ঝরে পড়লাম।" আমি ফুলকে চুম্বন ক'রলাম, অধরে বক্ষে কপোলে রেখে আদর ক'রলাম। ফুল বলল, "আমার সুন্দরকে পেয়েছি, আমার এই রূপ-রস-মধু-সুরভি নিয়ে তোমার মাঝে নিত্য হ'য়ে থাকব।" আমি এই প্রথম পুষ্পিত সুন্দরকে দেখ্‌লাম। এই রূপে চাঁদের আলো, সকাল সন্ধ্যার অরুণ কিরণ, ঘনশ্যাম-সুন্দর বনানী-তরঙ্গ-হিল্লোলিত ঝর্ণা-তটিনী, কুলহারা নীল-ঘন সাগর, দশদিক বিহারী সমীরণ আমায় জড়িয়ে ধরল। আমার সাথে মধুর ভাষায় বন্ধুর মত সখার মত কথা কইল। আমায় "আমার সুন্দর" ব'লে ডাকল।

সহসা এল ঊর্ধ্ব-গগনে বৈশাখী ঝড়, প্রগাঢ় নীল কৃষ্ণ মেঘ- মালাকে জড়িয়ে। ঘন ঘন গম্ভীর ডমরু-ধ্বনিতে, বহ্নি-বর্ণা দামিনী নাগিনীর ত্বরিত চঞ্চল সঞ্চরণে আমার বাহিরে অন্তরে যেন অপরূপ আনন্দ তরঙ্গায়িত হ'য়ে উঠল। সহসা আমার কণ্ঠে গান হ'য়ে, সুর হ'য়ে আবির্ভূত হ'ল– "এল রে প্রলয়ঙ্কর- সুন্দর বৈশাখী ঝড় মেঘ-মালা জড়ায়ে!" আমি সহজ ব্যাকুল কণ্ঠে চীৎকার ক'রে উঠলাম, "তুমি কে– কে?" মধুর, সহজ কণ্ঠে উত্তর এল, "তোমার প্রলয়-সুন্দর বন্ধু।"

আমি তখন বললাম, "তুমি তো আমায় ত্যাগ ক'রে চলে গিয়েছিলে, আবার কি জন্যে এলে?" সে আমার আত্মাকে জড়িয়ে ধরে বলল, "তুমি স্রষ্টাকে সংহার করে, তোমার মাকে সংহার ক'রতে, মাতৃহত্যা করতে চেয়েছিলে, আত্ম-সংহার ক'রতে চেয়েছিলে। তাই আমি তোমার দুধারী তলোয়ার কেড়ে নিয়ে অভিমানে ফিরে গেছি। তোমার চৈতন্য ফিরে এসেছে, তোমার মাঝেই তোমার স্রষ্টাকে দেখতে পাবে আজ– সৃষ্টিতে, পৃথিবীতে, আকাশে, বাতাসে, রস-ভরা ফলে, সুরভিত ফুলে, স্নিগ্ধ মৃত্তিকায়, শীতল জলে, সুখদায়ী সমীরণে, তোমার সৃষ্টি সুন্দরকে প্রকাশ-স্বরূপে দেখেছ। তোমার না-দেখা পরম প্রিয়তম, পরম বন্ধুকে পেতে, বিপুল অসহ তৃষ্ণা, স্বপ্ন, সাধ, কল্পনা, বাধা-না-মানা বেগ-সহ অসীমের পানে প্রবল প্রবাহ নিয়ে উজান গতিতে ঊর্ধ্বের পানে চলেছিলে; আজ সেই পরম পূর্ণতার, পরম শান্তির, পরম মুক্তির আনন্দবাণী নিয়ে আমি তোমার কাছে এসেছি তোমার বন্ধু হ'য়ে। এই পৃথিবীতেই তাঁর সঙ্গে তোমার অপরূপ পূর্ণ মিলন হবে। তার আগে তোমাকে এই অসুন্দর পৃথিবীকে সুন্দর করতে হবে; সর্ব অসাম্য, ভেদ দূর করতে হবে। মানুষ যে তাঁর সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ, পৃথিবীতে তা তোমাকে

www.pathagar.com

প্রমাণ ক'রতে হবে। তারপর হবে তোমার সুন্দরের সাথে পরম বিলাস, পরম বিহার।"

শুনে আমি অপরূপ আনন্দে মাভৈ: ধ্বনি ক'রে বললাম, "তবে দাও বন্ধু আমায় দুধারী তলোয়ার, দাও আমায় তোমার বিপ্লবের বিষাণ-শিঙ্গা, দাও আমায় অসুর-দৈত্য-সংহারী ত্রিশূল ডমরু-ধ্বনি। দাও আমায় ঝঞ্ঝার জটিল জটা, দাও আমায় বাঙ্গলার সুন্দরবনের বাঘাম্বর। দাও ললাটে প্রদীপ্ত বহ্নিশিখা, দাও আমার জটাজুটে শিশু শশীর স্নিগ্ধ হাসি। দাও আমায় তৃতীয় নয়ন, দাও সেই তৃতীয় নয়নে অসুর-দানব-সংহারের শক্তি। দাও আমার কণ্ঠে এই পৃথিবীর বিষ, করো আমায় বিষ-সুন্দর নীলকণ্ঠ। দাও আমায় দামিনী-তড়িতের কণ্ঠ-মালা। দাও আমার চরণে নটরাজের বিষম তালের নৃত্যায়িত ছন্দ।'

বন্ধু হেসে বললেন, "সব পাবে তোমার অপ্রাপ্য কিছুই নেই! আর কিছুদিন দেরী আছে। তুমি অভিমান ক'রে বিদ্রোহ ক'রে নিজের কি ক্ষতি করেছ, নিজে কি কখনো চেয়ে দেখেছ? তুমি অরণ্য-কণ্টক-কর্দমাক্ত পথে নিজের সর্বাঙ্গকে ক্ষত-বিক্ষত শক্তিহীন ক'রে ফেলেছ। তোমার এইসব অপূর্ণতা পূর্ণ হোক, তখন তোমার প্রলয়-সুন্দর তোমার সর্বদেহে আবির্ভূত হবেন। তোমার সুন্দরকে তুমি লতার মত জড়িয়ে ধ'রবে, তাঁর না- শোনা বাণী তোমার লেখায় ফুলের মত ঝরে পড়বে।" আমি বললাম, "তথাস্তু!" প্রলয়-সুন্দর ব'লেন, "সাধু! সাধু! তথাস্তু।"

দৈনিক 'নবযুগ'

১৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৯

আত্ম-জৈবনিক নিবন্ধ "আমার সুন্দর"- এর শেষাংশ মূলত আধ্যাত্মিক। নিবন্ধটি আবদুল কাদির সম্পাদিত "নজরুল রচনা সম্ভার"-এর দ্বিতীয় সংস্করণে আছে। হিন্দু ও মুসলিম, এই দুই ভিন্নধমকফ সংস্কৃতির সহাবস্থান কিংবা সমঝোতা যে নজরুল জীবনে যথেষ্ট গভীরভাবেই হ'য়েছিল, সেটা এ নিবন্ধে বেশ দেখা যায়। তবে মুশকিল এই যে, কোরআন শরীফের পাশে বেদান্তকে, কিংবা বেদান্তের পাশে কোরআন শরীফকে দেখতে উভয় সম্প্রদায়ের কোনোটিই আজো প্রস্তুত নয়। পুত্র বিয়োগে শোকাতুর নজরুলকে লালগোলার বরদাচরণ মজুমদার যে ভুল পথে ঠেলে দিয়েছিলেন, সে উল্লেখ এবং তাঁর মধ্য দিয়ে একমেবাদ্বিতীয়ম আল্লাহর সার্বিক অভিপ্রকাশের কথাও এ নিবন্ধে আছে।

আমার লীগ কংগ্রেস

পূর্বে উদ্ধৃত "আজ চাই কী" নিবন্ধটি "আমার সুন্দর"– এর পরেও প্রকাশিত হ'তে পারে। "আজ চাই কী" শীর্ষক নিবন্ধের মতোই নবযুগের কোনো এক সংখ্যায় কোনো এক তারিখে প্রকাশিত হয় "আমার লীগ কংগ্রেস।" ঢাকার নজরুল একাডেমী পত্রিকার চতুর্থ বর্ষ: বিশেষ বার্ষিক সংখ্যা: ১৩৮১ থেকে উদ্ধৃত কবির নিবন্ধ :

আমার লীগ কংগ্রেস

কাজী নজরুল ইস্‌লাম

আমার স্বধমকফ কোন কোন ভাই বা তাঁদের কাগজে প্রচার করছেন– আমি নাকি মুসলিম লীগ বিদ্বেষী। বিদ্বেষ আমার ধর্ম বিরুদ্ধ। আমার আল্লাহ্ নিত্য-পূর্ণ-পরম-অভেদ, নিত্য পরম-প্রেমময়, নিত্য সর্ব দ্বন্দ্বাতীত। কোন ধর্ম, কোন জাতি বা মানবের প্রতি বিদ্বেষ আমার ধর্মে নাই, কর্মে নাই, মর্মে নাই। মানুষের বিচারকে আমি স্বীকারও করি না, ভয়ও করি না। আমি শুধু একমাত্র পরম বিচারক আল্লাহ্ ও তাঁর বিচারকেই মানি। তবু যাঁরা ভ্রান্ত ধারণা বা বিদ্বেষবশত: আমার এই নিন্দাবাদ্ করছেন তাঁদের ও আমার প্রিয় মুসলিম জনগণের অবগতির

www.pathagar.com

জন্য আমার সত্য অভিমত নিবেদন করছি।

আমি "নবযুগে" যোগদান করেছি, শুধু ভারতে নয়, জগতে নবযুগ আনার জন্য। এ আমার অহঙ্কার নয়, এ আমার সাধ, এ আমার সাধনা। এ বিদ্বেষ-কলহ-কলঙ্কিত, প্রেমহীন, ক্ষমাহীন অসুন্দর পৃথিবীকে সুন্দর ক'রতে, শান্তিতে প্রতিষ্ঠিত করতে– আল্লাহ্‌র বান্দারূপেই কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হ'য়েছি। "ইসলাম" ধর্ম এসেছে পৃথিবীতে পূর্ণ শান্তি সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে– কোরান মজীদে এই মহাবাণীই উত্থিত হ'য়েছে। --- এক আল্লাহ্‌ ছাড়া আমার কেউ প্রভু নাই। তাঁর আদেশ পালন করাই আমার একমাত্র মানব-ধর্ম। আমি যদি আমার অতীত জীবনে কোনো "কুফর" বা "গুনাহ্‌" ক'রে থাকি, তার শাস্তি আমি আমার প্রভু আল্লাহ্‌র কাছ থেকে নেবো, তার শাস্তি কোনো মানুষের দেওয়ার অধিকার নাই। আল্লাহ্‌ লা-শরকী, একমেবাদ্বিতীয়ম। কে সেখানে "দ্বিতীয়" আছে যে আমার বিচার করবে? কাজেই কারও নিন্দাবাদ বা বিচারকে আমি ভয় করি না! আল্লাহ্‌ আমার প্রভু, রসুলের আমি উম্মত, আল্‌-কোরান আমার পথ-পদর্শক।

এ ছাড়া আমার কেহ প্রভু নাই, শাফায়ত দাতা নাই, মুর্শীদ নাই। আমার আল্লাহ্‌ "আল্‌-ফাদালীল্‌ আজিম"– পরমদাতা। তিনিই আমাকে জাতির কাছ থেকে, কৌমের কাছ থেকে, কোন দান নিতে দেন নি। যে দক্ষিণ হাত তুলে কেবল তাঁর কৃপা ভিক্ষা করেছি তাঁর দাক্ষিণ্য ছাড়া কারুর দানে সে হাত কলঙ্কিত হয় নি। আজ তিনিই এই পথভ্রষ্ট, অন্ধ, আশ্রয় ভিক্ষুকের হাত ধ'রে একমাত্র তাঁর পথে নিয়ে যাচ্ছেন। আমি আমার ক্ষমা-সুন্দর আল্লাহ্‌র পূর্ণ ক্ষমা পেয়েছি, সত্য পথের সন্ধান পেয়েছি। তাঁর বান্দা হবার অধিকার পেয়েছি। আমার আজ আর কোনো অভাব নাই, চাওয়া নাই, পাওয়া নাই।

আমার কবিতা আমার শক্তি নয়; আল্লাহ্‌র দেওয়া শক্তি – আমি উপলক্ষ্য মাত্র! বীণার বেণুতে সুর বাজে কিন্তু বাজান যে-গুণী, সমস্ত প্রশংসা তাঁরই। আমার কবিতা যাঁরা পড়েছেন, তাঁরাই সাক্ষী: আমি মুসলিমকে সংঘবদ্ধ করার জন্য তাদের জড়ত্ব; আলস্য, কর্মবিমুখতা, ক্লৈব্য, অবিশ্বাস দূর করার জন্য আজীবন চেষ্টা করেছি। বাঙলার মুসলমানকে শির উঁচু ক'রে দাঁড়াবার জন্য– যে শির এক আল্লাহ্‌ ছাড়া কোনো সম্রাটের কাছেও নত হয় নি– আল্লাহ্‌ যতটুকু শক্তি দিয়েছেন তাই দিয়ে বলেছি লিখেছি ও নিজের জীবন দিয়েও তার সাধনা ক'রেছি। আমার কাব্য শক্তিকে তথাকথিত 'খাটো' করেও গ্রামোফোন রেকর্ডে শত শত ইস্‌লামী গান রেকর্ড ক'রে নিরক্ষর তিন কোটি মুসলমানের ঈমান অটুট রাখারই চেষ্টা ক'রেছি। আমি এর প্রতিদানে সমাজের কাছে জাতির কাছে কিছু চাই নি। এ আমার আল্লাহ্‌র হুকুম, আমি তাঁর হুকুম পালন করেছি মাত্র। আজও আমি একমাত্র তাঁরই হুকুম বর্দাররূপে কর্মক্ষেত্রে অবতরণ করেছি– আমার দীর্ঘ দিনের গোপন তীর্থযাত্রার পর।

আমি আজ জিজ্ঞাসা করি: আমি লীগের মেম্বার নই ব'লে কি কোনো লীগ-কমকফ বা নেতার চেয়ে কম কাজ ক'রেছি? আজও "নবযুগে" এসেছি শুধু মুসলমানকে সঙ্ঘবদ্ধ করতে– তাদের প্রবল ক'রে তুলতে– তাদের আবার "মার্টায়ার"– শহীদী সেনা করতে। বাঙলার মুসলমান বাঙলার অর্ধেক অঙ্গ। কিন্তু এই অঙ্গ আলস্য জড়তায় পঙ্গু। এই অঙ্গকে প্রবল না ক'রলে বাঙলা কখনো পূর্ণাঙ্গ হবে না। বাঙলার এই ছত্রভঙ্গ ছিন্নদল মুসলমানদের আবার এক আকাশের ছত্রতলে, এক ঈদগাহের ময়দানে সমবেত করার জন্যই আমি চিরদিন আজান দিয়ে এসেছি। "নবযুগে" এসেও সেই কথা বলেছি ও লিখেছি। এই "নবযুগে" আসার আগে বাঙলার মুসলমান নেতায় নেতায় যে ন্যাতা টানাটানির ব্যাপার চলেছিল– সেই গ্লানিকর বিদ্বেষ ও কলহকে দূর করতেই আমি লেখনী ও তলোয়ার নিয়ে, আমার অনুগত নির্ভকী, দুর্জয়, মৃত্যুঞ্জয়ী

www.pathagar.com

"নৌ-জোয়ানদের" নিয়ে–ভাই-এ ভাই-এ পূর্ণ প্রচেষ্টা চালাতে এসেছি। আমি কোনো ব্যক্তিকে সাহায্য করতে আসি নি। আল্লাহ্ জানেন, আর জানেন– যাঁরা আমার সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত তাঁরা– আমি কোনো প্রলোভন নিয়ে এই কলহের কুরুক্ষেত্রে যোগদান করি নি। "লীগ" কেন, "কংগ্রেস"-কেও আমি কোনদিন স্বীকার করিনি। আমার "ধুমকেতু" পত্রিকা তার প্রমাণ। মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে কোনো দিন কিছু লিখিনি– কিন্তু তার নেতাদের বিরুদ্ধে লিখেছি। যে কোনো আন্দোলনেরই হোক, নেতারা যদি পূর্ণ নির্লোভ, নিরহঙ্কার ও নির্ভয় না হন, সে– আন্দোলনকে একদিন না একদিন ব্যর্থ হতেই হবে।

লীগের আন্দোলন যেমন "গদাই লস্করী" চালে চলছিল তাতে আমি আমার অন্তরে কোনো বিপুল সম্ভাবনার আশার আলোক দেখতে পাই নি। ..... আমি "লীগ" "কংগ্রেস" কিছুই মানি না, মানি শুধু সত্যকে, মানি সার্বজনীন ভ্রাতৃত্বকে, মানি সর্বজনগণের মুক্তিকে। এক দেশের সৈন্যদল অন্যদেশ জয় করতে যায় বরং তাদেরও স্বীকার করি– কিন্তু স্বীকার করি না ভীরুর আস্ফালনকে, জেল-কয়েদীদের মারামারিকে। এক খুঁটিতে বাঁধা রামছাগল, এক খুঁটিতে বাঁধা খোদার খাসি, কারুর গলার বাঁধন টুটল না, কেউ খুঁটি মুক্ত হ'ল না, অথচ তারা তালঠুকে এ ওঁকে ঘুস মারে! দেশে হাসি পায়!

মুসলমানের জন্য আমার দান কোনো নেতার চেয়ে কম নয়; যেসব মুসলমান যুবক আজ নবজীবনের সাড়া পেয়ে দেশের জাতির কল্যাণের সাহায্য করছে তাদের প্রায় সকলেই অনুপ্রেরণা পেয়েছে এই ভিক্ষুকের ভিক্ষা-ঝুলি থেকে।

আল্লাহ্র সৃষ্টি এই পৃথিবী আজ অসুন্দরে, নির্যাতনে, বিদ্বেষে পূর্ণ হ'য়ে উঠেছে। মানুষ আল্লাহ্র খলিফ অর্থাৎ প্রতিনিধি– 'ভাইসরয়।' মানুষ আল্লাহ্র শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। মানুষ চেষ্টা ক'রলে সমস্ত ফেরেশ্তাকেও বশ্যতা স্বীকার করাতে পারে, ত্রি-লোকের বাদশাহী পেতে পারে– এ আল্লাহ্র নির্দেশ। মানুষ মাত্রেই আল্লাহ্র সৈনিক। অসুন্দর পৃথিবীকে সুন্দর করতে সর্ব নির্যাতন, সর্ব অশান্তি থেকে পৃথিবীকে মুক্ত করতে মানুষের জন্ম। আমি সেই কথাই আজীবন ব'লে যাব, লিখে যাব; এই জগতের মৃত্তিকা, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশকে আবার পূর্ণ শুদ্ধ পূর্ণ নির্মল করব– এই আমার সাধনা। পূর্ণ চৈতন্যময় হবে আল্লাহ্র সৃষ্টি, এই আমার সাধ। পূর্ণ আনন্দময়, পূর্ণ শান্তিময় হবে এ পৃথিবী– এ আমার বিশ্বাস। এ বিশ্বাস আল্লাহ্তে বিশ্বাসের মতোই অটল! "ফিরদৌস আলা" – পূর্ণ আনন্দধাম থেকে আমরা এসেছি। পৃথিবীতে সেই আনন্দধামেরই প্রতিষ্ঠা করব– এই আমাদের তপস্যা। এই পৃথিবীর রাজরাজেশ্বর একমাত্র আল্লাহ্। যারা এই পৃথিবীতে নিজেদের রাজত্বের দাবী করে তারা শয়তান। সে শয়তানের সংহার করে আমরা আল্লাহ্র রাজত্বের প্রতিষ্ঠা ক'রব। যে মুসলমানের ক্ষাত্রশক্তি নাই, সে মুসলমান নয়। যে ভীরু সে মুসলমান নয়। এই ভীরুতা, এই তামসিকতা, এই অপৌরুষকে দূর করাই আমার লীগ, আমার কংগ্রেস। এ ছাড়া আমার অন্য লীগ-কংগ্রেস নাই।"

ঢাকার নজরুল একাডেমী পত্রিকা উপরোক্ত সম্পাদকীয়টি মীজানুর রহমানের সৌজন্যে পেয়েছেন। তবে এই মূল্যবান সম্পাদকীয়টি প্রকাশের তারিখ এবং সংখ্যার উল্লেখ কেন সম্ভব হ'লো না, সে খবরটি থাক্লে ভালো হ'তো। এ কাজটি "নজরুল রচনা সম্ভার" এবং "নজরুল রচনাবলী"তে আবদুল কাদির সাহেবও করেন নি। "হক সাহেবের হাসির গল্প" ঠিক এ ভাবেই "নজরুল রচনা-সম্ভারঃ দ্বিতীয় খন্ড"-এ অন্তর্ভুক্ত করার সময় দায়িত্বটি 'হরফ প্রকাশনী'ও পালন করেন নি। "শেষ সওগাত"-এ এই গাফিলতিটি একান্তই বেনিয়া বুদ্ধির পরিচায়ক হ'য়েছে। "নবযুগ"-এ প্রকাশিত কবিতাগুলোকেও তাঁরা বেমালুম "অপ্রকাশিত কবিতা" ব'লে চালিয়ে

www.pathagar.com

দিতেও কসুর করেন নি। "ভূমিকা"-য় কবির সুহৃদ-প্রতিম শ্রী প্রেমেন্দ মিত্রও যা প্রকাশিত হ'য়েছিল তা অপ্রকাশিত ব'লে চালিয়ে দেওয়ার এ কাজটি অক্লেশে ক'রেছেন। ২৫ বৈশাখ ১৩৬৫-তে গ্রন্থটি প্রকাশ ক'রেছেন ঃ শ্রী জিতেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায় বি.এ., ইন্ডিয়ান য়্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ, ৯৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭।

আবদুল কাদির সম্পাদিত "নজরুল রচনা-সম্ভার" এবং "নজরুল রচনাবলী"-র চতুর্থ খন্ডে এমন আরো কতকগুলো কবিতা আছে যেগুলো স্পষ্টতই নবযুগের কোনো কোনো সংখ্যায় প্রকাশিত হ'য়েছিল; অথচ সম্পাদক প্রকাশ তারিখ, সংখ্যা ইত্যাদি উল্লেখ করেন নি বা উল্লেখ না করার কারণ জানান নি। সে সব কবিতায় ঋজু ভঙ্গিতে কবি আর্থ-সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও রাজনেতিক বিষয়াদি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় কিছু কড়া কথা লিখেছেন। এগুলো কারো কারো কাছে অসহ্য বোধ হওয়া অস্বাভাবিক নয়। "শেষ সওগাত" যাঁরা প্রকাশ ক'রেছেন তাঁরা অবশ্যই জানতেন যে, কবিতাগুলি কোথা থেকে তাঁরা সংগ্রহ ক'রেছেন। কিন্তু তাঁরা সেটা যে কোনো কারণেই হোক, জানান নি। কবি- সম্পাদক নজরুল 'নবযুগ' এবং শেষ পর্যায় সম্পর্কে অনেক অজানা তথ্যই তাঁরা সরবরাহ করতে পারতেন। নবযুগের যে সব সংখ্যা আমি দেখেছি, সেগুলোর তারিখ এবং সংখ্যা বিশদ উল্লেখ ক'রেছি। এবং বিভিন্ন তারিখের লেখা ও ঘটনাবলী পর পর সাজিয়ে দিয়েছি। তারিখগুলো লক্ষ্য ক'রে অন্তত এটুকু বোঝা কঠিন নয় যে, "নবযুগ"-এর অধিকাংশ সংখ্যারই হদিশ মিলছে না। এ কাগজে কবির অনেক লেখার কথাও অজানা থেকে গেলো। মুসলিম লীগ সম্পর্কে কবির দৃষ্টিভঙ্গীর কথা "আমার লীগ কংগ্রেস"-এ মিলবে। বোঝা যায়, আর্থ-সাংস্কৃতিক কর্মসূচীর ক্ষেত্রে, এই উভয় রাজনৈতিক সংগঠনের সমঝোতা হ'লে কবি খুশী হতেন। পারিবারিক সম্পর্কের সূত্রেও উভয় সম্প্রদায়ের প্রতি কবির একটা দায়িত্ববোধ ছিলো। তদুপরি সামগ্রিকভাবে আর্থ-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও মুসলমানরা সব সময়ই অনেক বেশী আপোষকামী ও সহনশীল। তবে এই আর্থ-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অমুসলিমদের আপোষবিমুখতা, দলন ও আগ্রাসনের বিরুদ্ধে কোনো কোনো মুসলিম বুদ্ধিজীবী প্রতিবাদ না জানিয়ে পারেন নি। নজরুল অবশ্য ঠিক সে ভাবে কোনো আপত্তি প্রকাশ করেন নি। এর পেছনে সম্ভবতঃ আছে তাঁর পারিবারিক সম্পর্ক এবং নানান প্রয়োজনে অমুসলিমদের সঙ্গে তাঁর অবাধ মেলামেশার ব্যাপারটি। ঠিক এই প্রেক্ষিতে হিন্দু সমাজের যে দাবী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পূরণ ক'রেছেন, সে দাবী নজরুল মেটান নি। তাই এ বিষয়ে মুসলমান সমাজের অভিযোগটা খুব অমূলক নয়। বঞ্চিত মুসলমান সমাজ নজরুলকে তাদের মুখপাত্র হিসাবে দেখতে চেয়েছিলেন। প্রিন্সিপাল ইব্রাহীম খাঁর মতো বিশিষ্ট মুসলিম চিন্তাবিদরা সেকথা স্পষ্টতঃই জানিয়েছিলেন। নজরুল সে দাবী পূরণ ক'রতে গেলে হিন্দু সমাজ থেকে অনেকখানি বিচ্ছিন্ন হ'য়ে প'ড়তেন। বিশেষভাবে সঙ্গীতের জগতে তাঁর কাজ-কর্ম অত্যন্ত বাহত হ'তো। হিন্দু সমাজ তাদের অনুষ্ঠানসর্বস্ব ধর্ম, ছুঁৎমার্গ এবং প্রতিষ্ঠিত আর্থ-সাংস্কৃতিক স্বার্থের কারণে এমনিতেই যখন মুসলমানদের সম্পর্কে উন্নাসিক, এই পরিস্থিতিতে নজরুল পৃথকভাবে তাঁর সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব রক্ষার কথা ব'ললে হিন্দু সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পড়তেন। মনে রাখা দরকার যে, আপত্তিকর অনেক কিছু থাকলেও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পর্কে মুসলমান সমাজের অনেকেই যে অপরিসীম সহনশীল দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন, কীর্তন-শ্যামাসঙ্গীত ইত্যাদি লিখেও নজরুল সামগ্রিকভাবে হিন্দু সমাজের কাছ থেকে সে উদারতা, দাবীদার হওয়া সত্ত্বেও পান নি। নগ্ন সত্যের আর একটা ভয়ঙ্কর দিকও আছে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসনামল থেকে মুসলমান সমাজের অধঃপতন এবং হীনমন্যতা এমন একটা চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে যে,

www.pathagar.com

হিন্দু সাহিত্য মহারথীদের কেউ কেউ নজরুল সাহিত্য সম্পর্কে প্রশংসা বাক্য উচ্চারণ না ক'রলে নজরুল বর্তমান মুসলমান সমাজে পুরোপুরি অপাঙ্‌ক্তেয় হ'য়ে থাকতেন। এই মগজবিহীন সমাজের চাহিদাপূরণ যথার্থই এক কঠিন কাজ। মনে রাখতে হবে যে, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসনামল থেকে ন্যুব্জ মুসলমান সমাজ চরম হীনমন্যতায় ধুঁকছে। আজো ঢাকা বিশ্বদ্যিালয়ের কোনো অধ্যাপক এবং সেখানকার সাহিত্যিকদের কোনো গ্রন্থ সম্পর্কে কলকাতার কোনো কাগজে কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা হ'লেও তা তাঁরা তাঁদের দেশের সবাইকে দেখিয়ে ইজ্জত কুড়াতে তৎপর হন। এই হীনম্যনতা কিন্তু পশ্চিম বঙ্গের অমুসলিম অধ্যাপক এবং সাহিত্যিকদের নেই। হিন্দু সমাজে নজরুলের কদর না হ'লে মুসলমানরা তাঁকে চিনতেন না। মুসলমান সমাজের পরস্পর বিরোধী মানসিকতার এ এক দুঃসহ দুঃখজনক ও মর্মান্তিক দিক।

হিন্দু মুসলিম ঐক্য সম্মেলন

৫ আষাঢ় ১৩৪৯ ঃ ৫ জমাদিয়স সানি ১৩৬১ ঃ ২০ জুন ১৯৪২ তারিখ শনিবার মুসলিম লীগকে বাদ দিয়ে কলকাতা টাউন হল-এ অনুষ্ঠিত হিন্দু-মুসলিম ঐক্য সম্মেলনে শরকী হন কংগ্রেস, হিন্দু মহাসভা, কৃষক প্রজা সমিতি, লিবারল ফেডারেশন এবং ফজলুল হক পরিকল্পিত প্রগ্রেসিড মুসলিম লীগ। নিখিল ভারত মুসলিম লীগকে বাদ দিয়ে আর্থ-সাংস্কৃতিক কর্মসূচী বিবর্জিত এই হিন্দু মুসলিম ঐক্য সম্মেলনের উদ্যোগ স্পষ্টতঃই রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত। কংগ্রেস এবং হিন্দু মহাসভা এ সময় মুসলিম লীগের সঙ্গে আলোচনা এড়িয়ে যেতে চেয়েছেন। এর অন্যতম কারণ ঃ অবদমিত ও পিছিয়ে পড়া মুসলমান সম্প্রদায়িক অবিচারের বিরুদ্ধে মুসলিম লীগের আর্থ-সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কর্মসূচীকে উল্টো তাঁরাই সাম্প্রদায়িক ব'লে প্রচার ক'রতেন এবং মুসলিম লীগ মুসলমানদের প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন নয়, এই ভিত্তিহীন অজুহাত দেখিয়ে এড়িয়ে যেতেন।

মুসলমানদের প্রকৃত প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন ব'লে অভিহিত ক'রে তাঁরা অনুল্লেখ্য দু'একটি তাঁবেদার সংগঠনের নাম ক'রতেন। যেমন, কংগ্রেস পন্থী আহ্‌রার পার্টি, জমিয়তে ওলামা, ইত্যাদি। উপলব্ধিহীন এই গায়ের জোরের কৌশল কখনোই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সহায়ক হ'তে পারে না। প্রসঙ্গত স্মরণ থাকা দরকার যে, মুসলিম লীগের কোনো কোনো নেতার বিরুদ্ধে মুসলমানদের যে অভিযোগই থাকুক না কেন, মুসলিম লীগের একটি সুস্পষ্ট আর্থ-সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কর্মসূচী ছিলো। মুসলিম লীগ এই কর্মসূচী নিয়েই কংগ্রেসের সঙ্গে আলোচনায় বসতে চেয়েছিলেন। অতএব এ বিষয়ে কংগ্রেসের তরফে আপত্তির কোনো সঙ্গত কারণ থাকার কথা নয়।

কংগ্রেসের তরফে অমুসলিমদের প্রতিষ্ঠিত আর্থ-সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থ বহাল রাখার কৌশল কিংবা সঙ্কল্পই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অন্তরায় হ'য়েছিলো। কালক্রমে মওলানা ফজলুল হাসন হসরৎ মোহানী, মওলানা শওকৎ আলী, মওলানা মোহাম্মদ আলী, মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, সইফুদ্দিন কিচলিউ প্রমুখ শীর্ষ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ যে কংগ্রেস ছেড়ে মুসলিম লীগে যোগ দিয়েছিলেন তা প্রতিবেশী হিন্দু সম্প্রদায়ের অনুদার ও আপোষহীন মনোভাবের কারণেই। মুসলমানদের অস্তিত্ব রক্ষার কথা কংগ্রেস ভাবতে রাজী হয় নি।

বঙ্গীয় মহিলা সমিতি

১৬ আষাঢ় ১৩৪৯ ঃ ১৬ জমাদিয়সসানি ১৩৬১ ঃ ১ জুলাই ১৯৪২ তারিখ বুধবার কলকাতার ১০৫ সি পার্ক স্ট্রীটে ঢাকার বেগমের বাসায় সরলা দেবী চৌধুরাণীর সভাপতিত্বে বঙ্গীয় মহিলা

www.pathagar.com

সমিতির অধিবেশনে আর্থ-সাংস্কৃতিক কর্মসূচী-বিবর্জিত সাম্প্রদায়িক ঐক্যের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। খবরটা ৬ জুলাই ১৯৪২ তারিখ সোমবার অমৃতবাজার পত্রিকায় এইভাবে প্রকাশিত হ'য়েছে ঃ

COMMUNAL UNITY

DECISION AT BENGAL WOMEN'S COMMITTEE

At a meeting of the Bengal Women's Committee held at the residence of the Begum of Dacca at 105C Park Street, Calcutta, on the 1st July, Mrs. Sarala Devi Chaudhurani presiding, it was decided (1) to open on office of the Union for the present at 105C, Park Street, Calcutta, (2) to open a Branch Office at Dacca by the combined efforts of the Begum Saheba of Dacca and Mrs. Sarojini Biswas, (3) to establish sub Committees in which towns and villages where communal disunion has already broken out and organize permanent branches of the Union therein. It was also decided :- (4) to enlist members of the union and do propaganda work by literature and otherwise. (5) It was further decided to work in coordination with all women's organizations. Keeping the objecl of communal unity in view and (6) to fix the rate of membership subscription at /1+monthly for ordinary working poorer class members and annas +4+monthly for general members and to raise public donation .

বঙ্গীয় মহিলা সমিতির অস্থায়ী সদর দফতর কলকাতায় ১০৫ সি, পার্ক স্ট্রীটে ঢাকার বেগম সাহেবার বাড়ীতেই প্রতিষ্ঠা করা হ'লো। ঢাকার বেগম সাহেরা এবং মিসেস সরোজিনী বিশ্বাসের যৌথ উদ্যোগে ঢাকায় একটা শাখা অফিস খোলার সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়। সাম্প্রদায়িক বিচ্ছেদ ঘটে গেছে এমন শহর ও গ্রামগুলোতে স্থায়ী শাখা অফিস প্রতিষ্ঠা এবং উপ-সমিতি গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হ'য়েছে। অন্যান্য মহিলা সংগঠনের সঙ্গে সহযোগিতা ক'রে কাজ করা, প্রচার পত্রাদি বিলি বন্টনের বন্দোবস্ত করা, ইত্যাকার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সাধারণ খেটে খাওয়া গরীব সদস্যদের জন্য মাসিক চাঁদা এক টাকা এবং সাধারণ সদস্যদের জন্য মাসিক চাঁদা চার আনা ধার্য হয়। গণ চাঁদা সংগ্রহ ক'রে তহবিল গঠনের সিদ্ধান্তও নেওয়া হ'য়েছে। কিন্তু চাকরী সংরক্ষণ, ইতিহাস বিকৃতি রোধ, মুসলিম মনীষীদের জীবনী এবং মুসলিম সাহিত্যিকদের লেখা পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা, পত্র পত্রিকায় সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ প্রচারের অবসান ঘটানো, ইত্যাকার আর্থ-সাংস্কৃতিক কর্মসূচীর অভাবে সে উদ্যোগ বিত্তশালী রমণী ও বুদ্ধিজীবী মহিলাদের বৈঠকখানার চৌহদ্দি পেরিয়েছিলো কিনা তা বলা মুস্কিল। এ ধরণের উদ্যোগ কলকাতার বুদ্ধিজীবী মহিলাদের কাছে এখনও ফ্যাশান বটে! বস্তুত সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জন্য প্রয়োজন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ও দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের হিন্দু মুসলিম প্যাক্টের অনুরূপ একটা কিছু। সেটা পুনরুজ্জীবনের সাহস কিংবা সদিচ্ছা যাঁদের থাকে না, তাঁদের আন্তরিকতা সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ থেকেই যায়। যে-কোনো ইমারতের জন্য একটা ভিত প্রয়োজন হয়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর আমল থেকে সেটা নষ্ট হওয়ার ফলেই সাতচল্লিশে দেশ ভেঙেছে।

www.pathagar.com

প্রগ্রেসিভ মুসলিম লীগ

ইতোপূর্বে প্রগ্রেসিভ মুসলিম লীগ নাম দিয়ে ফজলুল হক যে একটা আলাদা মুসলিম লীগ গঠনের আবেদন প্রচার ক'রেছিলেন, বাঙলায় সেটা তেমন সাড়া জাগাতে সক্ষম হয় নি ব'লে ২৬ জুন তারিখের হিতবাদীর এক প্রতিবেদনে জানা যায়। নাটোরের উপনির্বাচনে সরকারী তরফের প্রার্থী মুসলিম লীগ প্রাথকফর কাছে বিপুল ভোটে পরাজিত হ'লেন। ১ জুলাই ১৯৪২ তারিখ বুধবার "স্টার অব্ ইন্ডিয়া"র চতুর্থ পৃষ্ঠায় খবর ঃ

"Mr Fazlul Huque's League

The Hitavada of june 26, writes :-

"The Hon'ble Mr. Fazlul Huq has issued an appeal to Muslim leaders appealing for the formation of a separate Progressive Muslim League. We have gone through the appeal carefully and we find nothing to justify the term "Progressive" for the organization. The appeal is concerned largely with the plight of the Fazlul Huq who feels that the propaganda of his enemies has damaged him in the eyes of the Muslim community. The emergence of a separate organization among the Muslims would welcome provided it makes itself responsible for nationalistic trends in Muslim polities as opposed to the acrid communalism of Mr. Zinnah. Of that we find nothing in Mr. Huq's appeal. He want a separate organization to fight the Nazimuddin group and with that naive candour which makes the volatile Bengal Premier's utterance–he says that by reason of his past services, he is entitled to lead Muslims. The Huq organization has not much of a chance of servival in Bengal where the current has set strongly against the seceders from the Muslim deague. The Natore by election was an eye-opener, the government candidate losing heavily to a Muslim league candidate."

হিন্দু মালিকানাধীন কাগজ হিতবাদী প্রগতিশীল মুসলিম লীগের কর্মসূচী পর্যালোচনা ক'রে দেখেছেন যে, ফজলুল হকের বিচ্ছিন্নতাকামী মুসলিম লীগের আগে "প্রগতিশীল" শব্দটা যোগ করার কোনো সঙ্গত কারণ নেই; কেননা, তা পত্রিকার ভাষায়, কায়েদ-ই-আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর পাঁড় সাম্প্রদায়িকতা থেকে আলাদা কিছু নয়। প্রধানমন্ত্রী শের-ই-বাঙলা ফজলুল হক আবার মুসলিম লীগে তাঁর অতীত অবদানের প্রতিদানও দাবী ক'রেছেন মুসলমান সমাজের কাছে। এ থেকে কালক্রমে তাঁর তরফে কংগ্রেস বা অন্য কোনো অমুসলিম শাসিত রাজনৈতিক সংগঠনের সদস্যে পরিণত হওয়ার মানসিকতার পরিচয়ও পাওয়া গেল না। অতএব অমুসলিমদের তরফে তাঁকে দীর্ঘ দিন মদদ যুগিয়ে যাওয়ার কোনো সঙ্গত কারণও অবশিষ্ট থাকছে না। হিতবাদীর চোখে ফজলুল হকের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ অনুজ্জ্বল ও হতাশাজনক মনে হ'য়েছে। কাগজটির সঠিক ধারণা হ'য়েছে যে, নাজিমুদ্দিন গোষ্ঠীর সঙ্গে নিছক ক্ষমতার দ্বন্দ্বে বাঙলার প্রধানমন্ত্রী প্রগ্রেসিভ মুসলিম লীগ নামে এক নতুন দল গড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। মুসলিম জনমত প্রচন্ডভাবে এই সব বিচ্ছিন্নতাকামীদের বিপক্ষে। এই নবগঠিত

www.pathagar.com

সংগঠনের টিকে থাকার কোনো সম্ভাবনাই নেই।

অবশ্য একটা মৌলিক বিষয় হিতবাদীর নজরে পড়ে নি এবং তা এই যে, মুসলমানদের আনুগত্য ছিলো মুস্লিম লীগের আর্থ-সাংস্কৃতিক কর্মসূচীর প্রতি, কোনো তথাকথিত পাঁড় সাম্প্রদায়িক নেতার প্রতি নয়। জিন্নাহ তাঁর রাজনৈতিক জীবনের প্রথম ভাগে কংগ্রেসেই ছিলেন। তাঁর অভিজ্ঞতাই তাঁকে মুসলিম লীগে পৌঁছে দিয়েছিল, যেমন দিয়েছিল লাহোর ও অমৃতসর ষড়যন্ত্রের নায়ক সৈফুদ্দিন কিচলিউকে। একটি সম্প্রদায়ের সঙ্গত আর্থ-সাংস্কৃতিক দাবী দাওয়াকে সাম্প্রদায়িকতা বলে নস্যাৎ করে দেওয়ার চেষ্টা অন্যায়। স্মরণ রাখা দরকার যে, উপমহাদেশে হাজারো রকমের সাম্প্রদায়িক বৈষম্য বিদ্যমান। তাই মুসলিম সমাজের কোনো সচেতন ও বিবেকবান কোনো মানুষের পক্ষেই নানান রকমের বৈষম্যজনিত পরিস্থিতির চাপ এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। হসরৎ মোহানী, আলী ভ্রাতৃদ্বয়, সৈফুদ্দিন কিচলিউ, ডক্টর আনসারী প্রমুখ ব্যক্তিত্ববান মুসলিম নেতৃবৃন্দের পক্ষে এই অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি এড়িয়ে যাওয়া সম্ভবও হয় নি। পরিস্থিতির এই বাস্তবতা স্বীকার ক'রতে মওলানা আবুল কালাম আজাদ, হুমায়ুন কবীর, সৈয়দ বদরুদ্দোজাদেরকে সাত চল্লিশের পরও কয়েকটা বছর অপেক্ষা করতে হ'য়েছিল মাত্র।

"স্টার অব ইন্ডিয়া"র ১ জুলাই ১৯৪২ তারিখ বুধবারের উক্ত সংখ্যায় দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় চতুর্থ ও ষষ্ঠ কলমে এক খবরে প্রকাশ যে, উলেমা ও মমিনরা মুসলিম লীগের সমর্থনেই থাকবেন। মুসলিম লীগ ও জামায়েত উলেমার পুনর্মিলনের দাবী জানানো হয় ঃ

ULEMA AND MOMINS STAND FOR MUSLIM LEAGUE FAZLUL HUQ'S STATEMENT REFUTED (By Maulana Ahmed Ansari)

Maulana Mohammed Tyeb, the Rector of the Deoband Arabic University and grandson of His Holiness Md Qasim, the founder of the Deoband Madrasah in course of his presidential address at the Zamait Ulema Conference at Bicharun (UP.) held on April, 1942, stressed upon the Zamait Ulama's Lahore formula demanding self- determination of Muslim as a "nation", declared that Muslim League represented the vast majority of the Muslim masses, emphasized the point that Zamait at its Lahore session virtually embraced the league's creed and concluded with a strong appeal for the political reunion of the Muslim league and the Zamait Ulama."

দেওবন্দ অ্যারাবিক য়ুনিভার্সিটির রেকটর এবং দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ কাসেমের পৌত্র মওলানা মোহাম্মদ তৈয়ব জামায়েত উলেমার লাহোর ফরমুলার ওপর জোর দিয়েছেন। এই লাহোর ফরমুলায় একটি "জাতি" হিসাবে মুসলমানদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারে দাবী জানানো হ'য়েছে। এবং ঘোষণা করা হয় যে, মুসলিম লীগ বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনসাধারণের প্রতিনিধিত্ব করে। দৃঢ়ভবে মুসলিম লীগ এবং জামায়েত উলেমার রাজনেতিক ঐক্য ও সংস্কৃতির ও আবেদন জানানো হয়েছে।

www.pathagar.com

জাতীয় প্রতিরক্ষা কাউন্সিলে শের-ই-বাঙলা

১৯ আষাঢ় ১৩৪৯ ঃ ১৯ জমাদিয়স্‌সানি ১৩৬১ ঃ ৪ জুলাই ১৯৪২ তারিখ শনিবার প্রধানমন্ত্রী শের-ই-বাঙলা আবুল কাসেম ফজলুল হক জাতীয় প্রতিরক্ষা কাউন্সিলের মিটিংকে যোগ দিতে কলকাতা থেকে দিল্লী রওয়ানা হন।

হিন্দী ছায়াচিত্র চৌরঙ্গী

২০ আষাঢ় ১৩৪৯ ঃ ২০ জমাদিয়স্‌সানি ১৩৬১ ঃ ৫ জুলাই ১৯৪২ তারিখ রবিবার নিউ সিমোয় হিন্দী ছায়াচিত্র "চৌরঙ্গী" মুক্তি পায়। চৌরঙ্গীর হিন্দী ও বাঙলা, উভয় ভার্সানেই সঙ্গীত পরিচালনা করেন কাজী নজরুল ইসলাম। বাঙলা ছায়াছবি "চৌরঙ্গীতে যেমন বাঙলা গানে, ঠিক তেমনি হিন্দী ছায়াছবি চৌরঙ্গীর সবগুলো হিন্দী গানেও কথা ও সুর কবির। চৌরঙ্গী ছায়াচিত্র হিন্দীর পরে বাঙলায়ও হয়। তাতেও কবির ভূমিকা ছিলো হুবহু অনুরূপ।

চক্রবর্তী রাজা গোপালাচারীর বিরুদ্ধে কৈফিয়ৎ তলব

এই ৫ জুলাই ১৯৪২ তারিখে কংগ্রেস হাইক্যামান্ড তামিলনাড়ু কংগ্রেস কমিটির প্রেসিডেন্ট চক্রবতকফ রাজা গোপালচারীকে পনেরো দিনের মধ্যে জবাবদিহি করার হুকুম নামা জারী ক'রলেন ঃ শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে কেন ব্যবস্থা নেওয়া হবে না। উল্লেখ থাকে যে, মাদ্রাজ কংগ্রেস বিধান পরিষদীয় দলের নেতা চক্রবতকফ রাজা গোপালচারী কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে একটা আপোষ মীমাংসার চেষ্টা করছিলেন। সেই অপরাধেই এই শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের হুমকী। কেননা, যুক্তিযুক্ত কারণে মুসলমানদের আর্থ-সাংস্কৃতিক দাবী দাওয়ার ক্ষেত্রে কিছু ছাড় দিতে হবে, এটা জেনেই কংগ্রেস কোনো অবস্থায়ই মুসলিম লীগের সঙ্গে আপোষ আলোচনায় ব'সতে রাজী হ'ছ্ছিলেন না। জনসংখ্যার অনুপাতে চাকরী সংরক্ষণ, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য আইন সভায় আসন সংরক্ষণ এবং কোয়ালিশন গভর্ণমেন্টের দাবী স্পষ্টতই বর্ণ হিন্দু স্বার্থের পরিপন্থী। আর কংগ্রেস ছিলো কার্যত বর্ণহিন্দু শাসিত রাজনৈতিক সংগঠন। এমতাবস্থায় কংগ্রেস লেজিসলেচার পার্টির নেতা চক্রবতকফ রাজা গোপালচারী অবশ্য পরে নিজেই সিদ্ধান্ত নেন যে, স্বাধীনভাবে তাঁর মতামতের প্রচার চালিয়ে যাওয়ার সুবিধার্থে তিনি কংগ্রেস ও মাদ্রাজ অ্যাসেম্বলির সদস্য পদে ইস্তফা দেবেন ১৫ জুলাই ১৯৪২ তারিখে কংগ্রেস অ্যাসেম্বলি পার্টির মিটিঙে। এ বিষয়ে ২৪ আষাঢ় ১৩৪৯ ঃ ২৪ জমাদিয়স্‌সানি ১৩৬১ ঃ ৯ জুলাই ১৯৪২ তারিখে "স্টার অব ইন্ডিয়া"-য় প্রথম পৃষ্ঠায় দ্বিতীয় কলমে পরিবেশিত প্রতিবেদন ঃ

C.R.To SAY GOOD-BYE TO CONGRESS

In order to the completely free to carry on his present campaign Mr. C. Ragagopalachari, Leader of the Madras Congress Legislature Party, has decided to resign his membership of the Congress Assembly Party on July 15 (A.P.I).

The President of the Tamil Nadu Congress Committee has addressed a communication to Mr. C. Rajagopalachari asking him to Show cause why the Tamil Nadu Congress Working Committee should not take disciplinary action against him. The later is dated July 5 and is written in Tamil. A reply is called for within fifteen days."

কায়েদ-ই-আজমের প্রসংসায় এম. এন. রায়

৯ জুলাই ১৯৪২-এর "স্টার অব ইন্ডিয়া"-র পঞ্চম পৃষ্ঠায় তৃতীয় কলমে দেহ্‌রা দুন্ থেকে ৮

www.pathagar.com

জুলই তারিখ পাঠানো প্রতিবেদনে প্রকাশ যে, এম.এন.রায় এক সাংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জিন্নাহর ব্যক্তিত্ব ও ভূমিকা সম্পর্কে যথেষ্ট শ্রদ্ধা পোষণ ক'রেছেন ঃ

MR JINNAH'S OFFER SUPPORTED
MR. M.N. ROY'S APPEAL

Despite the dog in the marger policy in the Congress, the country could have a goverment commanding the support of a majority of the people, was the view expressed by Mr. M.N. Roy in a statement to the press.

Mr. Roy says : "Two days before the reconstruction of the Viceroy's Executive Council was announced, Mr. Zinnah made a very important pronouncement in a press interview. For some curious reason it did not appear in the press until zuly 5. Then it was too late for the Viceroy to react. On the other hand it was not wise for Mr Zinnah to have waited so long when it was publicly known that some changes in the Govern ment of India were going to be made, which might stand in the way of a more satisfactory adjustment as desired by Mr Zinnah himself.

"Of course nobody knew exactly when the changes would be announced. Mr Zinnah might have thought they were not coming so suddenly. However, it is no use apportioning blame. But it would be a great blunder–on the part of the government offer of co-operation. It might have come earlier preventing an awkward situation had not the failure of the Cripps Mission driven the government to a counsel of despair. Proceeding Mr. Roy says : " I have always maintained that the Muslim League's last minute rejection of the Gripps proposal was a mistake and have believed that a clever man like Mr Zinnah would be looking out for an opportunity to rectify it."

কায়েদ-ই আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার গঠনের ক্ষেত্রে একটি সন্তোষজনক সমঝোতা প্রত্যাশা ক'রেছিলেন যা নবেন্দ্রনাথ রায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে জিন্নাহর অনুরূপ অভিমত প্রকাশ ক'রেছেন যে, কেন্দ্রেও সংখ্যাগরিষ্ঠ কার্যনির্বাহক পরিষদের পুর্নগঠন সংক্রান্ত ঘোষণার দু'দিন আগে এক সংবাদ সাক্ষাৎকারে জিন্নাহ একটি গুরুত্বপূর্ণ অভিমত ব্যক্ত ক'রেছিলেন। কিন্তু কোনো অজ্ঞাত কারণে ৫ জুলাই (১৯৪২) এর আগে তা খবরের কাগজগুলো প্রকাশ করে নি। তখন আর এ বিষয়ে বড় লাটের তরফে কোনো প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করার সময় বা সুযোগ ছিলো না। মুসলিম লীগ যে তার শেষ মুহূর্তের সিদ্ধান্তক্রমে ক্রিপস মিশনের প্রস্তাব প্রত্যাখান ক'রেছিলেনত, সেটা যে একটা ভুল হ'য়েছিলে তা কায়েদ-ই আজম সঠিক উপলব্ধি ক'রেছিলেন। তাই এই ভুল সংশোধনের সঠিক সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন তিনি। এখন জিন্নাহর তরফে খোলাখুলি যে সহযোগিতার প্রস্তাব দেওয়া হ'য়েছে তাতে সাড়া না দেওয়াটা সরকারের পক্ষে একটা মারাত্মক ভুল হবে। মানবেন্দ্রনাথ রায়ের ভাষায় জিন্নাহ কেবলমাত্র বিচক্ষণ নন, একজন পরিচ্ছন্ন মানুষ।

www.pathagar.com

আকস্মিক অসুস্থ কবি

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের দিকে নজর দিলে বোঝা যায় যে, উপমহাদেশের রাজনৈতিক বাতাবরণ তখন খুবই অশান্ত। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অনটনের পরিণাম তখন চরম পরিণতির রাস্তায় রওয়ানা শুরু ক'রেছে। কবি লিখছিলেন এই মূল স্রোতের প্রতিকূল ধ্যান ধারণা বা বিপরীতমুখী চিন্তাধারা ব্যক্ত করে। রাজনৈতিক সংস্কৃতিবিহীন এবং সাম্প্রদায়িক বৈষম্য ও বিভেদ সর্বস্ব এই দেশে এর পরিণাম যা হওয়ার ঠিক তাই হ'য়েছে। মুজফ্‌ফর আহ্‌মদসহ অনেকেই লিখেছেন যে, ২৪ আষাঢ় ১৩৪৯ ঃ ২৪ জমাদিয়সসানি ১৩৬১ ঃ ৯ জুলাই ১৯৪২ তারিখ বৃহস্পতিবার একাদশীর দিন কবি অসুস্থ হ'য়ে পড়েন। সুফী জুলফিকার হায়দার তাঁর "নজরুল জীবনের শেষ অধ্যায়" গ্রন্থে লিখেছেন যে, ১০ জুলাই ১৯৪২ তারিখে তাঁকে চিঠি দিয়ে অসুখের খবর জানিয়েছিলেন কবি ঃ "তুমি এখনই হ'লে এসো। ..... আমি কাল থেকে অসুস্থ।"

কবি-পত্নীর মাসতুতো ভাই বিজয় গুপ্তের সঙ্গে কবির বাসায় এসে গিরিবালা দেবীর কাছে শুনেছেন বলে জুলফিকার হায়দার তাঁর বিবৃতিতে আরো জানিয়েছেন যে, ৯ জুলাই ১৯৪২ তারিখ রাত দশটার পর কবি মলিন চেহারায় বাড়ী ফিরেছিলেন। কবির খাওয়া এমনিতেই কম। কিন্তু সাধারণত যা খান তার অর্ধেক খেয়েছেন রাতে। খেয়েই শুয়ে পড়েছেন। ভালো ঘুম হয় নি। এমনিতে সকাল ন'টায় ঘুম থেকে ওঠার অভ্যাস। কিন্তু এই ১০ জুলাই ১৯৪২ তারিখ শুক্রবার সকাল সাতটায় উঠেছেন কবি। তাঁর শরীর খুব খারপ ব'লে কবি জানালেন। সুফী জুলফিকার হায়দারের কাছে গিরিবালা দেবীর উক্তি ঃ "এখন দৈনিক "নবযুগ"-এ বাঁধাধরা নিয়মে খাটতে হ'চ্ছে কিনা, তাই এমনটি হ'য়েছে।" জুলফিকার হায়দারের মনে হ'লো : কবির প্যারালাইসিস হয়েছে। কলকাতার ১৫/৪ শ্যামবাজার স্ট্রীটে কবি যে বাড়ীতে ভাড়া থাকেন সেটির মালিক ডাঃ ডি. এল. সরকার তাঁর এই বাড়ীরই ওপর তলার যে একটি পৃথক অংশে বাস করতেন, সেখান থেকে বেরিয়ে এসে স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে কবির ঘরে প্রবেশ ক'রলেন। প্যারালাইসিসের আলামত ব'লে মনে হ'লো তাঁর। আপাতত সাতটি দিন চিকিৎসার ভার তাঁর হাতে ছেড়ে দিতে ব'ললেন।

সুফী জুলফিকার হায়দারের উক্তি যে, ১৯৩৪ সন থেকে কবি-পত্নী শয্যাশায়ী। এছাড়া গিরিবালা দেবী, কাজী সব্যসাচী ইসলাম, কাজী অনিরুদ্ধ ইসলাম প্রভৃতির আর্থিক ও অন্যান্য দায় দায়িত্ব নাকি জুলফিকার হায়দারের ওপর পড়ে। অবশ্য সংবাদপত্রের প্রতিবেদনে পরে দেখা যাবে যে, কবি-পত্নী অসুস্থ হ'য়ে পড়েন ১৯৩৮-এ। আর মুজফফর আহমদ তাঁর "কাজী নজরুল ইসলাম ঃ স্মৃতিকথা"-য় তৃতীয় মুদ্রণে ৪৭২ পৃষ্ঠায় লিখেছেন ঃ "১৯৩৯ সালে (মাসের নাম ভুলে গেছি) প্রমীলার বাড়াবাড়ি অসুখের সময় আমি তাকে হরি ঘোষ স্ট্রীটের বাড়ীতে গিয়ে দেখে এসেছি। এই অসুখেই তার নিম্নাঙ্গ অবশ হ'য়ে যায়।"

"রূপমঞ্চ" পত্রিকায় খবর

"রূপমঞ্চ" পত্রিকার ৭ বর্ষ ঃ ৩ সংখ্যায় (১৩৫৪ সাল?) "বেতার জগৎ" কলমে অল ইন্ডিয়া রেডিওর কলকাতা স্টেশনে নজরুলের ওপর আঘাত এবং রেডিওর চাকরী থেকে ষড়যন্ত্র করে বহিষ্কৃত করার ঘটনা উল্লিখিত হ'য়েছে।

রফীল ইস্‌লাম তাঁর "কাজী নজরুল ইসলাম ঃ জীবন ও কবিতা" গ্রন্থে (২৫৮ পৃষ্ঠায়) লিখেছেন যে, কবির "আমার সুন্দর" রচনাটির ওপর সাপ্তাহিক "কৃষক" পত্রিকায় "সুন্দরম" নামে একটি কুরুচিপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশিত হ'য়েছিল। ৯ জুলাই ১৯৪২ তারিখে কলকাতা বেতার কেন্দ্রে ব'সে

www.pathagar.com

সেটি পড়েই কবি মস্তিষ্ক রোগে আক্রান্ত হন। ওদিন বেতারে ছোটদের আসরে দশ মিনিটের গল্প বলার অনুষ্ঠান ছিলো কবির। গল্প ব'লতে ব'লতেই তিনি থেমে গিয়েছিলেন। শেষ করতে পারেন নি।

"কাজী নজরুল ইসলাম :: স্মৃতি কথা"-য় তৃতীয় মুদ্রণে ৪৬২-৬৩ পৃষ্ঠায় মুজফফর আহমদ লিখেছেন : "গিরিবালা দেবী আমায় বললেন, নজরুলের প্রথম অসুখ কোথায় ও কীভাবে প্রকাশ পেয়েছিল। আমার কি জানি কেন ধারণা জন্মে ছিল যে, কোনো একটি সভায় ব্যাপারটি ঘটেছিল। পরে যাচাই করে জেনেছি যে, সভায় নয়, অল-ইন্ডিয়া রেডিওর কলকাতা স্টেশনে। আগে হ'তেই গিরিবালা দেবী ও প্রমীলা নজরুলের কথায় একটা আড়ষ্টতা লক্ষ্য করেছিলেন। এই জন্যে সে দিনকার রেডিওর প্রোগ্রামটি শোনার জন্যে তাঁরা উদগ্রীব হ'য়ে বাড়ী বসেছিলেন। অল-ইন্ডিয়া রেডিওর স্টেশনে ব'লতে গিয়ে নজরুল কিছুই ব'লতে পারছিল না। তাঁর জিহ্বা কেবলই আড়ষ্ট হ'য়ে যাচ্ছিল। নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় সেখানে উপস্থিত ছিল। সে তখনই ঘোষণা ক'রে দিল যে, কবি অসুস্থ হ'য়ে পড়েছেন। প্রোগ্রামটি আর এক দিন হবে। কিন্তু অল ইন্ডিয়া রেডিওতে যাওয়ার সে দিনই ছিল নজরুলের শেষ দিন। এদিকে বাড়ীতে প্রমীলা ও গিরিবালা দেবী রেডিওর কাছেই অপেক্ষা ক'রছিলেন। নৃপেনের ঘোষণা শুনেই তাঁরা কাঁদতে লাগলেন এবং বুঝলেন যে, সর্বনাশ হ'য়ে গেছে। সেই রাত্রে নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ই কবিকে ট্যাক্সিতে বসিয়ে বাড়ী পৌঁছিয়ে দিয়ে গিয়েছিল। হিসাব করে বুঝতে পারা যাচ্ছে যে, এই ঘটনা ৯ জুলাই (১৯৪২) দিনগত রাত্রে ঘটেছিল। তার পরের দিন (১০-ই জুলাই, ১৯৪২) সকালে কবি নিজের হাতে জুলফিকার হায়দার সাহেবকে যে পত্র লিখেছিল তাতে সে লিখেছে যে, "আমি কাল থেকে অসুস্থ।"

রূপ মঞ্চ

কিন্তু ৭ বর্ষ : ৩ সংখ্যা "রূপ মঞ্চ"-এ "বেতার জগৎ" কলমে লেখা হ'য়েছে যে, অল ইন্ডিয়া রেডিও'র কলকাতা কেন্দ্রে কবির ওপর যে আঘাত করা হয় সেটাই তার অসুস্থতার কারণ। রেডিওর চাকরী থেকেও কবিকে বহিষ্কৃত করা হয়।

কবিকে শেষবার ঢাকায় আনার পর এক সময় কবির গোসলেরও দায়িত্ব পালন করেছেন নজরুলভক্ত শফি চাকলাদার। ১৯৮৮-র মার্চে ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত "জীবন সায়াহ্নের নজরুলকে যেমন দেখেছি" শীর্ষক স্মৃতিকথার ৮৫ পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন যে কবির বাঁ হাতে একটা গভীর ক্ষত ছিল। কবির ভ্রাতুষ্পুত্র কাজী মাজহার হোসেন মঞ্জু সেটাকে গুলির ক্ষত বলেছেন। তদুপরি কবির বাঁ দিকের হিপেও একটা ক্ষত ছিল।

নবযুগের মোকদ্দমায় রেহাই পেলেন কবি

৯ জুলাই ১৯৪২ তারিখে কবি অসুস্থ হ'য়ে পড়েন, এ কথা সুফী জুলফিকার হায়দারের অনুসরণে লিখেছেন অনেকেই। সময়টা এই রকমই হবে, কেননা, ৮ মাঘ ১৩৫০ ঃ ২৫ মহররম ১৩৬৩ ঃ ২২ জানুয়ারী ১৯৪৪ তারিখ শনিবার দিন চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ আর. গুপ্তের এজলাসে "নবযুগ"- মামলার রায়ে সম্পাদক মওলানা আহমেদ আলী এবং মুদ্রকার ও প্রকাশক আতাউর রহমানকে ৮ অক্টোবর ১৯৪৩-এর সরকারী হুকুম লঙ্ঘন ক'রে ২৫ আশ্বিন ১৩৫০ ঃ ১১ শওয়াল ১৩৬২ ঃ ১২ অক্টোবর ১৯৪৩ তারিখ মঙ্গলবার "নবযুগ"-এ এক

www.pathagar.com

আপত্তিকর নিবন্ধ প্রকাশ করার অভিযোগে ডি.আই. রুলস-এর রুল ৪১ (৩) এর আওতায় দন্ডিত করা হ'লেও অপর সম্পাদক কাজী নজরুল ইসলামকে এই কারণে অব্যাহিত দেওয়া হয় যে, কবি প্রায় ১৫ মাস যাবৎ অসুস্থতার দরুণ অফিসে উপস্থিত হ'য়ে সম্পাদক হিসাবে তাঁর দায়-দায়িত্ব পালনে অক্ষম। উক্ত নিবন্ধ প্রকাশের আগের পনেরো মাস যাবৎ অক্ষমতার বিষয়ই আদালতে বিবেচনা ক'রে থাকবেন। আদালতের এই রায়ের পরের দিন ২৩ জানুয়ারী ১৯৪৪ তারিখ রবিবার অমৃতবাজার পত্রিকায় তৃতীয় পৃষ্ঠায় চতুর্থ কলমে খবর ঃ

"NAVAJUG" CASE
EDITOR AND PRINTER FINED : KAZI NAZRUL ISLAM ACQUITTED

Moulani Ahmed Ali editor of the "Navajug", a Bengali daily and Mr Atwar Rahman, Printer and Publisher of the same, have been convicted under Rule 41 (3) of the D.1. Rules and fined Rs 100 each in defautl one month's R.I. each by Mr R. Gupta, Chief presidency Magistrate, for the publication of an editorial article in the issue of the paper of October 12 in contravention of the givernment order dated 8th October which was sent to editors of all newspapers in Bengal. The fines were paid.

Kazi Nazrul Islam, another editor of the paper, who was also prosecuted in the case, has been acquitted. The Magistrate observed that for the last 15 months or so, he had been too ill to attend office or carry out his duties as editor."

গ্রীষ্ম ১৩৮৮-'র নজরুল একাডেমী পত্রিকার যুগ-উদযাপন বিশেষ সংখ্যায় "স্মৃতির পরত খুলে" শীর্ষক স্মৃতিকথায় মোহাম্মদ কাসেম লিখেছেন যে, গভীর রাতে পুলিশ কবিকে রাস্তায় পেয়ে থানার হেফাজতে রেখেছিলেন। আঘাত ক'রে রাস্তার পাশে ফেলে রাখার ইঙ্গিত।

প্রবোধ কুমার সান্যাল কথিত হাওড়ার সভা শেষে ফেরার সময় কবির ওপর কোনো হামলা হ'য়েছিল কিনা সে বিষয়েও সন্দেহের অবকাশ আছে। তবে কবি-পত্নীর বরাত দিয়ে আবুল কাসেম লিখেছেন যে, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়-এর বাড়ীর উদ্দেশে রওয়ানা হ'য়ে কবি রাতে ফেরেন নি। পুলিশ হেফাজত থেকে উত্তর পাড়ার যুবকরা পর দিন বেলা দু'টোর পর কবিকে বাড়ী পৌছে দেয়। যুবকরা কোন থানার হেফাজত থেকে কবিকে বাড়ী পৌছে দিয়েছিলেন সে উল্লেখ অবশ্য নেই। এর পাশাপাশি রেডিও স্টেশনে আঘাত করার ঘটনাটিকে দেখতে হবে।

মুসলিম লীগের সদস্যপদ থেকে শেস-ই-বাঙলার বরখাস্ত হওয়ার সময়

কবির অসুস্থ হওয়ার পর দিন ২৫ আষাঢ় ১৩৪৯ ঃ ২৫ জমাদিয়সসানি ১৩৬১ ঃ ১০ জুলাই ১৯৪২ তারিখ শুক্রবার কায়েদ-ই-আজম মোহাম্মদ আলি জিন্নাহ বাঙলার প্রধান মন্ত্রী শের-ই বাঙলা আবুল কাসেম ফজলুল হককে মুসলিম লীগের সদস্যপদ থেকে বরখাস্ত করেন। ১০ জুলাই শুক্রবার যোগাযোগ মন্ত্রী শামসুদ্দীন আহমদ চিকিৎসার জন্য স্কুল অব ট্রপিকাল মেডিসিনের হাসপাতালে ভর্তি হন। লক্ষ্যণীয় যে, এ ধরণের কোনো চিকিৎসা থেকে কবিকে

www.pathagar.com

বঞ্চিত রাখা হ'য়েছিল। কবির চিকিৎসার কোনো উপযুক্ত বন্দোবস্তই হয় নি। ষড়যন্ত্রকারীরা খুবই তৎপর ছিলেন।

এর পর দিন ২৬ আষাঢ় ১৩৪৯ ঃ ২৬ জমাদিয়সসানি ১৩৬১ ঃ ১১ জুলাই ১৯৪২ তারিখ শনিবার লক্ষ্ণৌ-এ বাঙলার প্রধানমন্ত্রী শের-ই বাঙলা আবুল কাসেম ফজলুল হক ঘোষণা করেন যে, প্রগ্রেসিভ মুসলিম লীগকে রাজনৈতিক চেহারা দেওয়ার কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয় নি। উপলব্ধি করা কঠিন নয় যে, ইতোপূর্বে প্রগ্রেসিভ মুসলিম লীগ গঠনের যে কথা ফজলুল হক ঘোষণা ক'রেছিলেন তা তাঁর তরফে দূরদর্শিতার পরিচায়ক হয় নি। আঘাত বা অন্য যে কারণেই কবি অসুস্থ হ'ন না কেন, ফজলুল হকের রাজনৈতিক অপরিণামদর্শিতার দরূন মুসলিম জনগণের সহানুভূতি তিনিও অনেকখানিই হারিয়েছিলেন। তদুপরি কবি বাসা ভাড়া নিয়েছিলেন অমুসলিম এলাকায়। বাড়ীর মালিক ছিলেন অমুসলিম। প্রতিবেশীরাও তাই। এসব নানান কারণে এই দুর্দিনেও মুসলমানদের সঙ্গে একটা ব্যবধান থেকেই গিয়েছিল। সুফী জুলফিকার হায়দার যোগাযোগের মাধ্যম হওয়ার গৌরব অর্জন করতে গিয়ে এই ব্যবধান আরো বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। এই অন্তরায় সৃষ্টির মারফৎ কবিকে স্পষ্টতই জনগণের সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত রাখার বন্দোবস্ত হয়। উপযুক্ত চিকিৎসা ও পথ্যহীন কবিকে কোনো হাসপাতালে ভর্তি করার উদ্যোগও নেওয়া হ'লো না।

ওই সময়ে কবির অসুস্থতার খবর কোনো দৈনিকে ছিল না

২৭ আষাঢ় ১৩৪৯ ঃ ২৭ জমাদিস্‌সানি ১৩৬১ ঃ ১২ জুলাই ১৯৪২ তারিখ রবিবার, চতুর্দশী, অমাবস্যার নিশিপালনের দিনে অর্থাৎ কবির অসুস্থতার তৃতীয় দিনে অসুখের খবর তাঁর শাশুড়ী গিরিবালা দেবীর সঙ্গে পরামর্শ ক'রে "ইংরেজী বাংলা প্রায় প্রত্যেক দৈনিকেই" পাঠানোর কথা লিখেছেন সুফী জুলফিকার হায়দার। কবির অসুখের "খবরটা যথার্থ গুরুত্বপূর্ণ করে দেবার" উদ্দেশ্যেই নাকি তাঁরা মিথ্যা ক'রে কাগজে বিবৃতি পাঠিয়েছিলেন যে, "কবির মস্তিষ্ক বিবৃতির লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে", যদিও জুলফিকার হায়দার নিজে মনে ক'রেছিলেন যে, কবির "প্যারালাইসিস্" হ'য়েছে। সুফী জুলফিকার হায়দার আরো লিখেছেন যে, "ইংরেজী বাংলা প্রায় প্রত্যেক দৈনিকেই খবরটা যথাসময়ে প্রকাশিত" হ'য়েছিল। কিন্তু এ রকম কোনো খবর আমি তখনকার আনন্দবাজার পত্রিকা, স্টেটস্‌ম্যান, অমৃতবাজার পত্রিকা, হিন্দুস্থান স্টান্ডার্ড, মর্নিং নিউজ, স্টার অব ইন্ডিয়ায় খুঁজে পাই নি। তাঁর ভূমিকার বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়ানোর উদ্দেশ্যেই কবির অসুস্থতার এক যুগেরও অধিক সময় পর সুফী জুলফিকার হায়দার সে সময় এই সব কাগজে বিবৃতি প্রকাশের মিথ্যা উল্লেখ ক'রেছেন সম্ভবত এই ভরসায় যে, গরীব কবির বিষয়ে এ সব আর কেউ খোঁজ নিয়ে দেখবেন না। প্রায় আড়াই দশক আগে ঘটনা অনেকের পক্ষেই সঠিক স্মরণ করাও অত্যন্ত কঠিন হবে।

"অণুপম সঙ্গীত"

তোমার বীণা তারের গীতি

এই ২৭ আষাঢ় ১৩৪৯ ঃ ১২ জুলাই ১৯৪২ তারিখ রবিবার "অনুপম সঙ্গীত" শিরোনামে আনন্দবাজার পত্রিকায় নজরুল সঙ্গীতের রেকর্ডের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হ'য়েছে। জুলাই ১৯৪২-এ হিজ মাস্টার্স ভয়েসে কুমারী ইলা ঘোষের কণ্ঠে এন ২৭২৩৩ সংখ্যক রেকর্ড ঃ "গগন গহনে সন্ধ্যা তারা" এবং "তোমার বীণা তারের গীতি"॥ শ্রীমতী বীণা চৌধুরীর কণ্ঠে রেকর্ড (এন

www.pathagar.com

২৭২৩২) ঃ "প্রিয়তম হে বিদায়" এবং "সবারে আজ ত দাও গো" ॥ কুমারী মৃথিকা রায়ের কণ্ঠে রেকর্ড (এন ২৭২২১) ঃ "যত গান ছিল গাহিবার" এবং "বল প্রিয়তম বল"॥

কাজী আলী হোসেন

এই ১২ জুলাই ১৯৪২ তারিখ রবিবার সুফী জুলফিকার হায়দার বর্ধমানের চুরুলিয়ার ঠিকানায় কবির বড় ভাই কাজী সাহেবজান এবং ছোট ভাই কাজী আলী হোসেনকে চিঠি দিয়ে কবির অসুস্থতার খবর দিয়েছেন ব'লে দাবী ক'রেছেন।

সুবিচারের প্রত্যাশায় প্রগতিশীল মুসলিম লীগ

১২ জুলাই ১৯৪২ তারিখ রবিবার লক্ষ্ণৌ-এ প্রধানমন্ত্রী আবুল কাসেম ফজলুল হক তাঁর বিবৃতিতে বলেন যে, সুবিচারের জন্য শেষ চেষ্টা ক'রছেন আর এটাই প্রগতিশীল লীগ গঠনে বিলম্বের কারণ। এ দিনই তিনি কলকাতার উদ্দেশ্যে লক্ষ্ণৌ ত্যাগ করেন।

২৮ আষাঢ় ১৩৪৯ ঃ ২৮ জমাদিয়সসানি ১৩৬১ ঃ ১৩ জুলাই ১৯৪২ তারিখ সোমবার অমাবস্যার দিন সকালে অবিভক্ত বাঙলার প্রধানমন্ত্রী শের-ই-বাঙলা আবুল কাসেম ফজলুল হক কলকাতায় ফেরেন।

হক-শ্যামার সোনারপুর ও টালিগঞ্জ সফর

আনন্দবাজার পত্রিকার খবরে প্রকাশ যে, যুক্ত বাঙলার প্রধানমন্ত্রী শের-ই বাঙলা আবুল কাসেম ফজলুল হক এবং অর্থমন্ত্রী ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ২৯ আষাঢ় ১৩৪৯ ঃ ২৯ জমাদিয়সসানি ১৩৬১ ঃ ১৪ জুলাই ১৯৪২ তারিখ মঙ্গলবার চব্বিশ পরগণা জেলার সোনারপুর ও টালিগঞ্জ থানার অন্তর্গত কয়েকটি অঞ্চল পরিদর্শন করেন। মন্ত্রীদ্বয় গড়িয়া স্টেশনে একটি সভায় বক্তৃতা করেন।

'ভারত ছাড়' আন্দোলনের সিদ্ধান্ত

এই ১৪ জুলাই মঙ্গলবার ওয়ার্ধাতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্ত এই যে, ভারতের স্বাধীনতা একান্তই প্রয়োজন এবং আবেদন ব্যর্থ হ'লে অনিচ্ছা সত্ত্বেও কংগ্রেস অহিংস আন্দোলনে নামতে বাধ্য হবে। এদিনই 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সম্ভবত ৩০ আষাঢ় ১৩৪৯ ঃ ৩০ জমাদিয়স্সানি ১৩৬১ ঃ ১৫ জুলাই ১৯৪২ তারিখ বুধবার রথযাত্রার দিন দৈনিক 'নবযুগ'-এর সহ সম্পাদক ব্রজেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরীকে চিঠি দিলেন কবি ঃ

"প্রিয় ব্রজেন,

কাল থেকে ..... সে ..... তুমি Editorial লিখবে। "আমি অক্টোবরের মধ্যেই ভালো হ'য়ে যাবো। ফাল্গুন থেকে নব বসন্তের তেজ পাব, নৌজোয়ান হবে, আমার বন্ধুর দেহ হ'য়ে যাবে, বন্ধু" বলেছেন। তোমাদের বৌদি ভালো হ'য়ে যাবেন। বন্ধু ব'লেছেন। এঁরা এখন মাসে এক শ টাকা ক'রে পাবেন। বন্ধু ব'লেছেন।..... কয়দিন ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগছে, ও কয়দিন বিশ্রাম করুক। ফাল্গুন মাস থেকে তোমাদের মাইনে বেড়ে যাবে। ফাল্গুন মাস থেকে মন্‌সুর আসবে–ওর মাইনে ৩০০, টাকা হ'য়ে যাবে। ও ফজলুল থেকে দু'মাস ধ'রে চীফ মিনিস্টারের পা ধ'রে কেঁদেছে। ও ফাল্গুন আমারও পা ধ'রে কাঁদবে। ও আমায় যে ভালবেসেছিল সে ভালবাসা সে স্ত্রীকে বাসে নি ছেলেমেয়েকেও বাসে নি।

ইতি

নজরুল

www.pathagar.com

P.S কালিপদ সকালে হেম দত্তকে দেখা করব। সে সব ব্যবস্থা করবে। তুমি এঁদের সাহায্য করো।"

"নবযুগ"-এর সাবেক বার্তা সম্পাদক কবি আবদুল কাদিরের অনুমান যে, চিঠিটি ১৫ জুলাই ১৯৪২ তারিখেই লেখা। অবশ্য কবির অসুস্থতার তারিখ এবং সে সময়কার কোনো কোনো চিঠির তারিখ সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ আছে। "মনসুর" হ'চ্ছেন আবুল মন্‌সুর আহ্‌মদ। কালিপদ গুহরায় ছিলেন "নবযুগ"-এর অন্যতম সহকারী সম্পাদক। হেমেন্দ্রনাথ দত্ত ছিলেন 'নবযুগ'-এর অন্যতম স্বত্বাধিকারী। "মূখর পাখী নীরব কেন হায়" এই শিরোনামে চিঠিটি ২৬মে ১৯৫৯-এর দৈনিক আজাদে প্রকাশিত হ'য়েছে। চিঠিতে কবির সে সময়কার শারীরিক অসুস্থতা, মানসিক বিপর্য্যয়, স্মৃতি ভ্রষ্টতা এবং চিন্তার অসংলগ্নতার ছাপ প'ড়েছে। অনেকের অনুমান যে, অনুরূপ অসুস্থতার ছাপ প'ড়েছে এর পাঁচ দিন আগে ১০জুলাই ১৯৪২ তারিখ শুক্রবার ১৫/৪ শ্যামবাজার স্ট্রিটস্থ বাসা থেকে নবযুগের সম্পাদকীয় বিভাগে কর্মরত অমলেন্দু দাশগুপ্তকে লেখা চিঠিতে ঃ

"প্রিয় হাইদর,

তুমি এখনই চলে এস। অমলেন্দুকে আজ পুলিশে arrest ক'রেছে। আমি কাল থেকে অসুস্থ। ইতি –

নজরুল"

চিঠিটি অক্টোবরেই লেখা

অসুস্থজনিত কারণে কবি তারিখ ১০.৭.৪২-এর পরিবর্তে ৭.১০.৪২ লিখেছিলেন ব'লে কেউ কেউ উল্লেখ ক'রেছেন। এ চিঠি অক্টোবরে সম্ভবত ঠিক সময়েই লেখা।

৩০ আষাঢ় ১৩৪৯ ঃ ৩০ জমাদিয়সসানি ১৩৬১ ঃ ১৫ জুলাই ১৯৪২ তারিখ বুধবার জগন্নাথ দেবের রথযাত্রার দিন নবযুগের সহ-সম্পাদক (সাব-এডিটর) ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীকে চিঠি দিয়েছিলেন কবি। চক্রবর্তকফ রাজা গোপালচারী মাদ্রাজ কংগ্রেস বিধান পরিষদীয় দল থেকে এ দিনই পদত্যাগ করেন।

মহাত্মা গান্ধীর বক্তব্য বিষয়ে কায়েদ-ই-আযম

এই ১৫ জুলাই ১৯৪২ তারিখ বুধবার স্টার অব ইন্ডিয়ার প্রতিবেদন ঃ নিখিল ভারত মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্ট কায়েদ-ই আজম মোহম্মদ আলী জিন্নাহ ১২ জুলাই ১৯৪২ তারিখে "হরিজন"-এ প্রকাশিত নিবন্ধের জবাবে এক বিবৃতিতে বলেন যে, মোহন দাস করম চাঁদ গান্ধী বৃটেনকে ভারত ছাড়তে ব'লছেন এবং একই সময় ভারত রক্ষার্থে বৃটিশ সৈন্য ভারতে রাখতে রাজী হ'চ্ছেন। কায়েদ-ই- আজম বলেন ঃ আমরা হিন্দু-মুসলমান এবং অন্যান্য সব সম্প্রদায়েরই স্বাধীনতা চাই। সব রকমের পাকিস্তান বিরোধিতা মোকাবিলা করতে মুসলমানরা প্রস্তুত। গান্ধীর উক্তির জবাবে জিন্নাহ বলেন ঃ

WE WANT INDEPENDENCE OF HINDUS MUSLIMS AND OTHERS
MUSLIMS READY TO FACE ALL OPPOSITION TO PAKISTAN
MR JINNAH'S REPLY TO MR GANDHI

Mr M.A. Jinnah, President of the All India Muslim League has issued the following statement :

In his article in the Harijan dated the 12 th July, Mr Gandhi has spread his latest bait, he is open to conviction. He say, "Have

www.pathagar.com

Pakistanists attempted to convert oppositionists in a friendly way, "atlhough at the same time he is rattling the sword of launching a big movement, I suppose a mass civil disobedience, asking the British to "Quite India" and in the same breath agreeing to let the British troops remain in India to depend her."

কংগ্রেস-লীগের আপোষ রফার কাজে রাজাজী

১৬ জুলাই ১৯৪২ তারিখ বৃহস্পতিবার দিল্লী থেকে প্রেরিত এক প্রতিবেদনের বরাত দিয়ে ১৮ জুলাই ১৯৪২ তারিখ শনিবার "স্টার অব ইন্ডিয়া"-র পঞ্চম পৃষ্ঠায় তৃতীয় কলমে পরিবেশিত প্রতিবেদনে জানা জায় যে, চক্রবতকফ রাজা গোপালাচারী কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে আপোষ রফার কাজে এগিয়ে যাওয়ার বিষয়ে দৃঢ় সঙ্কল্পের কথা জানিয়েছেন ঃ

"FOLLOW C.R.

(From A correspondent)

New Delhi, July 16

The "Monshoor", the official organ of the All India Muslim League writes : "In spite of the strong opposilion of the rank and file of the Congress party, Mr. C. Rajagopalachari, with firmness and determination is doing propaganda for his great mission to effect a settlement between the Congress and the Muslim League.

" I prefer India to be devided with independence, rather than a united India under British domination and slavery", these words spoken by him at Bombay give ample proof of his sincerity, his understanding of the Indian political problem and also his appreciation of the stand taken by the Muslim League. When he realized the real danger to India of Japanese invasion, he thought the only way to face the agression was by bringing about a settlement between these two organizations even if it be by conceding Pakistan to Muslims, if they so insist after the war. What better proof of his patriotism, his love of the motherland do we require? More then this he never apprehends that Indian Muslims will invite foreign Muslim Powers to India, and in no way does he feel suspicious about them.

"The Congress imply demands independence for India without explaining the form and nature of the government, and the position and share of the various communities whereas the Muslim League by its Lahore resolution, has placed before the country a real and practical solution. What remains to be done are details about the constitution ."

The paper concludes by appealing to the Muslims "Let us all Hindus and Muslims follow the great lead given by Rajaji at this momentous juncture in the history of India."

বৃটিশ প্রভুত্ব ও দাসত্বের চেয়ে ভারত যদি পাকিস্তান ও হিন্দুস্তানে বিভক্ত হ'য়েও স্বাধীনতা অর্জন ক'রতে পারে তবে সেটাকেই চক্রবতকফ রাজা গোপালাচারী শ্রেয় জ্ঞান ক'রেছেন। বোম্বাইতে তিনি এই যে উক্তি করেন সেটা তাঁর আন্তরিকতার যথেষ্ট পরিচয় বহন করে। ভারতের রাজনৈতিক সমস্যাবলী এবং মুসলিম লীগের বক্তব্য তিনি যে সঠিক উপলব্ধি ক'রতে

www.pathagar.com

পেরেছিলেন, এ উক্তি সে সাক্ষ্যও দেয়। তিনি মনে ক'রেছিলেন, জাপানী আগ্রাসন রুখতে প্রয়োজন হ'লে মুসলমানদের পাকিস্তান দেওয়া দরকার। আরো বড় কথা যে, ভারতীয় মুসলমানরা কোনো বিদেশী মুসলিম শক্তিকে আহ্বান করবে, এমন ভিত্তিহীন ও অযৌক্তিক আশঙ্কা চক্রবর্তকফ রাজা গোপালাচারী পোষণ করেন না।

সরকারের গঠন ও প্রকৃতি কী হবে, সেই জরুরি বিষয়টি উহ্য রেখে কংগ্রেস স্বাধীনতা চায়। অন্যান্য ধর্মীয় সম্প্রদায়ের অবস্থা কী হবে, এবং সরকারে তাদের শরিকানা কেমন হবে, সে সব বিষয়ে আলোচনায় আসতে কংগ্রেস একেবারেই নারাজ। মুসলিম লীগ কিন্তু তার লাহোর প্রস্তাবে দেশের সামনে একটা প্রকৃত ও বাস্তব সমাধান সূত্র পেশ ক'রেছে। এর পর বাকী থাকে কেবল সংবিধান রচনার খুঁটিনাটি কাজ।

নিখিল ভারত মুসলিম লীগের দলীয় মুখপত্র "মনসুর" মুসলমানদের প্রতি এই আবেদন জানিয়ে উপসংহার টানে যে, ভারতীয় ইতিহাসের এই সঙ্কটজনক মুহূর্তে হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সবার উচিত রাজাজীর পথনির্দেশ অনুসরণ করা। স্মর্তব্য যে, তাঁর এই স্বাধীন ও নিরপেক্ষ মতামতের জন্য মাশুল দিচ্ছিলেন রাজাজী। এই ৩১ আষাঢ় ১৩৪৯ ঃ ১ রজব ১৩৬১ ঃ ১৬ জুলাই ১৯৪২ তারিখ বৃহস্পতিবার বাঙলার গভর্নর স্যার জন হার্বাটকে টেলিগ্রামযোগে লিনলিথগো জানান যে, সার্বিক সমাধানের বিষয়ে গান্ধী ও কংগ্রেস বিরোধিতা কর'ছেন।

বগুড়ার জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান কে.বি. মোহাম্মদ আলীর ওপর শ্যামা-হক মন্ত্রিসভার চাপ

এদিকে ১৯৪২-এর ১৫ ও ১৬ জুলাই তারিখে কলকাতায় ৩ ওয়েলেসলি স্ট্রীট, ফার্স্ট লেনে খান বাহদুর এম.এ. মোমিন সি.আই.ই'-র সভাপতিত্বে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ পার্টির কার্যনির্বাহক কমিটির এক সভায় উদ্বেগ প্রকাশ করা হয় যে, হক মন্ত্রিসভা বগুড়া জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান কে.বি. মোহাম্মদ আলীকে পদত্যাগ করার জন্য চাপ দিচ্ছেন। ১৮ জুলাই ১৯৪২ তারিখ শনিবার "স্টার অব ইন্ডিয়া"-র পঞ্চম পৃষ্ঠায় চতুর্থ কলমে প্রতিবেদন ঃ

BENGAL PROVINCIAL MUSLIM LEAGUE WORKING COMMITTEE RESOLUTIONS

A meeting of the Working Committee of the Bengal Provincial Muslims League was held at 3 Wellesley street, 1st Lane, Calcutta, on July 15 and 16, Khan Bahadur M.A. Momin, C.I.E, presiding.

Among those present were : Mr. M.S. Ali, Mr. H.S. Suhrawardy, Mr. K. Shahabuddin, Mr. Fazlur Rahman, Mr. Abul Quasem, K.B. Md Ali, Mr. Hamidul Huq Chowdhury, Mr. Zohur Ahmed Chowdhury, Sir K. Nazimuddin, Mr. S.M. Oman, Mr. Ispahani and Dr. A.M. Malik.

The following resolutions were passed : -

The Working Committee has learnt with considerable indig nation the manner in which the Ministry has been intriguing and manoeuvring to secure the resignation of the Muslim League Chairman, of the Bogra District Board in order to appoint in his place a member of the Ministerial Party, who is not even a voter. The Working Committee warns the Ministry to desist from much pressure, coercion, and intrigue. The Working Committee directs K.B. Mohammad

www.pathagar.com

Ali, not to resign from the chairmanship of the District Board of Bogra.

In view of frequent out breaks of lawlessness and disturbance in Dacca the Working Committee appoints a committee to enquire into the matter, and submit a report by the end of August, composed of the following gentlemen : K.B.M.A. Momen, C.I.E., Chairman, K.S. Nurul Amin and Mr Abdullah Al- Mahmood."

খান বাহাদুর এম-এ. মোমিন সি.আই.ই. সাহেবের সভাপতিত্বে ১৯৪২-এর ১৫ জুলাই বুধবার এবং ১৬ জুলাই বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের কার্যনির্বাহক কমিটির দু'দিন ব্যাপী অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন এম.এস. আলী, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, কে. শাহাবুদ্দিন, ফজলুর রহমান, আবুল কাসেম, কে.বি. মোহাম্মদ আলী, হামিদুল হক চৌধুরী, জহুর আহমদ চৌধুরী, স্যার খাজা নাজিমুদ্দিন, এস. এম. ওসমান, ইস্পাহানি এবং ডক্টর এ.এম. মালিক।

ফজলুল হক মন্ত্রিসভার চাপের মুখে বগুড়ার জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যানের পদ থেকে কে.বি.মোহাম্মদ আলী যাতে পদত্যাগ না করেন সে বিষয়ে প্রদেশ মুসলিম লীগের কার্যনির্বাহক কমিটিতে প্রস্তাব গৃহীত হয়। মোহাম্মদ আলীর বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র চলছিল, সে উল্লেখও আছে। পরবতকফকালে ১৯৫৪'-র ঘটনাবলীতে দেখা যায় যে, বগুড়ার সেই মোহাম্মদ আলী যখন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী তখন পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী শের-ই-বাঙলা আবুল কাসেম ফজলুল হক বাংলাদেশ সৃষ্টির ইরাদা প্রকাশ করেছিলেন নিউ ইয়র্ক টাইমস-এর সাংবাদিকের কাছে। সে সময় এশিয়ার বৃহত্তম পাট শিল্প প্রতিষ্ঠান নারায়ণগঞ্জের আদমজী জুট মিলস্-এ বাঙলা ভাষী ও উর্দুভাষীদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধিয়ে পুলিশকে নিষ্ক্রিয় করে রাখার বন্দোবস্তও হ'য়েছিল। অনুন্নত ও নিরক্ষর প্রধান দেশে নেতারা অবাঞ্ছিত আবেগ সৃষ্টির অনেক সুবিধাই পেয়ে থাকেন। এখন থাক সে কথা।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কারণ অনুসন্ধানের বিষয়ে কমিটি গঠন করল মুসলিম লীগ

১৯৪২-এর জুলাইয়ের মাঝামাঝি প্রদেশ মুসলিম লীগের কার্যনির্বাহক কমিটির এই সভায় ঢাকার পৌনঃপুনিক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কারণ অনুসন্ধানের বিষয়ে একটি কমিটিও গঠন করা হয়। আগস্টের শেষ সপ্তাহের মধ্যে তদন্ত রিপোর্ট পেশ করার অনুরোধ জানানো হ'য়েছে। খানবাহাদুর এম.এ. মোমেনকে চেয়ারম্যান ক'রে গঠিত তিন সদস্য বিশিষ্ট এই কমিটিতে অপর দু'জন সদস্য হ'লেন যথাক্রমে কে.এস. নূরুল আমিন এবং আবদুল্লাহ আল্-মাহমুদ।

এক চরম রাজনৈতিক অস্থিরতা ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামার সময় কবির ওপর আঘাত হানা হ'য়েছিল। যারা আঘাত হেনেছিলেন তারা হিন্দু, না মুসলিম, না বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসক সম্প্রদায়ের খ্রীষ্টান, সেটা বলা কঠিন। শুধু এইটুকুই বলা যায় যে, কবি যা সৃষ্টি ক'রছিলেন তার প্রায় সবকিছুই হ'য়ে উঠছিল শাসক ও শোষক শ্রেণীর স্বার্থের পরিপন্থী। এই বিপর্য্যয়ের দিনে তাঁর দিকে নজর দেওয়ার সময় এঁরা কেউই পান নি। আর তাঁকে নিয়ে বুঝি ষড়যন্ত্রেরও অন্ত ছিলো না। এ রকম অনুমান করার যে যথেষ্ট সঙ্গত কারণ আছে, সেটা ধারাবাহিকভাবে সন-তারিখসম্বলিত বিভিন্ন তথ্য বিশ্লেষণ ক'রলেই উপলব্ধি করা যাবে। সম-সাময়িকদের স্মৃতিকথায় উল্টা-পাল্টা তারিখ ও বিবরণসহ নানান ঘটনার উল্লেখ দেখা যায়, সে সব ক্ষেত্রেও আমি অনেকগুলোরই সঠিক তারিখ ও বিবরণ সমসাময়িক কাগজ থেকেই দিয়েছি।

www.pathagar.com

আশুতোষ কলেজের প্রতিষ্ঠা দিবস

১ শ্রাবণ ১৩৪৯ ঃ ২ রজব ১৩৬১ ঃ ১৭ জুলাই ১৯৪২ তারিখ শুক্রবার বিকেল পাঁচটায় ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখাজকফর সভাপতিত্বে আশুতোষ কলেজের ২৬-তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপিত হয়। প্রধান অতিথি ছিলেন ডাঃ অমিয় চক্রবতকফ। অসুস্থতার এই অষ্টম দিবসে কবি তাঁর পত্নীর মাসতুতো ভাই বিজয় গুপ্তকে চিঠিসহ জুলফিকার হায়দারের কাছে পাঠান ঃ

"প্রিয় হাইদর,

খোকাকে পাঠালাম। তুমি এখনই খোকার সাথে চলে এস। আমি Blood Pressure-এ শয্যাগত। অতি কষ্টে চিঠি লিখছি। আমার বাড়ীতে অসুখ, ঋণ, পাওনাদারদের তাগাদা প্রভৃতি worries, সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত খাটুনি। এরপর নবযুগের worries ৩/৪ মাস পর্যন্ত। এই সব কারণে আমার Nerves Shattered হ'য়ে গেছে। ৭ মাস ধ'রে হক সাহেবের কাছে গিয়ে ভিখারীর মত ৫/৬ ঘন্টা ব'সে থেকে ফিরে এসেছি। হিন্দু-মুসলিম Equity-র টাকা কারুর বাবার সম্পত্তি নয়, বাঙলার, বাঙালীর টাকা। আমি ভাল চিকিৎসা ক'রতে পারছি না। একমাত্র তুমিই আমার জন্য Sincerely appeal করেছে সত্যকার বন্ধু হ'য়ে। আমার হয়ত এই শেষ পত্র তোমাকে। একবার শেষ দেখা দিয়ে যাবে বন্ধু? কথা বন্ধ হ'য়ে গিয়ে অতি কষ্টে দু'-একটা কথা বলতে পারি, বললে যন্ত্রণা সর্ব শরীরে। হয়ত কবি ফিরদৌসীর মত ঐ টাকা আমার জানাজার নামাজের দিন পাব। কিন্তু ঐ টাকা নিতে নিষেধ ক'রেছি আমার আত্মীয় স্বজনকে। হয়ত ভালই আছ।

তোমার
নজরুল
১৭.৭.৪২"

কিন্তু তাঁর পত্নীর মাসতুতো ভাই বিজয় গুপ্ত বার হওয়ার মিনিট পনেরো পর সকাল এগারোটা নাগাদ সুফী জুলফিকার হায়দার কবির বাসায় পৌঁছান। সুফী জুলফিকার হায়দর এই ১৭ জুলাই শুক্রবার বিকেলে প্রধানমন্ত্রী শের-ই-বাঙলা আবুল কাসেম ফজলুল হকের ভাগ্নে ইউসুফ আলীর সঙ্গে সৈয়দ আমীর আলী অ্যাভিন্যুস্থ বাসভবনে দেখা করতে যান। ইউসুফ আলীর স্ত্রী কবি মোতাহেরা বানুও নজরুল ইসলামের অসুস্থতার বিষয়ে অবহিত হন। পরদিন ১৮ জুলাই ১৯৪২ তারিখ শনিবার সকালে ইউসুফ আলীকে সঙ্গে করে ৮২/২ ঝাউতলা রোডে ফজলুল হক-এর বাসায় আসেন সুফী জুলফকীর হায়দার। ফজলুল হক কবির অসুস্থতার বৃত্তান্ত শোনার সময় ধার্য ক'রলেন পরের দিন অর্থাৎ ১৯ জুলাই রবিবার সকাল আটটায়। জুলফিকার হায়দার রবিবার সকালে হক সাহেবের বাড়ী গেলে তিনি নূরুল হুদা মাহমুদকে বললেন ফোনে শ্যামা প্রসাদের সঙ্গে কন্ট্রাক্ট করতে। শ্যামাপ্রসাদকে বললেন বিধান রায়কে দেখাবার বন্দোবস্ত ক'রে দিতে। এ সবই সুফী জুলফিকার হায়দরের নিজের লেখা বিবরণ ।

রবিবার সেক্রেটারীয়েটে

৩ শ্রাবণ ১৩৪৯ ঃ ৪ রজব ১৩৬১ ঃ ১৯ জুলাই ১৯৪২ তারিখ রবিবার তিনটার সময় নাকি জুলফিকার হায়দরকে সেক্রেটারীয়েটে তাঁর কামরায় দেখা করতে বললেন প্রধান মন্ত্রী ফজলুল হক। ও সময় অর্থ মন্ত্রী শ্যামাপ্রসাদ মুখাজকফকেও তিনি ডেকে পাঠাবেন, বললেন। কিন্তু এই রবিবার লালদীঘির সেক্রেটারীয়েটে প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হকের খাস কামরায় গিয়ে জুলফিকার

www.pathagar.com

হায়দার নাকি শুনলেন যে, তিনি চলে গেছেন। হক- শ্যামাপ্রসাদ রবিবার বেলা ১২ টার সময় সেক্রেটারীয়েট থেকে বেরিয়ে ইভাক্যুইজ ক্যাম্প দেখতে গেছেন। বৃটীশ খ্রীষ্টান সরকারের শাসনামলে এই রবিবার সেক্রেটারীয়েটে বাঙলা সরকারের টেকস্ট বুক কমিটির সেক্রেটারী কাজী আবদুল ওদুদের সঙ্গেও সুফী জুলফিকার হায়দারের দেখা হ'লো। এমন এক রবিবার দুপুরে সেক্রেটারীয়েটে শিক্ষা বিভাগের হেড অ্যাসিসট্যান্ট আরব আলীর সঙ্গেও প্রধানমন্ত্রীর সরকারী কামরার সামনে আলাপ হ'লো তাঁর। এই রবিবার সেক্রেটারীয়েটে অর্থমন্ত্রী ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখাজকফর সঙ্গে তাঁর কামরায় দেখা ক'রলেন সুফী জুলফিকার হায়দার। শ্যামাপ্রসাদ মুখাজকফ তাঁর ডেপুটী সেক্রেটারী মিস্টার ওয়াকারকে আধঘন্টা পরে এবং চাটগাঁর এম.এল.এ. ডক্টর সানাউল্লাহ এম.এ,পি. এইচ. ডি. কে পরের দিন অর্থাৎ সোমবার আসতে ব'ললেন। কিন্তু খ্রীস্টানদের শাসনামলে রবিবার প্রাদেশিক সরকারের এই সদর দফতর খোলা ছিলো তো? জুলফিকার হায়দার ইংরেজী তারিখ লিখেছেন। বারটা কী দাঁড়ায় তা খতিয়ে দেখেন নি। হয়তো ভেবেছিলেন এসব কেউ আর যাচাই ক'রে দেখবেন না।

সেক্রেটারীয়েট থেকে এই রবিবারেই ১৫/৪ শ্যামবাজার স্ট্রীটে দোতলায় শ্যামাপ্রসাদ মুখাজকফ কবিকে দেখতে গেলেন সুফী জুলফিকার হায়দারকে সঙ্গে নিয়ে। তাঁদের পৌছানোর পর বাড়ীওয়ালা ডাঃ ডি. এল. সরকারও এলেন। কবির অসুস্থতার বিষয়ে তাঁর মন্তব্য : "স্নায়বিক দুর্বলতা এবং প্যারালাইসিসের পূর্বলক্ষণ।" বললেন যে, তাঁর অধীনে চিকিৎসার জন্য আরো অন্তত দিন পনেরো সময় দিতে হবে। বললেন ঃ ঐ দিন অর্থাৎ ১৯ জুলাই রবিবারই রাতে তিনি তাঁর মধুপুরের বাড়ীতে যাচ্ছেন। কবিকেও তাঁর সঙ্গে দিতে হবে। দক্ষিণ কলকাতার ভবানীপুর এলাকাস্থ জুয়েলারের দোকান থেকে এই রবিবার শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় পাঁচ শ' টাকা কর্জ ক'রে দিলেন কবির জন্য "সওগাত" সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরুদ্দিনের হাতে। আর সুফী জুলফিকার হায়দার এই রবিবারই ধর্মতলার কমলালয় থেকে কাজী কাজী সব্যসাচী ইসলাম এবং কাজী অনিরুদ্ধ ইসলামের জন্য কয়েকটি জামাকাপড় এবং রেইন কোর্ট কিনলেন। "নজরুল জীবনের শেষ অধ্যায়"-এ সুফী জুলফিকার হায়দার আরো লিখেছেন যে, শ্যামাপ্রসাদ মুখাজকফ সমভিব্যাহারে কবির বাসায় পৌছানোর অব্যবহিত পর 'সওগাত" সম্পাদক নাসিরুদ্দিন, শের-ই-বাঙলা গোষ্ঠীর প্রসিদ্ধ বাগ্মী মুর্শিদাবাদের সৈয়দ বদরুদ্দোজা এবং শের-ই বাঙলার ভাগ্নে ইউসুফ আলীও গিয়েছিলেন।

উচ্চারণে কষ্টবোধ হওয়ায় কবি এ দিনই অর্থাৎ ১৯ জুলাই ১৯৪২ তারিখ রবিবার শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে লিখে জানিয়েছিলেন ঃ

"আমি Complete rest পেলেই ভালো হ'য়ে যাব। শীগগীর পুরী যেতে চাই।
যেখানেই যাই with family যেতে হবে।
ডাক্তার সরকার কাল যাচ্ছেন মধুপুর।
আমাকে "আপনি" বলবেন না।
আমি ৬ দিন শুধু fruit খাচ্ছি।
খেলে হজম হয় না। wind টা
প্রবল হ'য়ে মাথা গরম ক'রছে।
আমি Family নিয়ে
যাব। একটা ভাল বাড়ী দেখে রাখ্বেন।

www.pathagar.com

আমার Immediate অন্ততঃ এক হাজার টাকার দরকার।
আমার bag baggage–wife invalid.
আমি ওখানে অন্ততঃ দু'মাসে থাক্‌ব।
আসল কথা, আমায় Immediately Change- এ যেতে হবে।
রোগ Low Blood Pressure.
মাথায় ভীষণ যন্ত্রণা হচ্ছে। জিভ ক্রমেই আড়ষ্ট
হ'য়ে যাচ্ছে! যিনি দেখ্‌বেন তিনি

Family নিয়ে মধুপুর যাচ্ছেন। তাঁর আর একটা বাড়ী আছে তাঁর বাড়ীর attached. কাজেই তাঁর চিকিৎসা করার সুবিধা হবে। পা দু'টোয়ও মাঝে মাঝে Shock হ'চ্ছে। কাজেই সময় থাক্‌তে সেখানে যেতে হবে।

যিনি দেখ্‌ছেন, তিনি গ্ল্যাসগো'র F.R.C.R,

Calentta'র M.B., Late Capt, 9.M.

ইনি ফি গ্রহণ করবেন না। এঁর চিকিৎসায় অনেকটা উপকার পেয়েছি।–

ইনি মধুপুর যাচ্ছেন–আমায় বল্‌ছেন–

এক মাস rest নিলেই আপনি Complete Cured হবেন। এখানে থাকলে অনবরত লোকজন আস্‌বে– তাতে রোগ বৃদ্ধি হ'তে থাকবে। মধুপুর যদি যাই– সেখানকার খরচ ট্রেন ভাড়া, সাথে অন্ততঃ দু'জন লোক (একজন চাকর, একজন সেবা করার জন্য) দরকার।"

এই রবিবার রাত ৯'টার ট্রেনে হাওড়া স্টেশন থেকে কবি মধুপুর রওয়ানা হন। ট্রেন ছাড়ার দু'ঘন্টা আগে কালীপদ গুহরায় এবং অমলেন্দু দাসগুপ্ত এসেছিলেন।

এই ১৯ জুলাই রবিবার ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং সুফী জুলফিকার হায়দারের তথাকথিত "নজরুল সাহায্য কমিটি"র অন্যতম যুগ্ম-সম্পাদক শ্রীযুক্ত সজনকীন্ত দাস হুগলী মহসীন কলেজ হল-এ সাহিত্য সমিতি রবিচক্রের উদ্বোধন করেন। এ দিন "রবি চক্র"র প্রধান অতিথি হ'য়েছিলেন এই তথাকথিত "নজরুল সাহায্য কমিটি"-র অন্যতম কার্যনির্বাহক সদস্য শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। এ খবর আনন্দ বাজার পত্রিকার।

ব্যাপারটায় নাট্যরস আমদানীর লোভেই বোধ হয় সুফী জুলফিকার হায়দার লিখেছেন ঃ এই ১৯ জুলাই তারিখেই অনুষ্ঠিত হয় আশুতোষ মুখাজকফর স্মৃতি বার্ষিকী। কিন্তু আনন্দ বাজার পত্রিকার পুরোনো ফাইলে দেখছি যে, আশুতোষ কলেজের ২৬ তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপিত হয় ১৭ জুলাই ১৯৪২ তারিখ শুক্রবার।

সে সময়কার দৈনিকগুলোতে দেখছি যে, ফজলুল হক ও শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় চব্বিশ পরগণা জেলার সোনারপুর ও টালিগঞ্জ থানার অন্তগর্ত কয়েকটি এলাকা পরিদর্শন করেন এবং গড়িয়া স্টেশনে এক জনসভায় ভাষণ দেন ১৪ জুলাই ১৯৪২ তারিখ মঙ্গলবার। অবশ্য ১৯ জুলাই যে রবিবার ছিলো সেটা স্মরণ রাখতে পারলে সুফী জুলফিকার হায়াদার হয়তো সেক্রেটারীয়েট, কমলালয় এবং জুয়েলারি খোলা থাকার কথা লিখতেন না।

মুসলমানদের চাকরি-বাকরি সংরক্ষণ

এই ১৯ জুলাই ১৯৪২ তারিখ রবিবার পার্ক সার্কাসে মাহ্‌মুদুল হক, এম,এল.এ-র সভাপতিত্বে

www.pathagar.com

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নেতৃস্থানীয় মুসলমানদের এক অ-আনুষ্ঠানিক সভায় গৃহীত প্রস্তাবে দুঃখ প্রকাশ করা হয় যে, বিভিন্ন সরকারী বিভাগে পাঁচ শতাংশ চাকরীও মুসলমানদেরকে দেওয়া হয় না। এ বিষয়ে ২৩ জুলাই ১৯৪২ তারিখে "স্টার অব্ ইন্ডিয়া"-য় পঞ্চম পৃষ্ঠায় দ্বিতীয় কলমে প্রকাশিত প্রতিবেদন ঃ

MUSLIMS DENIED EVEN 5 p.c. REPRESENTATION APPOINTMENTS TO A.R.P., CIVIC GUARDS AND OTHER SERVICES

An informal meeting of some leading Muslims belonging to different organizations was held at Park Circus on Sunday evening to discuss the grievances of the Muslims in connection with the appointments in A.R.P, Civic Guards and other allied services. Mr. Mahmudul Huq M. L. A. presided. The following are some of the resolutions unanimously adopted by the meeting.

This meeting condemns in most emphatic terms the Government of Bengal and the appointing authorities of the A. R. P., Civic Guards and similar organizations for depriving the Muslims of Bengal, not speak of otheir legitimate ratio but even 5 per cent of the entire appointment and takes it as a danger signal at this critical juncture of the country and international situation.

It is resolved that a committee be appointed with the following gentlemen to call a public meeting of Muslims at the Calcutta Town Hall or any other suitable place in order to chalk out a definite line of action : Mr Abul Kalam Shamsuddin, Khan Bahadur Sharifuddin, Mr A. Aleem, Mr Md Habibullah Bahar, Mr Khairul Anam Khan, Mr Mazibur Rahaman Khan, Mr Moazzam Hossain Chowdhury (Lalmiah) M.L.C., Mr A. Waseque, Mr Md Modabber, Mr M.S. Ali, Mr Syed Shamsur Rahman, Mr Osman, Maulana Asaduzzaman Effendi, Mr Syed Sadequre Rahman, Mr Abdul Hakim Mirdha, Mr Abdur Rouf, Mr Anwar Hossain, Mr Abul Mansur Ahmed, Vice-President and General Secretary, Islamic College, General Secretary, Carmichael Hostel, Mr Mogbular Rahman, Mr Mohsin (Rongpur), Mr Zahurul Huq; Mr Mozammal Hossain, Mr Abu Syed Chowdhury, Mr M.S. Ali, Dr M.A. Malik and Mr Nurul Huda (Convener).

In view of the critical situation of the country this meeting urges upon the Muslim Leaders of Bengal to close up their ranks and be united in the interest of the province.

বাঙ্‌লাভাষী জনগণের শতকরা ষাটজন মুসলমান। অতএব বাঙ্‌লা সরকারের শতকরা ষাটটি চাকরী বাঙ্‌লাভাষী মুসলমানদেরই পাওনা হয়। কিন্তু জনসংখ্যার অনুপাতে ষাট শতাংশ চাকরী পাওয়া তো দূরের কথা, বিশেষ লেখাপড়া জানার প্রয়োজন হয় না এমন পাঁচ শতাংশ চাকরীও তারা পাচ্ছিলেন না। এর প্রধান কারণ, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসনামল থেকে নিয়োগের ক্ষেত্রে সঙ্ঘবদ্ধ অমুসলিমদের একচেটিয়া আধিপত্য। এ ক্ষেত্রে সুবিচার আনার কাজটা একমাত্র জনসংখ্যার অনুপাতে চাকরী সংরক্ষণের মারফতই হ'তে পারে। এই অর্থনৈতিক বৈষম্য অর্থাৎ

www.pathagar.com

কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে এই অবদমন কীভাবে রোধ করা যায়, সেটা নির্ধারণ করতে কলকাতা টাউন হল-এ কিংবা অন্য কোনো উপযুক্ত জায়গায় মুসলমান সম্মেলনের বন্দোবস্ত করার জন্য যে কমিটি গঠন করা হয় তাতে ছিলেন আবুল কালাম শামসুদ্দীন, খান বাহাদুর শরীফুদ্দিন, এ আলিম, মোহাম্মদ হবিবুল্লাহ বাহার, মোয়াজ্জেম হোসেন চৌধুরী (লাল মিয়া) এম.এল.সি. এ. ওয়াসেক, মোহাম্মদ মোদাব্বের, ডক্টর এম.এস. আলি, সৈয়দ শামসুর রহমান, জনাব ওসমান, মওলানা আসাদুজ্জামান ইফিনদি, সৈয়দ সাদেকুর রহমান, আবদুল হাকিম মীর্ধা, আবদুর রউফ, আনওয়ার হোসেন, আবুল মনসুর আহমদ, ইসলামিয়া কলেজের ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং জেনারেল সেক্রেটারী, কারমাইকেল হস্টেলের জেনারেল সেক্রেটারী, মকবুলার রহমান, জনাব মহসিন (রংপুর), জহুরুল হক, মোজাম্মেল হোসেন, আবু সাঈদ চৌধুরী, এম.এস. আলি, ডক্টর এম.এ. মালিক প্রমুখ মুসলিম বুদ্ধিজীবীগণ। আহ্বায়কের দায়িত্বভার ছিলো নূরুল হুদার ওপর।

দেশের সঙ্কটজনক পরিস্থিতির কথা বিবেচনা ক'রে প্রদেশের মুসলিম জনগণের স্বার্থে সমস্ত ভেদাভেদ ভুলে বাঙলার মুসলিম নেতৃবৃন্দকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আবেদন জানানো হ'য়েছে সভার তরফে। এই সভায় উপস্থিত নেতৃবৃন্দের অন্যতম ছিলেন আবু সাঈদ চৌধুরী, যিনি পরে গণপ্রজাতন্ত্রী বাঙলাদেশের রাষ্ট্রপতি হ'য়েছিলেন। পরবতকফকালে যাঁরা বাঙলাদেশ সৃষ্টি করেছেন, বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলে তাঁরাই কিন্তু মুসলমানদের ওপর অমুসলমানদের শোষণ ও বঞ্চনার প্রতিবাদ ক'রেছেন। প্রতিবিধান দাবী ক'রেছেন। সেই প্রতিবাদী কণ্ঠগুলো কোন্ বিশেষ প্রক্রিয়ায় ইতিহাস ভুলে গেলো, সে এক পৃথক গবেষণার বিষয়।

মুসলিম বুদ্ধিজীবীরা তখন কওমের আর্থ-সাংস্কৃতিক অস্তিত্ব রক্ষা বা অস্তিত্ব উদ্ধারের চিন্তায় বিচলিত । ফজলুল হক তাঁর তখৎ বজায় রাখতে পারবেন কিনা সে বিষয়ে শঙ্কিত। পিছিয়ে পড়া মুসলিম সম্প্রদায়ের ন্যায্য দাবী–দাওয়াজনিত বিক্ষোভের মোড় কোন্ দিকে ঘুরিয়ে দিয়ে সমস্যার আপাত উপশম ঘটনো যায় সে বিষয়ে অন্য দিকে অমুসলিম নেতৃবৃন্দ ও তাঁদের বুদ্ধিজীবীরাও তৎপর। এমন একটা সময়ে সাম্য ও সম্প্রীতির বাণীবাহক কবির বিপর্য্যয়ের দিকে নজর দেওয়ার পক্ষে কারো সময় থাকার কথা নয়। বরং সে সময় তাঁকে ঘুম পাড়িয়ে রাখাটাই নিরাপদ। তাছাড়া কবি তো কোনো গোষ্ঠী-বা সম্প্রদায়ের একার হ'ন নি। শের-ই বাঙলা এবং নবযুগের অমুসলিম মালিকদের সঙ্গেও কি তাঁর ঐকমত্য ছিলো? কবিকে বিপর্য্যয় থেকে উদ্ধারের জন্য তাঁরাও কি কোনো উপযুক্ত প্রয়াস চালিয়েছিলেন? সে সময় কবির হিতৈষী ব'লে যাঁরা আনাগোনা ক'রেছেন, তাঁদের সবার উদ্দেশ্য সম্পর্কে কি নিঃসন্দেহ হওয়া চলে? কারচুপি এবং ষড়যন্ত্রের কোনো আলামতই কি নজরে বা উপলব্ধিতে ধরা পড়ে না? এত বড় একটা কবি এমন একটা অসহায় অবস্থায় কীভাবে পড়তে পারেন? আজ আমরা ভারতীয় হই, পাকিস্তানী হই আর বাঙলাদেশী হই, আমাদের সবার জাতীয় চরিত্রের মূল ত্রুটিগুলোর অনুসন্ধান করতেই হবে অন্ততঃ ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য। এত গোঁজামিল নিয়ে কোনো জাতিই কখনো মেরুদন্ড খাড়া করে দাঁড়াতে পারে না। আমাদের আত্মসমালোচনা প্রয়োজন। একটা জাতিরও কখনো কখনো আত্মসমালোচনার প্রয়োজন হয়। এর সমাধান কারচুপি ক'রে বা মিথ্যা অহমিকা জাগিয়ে হয় না।

বাহান্ন বিঘা, মধুপুর

ভাবতে অবাক লাগে, আধুনিক চিকিৎসার যে সব বন্দোবস্ত কলকাতায় ছিলো তা থেকে কবিকে বঞ্চিত ক'রে পাঠানো হ'লো সবার চোখের আড়ালে সুদুর বাহান্ন বিঘা, মধুপুরে। সুফী

www.pathagar.com

জুলফিকার হায়দারের বিবৃতি অনুসারে কবি যেদিন ট্রেনযোগে বাহান্ন বিঘা, মধুপুর পৌছান তা ৪ শ্রাবণ ১৩৪৯ ঃ ৫ রজব ১৩৬১ ঃ ২০ জুলাই ১৯৪২ তারিখ সোমবার।

নজরুলের আধুনিক গান

২১ জুলাই ১৯৪২ ঃ ৬ রজব ১৩৬১ ঃ ৫ শ্রাবণ ১৩৪৯ তারিখ মঙ্গলবার আনন্দ বাজার পত্রিকায় রেকর্ড সমালোচনায় লেখা হয় ঃ "এন ২৭২৯২–শ্রী চিত্তরায় বি.এস.সি. এই রেকর্ডে দু'খানি আধুনিক গান গাহিয়াছেন, গান দুইটির রচয়িতা কাজী নজরুল– কাজেই ভাষা ও সুর বৈচিত্র্যে রেকর্ডটি শ্রুতিমধুর হইয়াছে। প্রেমাভিলাষী শ্রোতা মাত্রেই মুগ্ধ হইবেন।"

পৌছানোর দু'দিন পর কবি ২২ জুলাই ১৯৪২ তারিখ বুধবার বাহান্ন বিঘা, মধুপুর থেকে নাকি অনুজপ্রতিমেষু স্নেহের হায়দারকে পোষ্ট কার্ডে কলকাতার ৮৪ ঝাউতলা রোডের ঠিকানায় চিঠি দিয়েছিলেন। চিঠিটি ব্লক ছাড়াই সুফী জুলফিকার হায়দারের "নজরুল জীবনের শেষ অধ্যায়"-এ ছাপার হরফে যে ভাবে প্রকাশিত হ'য়েছে তা উদ্ধৃত করছি ঃ

বাহান্ন বিঘা,
মধুপুর
২২ শে জুলাই, ১৯৪২

অনুজপ্রতিমেষু

স্নেহের হায়দর, এখানে এসে দু'দিন পর তোমাকে চিঠি লিখতে পারলাম। তোমাকে কী লিখব? তুমি আমার সহোদরের চেয়েও প্রিয়। তোমার কথা, তোমার ভালবাসা আমার হৃদয়ে আত্মায় বিজড়িত, ইহা বাহিরের নহে।

নিত্য শুভাথকফ
নজরুল

এ চিঠি কবির লেখা কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশের অবকাশ আছে। তবু এ চিঠি সুফী জুলফিকার হায়দারের আগের বক্তব্যেরই বিরোধিতা করে। এক, এ চিঠিও কবির মস্তিষ্ক বিবৃতির রটনাকে অসত্য প্রমাণিত করে। দুই, সুফী জুলফিকার হায়দার যদি কবির অনুজ প্রতিম হ'য়ে থাকেন তবে তিনি সিফিলিস এবং চিত্র ও সঙ্গীত জগতের মহিলাদেরকে জড়িয়ে গপ্‌পো বানালেন কোন্ প্রেরণায়?

এদিকে এই ২২ জুলাই ১৯৪২ তারিখ বুধবার সিভিল ডিস্‌ওবিডিয়েন্স মুভমেন্টের ব্যাপারে বাঙলার গভর্নর স্যার জন হার্বাটের সঙ্গে বাঙলার প্রধানমন্ত্রী শের-ই-বাঙলা আবুল কাসেম ফজলুল হকের আলোচনা হ'লো।

২৪ জুলাই ১৯৪২ তারিখ শুক্রবার বাঙলার হক মন্ত্রিসভার অর্থমন্ত্রী ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় জুট কনফারেন্সে যোগ দেওয়ার জন্য দিল্লী যাত্রা করেন।

হিন্দী ও বাঙলা চৌরঙ্গী

১ আগস্ট শনিবার আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রথম পৃষ্ঠায় প্রথম ও দ্বিতীয় কলমে হিন্দী ও বাঙলা "চৌরিঙ্গী" ছবিতে মেগাফোন রেকর্ডে নজরুল সঙ্গীতের কথা; "মেগাফোন রেকর্ড চৌরঙ্গী (বাঙলা ও হিন্দী) হইতে মিস রমলা, রাম দুলারী, আনিস খাতুন ....।"

www.pathagar.com

মর্নিং নিউজ

১ আগস্ট ১৯৪২ (১৭ রজব ১৩৬১ ঃ ১৬ শ্রাবণ ১৩৪৯) তারিখ শনিবার মুসলিম লীগের নীতি ও কর্মসূচী সমর্থনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে কলকাতা কর্পোরেশনের ভূতপূর্ব মেয়র মিস্টার আবদুর রহমান সিদ্দিকী, এম.এল. এ.'-র সম্পাদনায় প্রভাতী মুসলিম দৈনিক মর্নিং নিউজ-এর আত্মপ্রকাশ ঘটে। এ বিষয়ে "ষ্টার অব্ ইন্ডিয়া"-য় ২২ জুলাই ১৯৪২ তারিখ বুধবার পঞ্চম পৃষ্ঠায় চতুর্থ কলমে প্রতিবেদন ঃ

MORNING NEWS

COMES OUT ON AUG.I.

"Morning News" Calcutta's only morning daily in English, will make its first appearance on August. It will be priced at half an Anna per copy of 4 pages with a Sunday edition of eight pages for one Anna.

Mr Abdur Rahman Siddiqui, M.L.A., a former mayor of Calcatta, who began his journalistic career as sub-editor of the Late Mr Mohammad Ali's weekly, "The Comrade" and was associated with editorial board of "The New Era" of Lucknow (1916-17) and later on with "The Muslim Outlook" and "Muslim Standard" Published in London on behalf of the Khilafat Committee of India (1920-21), will be editor of the paper.

In broad outlines, the paper will follow policy of the Muslim League."

মর্নিং নিউজ হ'লো কলকাতার একমাত্র প্রভাতী ইংরেজী দৈনিক। চার পৃষ্ঠার এই কাগজের মূল্য আধ আনা। এর রবিবাসরীয় সংস্করণ এক আনা মূল্যে আট পৃষ্ঠায় সরবরাহ করার ইরাদা ছিলো।

সম্পাদক জনাব আবদুর রহমান সিদ্দিকী তখন এম.এল. এ। আলী ভ্রাতৃদ্বয়ের কনিষ্ঠ মওলানা মোহাম্মদ আলীর ইংরেজী সাপ্তাহিক "দি কমরেড"-এ একজন সহ-সম্পাদক হিসাবে তাঁর সাংবাদিক জীবন শুরু হয়। লক্ষ্মৌ-এর "দি নিউ এরা" কাগজের এডিটরিয়াল বোর্ডের সঙ্গেও তিনি ১৯১৬-১৭-য় সংশ্লিষ্ট ছিলেন। পরে ভারতের খিলাফৎ কমিটির তরফে খণ্ডন থেকে প্রকাশিত "দি মুসলিম আউটলুক" এবং "মুসলিম স্টান্ডার্ড"-এর সম্পাদকীয় মন্ডলীরও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন তিনি ১৯২০-২১ সনে।

ভারত ছাড় প্রস্তাব

৭ আগস্ট ১৯৪২ (২৩ রজব ১৩৬১ ঃ ২২ শ্রাবণ ১৩৪৯) তারিখ শুক্রবার বোম্বাইয়ে কংগ্রেস ওয়াটিং কমিটির অধিবেশনে "ভারত ছাড়" প্রস্তাব পেশ এবং পর দিন শনিবার

www.pathagar.com

অপরাহ্নে তা গৃহীত হয়। স্বাধীনতা প্রস্তাব বাদ দিয়ে বৃটিশ কমনওয়েলথের অধীন ডমিনিয়ন স্টেটাসের জন্য এই ভারত ছাড় আন্দোলনের কৌশল গৃহীত হয়।

ক্ষুধিত ব্যাঘ্র

"৮ আগস্ট ১৯৪২", এই রচনা তারিখসম্বলিত "ক্ষুধিত ব্যাঘ্র" শিরোনামে কাজী নজরুল ইসলামের একটি কবিতা আবদুল কাদির সম্পাদিত "নজরুল রচনাবলী"-র চতুর্থ খন্ডে "ঝড়" কাব্য গ্রন্থের অন্তর্গত ৩৬৬ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হ'য়েছে ঃ

ক্ষুধিত অগ্নিময় ব্যাঘ্র আসিয়া
হত্যা করিল তামসী নিশীথিনীরে।
পৃথিবীর অরণ্য বিদীর্ণ করি'
সঞ্চরি ফেরে ডেভিলের রুধিরে রুধিরে॥
দৈত্য দানবের চর্বি খেয়ে চীৎকার করে বাঘ ঃ আয় কে মরবি?
ছিন্ন করি' সপ্ত আকাশে চিবাইল হিম গিরিরে॥

চার--চিল নখর-চঞ্চুতে মাংস ছিঁড়ে খায়,
এ মারি কিসে মারি ব্যাঘ্র চেচাঁয়!
অভেদ ও অভিন্ন, অসাম্যের ল্যাজের আছাড়ে
ক্রদ্ধ ব্যাঘ্রে ফেলে দিল কাছাড়ে।
বাপ কী নাচা রে।
কাছা ও কোঁচা খুলে গেল বিদ্বেষ ও হিংসায়
এ কি খিচার্খিচি রে॥

৮ই আগস্ট ১৯৪২

কবিতাটি "নবযুগ"-এ প্রকাশিত হ'য়েছিল কিনা, কিংবা কোথায় তা পাওয়া গেছে, সে উল্লেখ নেই। তবে এ কবিতা নিশ্চয়ই কবির মস্তিষ্ক বিকৃতির প্রচারণার বিরোধিতা করে। আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী সম্পর্কে কবি এ সময়ও অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। এই ৮ আগস্ট 'ভারত ছাড়' সমর্থনে দেশময় গণসত্যাগ্রহ পালিত হয়।

৯ আগস্ট ১৯৪২ তারিখ রবিবার মওলানা আবুল কালাম আজাদ, গান্ধী, নেহরু, প্যাটেল প্রমুখ কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ বোম্বাইয়ে গিরেফতার হ'য়ে বিশেষ ট্রেনে পুনা যান। **১৬ থেকে ২০ আগস্ট ঃ** ভারতীয় মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্ত কংগ্রেসের 'ভারত ছাড়' আন্দোলন তাঁরা সমর্থন করবেন।

চীন ও ভারত

১৬ আগস্ট ১৯৪২ (৩১ শ্রাবণ ১৩৪৯ ঃ ৩ শাবান ১৩৬১) তারিখ রবিবার কলকাতার দৈনিক হিন্দুস্থান স্টান্ডার্ড-এ হিজ মাস্টার্স ভয়েস রেকর্ডে গাওয়া নজরুল সঙ্গীতের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হ'য়েছে। হিজ মাস্টার্স ভয়েস এন ২৭৩০৩ সংখ্যক রেকর্ডে কুমারী প্রতিভা ঘোষাল, জগন্ময় মিত্র এবং সত্য চৌধুরী বি.এ.-র কণ্ঠে "সমবেত সঙ্গীত" ঃ "সঙ্ঘ শরণ তীর্থ যাত্রা পথে" এবং "চিন ও ভারত"।

আধেক জীবন গেল ভালবেসে

শ্রীমতী প্রতিভা কর (সেন) এন ২৭৩০২ সংখ্যক রেকর্ডে গেয়েছেন ঃ "আধেক জীবন গেল ভালবেসে" এবং "এস প্রিয় মন রাঙায়ে।"

www.pathagar.com

গগণে সঘন চমকিছে দামিনী

সত্য ঘোষাল গেয়েছেন এন ২৭৩০১ সংখ্যক রেকর্ডে : "ঝর ঝর বারি ঝরে" এবং "গগনে সঘন চমকিছে দামিনী।"

এসো প্রিয় রাঙায়ে

আগস্ট ১৯৪২-এ প্রকাশিত হ'য়েছে হিজ মাস্টার্স ভয়েসে এন ২৭৩০২ সংখ্যক রেকর্ডে পারুল কর (সেন)- এর গাওয়া নজরুল সঙ্গীত 'এস প্রিয় মন মন রাঙায়ে।'

১০ সেপ্টেম্বরের আনন্দবাজার পত্রিকার পঞ্চম পৃষ্ঠায় দ্বিতীয় কলমে খবর ঃ "ইউনাইটেড প্রেসের ৯-ই সেপ্টেম্বর তারিখের একটি সংবাদে প্রকাশ, প্রধান মন্ত্রী মিঃ ফজলুল হক, শ্রীযুক্ত অতুল চন্দ্র সেন এম.এল.এ. ও শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস এম.এল.এ- এর সমভিব্যাহারে বুধবার ঢাকা যাত্রা করিয়াছেন।

৯ সেপ্টেম্বর ১৯৪২ ঃ ২৭ শাবান ১৩৬১ ঃ ২৩ ভাদ্র ১৩৪৯ তারিখ বুধবার প্রধানমন্ত্রী আবুল কাসেম ফজলুল হক ঢাকা যাত্রা করেন এবং এর পর দিন ১০ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার ঢাকা সেন্ট্রাল জেল পরিদর্শন করেন। আনন্দবাজারে আরো লেখা হ'য়েছিল ঃ "সম্প্রতী উক্ত জেলে যে ঘটনা ঘটিয়াছে তৎসম্পর্কে ঢাকার সরকারী কর্মচারীদের সহিত আলোচনা করিবেন।" এবং "প্রধানমন্ত্রী ঢাকা, ফরিদপুর এবং ময়মনসিংহ জেলার কয়েকটি বড় বড় বাজারে পাট ও চাউলের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিবেন।" এ খবরও ছিলো।

তব গানের ভাষার সুরে

সেপ্টেম্বর ১৯৪২-এ বা'র হ'লো হিজ মাস্টার্স ভয়েস-এ এন ২৭৩২৫ সংখ্যক রেকর্ডে অনিমা সেনতপ্ত (দাসগুপ্ত)-এর গাওয়া নজরুল সঙ্গীত "তব গানের ভাষার সুরে।"

বাহান্ন বিঘায় কবির অবস্থা

১১ সেপ্টেম্বর ১৯৪২ ঃ ২৯ শাবান ১৩৬১ ঃ ২৫ ভাদ্র ১৩৪৯ তারিখ শুক্রবার বাহান্ন বিঘা, মধুপুর থেকে কলকাতার ৮৪ ঝাউতলা রোডের ঠিকানায় জুলফিকার হায়দারকে লেখা গিরিবালা দেবীর চিঠি ঃ "এখানে আসার পর তার অসুখের অবস্থার কিছুই ভালো দেখছি নাা। .... আগের চেয়ে খারাপের দিকেই যাচ্ছে। হাতের কাঁপুনি বেড়েছে। কথা যা বলে আমারই বুঝতে কষ্ট হয়। কি যে কপালে আছে জানি না। ..... তুমি কি একবার আসতে পারবে? আমার তো মনে হয়, তুমি এসে এখানে যিনি দেখছেন সেই যে আমাদের ডাক্তার সরকার, তাঁর সঙ্গে আলাপ ক'রে কোলকাতায় নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করাবার ব্যবস্থা ক'রলে ভালো হয়।"

মধুপুর থেকে সপরিবারে কলকাতা রওয়ানা

সপরিবারে কবি কলকাতা রওয়ানা হ'চ্ছেন, এ বিষয়ে সেদিন ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৪২ তারিখ রবিবার অমলেন্দু দাসগুপ্ত মধুপুর থেকে টেলিগ্রাম পান ব'লে উল্লেখ ক'রেছেন জুলফিকার হায়দার।

২৯ সেপ্টেম্বর ১৯৪২ তারিখে তমলুক পুলিশ স্টেশনে বিক্ষোভ চালানোর সময় পুলিশের গুলিতে মাতঙ্গিনী হাজরা এবং আরো পাঁচজন সত্যাগ্রহীর মৃত্যু হয়।

মধুপুর থেকে কলকাতা

২১ সেপ্টেম্বর ১৯৪২ ঃ ৯ রমজান ১৩৬১ ঃ ৪ আশ্বিন ১৩৪৯ তারিখ সোমবার ভোরে কবি অত্যন্ত অসুস্থাবস্থায় মধুপুর থেকে ট্রেনযোগে সরপরিবার কলকাতা ফিরলেন। এ দিন

www.pathagar.com

কলকাতার ১২৩ লোয়ার সার্কুলার রোডস্থ "নবযুগ" অফিস থেকে সুফী জুলফিকার হায়দারকে পত্রিকার প্যাডে লেখা অমলেন্দু দাশগুপ্তের চিঠিতেও সে কথা আছে।

২১ শে সেপ্টেম্বর ১৯৪২

হায়দার সাহেব,

গতকাল টেলিগ্রাম আসে যে, কাজী সাহেব সপরিবারে কলকাতা রওয়ানা হইতেছেন। আজ ভোরে তাঁহারা আসিয়া পৌছিয়াছেন। কাজী সাহেবের স্বাস্থ্য নিতান্তই খারাপ। মাসীমা (কাজী সাহেবের শাশুড়ী) আপনাকে খবর দিতে বলিয়াছেন। আপনি যত তাড়াতাড়ি পারেন দেখা করিবেন।

ইতি

অমলেন্দু দাশগুপ্ত

এদিন ১৫/৪ শ্যামবাজার স্ট্রীটে কবির বাড়ীতে গিয়ে জুলফিকার হায়দার নাকি "ভাবী আর মাসীমার সাথে পরামর্শ করে" "কবির অসুস্থাবস্থায় খবরাদি আবারও সংবাদপত্রে" দিয়েছিলেন, তাঁর স্মৃতিকথায় এ দাবী তিনি জানিয়েছেন। তাঁর বিবৃতি মোতাবিক নাকি সংবাদটি পরের দিন মঙ্গলবার ইউ.পি.পি'-র মারফৎ প্রত্যেক বাঙলা ও ইংরেজী দৈনিকে প্রকাশিত হ'য়েছিল। কিন্তু আমি এ রকম কোনো খবর সে সময়কার আনন্দবাজার পত্রিকা, অমৃতবাজার পত্রিকা, হিন্দুস্থান স্টান্ডার্ড, স্টেটসম্যান, স্টার অব ইন্ডিয়া প্রভৃতি কাগজে খুঁজে পাই নি। তাই "ইউ.পি.পি'র মারফৎ প্রত্যেক ইংরেজী ও বাঙলা দৈনিক পত্রিকায় খবরটি বের হলো" কথাটা সত্য মনে করতে পারছি না। জুলফিকার হায়দারের গ্রন্থে এ রকম অনেক অসত্য বিবৃতি আছে। তবে কোনো মিথ্যোক্তিকে সত্য ব'লে বিশ্বাস করানোর ব্যাপারে পারিপার্শ্বিকতা সৃষ্টিতে তিনি যে পারঙ্গম, সেটা অস্বীকার করা চলে না।

অধ্যাপক হুমায়ুন কবীরের সভাপতিত্বে পাকিস্তান বিরোধী সভা

এর পরদিন ২৩ সেপ্টেম্বর ১৯৪২ ঃ ১১ রমজান ১৩৬১ ঃ ৬ আশ্বিন ১৩৪৯ তারিখ বুধবার অপরাহ্ন চারটায় কলকাতার উনিভার্সিটি ইন্সটিটিউটে অধ্যাপক হুমায়ুন কবীরের সভাপতিত্বে পাকিস্তান বিরোধী সভা অনুষ্ঠিত হয়। আনন্দবাজার পত্রিকায় দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় ষষ্ঠ কলমে খবর ঃ

"পাকিস্তান বিরোধী সভা

নিখিল বঙ্গ মুসলমান সমিতির উদ্যোগে বুধবার ২৩ সেপ্টেম্বর অপরাহ্ন ৪৷৷ ঘটিকায় কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউটে এক জনসভা হইবে। অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর সভাপতিত্ব করিবেন। সৈয়দ হবিবার রহমান, চৌধুরী মোয়াজ্জেম হোসেন, আব্দুল ওয়াহেদ বোম্বাই নগরী প্রভৃতি বক্তৃতা করিবেন। সাধারণের উপস্থিতি বাঞ্ছনীয়। (স্বাঃ) এরশাদ আলী, জেনারেল সেক্রেটারী।"

উল্লেখ থাকে যে, অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর তাঁর ইন্তেকালের কিছুদিন আগে পাকিস্তান বিভাগেরও পরিকল্পনা ক'রে গিয়েছিলেন।

কে সেই সুন্দর কে

সেপ্টেম্বর ১৯৪২-এ হিজ মাস্টার্স ভয়েসে এন ২৭৩১১ সংখ্যক রেকর্ডে বা'র হ'লো ইলা ঘোষের গাওয়া দু'টো নজরুল সংগীত "কেন মনোবনে মালতী পল্লরী দোলে" এবং "কে সেই সুন্দর কে?"

www.pathagar.com

সঙ্গীত জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ কথা ও সুর স্রষ্টা

আনন্দ বাজার পত্রিকার এই সংখ্যায় ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় দ্বিতীয় কলমে "রূপবাণী" হল-এ দ্বিতীয় সপ্তাহ বাঙলা ছায়াছবি "চৌরঙ্গী" প্রদর্শিত হ'চ্ছে ব'লে বিজ্ঞাপন আছে। এই ছায়াছবির সব সঙ্গীতেই কথা ও সুর কাজী নজরুল ইসলামের। হিন্দী ছায়াছবিতেও কথা ও সুর কবির ছিলো। বাঙলা ভার্সান পরে হয়। চৌরঙ্গীর বাঙলা ভার্সান তৃতীয় সপ্তাহ চলার সময় ২৯ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার অমৃতবাজার পত্রিকায় কাজী নজরুলকে সঙ্গীত জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ কথা ও সুর স্রষ্টা ব'লে অভিহিত করা হয়: "greatest of all popular composers–whose name is a magic in the world of melody."

স্বপ্নে দেখি একটি নতুন ঘর

সেপ্টেম্বর ১৯৪২-এ প্রকাশিত হিজ মাস্টার্স ভয়েসের এন ২৭৩৩১ সংখ্যক রেকর্ডে যূথিকা রায় গেয়েছেন নজরুল সঙ্গীত 'স্বপ্নে দেখি একটি নতুন ঘর' (পিলু মিত্র)।

নবযুগ পত্রিকার ওপর নোটীশ

১ অক্টোবর ১৯৪২ ঃ ১৪ আশ্বিন ১৩৪৯ ঃ ১৯ রমজান ১৩৬১ তারিখ বৃহস্পতিবার "নবযুগ" পত্রিকার ওপর নোটীশ জারী হ'লো বাঙলা সরকারের রাজনৈতিক নিরাপত্তা বন্দীদের মামলা তদন্ত করার জন্য যে ট্রাইবুনাল নিয়োগ ক'রেছিলেন, সেটির প্রাপ্ত তথ্যাদির বিষয়ে রিপোর্ট প্রকাশ করার অভিযোগে ভারত রক্ষা আইনানুসারে তিন দিন কাগজ বা'র না করার। এ বিষয়ে ২ অক্টোবর ১৯৪২ ঃ১৫ আশ্বিন ১৩৪৯ তারিখ শুক্রবার অমৃতবাজার পত্রিকার তৃতীয় পৃষ্ঠায় তৃতীয় কলমে খবর ঃ

ORDER ON "NAVAYUG"
TO SUSPEND PUBLICATION FOR THREE DAYS

The Government of Bengal have, it is understood, issued an order under the defence of India rules on the printer and publisher of "Navayug" a Bengli Daily of which the Hon'ble Mr A.K. Fazlul Huq, Chief Minister of Bengal, is patron, directing them to suspend publication of the paper for three days from the date of service of the order.

The order, it is stated, relates to the publication in a recent issue of the paper of a report on the findings of the Tribunal appointed by the government of Bengal to examine the cases of Political security prisoners in the province (A.P.)

কেন মনোবনে মালতী-বল্লরী দোলে

এ দিন ১ অক্টোবর ১৯৪২ তারিখ বৃহস্পতিবার অমৃতবাজার পত্রিকায় পঞ্চম পৃষ্ঠায় চতুর্থ কলমে "গ্রামোফোন নোটস্/হিজ মাস্টারস ভয়েস রেকর্ডস" শিরোনামে এক প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, জনপ্রিয় বেতার ও রেকর্ড শিল্পী ইলা ঘোষ হিজ মাস্টারস ভয়েসের এল ২৭৩১১ সংখ্যক রেকর্ডে কাজী নজরুর ইসলামের দু'টো উৎকৃষ্ট গান কমর দাশগুপ্তের সুরে গেয়েছেন ঃ

GRAMOPHONE NOTES
H.M.V. RECORDS

Iolden-voiced Gla Ghosh, one of the hottest young favourits on disc and air, provides two highly engratiating pieces of rhythmic songs

www.pathagar.com

worded and tuned by Kazi Nazrul and Kamal Das Gupta respectively. The recard is N. 27311.

ইলা ঘোষের গাওয়া এই নজরুল সঙ্গীত দু'টি হ'লো: "কেন মনোবনে মালতী-বল্লরী দোলে" এবং "কে সেই সুন্দর কে?"

বিদ্যাপতি

এদিনই অর্থাৎ ২ অক্টোবর শুক্রবার কানন বালা, ফণি, ছায়া, পৃথ্বীরাজ, কে.সি.দে অভিনীত এবং কবির লেখা কাহিনী ও সঙ্গীত অবলম্বনে নিউ থিয়েটার্সের "মিউজিক্যাল রোমান্স", নিউ থিয়েটার্সের ছায়াছবি "বিদ্যাপতি" সিটি সিনেমায় প্রত্যহ তিনটা, ছ'টা এবং ন'টায় দেখানো হ'চ্ছে ব'লে অমৃতবাজার পত্রিকায় বিজ্ঞাপন ছাপা হ'য়েছে। কানন বালা দেবীর কণ্ঠে এ ছায়াছবির অনেকগুলো নজরুল সঙ্গীত রেকর্ডও হ'য়েছে।

ব'লেছিলে তুমি তীর্থে আসিবে

অক্টোবর ১৯৪২-এ হিজ মাস্টার্স ভয়েস-এ এন ২৭৩৩০ সংখ্যক রেকর্ডে কমল দাসগুপ্ত গেয়েছেন নজরুল সঙ্গীত 'বলেছিলে তুমি তীর্থে আসিবে।' এ মাসে তাঁর সুরে হিজ মাস্টার্স ভয়েস (শিশুদের ৭" রেকর্ড) -এ অমিতা বসু (লিলি) গেয়েছেন নজরুল সঙ্গীত 'প্রজাপতি! প্রজাপতি' (এম. জে. ১১৩)

www.pathagar.com

ভারতীয় সমস্যা সমাধানে মার্কিন হস্তক্ষেপ কামনা

৫ অক্টোবর ১৯৪২ : ১৮ আশ্বিন ১৩৪৯ : ২৩ রমজান ১৩৬১ তারিখ সোমবার সকালে প্রধানমন্ত্রী আবুল কাসেম ফজলুল হক এবং হিন্দু মহাসভার সভাপতি ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় নয়া দিল্লী পৌঁছান। এ দিন ইংরেজী সান্ধ্য দৈনিক অমৃতবাজার পত্রিকার পঞ্চম পৃষ্ঠায় পঞ্চম কলমে খবর ঃ

Mr Fazlul Huq
Bengal Premier arrive at New Delhi

New Delhi; Oct. 1

Mr. Fazlul Huq, Bengal Premier, and Dr Syamaprasad Mukharjee, Working President, Hindu Mahasabha arrived hear this morning (A.p.)

৬ অক্টোবর মঙ্গলবার নয়াদিল্লীতে ফজলুল হক ভারতীয় সমস্যা সমাধানের বিষয়ে মার্কিন হস্তক্ষেপের আবেদন জানান। দ্রষ্টব্য : "Mr. Fazlul Huq's Appeal/ America Asked To Intervene- In Indian Question" শিরোনামে নয়াদিল্লী, অক্টোবর ৬', এই ডেট লাইন সম্বলিত ১০ অক্টোবরের অমৃতবাজার পত্রিকার চতুর্থ পৃষ্ঠার খবর।

সিমলায় হক

৮ অক্টোবর ১৯৪২ তারিখ বৃহস্পতিবার ফজলুল হক দিল্লীতে ছিলেন। প্রধানমন্ত্রী হক ৯ অক্টোবর শুক্রবার সিমলায় ভাইসরয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

আনন্দবাজার পত্রিকার খবর: "বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভার ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট শ্রীযুত এন-সি, চ্যাটার্জী, জেনারেল সেক্রেটারী শ্রীযুত মনীন্দ্রনাথ মিত্র, নি. ভা. হিন্দু মহাসভার সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত আশুতোষ লাহিড়ী এম. এল. এ. ও মেজর পি বর্দ্ধন" সহ ৯-ই অক্টোবর রাতে হিন্দু মহাসভার ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট ও হক- মন্ত্রিসভার অর্থমন্ত্রী ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় দিল্লী থেকে কলকাতা প্রত্যাবর্তন করেন। ১০ অক্টোবর শনিবার সকালে বাঙলার প্রধানমন্ত্রী হক সিমলা ত্যাগ করেন দিল্লী হ'য়ে কলকাতা প্রত্যাবর্তনের ইরাদায়।

ঈদুল ফেতরের আগের দিন ১১ অক্টোবর ১৩৪২ : ২৯ রমজান ১৩৬১ : ২৪ আশ্বিন ১৩৪৯ তারিখ রবিবার কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ ভৌমিক সম্পাদিত শারদীয় সংখ্যা "স্বদেশ" প্রকাশিত হয়।

রাঁচী পাঠানোর উদ্যোগ?

১৫ অক্টোবর ১৯৪২ : ৪ শওয়াল ১৩৬১: ২৮ আশ্বিন ১৩৪৯ তারিখ বৃহস্পতিবার জুলফিকার হায়দার নাকি চিকিৎসার বিষয়ে ফজলুল হকের বাসায় গিয়ে আলাপ করেন এবং কবিকে রাঁচী পাঠানো হবে ব'লে প্রমীলা নজরুল ইস্‌লাম এবং কবির শাশুড়ী গিরিবালা দেবীকে খবর দেন। কবিকে পাগল ব'লে পরিচিত করানোর এ একটা পাকা বন্দোবস্ত বটে! লক্ষ্যণীয় যে, কোনো হাসপাতালে নয়, কোনো বড় চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে নয়, সব জেনে শুনেও সুফী জুলফিকার হায়দার চেষ্টা করেছেন পাগল ব'লে পরিচয় দিয়ে শেষ পর্য্যন্ত কোনো পাগলা গারদে ভর্তি ক'রতে। ষড়যন্ত্র করে অনুজপ্রতিম সেজে দুষমনীর বা শত্রুতার এ এক চমৎকার দৃষ্টান্ত! সুফী জুলফিকার হায়দার তাঁর গ্রন্থে কবির স্বহস্ত লিখিত যে-সব কাগজের ছবি দিয়েছেন সেগুলোও কি কবির পাগলামির পরিচয় বহন করে? ভবিষ্যৎ গবেষকদের কাজের সুবিধার্থে সংশ্লিষ্ট বিষয় ও তথ্যগুলো আমি ধারাবাহিকভাবে সাজানোর চেষ্টা করেছি। কবিকে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন

www.pathagar.com

ক'রে রাখার, পাগল বানানোর এবং পাগলা গারদে ভর্তি ক'রে দেওয়ার উদ্যোগ, চরিত্রহনন, মিথ্যা বিবৃতি ইত্যাকার নানান বিষয় লক্ষ্য ক'রে সূফী জুলফিকার হায়দার কোনো ষড়যন্ত্রের শরীক ছিলেন কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করার যথেষ্ট কারণ আছে। ব্যাপারটি একজন মহান জাতীয় কবির বিষয়ে না হ'লে হয়তো উপেক্ষা করা যেতো। তাঁর তথাকথিত অনুজপ্রতিম শিষ্য-সাগরেদের চেয়ে এই মহান কবির চারিত্র্য আমাদের কাছে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

ঘূর্ণিবাত্যা – মেদিনীপুরে এবং ২৪ পরগণায়

আনন্দবাজার পত্রিকার খবর: ১৬ অক্টোবর ১৯৪২ : ৫ শওয়াল ১৩৬১ : আশ্বিন ১৯৪৯ তারিখ শুক্রবার সকাল থেকে এর পরদিন ১৭ অক্টোবর শনিবার সকাল পর্য্যন্ত "প্রচন্ড ঘূর্ণিবাত্যা" বাঙলার ওপর দিয়ে ব'য়ে যায়। মেদিনীপুরের তমলুক মহকুমা এবং ২৪ পরগণা সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কলকাতা থেকে ষাট-সত্তর মাইল দূরে তমলুক মহকুমায় পাঁচ-ছ' হাজার ব্যক্তির প্রাণহানি ঘটে ব'লে ৪ নভেম্বরের আনন্দবাজার পত্রিকার খবরে প্রকাশ। ঘূর্ণিঝড়ের তারিখ জুলফিকার হায়দারের স্মরণ ছিলো না। কেননা, এই শুক্রবারই তিনি নাকি পি-৩২ গণেশচন্দ্র অ্যাভেনিউ-এ খান সাহেব ডাঃ কবির হোসেনের বাসায় যান এবং মেডিকেল কলেজ অব্ বেঙ্গলের মেডিকেল জুরিসপ্রুডেন্সের প্রফেসর ডাঃ কবির হোসেন নাকি মেডিকেল কলেজের মেন্টাল ওয়ার্ডের ডাঃ দাসকে ইংরেজীতে একটি চিঠি দেন : "কবির বিষয়ে আমাদের অধ্যক্ষ ডাঃ ইউ. পি. বসু আমাকে ফোন ক'রেছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাঁকে রাঁচিতে ভর্তি করার ব্যবস্থা ক'রতে অধ্যক্ষকে লিখেছেন। নর্থ ডিভিসনের ডেপুটী কমিশনারকে আমি ফোন ক'রে ডিটেন্শন্ অর্ডার ইস্যু ক'রতে ব'লেছি। তিনি যদি ভর্তি হন তবে আগামীকাল সকালে আমি বিশেষ ক'রে তাঁকে দেখতে যাবো।"। (বঙ্গানুবাদ)

এই ১৬ অক্টোবর ১৯৪২ তারিখ শুক্রবার ঝড়ের দিনেই নাকি কবি-পত্নীর খুড়তুতো বনের স্বামী অধ্যাপক অনন্তকুমার সেন চিঠি দিয়ে জুলফিকার হায়দারকে জানান: কবি- পত্নী ডক্টর এস. এন. সেন হোমিওপ্যাথকে দিয়ে এক সপ্তাহ চিকিৎসা করাতে চান।

১৭ অক্টোবর ১৯৪২ তারিখ শনিবার সকালে ডাঃ কবির হোসেন নাকি জুলফিকার হায়দারের সঙ্গে বাসায় এসে কবিকে উত্তেজিত দেখেন। গিরিবালা দেবী নাকি ব'লেছিলেন: হোমিওপ্যাথ ডাক্তার এস.এন. সেন কবির বন্ধু এবং তাঁর ওপর কবির অগাধ বিশ্বাস।

মস্তিষ্ক বিকৃতির বানোয়াট কিস্সা প্রচার

কবির মস্তিষ্ক বিকৃতির বানোয়াট গপ্পো জুলফিকার হায়দারের মুখে শুনে ফজলুল হক না দেখেই কবির মানসিক চিকিৎসার জন্য ডাঃ কবির হোসেনকে জানান। ডাঃ কবির হোসেন ২১ অক্টোবর ডাঃ দাসকে জুলফিকার হায়দারের কাছে শোনার কথাই জানান। মস্তিষ্ক বিকৃতির বানোয়াট কিস্সা জুলফিকার হায়দারই প্রচার ক'রেছিলেন।

সমস্ত বিবরণ ও পরিস্থিতি বিবেচনা করে উপলব্ধি করা যায় যে, কবির মৌলিক প্রয়োজন ছিলো ঃ এক, শারীরিক চিকিৎসা; দুই, অর্থনৈতিক দুরাবস্থা দূরীকরণের একটা স্থায়ী বন্দোবস্ত; তিন, বিশ্রাম। কিন্তু সামগ্রিকভাবে এই তিনটি মৌলিক সমস্যা সমাধানের কোনো উপযুক্ত বন্দোবস্ত হয় নি। শারীরিক চিকিৎসার জায়গায় তোড়জোড় করা হ'য়েছে মানসিক চিকিৎসার। একটা কঠিন অসুস্থতা নিরাময়ের জন্য অ্যালোপ্যাথের ধারে কাছে না গিয়ে বরাদ্দ করা হ'লো হোমিওপ্যাথ। এবং একজন হোমিওপ্যাথের অনুসারী ক'রে লোকচক্ষের অন্তরালে পাঠানো

www.pathagar.com

হ'লো সুদূর মধুপুরে। আর চিকিৎসা ও বিশ্রাম, এই উভয়ের পাকা বন্দোবস্তের জন্য চিন্তা করা হ'লো যে, কবিকে কোনো পাগলা গারদে পাঠানো দরকার। নিজেকে মাধ্যম হিসাবে দাঁড় করিয়ে ভক্ত জন সাধারণের কাছ থেকে কবিকে বিচ্ছিন্ন ক'রে সুফী জুলফিকার হায়দার এই বলে তদ্বির শুরু ক'রলেন যে, কবির মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছে। এটা নাকি তিনি ক'রেছিলেন অসুখের গুরুত্বটা বোঝানোর জন্য। পরে সত্য সত্যই এবং কবির শাশুড়ীর আপত্তিতে এটা যখন কার্যকর হ'তে পারলো না, তখন তিনি বেছে নিলেন কলকাতার শহরতলীর তিলজলা এলাকার লুম্বিনী পার্ক "লুনাটিক এসাইলাম"। বেড়াতে নিয়ে যাওয়ার কথা ব'লে কবিকে জবরদস্তি ক'রে ডাঃ গিরীন্দ্র শেখর বসুর লুম্বিনী পার্ক "লুনাটিক অ্যাসাইলাম"- এ ভর্তি করার পরিকল্পনা করা হ'য়েছিল। কবির ঘাড়ে যে কঠিন আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গিয়েছিল সেটা ১০-ই জুলাইয়ের আগের, না, লুম্বিনী পার্ক "লুনাটিক এসাইলামের" দান তা বলা মুস্কিল। এ সব বিষয়ে আরো অনুসন্ধান প্রয়োজন।

১৯৮৮'-র মার্চে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত "জীবন সায়াহ্নে নজরুলকে যেমন দেখেছি " শীর্ষক গ্রন্থের ৮৫ পৃষ্ঠায় শফি চাকলাদার কবির বাঁ বাহুতে গুলির আঘারেত ক্ষত এবং বাঁ দিকের হিপের যে ক্ষতের কথা লিখেছেন এগুলো কখন কার।

সুফী জুলফিকার হায়দার নিজেই লিখেছেন যে, বেড়াতে নিয়ে যাওয়ার কথা ব'লে তিনি জবরদস্তি ক'রে কবিকে লুম্বিনী-পার্ক লুনাটিক অ্যাসাইলাম-এ ভর্তি ক'রে দিয়েছিলেন "২৫ শে অক্টোবর ১৯৪২" মোতাবেক ৮ কার্তিক ১৩৪৯ : ১৪ শওয়াল ১৩৬১ তারিখ রবিবার। "২৫ শে অক্টোবর, ১৯৪২" তারিখে কবিকে লুম্বিনী পার্ক মানসিক হাসপাতালে ভর্তি করার কথা জুলফিকার হায়দার যখন লেখেন, তখন হয়তো তিনি জানতেন না যে, দিনটি রবিবার ছিলো। এই মানসিক হাসপাতালের কার্ডে দেখেছি: কাজী নজরুল ইস্‌লাম এখানে ২২৫ সংখ্যক রোগী ছিলেন। এর বেশী কোনো খবর কয়েকবার গিয়েও সংগ্রহ করতে পারি নি। তথ্য প্রমাণ ছাড়াই সুফী জুলফিকার হায়দার কবিকে যে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছেন সে বিষয়ে বিশদ অনুসন্ধান জাতীয় স্বার্থেই প্রয়োজন বলে মনে করেছি। তা ছাড়া মনে রাখতে হবে যে, কবি সম্পর্কে যারা আপত্তিকর কথাবার্তা লিখেছেন, তাদের সম্পর্কে যে-কোনো সঙ্গত প্রশ্ন উত্থাপন করার অধিকার জনগণের আছে। অবশ্য তারা সত্য কথা লিখেছেন, এমনটা যদি বিশ্বাস করার কারণ থাকতো তা হ'লে জাতীয় জীবনে সে আঘাত যত কঠিনই হোক, নীরবে সহ্য ক'রতে আপত্তি ছিলো না।

শের-ই-বাঙ্‌লার কিশোরগঞ্জ সফর

দুর্গা প্রতিমা বিসর্জন উপলক্ষ্যে এক ঘটনাকে কেন্দ্র ক'রে যে গুলি চলে তা সরেজমিনে তদন্ত ক'রতে প্রধানমন্ত্রী এ. কে. ফজলুল হক ২৯ অক্টোবর ১৯৪২ : ১৮ শওয়াল ১৩৬১ : ১২ কার্তিক ১৩৪৯ তারিখ বৃহস্পতিবার কিশোরগঞ্জ সফর করেন। উল্লেখ থাকে যে, দুর্গাপূজা ছিলো ১৬ অক্টোবর : ২৯ আশ্বিন শুক্রবার ঘূর্ণিবাত্যা শুরু হওয়ার দিন। আর বিজয়া দশমী ছিলো ১৯ অক্টোবর ১৯৪২: ৮ শওয়াল ১৩৬২ : ২ কার্তিক ১৩৪৯ তারিখ সোমবার।

জ্যোতিষী কে আর ব্যানার্জী

১৬ কার্তিক ১৩৪৯ : ২ নভেম্বর ১৯৪২ তারিখ সোমবার গিরিবালা দেবীর আকাঙ্ক্ষা মোতাবেকই নাকি সুফী জুলফিকার হায়দার ৮ নম্বর কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটে জ্যোতিষী কে. আর ব্যাণার্জীর কাছে যান কবির ভাগ্য গণনা করাতে। ভাগ্য গণনা করা হয় কবির জন্ম তারিখ ও সময় ১১ বৈশাখ ভোর পাঁচটা বলে ধার্য করে। কিন্তু এর কয়েক মাস পর ১১ জ্যৈষ্ঠ কবির জন্ম

www.pathagar.com

দিসব পালন করা হয়। কবি পরিবারের তৎকালীন অভিভাবক সুফী জুলফিকার হায়দার সে কথা উল্লেখ করেন নি। নজরুল সম্পর্কিত যে সময়কার সব ঘটনার সঙ্গেই তিনি জড়িত ছিলেন ব'লে দাবী করেছেন, সে সময় কবির সাহায্য ও সম্মাননা সম্পর্কিত অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সঙ্গেই যে তাঁর কোনো সংযোগ ছিলো না, সে প্রমাণ সমসাময়িক পত্রপত্রিকায় অঢেল পাওয়া যায়। ১৬ নভেম্বর বাঙলার অর্থমন্ত্রী ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী পদত্যাগ করেন।

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের পদত্যাগ

৪ অগ্রহায়ণ ১৩৪৯: ২০ নভেম্বর ১৯৪২ তারিখ শুক্রবার বাঙলা সরকারের অর্থ সচিব শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেন গভর্নর।

ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় হক মন্ত্রিসভা থেকে কোন্ কোন্ রাজনৈতিক সংবিধানিক কারণে পদত্যাগ ক'রেছেন সে বিষয়ে মুসলিম লীগের নূর আহ্মদের উত্থাপিত এক প্রস্তাবের ওপর বেঙ্গল কাউন্সিলে ২৩ নভেম্বর ১৯৪২ : ১৩ জেল্কদ ১৩৬১ : ৭ অগ্রহায়ণ ১৩৪৯ তারিখ সোমবার আলোচনা হয়। ২৪ নভেম্বর মঙ্গলবারের অমৃতবাজার পত্রিকার তৃতীয় পৃষ্ঠায় পঞ্চম কলমে খবর ঃ

Bengal Council
Dr- Mookerjee's resignation
issues involved
Adjourment motion disallowed

In the Bengal Council on Monday there was an adjournment motion tabled by Mr. Nur Ahmed (Muslim League) to discuss the political and constitutional issues which led to the resignation of Dr Shyama Prasad Mookerjee from the Council of Ministers.

হক মন্ত্রিসভা থেকে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের পদত্যাগের এই সময়ের কথা সুফী জুলফিকার হায়দারের যদি স্মরণ থাকতো তা হ'লে ১৯৪৩-এর মার্চ মাসের ৭ তারিখের পর তাঁকে সভাপতি ক'রে "নজরুল সাহায্য কমিটি" গঠন ক'রে পরে "সাইক্লোনে ক্ষতিগ্রস্ত মেদিনীপুর" বাঁধ বেঁধে কবি পরিবারে অর্থ যোগান দেওয়ার কথা লিখতেন না। স্পষ্টতঃই দেখা যাচ্ছে যে, বানোয়াট তারিখ-তথ্য দিয়ে অনেক আজব গপ্পোও ভদ্রলোক পরবর্তী প্রজন্মের কাছে বিশ্বাসযোগ্য ক'রে তোলার চেষ্টা করেছেন।

ন্যাশনালিস্ট পার্টির বিধান পরিষদীয় দল

২৫ নভেম্বর ১৯৪২ : ১৫ জেল্কদ ১৩৬১ : ৯ অগ্রহায়ণ ১৩৪৯ তারিখ বুধবার সন্ধ্যায় ন্যাশনালিস্ট পার্টির বিধান পরিষদীয় দলের একটি মিটিং হয় ৭৭ নম্বর আশুতোষ মুখার্জী রোডে।

আমার কথা লুকিয়ে

১ ডিসেম্বর ১৯৪২ : ১৫ অগ্রহায়ণ ১৩৪৯ : ২১ জেল্কদ ১৩৬১ তারিখ মঙ্গলবার আনন্দবাজার পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় নজরুল সঙ্গীতের বিজ্ঞাপন ঃ

"ডিসেম্বর মাসের নূতন রেকর্ড
হিন্দুস্থানের দুইখানি বাছাই করা গান
শ্রীযুক্ত সুশীল চ্যাটার্জ্জী–
সঙ্গীত পরিচালনা– কাজী নজরুল ইস্‌লাম

www.pathagar.com

এইচ { আমার কথা লুকিয়ে– নজরুল (কথা)
তুমি প্রভাতের সকরুণ ভৈরবী – ঐ"

বিদ্যাপতি (বাংলা)

৯ ডিসেম্বর বুধবারের আনন্দবাজার পত্রিকার তৃতীয় পৃষ্ঠায় দুর্গাদাস, পাহাড়ী, ছায়া, কানন অভিনীত "নিউ থিয়েটার্সের বিদ্যাপতি (বাংলা)" ৩টা, ৬টা ও ৯-টায় ইটালী টকিজ-এ প্রদর্শিত হওয়ার বিজ্ঞাপন আছে।

সর্বদলীয় সম্মেলনে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী

১০ ডিসেম্বর ১৯৪২ : ২৪ অগ্রহায়ণ ১৩৪৯ তারিখ বৃপস্পতিবার আনন্দবাজার পত্রিকায় খবর ঃ

"ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি
সর্ব্বদলীয় সম্মেলনে যোগদানার্থ
এলাহাবাদ যাত্রা

কলিকাতা, ৯-ই ডিসেম্বর

হিন্দু মহসভার ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি সর্ব্বদলীয় সম্মেলনে যোগদান করিবার জন্য বৃহস্পতিবার এলাহাবাদ রওনা হইতেছেন। ইউ.পি"

দিল্লীর ফুড কনফারেন্সে শের-ই-বাঙলা

প্রধানমন্ত্রী শের-ই-বাঙলা আবুল কাসেম ফজলুল হক ১৪ ডিসেম্বর সোমবার অনুষ্ঠিতব্য ফুড কনফারেন্সে যোগদানের জন্য নয়া দিল্লীর উদ্দেশে কলকাতা ত্যাগ করেন ১২ ডিসেম্বর ১৯৪২ : ৩ জেলহজ্জ ১৩৬১: ২৬ অগ্রহায়ণ ১৩৪৯ তারিখ শনিবার। এ বিষয়ে ১৩ ডিসেম্বরের অমৃতবাজার পত্রিকার চতুর্থ পৃষ্ঠার চতুর্থ কলমের খবর ঃ

Mr Fazlul Huq

Mr A.K. Fazlul Huq. Premier of Bengal life on Saturday night for Delhi to attend the food conference to be held there on December 14.

দেশব্যাপী অন্নকষ্ট

'দেশ' পত্রিকায় ১৯ ডিসেম্বর ১৯৪২ তারিখে সাময়িক প্রসঙ্গে 'দেশব্যাপী অন্ন কষ্টের' কথা জানিয়ে বাঙলা সরকারকে আসন্ন দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে হুঁশিয়ার করা হ'য়েছে। এ ছাড়া 'অর্থ ও অন্ন সমস্যা'তে লেখা হ'য়েছে: 'ময়দার দর প্রতিমণ ২২ টাকাতে উঠিয়েছে; চাউলের দরও বৃদ্ধি পাইতেছে। কলিকাতা শহরেই কয়েক দিনের মধ্যে পনোরো টাকার কমে এক মণ চাউল মিলিবে না, এমন আতঙ্কের কারণ ঘটিয়াছে। অথচ বিস্ময়ের বিষয় এই যে, নিদারুণ এই অন্ন সমস্যার মধ্যেও সরকার বাঙলাদেশ হইতে বাহিরে চাউল রপ্তানীর বন্দোবস্ত করিতেছেন। শুনা যাইতেছে, বাঙালাদেশ হইতে বোম্বাই অঞ্চলে চাউল পাঠাইবার ব্যবস্থা হইতেছে। ইহাও শুনিতেছি যে, কিছু দিন পূর্বে বাঙলা সরকার বিশেষ সঙ্কট দিনের সম্বল স্বরূপ যে চাউল জমা করিয়াছিলেন, সেই চাউলের এই উপায়ে সদগতি হইবে।'

হিন্দুস্থান স্টান্ডার্ড-এ কবির বিষয়ে খবর?

১৫ ডিসেম্বর ১৯৪২ তারিখ মঙ্গলবার সিকিউরিটি প্রিজনার অতীন্দ্র মোহন রায় মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেল থেকে মৌলবী জুলফিকার হায়দারকে লেখেন: "অদ্যকার হিন্দুস্থান স্টান্ডার্ড পত্রিকায় প্রকাশিত আপনার সংবাদ হইতে জানিতে পারিলাম যে, কবি কাজী নজরুল ইস্‌লাম

www.pathagar.com

সাহেবের শরীর বর্তমানে অনেকটা ভাল। কবি সাহেব ধীরে ধীরে আরোগ্য লাভ করিতেছেন জানিয়া অত্যন্ত সুখী ও নিশ্চিন্ত হইলাম। তাহার অসুস্থতার সংবাদ শুনিয়া দুঃখিত ও চিন্তিত হইয়াছিলাম। তিনি সত্বর নিরাময় হইয়া উঠুন, সমস্ত অন্তর দিয়া ইহা কামনা করিতেছি।

কবি সাহেবকে আমার শুভেচ্ছা, প্রীতি-সম্ভাষণ এবং আদাব জানাইবেন।"

এই চিঠির কথিত যে ফটোকপি তাঁর গ্রন্থে দেওয়া হ'য়েছে তাতে কারচুপি কিংবা গোঁজামিল আছে বলে স্পষ্টত:ই সন্দেহ হয়। উক্ত তারিখের-ই শুধু নয়, এর আগের ও পরের অনেকগুলো সংখ্যা দৈনিক হিন্দুস্থান ষ্টান্ডার্ড আমি দেখেছি। সেখানে কবির বিষয়ে এ রকম কোনো খবর ছাপা হয় নি। লক্ষ্যণীয় যে, এই চিঠি জুলফিকার হায়দারের গ্রন্থের "পরিশিষ্ট তিন"-এ অন্তর্ভুক্ত করা হ'য়েছে। সময় ও ঘটনার ধারাবাহিকতার দিকে লক্ষ্য রেখে ঠিক জায়গায় পরিবেশন ক'রলে দেখা যেতো যে, এ সময় লুম্বিনী পার্ক পাগলা গারদে কবি শৃঙ্খলাবদ্ধাবস্থায় নেপালী-দারোয়ানের তত্ত্বাবধানে আছেন। ষড়যন্ত্র ও জবরদস্তিমূলক আটকাবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য কবি তখন আকুতি প্রকাশ ক'রেছেন। সে সময় জুলফিকার হায়দারকে দোষারোপ ক'রেছেন কবি স্পষ্ট উচ্চারণ ক'রেছেন : "হায়দার আমার শত্রু"। "আক্রোশে ফেটে পড়েন।" জুলফিকার হায়দারকে "দেখলেই ক্ষেপে যান।" জুলফিকার হায়দারের বিবরণ মোতাবেক ১২৪ বেদিয়া ডাঙ্গা রোড থেকেই সুপারিনটেনডেন্ট টি.এন. সিনহা লেখেন যে, জানুয়ারী ১৯৪৩-এর জন্য ১৭০ টাকা দিতে হবে। এটা কিন্তু ঈদুজ্জোহার দিন ছিল। এই চিঠির ব্লক নেই। ১৯ ডিসেম্বর ১৯৪২-এর হিজরী করেসপন্ডিং তারিখ ১০ জেলহজ্জ ১৩৬১।

কবি পত্নীর পাঠানো খাবার

জুলফিকার হায়দার নিজেই লিখেছেন যে, ১৯৪২ সনের ডিসেম্বর মাসের শেষ দিকে প্রসিদ্ধ বাগ্মী সৈয়দ বদরুদ্দোজা কবিকে দেখতে লুম্বিনী পার্ক মানসিক হাসপাতালে যান। এর দু'দিন আগে তিনি কবির চিকিৎসার ব্যয় নির্বাহের জন্য ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের ১৯০ টাকার একটা চেক দেন। এভাবে এখানে দেখা যাচ্ছে যে, কবির ব্যাপারে সুফী জুলফিকার হায়দার অন্যান্যদের কাছ থেকে টাকা সংগ্রহ ক'রেছেন। তখন জাপানী বোমা হামলায় কলকাতার নাগরিক জীবন বিপন্ন। মানুষ শহরের বাইরে ছুটছে আশ্রয়ের খোঁজে। আর ইতোপূর্বেই কলকাতা ও শহরতলীতে জরুরী অবস্থা জারী করা হ'য়েছে।

কলকাতায় জাপানী বোমা বর্ষণ

ঈদ্উজ্জোহার পর দিন ৪ পৌষ ১৩৪৯: ত্রয়োদশী : ২০ ডিসেম্বর ১৯৪২ : ১১ জেলহজ্জ ১৩৬১ তারিখ রবিবার রাতে চাঁদ ওঠার দু'ঘন্টা পর ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় কলকাতায় সাইরেন বাজে এবং জাপানীরা বোমা বর্ষণ করে। ২১ ডিসেম্বর ১৯৪২ তারিখে দ্বিতীয় রাতেও সাইরেন বাজে এবং জাপানীরা কলকাতায় বোমা বর্ষণ করে।

এই পরিস্থিতিতে ভাবা যায় না যে, কী ক'রে কবি-পত্নী সুফী জুলফিকার হায়দারের স্ত্রী রাবেয়া হায়দারকে দেওয়ার জন্য ৩১ ডিসেম্বের বৃহস্পতিবার খাবার পাঠান এবং চিঠিতে নাকি লেখেন :

৩১ শে ডিসেম্বর
১৯৪২

স্নেহের রাবেয়া,

www.pathagar.com

মা সামান্য খাবারটুকু পাঠালেন। মা নিজেই যেতেন। এখনও খাওয়া হয়নি। শরীরও কয়েক দিন থেকে খারাপ যাচ্ছে, সে জন্য যেতে পারলাম না। হায়দার সাহেব এখন কেমন আছেন? তাঁর অনেক দিন থেকেই শরীরটা খারাপ, তোমার নিজের শরীর এখন কেমন? অনেক দিন দেখিনা, দেখতে ইচ্ছা করে। আমার আন্তরিক মঙ্গল কামনা জেনো।

ইতি-
দিদি

পুনঃ- ছেলেদের একটু তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দিও, রাস্তার অবস্থা ত জানই।"

অথচ জাপানীদের বোমা বর্ষণের ফলে কলকাতা থেকে তখন মহাপলায়ন শুরু হ'য়েছে। নিছক প্রাণরক্ষার জৈব প্রেরণায় কলকাতা থেকে পথ দিয়ে বন্যার মতো অবিচ্ছিন্ন ধারায় চলেছে ভয়ার্ত মানুষের শোভাযাত্রা। তদুপরি কবি পরিবার তখন আর্থিক অনটনে অসহায়। রোজগারের মানুষটিকে ইতোমধ্যেই পাগলা গারদে ভ'রে দেওয়া হ'য়েছে।

জুলফিকার হায়দার এ চিঠির ব্লক দিয়ে আর জটিলতা বৃদ্ধি করেন নি। সম্ভবত কবি পরিবারের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্টতা দেখানোর জন্যই এই চিঠির অবতারণা করা হ'য়েছে "পরিশিষ্ট-এক"-এ। পাদটীকায় জুলফিকার হায়দার লিখেছেন যে, "এ সময় ঘৃণ্য সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রায়ই সংঘটিত হ'চ্ছিলো।" কিন্তু এ সময়ের খবরের কাগজের সাক্ষ্য তা নয়। আর কবি পরিবার কি তখন খাবার পাঠানোর মতো মানসিক ও আর্থিক অবস্থায় ছিলো? এ রকম অনেক প্রশ্নই তোলা যায়। কবির কথা তো চিঠিতে অনুপস্থিত! হায়দার সাহেব কী ইতোমধ্যেই মেদিনীপুর বাঁধ বাঁধার কাজ শেষ ক'রে অসুস্থ হ'য়ে পড়েছেন? এমন সব প্রশ্নগুলোর কোনোটিরই কোনো জবাব দেওয়ার ছিলো না বলেই বইটি কবি-পত্নীর ইন্তেকালের পর ছাপা হয়। তৎকালীন পরিস্থিতি স্মরণ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা দরকার যে, ১০ পৌষ ১৩৪৯: ১৭ জেলহজ্জ ১৩৬১: ২৬ ডিসেম্বর ১৯৪২ তারিখ শনিবার "দেশ"-এর সাময়িক প্রসঙ্গে জাপানী বিমান হামলার খবর পরিবেশিত হয়েছে। বোমা বিধ্বস্ত শহরের বিচ্ছিন্ন ও অনিশ্চিত জীবনযাত্রায় মানুষ বিপন্ন বোধ ক'রছে। মানুষ নিরাপদ আশ্রয় খুঁজছে। কলকাতা ও শহরতলী এলাকায় ইতোপূর্বেই জরুরী অবস্থা জারী করা হ'য়েছে। বিধ্বস্ত কবি পরিবারের তরফ থেকে আর্থিক দিক দিয়ে স্বচ্ছল জুলফিকার হায়দারদেরকে খাবার পাঠানোর এটাই কি উৎকৃষ্ট সময়?

অমলেন্দু দাশ গুপ্তের চিঠি

৪ জানুয়ারী ১৯৪৩ : ২৬ জেলহজ্জ ১৩৬১ : ১৯ পৌষ ১৩৪৯ তারিখ সোমবার প্রেসিডেন্সি জেল থেকে অমলেন্দু দাশগুপ্তের চিঠি জুলফিকার হায়দারকে ঃ

"কাজী সাহেবের সংবাদের জন্য আপনাকে চিঠি দিব মনে করিয়াছিলাম। ... তাঁহার জন্য চিন্তা রহিয়াই গিয়াছে। আশা করি তিনি ধীরে ধীরে সুস্থ হইয়া উঠিতেছেন। আরও কিছু দিন হাসপাতালে থাকিতে হইবে জানিতে পারিলাম। তাঁহার সংবাদ বিস্তারিত আমাকে জানাইবেন। আমার আকস্মিক গ্রেপ্তারে তাঁহার মানসিক শান্তি অনেকখানি নষ্ট হয় এবং আমার গ্রেপ্তারের প্রতিক্রিয়া তাঁহার এই মানসিক বিপর্যয়ের অনেকটা কারণ, তাহাও আমি জানিতে পারিয়াছি। ....

হক সাহেবের আমার প্রতি একটা Duty আছে। 'নবযুগের'র জন্যই আমার এবারকার গ্রেপ্তার। হক সাহেব যদি আমার Case টা একটু দেখেন এবং Special Branch - এর মতামত জানিতে চাহিয়া পাঠান– তবে আমার release সম্ভব বলিয়াই আমি মনে করি। Police- এর দিক দিয়া কোন বাধা হইবে না। হক সাহেব তাঁর করণীয়টুকু যদি করেন, তবে

www.pathagar.com

তাঁহার duty-ই করিবেন। কোন Special favour- ও তাঁকে করিতে হইবে না। আপনি যদি একটু কষ্ট করিয়া হক সাহেবকে আমার বিষয়ে একটু সচেতন করেন, তবে উপকৃত হইব। হক সাহেব সামান্য একটু চেষ্টা করিলেই হইয়া যায়। এইভাবে কর্মহীন ব্যর্থ দিন যখন, বুঝিতেই পারেন, মোটেই ভালো লাগে না। ...."

শের-ই-বাঙলার যশোহর সফর

১২ জানুয়ারী ১৯৪৩: ২৭ পৌষ ১৩৪৯ : ৪ মোহররম ১৩৬২ তারিখ মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রী শের-ই-বাঙলা আবুল কাসেম ফজলুল হক যশোহর ও এনায়েতপুরের উদ্দেশে কলকাতা ত্যাগ করেন।

১৪ জানুয়ারী ১৯৪৩: ২৯ পৌষ ১৩৪৯ তারিখ বৃহস্পতিবার ফজলুল হক কলকাতা প্রত্যাবর্তন করেন।

দিল্লীর ডিফেন্স কাউন্সিলের বৈঠকে শের-ই-বাঙলা

২০ জানুয়ারী ১৯৪৩: ১২ মোহররম ১৩৬২ : ৬ মাঘ ১৩৪৯ : তারিখ বুধবার ন্যাশনাল ডিফেন্স কাউন্সিলের বৈঠকে যোগ দিতে প্রধানমন্ত্রী হক নয়া দিল্লী রওয়ানা হন।

লুম্বিনী পার্ক লুনাটিক অ্যাসাইলামের চিঠি

২৮ জানুয়ারী ১৯৪৩: ২০ মোহররম ১৩৬২ : ১৪ মাঘ ১৩৪৯ : তারিখ বৃহস্পতিবার ২৪ পরগণা জেলার তিলজলা এলাকার ১২৪ বেদিয়াডাঙ্গা রোডস্থ লুম্বিনী পার্ক লুনাটিক এসাইলাম থেকে সুপারিন্টেনডেন্ট ডা: টি. এন. সিংহের চিঠি: ১৯৪৩-এর ফেব্রুয়ারীর জন্য আগাম দেয় দেড় শত' টাকা বাকী প'ড়েছে।

"এর পর অনেক কষ্টে টাকা জোগাড় করে হাসপাতালে গিয়ে" "পকেট থেকে ১৫০ টাকা চার্জ চুকিয়ে দিয়ে কাজীদাকে বাড়ী নিয়ে" এলেন তাঁর অনুজপ্রতিম সুফী জুলফিকার হায়দার। তারিখটা তা হ'লে ১৯৪৩-এর জানুয়ারীর ২৮ থেকে ৩১-এর মধ্যে কিংবা ফেব্রুয়ারীতে হবে। অসহায় কবিকে জবরদস্তি ক'রে পাগলা গারদে পাঠিয়ে পাগলের ট্রেড মার্ক পরিয়ে পাগল ব'লে প্রচার ক'রে এবার বাড়ীতে ফিরিয়ে আনা হ'লো। দেশের এক চরম রাজনৈতিক টানাপোড়েনের সময় স্বাধীনচেতা কবি তিক্ত মন্তব্য প্রকাশের দরুণ নিশ্চয়ই অনেকেরই বিরাগ ভাজন হ'য়ে থাকবেন। এমন এক মুহূর্তে দারিদ্র্য পীড়িত ও রোগক্লিষ্ট কবিকে পাগল ব'লে চিহ্নিত ক'রে অনাহারে ও বিনা চিকিৎসায় তিলে তিলে মৃত্যু পথ যাত্রী করার কাজ সম্পূর্ণ হ'লো। কবি দু'টো তক্‌মা পেলেন ঃ এক, সিফিলিস রোগাক্রান্ত; দুই, পাগল। এবার তাঁকে বাড়ী ফিরিয়ে এনে আধ্যাত্মিক চিকিৎসার বন্দোবস্ত করা হয়।

২৯ জানুয়ারী ১৯৪৩: ২১ মোহররম ১৩৬২ : ১৫ মাঘ ১৩৪৯ তারিখ শুক্রবার বাঙলার প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হক দিল্লী থেকে কলকাতা ফেরেন। আর সব নেতৃবৃন্দের মতোই রাজনৈতিক আখেরের চিন্তায় অসহায় কবির দিকে নজর দেওয়ার সময় ছিলো না তাঁরও। রাজনৈতিক সংস্কৃতিরও চরম আকাল দেখা দিয়েছে তখন।

ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিক কে. এম. আসাদুল্লাহ্

৩১ জানুয়ারী ১৯৪৩: ১৭ মাঘ ১৩৪৯ তারিখ রবিবারের অমৃতবাজার পত্রিকায় দেখছি কলকাতার ৩৪ চিত্তরঞ্জন অ্যাভিন্যুস্থ ভারত সরকারের ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিক ছিলেন তখন কে. এম. আসাদুল্লাহ্। তখন ওখানে দৈনিক আজাদ, নবযুগ ইত্যাদি সবই রাখা হ'তো। দেশ-বিভাগের পর ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর নাম বদলে এখন ন্যাশনাল লাইব্রেরী করা হ'য়েছে। সে সময়কার ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর রাবার স্টাম্প দেওয়া নবযুগের কিছু সংখ্যা

www.pathagar.com

এখনও অবশ্য ন্যাশনাল লাইব্রেরীর আলীপুরস্থ সদর দফ্‌তরে আছে। অবশ্য সবগুলো সংখ্যা না থাকার কারণ বুঝলাম না। অবশ্য দৈনিক "আজাদ"-এর কোনো সংখ্যাই সেখানে পাওয়া যায় না। দেশ বিভাগের অভিশপ্ত ঘটনার ত্রিশ বছর পর ১৯৭৭-এ আমি ন্যাশনাল লাইব্রেরীতের আর্কাইভাল ওয়ার্ক ক'রতে গিয়ে সেখানকার দায়িত্বভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের সবার কাছ থেকেই সহানুভূতি ও আন্তরিকতাপূর্ণ ব্যবহার পেয়েছি। আমার মনে হয়, অতীতের এক চরম উত্তেজনার মুহূর্তেই কেনো দুর্ঘটনা ঘটে থাকবে। দেশ বিভাগের কাজটা খুবই অবিবেচনাপ্রসূত হ'য়েছে। বিশেষ ক'রে এটা ভারতীয় মুসলমানদের আর্থ-সাংস্কৃতিক স্বার্থের পরিপন্থী হ'য়েছে। বৃটিশ ভারতের আর্থ-সাংস্কৃতিক ও আজাদী আন্দোলনের ইতিহাস জানার গরজ পাকিস্তান বা বাঙলাদেশের না থাকতে পারে; কিন্তু ইতিহাস চর্চা ভারতীয় মুসলমানদের বাঁচার প্রয়োজনেই আবশ্যক। আর যথার্থই যারা সাম্প্রদায়িক সহাবস্থান ও সম্প্রীতি চান, তাদের পক্ষেও ইতিহাস চর্চা অপরিহার্য। এক সময় কলকাতায় প্রকাশিত দৈনিক আজাদ, নবযুগ কলকাতাস্থ জাতীয় গ্রন্থাগারেও থাকে না, এটা ভাবা যায় না। ইতিহাসের উপাদান নষ্ট হ'য়ে গেলে ইতিহাস তো গপ্‌পো হ'য়ে যাবে। আর শুধু গপ্‌পো নয়, গাল গপ্‌পোও হবে। সেটা কি কাঙ্ক্ষিত?

আমার হৃদয় হবে রাঙা জবা

ফেব্রুয়ারী ১৯৪৩-এ হিজ মাস্টার্স ভয়েস-এ এন. ২৭৩৫২ সংখ্যক রেকর্ডে প্রকাশিত হ'লো মৃণাল কান্তি ঘোষের গাওয়া নজরুল সঙ্গীত 'আমার হৃদয় হবে রাঙ্গা জবা' এবং 'আমার কালী বাঞ্ছা কল্পতরু'।

ভাইস চ্যান্সেলর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

৭ মার্চ ১৯৪৩: ২৯ শফর ১৩৬২ : ২৩ ফাল্গুন ১৩৪৯ তারিখ রবিবার কলকাতার ৭৭ আশুতোষ মুখার্জি রোড থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ভাইস চ্যান্সেলর ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের চিঠি ৮৪ ঝাউতলা রোড, পার্ক সার্কাস, কলকাতা, এই ঠিকানায় সুফী জুলফিকার হায়দারকে ঃ

"আপনার চিঠি পেয়েছি। কবিকে কি ভাবে উদ্বেগহীন করা সম্ভব এ সম্পর্কে আমিও ভাবছি। আপনি আমাকে যেদিন কবির বাড়ীতে নিয়ে গিয়েছিলেন, সে দিন কবির আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে আমি মোটামুটি একটা ধারণা নিয়ে এসেছি। কাজেই আমিও আপনার লিখিত ব্যাপারে আপনার সঙ্গে আলোচনাক্রমে একটা উপায় উদ্ভাবনের জন্য উদ্‌গ্রীব র'য়েছি। আপনি একদিন সময় ক'রে সন্ধ্যার পরে আমার এখানে এলে খুশী হব। সাক্ষাতে সব বিষয় আলোচনা করা যাবে।"

জুলফিকার হায়দার লিখেছেন : "তাঁর স্বহস্তে লিখিত এই চিঠিখানা পেয়ে পর দিনই তাঁর বাড়ীতে গিয়ে দেখা করি। তিনি তখন বাঙলা সরকারের অর্থমন্ত্রী এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর।"

কিন্তু ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় যে ইতোপূর্বেই হক-মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ ক'রেছিলেন, সেটা উদ্ধৃতি দিয়ে দেখিয়েছি। তবে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের উক্তি বলে তিনি যা লিখেছেন তা মস্তিষ্ক বিকৃতি সংক্রান্ত প্রচারণার বিরোধিতা করেঃ

"প্রথমেই তিনি আমাকে সেদিন ব'লেন , কবির স্ত্রী অসুস্থ, কবি নিজে অসুস্থ, দু'টি নাবালক ছেলে, প্রৌঢ়া শাশুড়ী, চাকর-বাকর ইত্যাদি নিয়ে অর্থ কষ্টই তাঁর রোগের অন্যতম কারণ। কাজেই আমার মনে হ'চ্ছে, কবির চিকিৎসার আগে অর্থকরী দিকটার কি ভাবে সমাধান করা সম্ভব, সে সম্পর্কে আমাদের কর্মসূচী গ্রহণ করা প্রথম কর্তব্য।"

www.pathagar.com

এই যখন অবস্থা তখন কবিকে পাগলা গারদে পাঠানো হ'য়েছিল কোন্ উদ্দেশ্য হাসিলের ইরাদায়, সে প্রশ্ন থেকেই যায়! আসলে কোনো দীর্ঘ মিথ্যা ভাষণে স্ববিরোধিতা এড়িয়ে যাওয়া খুবই মুস্কিল। স্মর্তব্য যে, জুলফিকার হায়দার অত্যন্ত নৃশংসভাবে শিখ-ড্রাইভারের সহযোগিতায় কবিকে জবরদস্তি ক'রে লুম্বিনী পার্ক পাগলা গারদে ভর্তি ক'রতে নিয়ে যান। ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে কবির অসহায় আপত্তিকে তিনি কেবল বদ্ধ উন্মাদনা ব'লেই ক্ষান্ত হন নি, কথিত গালি ও অশ্লীলতার বিবরণও তিনি দিয়েছেন। পাগলা গারদে ভর্তি ক'রে অসহায় এই মহান কবিবে শৃঙ্খলাবদ্ধ ও পীড়ন করার বন্দোবস্তও ক'রেছেন। এই অবস্থায় "স্বনামধন্য গায়িকা ও চিত্রাভিনেত্রীদের কয়েকজনের নাম" কবির উচ্চারণে শোনার সৌভাগ্যও অর্জন ক'রেছেন তিনি। দারিদ্র্যক্লিষ্ট, অসুস্থ এবং সর্বোপরি নানান দিক দিয়ে বৈরী পরিস্থিতির শিকার এই অসহায় কবিকে শায়েস্তা ক'রতে "বলিষ্ঠ পশ্চিমা নওযোয়ান এটেন্‌ডেন্টের ব্যবস্থা" ক'রতেও কসুর করলেন না জুলফিকার হায়দার। কিন্তু বন্ধুবেশী শত্রুর সব কেরামতি এখানেই শেষ হওয়ার নয়। গল্পের আরো কিছু তখনও অবশিষ্ট থাকে। মহিলা শিল্পীদেরকে জড়ানোর পর চরিত্রহননের বাকী কাজটা তিনি পাগলা গারদেই সারলেন। কবির "ব্লাড, ইউরিন, সিমেন ইত্যাদি টেষ্ট" করালেন। পরে লিখ্‌লেন: "তারপর ব্লাড, ইউরিন, সিমেন ইত্যাদি টেষ্ট করার পর দেখা গেলো আমি যা অনুমান ক'রেছিলাম, তাই সত্য হ'য়েছে। রোগটা সিফিলিস্।"

লক্ষ্যনীয় যে, তাঁর আগাম অনুমান করার কথাটা এখানে আছে। এর অর্থ : তিনি এটা চাইছিলেন।

কিন্তু জুলফিকার হায়দার বহু বছর যাবৎ অনেক প্রমাণ সংগ্রহ ক'রে রাখ্‌লেও, এই বায়োপ্‌সি রিপোর্ট কেন সংগ্রহ করেন নি তা বুঝলাম না। অবশ্য বায়োস্‌সি করে সিফিলিস ধরা যায় কিনা সে অন্য কথা। পরবর্তীকালে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা যে অন্য কথা ব'লেছেন সে উল্লেখ যথাস্থানে ক'রবো। আমি এখানে বিভিন্ন স্বার্থান্বেষী ও ঈর্ষাকাতর মহলের তরফে ষড়যন্ত্র ও চরিত্রহনন সংক্রান্ত উদ্যোগেরই উল্লেখ করছি মাত্র। আবদুল আজীজ আল-আমানের "কাফেলা"র এক নজরুল সংখ্যায় নজরুল শিষ্য বিমলভূষণ মুখোপাধ্যায় কবির অসুখের ব্যাপারে অবলীলাক্রমে কানন দেবীকে জড়িয়ে দিয়েছেন। ইতোপূর্বে ১৯৮০-তে তিনি আমাকে ঐ একই কথা বল্‌লে আমি পাল্টা শুধু এই প্রশ্নটাই করেছিলাম যে, কানন দেবী তো আজো ওসব দিক দিয়ে সুস্থ আছেন। তিনি ব'লেছিলেন যে, কানন দেবী চিকিৎসা ক'রিয়েছিলেন। আমি জিজ্ঞাসা ক'রলামঃ

" তা হ'লে যে বলেন, কবি আপনার বাবার কাছে চিকিৎসা করাতেন? আপনার বাবা কি অপদার্থ চিকিৎসক ছিলেন? আর চূড়ান্ত চিকিৎসার জন্যই কি তাঁকে পাগলা গারদে ভর্তি করার বন্দোবস্ত হ'য়েছিল? রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবদ্দশাতেই তো ১৯২৮ সালে "অবতার" পত্রিকায় লেখা হ'য়েছিল যে, তাঁর সিফিলিস হ'য়েছে। কিন্তু "অবতার" কথিত এ সিফিলিসের কথা কি আপনারা মানতে রাজী আছেন? আসলে প্রতিবাদী এই দলহীন, স্পষ্টবাদী, গরীব অসহায় কবিকে পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে যা করা সম্ভব, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো বিত্ত ও প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির ক্ষেত্রে সেই দুঃসাহস দেখানোর তেমন সুযোগ ছিলো না। তদুপরি হিন্দু সমাজ সামগ্রিকভাবে সচেতন ও সঙ্ঘবদ্ধ। অপরদিকে মুসলমানরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন, স্বার্থান্ধ, আত্মকেন্দ্রিক, সাংস্কৃতিক বোধ ও চেতনাহীন এবং আপন সম্প্রদায়ে ঈর্ষাতুর। তারা সব দিক দিয়েই পিছিয়ে পড়া সমাজের মানুষ। মানবিক বোধও তাদের কম। তাই নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার প্রেসিডেন্ট ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় যে সত্যনিষ্ঠা ও চারিত্রিক গুণাবলীর

www.pathagar.com

পরিচয় দিতে পারেন, তথাকথিত মুক্তচিন্তার ধ্বজাধারী অনেক মুসলমানই তা পারেন না। মুসলমান সমাজ এক মুনাফেক সমাজ। আমাদের দুর্ভাগ্য যে, এক মহৎ হৃদয় ও বিশাল প্রতিভা নিয়ে কবি নজরুল ইস্‌লাম আত্মকলহে তৎপর এই মুসলমান সমাজেই জন্মেছিলেন। শের-ই-বাঙ্‌লা আবুল কাসেম ফজলুল হক, স্যার খাজা নাজিমুদ্দিন, হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীসহ সমসাময়িক মুসলিম নেতৃবৃন্দকে ভবিষ্যতের মুসলমান সমাজ কোনো দিন ক্ষমা ক'রতে পারবে না। সম্বিত-হারা এই মুসলমান সমাজ একদিন নিশ্চয়ই সম্বিৎ ফিরে পাবে। সে দিন তারা তাদের ইতিহাস ও সাহিত্যের খোঁজ নেবে। নেতৃবৃন্দের বোধশক্তিহীনতার পরিচয়ও সেদিন তারা পাবে।

মুসলিম নেতৃবৃন্দ তখন পলাশীর দিনে ফিরে গেছেন। পলাশীর যুদ্ধের এক শ' পঁচাশি বছর পর। বড় বড় মাপের মানুষগুলো তখন নিছক গদীর লোভে উন্মাদের মতো নিজেদেরকেই ইতিহাসের আঁস্তাকুড়ে নিক্ষেপ ক'রছেন। তখন সুদূর ভবিষ্যতের কথা, পরিণামের কথা চিন্তা করার অবসর পাচ্ছিলেন না তাঁরা। আর অন্যদিকে অমুসলিম নেতৃবৃন্দের কারো তরফে কোনো মুসলমান নামধারী কবির জন্য উদ্বেগ দীর্ঘস্থায়ী হবে, এমন সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি এখনকার মতো তখনও বিদ্যমান ছিলো না।

শের-ই-বাঙ্‌লার পদত্যাগ

২৭ মার্চ ১৯৪৩: ২০ রবিয়ল আউয়ল ১৩৬২ : ১৩ চৈত্র ১৩৪৯ তারিখ শনিবার ফজলুল হককে সমর্থনের পরিণতি সম্পর্কে স্যার খাজা নাজিমুদ্দিন হিন্দুদেরকে সতর্ক ক'রে দেন।

পরদিন ২৮ মার্চ ১৯৪৩ তারিখ রবিবার বাঙ্‌লার গভর্নর জন হার্বাটের কথায় প্রধানমন্ত্রী শের-ই-বাঙ্‌লা আবুল কাসেম ফজলুল হক পদত্যাগপত্রে দস্তখত করেন।

হক মন্ত্রিসভার পতন

২৯ মার্চ ১৯৪৩: ২২ রবিয়ল আউয়ল ১৩৬২ : ১৫ চৈত্র ১৩৪৯ তারিখ সোমবার হক মন্ত্রিসভার পতন হ'লো। হক-মন্ত্রিসভার এই পতন প্রমাণ ক'রলো যে, জনসংখ্যার অনুপাতে মুসলমানদের চাক্‌রী সংরক্ষণের দাবী, জনসংখ্যার অনুপাতে আইন সভায় আসন সংরক্ষণের দাবী এবং বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের আর্থ-সাংস্কৃতিক স্বার্থ সংরক্ষণের লক্ষ্যে কেন্দ্রে ও প্রদেশে কংগ্রেস, মুসলিম লীগ প্রভৃতি রাজনৈতিক দলের কোয়েলিশন মন্ত্রিসভার দাবী আজো ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর আমল থেকে সুবিধাপ্রাপ্ত বর্ণ হিন্দু সম্প্রদায় তাঁদের কায়েমী স্বার্থের অন্তরায় ব'লে বিবেচনা করেন। আসলে মুসলিম নেতৃবৃন্দের ব্যক্তিত্বের পার্থক্যজনিত আভ্যন্তরীণ বিরোধকে স্থায়ী রূপ দিতেই বা একটা বড় রকমের ফাটল ধরাতেই তাঁরা হক-মন্ত্রিসভায় যোগ দিয়েছিলেন। এ কথা যতই তিক্ত হোক, সত্য। এই গ্রন্থে উদ্ধৃত তথাদি বিশ্লেষণ করলেও সে প্রমাণ মিলবে।

নাজিমুদ্দিন মন্ত্রিসভা গঠন

২৪ এপ্রিল ১৯৪৩: ১৮ রবিয়স্‌সানি ১৩৬২ : ১০ বৈশাখ ১৩৫০ তারিখ শনিবার যুক্ত বাঙ্‌লার প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বভারপ্রাপ্ত স্যার খাজা নাজিমুদ্দিন নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করেন। আর এদিনই দিল্লীতে মুসলিম লীগ অধিবেশনে পাক মানচিত্র টাঙানো হ'লো। লক্ষ্যণীয় যে, শের-ই-বাঙ্‌লা আবুল কাসেম ফজলুল হকের মতো একজন সর্বভারতীয় নেতা কিন্তু ইতোমধ্যেই এক গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশনে যোগ দেওয়ার অধিকার খুইয়ে বসে আছেন। অন্যদিকে হিন্দুমহাসভা ও

www.pathagar.com

কংগ্রেসের নেতারাও তাঁকে ছেড়ে গেছেন। শুধু যে ভুলের মাশুল দিলেন তা-ই নয়, ফজলুর হক তাঁর ভবিষ্যৎ খুইয়ে প্রমাণ দিলেন যে, রাজনীতিতেও ত্যাগ, ধৈর্য্য, ব্যক্তিগত সহনশীলতা এবং অপেক্ষার প্রয়োজন হয়।

সৈয়দ বদরুদ্দোজা মেয়র নির্বাচিত

৩০ এপ্রিল ১৯৪৩ তারিখে সৈয়দ বদরুদ্দোজা কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র নির্বাচিত হ'লেন।

মুজফ্ফর আহমদের চিঠি

২৭ মে ১৯৪৩: ১২ জমাদিয়ল আউয়ল ১৩৬২ : ৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩৫০ তারিখ সোমবার কবি- সুহৃদ মুজফ্ফর আহমদ স্লিপ লিখে রেখে গেলেন জুলফিকার হায়দারের বাড়ীতে ঃ

"জুলফিকার হায়দার,

আমি সবে কাল ফিরেছি কলকাতায়। এসে খবর পেলাম; আপনি আমায় খুঁজেছিলেন। আজ আপনার বাড়ীতে এসে দেখা পেলাম না। ২০-শে তারিখে আমি আবারো বাইরে যাচ্ছি।

আপনার

মুজফ্ফর আহ্মদ

১৭-ই মে, ১৯৪৩"

সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে গ্রেট বৃটেনের চুক্তির ফল

কবির এই দুর্দিনে তাঁর অন্যতম সুহৃদ মুজফ্ফর আহ্মদ তাঁর মার্কসবাদী রাজনৈতিক কর্মকান্ড নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। কবির এই চরম দুর্দিনে চিকিৎসা, পথ্য ও অর্থ সংস্থানের বন্দোবস্ত করার অবসর তাঁরও ছিলো না। মুজফ্ফর আহ্মদ তখন কলকাতায় চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনুউস্থ বাসায় থাকতেন। কবির এমন একজন পুরোনো বন্ধু এবং নিকটজনকে তাঁর অসহায় অবস্থার কথা জানা সত্ত্বেও নিষ্ক্রিয় থাক্তে দেখে বিস্মিত হ'তে হয়। বিস্ময়ের আরো অনেক কিছু বাকী থাকে যখন তাঁদের স্মৃতিকথায় দেখি, সুফী জুলফিকার হায়দারের সঙ্গে কবি-সুহৃদ মুজফ্ফর আহ্মদ গিয়েছিলেন তাঁকে দেখতে যাঁর সঙ্গে বছরের পর বছর একই সঙ্গে থেকেছেন এবং অনেক কিছুই ক'রেছেন। এর কারণ হয়তো এই যে, মুজফ্ফর আহমদ তাঁর রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়েই সব চেয়ে বেশী চিন্তা ক'রেছেন। এর অন্য রকম ব্যাখ্যা হয় এই যে, পার্টির স্বার্থ, জনগণের স্বার্থ, একজন দোস্তপ্রতিম কবির অস্তিত্ব রক্ষার বা বাঁচার দাবীর চেয়ে অনেক বেশী।

আসলে কমরেড মুজফ্ফর আহমদের সমস্যাটা ছিল অন্য জায়গায়; যেটা মার্কসবাদীরা বলেন না। সেটা এই যে, ২২ জুন ১৯৪১ (৮ আষাঢ় ১৩৪৮ : ২৬ জমাদিউল আউয়াল ১৩৬০) তারিখ রবিবার সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করে জার্মান। এর পর ১২ জুলাই ১৯৪১ (২৮ আষাঢ় ১৩৪৮ : ১৬ জমাদিয়স সানি ১৩৬০) তারিখ শনিবার সোভিয়েত ও বৃটিশ সরকার একটি মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষর করলে পৃথিবীর সব দেশের কমিউনিস্ট পার্টি বৃটেনের পক্ষ নেয়। কিন্তু কবির অবসস্থান এর পরও বৃটিশ ঔপনিবেশিক সরকারে বিরুদ্ধে থাকায় তাঁর হাতে গড়া কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যরাও তাঁর সংস্রব ত্যাগ ক'রে চলেন। এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর থেকে।

নজরুল জন্মতিথি

১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৫০ : ২৫ মে ১৯৪৩ : ২০ জমাদিয়ল আউয়ল ১৩৬২ : মঙ্গলবার আনন্দবাজার পত্রিকায় তৃতীয় পৃষ্ঠায় চতুর্থ কলমে "সভা-সমিতি" স্তম্ভে খবর:

www.pathagar.com

"নজরুল জন্ম তিথি : – অদ্য অপরাহ্ন সাড়ে পাঁচটার সময় রায় বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্রের সভাপতিত্বে ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউটে জনসভা ও ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘের উদ্যোগে উক্ত সঙ্ঘের কার্য্যালয়ে (৪৬ নং ধর্মতলা স্ট্রীট) সঙ্ঘের সভ্য ও সমর্থকদের সভা।"

এই ১১ জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার অমৃতবাজার পত্রিকার চতুর্থ পৃষ্ঠায় দ্বিতীয় কলমে খবর :

Nazrul Birth Day Celebration

The 45th Birth Day Celebration of Poet Kazi Nazrul Islam will be held at University Institute Hall to-day (Tuesday) at 5.30 p.m. Ray Khagendra Nath Mitra Bahadar will preside and the disciples of the poet will present a musical programme.

কলকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউট হলে নজরুল সাহিত্যচক্র গঠিত

১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৫০ : ২০ জমাদিয়ল আউয়ল ১৩৬২ : ২৫ মে ১৯৪৩ তারিখ মঙ্গলবার বাঙলার জনগণের তরফে রায় বাহাদুর অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্রের সভাপতিত্বে কলকাতার ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউট হল-এ অপরাহ্ন সাড়ে পাঁচটায় কবির ৪৫ তম জন্ম দিসবে গৃহীত এক প্রস্তাবে তাঁর আশু আরোগ্য কামনা করা হয় এবং মি: এ.কে.এম জ্যাকেরিয়াকে পৃষ্ঠপোষক, ডাঃ আর আহ্মদকে সভাপতি এবং খান মোহাম্মদ মহিউদ্দীনকে সম্পাদক ক'রে "নজরুল সাহিত্য চক্র" নামে একটা কমিটি গঠিত হ'লো।

সভাপতির ভাষণে রায় বাহাদুর অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র বলেন : "নজরুল ইস্লাম সাম্প্রদায়িকতার ঊর্দ্ধে এবং তাঁর চোখে সারা বাঙলা এক।"

রায় বাহাদুর অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র সভাপতির ভাষণে আরো বলেন যে, বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য কাজী নজরুলের কাছে গভীরভাবে ঋণী। তাঁর কলমের মাধ্যমে বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যে একটা নতুন চেতনা এবং প্রেরণাদায়ক আদর্শ ও চিন্তাধারা সঞ্চারিত হ'য়েছে। জাতির দুঃখ তাঁর কলমে ভাষা পেয়েছে।"

১২ জ্যৈষ্ঠ বুধবার আনন্দবাজার পত্রিকায় তৃতীয় কলমে প্রতিবেদন :

"কবি নজরুল সম্বর্দ্ধিত
দেশবাসীর পক্ষ হইতে অভিনন্দন

কবি নজরুল ইস্লামের পঞ্চ চত্বারিংশৎ জন্ম তিথি দিবস প্রতিপালন উপলক্ষে গত মঙ্গলবার অপরাহ্নে কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউট হলে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় বাঙ্গালার জাতীয় জাগরণে ও হিন্দু-মুসলমান সংহতি প্রচেষ্টায় কাব্য ও সাহিত্যের মধ্য দিয়া কবি নজরুলের অপরিমেয় অবদানের কথা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করা হয়। রায় বাহাদুর অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র সভাপতিত্ব করেন।

কবি নজরুল বর্তমানে রোগ শয্যাশায়ী। সভায় এ জন্য গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া উপস্থিত সকলে কবির অতি সত্বর রোগ মুক্তির জন্য ভগবৎ চরণে প্রার্থনা জানান।

অতঃপর বাঙ্গলার জনপ্রিয় কবি কাজী নজরুল ইস্লামের অসামান্য সাহিত্যিক সৃষ্টির আলোচনার্থ মি: এ.কে.এম জ্যাকেরিয়াকে পৃষ্ঠপোষক, ডা: আর আহ্মেদকে সভাপতি এবং খাঁ মহ: মহিউদ্দীনকে সম্পাদক করিয়া "নজরুল সাহিত্য চক্র" নামে একটি কমিটি গঠিত হয়।

কলিকাতাবাসী তথা বঙ্গবাসীর পক্ষ হইতে কবি নজরুল ইস্লামকে তাঁহার জন্মতিথিতে

www.pathagar.com

অভিনন্দিত করিয়া শ্রীযুত সজনীকান্ত দাস সভায় একখানি অভিনন্দন পত্র পাঠ করেন। এই অভিনন্দন পত্রখানি কবির বাসভবনে কবির হস্তে অর্পিত হইবে।"

আর সব কিছুর মতো এই অভিনন্দন পত্রটিও কবি পরিবারে সংরক্ষিত হয় নি। সুফী জুলফিকার হায়দারের গ্রন্থে "নজরুল সাহিত্য চক্রের"র উল্লেখ বাদ প'ড়েছে। অপর পক্ষে তাঁর স্মৃতিকথায় "নজরুল সাহায্য কমিটি"-র যত বিবরণই থাকুক না কেন, এর হদিশ সমসাময়িক দৈনিক ও সাময়িক পত্রের কোথাও পাই নি। "নজরুল সাহিত্য চক্র"- এর বিশদ উল্লেখ ১২ জ্যৈষ্ঠ ১৩৫০ : ২৬ মে ১৯৪৩ তারিখ বুধবার অমৃতবাজার পত্রিকার তৃতীয় পৃষ্ঠায় তৃতীয় কলমের খবরে :

Kazi Nazrul Islam

Tributes At Birthday Celebration

Eulogistic references were made to the poems and songs of the poet Kazi Nazrul Islam at a public meeting which was held on Tuesday evening at the University Institute Hall in celebration of the poet's 45th birth day.

Rai Bahadur Prof. Khagendra Nath Mitra who presided said that Bengal was very much in debt to Kazi Nazrul for his valuable contributions to Bengali language and literature. He was a poet imbued with a new conciousness and his inspiring thoughts and ideas, woes and worries of the nation flowed through his poems. After Rabindranath, nobdy held the minds of the people of Bengal more than Quazi Nazrul by writing songs. He was above communalism and always looked upon Bengal as a whole.

Others who spoke included Mr Sajani Kanta Das, Mr Tara Shankar Banerijee, Mr M.S. Zulfikar. Mr Wazed Ali Khandakar, Mr Kashem and Mr Phani Bhusan Ray.

A resolution was passed praying for the speedy recovery of Quazi Nazrul form his illness and by other resolution a committee known as Nazrul Sahitya Chakra was formed.

"নজরুল সাহায্য কমিটি"র নামে সুফী জুলফিকার হায়দার কি এই "নজরুল সাহিত্য চক্র"-র কথাই স্মরণ ক'রতে চেয়েছেন তাঁর নজরুল জীবনের শেষ অধ্যায়ে? তাঁর গ্রন্থে নজরুল সাহিত্য চক্রের উল্লেখ অনুপস্থিত। কিন্তু এই "নজরুল সাহিত্য চক্র" -এ মি: এ.কে.এম. জ্যাকেরিয়া, ডা: আর. আহ্‌মদ, খান মোহাম্মদ মহিউদ্দীন ছাড়াও সজনী কান্ত দাস, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, এম. এস. জুলফিকার, ওয়াজেদ আলী খন্দকার, মিস্টার কাসেম এবং মিস্টার ফণিভূষণ রায় প্রমুখের সংশ্লিষ্ট থাকার আলামত থাক্‌লেও ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের উপস্থিতির কথা তো নেই! আর প্রশ্ন থেকে যায় যে, এম. এস. জুলফিকার আর সুফী জুলফিকার হায়দার কি একই ব্যক্তি? আর খান মোহাম্মদ মঈন উদ্দিনের স্মৃতি কথা "যুগস্রষ্টা নজরুল"-এ কবির অসুস্থতা সম্পর্কিত বানোয়াট গপ্‌পো বা ভুল স্মরণ থাকলেও এই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটির উল্লেখ নেই। বিশ-পঁচিশ বছর বাদে স্মৃতিকথা লিখতে গেলে হয়তো অনেক ভুল স্মরণ এবং বিস্মরণের ঝুঁকিই থেকে যায়।

কলকাতার ইউনিভার্সিটি ইন্সিটিটিউট হলে কবির ৪৫-তম জন্ম দিবস স্মরণ সভায় "নজরুল সাহিত্য চক্র" গঠিত হ'য়েছিল আর সেখানে বক্তাদের মধ্যে ছিলেন শ্রী সজনীকান্ত দাস, শ্রী

www.pathagar.com

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, জনাব এম, এস. জুলফিকার, জনাব ওয়াজেদ আলী খন্দকার, জনাব কাসেম এবং শ্রী ফণিভূষণ রায়। মনে রাখা দরকার, এ তথ্য সমসাময়িক কাগজ থেকে উদ্বৃত। অতএব স্মৃতিকথাগুলো যাচাই না করে বেদবাক্য বলে ধারণা করার কোনো যুক্তি নেই।

নজরুল ইস্‌লামের স্মরণে এদিন ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘের উদ্যোগে কলকাতার ৪৬ নম্বর ধর্মতলা স্ট্রীটে তাঁদের অফিসে সভ্য ও সমর্থকদের এক সভা হয়।

কবি অসুস্থ হওয়ার পর তাঁর জন্মদিন উপলক্ষ্যে সভাসমিতি, "নজরুল সাহিত্য চক্র" গঠন ইত্যাদির যে সব বিবরণ সমসাময়িক পত্র-পত্রিকায় পাওয়া যায়, সেখানেও জুলফিকার হায়দারের নাম অনুপস্থিত। অথচ সে সময় কবি পরিবারের অভিভাবকত্ব ছাড়াও যে তিনি আরো অনেক কিছু ক'রেছেন তাঁর স্মৃতিকথায় এমন সব উল্লেখ আছে। নজরুল জন্মদিবস উদ্‌যাপন ১৯৪১ থেকেই শুরু হয়। তিনি যে সময়কার স্মৃতি- কথা লিখেছেন, সেখানে এ সব বিবরণ বাদ পড়ার কথা নয়। অথচ বাদ গেছে। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এ সময় তাঁকে নিয়ে নজরুল সাহায্য কমিটি গঠন ক'রেছিলেন, এ প্রমাণও মেলে না।

বীর সাভারকার জয়ন্তীতে শ্যামাপ্রসাদ

২৮ মে ১৯৪৩ : ১৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩৫০ তারিখ শুক্রবার নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার সভাপতি বীর সাভার কারের ৬১ হম জন্ম দিবস কলকাতায় ইউনিভার্সিটি হলেই ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। পরের দিন অমৃতবাজার পত্রিকার খবর।

SAVARKAR'S 61ST BIRTH ANNIVERSARY

PUBLIC MEETING AT UNIVERSITY INSTITUE

A public meeting of the Citizen of Calcutta will be held to-day (Friday) at 6 p.m. at the order to celebrate the 61st Birth day Anniversary of Veer Savarkar, President of All India Hindu Mahasabha.

Dr Shama Prasad Mokerjee will preside. Many eminent speakers will address the gathering on the life and achievements of this great Hindu Leader.

The public are requested to muster strong on the occasion."

নজরুল ইস্‌লামের ৪৫তম জন্ম দিবসের তিন দিন পর কলকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউট হলে হিন্দু মহাসভার সভাপতি বীর সাভারকারের ৬১তম জন্ম দিবসে সভাপতিত্ব ক'রেছিলেন ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

সুফী জুলফিকার হায়দার কথিত "নজরুল সাহায্য কমিটি"তে যাঁরা ছিলেন ব'লে তাঁর স্মৃতিকথায় উল্লেখ আছে, তাঁরা অধিকাংশই হিন্দু মহাসভা ও কংগ্রেসের লোক। হক-মন্ত্রিসভা থেকে হিন্দু মহাসভা ও কংগ্রেসের ছাড়াছাড়ি হওয়ার পর ইতোমধ্যে হক-মন্ত্রিসভারও যখন পতন হ'লো, তখন এ ধরণের ব্যক্তিদেরকে নিয়ে কমিটি গঠন কীভাবে সম্ভব হ'তে পারে তা বোঝা কঠিন। জুলফিকার হায়দারকে লেখা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের চিঠির তারিখ দেখলে বোঝা যায় যে, তিনি হক-মন্ত্রিসভায় থাকতে এ কমিটি গঠিত হয় নি। আর মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের কাছে সহানুভূতিপূর্ণ কথাবার্তা শোনার পরও সুফী জুলফিকার

www.pathagar.com

হায়দার কোন্ রাজনীতিতে হিন্দু মহাসভা ও কংগ্রেসের নেতা ও বুদ্ধিজীবীদের কাছে গিয়েছিলেন সেটাও পরিষ্কার বোঝা যায় না।

কবির শিক্ষক হাফিজ নূরন্নবীর ইন্তেকাল

২২ আগষ্ট ১৯৪৩ : ২০ শাবান ১৩৬২ : ৫ ভাদ্র ১৩৫০ তারিখ রবিবার মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে কবির শিক্ষক হাফিজ নূরন্নবী ইন্তেকাল করেন। রাণীগঞ্জ শিয়ালসোল রাজ হাইস্কুলে তিনি কবির পারসী ভাষার শিক্ষক ছিলেন। তাঁর প্রিয় শিক্ষক হাফিজ নূরন্নবীর ইন্তেকালের সময় কবি ষড়যন্ত্রের অসহায় শিকার হ'য়ে চিকিৎসা ও পথ্যহীন অবস্থায় কলকাতায় ১৫/৪ শ্যামবাজার স্ট্রীটের ভাড়া বাড়ীতে ছিলেন। দুর্ভিক্ষ কবলিত বাঙলায় তখন এক ভয়াবহ অবস্থা বিরাজ করছিল। বস্ত্র সঙ্কটেরও আলামত দেখা যাচ্ছিল।

আগুন জ্বালাতে আসিনি

আগস্ট ১৯৪৩-এ হিজ মাস্টার্স ভয়েসে এন ২৭৩৯৪ সংখ্যক রেকর্ডে প্রকাশিত হয় সত্য চৌধুরীর গাওয়া নজরুল সঙ্গীত 'আগুন জ্বালাতে আসি নি'।

চিরকাল একলাই তো চললাম

"যুগস্রষ্টা নজরুল"-এর প্রথম বাংলা একাডেমী সংস্করণে (মে ১৯৭৮-এ) খান মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন লিখেছেন : "কুষ্টিয়ার জনাব শামসুদ্দীন আহ্মদ সাহেব নবপর্য্যায়ের 'নবযুগ' প্রকাশের উদ্যোগ-আয়োজন করেন ১৯৪১ সালে। পরে এ. কে. ফজলুল হক সাহেব তা পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। সারকুলার রোডে ছিল এর অফিস। জনাব আবুল মনসুর আহ্মদ ছিলেন এর সাথে গভীরভাবে জড়িত। প্রথমবারে প্রকাশিত নবযুগে (১৯২০) নজরুল তাঁর কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন, তার স্মৃতি অন্তরঙ্গ বন্ধুরা ভুলতে পানে নাই। তাই এবারও নজরুলকে নিয়ে আসা হ'লো নবযুগে এক নতুন যুগ সৃষ্টি করার প্রেরণায়। তাঁকে দেওয়া হ'লো প্রধান সম্পাদকের পদ।"

খান মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন তাঁর স্মৃতি কথায় লিখেছেন যে, একদিন 'নবযুগ' অফিস থেকে রাত আটটায় বেরিয়ে উভয়েই ট্রামে ওঠেন। তিনি শিয়ালদহ এবং কবি শ্যামবাজার যাবেন। জিজ্ঞেস ক'রেছিলেন : "একা যেতে পারবেন, না, সঙ্গে যাবো?"

তিনি হেসে বল্লেন : "কেন কি হ'য়েছে আমার? চিরকাল তো একাই চললাম।" তখন খান মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন কি কোনো হামলার আশঙ্কা ক'রেছিলেন?

নবযুগ-এ নিষিদ্ধ নিবন্ধ

ঈদুল ফেতরের ৬ দিন পর বিজয়ার দিন ৮ অক্টোবর ১৯৪৩ : ৭ শওয়াল ১৩৬২ : ২১ আশ্বিন ১৩৫০ তারিখ শুক্রবার ভারত রক্ষা আইনের ৪১ (৩) ধারায় সংবাদপত্র সংক্রান্ত একটি সরকারী হুকুমনামা জারী করা হয়। এই হুকুমনামা লঙ্ঘন ক'রে এর চারদিন পর ১২ অক্টোবর ১৯৪৩ : ১১ শওয়াল ১৩৬২ : ২৫ আশ্বিন ১৩৫০ তারিখ মঙ্গলবার "নবযুগ"-এ একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হ'লো। এ সময় প্রধান সম্পাদক হিসাবে "নবযুগ"-এ কবির নাম ছাপা হ'চ্ছিল ঠিকই; কিন্তু দায়িত্বভার পালনে কবি সক্ষম ছিলেন না। গেলো পনেরো মাস যাবৎ কবি তখন কাগজের অফিসে যেতে পারেন না। তবে এ প্রসঙ্গে একটা প্রশ্ন অবশ্য থেকেই যায় এবং তা এই যে, তার প্রধান সম্পাদক অসুস্থ ও বিপদগ্রস্ত হ'য়ে পড়ার পর একটি বহুল প্রচারিত দৈনিক কাগজের

www.pathagar.com

কর্তৃপক্ষের কি কিছুই করার ইচ্ছা বা সামর্থ্য থাকে না? পলেসি সংক্রান্ত বিষয়কে কিংবা অন্য কোনো কারণে কাগজের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কি কবির মনোমালিন্য হ'য়েছিল? এ কাগজে প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে তো শের-ই-বাঙ্‌লা আবুল কাসেম ফজলুল হকের নাম ছাপা হ'তো এবং তিনি তখন বাঙ্‌লার প্রধানমন্ত্রী। কবির আর্থিক অনটন দূর করার এবং উপযুক্ত চিকিৎসার বন্দোবস্ত করার সামর্থ্য তাঁর নিশ্চয়ই ছিলো: কিন্তু আগ্রহ ছিলো না কেন? রাজনৈতিক ডামাডোলের দিনে তাঁর ব্যস্ততা এক মাত্র কারণ হ'তে পারে না। কবির মতো একজন প্রভাবশালী সমর্থক তো তাঁর অ্যাসেট বা সম্পদ হিসাবে গণ্য হওয়ার কথা। তা হ'লে কি কবির সঙ্গে তাঁর মতানৈক্য ঘটেছিল? অবশ্য মতানৈক্যের আভাস বা ক্ষোভ কবির অসুস্থতার পর এক বিবৃতিতে আছে। পত্রিকার অন্যতম মালিক হেমেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ আর সবাই নীরব ও নিষ্ক্রিয় ছিলেন কেন? জুলফিকার হায়দার এক সময় এই কাগজের দায়িত্বভার নেওয়ার জন্য কবিকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন কেন? কবির অসহায় পরিস্থিতিতে এই জুলফিকার হায়দারের ভূমিকা কিন্তু নানান প্রশ্নের জন্ম দেয়।

লর্ড লিনলিথগোর পর লর্ড ওয়াভেল

৩ কার্তিক ১৩৫০ : ২০ অক্টোবর ১৯৪৩ তারিখ বুধবার লর্ড লিন্‌লিথগোর কাছ থেকে লর্ড ওয়াভেল বড় লাটের কার্যভার গ্রহণ করলেন।

আজাদ হিন্দ সরকারকে জাপান স্বীকৃতি

২৩ অক্টোবর ১৯৪৩ তারিখে আজাদ হিন্দ সরকারকে জাপান স্বীকৃতি দেয়। ১২ জানুয়ারী ১৯৪৪ তারিখে সুভাষ চন্দ্র বসু বার্মা পরিদর্শন করেন।

নবযুগ মামলার রায়

২২ জানুয়ারী ১৯৪৪ : ২৫ মহররম ১৩৬৩ : ৮ মাঘ ১৩৫০ তারিখ শনিবার কলকাতার চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্টেট মিস্টার আর গুপ্তের এজলাসে "নবযুগ" মামলার রায়ে ভারত রক্ষা আইনের ৪১(৩) ধারা মোতাবেক সম্পাদক মওলবী আহ্‌মদ আলী এবং মুদ্রাকর ও প্রকাশক জনাব আতাউর রহমানের একশ' টাকা ক'রে জরিমানা এবং অনাদায়ে এক মাস ক'রে সশ্রম কারাদন্ড হয়। নিবন্ধ প্রকাশের মাস পনেরো আগে থেকে কাগজের অন্যতম অভিযুক্ত সম্পাদক কাজী নজরুল ইস্‌লাম অসুস্থতার দরুন অফিসে উপস্থিত হ'তে পারেন নি এবং সম্পাদক হিসাবে তাঁর দায়িত্ব পালনে অপারগ ছিলেন ব'লে বেকসুর খালাস পান। কবির বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হ'য়েছিল। কিন্তু চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট মিস্টার আর গুপ্ত বিবেচনা করেন, কবি এই নিবন্ধ প্রকাশের মাস পনেরো আগে থেকে এতখানি অসুস্থ ছিলেন যে, ঐ সময়ও "নবযুগ"-এর কোনো দায়িত্ব পালনে তিনি সক্ষম ছিলেন না। অতএব নবযুগের উক্ত সংখ্যাগুলো পাওয়া না গেলেও প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে যে, দায়িত্ব পালনে অপারগ কবির নাম প্রধান সম্পাদক হিসাবে তখনও ব্যবহার করা হ'চ্ছিল। নবযুগের অফিস প্যাডেও প্রতিষ্ঠাতা এ. কে. ফজলুল হক এবং প্রধান সম্পাদক কাজী নজরুল ইস্‌লামের নাম ছাপা হ'তো। কিন্তু "নবযুগ"-এর সঙ্গে প্রবলভাবে সংশ্লিষ্ট এই বড় মাপের মানুষটির চরম বিপর্যয়ের দিনে কাগজের কর্তৃপক্ষের নীরবতা ও নিষ্ক্রিয়তা বিস্মিত না ক'রে পারে না।

স্মর্তব্য যে, শেষ পর্যায়ের "নবযুগ"-এ কর্মরত অবস্থায় কবি-সম্পাদক আক্রান্ত ও অসুস্থ হ'য়ে পড়েন। সে সময় অল্ ইন্ডিয়া রেডিও'র কলকাতা কেন্দ্রে অন্যতম সঙ্গীত রচয়িতা, সুরকার

www.pathagar.com

এবং সঙ্গীত প্রযোজক ছিলেন কবি। এ সময় ৯ জুলাই ১৯৪২ তারিখ দিনগত রাতে বেতারের এক অনুষ্ঠানে কথা বলতে গিয়ে আর কথা ব'লতে পারছিলেন না, কাছে নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন, মাইক্রোফোনের সামনে এসে তিনি কবির অসুস্থতার কথা ঘোষণা করেন, এ কথা গিরিবালা দেবীর বরাত দিয়ে কবি-সুহৃদ মুজফ্‌ফর আহ্‌মদও লিখেছেন। কিন্তু পরে কলকাতার বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের লিখিত বিবৃতি, ঢাকার মেডিকেল বোর্ডের ফাইন্ডিংস এবং আরো নানান তথ্য অন্য সিদ্ধান্তে পৌঁছে দেয়। বেতারে অনুষ্ঠান করার সময় কথা বলতে কবি হঠাৎ অপারগ হ'য়ে পড়েন, এ তথ্য সে সময়কার অন্যতম বেতার কর্মী এবং কবির অন্যতম সুহৃদ ও সঙ্গীত শিল্পী নলিনীকান্ত সরকার লিখিতভাবে অস্বীকার ক'রেছেন। কলকাতার সাপ্তাহিক "দেশ" পত্রিকার এক বিশেষ সংখ্যায় তাঁর এই অস্বীকৃতির কথা জানান। "রূপমঞ্চ" পত্রিকার ৭ বর্ষ : ৩ সংখ্যায় তো আছে যে, কলকাতা বেতার থেকে কবিকে ষড়যন্ত্র করে বহিষ্কৃত করা হয় এবং সেখানে তিনি যে আঘান পান, সেটাই তাঁর অসুস্থতার কারণ।

৯ জুলাই ১৯৪২ তারিখের কলকাতা বেতারের অনুষ্ঠান সূচী

এমন একটা ঘটনা সম্পর্কেও তথ্য সংগ্রহের অবকাশ আছে শুধু এইটুকু জানানোর জন্যই ৯ জুলাই ১৯৪২ : ২৪ আষাঢ় ১৩৪৯ তারিখ বৃহস্পতিবারের সান্ধ্য দৈনিক অমৃতবাজার পত্রিকার তৃতীয় পৃষ্ঠায় সপ্তম কলমে ওদিন বিকেলে অনুষ্ঠিতব্য কলকাতা বেতারের যে অনুষ্ঠানসূচী প্রকাশিত হ'য়েছে সেটি উদ্ধৃতি ক'রছি :

RADIO PROGRAMME
CALCUTTA PROGRAMME
THURSDAY, 9TH JULY

.... ২. ০ - Time signal. Coase down. 4.30 Time Signal . Announcements in Bengali. 4.40 Manusher Mon, Part 1. 4-50 (songs). 5.50 News in Bengali. 6.0- News in English. 6.10 Counter-Attack. 6.15- Queenie wood (soprano). 6.45 Human nature has changed, 17.0- There ought to be a law, 1 7.15 Paritosh Seal (violin recital). 7.30 Time signal, K. Mallick (songs), 7.40 Mandolin by Suren Pal. 7.45 For the Universities. 8.0 Leena Bose (songs). 8.10 Nikhil Sen (songs). 8.30 The Axis speakes. 8.45- News in Bengali. 9.0- Ksitish Das Gupta (songs). 9.5 You and A.R.P. (Bengali). 9.10 You an. A.R.P. (English). 9.15 Local News. 9.20 News in English. 9.30 B.B.C. News Relays. 9.45 Listening post. 9.50 Paritosh Seal (violin recital). 10.0 Time Signal. Close down.

অথচ মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ প্রমুখ নজরুল স্মৃতিচারকদের অনুসরণে ভুল ক'রে "নজরুল জীবনী" গ্রন্থে আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও নজরুল গবেষক অধ্যাপক ডক্টর রফিকুল ইস্‌লাম লিখেছেন : "নজরুল তখন জনাব এ. কে. ফজলুল হকের দৈনিক 'নবযুগ' (নব পর্য্যায়) পত্রিকার প্রধান সম্পাদক। নজরুল ১৯৪২ খ্রীস্টাব্দের ৯-ই জুলাই তারিখে অসুস্থ হন। প্রকাশ যে, নজরুল সেদিন কলকাতা বেতার কেন্দ্রে ব'সে তাঁর "আমার সুন্দর" নামক পূর্ব-প্রকাশিত একটি প্রবন্ধ সম্পর্কে সাপ্তাহিক 'কৃষক' পত্রিকায় প্রকাশিত "সুন্দরম" নামক একটি কুৎসাপূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ ক'রেছিলেন এবং তখনই নাকি তিনি মস্তিষ্ক রোগে আক্রান্ত হন। "আমার সুন্দর" প্রবন্ধটি

www.pathagar.com

দৈনিক "নবযুগ" পত্রিকায় নজরুল অসুস্থ হবার মাস দুই পূর্বে প্রকাশিত হ'য়েছিল।" (বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, মে ১৯৭২, পৃ. ৫৮২)

৫৮২ পৃষ্ঠার পর ৫৮৪ পৃষ্ঠায় তিনি আবার লিখেছেন : "১৯৪২ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসের গোড়ার দিক থেকেই নজরুলের কথা মাঝে মাঝে জড়িয়ে যাচ্ছিল, ৯-ই জুলাই তারিখে কোলকাতা বেতারের ছোটদের আসরে নজরুলের দশ মিনিটের একটা প্রোগ্রাম ছিল গল্প বলার, আসর পরিচালনা ক'রছিলেন নজরুলেই বন্ধু নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। নজরুল প্রোগ্রামটা শুরু করেই থেমে গিয়েছিলেন, শেষ ক'রতে পারেন নি। নৃপেন বাবু নজরুলকে ট্যাক্সি ক'রে বাড়ী পৌঁছে দিয়েছিলেন।" এভাবেই নজরুল গবেষণার যিনি যথার্থ পথিকৃৎ সেই ডক্টর রফিকুল ইস্‌লামের একই গ্রন্থের দুই পৃথক পৃষ্ঠায় কবির অসুস্থতা সম্পর্কে দু'টো আলাদা আলাদা উল্লেখ দেখতে পাচ্ছি। অতএব কবির অসুস্থতার কারণ সম্পর্কে সন্দেহ রয়েই গেলো। মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের স্মৃতিকথায় অবশ্য "আমার সুন্দর" নিবন্ধের বিরুদ্ধে কুৎসাপ্রবণ লেখা "সুন্দরম"-এর উল্লেখ নেই। তবে অল ইন্ডিয়া রেডিওর কলকাতা কেন্দ্রে কবি যে এক ষড়যন্ত্রের শিকার হ'য়ে আক্রান্ত ও বহিস্কৃত হ'য়েছিলেন সে উল্লেখ "রূপমঞ্চ" পত্রিকায় আছে।

পরম আত্মীয়ের মতো ভালবেসো
জয়নব আখতারের খাতায়

২৭ ফেব্রুয়ারী ১৯৪৪: ২ রবিয়ল আউয়ল ১৩৬৩ : ১৪ ফাল্গুন ১৩৫০ তারিখ রবিবার তরুণী জয়নব আখ্‌তারের খাতায় কবি যা লিখলেন তাতে তাঁর মানসিক সুস্থতা, সৌন্দর্য্য বোধ, আল্লাহ্‌য় বিশ্বাস ও অসহায় অবস্থার কথাই ব্যক্ত হ'য়েছে :

তোমরা সকলে পুষ্পাঞ্জলির মতো দেখিতে সুন্দর,
তোমরা সকলে আরো সুন্দর হও, হও আনন্দিত ও মনোহর।
তোমরা আমাদের মাঝে মাঝে দেখতে এসো,
তোমরা আমাদের পরম আত্মীয়ের (মতো) ভালবেসো।
আল্লাহ্‌ তোমাদের চিরঞ্জীব ক'রে রাখুক।
আল্লাহ্‌ তোমাদের ফিরদৌস আলায়নসীব ক'রে থাকুক।

কাজী নজরুল ইস্‌লাম
২৭.২.'৪৪

আমায় ও আমার ছেলে দু'টিরে

লক্ষ্যণীয় যে, উপরোক্ত লেখায় কবির পরিপূর্ণ মানসিক সুস্থতা ও সচেতনতার যে স্বাক্ষর বিদ্যমান তা সুফী জুলফিকার হায়দারের প্রচারণার পরিপন্থী। এমন ব্যক্তিকে পরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের মারফৎই কেবল পাগলা গারদে পাঠানো সম্ভব। ষড়যন্ত্র ছিলো ব'লেই এমন মানুষকে অন্য কোথাও নয়, একবার লুম্বিনী পার্কের এবং অন্যবার রাঁচীর মানসিক হাসপাতালে পাঠানো হ'য়েছে। অন্য কোনো রকম হাসপাতালের কথা চিন্তাও করা হয় নি।

তরুণী জয়নব আখ্‌তারের খাতায় প্রশস্তি, আর্তি ও আকুতিপূর্ণ একটা চমৎকার কবিতাই কেবল নয়, তারিখসহ পুরো দস্তখতও দিয়েছেন কবি। মানসিক সুস্থতার ঐ একই রকম প্রমাণ ওদিনই মোহাম্মদ নুরুল ইস্‌লামের আবেদন মোতাবেক লেখা এক টুকরো কাগজে কবির ব্যক্তিগত

www.pathagar.com

অনুরোধপূর্ণ আর একটি কবিতায়ও আছে :

শ্রীমান মোহাম্মদ নূরুল ইস্‌লাম
তুমি চিরঞ্জীব হ'য়ে থেকো–
আমায় ও আমার ছেলে দুটিরে
চিরদিন মনে রেখো!

কাজী নজরুল ইস্‌লাম
২৭.০২.'৪৪

উদারহৃদয়, স্বাধীনতা সংগ্রামী একজন মহাকবির কাছ থেকে পাওয়া এ আবেদন বড় করুণ! জয়নব আখ্‌তারের খাতায় কবি যে কথাগুলো লিখে দিয়েছিলেন তাতে একটি করুণ আবেদন ছিলো : "তোমরা আমাদের পরম আত্মীয়ের (মতো) ভালবেসো"। আত্মীয়তা, ভালোবাসা এবং শুভাকাঙ্ক্ষীদের সাহায্য সহযোগিতা খুবই প্রয়োজন ছিলো কবি এবং তাঁর পরিবারের। বাস্তব পরিস্থিতির নিরিখে স্বীকার্য যে, মোহাম্মদ নূরুল ইস্‌লামের কাছে পেশকৃত তাঁর আবেদন আরো মর্মস্পর্শী। নিজে যে ষড়যন্ত্রের কবলে প'ড়েছিলেন তা থেকে তাঁর পরিত্রাণের একটা উদ্যোগ সরাসরি নেওয়াও যে কঠিন সে বাস্তব পরিস্থিতিটুকু তিনি উপলব্ধি ক'রেছিলেন। তাই শেষ পর্য্যন্ত তাঁর এবং তাঁর দুই বংশধর সম্পর্কে এক করুণ আবেদন জানিয়ে লিখেছেন : "আমায় এবং আমার ছেলে দুটিরে চিরদিন মনে রেখো।"

সময়য়ানুক্রমিক এগুলো কেউ সাজিয়ে দিলে কী দাঁড়াবে জুলফিকার হায়দার তা ধারণাও ক'রতে পারেন নি।

আরাকানে আই.এন. এ.

ইতোপূর্বে ৪ ফেব্রুয়ারী ১৯৪৪ তারিখে আরাকানে আক্রমণ শুরু করে আই.এন.এ।

কাজী সাহেব জানের ইন্তেকাল

১৭ মার্চ ১৯৪৪ : ২১ রবিয়ল আউয়ল ১৩৬৩ : ৪ চৈত্র ১৩৫০ তারিখ শুক্রবার ভোর পাঁচটায় কবির বড় ভাই কাজী সাহেবজান ইন্তেকাল করেন। এ খবর দিয়ে ১৯ মার্চ রবিবার গিরিবালা দেবী এক চিঠিতে জুলফিকার হায়দারকে লেখেন : "তোমার দাদার বড় ভাই গত শুক্রবার ভোরে পাঁচটার সময় মারা গেছেন। আলী হোসেনের এখানে আসার কথা ছিল, এই বিপদে সে আসতে পারে নি, তোমাকে জানাতে লিখেছেন।

তোমার শরীর কেমন এখন? সময় ক'রে একবার এসো ..."

মনিপুরে জাপানী সেনা প্রবেশ

২২ মার্চ ১৯৪৪ তারিখে মনিপুরে জাপানী সেনা প্রবেশ করে।

১৮৯৯ সলের ওল্ড ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল অ্যাক্ট অনুযায়ী কলকাতা কর্পোরেশনের চতুর্দশ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হ'লো ২৯ মার্চ ১৯৪৪ তারিখে।

ইন্টালী টকীজে 'দিকশূল'

১ এপ্রিল ১৯৪৪ : ১৯ চৈত্র ১৩৫০ তারিখ শনিবার কাগজে বিজ্ঞাপন দেখছি: ইন্টালী টকীজ (নিউ থিয়েটার্সের বাংলা) -এ নজরুল সঙ্গীত সমৃদ্ধ ছায়াছবি "দিকশূল" (শেষ সপ্তাহ) প্রদর্শিত হ'চ্ছে। এ ছবির অভিনয়ে অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন ছবি, শৈলেন, অঞ্জলি ও রেণুকা।

www.pathagar.com

কোন বিষয়ে এই সাঙ্কেতিক চিঠি

২ এপ্রিল ১৯৪৪ : ৮ রবিয়সসানি ১৩৬৩ : ২০ চৈত্র ১৩৫০ তারিখ রবিবার গিরিবালা দেবী এক সাঙ্কেতিক চিঠিতে জুলফিকার হায়দারকে নাকি জানান: "তুমি যে লোকের কথা বলে গিয়েছিলে আমি সে রকম লোক ঠিক ক'রতে পারি নি। কালীপদকে জানিয়েছিলাম। সে বল্‌ল, 'এখন আমি মাস দুই কলকাতার বাইরে থাকব, এ সময় হায়দার সাহেবকে সব ঠিক ক'রে নিতে ব'লবেন। এর পর দরকার হ'লে আমি ক'রতে পারব।'

তুমি জানাতে ব'লেছিলে, জানালাম। এখন তুমি যে ব্যবস্থা ক'রবে তাই-ই- হবে। আমাদের বাড়ীর অবস্থা এক ভাবেই চ'লছে। তোমার শরীর এখন কেমন?"

সুফী জুলফিকার হায়দার এই চিঠির যে ভাষ্য সংযোজন ক'রেছেন তা লক্ষ্যণীয়: "আমার উপর মাসীমার এই যে নির্ভরশীলতা 'তুমি যে ব্যবস্থা ক'রবে তাই-ই হবে', এই ধরণের লেখা আমাকে পাগলের মতো খাটার উৎসাহ যুগিয়েছে। আমি তখন কাজীদার সারাক্ষণ সেবার জন্য একজন Attendant খুঁজছিলাম। কেননা সব সময় কবিকে আগলিয়ে থাকা আমার পক্ষে বা কবির সহোদর আলী হোসেনের পক্ষে সম্ভব হ'তো না। এ দিকে মাসীমা, খোকা কিংবা খুকী (কবি পত্নীর আত্মীয় ও আত্মীয়া) ভয়ে কবির কাছে ঘেঁষতে সাহস পেতো না।"

গিরিবালা দেবীকে যাঁর শরীর কেমন আছে সে খবর চিঠি লিখে নিতে হয় তিনি কবিকে সব সময় "আগলিয়ে" ছিলেন? আর ১৯ মার্চ ১৯৪৪-এর চিঠি কি সাক্ষ্য দেয় যে, কবির ছোট ভাই কাজী আলী হোসেন কবিকে "আগলিয়ে" কলকাতায় থাকতেন? বিবরণের ধারাপাত কি এই সাক্ষ্য দেয় যে, পাগল বা উন্মাদ হ'য়ে গিয়েছিলেন এবং এ জন্য একজন অ্যাটেনড্যান্টের প্রয়োজন হ'য়েছিল? বক্তব্যের পরস্পর বিরোধিতা ও অসঙ্গতি আড়াল ক'রে আত্ম-প্রচারণার তাগিদেই সুফী জুলফিকার হায়দার এ সব চিঠি কিংবা বানোয়াট চিঠি "পরিশিষ্ট"-এর অন্তর্ভুক্ত ক'রেছেন। সময়ের ক্রম অনুসারে আমি তা সাজিয়ে দিলাম। এর ফলে নানান অসঙ্গতি শনাক্ত করা সহজ হবে।

কলকাতা কর্পোরেশনের নতুন মেয়র

১৩ বৈশাখ ১৩৫১ : ২ জমাদিয়ল আউয়ল ১৩৬৩ : ২৬ এপ্রিল ১৯৪৪ তারিখ বুধবার কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র নির্বাচিত হ'লেন আনন্দিলাল পোদ্দার। মুসলমানদের মধ্যে ইতোপূর্বে মেয়র নির্বাচিত হ'য়েছেন ১৯৩৫-এ শের-ই-বাঙলা আবুল কাসেম ফজলুল হক, ১৯৩৮-এ এ. কে. এম. জ্যাকেরিয়া, ১৯৪০-এ এ,আর, সিদ্দিকি এবং ১৯৪৩-এ বাগ্মী সৈয়দ বদরুদ্দোজা।

শিক্ষা ক্ষেত্রে মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগ

১৮ বৈশাখ ১৩৫১ : ৭ রবিয়স্‌সানি ১৩৬৩ : ১ মে ১৯৪৪ তারিখ সোমবার মাধ্যমিক শিক্ষা বিল সম্বন্ধে শিক্ষা ক্ষেত্রে মুসলমানদের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগ এনে ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার যে বিবৃতি দেন তা ৯ এপ্রিল ১৯৪৪ তারিখ মঙ্গলবার আনন্দবাজার পত্রিকার তৃতীয় পৃষ্ঠায় চতুর্থ কলমে প্রকাশিত হয়।

নবযুগের ওপর থেকে আদেশ প্রত্যাহার

"নবযুগ"-এর উপর হইতে আদেশ প্রত্যাহৃত", এই শিরোনামে ২৬ মে শুক্রবারের আনন্দবাজার পত্রিকার খবর : "২৪ মে- বাঙ্গালার খাদ্য দ্রব্য, ত্রাণ কার্য্য প্রভৃতি আর্থিক বিষয়ে কোনো কিছু

www.pathagar.com

ছাপিবার পূর্বে স্পেশাল প্রেস এডভাইজার দ্বারা পরীক্ষা করাইবার জন্য বাঙ্গালা সরকার 'নবযুগ'-এর উপর যে আদেশ জারী করিয়াছিলেন, তাহা প্রত্যাহার করিয়াছেন। -এপি"

জাতীয় কবির প্রাণ রক্ষার আবেদন

এই ১০ জ্যৈষ্ঠ ১৩৫১ : ২৪ মে ১৯৪৪ : ১ জমায়িস্‌সানি ১৩৬৩ তারিখ বুধবার আনন্দবাজার পত্রিকার দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় পঞ্চম কলমে আরো একটি দুষ্প্রাপ্য খবর:

"কবি নজরুল পীড়িত

সেন্ট্রাল নজরুল এইড ফান্ডের সদস্য মিঃ এস. মজহারুল হক ও মিরদেহ আসাদুর রহমান ৫১ বৈঠকখানা রোড হইতে লিখিতেছেন যে, বাঙলার বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইস্‌লাম বহুদিন যাবৎ পক্ষাঘাতে শয্যাগত। অশক্ত হইয়া পড়ায় তিনি এখন নিঃস্ব ও কপর্দকহীন। তাহার স্ত্রীও পক্ষাঘাতে শয্যাশায়িনী। চিকিৎসা দূরের কথা, এখন এরূপ সঙ্গতি নাই যে, শিশু পুত্রদ্বয়, রুগ্না পত্নী ও নিজের আহার্যটুকু জোটে। বাঙলার জাতীয় কবির প্রাণরক্ষায় সহৃদয় সর্বসাধারণের অকুণ্ঠ সাহায্য একান্ত আবশ্যক।"

কলকাতার ৫১ বৈঠকখানা রোড হ'লো ইউনিভার্সিটি কারমাইকেল হল। অন্যতম মুসলিম ছাত্রাবাস। এ খবর সাক্ষ্য দেয়, কতখানি অসহায় পরিস্থিতির শিকারে পরিণত হ'য়েছিলেন মজলুম জনগণের এই কবি। এর চেয়ে দুঃখ ও লজ্জার ঘটনা আর কী হ'তে পারে যে, এই মহান জাতীয় কবির চিকিৎসা তো দূরের কথা খাওয়ার সংস্থানটুকুও ক'রে দেওয়া হয় নি?

সমসাময়িক খবরাদির প্রেক্ষিতে সুফী জুলফিকার হায়দারের স্মৃতিকথার অনেকখানিই অযথা দাবী এবং নিছক বানোয়াট গপ্‌পো-কাহিনী ব'লেই প্রমাণিত হয়। তাঁর এই স্মৃতিকথা মূলত উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও কুৎসাপ্রবণ। প্রকৃত ঘটনাটা তিনি আড়াল করতে চেয়েছেন।

www.pathagar.com

অসুস্থ ও অসহায় কবি
উপেক্ষার আরো কয়েকটি বছর

কবির অসুস্থতার পর ইতোপূর্বে এর এক বছর দশ মাস আগের বিবরণে নানান দিক দিয়ে কবির অসহায় পরিস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে। কলকাতার ৫১ বৈঠক খানা রোডস্থ বিশ্ববিদ্যালয় কারমাইকেল হল থেকে লেখা সেন্ট্রাল নজরুল এইড ফান্ডের সদস্য এস. মজহারুল হক এবং মিরদেহ আসাদুর রহমানের বিবৃতিতে দেখা গেছে যে, কবি "পক্ষাঘাতে শয্যাগত"। এবং রোজগারে অসমর্থ হওয়ায় "নিঃস্ব ও কপর্দকহীন।" কবির "স্ত্রীও পক্ষাঘাতে শয্যাশায়িনী"। "চিকিৎসা দূরের কথা, এখন এরূপ সঙ্গতি নাই যে, শিশু পুত্রদ্বয়, রুগ্না পত্নী ও নিজের আহার্যটুকু জোটে।" দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রদত্ত এই বিবৃতিতে আরো বলা হয় যে, "বাঙলার জাতীয় কবির প্রাণ রক্ষায় সহৃদয় সর্ব সাধারণের অকুণ্ঠ সাহায্য একান্ত আবশ্যক।"

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় মুসলিম ছাত্রাবাস কারমাইকেল হল থেকে পাঠানো উক্ত বিবৃতি ১০ জ্যৈষ্ঠ ১৩৫১ : ১ জমাদিয়স্‌সানি ১৩৬৩ : ২৪ মে ১৯৪৪ তারিখ বুধবার আনন্দবাজার পত্রিকায় দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় পঞ্চম কলমে "কবি নজরুল পীড়িত", এই শিরোনামে প্রকাশিত হ'য়েছে। খবরের কাগজের এই বিবরণ থেকে উপলব্ধি করা যায় যে, সেন্ট্রাল নজরুল এইড ফান্ড, এ সময় সক্রিয় ছিলো। সংগঠনটি হয়তো তখন সবে প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে থাকবে।

"নজরুল-জীবনী"র ৫৯২ পৃষ্ঠায় অধ্যাপক ডক্টর রফিকুল ইস্‌লাম লিখেছেন যে, "নজরুলকে সাহায্য করার জন্যে কলকাতা টেইলার হোস্টেলের মুসলমান ছাত্রদের উদ্যোগে গঠিত 'নজরুল এইড ফান্ড' থেকে নজরুলকে সাহায্য করার জন্যে অনেক টাকা ওঠানো হয় এবং মাসিক দুই শত টাকা ক'রে তিন মাস সাহায্যও প্রদান করা হয়। কিন্তু তারপর আর সাহায্য কবি-পত্নীর কাছে পৌঁছায় নি। এই কমিটির সভাপতি ছিলেন অধ্যাপক সায়েদুর রহমান, সম্পাদক আবদুল হাকিম, যুগ্ম সম্পাদক রিয়াজুল ইস্‌লাম। কমিটি থেকে দাবী করা হ'য়েছিল যে, তিন মাস পরেও কবি পত্নীকে সাহায্য করা হ'য়েছে। এই রহস্য সম্পর্কে আলোকপাত ক'রতে গিয়ে জুলফিকার হায়দার লিখেছেন :

"আবদুল হাকিম ও রিয়াজুল ইস্‌লামকে ডেকে আনা হলো। .... কবি পত্নীর দস্তখত পরীক্ষা ক'রতে লাগলাম। প্রথম তিন মাসের দস্তখতের সঙ্গে পরের দু'মাসের হস্তাক্ষর আমরা মিলিয়ে নিচ্ছিলাম এবং আমরা নিশ্চিত লক্ষ্য ক'রছিলাম দস্তখত এক হাতের নয়। এই নিয়ে আমাদের মধ্যে বিতর্ক চলছে, এমন সময় কোথা থেকে কবি জসীমউদ্দিন অনাহুত এসে সেখানে হাজির হলেন এবং সামান্যক্ষণ পরেই আমাদের আলোচনায় বাধা সৃষ্টি ক'রে আমার দিকে তাকিয়ে সহসা ব'লে উঠলেন, টাকা না দিয়ে কি এরা জাল ক'রছে বলতে চাও?

বেশীদিন আগের কথা নয়, রোগাক্রান্ত কবি সম্পর্কে তার প্রতি আমার ক্ষোভের কারণ ছিল।"

জুলফিকার হায়দারের বিবরণ অনুসরণে "নজরুল-জীবনী"র ৫৯৩ পৃষ্ঠায় অধ্যাপক ডক্টর রফিকুল ইস্‌লাম লিখেছেন : "নজরুল এইড ফান্ড' থেকে কবি নজরুল ছয় শত টাকার বেশী পান নি।"

আমাদের দুঃখ: "ঠাকুর বাড়ীর আঙিনা"য় ঠাকুর পরিবারের দুঃখে যিনি অঢেল চোখের পানি ফেলেছিলেন, মজলুম কবির এই অসহায় পরিস্থিতির কোনো বিবরণ তিনি দিয়ে যান নি।

www.pathagar.com

বাঙলাভাষী মুসলমান কবি-সাহিত্যিকদের কারো কারো হীনমন্যতা, অদূরদর্শিতা এবং উন্মূল আচরণের বোধ হয় কোনো তুলনাই হয় না। সাংস্কৃতিক ব্যবধানের কারণে এদের লেখা অমুসলিমদের মধ্যে কোনো প্রভাব ফেলতে পারে নি; কিন্তু বাঙলাভাষী লেখাপড়া জানা অনেক মুসলমানদের জীবনকেই অনিকেত ক'রে দিয়েছে। সমগ্র জাতি এর বিষফল ভোগ ক'রছে। আর যে উপেক্ষা ও দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয় এঁরা এই মহান জাতীয় কবির অসহায় পরিস্থিতিতে দেখিয়েছেন, এই হৃদয়হীনতা, নির্লিপ্ততা কিংবা উদাসীনতার পরিচয় নজরুল সারা জীবনে কারো প্রতি কোনোখানেই দেন নি। আসলে মহাকবি হওয়ার জন্য মহৎ প্রাণেরও প্রয়োজন হয়। সে প্রাণ কাজী নজরুল ইস্‌লামের ছিলো; কিন্তু জসীমউদ্দিন, জুলফিকার হায়দারদের ছিলো না। তাই জাতীয় জীবন গঠনে কায়কোবাদ, ইস্‌মাইল হোসেন শিরাজী, ইব্রাহীম খাঁ, নজরুল ইস্‌লাম, এস. ওয়াজেদ আলি, ফররুখ আহমদ, লুৎফর রহমানদের সাহিত্য অপরিহার্য; কিন্তু ওঁদের নয়। কেননা, ওঁরা কেবল স্বধর্মীদের ছোট ক'রেই বড় হ'তে চেয়েছেন। বাহবা অর্জনের সস্তা পথ খুঁজেছেন। ওঁদের পক্ষেই যে- কোনো মহৎ ও জরুরী কাজ কাজিয়া ক'রে ভন্ডুল ক'রে দেওয়া সম্ভব। অবশ্য সুফী জুলফিকার হায়দার নজরুল এইড ফান্ড সম্পর্কেও প্রয়োজনীয় ও সঠিক বিবরণ দিয়েছেন কিনা সে বিষয়েও আনন্দবাজার পত্রিকার খবর-দেখার পর সন্দেহের অবকাশ থাকে। অন্যান্য সমসাময়িক ব্যক্তিরা এই অধ্যায় সম্পর্কে বিস্তারিত লিখলে, সেগুলো বিশ্লেষণ ক'রে প্রকৃত সত্যের অনেক কাছাকাছি আসা সম্ভব হ'তো। কিন্তু তাঁরা অনেকেই তা করেন নি সম্ভবত এই কারণে যে, তাতে তাঁদের গাফিলতি বা ভূমিকার কথাটাও ধরা পড়তো। এই থেকেই উপলব্ধি করা যায় যে, কবি সামগ্রিকভাবে এ সময় কতখানি উপেক্ষিত হ'য়েছিলেন।

নজরুল স্মরণে ঐ সময় যাঁরা উদ্যোগী হ'য়েছিলেন তাঁদের অনেকেরই নাম সমসাময়িক পত্রপত্রিকায় পাওয়া যায়। আমি যতখানি পেয়েছি সে সবই আগের মতো ধারাবাহিকভাবে তুলে ধ'রছি। অবশ্য অন্যান্য সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য ও উপাদানগুলোও বিশ্লেষণের সুবিধার্থে সময়ানুক্রমে সাজিয়ে আসছি।

খাদ্য এবং ত্রাণকার্য্য

এই ২৪ শে মে'র ডেট্ লাইন দিয়ে আনন্দবাজার পত্রিকায় পরিবেশিত খবর : "বাঙ্গালার খাদ্য, দ্রব্য, ত্রাণকার্য্য প্রভৃতি আর্থিক বিষয়ে কোনো কিছু ছাপিবার পূর্বে স্পেশাল প্রেস এডভাইজার দ্বারা পরীক্ষা করাইবার জন্য বাঙ্গালা সরকার 'নবযুগ'– এর উপর যে আদেশ জারী করিয়াছিলেন, তাহা প্রত্যাহার করিয়াছেন।"

৪৬তম নজরুল জন্ম দিবস

১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৫১ : ২ জমাদিয়স্‌সানি ১৩৬৩ : ২৫ মে ১৯৪৪ তারিখ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায় ফ্যাসী বিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘের উদ্যোগে এবং যুগ্ম সম্পাদক গোলাম কুদ্দুস ও জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের আহ্বানে কলকাতা কলেজ স্কোয়ারে মহাবোধি সোসাইটি হল-এ কবির ৪৬ তম জন্ম দিবস পালিত হয়।

আনন্দবাজার পত্রিকায় দেখছি : ঘোষণায় বলা হ'য়েছিল যে, সভাপতিত্ব ক'রবেন কথা সাহিত্যিক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। বিশিষ্ট বক্তাদের অন্তর্ভুক্ত সাহিত্যিক মানিক বন্দোপাধ্যায় এবং মুজিবুর রহমান খাঁ প্রমুখ। ঘোষণায় আরো বলা হয়: "সঙ্গীত ও আবৃত্তি অনুষ্ঠানের দ্রষ্টব্য অংশ। সর্ব সাধারণের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।"

www.pathagar.com

আনন্দবাজার পত্রিকা থেকে এই "নজরুল জন্ম দিবস"– এর আরো বিবরণ:

"শ্রী মাণিক বন্দোপাধ্যায়, শ্রী তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়, মুজিবুর রহমান খাঁ প্রভৃতি খ্যাতনামা সাহিত্যিকগণ নজরুল সাহিত্য সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। শ্রী মাণিক বন্দোপাধ্যায় নজরুল ইস্‌লামের কাব্যধারাকে দুই দিক হইতে বিচার করেন। প্রথমে সামাজিক অবস্থায় সমস্ত সমাজের বিরুদ্ধে কবির একটা বিদ্রোহ, কিন্তু ধীরে ধীরে ধ্বংসের সঙ্গে সৃষ্টি বোধও কবিচিত্তে জাগরুক, তখন কবি সাম্যের গান গাইতে শুরু করিয়াছেন, নিপীড়িত মানুষের পক্ষ লইয়া লড়িতেছেন। কবি নজরুলের মনে আদর্শ ও বাস্তবের সংঘর্ষও অতি তীব্র হইয়া দেখা দেয়, কিন্তু বাস্তবের প্রতি তাঁর প্রবল পক্ষপাত, তাঁর কবিতার ভঙ্গী ও শব্দ চয়নে পর্য্যন্ত ইহার প্রভাব প্রতিফলিত।

শ্রী তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায় বলেন, নজরুলের কবিতায় নতুন সমাজ ব্যবস্থার জন্য যে, আবেদন তার শুরু রবীন্দ্রনাথে হইয়াছে। কিন্তু নজরুলই জনগণের প্রথম কবি, সমাজের নিম্নশ্রেণীতে ইহার জন্ম, নজরুলের কাব্যে বাঙালীর সেই স্তর পেলো ভাষা যারা নিপীড়িত নির্যাতিত অথচ যারা জাতীয় স্বাধীনতার অগ্রদূত সেই মূক জনসধারণ হ'য়ে ওঠেন মুখর।

মিঃ মুজিবুর রহমান খাঁ নজরুলকে দুই মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী এক প্রতিভা ব'লে অভিহিত করেন। তাঁর কাব্যে সেই কালের সর্বপ্রকার রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ছায়াপাত হ'য়েছে এবং তাঁর কাব্যই মুসলিম চিত্তের প্রথম প্রগাঢ় প্রকাশ। অপরূপ চিত্ত সৃষ্টির ক্ষমতা নজরুল প্রতিভার বৈশিষ্ট্য।

বক্তৃতাগুলির মধ্যে সঙ্গীত ও আবৃত্তি অনুষ্ঠানকে জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছিল। সঙ্ঘের পক্ষ হইতে কবিকে এক শত টাকা সাহায্য ঘোষণার পরে সভা ভঙ্গ হয়।"

লক্ষ্যণীয় যে, এ সময় কবির গানকে নজরুল গীতি নয়, নজরুল সঙ্গীত বলা হ'তো।

সাভারকার জয়ন্তী

১৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩৫১ : ২৮ মে ১৯৪৪ : ৫ জমাদিয়স্‌সানি ১৩৬৩ তারিখ রবিবার বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু ছাত্র ফেডারেশনের উদ্যোগে সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায় ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউট হল-এ সাভারকার জয়ন্তী অনুষ্ঠিত হয়। বক্তাঃ ডক্টর সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়।

"বিহার হেরাল্ড" ও "প্রভাতী" পত্রিকার তরফে নজরুল সাহায্য ভান্ডার

১৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩৫১ : ৬ জমাদিয়স্‌সানি ১৩৬৩ : ২৯ মে ১৯৪৪ তারিখ সোমবার পাটনা থেকে প্রচারিত এবং ২৯ জ্যৈষ্ঠ ১৩৫১ :১২ জুন ১৯৪৪ তারিখ সোমবার আনন্দবাজার পত্রিকায় পরিবেশিত খবর : "বিহার হেরাল্ড" ও "প্রভাতী" পত্রিকার পরিচালকগণ কাজী নজরুল ইস্‌লামের জন্য একটি সাহায্য ভান্ডার খুলিয়াছেন এবং ইতিমধ্যেই উহাতে ৫০ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে।"

"বিহার হেরাল্ড" ও "প্রভাতী" পত্রিকার তরফে গঠিত এই নজরুল সাহায্য তহ্‌বিলের কোনো হদিশ সুফী জুলফিকার প্রমুখ কারো লেখায় পাওয়া যায় নি।

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র অবসর গ্রহণ

১৬ আষাঢ় ১৩৫১ : ৩০ জুন ১৯৪৪ :৮ রজব ১৩৬৩ তারিখ শুক্রবার ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগের অধ্যক্ষ ও রীডার থাকাকালে অবসর গ্রহণ করেন।

www.pathagar.com

চক্রবর্তী রাজা গোপালাচারীর পরিকল্পনা

১০ জুলাই ১৯৪৪ তারিখে চক্রবর্তী রাজা গোপালাচারির পরিকল্পনা জিন্নার কাছে পাঠানো হয়।

দু'শো টাকা সরকারি ভাতা

১ ভাত্র ১৩৫১ : ২৭ শাবান ১৩৬৩ : ১৭ আগষ্ট ১৯৪৪ তারিখ বৃহস্পতিবার জুলফিকার হায়দারকে লেখা এক চিঠিতে অমলেন্দু দাশগুপ্ত উল্লেখ করেন যে, তিনি নাকি পত্রিকাতে দেখেছেন, সরকার কবির জন্য ২০০ টাকা ভাতার ব্যবস্থা ক'রেছেন। কিন্তু এ সময়কার আনন্দবাজার পত্রিকা, হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড, অমৃতবাজার পত্রিকা, স্টার্ অব্ ইন্ডিয়া প্রভৃতি কাগজে এমন কোনো খবর পাওয়া যায় নি।

তুমি হাতখানি যবে রাখ মোর হাতের পরে

সেপ্টেম্বর ১৯৪৪-এ হিজ মাস্টার্স ভয়েসে এন ২৭৪৮১ সংখ্যক রেকর্ডে যূথিকা রায় গেয়েছে নজরুল সঙ্গীত 'বঁধু আমি ছিনু বুঝি বৃন্দাবনে' (মিশ্রভীম পাদ্রী)। এ মাসে কমল দাশগুপ্তের গাওয়া নজরুল সঙ্গীত 'তুমি হাতখানি যবে রাখ মোর (এন ২৭৪৭১)।

ইকবালের চিন্তা

২৩ অগ্রহায়ণ ১৩৫১ : ৯ ডিসেম্বর ১৯৪৪ : ২২ জেলহজ্জ ১৩৬০ তারিখ শনিবার আল্লামা ডক্টর মুহম্মদ ইকবালের প্রতি মোহাম্মদ আলি জিন্নাহ্র শ্রদ্ধা নিবেদন : ভারত থেকে মুসলমানদের ঐতিহাসিক বাসভূমি প্রতিষ্ঠার সম্ভাব্যতা সম্পর্কে মৌলিক চিন্তা নায়কদের অন্যতম ইকবাল।

দেশাই-লিয়াকত আলী সূত্র

জানুয়ারী ১৯৪৫-এ দেশাই-লিয়াকত আলী সূত্র পেশ করা হয়।

"কবিতা" কবিতায় নজরুল সঙ্গীত

পৌষ ১৩৫১ : (ডিসেম্বর ১৯৪৪– জানুয়ারী ১৯৪৫ : জেলহজ্জ ১৩৬৩– মহররম ১৩৬৪) - এর "কবিতা" : ১ম বর্ষ : ২য় সংখ্যায় প্রকাশিত হ'লো গান সুরদাসী মল্লার (তেতলা) : "এলো বরষা শ্যাম সরসা প্রিয় দরশা।"

স্বাধীনতার স্বপক্ষে অ্যাটলীর বিবৃতি

২০ জানুয়ারী ১৯৪৫ তারিখে ফজল এলাহি কুরবানের সভাপতিত্বে মাদ্রাজে সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের অধিবেশন হয়।

১৫ মার্চ ১৯৪৫ তারিখে ভারতের স্বাধীনতার স্বপক্ষে অ্যাট্লী বিবৃতি দেন।

নতুন চাঁদ

৯ চৈত্র ১৩৫১ : ৮ রবিয়স্সানি ১৩৬৪ : ২৩ মার্চ ১৯৪৫ তারিখ শুক্রবার কাব্যগ্রন্থ "নতুন চাঁদ"-এর প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হ'লো মোহাম্মদী বুক এজেন্সী, ৮৬-এ লোয়ার সাকুলার রোড, কলকাতা থেকে। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬৪। দাম : দু'টাকা। প্রকাশক : মোহাম্মদ ছদরুল আনাম খান।

মুজফ্ফর আহমদের সভাপতিত্বে

১৯৪৫ সালের ৫ থেকে ৮ এপ্রিল মুজফ্ফর আহ্মদের সভাপতিত্বে সারা ভারত কিষাণ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

www.pathagar.com

বিষের বাঁশীর ওপর থেকে বাজয়াফৎ আদেশ প্রত্যাহৃত

১৪ বৈশাখ ১৩৫২ : ২৭ এপ্রিল ১৯৪৫ : ১৪ জমাদিয়ল আউয়ল ১৩৬৪ তারিখ শুক্রবার কবির কাব্য ও সঙ্গীত গ্রন্থ "বিষের বাঁশী"-র ওপর থেকে বাজয়াফৎ আদেশ প্রত্যাহৃত হয়। গেজেট বিজ্ঞপ্তি নম্বর ২৭৯ পি।

দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মেয়র

এই ২৭ এপ্রিল ১৯৪৫ তারিখে দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র নির্বাচিত হ'লেন।

জিন্নাহ্‌র প্রশংসায় শের-ই-বাঙ্‌লা

নিজের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ চিন্তায় ব্যতিব্যস্ত থাকার দরুন কিংবা অন্য যে-কোনো কারণেই হোক ফজলুল হক অসহায় কবির দিকে নজর দেওয়ার অবসর পান নি। ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর শের-ই-বাঙ্‌লা আবার কায়েদ-ই-আজমের বিশাল ব্যক্তিত্ব ও নেতৃত্বকে উপলব্ধি ক'রতে পারলেন। আসলে কায়েদ-ই-আজমের সঙ্গে শের-ই-বাঙ্‌লার ছিলো আদর্শের নয়, ব্যক্তিত্বের পার্থক্য। এটাই নানান সময় উপমহাদেশের মুসলমানদের জন্য বিপর্য্যয় সৃষ্টি ক'রেছে। তিনি জিন্নাহর নিঃশর্ত আনুগত্য স্বীকারেও কসুর করেন নি।

বুধবার ২ জ্যৈষ্ঠ ১৩৫২ : ৩ জমাদিয়স্‌সানি ১৩৬৪ : ১৬ মে ১৯৪৫ তারিখ বুধবার ফজলুল হক ব'ললেন : ভারতীয় মুসলিম লীগ-ই মুসলমানদের একমাত্র সর্বভারতীয় সংগঠন এবং ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে জিন্নাহ্‌র বিকল্প কেউ নেই। এ বিষয়ে ৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩৫২ : ১৮ মে ১৯৪৫ তারিখ শুক্রবার অমৃতবাজার পত্রিকার পঞ্চম পৃষ্ঠায় পঞ্চম কলমে খবর :

MR HUQ TO COME TO MR JINNAH'S FOLD
EULOGY TO LEAGUE
CONFIDENT THAT MISUNDERSTANDING WILL BE REMOVED

May 16

Mr A.K. Fazlul Huq, ex-Premier of Bengal, in a press interview before his departure for Calcutta expressed the hope that he would return to the fold of the Muslim League again. He was confident that when he met Mr Jinnah, all misunderstandings would be sweft away.

He said : "Unless the Muslims of India united under the banner of one all-India organisation, there is not the shadow of a hope of their making any achievement of liberation before the British yoke and under the present circumstances, the Muslim League is the only organisation of this kind.

"I have been a Muslim Leaguer from the top of head to the sole of my feet. I was driven out of the Muslim League and I maintain quite unjustly. I never left it. Since then I have not joined any political party.

When refered to his part in the question of the Progressive Muslim League, Mr Fazlul Huq emphatically denied that organisation had even worked or that he had anything to do with it. He remarked that

www.pathagar.com

some interested persons tried to exploit the situation and to make capital of his name. Mr Huq expressed the hope that circumstances will take a new turn and he would be in the fold of Muslim League again. He said : "Mr Jinnah and myself have worked together in the political field for the past 33 years. We know each other very well and I am confident that when I meet Mr Jinnah all misunderstanding will be swept away.

Of Mr Jinnah, Mr Huq said, there was no man among the Indian Muslims to replace him.

Explaining the circumstances that led to his exit from the Muslim League, Mr Huq said that he was a very emotional man. It was this that brought him in conflict with Mr Jinnah on the question of his resignation from the Defence Council.

Mr Huq claimed that the League high command had no substantial charge against him, and moreover, he should have been an opportunity to defend himself and to refute the allegations. The penalty imposed was too much for the nature of the offence, if impulsiveness could be called an offence."

মুসলিম লীগে আবারো ফিরে আসার প্রত্যাশা ব্যক্ত ক'রলেন ফজলুল হক। তিনি আস্থা পোষণ করেন যে, মিস্টার জিন্নাহ্‌র সঙ্গে একবার দেখা হ'লে সব ভুল বুঝাবুঝির অবসান ঘটবে।

তিনি বললেন : "মুসলমানরা সারা হিন্দুস্থানে এক পতাকার তলে সমবেত না হ'লে বৃটিশের কবল থেকে মুক্ত হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। সারা ভারতে এ ধরণের একটিই মাত্র সংগঠন আছে এবং সেটি মুসলিম লীগ। মাথার উপরিভাগ থেকে পায়ের তলা পর্য্যন্ত আমি মুসলিম লীগার। মুসলিম লীগ থেকে আমি বিতাড়িত হ'য়েছিলাম এবং আমি মনে করি যে, আমার ওপর সম্পূর্ণ অবিচার করা হ'য়েছে। সেই থেকে আমি আর কোনো রাজনৈতিক দলে যোগদান করি নি।"

প্রগ্রেসিভ মুসলিম লীগ গঠনের ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকার কথা জানতে চাওয়া হ'লে তিনি বলেন যে, ঐ সংগঠন এ যাবৎ কোনো কাজ ক'রে নি কিংবা এ বিষয়ে তাঁর কিছু করারও নেই। তিনি মন্তব্য করেন যে, স্বার্থান্বেষী কিছু ব্যক্তি এই পরিস্থিতির সুযোগ নিতে চেষ্টা করেছে এবং তাঁর নাম ভাঙিয়ে খাওয়ার চেষ্টা ক'রেছে। জনাব হক আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে, পরিস্থিতি একটা নতুন দিকে মোড় নেবে এবং তিনি আবার মুসলিম লীগে ফিরে আসবেন। তিনি বলেন : "মিস্টার জিন্নাহ্ এবং আমি গেলো তেত্রিশ বছর যাবৎ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এক সঙ্গে কাজ ক'রেছি। আমরা উভয়েই পরস্পরকে ভালো ক'রে জানি এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, মিস্টার জিন্নাহর সঙ্গে আমি দেখা ক'রলে সমস্ত ভুল বুঝাবুঝিরই অবসান ঘটবে।"

মিস্টার জিন্নাহ্ সম্পর্কে জনাব হক বলেন : "তাঁর জায়গায় বসানো যায় এমন কোনো মুসলমান ভারতে নেই।"

যে পরিস্থিতিতে তিনি মুসলিম লীগ থেকে বহিষ্কৃত হ'য়েছেন, সেটি ব্যাখ্যা ক'রতে গিয়ে মিস্টার হক নিজের সম্পর্কে বলেন যে, তিনি একজন খুবই আবেগপ্রবণ মানুষ। এটাই তাঁকে ডিফেন্স কাউন্সিল (প্রতিরক্ষা পরিষদ) থেকে তাঁর পদত্যাগের প্রশ্নে মিস্টার জিন্নাহ্‌র সঙ্গে সংঘর্ষে উপনীত ক'রেছিল।

www.pathagar.com

মিস্টার হক দাবী করেন যে, তাঁর বিরুদ্ধে মুসলিম লীগ হাই ক্যামান্ডের কোনো বস্তুগত অভিযোগ নেই। এবং সর্বোপরি তাঁর ওপর যে শাস্তি আরোপ করা হ'য়েছে তা এই ধরণের অপরাধের তুলনায় খুবই বেশী হ'য়েছে। অবশ্য আবেগপ্রবণতাকে যদি কোনো অপরাধ বলা যায় তবেই এটা অপরাধ।

রবীন্দ্র স্মৃতি রক্ষায় চ্যারেটি ফুটবল

৯ জ্যৈষ্ঠ ১৩৫২ : ২৩ মে ১৯৪৫ : ১০ জমাদিয়স্‌সানি ১৩৬৪ তারিখ বুধবার রবীন্দ্র স্মৃতি রক্ষায় চ্যারেটি ফুটবল খেলার খবর আছে আনন্দবাজার পত্রিকার সপ্তম পৃষ্ঠায় চতুর্থ কলমে।

নজরুল জয়ন্তী

১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৫২ : ২৫ মে ১৯৪৫ : ১২ জমাদিয়স্‌সানি ১৩৬৪ তারিখ শুক্রবার কাজী নজরুল ইস্‌লামের ৪৭ তম জন্ম দিবস।

আমার ভুবন কান পেতে রয়

১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৫২ : ১২ জমাদিয়স্‌সানি ১৩৬৪: ২৫ মে ১৯৪৫ তারিখ শুক্রবার আনন্দবাজার পত্রিকার ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় ৫ম কলমে "রেকর্ড সমালোচনা" :

"আমরা মে মাসে 'হিজ মাস্টার্স ভয়েস' রেকর্ডে প্রকাশিত যে সঙ্গীতগুলি পাইয়াছি নিম্নে তাহার সমালোচনা দিলাম।

N. 27519- এই রেকর্ডে সুকণ্ঠী গায়িকা বীণা চৌধুরী যথাক্রমে কাজী নজরুল ও পরলোকগত কবি অজয় ভট্টাচার্য্যের দুইটি গানেই ভাষার লালিত্যকে সুর মাধুর্য্যে মন্ডিত করিয়া এমন দরদ দিয়া গাহিয়াছেন যে, তাহা মর্মস্থলে গিয়া পৌছায়।"

জুন ১৯৪৫-এ হিজ মাস্টার্স ভয়েস-এ এন. ২৭৫২৩ সংখ্যক রেকর্ডে যূথিকা রায়ের কণ্ঠে প্রকাশিত হয় নজরুল সঙ্গীত 'আমার ভুবন কান পেতে রয়' (জয়জয়ন্তি)।

সিমলা বৈঠক ব্যর্থ

২৫ জুন ১৯৪৫ তারিখে ভারতীয় নেতাদের সিমলা বৈঠকে যোগ দেন লর্ড ওয়াভেল। ১৪ জুলাই সিমলা বৈঠকের ব্যর্থতা ঘোষণা করেন লর্ড ওয়াভেল ।

অ্যাট্‌লী

২৬ জুলাই ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী হন অ্যাট্‌লী।

লিটল বয়

২১ শ্রাবণ ১৩৫২: ২৬ শাবান ১৩৬৪ : ৬ আগষ্ট ১৯৪৫ তারিখ সোমবার সকাল ৮টা বেজে ১৫ মিনিটে হিরোসিমায় ফেলা হ'লো পারমাণবিক বোমা "লিট্‌ল বয়"। এর পর দিন ২২ শ্রাবণ : ৭ আগস্ট : ২৭ শাবান মঙ্গলবার শেষ রাতে মিনার্ভা থিয়েটারের অন্যতম মালিক মোহাম্মদ দেলওয়ার হোসেন ইন্তেকাল করেন রক্তচাপ বৃদ্ধির ফলে।

অমলেন্দু দাশগুপ্তের চিঠি: ভাতার ব্যবস্থা

৯ আগষ্ট ১৯৪৫ তারিখ জুলফিকার হায়দারকে লেখা অমলেন্দু দাশগুপ্তের চিঠি :

"পত্রিকাতেই দেখিয়াছি যে, সরকার হইতে মাসিক দুই শত টাকার ভাতা নজরুলের জন্য

www.pathagar.com

ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আপনার গত চিঠিতে একটা ইঙ্গিত ছিল যে, Muslim League কর্তৃপক্ষকে এ বিষয়ে সক্রিয় করিবার চেষ্টা চলিতেছে এবং হয়তো ফলও পাওয়া যাইতে পারে। ... যাঁরা ঈশ্বরজনিত এবং ঈশ্বরসদৃশ পুরুষ, তাঁদের কৃপা হইলে এই ব্যাধি অনায়াসে দূর হইয়া যাইতে পারে। আপনি আমার সঙ্গে একমত হইয়াছেন।"

এ সম্পর্কে দু'টি কথা উল্লেখ্য : এক, ব্যারিস্টার স্যার খাজা নাজিমুদ্দিনের প্রধান মন্ত্রিত্বের আমলে এ সময় কবিকে যে মাসিক দু'শ' টাকা ভাতা দেওয়ার বন্দোবস্ত হ'য়েছিল পূর্বোল্লিখিত খবরের কাগজে সে খবর নজরে পড়েনি। দুই, আগের উক্তি অনুসারে 'রোগটা' যদি 'সিফিলিস' হয় তা'হ'লে এখন জুলফিকার হায়দার কী কারণে অমলেন্দু দাশগুপ্তের সঙ্গে সহমত পোষণ ক'রে আধ্যাত্মিক দাওয়াইয়ের বন্দোবস্ত ক'রতে চাচ্ছেন? এখানে কিন্তু বলা হ'চ্ছে : নজরুল "ঈশ্বরসদৃশ পুরুষ" এবং রোগটা "ঈশ্বরজনিত"। এই সব চিঠিপত্র পরিশিষ্টে না দিলে সুফী জুলফিকার হায়দারও উপলব্ধি ক'রতে পারতেন না যে, কেস্‌টা ভালোভাবে সাজানো হয় নি। অসঙ্গতি র'য়ে গেছে। একটি বিবৃতির অবস্থান উত্তর মেরুতে এবং অন্যটির দক্ষিণে। অতিরিক্ত প্রমাণাদি দাখিল ক'রে তাঁর খিদমতের বহরটা দেখাতে গিয়ে এর ফাঁকিটা ধরার মতো অনেক উপাদান পরিবেশন ক'রে ফেলেছেন।

জাপানের আত্মসর্ম্পণ

১৪ আগষ্ট ১৯৪৫ তারিখে আত্মসমর্পণে মিত্রশক্তির বশ্যতা স্বীকার করে জাপান।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু নিরুদ্দেশ

১ ভাদ্র ১৩৫২ : ৯ রমজান ১৩৬৪ : ১৮ আগষ্ট ১৯৪৫ তারিখ শনিবার নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু নিরুদ্দেশ হ'লেন। সমসাময়িক আনন্দবাজার পত্রিকায় এ খবর আছে।

সরলা দেবী চৌধুরাণীর পরলোকগমন

এই ১৮ আগষ্ট ১৯৪৫ তারিখ শনিবার সরলা দেবী চৌধুরাণী তাঁর কলকাতাস্থ বাসভবনে পরলোকগমন করেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান

২ সেপ্টেম্বর ১৯৪৫ : ১৬ ভাদ্র ১৩৫২ : ২৪ রমজান ১৩৬৪ তারিখ রবিবার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ থেমে গেলো।

সংবিধান পরিষদ এবং সাধারণ নির্বাচনের আশ্বাস

১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৪৫ তারিখে ভাইসরয় লর্ড ওয়াভেল সাধারণ নির্বাচনের আশ্বাস দেন এবং সংবিধান রচনার জন্য একটি পরিষদ গঠনের মনস্থ করেন।

দিল্লীর লাল কেল্লায় আজাদ হিন্দ পরিষদের বিচার শুরু

১৯ কার্তিক ১৩৫২ : ৫ নভেম্বর ১৯৪৫ : ২৯ জেল্কদ ১৩৬৪ তারিখ সোমবার দিল্লীর লাল কেল্লায় আজাদ হিন্দ ফৌজের কাপ্তেন শাহ্ নওয়াজ, কাপ্তেন সায়গল এবং মেজর গুরুবক্স সিং, এই তিন জনের বিচার আপাতত শুরু হ'লো।

চন্দ্রবিন্দুর ওপর থেকে বাজয়াফৎ আদেশ প্রত্যাহার

১৪ অগ্রহায়ণ ১৩৫২:২৪ জেলহজ্জ ১৩৬৪ : ৩০ নভেম্বর ১৯৪৫ তারিখ শুক্রবার গেজেট ঘোষণায় নজরুলের নিষিদ্ধ গ্রন্থ "চন্দ্রবিন্দু"র ওপর থেকে বাজ্‌য়াফৎ আদেশ প্রত্যাহার করা হ'লো।

www.pathagar.com

লর্ড ওয়াভেল আশ্বাস

১০ ডিসেম্বর ১৯৪৫ তারিখে লর্ড ওয়াভেল ভারতের স্বাধীনতা আকাঙ্ক্ষায় বৃটেনের সমর্থনের আশ্বাস দেন। পরদিন লেবার পার্টির চেয়ারম্যান এইচ. ল্যাস্‌কি বলেন : 'আমাদের ভারত ত্যাগের সময় এসেছে।' ১৩ ডিসেম্বর বৃটিশ পার্লামেন্টের সিদ্ধান্ত : ভারতে প্রতিনিধি দল পাঠানো হবে।

জগত্তারিণী স্বর্ণপদক

১৯৪৫ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কবিকে "জগত্তারিণী স্বর্ণপদক" দিলেন। এই পুরস্কার অবশ্য এ যাবৎ তুলনামূলকভাবে অনেক ছোট মাপের কবি-সাহিত্যিককেও দেওয়া হ'য়েছে। অন্যান্য মুসলমানদের লেখার মতো নজরুল সাহিত্যও যখন খোদ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ. ক্লাসের পাঠ্যতালিকায় ঠাঁই পায় না তখন এই পুরস্কারটিকেই মহান কবির মাপে খুবই খাটো ক'রে দেখা হয়।

রয়্যাল ইন্ডিয়ান নেভি এবং এয়ার ফোর্সের বিদ্রোহ

১৮ ফেব্রুয়ারী ১৯৪৬ তারিখে বোম্বাইয়ে রয়াল ইন্ডিয়ান নেভির বিদ্রোহ এবং ২১ ফেব্রুয়ারী ইন্ডিয়ান এয়ার ফোর্সের বিদ্রোহ হয়। ২৩ মার্চ ইংলন্ডের সংসদ প্রতিনিধিরা করাচী পৌঁছান। ৪ এপ্রিল সংসদ প্রতিনিধিদল জিন্নাহ এবং স্যার জি. এইচ. হেদায়েতউল্লাহ্‌র সঙ্গে দেখা করেন।

এস. এম. ওসমান কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র

১৬ বৈশাখ ১৩৫৩ : ২৬ জমাদিয়ল আউয়ল ১৩৬৫ : ২৯ এপ্রিল ১৯৪৬ তারিখ সোমবার কলকাতা কর্পোরেশনে মেয়র নির্বাচিত হ'লেন এস. এম. ওসমান। পরবর্তীকালে কোনো মুসলমান আর কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র নির্বাচিত হ'তে পারেন নি।

ইংল্যান্ড প্রতিনিধি দলের পরিকল্পনা

১৬ মে ১৯৪৬ তারিখে ইংল্যান্ড প্রতিনিধিদরের পরিকল্পনা প্রকাশিত। যথা, অবিভক্ত ভারত : রাজ্যসমূহের তিনভাগে বিভক্তি : অবলম্বে অন্তর্বর্তী সরকার গঠন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নজরুল সাহিত্য মজলিশ

১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৩ : ২২ জমাদিয়স্‌সানি ১৩৬৫ : ২৫ মে ১৯৪৬ তারিখ শনিবার অপরাহ্নে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নজরুল সাহিত্য মজলিসের উদ্যোগে ইস্‌লামিয়া কলেজ (এখন মওলানা আজাদ কলেজ) -এ সাহিত্যিক নরেন দেবের সভাপতিত্বে কাজী নজরুল ইস্‌লামের ৪৮-তম জন্ম দিবস উদ্‌যাপিত হয়। এ দিনটি জন্ম বার্ষিকীর হিসাবে ৪৭ তম এবং জন্ম দিবসের হিসাবে ৪৮ তম। ২২ জ্যৈষ্ঠরবিবারের আনন্দবাজার পত্রিকায় চতুর্থ পৃষ্ঠায় পঞ্চম কলমে ভুলবশত "কবি নজরুল ইস্‌লামের ৪৮ তম জন্ম বার্ষিকী উদ্‌যাপনের " কথা লেখা হ'য়েছে। যাই হোক, অনুষ্ঠানে নজরুল সঙ্গীত ও আলোচনা পরিবেশিত হয়। নজরুল সাহিত্য সম্পর্কে মনোজ্ঞ আলোচনাও- হয়। এর বারো দিন পর ৬ জুন মুসলিম লীগ অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের প্রস্তাবে সম্মত হলেন।

কেবিনেট মিশন পরিকল্পনা প্রসঙ্গে নেহরু

২৫ আষাঢ় ১৩৫৩ : ১০ জুলাই ১৯৪৬ তারিখ বুধবার বোমবাইয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট জওহরলাল নেহরু মন্তব্য করেন যে, কংগ্রেস গণপরিষদে প্রবেশ করে কেবিনেট মিশনের পরিকল্পনা রদবদল করবে।

www.pathagar.com

প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস

৩১ শ্রাবণ ১৩৫৩ : ১৮ রমজান ১৩৬৫ : ১৬ আগষ্ট ১৯৪৬ তারিখ শুক্রবার মুসলিম লীগ কাউন্সিলের সিদ্ধান্তক্রমে অনুষ্ঠিত প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসে কলকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হ'লো এবং এর পরদিন বাঙলার প্রধানমন্ত্রী শহীদ হোসেন সোহরাওয়ার্দ্দী, স্যার খাজা নাজিমুদ্দিন, শরৎচন্দ্র বসু, সুরেন্দ্র মোহন ঘোষ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ এক যৌথ বিবৃতিতে এই ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা থামানোর আহ্বান জানালেন। এর পর দিন ১৮ আগস্ট ১৯৪৬ : ২ ভাদ্র ১৩৫৩ : ২০ রমজান ১৩৬৫ তারিখ রবিবার অমৃতবাজার পত্রিকায় "Stop this fatricidal war at once"/ All party leaders appeal to Calcutta public" শিরোনামে প্রকাশিত প্রতিবেদনে আরো জানা যায় যে, অন্তত : ২৫০ জন খুন এবং ১,৬০০ জন জখম হ'ন। ১৪৪ ধারা জারী করা হ'য়েছিল এবং পুলিশ বেশ কয়েক দফা গুলি চালিয়েছে। স্মর্তব্য যে, এই অবাঞ্ছিত ঘটনা থামানোর উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী ব্যারিস্টার হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দ্দী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ বিপদের ঝুঁকি নিয়েও হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে উপদ্রুত বিভিন্ন এলাকা ব্যাপক সফল করেন। এই অবাঞ্ছিত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রসঙ্গে বাঙলার প্রধানমন্ত্রী শহীদ হোসেন সোহরাওয়ার্দ্দী প্রমুখ মুসলিম নেতৃবৃন্দের ভূমিকা সম্পর্কে যে বানোয়াট গপ্‌পো নানান গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকায় চালু রাখা হ'য়েছে, তখনকার অমৃতবাজার পত্রিকা প্রভৃতি হিন্দু সম্পাদিত কাগজেও এর বিপরীত সাক্ষ্যই মেলে। এই ১৬ আগষ্টের পটভূমিকা হিসাবে আরো স্মর্তব্য যে, নেহরুর পূর্বোক্ত বিবৃতির দরুন মুসলিম লীগ সংসদ প্রতিনিধিদলের পূর্ববর্তী প্রস্তাব বাতিল ক'রে 'সরাসরি ভূমিকা' নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন এই '৪৬-এর ২৭-২৯ জুলাইয়ে। ১২ আগষ্ট কংগ্রেস সভাপতি নেহরুকে অন্তর্বর্তী সরকার গঠনে আমন্ত্রণ জানান ভাইস্‌রয়।

মুসলিম লীগে যোগ দিতে শের-ই-বাঙলাকে অনুরোধ

১৫ ভাদ্র ১৩৫৩ : ১ সেপ্টেম্বর ১৯৪৬ : ৪ শওয়াল ১৩৬৫ তারিখ রবিবার তিন শ' মুসলিম লীগ সদস্য শের-ই-বাঙলা আবুল কাসেম ফজলুল হককে আবারো মুসলিম লীগে যোগদানের অনুরোধ জানাতে তাঁর বাড়ীতে আসেন।

অন্তর্বর্তী সরকারের মন্ত্রিসভা

১ সেপ্টেম্বর ১৯৪৬ তারিখে নতুন অন্তর্বর্তী সরকারের মন্ত্রী তালিকা ঘোষণা করেন বড়লাট।

মুসলিম লীগের সদস্য হলেন শের-ই বাংলা

১৭ ভাদ্র ১৩৫৩ : ৩ সেপ্টেম্বর ১৯৪৬ তারিখ মঙ্গলবার শের-ই-বাঙলা আবুল কাসেম ফজলুল হক মুসলিম লীগ সদস্য ভুক্তি ফর্ম সই ক'রে কলকাতা জেলা মুসলিম লীগ কমিটি মারফৎ প্রদেশ মুসলিম লীগ কমিটিতে পাঠান।

অন্তর্বর্তী সরকারের যোগদানে অসম্মদ মুসলিম লীগে

৪ সেপ্টেম্বর ১৯৪৬ তারিখ বুধবার মুসলিম লীগ অন্তর্বর্তী সরকারে যোগদানে অসম্মত হয়।

শের-ই-বাঙলা আবার মুসলিম লীগে

২২ ভাদ্র ১৩৫৩ : ১১ শওয়াল ১৩৬৫ : ৮ সেপ্টেম্বর ১৯৪৬ তারিখ রবিবার নিখিল ভারত মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্ট কায়েদ-ই -আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ বিবৃতি দিলেন যে, শের-ই-বাঙলা আবুল কাসেম ফজলুল হক মুসলিম লীগে যোগ দিয়েছেন।

www.pathagar.com

অন্তর্বর্তী সরকারে মুসলিম লীগ

অগত্যা ১৩ সেপ্টেম্বর ১৯৪৬ তারিখে গণসংঘর্ষের হুমকি দিলেন জিন্নাহ্। ১৫ অক্টোবর মুসলিম লীগ অন্তর্বর্তী সরকারে যোগ দিতে মনস্থ করে। ২৮ অক্টোবর মুসলিম লীগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীদের তালিকা প্রকাশিত হয়। ২১ নভেম্বর মুসলিম সদস্যদের সম্পর্কে নেহরু বলেন : 'আমাদের সহ্যের সীমা ক্রমশ:ই দ্রুত ছাড়িয়ে যাচ্ছে।'

'দেশ'-এ 'লাঞ্ছিত নোয়াখালির' বিবরণ

৭ অগ্রহায়ণ ১৩৫৩ : ২৩ নভেম্বর ১৯৪৬ তারিখ শনিবার থেকে পর পর পাঁচ কিস্তিতে সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকায় 'প্রত্যক্ষদর্শীর' দেওয়া তথাকথিত 'লাঞ্ছিত নোয়াখালি'র বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে। 'নোয়াখালির বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ব্যাপকভাবে হত্যা, লুণ্ঠন, গৃহদাহ, শত শত হিন্দু নারী অপহরণ, ধর্ষণ ও অকথ্য লাঞ্ছনা ও নির্যাতনসহ মুসলমানের গৃহে আটক রাখা, হিন্দু নারী ও পুরুষের মুসলমান ধর্ম গ্রহণে বাধ্যকরণ', প্রভৃতি কার্যকলাপের সচিত্র বিবরণ। লেখা হ'য়েছে : 'হিন্দুর রক্তে রঞ্জিত হ'ল বাঙলার মাটি।'

সম্প্রদায় বিনিময়ের প্রস্তাব

২৫ নভেম্বর করাচীতে জিন্নাহ্ নির্দিষ্ট ভূখন্ড অনুসারে সম্প্রদায় বিনিময়ের প্রস্তান দেন।

লন্ডন সম্মেলন

১ ডিসেম্বর লন্ডন সম্মেলনে যোগ দেওয়ার জন্য ভাইসরয় লর্ড ওয়াভেল, জিন্নাহ, লিয়াকত আলী খান, নেহরু, বদলেও সিং রওয়ানা হন। ৬ ডিসেম্বর লন্ডন সম্মেলন শেষ হয়।

মুসলিম লীগ ব্যতিরেকে সাংবিধানিক বিধানসভা

৯ ডিসেম্বর মুসলিম লীগ ব্যতিরেকে সাংবিধানিক বিধান সভা গণ পরিষদের অধিবেশন শুরু হয়।

শের-ই-বাংলার গান্ধী সমালোচনা

৬ ফাল্গুন ১৩৫৫ : ২৫ রবিয়ল আউয়ল ১৩৬১ : ১৮ ফেব্রুয়ারী ১৯৪৭ তারিখ মঙ্গলবার শের-ই-বাঙলা আবুল কাসেম ফজলুল হক হাইমচরে কংগ্রেসের মোহন দাস করম চাঁদ গান্ধীকে টেলিগ্রাম ক'রলেন : "যখন বিহারে সংখ্যালঘুদের হত্যা করা হ'চ্ছে তখন আপনার পক্ষে নোওয়াখালি যাওয়া মস্তবড় ত্রুটি হ'য়েছে।" কিন্তু পরে তিনি ১৫ ফাল্গুন : ২৭ ফেব্রুয়ারী : ৫ রবিয়স্সানি বৃহস্পতিবার নোওয়াখালির হাইমচরে তিনটায় তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন। আর ২০ ফাল্গুন : ৪ মার্চ মঙ্গলবার ময়মনসিংহের আইনজীবী সভায় নোওয়াখালি-ত্রিপুরায় গান্ধীর তৎপরতার তারিফ করেন। গান্ধী ইতোপূর্বে নোওয়াখালি পদযাত্রা শুরু করেছিলেন ২ জানুয়ারী আর ৬ জানুয়ারী শরৎচন্দ্র বসু কংগ্রেস থেকে পদত্যাগ ক'রেছিলেন।

বৃটিশ সংসদের ঘোষণা

২০ ফেব্রুয়ারী বৃটিশ সংসদের ঘোষণা : ১৯৪৮ সালের জুন মাসের মধ্যে ক্ষমতা হস্তান্তর হবে।

মাউন্ট ব্যাটেন ভাইস্‌রয়

২৪ মার্চ লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন ভাইসরয় হিসাবে লর্ড ওয়াভেলের স্থলাভিষিক্ত হলেন।

www.pathagar.com

'যুগবাণী'র ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার

১৭ চৈত্র ১৩৫৩ : ৩১ মার্চ ১৯৪৭ : ৭ জমাদিয়ল আউয়ল ১৩৬৬ তারিখ সোমবার কবির প্রথম নিষিদ্ধ গ্রন্থ "যুববাণী"র ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা বা বাজ্‌য়াফৎ আদেশ প্রত্যাহার ক'রে নেওয়া হয়। গেজেট বিজ্ঞপ্তি নম্বর : ৩৯৬।

জিন্নাহ্-গান্ধী যৌথ বিবৃতি

১৫ এপ্রিল ১৯৪৭ তারিখে হিংসার বিরুদ্ধে জিন্নাহ- গান্ধী যৌথ বিবৃতি দিলেন। ১৯ এপ্রিল মাউন্ট ব্যাটেন বলেন : পাকিস্তান সম্ভাবনা অপ্রতিরোধ্য।

অবিভক্ত বাঙ্‌লার দাবী

২৭ এপ্রিল ১৯৪৭ তারিখে দিল্লীতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে অবিভক্ত সার্বভৌম বাঙ্‌লাদেশের দাবী তোলেন বাঙ্‌লার প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী।

পাঞ্জাব ও বাঙ্‌লা ভাগে কায়েদ-ই-আজমের আপত্তি

১৫ বৈশাখ ১৩৫৪ : ২৯ এপ্রিল ১৯৪৭ তারিখ মঙ্গলবার কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র নির্বাচিত হ'লেন সুধীরচন্দ্র রায় চৌধুরী।

৩০ এপ্রিল ১৯৪৭ তারিখে পাঞ্জাব ও বাঙ্‌লা ভাগে জিন্নাহ আপত্তি জানালেন। ৬ মে দিল্লীতে জিন্নাহর বাড়ীতে জিন্নাহ-গান্ধী বৈঠক হয়। ১১ মে সোদপুরে সার্বভৌম বাঙ্‌লার পরিকল্পনায় গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন বাঙ্‌লার প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী। ১২ মে স্বাধীন বাঙ্‌লার পরিকল্পনায় গান্ধীর সঙ্গে সোহরাওয়ার্দী-শরৎচন্দ্র বসু যুগ্ম সাক্ষাৎ হয়। ৩ জুন লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন ঘোষণা করেন যে, তিনি আগামী দু'-মাসের মধ্যেই ভারত ভাগ ও শাসন ক্ষমতা হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত" নিয়েছেন। দেশ-ভাগের বিষয়ে লর্ড মাউন্ট ব্যাটেনের স্ত্রী এডুইনার সঙ্গে নেহরুর বিশেষ সম্পর্ক মাউন্টব্যাটেনকে প্রভাবিত করেছিলো। ১৪ মার্চ ১৯৮৬-'র আনন্দবাজার পত্রিকায় দেখছি : নেহরুর বোন বিজয়লক্ষী পন্ডিত 'ওয়াশিংটন পোস্ট" পত্রিকায় এক সাক্ষাৎকারে গর্বভরে কবুল করেছেন : 'এডুইনা ছিলো আমার দাদার এক শ্রেষ্ঠ বন্ধু। ... আমার দাদার অনেক চিন্তাভাবনার স্তরকে সে ছুঁতে পেরেছিলো। ... দাদা দেখেছিল, এ মেয়ের সঙ্গে অনেক চিন্তাভাবনার লেনদেন করা চলে। কাজেই যদি তাদের সম্পর্ক নিবিড়তর হ'য়েই থাকে, তাতে আমি খুশী, এই পর্য্যন্ত আমি বলতে পারি।' ১ মে ১৯৯৯ তারিখে আনন্দ বাজার পত্রিকা লিমিটেডের দেশ পত্রিকায় 'সতন্ত্র বটে, কিন্তু বিরুদ্ধ কি?' শিরোনামে প্রকাশিত তার নিবন্ধে নিত্যপ্রিয় ঘোষ নতী তথ্য দিয়ে লিখেছেন যে, ১৯৪০-এর লাহোর প্রস্তাবের পর কায়েদ-ই-আযম মোহাম্মদ আযম জিন্নাহ্ বোম্বাইতে মালাবার হিলসে মাউন প্লেজটি রোডে তার বাড়ীটি বানাতে শুরু করেন। ভেবেছিলেন দেশবিভাগের দরকার হবে না।

অগত্যা বাঙ্‌লা ও পাঞ্জাব ভাগে মুসলিম লীগের সম্মতি

৯ জুন পাঞ্জাব ও বাঙ্‌লা ভাগে মুসলিম লীগকে অগত্যা সম্মতি দিতে হ'লো। ২৭ ডিসেম্বর ২০০৪ তারিখে কলকাতার দেশ পত্রিকায় পূর্ব মেদিনীপুর থেকে আমিনুল ইসলাম এক চিঠিতে নতী তথ্য দিয়ে দেখিয়েছেন যে ৫ জুন ১৯৪৭ তারিখে কংগ্রেস নেতা বি বি সিনহা সরদার পেটেলকে এক চিঠিতে লেখেন "নিজেদের হাতে প্রশাসনের ভার না থাকলে জাতীয়তা বাদ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। অতএব, ভারতে আসতে চাইলেও বাংলাদেশকে অখণ্ড রাখা যাবে না।

www.pathagar.com

১৯৪৭-এর মধ্য আগষ্ট

১৪ জুন মাউন্ট ব্যাটেন ঘোষণা করলেন : ১৯৪৮ সালের পরিবর্তে ১৯৪৭ সালের (চলতি বছর) ১৫ আগষ্ট তারিখে বৃটিশ শক্তি ভারতবর্ষকে ক্ষমতা প্রত্যার্পণ করবে। মুসলিম লীগকে অপ্রস্তুত ও বেকায়দা অবস্থায় ফেলে একটা ক্ষুদ্র ভূখন্ড দিয়ে বিদায় করার ষড়যন্ত্র এটি।

কংগ্রেসে দেশ ভাগের প্রস্তাব গৃহীত হলো

১৯৪৭ সালের জুন মাসের চোদ্দ -পনেরো তারিখে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে দেশ বিভাগরে প্রস্তাব গৃহীত হ'লো। মাউন্ট ব্যাটেন-নেহরু গান্ধী-প্যাটেলের পরিকল্পনা মোতাবেক। ৪ জুলাই সংসদে স্বাধীনতা বিল পাশ হ'লো। ১৮ জুলাই স্বাধীনতা বিলে ইংল্যান্ডরাজ সম্মতি দিলেন। ১৯ জুলাই বড়লাট ভারত ও পাকিস্তান– দু'টো স্বতন্ত্র, অস্থায়ী সরকার গঠনের কথা ঘোষণা করেন।

শের-ই-বাঙ্‌লা দেশ ভাগের নিন্দা ক'রলেন

৯ শ্রাবণ ১৩৫৪ : ২৬ জুলাই ১৯৪৭ : ৭ রমজান ১৩৬৬ তারিখ শনিবার শের-ই-বাঙ্‌লা আবুল কাসেম ফজলুল হক দেশ বিভাগের নিন্দা করেন।

১৫ শ্রাবণ ১৩৫৪ : ১ আগস্ট ১৯৪৭ : ১৩ রমজান ১৩৬৬ তারিখ শুক্রবার বরিশাল শহরে অশ্বিনী কুমার হল-এ শের-ই-বাঙ্‌লা আবুল কাসেম ফজলুল হক হিন্দুদেরকে আশ্বস্ত করেন।

১৪ আগষ্ট পাকিস্তানের জন্ম হয়।

২৯ শ্রাবণ ১৩৫৪ : ১৫ আগষ্ট ১৯৪৭ : ২৭ রমজান ১৩৬৬ তারিখ শুক্রবার ভারতীয় মুসলমানদের কাছে এক অভিশাপ হিসাবে দেশ বিভাগ কার্যকর হ'লো। এর জন্য কোনো গণভোট বা জনগণের কোনো রায় নেওয়া হয় নি।

'দেশ' পত্রিকার স্বাধীন ভারত সংখ্যা

১৬ আগষ্ট ১৯৪৭ তারিখে "দেশ" পত্রিকার "স্বাধীন ভারত" সংখ্যায় লেখা হ'লো : '১৫ আগষ্টের উৎসব আমাদিগকে সেই আশাতেই উদ্দীপ্ত করিয়াছে। ভারত আবার এক হইবে। .... আমরা পারস্পরিক মিলনের সেই শুভদিন গুণিতে থাকিব। নতুবা আমাদের শান্তি নাই, তৃপ্তি নাই এবং নিবৃত্তি নাই। অখন্ড ভারতের আদর্শ আমরা ভুলিতে পারি না, কারণ, তাহা আমাদের জীবনের সঙ্গে জড়াইয়া গিয়াছে। সে আদর্শ ভুলিলে আমরা বাঁচিব না।'

www.pathagar.com

দেশ বিভাগের পর

দেশ বিভাগের পর সাম্প্রদায়িক সহাবস্থানের এই কবিকে পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়ার কোনো চেষ্টা হ'য়েছিল কিনা তা জানতে পারি নি। অসহায় কবি চরম উপেক্ষার শিকার হ'য়ে কলকাতাতেই রইলেন। এই জাতীয় কবির বিষয়ে উভয় রাষ্ট্রের তরফে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হ'য়েছিল কিনা সেটা অনুসন্ধানের বিষয়।

মওলানা মোহাম্মদ আকরম খানের পত্নী বিয়োগ

দেশ বিভাগের তিন দিন পর ১ ভাদ্র ১৩৫৪: ১৮ আগষ্ট ১৯৪৭ : ১ শওয়াল ১৩৬৬ তারিখ সোমবার ঈদুল ফেৎর-এর দিন মওলানা মোহাম্মদ আকরম খানের দ্বিতীয় পত্নী ইন্তেকাল করেন।

৩১ আগষ্ট পাঞ্জাবের দাঙ্গা বিধ্বস্ত এলাকা সফরে যান নেহরু।

পাকিস্তানকে ইস্‌লামী রাষ্ট্র ঘোষণার, উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি

পাকিস্তান সৃষ্টির আঠারো দিন পর ১৬ ভাদ্র ১৩৫৪ : ২ সেপ্টেম্বর ১৯৪৭ : ১৬ শওয়াল ১৩৬৬ তারিখ মঙ্গলবার ও এর পর দিন বুধবার বরিশালের সরষিণাতে অনুষ্ঠিত দু'দিনব্যাপী পূর্ব পাকিস্তান উলেমা সম্মেলনে পাকিস্তানকে ইস্‌লামী রাষ্ট্র করার সোপারিশ করা হয়। কোরআন ও সুন্না মোতাবেক আইন প্রণয়ন, সুসংবদ্ধ ধর্মীয় শিক্ষা, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসাবে উর্দুকে গ্রহণ, ইত্যাকার সোপারিশও পূর্ব পাকিস্তান উলেমা সম্মেলনে গৃহীত হয়।

নাজিমুদ্দিন মন্ত্রিসভার সমালোচনায় শের-ই-বাঙ্‌লা

সম্মেলনের ঠিক দু'দিন পর ১৯ ভাদ্র ১৩৫৪ : ৫ সেপ্টেম্বর ১৯৪৭ : ১৯ শওয়াল ১৩৬৬ তারিখ শুক্রবার থেকে ফজলুল হক বিভিন্ন জেলা ঘুরে নাজিমুদ্দিন মন্ত্রিসভার বিচ্যুতি উল্লেখ ও বিরুপ সমালোচনা শুরু করেন।

পাকিস্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার মাত্র একুশ দিন পর।

কাশ্মীরে সেনা বাহিনী প্রেরণ, জুনাগড়ের ক্ষমতা দখল

২৭ অক্টোবর ১৯৪৭ তারিখে কাশ্মীর প্রদেশে সেনাবাহিনী পাঠায় ভারত। ৯ নভেম্বর জুনাগড়ের শাসন ক্ষমতা অধিগ্রহণ করে ভারত।

গান্ধী হত্যা

১৬ মাঘ ১৩৫৪ : ৩০ জানুয়ারী ১৯৪৮ তারিখ শুক্রবার সন্ধ্যায় মহাত্মা মোহন দাস করম চাঁদ গান্ধী বিড়লা ভবনে আততায়ীর গুলিতে নিহত হলেন।

মুসলমান জাতীয় রক্ষীদলকে বেআইনী ঘোষণা

৪ ফেব্রুয়ারী রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। ৮ ফেব্রুয়ারী ভারত সরকার 'মুসলমান জাতীয় রক্ষীদল'-কে বেআইনী ঘোষণা করেন।

'প্রলয় শিখা'র ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার

২৬ মাঘ ১৩৫৪ : ৯ ফেব্রুয়ারী ১৯৪৮ : ২৮ রবিয়ল আউয়ল ১৩৬৭ তারিখ সোমবার নজরুলের নিষিদ্ধ কাব্যগ্রন্থ "প্রলয় শিখা"র ওপর থেকে বাজয়াফ্‌ৎ আদেশ প্রত্যাহৃত হয়। গেজেট বিজ্ঞপ্তি ন' ৮৫।

৫ মার্চ কাশ্মীরের মহারাজা রাজ্যে অন্তর্বর্তী সরকার ঘোষণা করেন।

www.pathagar.com

বাংলা ভাষা আন্দোলন

১ সেপ্টেম্বর ১৯৪৭ (১৫ ভাদ্র ১৩৫৪ : ১৫ শওয়াল ১৩৬৬) তারিখ সোমবার ভাষা আন্দোলনের লক্ষ্যে তমদ্দুন মজলিস গঠিত অধ্যাপক আবুল কাসেমের নেতৃত্বে। তমদ্দুন মজলিসের সাপ্তাহিক "সৈনিক" প্রকাশের সিদ্ধান্ত হয়।

২৭ ফাল্গুন ১৩৫৪ : ১১ মার্চ ১৯৪৮ : ২৯ রবিয়স্‌সানি ১৩৬৭ তারিখ বৃহস্পতিবার পূর্ব পাকিস্তানে বাংলা ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। এদিন উর্দু ভাষার বিপরীত মেরুতে বাঙলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবীতে সাধারণ ধর্মঘট হয়। শিশু পাকিস্তানের বয়স তখন আট মাসও পুরো নি। যে রাষ্ট্র ভূমিষ্ঠ হ'য়েছে বিকলাঙ্গ হ'য়ে সেটিকে শৈশবেই শহীদ করার জন্য কত তোড়জোড়! প্রতিষ্ঠিত জনদেরই একাংশ দেশটাকে অস্থিতিশীল ক'রে রেখে নিজ নিজ ব্যক্তিগত আখের গোছাতে ব্যস্ত। সে সময় মজলুম কবির কথা সুষ্ঠুভাবে চিন্তা করার অবসর খুব বেশী থাকার কথা নয়।

পূর্ব পাকিস্তান সরকার কর্তৃক সাহিত্যিক ভাতা মঞ্জুর

১৯ চৈত্র ১৩৫৪ : ২০ জমাদিয়ল আউয়ল ১৩৬৭ : ১ এপ্রিল ১৯৪৮ তারিখ বৃহস্পতিবার থেকে অন্যতম মন্ত্রী হাবিবুল্লাহ্ বাহারের চেষ্টায় পূর্ব পাকিস্তান সরকার কবি কাজী নজরুল ইস্‌লামের জন্য মাসিক দেড় শ' টাকা সাহিত্যিক ভাতা মঞ্জুর ক'রলেন।

সংখ্যালঘু বিষয়ে পাক-ভারত চুক্তি

১৯৪৮ সালের ১৫ থেকে ১৮ এপ্রিল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিষয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের এক দ্বিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হ'লো।

গিরিবালা দেবীর গৃহত্যাগ

২৭ বৈশাখ ১৩৫৫ : ২৯ জমাদিয়স সানি ১৩৬৭ : ১০ মে ১৯৪৮ তারিখ সোমবার কবির শাশুড়ী গিরিবালা দেবী গৃহত্যাগ ক'রলেন।

উত্তর কলকাতা নজরুল সাহিত্য সমিতি

১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৫ : ১৫ রজব ১৩৬৭ : ২৫ মে ১৯৪৮ তারিখ মঙ্গলবার বিকেল পাঁচটায় উত্তর কলকাতা নজরুল সাহিত্য সমিতির উদ্যোগে কলকাতায় ৩ রামমোহন শাহ লেনে ঔপন্যাসিক সুধাংশুকুমার রায় চৌধুরীর সভাপতিত্বে যে নজরুল জন্ম জয়ন্তী অনুষ্ঠান হয় সেটি উদ্বোধন করেন কবি শান্তি শীল।

অল বেঙ্গল স্টুডেন্টস কংগ্রেসের উদ্যোগে

এ দিন বিকেল সাড়ে পাঁচটায় অল্ বেঙ্গল স্টুডেন্টস্ কংগ্রেসের উদ্যোগে স্টুডেন্টস্ হল-এ নজরুল জন্ম দিবস্ উদ্‌যাপিত হয়। প্রধান বক্তা ছিলেন কালিদাস নাগ।

ছাত্রী সংহতির উদ্যোগে

স্টুডেন্টস্ হল-এ ছাত্রী সংহতির উদ্যোগে ও শ্রী ধীরেন ভৌমিকের সভাপতিত্বে কাজী নজরুল ইস্‌লাম জয়ন্তী উদ্‌যাপিত হয় এ দিনই। ২৬ শে মে ১৯৪৮ : ১২ জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৫ তারিখ বুধবারের আনন্দবাজার পত্রিকার পঞ্চম পৃষ্ঠায় পঞ্চম কলমে এ বিষয়ে খবর :

www.pathagar.com

"মঙ্গলবার কলেজ স্কোয়ারে স্টুডেন্টস্ হল-এ ছাত্রী সংহতির উদ্যোগে কাজী নজরুল ইস্‌লাম জয়ন্তী উদ্‌যাপিত হয়। শ্রী ধীরেন ভৌমিক সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

বিভিন্ন বক্তা বিপ্লবী কবির যথাযোগ্য সাহায্যের জন্য জাতীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন ও ছাত্রদিগকে কবির কাব্যাদর্শ অনুসরণ ক'রতে বলেন।

বক্তাদের মধ্যে শ্রী কৃষ্ণ ধর, কুমারী নির্মলা চৌধুরী, শ্রী দ্বারকেশ মিত্র এবং শ্রী জিতেন ঘোষও ছিলেন।

শ্রী আরতী দাশগুপ্তা, শ্রী মলি দত্ত, মিঃ মুস্তফা কামাল, শ্রী নচিকেতা ঘোষ গান ও আবৃত্তিতে অংশ গ্রহণ করেন।"

নজরুল জয়ন্তী কিশোরদের তরফ থেকে

আনন্দবাজার পত্রিকায় ঐ একই দিনে একই পৃষ্ঠায় একই কলমে "নজরুল জয়ন্তী কিশোরদের তরফ হইতে সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত" শিরোনামে প্রতিবেদন :

"মঙ্গলবার অপরাহ্নে কিশোরদের পক্ষ হইতে মহাবোধি সোসাইটি হলে নজরুল জয়ন্তী অনুষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট অসুস্থ কবির সম্পূর্ণ চিকিৎসার ভার লইবার সোপারিশ করেন। এ বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সহিত সাক্ষাতের জন্য একটি কমিটিও নিযুক্ত হয়।

শ্রী পবিত্র মোহন গাঙ্গুলী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভাপতি শ্রীযুক্ত গাঙ্গুলী বলেন, কবি নজরুল বর্তমানে ৫১ বৎসরে পদার্পণ করিয়াছেন। তিনি আজ পাঁচ বৎসর কাল প্রধানত : স্মৃতিভ্রংস রোগে ভুগিতেছেন। নজরুলের আচরণ দেখিয়া তাঁহার মনে হইয়াছে যে, পুষ্টিকর খাদ্য আবশ্যক, ওষুধপত্র ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশে রাখিতে পারিলে কবি ভাল হইয়া উঠিতে পারেন। তিনি পশ্চিম বঙ্গ সরকার হইতে ২০০, টাকা ভাতা পান। কিন্তু তাহাতে তাঁহার সঙ্কুলান হয় না।

শ্রীযুক্ত গাঙ্গুলী বলেন, ১০ বৎসর পূর্বে নজরুল তাঁহার স্ত্রীর অসুস্থতায় সর্বস্ব পণ করেন। প্রধানত : ইহাই তাঁহার দারিদ্র্যের এবং নিজ রোগের কারণ। নিজে অসুখে পড়িবার পূর্বে অর্থাভাবে তিনি তাঁহার সকল পুস্তক-সম্পদ বাঁধা রাখেন ও আপাতত তাহা হইতে কবির কোন আয় নাই।

শ্রী অর্ধেন্দু গাঙ্গুলী বলেন, রবীন্দ্র যুগেও নজরুলের কবিতায় একটা নতুন ধ্বনি ও নূতন সুর পাওয়া গিয়াছিল, ইহাই তাঁহার প্রতিভার পরিচয়।

স্বামী প্রেম ঘনানন্দ বলেন, কেবল কবিত্ব বা সাহিত্য জগতে নয়, আধ্যাত্মিক ভাব-জগতেও নজরুলের একটা বিশেষ স্থান আছে।

মিঃ আকবর উদ্দীন, মিঃ মোদাব্বের হোসেন বক্তৃতা দেন; শ্রী অনিমা ভৌমিক, শ্রী ছায়া বর্মন, শ্রী দেবু মুখার্জী, শ্রী অমিয় দত্ত, শ্রী ফেলু বন্দ্যোপাধ্যায় আবৃত্তি এবং শ্রী মৃণালকান্তি চক্রবর্তী .... কিশোর বাহিনী গান করে।

সভারম্ভে দুর্গম গিরি কান্তার মরু গানটি হয়।"

মহাবোধি সোসাইটি হল-এ

মহাবোধি সোসাইটি হল-এ ঐ দিন বিকেল ৬ টায় পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে কাজী নজরুল ইস্‌লামের যে জন্মোৎসব হয় তাতে প্রধান অতিথি ছিলেন খ্যাতনামা সাহিত্যিক মাণিক বন্দোপাধ্যায়।

www.pathagar.com

হায়দরাবাদ গররাজী

১৯৪৮-এর ৯ জুন হিন্দুস্থানের সঙ্গে যুক্ত হ'তে হায়দরাবাদ গররাজী হয়।

২০ জুন লর্ড মাউন্টব্যাটেন ভারত ত্যাগ করেন।

২১ জুন চক্রবর্তী রাজা গোপাল আচারি ভারতের গভর্নর জেনারেলের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। প্রসঙ্গত স্মর্তব্য, দেশ বিভাগের মাত্র মাস চারেক আগে ১৯৪৭ সালের ২৪ মার্চ লর্ড ওয়াভেলের বদলে লর্ড মাউন্টব্যাটেন ভাইসরয়ের স্থলাভিষিক্ত হ'য়েছিলেন।

কায়েদ-ই-আজমের ইন্তেকাল

২৬ ভাত্র ১৩৫৫ : ৭ জেল্কদ ১৩৬৭ : ১১ সেপ্টেম্বর ১৯৪৮ তারিখ শনিবার কায়েদ-ই-আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্‌র ইন্তেকালের পর স্যার খাজা নাজিমুদ্দিন পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল হ'লেন। পাকিস্তান হাসিল হওয়ার মাত্র এক বছর সাতাশ দিন পর এই ১১ সেপ্টেম্বর ১৯৪৮ তারিখ শনিবার কায়েদ-ই-আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ ইন্তেকাল করেন।

হায়দরাবাদে ভারতীয় সৈন্য

জিন্নার মৃত্যুর পর দিন ১২ সেপ্টেম্বর ভারতীয় সেনাবাহিনী হায়দরাবাদে প্রবেশ করে। ১৮ সেপ্টেম্বর হায়দরাবাদে ভারত সরকার সামরিক শাসন জারী করেন।

সরোজিনী নাইডুর ইন্তেকাল

১৭ ফাল্গুন ১৩৫৫ : ১ মার্চ ১৯৪৯ : ৩০ জমাদিয়স্‌সানি ১৩৬৮ তারিখ মঙ্গলবার সরোজিনী নাইডু ইন্তেকাল করেন। এই মহীয়সী নারীর জন্ম ১৩ ফেব্রুয়ারী ১৮৭৯ তারিখে।

আর্ল অ্যাট্‌লি-লিয়াকত আলী

ইতোপূর্বে ১৯৪৮ সালের ২৪ অক্টোবর আর্ল অ্যাটলী এবং লিয়াকত আলী খানের সঙ্গে কাশ্মীর বিষয়ে জওহরলালের আলোচনা ব্যর্থ হয়।

শ্যামাপ্রসাদের পদত্যাগ

২৪ নভেম্বর হিন্দু মহাসভার কার্যনির্বাহী সমিতি থেকে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী পদত্যাগ করেন।

১৭ ডিসেম্বর জাতিপুঞ্জ নিয়োজিত তিন সদস্যের কাশ্মীর সমাধান কমিটি ভারতে পৌঁছায়।

১ জানুয়ারী ১৯৪৯ তারিখে ভারত সরকারের নির্দেশে কাশ্মীরের সেনাবাহিনী অস্ত্র সম্বরণ করে।

নিখিল বঙ্গ ছাত্র কংগ্রেসের নজরুল জন্মোৎসব

১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৬ :২৬ রজব ১৩৬৮ : ২৫ মে ১৯৪৯ তারিখ বুধবার কবির ৫১ তম জন্মোৎসব পালন ক'রলেন নিখিল বঙ্গ ছাত্র কংগ্রেস, কলকাতা শহর ছাত্র কংগ্রেস, উত্তর কলকাতা নজরুল সাহিত্য সমিতি, পূর্বাচাল, বসিরহাট নজরুল জয়ন্তী সমিতি, শিল্পী চক্র, রাজা কাটরা বাজার প্রভৃতি রাজনৈতিক, সামাজিক-সাংস্কৃতিক এবং শিক্ষা সংগঠন।

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত

৯ আষাঢ় ১৩৫৬ : ২৩ জুন ১৯৪৯ : ২৫ শাবান ১৩৬৮ তারিখ বৃহস্পতিবার এবং এর পরের দিন শুক্রবার মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর নেতৃত্বে পূর্ব বঙ্গের প্রায় তিন শ' মুসলিম লীগ কর্মীর দু' দিন ব্যাপী সম্মেলনে পূর্ব-পাকিস্তান আওয়ামী মুসলীম লীগ গঠিত হয়। এতে

www.pathagar.com

মুসলিম লীগ শাসনে জনগণের চরম দুর্ভোগের বিবরণ দেন শের-ই-বাঙলা আবুল কাসেম ফজলুল হক।

পাক-ভারত যুদ্ধ বিরতি চুক্তি

২৭ জুন সেনা প্রতিনিধিদের দ্বারা পাক-ভারত যুদ্ধ বিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

বাদুড় বাগান লেনে নজরুল ইসলাম তখন

৮ সেপ্টেম্বর ১৯৪৯ তারিখে বাদুড় বাগান লেনের বাসায় গিয়ে অন্যতম নজরুল জীবনীকার আজহার উদ্দিন খান যে অবস্থায় কবিকে দেখেন তা সংক্ষিপ্তাকারে মোটামুটি এই রকম ঃ

কবি পত্নী খাটে শায়িত। তাঁর পালিত মেয়েটি কাপড় সেলাই ক'রছেন। কবির চতুর্থ ও সর্ব কনিষ্ঠ পুত্র কাজী অনিরুদ্ধ ইসলাম দরজার কাছে দাঁড়িয়ে একটি পত্রিকার পাতা একটার পর একটা উল্টে দেখছেন। জানলেন : কবির স্ত্রী পাশ ফিরতেও সক্ষম নন। নিম্নাঙ্গ পক্ষাঘাতে সম্পূর্ণ অচল। অতি কষ্টে চিঠি পত্রের জবাব লেখেন।

পালিতা কন্যা উঠে গিয়ে পাশের ঘরের কপাট খুলে দিলেন। কবি বেরিয়ে এলেন। পরনে একটা লুঙ্গি ও ধূসর বর্ণের হাফ শার্ট। মুখে একটা তীব্র উত্তেজনার ভাব ফুটে বেরুচ্ছে। সেই বিদ্রোহী প্রাণশক্তির ছাপ কেবল অন্তরাগের বিলিয়মান আভার মতো মুখে খেলা ক'রছে। দরজার পাশেই আসন পাতা। চারিদিকে বিভ্রান্ত'র মতো তাকিয়ে সেখানে ব'সে পড়লেন তিনি।

পাশেই পুরানো মাসিক, সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলো ছেঁড়া অবস্থায় গুছানো রয়েছে। সেগুলোর পাতা একটার পর একটা উল্টে হ'লেছেন কবি। পড়েন না। কপাট খুলে দেওয়া হয় কিংবা কখনো নিজে কপাট খুলে ঐ জায়গায় ব'সে বই পত্রগুলো ওল্টাতে থাকেন। খাওয়া দাওয়া সম্বন্ধে উদাসীন। খাইয়ে দিলে খান।

জিভে আঙুল দিয়ে পাতা উল্টে হ'লেছেন কী যেন একটা জরুরী জিনিষ খুঁজছেন।

আজহার উদ্দিন খান চাইলেন যেন তাঁর খাতায় কবি নিজের নামটা লিখে দেন। কাজী অনিরুদ্ধ ইসলাম তখন খাতা আর কলমটা এগিয়ে দিয়ে তাঁর আব্বাকে কাজী নজরুল ইসলাম, এই নাম পুরো দস্তখত ক'রতে ব'ললেন। কবি তাঁর পুরো নাম লিখে দিলেন।

ধারণা করার অনেক কারণ আছে যে, কবিকে স্তব্ধ ও নীরব ক'রে দেওয়ার একটা গভীর ষড়যন্ত্র হ'য়েছিল। কবিকে শারীরিকভাবে জখম করা হ'য়েছিল। ঘটনার তিন দশকেরও অনেক পর কবির ঘাড়ে প্রচন্ড আঘাতের চিহ্ন খুঁজে পাওয়া গেছে। পরবর্তীকালে ঢাকায় বিভিন্ন বিভাগের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক সমন্বয়ে গঠিত মেডিক্যেল বোর্ডের ফাইন্ডিংস-এ এ কথাই বলা হয়।

স্মর্তব্য যে, গ্রীষ্ম ১৩৮৮'-র নজরুল একাডেমী পত্রিকার যুগ উদ্‌যাপন বিশেষ সংখ্যায় "স্মৃতির পরত খুলে " শীর্ষক স্মৃতিকথায় মোহাম্মদ কাসেম লিখেছেন যে, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীতে যাওয়ার উদ্দেশ্যে একদিন বিকেলে রওয়ানা হ'য়ে কবি সারারাত ঘরে ফেরেন নি। পরদিন দুপুর দু'টোর পর থানা হেফাজতে থেকে উত্তর পাড়ার যুবকরা কবিকে বাড়ী পৌঁছে দেন। 'গভীর রাতে পুলিশ কবিকে রাস্তায় পেয়ে থানার হেফাজতে রেখেছিলেন' বলে কবি-পত্নী জানিয়েছেন। সে রাতে এবং পরদিন দু'টোর আগে পর্য্যন্ত কবির বন্ধু বান্ধবদের কাছে খোঁজ নিয়েও কোনো খবর পাওয়া যায় নি। এতে ধারণা হয় যে, কোনো স্বার্থান্বেষী মহল কবিকে মেরে সে রাতে রাস্তার ধারে ফেলে রেখেছিল। পুলিশ এ কাজে হয় এদেরকে মদদ দেয় কিংবা নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পালন ক'রে থাকবে। ঘটনার দিন চারেক পর ১৫/৪ শ্যামবাজার স্ট্রীটের বাসায়

www.pathagar.com

গিয়ে মোহাম্মদ কাসেম দেখেছেন : "দ্বিতলের পশ্চিম দিকের ঘরের দরোজায় সোজাসুজি খাটের উপরে ব'সে কবি উস্-খুস্ ক'রছেন। ঘরের বাইরে দরোজার পাশে তাঁর শাশুড়ী একটা চেয়ারে উপবিষ্ট। প্যারালাইসিস গ্রস্ত কবি-পত্নী বারান্দায় ইজি চেয়ারের উপরে সটান শুয়ে। কবির পরিধানে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সাদা ধুতি, গায়ে সাদা গেঞ্জী, হাতে একখানা সাদা রুমাল। তা দিয়ে বারবার চোখ মুখ মুছছেন। হকচকিত দৃষ্টি। সে দৃষ্টিতে র'য়েছে দুনিয়ার আবেগ, অভিযোগ, আকুতি ও চাঞ্চল্যের মিশেল। আগ্নেয়গিরি যেন সবেগে লাভা উৎক্ষিপ্ত ক'রতে চাইছে : কিন্তু পারছে না, কোথায় ঠেকে যাচ্ছে। ... বার বার উঁকি মারছেন দক্ষিণ দিকের জানালায় আর খাট থেকে নেমে যেতে চেষ্টা ক'রছেন বার বার। তাঁর শ্বাশুড়ী দরোজায় ব'সে বারণ ক'রছেন .... ।

আমরা ভিতরে গিয়ে সালাম জানালাম। কবি নীবর। দু'জন তাঁর খাটের উপরে দু'পাশে বসে কত কথা জিজ্ঞেস করলাম, কত কিছু শুধোলাম, টুশব্দটি করলেন না কবি। শুধু অবিরাম ধারায় নেমে আসা অশ্রু মুছতে লাগলেন বারবার হাতের রুমাল দিয়ে। মনে হল কবি কোথায় যেন কী এক সংঘাতিক দাবদাহ অনুভব ক'রছেন, যার বহিঃপ্রকাশ সম্ভব নয়, শুধু অন্তরে পুড়ে ছাই হ'য়ে যাচ্ছে সব কিছু। .... মনে পড়ে একদিন কবিকে দেখতে গিয়ে দেখি, বাইরে থেকে তালা বন্ধ ক'রে তাঁকে বন্দী ক'রে রাখা হ'য়েছে তাঁর ঘরের মধ্যে। --- কবি বিভ্রান্তের মত একবার এ পাশের জানালায় আর একবার ও পাশের জানালায় ছুটাছুটি ক'রছেন আর বারবার দরজায় আঘাত ক'রছেন জোরে জোরে। ....."

যে কারণেই হোক, মোহাম্মদ কাসেম সব কিছু খোলাখুলি না লিখলেও তাঁর এই স্মৃতিকথা খুবই ইঙ্গিতবহ এবং ঢাকার মেডিকেল বোর্ডের ফাইন্ডিংসের সঙ্গে সামঞ্জস্য পূর্ণ।

'চিরঞ্জীব নজরুল' গ্রন্থের (১০ থেকে ১৩ পৃষ্ঠায়) মাহ্‌মুদ নূরুল হুদা লিখেছেন :

"দেশ বিভাগের পর ভারত ও পাকিস্তানে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে ভয়ঙ্কর ঘৃণ্য সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়ে যায়। পূর্ব বাংলার ঢাকা সহ বিভিন্ন জেলায় এই দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে। পশ্চিম বঙ্গ, বিহার, পাঞ্জাব, সিন্ধু, করাচী এ সব জায়গায় ভয়াবহ দাঙ্গা। আমি তখন ঢাকা ও কলকাতার মধ্যে প্রায়ই যাওয়া-আসা করতাম। ভারতের হিংসাত্মক দাঙ্গা থামানোর উদ্দেশ্যে গান্ধীজী আমরণ অনশন শুরু করলেন। এখানে গান্ধীজীর সঙ্গে সোহরাওয়ার্দী সাহেবের যোগাযোগ ছিল এবং তাঁরা ভারত ও পাকিস্তানের দাঙ্গা নিরসনের জন্যে আলাপ আলোচনা করতেন।

শান্তি মিশন

পূর্ব বাংলার দাঙ্গা থামানোর উদ্দেশ্যে সোহরাওয়ার্দী সাহেবের নেতৃত্বে একটি শান্তি মিশন গঠিত হয়। আমি তখন রাজনৈতিক সচিব হিসাবে তাঁর সাথে ছিলাম।

শান্তি মিশনের সঙ্গে পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম বঙ্গে ঘোরাফেরা করতে গিয়ে নজরুল পরিবারের সঙ্গে আমার সাময়িক যোগাযোগ বিচ্ছিন্নতা ঘটে। ১৯৪৯ সনের অক্টোবরে আমি কিছু দিনের জন্য কলকাতা যাই। অক্টোবরে পূজোর সময় কলকাতায় দাঙ্গা হ'তে পারে এই আশঙ্কায় শান্তি সেনা ও শান্তি কমিটির পক্ষ থেকে আমি সোহরাওয়ার্দী, কংগ্রেস, হিন্দু মহাসভার নেতৃবৃন্দের সঙ্গে কলকাতা, হাওড়া ও ২৪ পরগণার বিভিন্ন স্থানে প্রায়ই যাতায়াত করতে থাকি। এ সময় আমি নজরুলের ২৮/এ বাদুড় বাগান লেনের বাসায় প্রায়ই যেতাম। ..

২৪ শে অক্টোবর আমি কবিকে দেখতে যাই এবং প্রমীলা নজরুলের সঙ্গে তাঁদের আর্থিক ও

www.pathagar.com

সাংসারিক অবস্থা নিয়ে আলাপ আলোচনা করি। কবির এই নিদারুণ অবস্থা এবং তাঁদের আর্থিক দুরাবস্থার কথা বলতে বলতে কবি পত্নী আমার হাত ধরে কেঁদে ফেলেন। আমি বল্‌লাম, ভাবী, আমার ক্ষুদ্র শক্তিতে যতটা সম্ভব আমি আপনাদের অর্থনৈতিক সঙ্কট উত্তরণের জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করবো।' পরদিন ২৫ শে অক্টোবর ভোর বেলা আমার রওনা হবার প্রাক্কালে কবি পত্নী সানির মাধ্যমে আমাকে একটি চিঠিটি পাঠালেন :

কলকাতার ২৮/এ বাদুড় বাগান লেন থেকে ২৫ অক্টোবর ১৯৪৯ (৮ কার্ত্তিক ১৩৫৬ : ২ মোহররম ১৩৬৯) তারিখ মঙ্গলবার কবিপত্নী প্রমীলা নজরুল ইসলাম কলকাতার ১ বিজলী রোডের ঠিকানায় মাহ্‌মুদ নজরুল হুদাকে লেখেন :

"আমাদের বর্তমান অবস্থা আপনি দেখিয়া গেলেন। কবির সাথে আপনাদের পরিবারের সম্পর্ক বহু দিনপর। বাহার সাহেব ও বেগম শামসুননাহার ও কবির অন্যান্য বহু বন্ধু বান্ধবদের সহিত আমাদের বিষয় আলোচনা করিয়া যাহা করিবার হয় করিবেন। পূর্ব পাকিস্তান সরকার কবিকে যে পেনসন বরাদ্দ করিয়াছেন তাহা এখনও পাওয়া যায় নাই।....."

উপরোক্ত চিঠিটি ১৯৮৭ সালে প্রকাশিত মাহ্‌মুদ নূরুল হুদার "চিরঞ্জীব গ্রনেন্থ আছে। উক্ত গ্রন্থের ১৩ পৃষ্ঠায় মাহ্‌মুদ নূরুল হুদা লিখেছেন।

"দেশ বিভাগের পর ১৯৪৮ সালে ১লা এপ্রিল পূর্ববঙ্গ সরকার কবির জন্য মাসিক ১৫০, টাকা সাহিত্য ভাতা মঞ্জুর ক'রেছিলেন। কিন্তু প্রশাসনিক জটিলতা ও খামখেয়ালীর কারণে দীর্ঘদিন যাবৎ এই সাহিত্য ভাতা থেকে কবি পরিবার বঞ্চিত হন।"

পূর্ব-পশ্চিম বঙ্গ নজরুল সাহায্য দফ্‌তর

১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৭ : ২৫ মে ১৯৫০ : ৭ শাবান ১৩৬৯ তারিখ বৃহস্পতিবার যে সব প্রতিষ্ঠান ৫২ তম "নজরুল জন্ম দিবস" উদযাপন ক'রবে ব'লে প্রেস বিজ্ঞপ্তির মারফৎ খবরের কাগজে খবর দিয়েছে সেগুলো হ'লো ঃ

পূর্ব-পশ্চিম বঙ্গ নজরুল সাহায্য দফ্‌তর
নজরুল জন্মোৎসব কমিটি
নেতাজী শিক্ষা পাঠাগার
মহিলা সাংস্কৃতিক সম্মেলন
ভ্রাম্যমাণ সাংস্কৃতিক বৈঠক

২৫ মে ১৯৫০ : ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৭ তারিখ বৃহস্পতিবার আনন্দবাজার পত্রিকার তৃতীয় পৃষ্ঠায় তৃতীয় কলমে অনুষ্ঠান সংবাদ "নজরুল জন্ম দিবস/ পূর্ব-পশ্চিম বঙ্গ নজরুল সাহায্য দফ্‌তর" শিরোনামে ঃ

"অদ্য বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬ টায় পূর্ব-পশ্চিম বঙ্গ নজরুল সাহায্য দফ্‌তর ও সাহিত্য সংসদের উদ্যোগে মুসলিম ইন্সটিটিউট হলে কবি কাজী নজরুল ইস্‌লামের ৫২তম জন্ম দিবস উদ্‌যাপিত হইবে। সভায় শ্রীযুক্ত অতুল গুপ্ত মহাশয় সভাপতিত্ব করিবেন। কবির সঙ্গীত ও কবিতা আবৃত্তির বন্দোবস্ত করা হইয়াছে।"

নজরুল জন্মোৎসব কমিটি

আনন্দবাজার পত্রিকার উক্ত সংখ্যায় "নজরুল জন্মোৎসব কমিটি"র অনুষ্ঠান সংবাদ ঃ

"অদ্য বৃহস্পতিবার অপরাহ্ন ৬ ঘটিকার সময় নজরুল জন্মোৎসব কমিটির উদ্যোগে ৬২

www.pathagar.com

নং বহুবাজার স্ট্রীটস্থ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন হলে বিদ্রোহী কবির দ্বি-পঞ্চাশৎ জন্মোৎসব পালিত হইবে। ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ডাঃ অতীন বসু, ডাঃ শ্রী কুমার বন্দোপাধ্যায়, শ্রী বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, শ্রী প্রবোধ সান্যাল, শ্রী নলিনী কিশোর গুহ, শ্রী জগদানন্দ বাজপেয়ী, শ্রী বিমল ঘোষ প্রভৃতি কবির ব্যক্তিত্ব ও বিরাট কাব্য প্রতিভার আলোচনায় অংশ গ্রহণ ক'রবেন। সুরশিল্পী শ্রী সুকৃতি সেন ও অন্যান্য শিল্পীবৃন্দ কবির রচিত গান পরিবেশন করিবেন।"

নেতাজী শিক্ষা পাঠাগার

উক্ত সংখ্যায় "নেতাজী শিক্ষা পাঠাগার"-এর অনুষ্ঠান সংবাদ ঃ

"অদ্য শিবপুর মহাজাতি সঙ্ঘ ও নেতাজী শিক্ষা পাঠাগারের যুক্ত উদ্যোগে সন্ধ্যা ৬ টায় ৯৬ নং শিবপুর রোডে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুলের ৫২ তম জন্মোৎসব পালন করা হইবে।"

মহিলা সাংস্কৃতিক সম্মেলন

এই সংখ্যায় "মহিলা সাংস্কৃতিক সম্মেলন"-এর অনুষ্ঠান খবর ঃ

"অদ্য বৃহস্পতিবার অপরাহ্ন ৬ ঘটিকায় ভবানীপুর ১০নং ইন্দ্র রায় রোডে মহিলা সাংস্কৃতিক সম্মেলন, খৃষ্টীয় ভ্রাতৃসঙ্ঘ, তরুণ সংসদ, কৃষ্টি সঙ্ঘ পাঠাগার, আনন্দ পাঠাগার প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানসমূহের সম্মিলিত উদ্যোগে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইস্‌লামের জন্ম বার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। কবি শ্রী বিমলচন্দ্র ঘোষ এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করিবেন।"

নিখিল বঙ্গ ছাত্র বাহিনী

আনন্দবাজার পত্রিকার উক্ত সংখ্যায় "নিখিল বঙ্গ ছাত্র বাহিনী"র অনুষ্ঠান খবরঃ

"নিখিল বঙ্গ ছাত্র বাহিনীর উদ্যোগে অদ্য বৃহস্পতিবার সরস্বতী ইন্সটিটিউশনে (৬২ এ, শ্যামা পুকুর স্ট্রীট) সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় কবি নজরুল ইস্‌লামের ৫২ তম জন্ম বার্ষিকী।"

চাঁদমারি কলোনীতে

এছাড়া খবর : "অদ্য বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় "চাঁদমারি কলোনী"তে কাজী নজরুল ইস্‌লামের জন্ম দিবস উদ্‌যাপিত হইবে।"

আরো দু'টো অনুষ্ঠান বিজ্ঞপ্তি :

"নিখিল বঙ্গ ছাত্র কংগ্রেস

অদ্য বৃহস্পতিবার নজরুল জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে নিখিল বঙ্গ ছাত্র কংগ্রেস ও ছাত্রী সংহতির উদ্যোগে কমার্শিয়াল মিউজিয়ম হলে বৈকাল ৬ ঘটিকায় সাংস্কৃতিক সভা অনুষ্ঠিত হইবে। সভায় পৌরোহিত্য করিবেন শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন বসু।"

"আজাদ হিন্দ সঙ্ঘ

"অদ্য বৈকাল ৬ ঘটিকায় ২৩/৩/১ রমানাথ কবিরাজ লেনে মধ্য কলিকাতা আজাদ হিন্দ সঙ্ঘ ও কলিকাতা কৈবর্ত সমিতির উদ্যোগে নজরুল জয়ন্তী উদ্‌যাপিত হইবে। শ্রীযুত সনৎ কুমার চট্টোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন।"

www.pathagar.com

বশিরহাটে নজরুল জয়ন্তী

বশিরহাটে নজরুল জন্ম দিবস উদ্‌যাপিত হওয়ায় ১২ জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৭ : ২৬ মে ১৯৫০ তারিখ শুক্রবার আনন্দ বাজার পত্রিকার তৃতীয় পৃষ্ঠায় পঞ্চম কলমে প্রকাশিত প্রতিবেদন:

"অদ্য ২৬ শে মে শুক্রবার বেলা সাড়ে ৪ ঘটিকায় বশিরহাট টাউন হলে শ্রী পৃথ্বীশ ভট্টাচার্য্যের সভাপতিত্বে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইস্‌লামের ৫২তম বার্ষিকী অনুষ্ঠিত হইবে। শ্রী পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রী দিগিন বন্দোপাধ্যায় সভায় বক্তৃতা করিবেন। স্থানীয় ছাত্র-ছাত্রীরা নজরুল কবিতা, আবৃত্তি ও সঙ্গীতে অংশ গ্রহণ করিবেন। কবির আর্থিক দুর্গতি মোচনকল্পে অদ্য রাত্রি ৯ ঘটিকায় মিলনী হলে এক সাহায্য প্রদর্শনীর আয়োজন করা হইয়াছে।"

ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন হলে

আনন্দবাজার পত্রিকায় ঐ একই সংখ্যায় পঞ্চম পৃষ্ঠায় তৃতীয় কলমে প্রকাশিত প্রতিবেদনঃ

"জন্ম দিবস উদ্‌যাপনে শ্রদ্ধা নিবেদন

নিরাময়তা ও দীর্ঘ জীবন কামনা

(স্টাফ রিপোর্টার)

বিদ্রোহী কবি নজরুল ইস্‌লামের দ্বিপঞ্চাশৎ জন্ম দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে গত বৃহস্পতিবার সয়াহ্নে ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন হলে এক মহতী জনসভার অনুষ্ঠান হয় এবং উহাতে বিভিন্ন বক্তা তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া তাঁহার নিরাময়তা ও দীর্ঘ জীবন কামনা করেন।

ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী অনুষ্ঠানে প্রেরিত এক বাণীতে সত্বর কবির রোগমুক্তি প্রার্থনা করেন।

ডাঃ মুখার্জী তাঁহার বাণীতে বলেন– সর্বপ্রকার বন্ধনের বিরুদ্ধে কবি নজরুল যে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন তাহাতে বাঙলার যুবচিত্ত অভূতপূর্ব ভাবের বন্যায় উদ্বেলিত ও প্রবুদ্ধ হইয়া ওঠে। বাঙ্গলার কাব্যকুঞ্জে তাঁহার আবির্ভাব বিরাট বিস্ময় সৃষ্টি করে।

ডাঃ মুখার্জী আরো বলেন যে, বর্তমান অসুস্থ ও অসহায় কবির প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি প্রদর্শন করা বাঙ্গালী মাত্রেরই কর্তব্য।

ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। নজরুল জন্মোৎসব কমিটির উদ্যোগে অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।

ডাঃ নিয়োগী তাঁহার ভাষণে বাঙ্গলার কাব্য ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে কবির বিশিষ্ট অবদানের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন, বিদ্রোহী কবি নজরুল বাঙ্গালার মানসিক, সামাজিক ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিপ্লবের প্রেরণা সঞ্চার করেন।

শ্রীযুক্ত প্রবোধকুমার সান্যাল বলেন, প্রথম যুদ্ধের পরে বাঙ্গলার তরুণ সমাজে কবি নজরুল বিদ্রোহী চেতনার উদ্বোধন করিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত দেবনাথ দাস বলেন যে, কবি বাঙ্গালীকে যাহা দিয়াছেন তাহার কতটুকু তাঁহারা গ্রহণ করিতে পারিয়াছেন তাহা চিন্তা করিবার আজ সময় আসিয়াছে।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র গুহ রায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক যতপ্রকার বন্ধন আছে কবির কাব্যে ও গানে তাহা ভাঙ্গিবার আহ্বান ধ্বনিত হইয়াছে।

শ্রীযুত বিমল ঘোষ বলেন যে, কবির লেখায় যেমন সমাজের মধ্যে বিপ্লবের প্রেরণা সঞ্চারিত হইয়াছে, তেমনি অপরদিকে তিনি দেশবাসীর নিকট নূতন সৃষ্টির আহ্বানও জ্ঞাপন করিয়াছেন।

www.pathagar.com

নজরুল জন্মোৎসব কমিটির সম্পাদক শ্রীযুত মনীন্দ্র গুহ এবং শ্রীযুত রবিরঞ্জন মিত্র মজুমদারও কবির জীবনী আলোচনা করিয়া তাঁহার দীর্ঘ জীবন কামনা করেন।

শ্রীযুত সুকৃতি সেন ও শ্রীমতী বেণু ভট্টাচার্য্য কবির কয়েকটি সঙ্গীত পরিবেশন করেন।"

এই প্রতিবেদনেও লক্ষ্যণীয় যে, ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে সুফী জুলফিকার হায়দার তাঁর গ্রন্থে শেষের দিকে যে বিবরণ দিয়েছেন সেটা উপরোক্ত এই খবরের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। "অসুস্থ ও অসহায় কবির প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি প্রদর্শন করা বাঙ্গালী মাত্রেরই কর্তব্য" বলে উল্লেখ ক'রেছেন তিনি জুলফিকার হায়দার বর্ণিত সময়ের প্রায় সাতবছর পরেও। এ থেকে জুলফিকার হায়দার কথিত নজরুল সাহায্য কমিটি গঠন এবং এর মারফৎ কবি পারিবারকে আর্থিক সাহায্য দেওয়ার বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থেকেই যায়।

অমৃতলাল হলে

দেশ বিভাগের তৃতীয় বছরে পশ্চিম বঙ্গের নানান জায়গায় যে নজরুল জন্মোৎসব পালিত হ'য়েছে সে ধারণা অনেকখানিই খবরের কাগজ থেকেও পাওয়া সম্ভব। ১৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৭ : ২৭ মে ১৯৫০ তারিখ শনিবার আনন্দবাজার পত্রিকায় তৃতীয় কলমে "নজরুল জন্মোৎসব" সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন ::

"অদ্য শনিবার অপরাহ্ন ৬-১৫ মিনিটে শ্যামবাজার এ. ভি স্কুলের (১২৬, শ্যামবাজার স্ট্রীট) 'অমৃতলাল হলে' পূর্বাচল সাহিত্য বিভাগের উদ্যোগে নজরুল জন্মোৎসব পালিত হইবে। শ্রী পবিত্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় সভাপতিত্ব করিবেন।"

দমদম লাইব্রেরী

এ দিন সন্ধ্যায় দমদম লাইব্রেরী ঘরে নজরুল ইস্‌লামের জন্ম দিবস পালনের অন্য একটি খবরও উপরোক্ত কাগজে প্রকাশিত হয়েছে।

চক্রবেড়িয়া বিদ্যালয়ে

১৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৭ : ২৯ মে ১৯৫০ তারিখ রবিবারের আনন্দবাজার পত্রিকার তৃতীয় পৃষ্ঠায় ষষ্ঠ কলমে সুভাষ কিশোর সভার অনুষ্ঠান খবর :

"অদ্য রবিবার সন্ধ্যা ৬-টায় ৩৩ বকুল বাগান রোডে চক্রবেড়িয়া বিদ্যালয়ে সুভাষ কিশোর সভার উদ্যোগে বিদ্রোহী কবি নজরুল ইস্‌লামের ৫২ তম জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। রামধনু পত্রিকা সম্পাদক শ্রী ক্ষিতীন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য্য অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করিবেন।"

লিয়াকত আলী খানের ইন্তেকাল

২৯ আশ্বিন ১৩৫৭ : ১৬ অক্টোবর ১৯৫০ : ৩ মহররম ১৩৭০ তারিখ সোমবার কায়েদ-ই-মিল্লাত লিয়াকত আলী খান ইন্তেকাল করেন পাকিস্তান কায়েম হওয়ার মাত্র তিন বছর দু'মাস পাঁচ দিন পর।

মুখে কেন নাহি বল

অক্টোবর ১৯৫০-এ হিজ মাস্টার্স ভয়েস্-এ এন ৩১২৮৩ সংখ্যক রেকর্ডে প্রকাশিত হয় সত্য চৌধুরীর গাওয়া নজরুল সঙ্গীত 'মুখে কেন নাহি বল'।

www.pathagar.com

কাজী আলী হোসেন নিহত

২২ পৌষ ১৩৫৭ : ২৮ রবিয়ল আউয়ল ১৩৭০ : ৭ জানুয়ারী ১৯৫১ তারিখ রবিবার সন্ধ্যায় কবির ছোট ভাই কাজী আলী হোসেন নিজ বাসভূমে হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় নিহত হ'লেন।

কবিকে পাক সরকারের বৃত্তি

সেপ্টেম্বর ১৯৫০ থেকে চিকিৎসার্থে কবিকে মাসিক দু'শ' টাকা ক'রে পেন্‌সন্ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন পাকিস্তান সরকার।

১৯৫১-'র মার্চ-এপ্রিলের খবর : পাকিস্তান সরকার কবির জন্য মাসিক ২৫০, টাকা সাহিত্যিক বৃত্তি মঞ্জুর ক'রেছিলেন। পূর্ব পাকিস্তান সরকারও বৃত্তিটির পূর্ব প্রদত্ত অঙ্ক বাড়িয়ে দিয়ে মাসিক ৫০০, টাকা ক'রলেন। কবি এখন থেকে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের কাছ থেকে প্রতি মাসে মোট সাড়ে সাত শ' টাকা ক'রে বৃত্তি পাবেন।

নজরুল জন্মোৎসব

১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৮ : ২৬ মে ১৯৫১ : ১৯ শাবান ১৩৭০ তারিখ শনিবার বিশ্বের বিভিন্নস্থানে কবি নজরুল ইস্‌লামের ৫৩ তম জন্ম দিবস অর্থাৎ ৫২ তম জন্ম বার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়।

নজরুল জন্মোৎসব কমিটি

১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৮ : ২৬ মে ১৯৫১ তারিখ শনিবার আনন্দবাজার পত্রিকার তৃতীয় পৃষ্ঠায় নজরুল জয়ন্তীর খবর :

"বিদ্রোহী কবি নজরুল ইস্‌লাম

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক জন্মোৎসবের আয়োজন

অদ্য ১১-ই জ্যৈষ্ঠ শনিবার অপরাহ্ন ৫.৩০ ঘটিকার সময়ে নজরুল জন্মোৎসব কমিটির উদ্যোগে ৭ নং বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীটস্থ ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউট হলে বিদ্রোহী কবির ত্রি-পঞ্চাশৎ জন্মোৎসব পালিত হইবে। অধ্যাপক ডাঃ সুধীর কুমার দাশগুপ্ত উহাতে পৌরোহিত্য করিবেন।

নজরুল পাঠাগার

নজরুল পাঠাগার– ১১-ই জ্যৈষ্ঠ শনিবার বেলা ৯ টায় প্যারামাউন্ট প্রেক্ষাগৃহে (৩৮ নং আপার সার্কুলার রোড) তাঁর জন্ম বার্ষিকী উদ্‌যাপিত হইবে। শ্রী অতুলচন্দ্র গুপ্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করিবেন এবং জনাব আবদুল ওদুদ উহার উদ্বোধন করিবেন।

নবযুগ

নবযুগ – অদ্য শনিবার সন্ধ্যা ৬.৩০ ঘটিকায় ২৯ নং ধর্মতলা স্ট্রীটস্থ নবযুগ কার্যালয়ে বিপ্লবী কবি নজরুল ইস্‌লামের জন্ম দিবস উদ্‌যাপিত হইবে।

বঙ্গীয় তরুণ সমিতি – অদ্য শনিবার সন্ধ্যা ছয় ঘটিকায় ১১ বি, রামকৃষ্ণ দাস লেনে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইস্‌লামের জন্ম বার্ষিকী উদ্‌যাপিত হইবে।

নোনা চন্দন পুকুর (বারাকপুর) – অদ্য শনিবার বৈকালে নোনা চন্দন পুকুরে (বারাকপুর) কাজী নজরুল জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে।

নচিকেতা – অদ্য শনিবার অপরাহ্ন ৫-১৫ মিনিটে 'গীতাভবনে' (১৬৬ ল্যান্স ডাউন রোড) কবি নজরুলের জন্ম বার্ষিকী পালন করা হইবে।

www.pathagar.com

আড়িয়াদহ জনকল্যাণ সঙ্ঘ – ১২-ই জ্যৈষ্ঠ রবিবার সন্ধ্যা ৬.৩০ টায় আড়িয়াদহ বিদ্যালয় ভবনে নজরুল জয়ন্তী অনুষ্ঠিত হইবে।"

ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউট হলে

১২ জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৮ : ২৭ মে ১৯৫১ তারিখ রবিবার আনন্দবাজার পত্রিকার চতুর্থ পৃষ্ঠায় ষষ্ঠ কলমে "বিদ্রোহী কবি নজরুল ইস্‌লাম/ ত্রি-পঞ্চাশৎ জন্মোৎসব উদ্‌যাপন" শিরোনামে ষ্টাফ রিপোর্টার প্রদত্ত প্রতিবেদন :

"গত শনিবার কলিকাতায় বিভিন্ন স্থানে গীতি মুখর অনুষ্ঠানে বাঙ্গলার বিদ্রোহী কবি নজরুল ইস্‌লামের ত্রিপঞ্চাশৎ জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত হয়।

কলেজ স্কোয়ারস্থ ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউট হলে নজরুল জন্মোৎসব কমিটির উদ্যোগে এই দিবসের বৃহত্তর জন্মোৎসব অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। ডাঃ সুধীর কুমার দাশগুপ্ত সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ভিন্ন ভিন্ন বক্তা কবির ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভার আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁহার প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

সুরতানলয়ে কবির সুপ্রসিদ্ধ যৌবন-সঙ্গীত 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু' সমবেত কণ্ঠে গীত হইলে ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউট হলে সভার সূচনা হয়।

প্রারম্ভে নজরুল জন্মোৎসব কমিটির সাধারণ সম্পাদক শ্রী মনীন্দ্র গুহ বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক প্রেরিত শুভেচ্ছা-বাণী পাঠ করেন।

অধ্যাপক শ্রী জগদীশ ভট্টাচার্য্য বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন, বিদ্রোহী কবি নজরুল বাঙ্গালী সমাজের গভীর শ্রদ্ধার পাত্র। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরে কবি নজরুলের আবির্ভাব হয়। সেদিন কবির হাতে ছিল অগ্নিবীণা, কবির সঙ্গীত ছিল বিদ্রোহের জয়গান। চির বিপ্লবই নজরুল কাব্যের প্রধান সুর। ভারতবর্ষে নজরুলই প্রথম সাম্যবাদী কবি। অসাম্প্রদায়িক উদার মানবতার বাণীই নজরুল কাব্যের শেষ কথা।

শ্রী জগদানন্দ বাজপেয়ী নজরুল প্রতিভার আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন যে, সাহিত্য ও কাব্য ক্ষেত্রে কবির অবদান বহু বিস্তীর্ণ। কিন্তু জাতীয়তা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কবির দানও সামান্য নহে। কবি নজরুল হিন্দু-মুসলমান মিলনের প্রতীক। বাঙ্গলা ও পারস্যের ভাষাগত সংস্কৃতির মধ্যে একটা যোগাযোগের সূত্র রচনাতেও তিনি বহু পরিশ্রম ক'রেছেন।

শ্রী নৃপেনকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় বলেন, বাঙ্গলার চারণ কবি নজরুল বাঙ্গলার মৃত্যুঞ্জয়ী যৌবনের কবি। কিন্তু প্রকৃতির নিষ্ঠুর আঘাতে কবি আজ পঙ্গু। বক্তা মনে করেন যে, আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগে যোগ্য চিকিৎসার বন্দোবস্ত হইলে কবি আরোগ্য লাভ করিতে পারেন এবং এ বিষয়ে রাষ্ট্রেরও দায়িত্ব রহিয়াছে।

মিঃ মৈনুদ্দীন হোসেনও অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন। সভাপতি ডাঃ সুধীর কুমার দাশগুপ্ত বলেন, গণ অভ্যুত্থানের বিদ্রোহী কবি নজরুল শুধু ধ্বংসের কবি ছিলেন না, ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে তিনি নূতন জীবনেরও আবাহন করিয়াছেন। কবির রোগমুক্তি ও দীর্ঘজীবন কামনা করিয়া তিনি বলেন যে, যাহাতে কবির যথোপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থায় হইতে পারে তজ্জন্য সরকারী ও বেসরকারী প্রয়াস আবশ্যক।

অনুষ্ঠানের শেষের দিকে শিল্পীবৃন্দ কর্তৃক কবির অনেকগুলি সঙ্গীত গীত হয়।"

www.pathagar.com

নবযুগ কার্য্যালয়

এ দিন ১২ জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৮ : ২৭ মে ১৯৫১ তারিখ রবিবার আনন্দবাজার পত্রিকায় ২৯ ধর্মতলা স্ট্রীটস্থ 'নবযুগ' কার্য্যালয়ে কাজী নজরুল ইস্‌লামের জন্ম দিবস উদ্‌যাপনের খবর ঃ

"নবযুগ কার্য্যালয়ে নজরুল দিবস পালন

বিদ্রোহী কবি নজরুলের জন্ম বার্ষিকী উপলক্ষ্যে গত শনিবার সন্ধ্যায় ধর্মতলা স্ট্রীটস্থ 'নবযুগ" কার্যালয়ে এক সভা হয়। সভাপতিত্ব করেন মিঃ আব্দুর রসীদ খাঁ। নজরুল সঙ্গীত, কবিতা, আবৃত্তি, প্রবন্ধ পাঠ, নৃত্য ও হাস্যকৌতুকে অনুষ্ঠানটি মনোজ্ঞ হয়। কবির কাব্য ও জীবনাদর্শ আলোচনা করেন শ্রী বিমল চ্যাটার্জী, মিঃ আনিসুজ্জামান, মিঃ এম. এ. নেথার এবং আরও কয়েকজন বক্তা। তাঁহারা রুগ্ন কবির সুচিকিৎসার বন্দোবস্ত করিবার জন্য জনসাধারণকে উদ্যোগী হইবার জন্য আবেদন জানান।

বিদ্রোহী কবি নজরুল ইস্‌লামের ৫৩-তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে ১১-ই জ্যৈষ্ঠ প্রাতঃকালে কিশোর বাঙ্গলার কর্মীরা এবং কিশোর সভা সংগঠনের ছেলেরা কবির মানিকতলাস্থ বাসভবনে গিয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। কবি-পত্নী প্রমীলা কবির এবং তাঁহার নিজের পক্ষ হইতে সকলকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন।"

এস. ওয়াজেদ আলীর ইন্তেকাল

২৭ জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৮ : ১১ জুন ১৯৫১ : ৫ রমজান ১৩৭০ তারিখ সোমবার সাহিত্যিক এস. ওয়াজেদ আলী ইন্তেকাল করেন। জন্ম ঃ ৪ সেপ্টেম্বর ১৮৮৮।

কায়কোবাদের ইন্তেকাল

৪ শ্রাবণ ১৩৫৮ : ২১ জুলাই ১৯৫১ : ১৬ শওয়াল ১৩৭০ তারিখ শনিবার মহাকবি কায়কোবাদ ইন্তেকাল করেন। [তাঁর জন্ম: ১৮৫৮ য়।]

একুশে ফেব্রুয়ারী

৮ ফাল্গুন ১৩৫৮ : ২১ ফেব্রুয়ারী ১৯৫২ : ২৪ জমাদিয়ল আউয়ল ১৩৭১ তারিখ বৃহস্পতিবার বাঙলা ভাষাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার দাবীতে কতিপয় রাজনৈতিক সংগঠনের ছাত্ররা পূর্ব পাকিস্তানে শোভাযাত্রা বের ক'রলে আক্রান্ত পুলিশ বাহিনীর কিছু ব্যক্তি তা ছত্রভঙ্গ ক'রতে নির্বিচার ও বেহিসাবি গুলি চালায়। ফলে ঢাকায় বরকত প্রমুখ ছাত্রদের এমন কেউ কেউ শহীদ হন যাঁরা আদৌ আন্দোলনে শরীক হন নি। বরকত ও সালামের পরিবার এক সময় ভাগ্যান্বেষণে পশ্চিম বঙ্গ থেকে পূর্ব পাকিস্তানে গিয়েছিলেন। এ রকমই বেপরোয়া ও নির্বিচার গুলি চালনার ফলে পরে ১৯৬৯-এর জানুয়ারীতেও শহীদ হ'য়েছে মতিউর রহমান, যার পরিবারও এক সময় পশ্চিম বঙ্গ থেকে গিয়েছিলেন। এবং পুলিশের তরফে স্কুলে পড়ুয়া এই ছেলেটিকে গুলি করার কোনো যুক্তিযুক্ত কারণ ছিলো না।

বিশ্ববিদ্যালয় ইন্সটিটিউট হলে

১১ জৈষ্ঠ ১৩৫৯ : ২৯ শাবান ১৩৭১ : ২৫ মে ১৯৫২ তারিখ রবিবার সন্ধ্যা ৬টায় নজরুল জন্ম জয়ন্তী কমিটির উদ্যোগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ইন্সটিটিউট হল-এ নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে কবি কাজী নজরুল ইস্‌লামের ৫৪তম জন্ম জয়ন্তী উদ্‌যাজিত

www.pathagar.com

হ'লো। ডক্টর পি. সি. ঘোষ, ডক্টর শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায়, কাজী আবদুল ওদুদ, জি. এস. ফিগার (Figar), অমলেন্দু দাশগুপ্ত, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, অধ্যাপক ডক্টর সুধীরকুমার দাশগুপ্ত, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, প্রবোধকুমার সান্যাল, অখিল নিয়োগী, জগদানন্দ বাজপেয়ী, শ্যামল দত্ত এবং আরো অনেকে ভাষণ দেন। প্রখ্যাত শিল্পীরা নজরুল সঙ্গীত পরিবেশন করেন। কাজী নজরুল ইস্‌লামের কবিতা আবৃত্তি করেন শম্ভু মিত্র।

"Nazrul songs of equality", এই শিরোনামে অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদনে সভাপতি নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের উক্তি :

"The melody and rhythem, which Nazrul had given the people through his excusite works has earned him immortality. The songs of equality which he had sung had helped creating an atmosphere in their society in which the differences between men and men was crumbling down to pieces.

Sri Chattopadhy appealed to the younger generation to imbibe the sprit of poet Nazrul"

যে চমৎকার সৃষ্টির মারফৎ নজরুল তাঁর সুর ও ছন্দ উপহার দিয়েছেন তা তাঁকে অমর ও অবিস্মরণীয় ক'রেছে। যে সাম্যের গান তিনি গেয়েছেন তা মানুষের সঙ্গে মানুষের বিভেদকে শতছিন্ন ক'রে দেওয়ার মতো একটা আবহাওয়া গ'ড়ে তোলার পক্ষে সহায়ক হ'য়েছে।

তরুণ সমাজকে নজরুলের আদর্শ ও চিন্তাধারায় অনুপ্রাণিত হওয়ার আহ্বান জানালেন সাহিত্যিক নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়।

অগ্রগামী তরুণ দল

এ দিন এই ১১ জ্যৈষ্ঠ রবিবার "অগ্রগামী তরুণ দল"-এর উদ্যোগে বিকেল ৪ টায় ১৬/১৭ কলেজ স্ট্রীটে সৌরীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের সভাপতিত্বে নজরুল জয়ন্তী অনুষ্ঠিত হয়।

পাকিস্তান হাই কমিশনে অফিস

ভারতস্থ পাকিস্তান হাই কমিশনার অফিসে ২৫ মে ১৯৫২ তারিখ রবিবার অনুষ্ঠিত নজরুল জন্ম জয়ন্তীতে ডেপুটী হাই কমিশনার জনাব আবদুল হামিদ চৌধুরী উল্লেখ করেন যে, সেপ্টেম্বর ১৯৫০ থেকে চিকিৎসার্থে কবিকে মাসিক দু'শো টাকা ক'রে ভাতা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার। চিকিৎসার ব্যয় নির্বাহের জন্য কবি পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে শীঘ্রই প্রায় পাঁচ হাজার টাকা পাবেন। অমৃতবাজার পত্রিকায় এ বিষয়ে প্রতিবেদন ঃ

"PAKISTAN GOVT'S SANCTON

The central government of Pakistan has sanctioned a monthly Pension of Rs 200 to poet Nazrul Islam with effect from sept. 1950. This was announced by Zanab Abdul Hamid Chowdhury, Deputy High commissioner for Pakistan in India at a function on the birth day of the poet at the office of the commissioner on Sunday. The poet will thus shortly receive a sum of nearly Rs 5,000 from the Pakistan government, for enabling him to meet his medical expences."

www.pathagar.com

অনুষ্ঠানে সভাপতির ভাষণে শ্রী অতুল গুপ্ত দুঃখ প্রকাশ ক'রে বলেন যে, বিত্তবান লোকেরা কবির দুর্দিনে সহযোগিতার হাত বাড়ান নি। গণস্মৃতি মর্মান্তিকভাবে স্বল্পস্থায়ী। পাদপ্রদীপের আলোয় না থাকলে জনগণ আর মনে রাখে না। অথচ মানবিক চিন্তাধারার উন্নয়নের ক্ষেত্রে নজরুল স্থায়ী অবদান রেখেছেন।

বাহ্যতঃ অনেক সময় অভিহিত করা হয় এবং বুঝানোও হয় যে, নজরুল ইস্‌লাম বিপ্লবী কবি। কিন্তু গভীরভাবে চিন্তা ক'রলে উপলব্ধি করা সম্ভব যে, তিনি যে পরিবর্তনের প্রয়াস চালিয়েছিলেন তা ক্ষণমূল্যের নয়। কেবল মাত্র বৃটিশ ঔপনিবেশিক সরকারের উচ্ছেদ সাধনই যদি তিনি চাইতেন তা হ'লে বৃটিশরা চলে যাওয়ার পর তাঁর কাব্যের আবেদন আজ আর থাকতো না। উদ্ধৃতি ঃ

"Sri Atul Gupta, presiding at the function said that he regretted that people with resources had not come forward to help the poet in distress. Public memory was painfully short and people were apt to forget those who were not in the lime light but had not made permanent contribution to the development of human thought.

Nazrul, Sri Gupta said, was sometimes superficially termed and understood as a revolutionary poet in a deeper sense as he did not strive for a change which was of temporary value. If his passionate desire for change only meant in the concrete sense, the overthrow of the British Government, much of the poetry would not have been appreciated now when the Britons had left the country.

Contribution To Bengal

Bengali language before Nazrul, he added, was the vehicle mainly of soft sentiments. Nazrul for the first time introduced on a large scale a new spirit of bold optimism both in form and content. Verse patterns in the Arabic language, Gagals and other experiments of the poetry in the Islamic world, were assimilated by the poet. These experiments gave Bengali poetry a vitality which was so long absent.

Dr P.C Ghosh said that Nazrul's poetry was source of inspiration to the inhabitants of both East and West Bengal.

Dr Sree Kumar Banerjee and Quazi Abdul Odud also spoke.

The function included an interesting cultural programme. Sri Sambhu Mitra, the well known actor, gave and impressive recited of Nazrul's pomes."

"বুলবুল" দ্বিতীয় খণ্ড

১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৯ : ২৯ শাবান ১৩৭১ : ২৫ মে ১৯৫২ তারিখ রবিবার মিসেস প্রমীলা নজরুল ইস্‌লাম ১৬ নং রাজেন্দ্রলাল স্ট্রীট, কলকাতা ৬ থেকে "বুলবুল" দ্বিতীয় খন্ড প্রকাশ ক'রলেন।

নজরুল নিরাময় সমিতি

ঈদুল ফেৎর ও রথযাত্রার তিন দিন পর ১৩ আষাঢ় ১৩৫৯ : ৪ শওয়াল ১৩৭১ : ২৭ জুন ১৯৫২ তারিখ শুক্রবার কলকাতায় নজরুল নিরাময় সমিতি গঠিত হ'লো।

www.pathagar.com

"বন-গীতি" দ্বিতীয় সংস্করণ

১৬নং রাজেন্দ্রলাল স্ট্রীট, কলকাতা-৬, এই ঠিকানা থেকে ১৫ আষাঢ় ১৩৫৯ : ২৯ জুন ১৯৫২ : ৬ শওয়াল ১৩৭১ তারিখ রবিবার প্রমীলা নজরুল ইস্‌লাম কর্তৃক "বন-গীতি"র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হ'লো।

রাঁচী মেন্টাল হস্‌পিটাল

৯ শ্রাবণ ১৩৫৯ : ২ জেল্কদ ১৩৭১ : ২৫ জুলাই ১৯৫২ তারিখ শুক্রবার নজরুল নিরাময় সমিতির উদ্যোগে "রাঁচী মেন্টাল হস্‌পিটাল"-এ কবিকে ভর্তি করা হয়। কিন্তু হাসপাতালের অধ্যক্ষ মেজর ডেভিস মূল অসুখ নির্ণয় ক'রতে পারেন নি।

১২ জানুয়ারী ১৯৫৩ (২৫ রবিয়স্‌সানি ১৩৭২ : ২৮ পৌষ ১৯৫৯) তারিখ সোমবার চুরুলিয়া থেকে সুফী জুলফিকার হায়দারকে লেখা কাজী আলি হোসেনের ছেলে কাজী মজহর হোসেনের চিঠি: "কবি কাকা উপস্থিত রাঁচীতে আছেন। ... চাচাজী হয়তো ইউরোপে যাবেন চিকিৎসার জন্য।"

"সর্বহারা" দ্বিতীয় সংস্করণ

১৬ রাজেন্দ্রলাল স্ট্রীট, কলকাতা ৬ থেকে ২০ ফাল্গুন ১৩৫৭ (১৭ জমাদিয়স্‌সানি ১৩৭২ : ৪ মার্চ ১৯৫৩) তারিখ বুধবার প্রমীলা নজরুল ইস্‌লাম কর্তৃক প্রকাশিত "সর্বহারা" দ্বিতীয় সংস্করণের মুখবন্ধ লেখেন রবীউদ্দীন আহ্‌মদ ৬৪ এ বেগবাগান রো, কলকাতা ১৭ থেকে ৫ চৈত্র ১৩৫৯ : ৩ রজব ১৩৭২ : ১৯ মার্চ ১৯৫৩ তারিখ বৃহস্পতিবার।

শের-ই বাঙলা সর্বদলীয় সম্মেলন

৮ চৈত্র ১৩৫৯ : ২২ মার্চ ১৯৫৩ : ৬ রজব ১৩৭২ তারিখ রবিবার শের-ই-বাঙলা আবুল কাসেম ফজলুল হক ঢাকার বাস ভবনে সর্বদলীয় সম্মেলন আহ্বান ক'রলেন।

অতনুর দেশে

কাজী নজরুল ইস্‌লামের গীতি-আলেখ্য "অতনুর দেশে" বৈশাখ ১৩৬০ (এপ্রিল-মে ১৯৫৩)-এ 'পরিক্রমা"-য় প্রকাশিত হয়।

www.pathagar.com

প্রায় এগারো বছর পর :: চিকিৎসার প্রথম সঠিক উদ্যোগ

দারিদ্র্যক্লিষ্ট, অসুস্থ ও অসহায় কবির চিকিৎসার একটা সঠিক উদ্যোগ নিতে এই উপমহাদেশের জনগণের তরফে প্রায় এগারো বছর সময় লেগেছিল। অথচ এই দীর্ঘ ও অস্বাভাবিক বিলম্বের পর রোগ নিরাময়ের ভার আমরা তো জানি, কেবল আল্লাহই নিতে সক্ষম। কিন্তু তাঁর অসুস্থতার কারণ যাই হোক না কেন, তিনি তো বিধির বিধান মেনে নিয়েই নীরব হ'য়েছিলেন। তাই এত বিলম্বে এই উদ্যোগও এক দিক দিয়ে নিরর্থক।

হাওড়া ইষ্টেশন ত্যাগ

শবেবরাতের ১১ দিন পর ২৭ বৈশাখ ১৩৬০ ঃ ২৫ শাবান ১৩৭২ ঃ ১০ মে ১৯৫৩ তারিখ রবিবার হাওড়া স্টেশন থেকে কবি পত্নী প্রমীলা নজরুল ইসলাম ও কবির কনিষ্ঠ পুত্র কাজী অনিরুদ্ধ ইসলাম ও একজন নার্সসহ রবীউদ্দীন আহ্‌মদ কবিকে নিয়ে লন্ডনের উদ্দেশে হাওড়া স্টেশন ত্যাগ করেন।

জল আজাদ জাহাজে

দু'দিন বোম্বাইয়ে অবস্থানের পর ১৪ মে ১৯৫৩ তারিখ বৃহস্পতিবার সিন্ধিয়া কোম্পানীর "জল-আজাদ" জাহাজযোগে কবিকে নিয়ে তাঁরা লন্ডনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হ'লেন। কিছু বাঙালী ও অবাঙালী ভারতীয়রা সপ্তাহখানেকের প্রস্তুতি নিয়ে ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৬০ ঃ ২৫ মে ১৯৫৩ তারিখ সোমবার জাহাজের প্রথম শ্রেণীর লাউঞ্জে কবির জন্ম দিবস উদযাপন ক'রলেন। জাহাজটি তখন লোহিত সমুদ্রের ওপর দিয়ে চ'লছিল। এই মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান শেষে জাহাজের ক্যাপ্টেন একটি সুন্দর স্যুভেনির উপহার দিয়েছিলেন কবিকে।

লন্ডনে ৭৭নং মর্ডেন রোডে

লন্ডন থেকে বেশ কিছু দূরে সারের মিচাম স্টেশনের কাছাকাছি ৭৭ নং মর্ডেন রোডে কবির থাকার জন্য বাড়ী ঠিক করা ছিলো।

কলকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউট হলে

১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৬০ ঃ ২৫ মে ১৯৫৩ তারিখ সোমবার আনন্দবাজার পত্রিকায় "নজরুল জন্মোৎসব" শিরোনামে খবর ঃ "অদ্য অপরাহ্ন ৫ ॥. ঘটিকার সময়ে 'নজরুল জন্মোৎসব কমিটি'-র উদ্যোগে ৭নং বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলেজ স্কোয়ারস্থিত কলকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউটের হলে কবির পঞ্চ পঞ্চাশতম জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে।

এই উৎসবে অধ্যাপক শ্রী প্রিয়রঞ্জন সেন এম.এল.এ. সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিবেন। শ্রী নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক শ্রী জগদীশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রী জগদানন্দ বাজপেয়ী প্রভৃতি কবির বিভিন্নমুখী প্রতিভার আলোচনায় অংশ গ্রহণ করিবেন।

বিভিন্ন শিল্পীবৃন্দ কবির রচিত সঙ্গীত পরিবেশন করিবেন।

হাওড়া সেবা সঙ্ঘ

হাওড়া সেবা সঙ্ঘ–অদ্য, সোমবার সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় ৩৩/১ নরসিংহ দত্ত রোড-এ (হাওড়ায়) নজরুল জয়ন্তী অনুষ্ঠিত হইবে।"

১২ জ্যৈষ্ঠ ১৩৬০ ঃ ২৬ মে ১৯৫৩ তারিখ মঙ্গলবার আনন্দবাজার পত্রিকার দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় তৃতীয় কলমে লন্ডন থেকে ২৩ মে প্রেরিত প্রতিবেদনে "গ্রেট বৃটেন নজরুল সাহায্য সমিতি" গঠিত হওয়ার খবর পরিবেশিত হ'য়েছে ঃ

www.pathagar.com

গ্রেট বৃটেন নজরুল সাহায্য সমিতি

(লন্ডন অফিস হইতে)

২৩ মে- ভারতীয় ছাত্র সংসদ, লন্ডন মজলিস ও পাকিস্তান ছাত্র ফেডারেশনের যৌথ উদ্যোগে "গ্রেট বৃটেন নজরুল সাহায্য সমিতি" গঠিত হইয়াছে। কবি কাজী নজরুল ইসলামের চিকিৎসার জন্য অর্থ সংগ্রহ এই সমিতির উদ্দেশ্য।

বাঙ্গলার সুপ্রসিদ্ধ সাংবাদিক শ্রীমতী এলা সেনের সভাপতিত্বে এই সম্বন্ধে একটি কমিটি গঠিত হইয়াছে। ইহাতে লন্ডনে পাকিস্তান কমার্শিয়াল এটাচী জনাব এস. হাসান ও আনন্দবাজার পত্রিকা ও হিন্দুস্থান ষ্টান্ডার্ডের লন্ডস্থ প্রতিনিধি ডাঃ টি. বসু যুগ্ম কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হইয়াছেন। পাকিস্তান ছাত্র ফেডারেশনের সভাপতি জনাব এইচ.আর.চৌধুরী এবং লন্ডন মজলিসের সভাপতি এম.ডি. নাইডু এই কমিটির যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত হইয়াছেন।

ভারতীয় হাই কমিশনার শ্রী বি.জি. খের ও পাকিস্তানের হাই কমিশনার জনাব এ.এইচ. ইস্পাহানী এই কমিটির পৃষ্ঠপোষক থাকিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। ভূতপূর্ব ভারতীয় হাই কমিশনার শ্রী ভি.কে. কৃষ্ণ মেনন সহকারী সভাপতিগণের অন্যতম নির্বাচিত হইয়াছেন।

২৫ মে সোমবার কবি নজরুলের জন্ম দিনে এই কমিটির প্রকাশ্য উদ্বোধনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আগামী মাসে একটি বৃহৎ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হইবে। লন্ডনের বহু প্রসিদ্ধ শিল্পী এই উপলক্ষ্যে সক্রিয় সহযোগিতা করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।"

১৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩৬০ ঃ ২৭ মে ১৯৫৩ তারিখ বুধবার আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রথম পৃষ্ঠায় চতুর্থ কলমে প্রতিবেদন ঃ

পরলোকে আবদুর রহমান সিদ্দিকী

পূর্ব-বঙ্গের ভূত-পূর্ব অস্থায়ী গভর্ণরের জীবনাবসান

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

করাচী, ২৬-শে মে - পূর্ব পাকিস্তানের ভূতপূর্ব অস্থায়ী গভর্নর ও কলিকাতার ভূতপূর্ব মেয়র মিঃ আবদুর রহমান সিদ্দিকী অদ্য অপরাহ্নে করাচীর জিন্না সেন্ট্রাল হাসপাতালে পরলোকগমন করিয়াছেন। ঢাকা হইতে আসার পর হইতে তিনি এখানে চিকিৎসাধীন ছিলেন।

তাঁহার মৃতদেহ কাশ্মীর বেতার ও তথ্য দপ্তরের মন্ত্রী মি: সোয়েব কুরেশীর ভবনে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। তিনি গত কয়েকমাস যাবৎ সন্ন্যাস রোডে ভুগিতেছিলেন।

মিঃ আব্দুর রহমান সিদ্দিকী ১৯১০ সালে মহম্মদ আলীর সাপ্তাহিক 'কমরেডে'র সাব-এডিটররূপে জীবন যাত্রা আরম্ভ করেন। তিনি নিখিল ভারত মুসলিম লীগের ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য এবং বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য ছিলেন।

১৯৪০ সালের এপ্রিল ম্যাসে তিনি কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র নির্বাচিত হন। জনাব আব্দুর রহমান সিদ্দিকী কলকাতার "মর্নিং নিউজ" পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ১৯৫২ সালের জুলাই মাসে পূর্ববঙ্গের গভর্নর ফিরোজ খাঁ ন্যুন তিন মাসের জন্য ছুটিতে গেলে তিনি পূর্ববঙ্গের অস্থায়ী গভর্নর নিযুক্ত হন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬৬ বৎসর হইয়াছিল।"

নজরুল জয়ন্তী

২৬ জ্যৈষ্ঠ ১৩৬০ ঃ ৯ জুন ১৯৫৩ তারিখ মঙ্গলবার আনন্দবাজার পত্রিকার তৃতীয় পৃষ্ঠায় সপ্তম

www.pathagar.com

কলমে "কবি নজরুল জয়ন্তী" শিরোনামে খবর ঃ

বসিরহাট–বসিরহাট টাউন হলে বাংলার বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের জন্ম জয়ন্তী উৎসব পালিত হইয়াছে। বসিরহাট উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রী সতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় সভাপতি ও শ্রী ধৃতীশ ভট্টাচার্য্য প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। শ্রী দেবেন্দ্র নাথ ও শ্রী জদীশ বসু নজরুলের কয়েকখানি সঙ্গীত গাহেন। আবৃত্তি করেন শ্রী অমলেন্দু বিশ্বাস, সুধীন লাহিড়ী, বনানী রায় চৌধুরী, শিশির দাস প্রভৃতি। নৃত্যে অংশ গ্রহণ করেন ৭ বৎসর বয়স্কা প্রতিমা ভট্টাচার্য্য।

দিনহাটা (কোচবিহার) ঃ- দিনহাটা সারস্বত সম্মেলনের উদ্যোগে স্থানীয় নৃপেন্দ্র নারায়ণ মেমোরিয়াল হলে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুলের জন্ম দিবস উদযাপিত হইয়াছে। সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন শ্রী নছমন সিং। শ্রী শচীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী একটি স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। বিদ্রোহী কবির জীবনী আলোচনা করেন শ্রী কমল কান্তি গুহ। আবৃত্তিতে অংশ গ্রহণ করেন রেণু বসু, হেমেন বসু, সুশীল দে, বীথিকা ভট্ট, মৃণাল ব্যানার্জী ও দীলিপ মিত্র। সংগীতে অংশ গ্রহণ করেন শ্যামাপদ ভট্টাচার্য, সুনীল দাস, মানু ঘোষ, রেণু বসু, অমরেশ ভাদুড়ী, প্রতিমা ঘটক, মৃণাল ব্যানার্জী, পার্থ গুহ, অরুণ ঠাকুর, গায়ত্রী ঠাকুর প্রভৃতি।

দিনহাটা শিল্পায়ন প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে দিনহাটা মহকুমা শাসকের সভাপতিত্বে কবি নজরুল ইস্‌লামের জন্ম তিথি উদ্‌যাপিত হইয়াছে। কোচবিহার ভিক্টোরিয়া কলেজের অধ্যাপক শ্রী দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ বক্তৃতা করেন।

কাঁচড়াপাড়া–স্থানীয় হাইন্ড মার্স ইন্সটিটিউটে বিশিষ্ট লেখিকা অন্নপূর্ণা গোস্বামীর নেতৃত্বে বিদ্রোহী কবি নজরুলের ৫৫-তম জন্ম দিবস উদযাপিত হইয়া গিয়াছে। এই অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন হেয়ার স্কুলের শিক্ষক শ্রী বিনয় চৌধুরী। নজরুল জীবনী ও প্রতিভা সম্পর্কে আলোচনা করেন শ্রী সত্যব্রত দত্ত ও অজিত ঘোষ। আবৃত্তি করেন শ্রী সমর চৌধুরী, অনিল, ফণি ও নজরুল সঙ্গীতে অংশ গ্রহণ করেন শ্রী অরুণ দীপ্তি গোস্বামী ও মোহিত ভট্টাচার্য্য। সভায় অসুস্থ কবি দম্পতিকে আর্থিক সাহায্য করার প্রস্তাব গৃহীত হয়।"

লন্ডনে কবি

ঈদুল ফেতরের পাঁচ দিন আগে ২৬ জ্যৈষ্ঠ ১৩৬০ ঃ ৮ জুন ১৯৫৩ ঃ ২৫ রমজান ১৩৭২ তারিখ সোমবার কবি লন্ডনে পৌছান।

২৭ জ্যৈষ্ঠ ১৩৬০ ঃ ১০ জুন ১৯৫৩ তারিখ বুধবার আনন্দবাজার পত্রিকায় পঞ্চম পৃষ্ঠায় পঞ্চম কলমে সংবাদ সংস্থা রয়টারের বরাত দিয়ে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে জানা যায় যে, কবি সপত্নী লন্ডনে পৌছান ৮ জুন নয়, ৯ জুন। এ বিষয়ে উদ্ধৃতি ঃ

"কাজী নজরুল ইসলাম সপত্নী লন্ডনে উপনীত

লন্ডনে, ৯-ই জুন বাঙ্গলার খ্যাতনামা কবি কাজী নজরুল ইসলাম অদ্য চিকিৎসার্থে এখানে পৌছিয়াছেন।

লন্ডন নজরুল ইসলাম কমিটি

লন্ডন নজরুল ইসলাম কমিটির প্রতিনিধিগণ তাঁহাদিগেক সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন।

কবিকে লন্ডনের সহরতলীস্থ মর্ডেনের একটি বাসভবনে লইয়া খাওয়া হয়। তিনি সেখানে

www.pathagar.com

অবস্থান করিবেন।

রয়টার"

৮ জুন ১৩৫৩ ঃ ২৫ রমজান ১৩৭২ ঃ ২৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩৬০ তারিখ সোমবার বিকেল ৪টায় এই বাসায় কবিকে আনা হ'লো।

বর্ধমান সম্মিলনীতে নজরুল জয়ন্তী

৮ আষাঢ় ১৩৬০ ঃ ২২ জুন ১৯৫৩ ঃ ৯ শওয়াল ১৩৭২ তারিখ সোমবার আনন্দবাজার পত্রিকায় "বর্ধমান সম্মিলনীতে নজরুল জয়ন্তী" শিরোনামে খবর ঃ

"সম্প্রতি বর্ধমান সম্মিলনীর উদ্যোগে শ্রী বসন্ত কুমার সেনগুপ্তের সভাপতিত্বে বঙ্গবাসী কলেজ হলে কবি কাজী নজরুল ইসলামের ৫৫তম জন্ম বার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন কাজী আবদুল ওদুদ। ওদুদ সাহেব তাহার ভাষণে নজরুলের কাব্যে বাঙ্গলার ঐতিহ্যের অভিব্যক্তির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

সভাপতি শ্রী বসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায় বলেন, নজরুল রবীন্দ্র প্রতিভার পরিপূর্ণ গৌরবের মধ্যে জন্ম গ্রহণ করিয়াও স্বীয় প্রতিভাবলে তাঁহার কাব্য সাধনার ধারাকে স্বাতন্ত্রের মর্যাদায় মন্ডিত করিতে পারিয়াছিলেন।

জনাব জাহেদ আলী সাহেব নজরুলের সঙ্গীতে ও কাজে যৌবন শক্তির প্রকাশ সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

শ্রী সুধাংশুলাল সরকার, শ্রী সতীশরঞ্জন সাহা, শ্রী শৈলেন্দ্রনাথ দাস, শ্রী মনোজ সেন, অরুণ রায়, শ্রীমতী জয়ন্তী সরকার, নজরুল সঙ্গীতের দ্বারা সভাস্থ জনগণের তৃপ্তি বিধান করেন।"

শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর মৃত্যু

শের-ই-বাঙলা যাঁকে "একমাত্র ভ্রাতা" হিসাবে বিবেচনা ক'রতেন সেই শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর আকস্মিক মৃত্যু ঘটে ২৩ জুন ১৯৫৩ তারিখ মঙ্গলবার।

কৃষক শ্রমিক দল

১১ শ্রাবণ ১৩৬০ ঃ ২৭ জুলাই ১৯৫৩ ঃ ১৫ জেলকদ ১৩৭২ তারিখ সোমবার ফজলুল হক কৃষক শ্রমিক দল গঠন করেন।

যুক্তফ্রন্ট

১৮ অগ্রহায়ণ ১৩৬০ ঃ ৪ ডিসেম্বর ১৯৫৩ তারিখ শুক্রবার ফজলুল হক, মওলানা ভাসানী ও সোহরাওয়ার্দ্দীর নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হ'লো।

ভারতের সহকারী বিদেশমন্ত্রী কবি পরিবারে

১৯ অগ্রহায়ণ ১৩৬০ ঃ ২৭ রবিয়ল আউয়ল ১৩৭৩ ঃ ৫ ডিসেম্বর ১৯৫৩ তারিখ শনিবার ভারতের সহকারী বিদেশমন্ত্রী শ্রী এ.কে. চন্দ প্রাতঃকালে কবি ও কবি-পত্নীর সঙ্গে লন্ডনে তাঁদের বাসায় গিয়ে সাক্ষাৎ করেন।

এ দিনই আরো চিকিৎসার জন্য কবি-দম্পতি ভিয়েনায় যাত্রা করলেন। লন্ডনে তাঁর মস্তিষ্কে অস্ত্রোপচার করা হয় নি। নিরাময়ের আশা ত্যাগ করেন নি ডাক্তাররা।

লন্ডনস্থিত নজরুল সাহায্য সমিতি ভিয়েনাস্থিত ভারতীয় কূটনৈতিক দূতাবাসকে কবি ও তাঁর সঙ্গীদের তত্ত্বাবধানের অনুরোধ জানিয়েছেন। কবির চিকিৎসা ও তাঁর ভারত প্রত্যাবর্তনের ব্যয় নির্বাহার্থ অর্থও প্রেরণ ক'রেছেন লন্ডনস্থিত এই নজরুল সাহায্য সমিতি, যেটির পৃষ্ঠপোষকতা ক'রেছেন লন্ডনস্থিত ভারতীয় ও পাকিস্তানী হাই কমিশনারদ্বয়।

www.pathagar.com

ভিয়েনা যাত্রা

৭ ডিসেম্বর ১৯৫৩ ঃ ২১ অগ্রহায়ণ ১৩৬০ তারিখ সোমবার আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদন ঃ

"কবি নজরুল ইসলাম

আরো চিকিৎসার্থ ভিয়েনা যাত্রা

(লন্ডন অফিস হইতে)

৫ ডিসেম্বর ভারতের সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী– এ.কে চন্দ প্রাতঃকালে কবি নজরুল ইসলাম ও তাঁহার পত্নীর সহিত তাঁহাদের বাসভবনে সাক্ষাৎ করেন। প্রায় এক মাস পর ভারতে প্রত্যাবর্তনের পূর্বে কবি-দম্পতি অদ্য ভিয়েনা যাত্রা করিয়াছেন।

কবিকে এখানে পুঙ্ক্ষানুপুঙ্ক্ষভাবে পরীক্ষা করা হইয়াছে। তাঁহার মস্তিষ্কে অস্ত্রোপচারের সংবাদ সত্য নহে এবং ঔষধ প্রয়োগ করিয়া ও অস্ত্রোপচার করিয়া তাঁহার কোনো ফল হইবার সম্ভাবনা নাই বলিয়া যে সংবাদ প্রেরিত হইয়াছে, তাহা অতিরঞ্জিত। শ্রী চন্দ তাঁহাকে দেখিয়া এবং তাঁহার স্বাস্থ্যের অপেক্ষাকৃত উন্নতি ঘটিয়াছে লক্ষ্য করিয়া আনন্দিত হন।

লন্ডনস্থিত নজরুল সাহায্য সমিতি ভিয়েনাস্থিত ভারতীয় কূটনৈতিক দূতাবাসকে কবির ও তাঁহার সঙ্গীয় ব্যক্তিদের তত্ত্বাবধানের জন্য অনুরোধ জানাইয়াছেন। লন্ডনস্থিত ভারতীয় ও পাকিস্তানী হাই কমিশনারদ্বয় এখানকার নজরুল সাহায্য সমিতির পৃষ্ঠপোষক। এই সমিতি ভিয়েনাস্থিত ভারতীয় কূটনৈতিক দূতাবাসের নিকট সরাসরি কবির চিকিৎসা ও ভারত প্রত্যাবর্তনের ব্যয় নির্বাহার্থ অর্থ প্রেরণের ব্যবস্থা করিতেছেন।"

ডাঃ ম্যাক্‌কিসক-এর মতের বিরোধিতা করিলেন জার্মানীর বন ইউনিভার্সিটির মস্তিষ্ক শল্যবিদ প্রফেসর রোয়েটগেন, ভিয়েনার মস্তিষ্ক শল্যবিদ ডাঃ হারবার্ট ক্রাউস এবং স্নায়ুবিদ্যাবিদ প্রফেসর হ্যানস্ হফ্। তিন জনেই কবির মস্তকে সেরিব্রাল অ্যানজিওগ্রাফি নামক এক্সরে পরীক্ষার পক্ষে মত প্রকাশ ক'রলেন। নোবেল পুরস্কার-প্রাপ্ত হ্বাগনার ইয়াউবোগে-এর সুযোগ্য ছাত্র ডাঃ হানস্ হফ-এর অধীনে ভর্তি করা হ'লো কবিকে।

৯ ডিসেম্বর ১৯৫৩ তারিখ বুধবার কবির ওপর সেরিব্রাল অ্যানজিওগ্রাফি পরীক্ষা করা হ'লো। ডাঃ হফ এই পরীক্ষার ফলদৃষ্টে অভিমত প্রকাশ ক'রলেন যে, কবি পিক'স ডিজিস নামক মস্তিষ্ক রোগে ভুগিতেছেন। উক্ত রোগে মস্তিষ্কের সম্মুখ ও পার্শ্ববর্তী অংশগুলো সঙ্কুচিত হ'য়ে যায়। ডাঃ হফ্ বলেন, কবির ব্যাধি এতদূর অগ্রসর হ'য়েছে যে, নিরাময়ের বিশেষ কোনো আশা নেই।

কবির ব্যবহার একটা শিশুর মতো হ'য়ে গেছে। কেক্ বিস্কুট ইত্যাদি দেখ্‌লেই খেতে চান। কোনো ছবির বই হাতের কাছে পেলে একটার পর একটা পাতা উল্টে ছবি দেখেন এবং অবশেষে বইটা টুকরো টুকরো ক'রে ছিঁড়ে বালিশের নীচে রেখে দেন। চশমা পরা কাউকে দেখলেই রেগে যান এবং অস্পষ্টভাবে উচ্চারণ করেন, "হ'লে যাও।" দরজা খোলা রাখা বরদাস্ত করতে পারেন না কবি। বলেন ঃ "বন্ধো করো।" তাঁর সামনে কেউ পায়ের ওপর পা তুলে বসলে রেগে যান এবং পা নামিয়ে নিলেই চুপ করেন। ডাঃ হফ একটা চিকিৎসাবিধি সাব্যস্থ ক'রেছেন। ওতে হয়তো বা কিঞ্চিৎ উপকার হ'তে পারে। এই চিকিৎসা কলকাতাতেও করা যাবে।"

কবির সাহায্যার্থে আবৃত্তি প্রতিযোগিতা

ইতোমধ্যে ২০ অগ্রহায়ণ ১৩৬০ ঃ ২৮ রবিয়ল আউয়াল ১৩৭৩ ঃ ৬ ডিসেম্বর ১৯৫৩ তারিখ রবিবার কলেজ স্ট্রীটে ওয়াই এস.সি.এ. হল-এ মহাজাতি মিলন মন্দিরের পরিচালনায় কবি

www.pathagar.com

নজরুলের সাহায্যার্থে আবৃত্তি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতি ঃ শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। প্রধান অতিথি ঃ প্রভাবতী দেবী সরস্বতী।

কলকাতা প্রত্যাবর্তন

রোম থেকে বিমানে কবি ২৮ অগ্রহায়ণ ১৩৬০ ঃ ৬ রবিয়সসানি ১৩৭৩ ঃ ১৪ ডিসেম্বর ১৯৫৩ তারিখ সোমবার শেষরাতে কলকাতা প্রত্যাবর্তন করেন। এ বিষয়ে আনন্দবাজার পত্রিকায় ১৭ ডিসেম্বর ১৯৫৩ ঃ ২ পৌষ ১৩৬০ তারিখ বৃহস্পতিবার প্রকাশিত প্রতিবেদন ঃ

সোমবার শেষ রাত্রে কলিকাতা প্রত্যাবর্তন

আরোগ্যের আশা তিরোহিত প্রায়

(স্টাফ রিপোর্টার)

বাঙ্গলার বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের আরোগ্য লাভের আশা ইউরোপের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ একরূপ ছাড়িয়ে দিয়াছেন। ভিয়েনায় একজন প্রখ্যাত চিকিৎসক কবিকে পরীক্ষা করিয়া এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, তাঁহার মস্তিষ্কের ঘিলু শুকাইয়া গিয়াছে। ইউরোপে ছয় মাসকাল অবস্থানের পর গত সোমবার শেষ রাত্রিতে কবি ও তাঁহার পত্নী বিমানযোগে রোম হইতে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন।

গত জুন মাসে কবি ও তদীয় সহধর্মিনীকে চিকিৎসার্থে লন্ডনে লইয়া যাওয়া হয়। লন্ডনে পাঁচজন স্নায়ু বিজ্ঞানবিদ ও মনোরোগ চিকিৎসাবিদ তাঁহাদিগকে পরীক্ষা করেন। তন্মধ্যে একজন ডাঃ ম্যাক্‌কিসক্ স্বীয় উদ্ভাবিত পদ্ধতিতে কবির মস্তিষ্কে অস্ত্রোপচার করার পরামর্শ দেন। তাঁহার মতে অস্ত্রোপচারের ফলে সম্পূর্ণ আরোগ্য না হইলেও অবস্থার কিছুটা উন্নতি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু কবি-পত্নী অস্ত্রোপচারে সম্মত হন না বলিয়া প্রকাশ।

লন্ডনে প্রায় ছয় মাসকাল অবস্থানের পর কবি ও কবি-পত্নীকে ভিয়েনায় স্থানান্তরিত করা হয়। প্রকাশ, ভিয়েনায় ডাঃ হ্যানস্ হফ্ কবিকে পরীক্ষা করিয়া এবং লন্ডনের চিকিৎসকদের রিপোর্ট দেখিয়া বলেন যে, লন্ডনে কবির রোগ ঠিক মতো নির্ণয় হয় নাই বলিয়া তাঁহার আশঙ্কা হয়। তাঁহার মতে আরো কতকগুলো পরীক্ষা করার প্রয়োজন ছিল; তাহা হয় নাই। তিনি কবির বর্তমান শারীরিক অবস্থায় তাঁহার মস্তিষ্কে অস্ত্রোপচারের বিরুদ্ধেও মত প্রকাশ করেন। ডাঃ হ্যান্স হফ্‌বব তাঁহার নিজস্ব ক্লিনিকে কবিকে মস্তিষ্কের এঙ্ক-রে, অটোগ্রাম ইত্যাদি গ্রহণ করেন। ডাক্তার হ্যানস হফ্ কবিকে কতকগুলি প্রণালীতে চিকিৎসা করার জন্য বলিয়াছেন। এই চিকিৎসা বিজ্ঞ চিকিৎসকদের দ্বারা কলিকাতাতেও হইতে পারে। সুতরাং তাঁহারা কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছেন। ভিয়েনা হইতে আরও কয়েকটি রিপোর্ট আসার পর কলিকাতায় কবির চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হইবে বলিয়া কবির পুত্র আমাকে জানান। উক্ত বিশেষজ্ঞদের এই চিকিৎসায় কবির বর্তমান অবস্থার কিছুটা উন্নতি হইতে পারে।

কবি-পত্নীকেও লন্ডনে ও ভিয়েনায় পরীক্ষা করিয়া চিকিৎসাকগণ তাঁহার পূর্ণ আরোগ্যের আশা না করিলেও উল্লেখযোগ্য উন্নতির আশা প্রকাশ করিয়াছেন। তঁহাকেও কলিকাতায় চিকিৎসা করা হইবে।

মাণিক তলায় ১৬ নং রাজেন্দ্রলাল স্ট্রীটে কবির বাসভবনে এই দিন আমি যখন উপস্থিত হইলাম তখন গোধুলি ঘনাইয়া আসিয়াছে। একটি স্বল্প পরিসর কক্ষে শয্যা বিস্তৃত, তাহার উপর কবি বসিয়া আছেন। গোধুলির অপসৃয়মান স্তিমিত আলোকে যৌবনের কবির এ বিফল অবিন্যস্ত রূপ

www.pathagar.com

প্রত্যক্ষ করলাম। প্রচণ্ড রোগের আক্রমণে তাঁহার স্বাভাবিক বুদ্ধিবৃত্তি লুপ্ত হইয়াছে। তিনি শিশুর প্রকৃতিতে ফিরিয়া গিয়াছেন। দেখিলাম, কবি খবরের কাগজ টুকরো টুকরো করিয়া এক পাশে স্তূপীকৃত করিতেছেন। সঙ্গে সঙ্গে অপরের দুর্বোধ্য অস্পষ্ট ভাষায় কি যেন বিড় বিড় করিয়া বলিতেছেন।

কবি পত্নী বলিলেন, পরিশ্রান্ত হইয়া শুইয়া না পড়া পর্য্যন্ত ইহাই কবির একমাত্র কাজ। তিনি একমনে কাগজ ছিঁড়িয়া স্তূপাকার করেন– কোন দিকে লক্ষ্য থাকে না। শুধু ঘূর্ণিত চক্ষুর বিহ্বল দৃষ্টির মধ্য দিয়া মনের অস্থিরতা ফুটিয়া ওঠে।

সন্ধ্যার অন্ধকারে অত্যন্ত ব্যথিত চিত্তেই ধীরে ধীরে কবি গৃহ হইতে বিদায় গ্রহণ করিলাম।"

অশোক বাগচীর নিবন্ধ "ভিয়েনায় নজরুল"

১২ পৌষ ১৩৬০ ঃ ১৯ রবিয়সসানি ১৩৭৩ ঃ ২৭ ডিসেম্বর ১৯৫৩ তারিখ রবিবার "যুগান্তর"-এ "ভিয়েনায় নজরুল" নিবন্ধে অশোক বাগচী লিখেছেন যে, লন্ডনের ডাঃ রাসেল ব্রেন, ডাঃ উইলিয়ম স্যারগ্যান্ট এবং ডাঃ ম্যাক্‌কিসক্ প্রমুখ প্রসিদ্ধ চিকিৎসকরা মন্তব্য ক'রেছেন ঃ প্রাথমিক চিকিৎসা অত্যন্ত অপরিমিত ও অসম্পূর্ণ হ'য়েছে। তবে অসুখটা কী সে বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মত পার্থক্য দেখা দেয়। এক দল বিশেষজ্ঞদের অভিমত ঃ কবি ইনভলুশন সাইকোসিস্ রোগে ভুগছেন। অন্য দল কলকাতার বিশেষজ্ঞদের ডায়গোনেসিসকে সমর্থন ক'রেছেন। লন্ডন ক্লিনিকে কবির মস্তিষ্কে বাতাস পুরে এয়ার এনকে ফ্যালোগ্রাফি নামক এক্স-রে পরীক্ষা করা হয়। উক্ত পরীক্ষায় প্রতিপন্ন হয় যে, কবির মস্তিষ্কের পুরোভাগ অর্থাৎ "ফ্রন্টাল লোব" দ্বয় সঙ্কুচিত হ'য়ে গেছে।

ডাঃ ম্যাক্‌কিসক্ প্রমুখ ডাক্তাররা অস্ত্রোপচার বিধি ম্যাক্‌কিসক্ অপারেশনের মারফৎ কবির মস্তিষ্কের পুরো ভাগে অবস্থিত ফ্রন্টোথ্যালমিক ট্রাক্ট নামক স্নায়ুপথ মস্তিষ্কের অপরাংশ থেকে বিচ্ছিন্ন করার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন; কিন্তু জার্মানীর বন ইউনিভার্সিটির মস্তিষ্ক শল্যবিদ্যার অধ্যাপক এর বিরোধিতা করেন।

২৭ ডিসেম্বর ১৯৫৩-র' রবিবাসরীয় "যুগান্তর"-এ প্রকাশিত অশোক বাগচীর নিবন্ধ "ভিয়েনায় নজরুল" থেকে উদ্ধৃতি ঃ

"লন্ডনের ডাঃ রাসেল ব্রেন, ডাঃ উইলিয়াম স্যারগ্যান্ট এবং ডাঃ ম্যাক্‌কিসক্ প্রমুখ প্রসিদ্ধ চিকিৎসকগণ কবিকে একাধিকবার পরীক্ষা ক'রেছেন। প্রবীণ চিকিৎসক ডাঃ রাসেল ব্রেনের মতে কবির মস্তিষ্ক বিকৃতি দুরারোগ্য। রোগীর রোগ সম্বন্ধেও লন্ডনের দুই দল বিশেষজ্ঞের মধ্যে প্রবল মতভেদ হ'য়েছে। একদল বিশেষজ্ঞ ব'লেছেন যে, রোগী 'ইনভলুশনাল সাইকোসিস' রোগে ভুগছেন। অপর দল কলিকাতায় বিশেজ্ঞদের ডায়োগোনেসিসকে সমর্থন ক'রেছেন। তবে উভয় দলীয় বিশেষজ্ঞদের মতেই প্রাথমিক চিকিৎসা অত্যন্ত অপরিমিত ও অসম্পূর্ণ হ'য়েছে। লন্ডনের 'লন্ডন ক্লিনিক' নামক হাসপাতালে কবির মস্তিষ্কে বাতাসপুরে 'এয়ার এনকেফ্যালোগ্রাফি' নামক এক্স-রে পরীক্ষা করা হয়। ঐ পরীক্ষায় প্রতিপন্ন হয় যে, কবির মস্তিষ্কের পুরোভাগ অর্থাৎ 'ফ্রন্টাল লোব'দ্বয় সঙ্কুচিত হ'য়ে গেছে। ডাঃ ম্যাক্‌কিসক্ প্রমুখ ডাক্তারগণ বলেন যে, 'ম্যাক্‌কিসক্ অপারেশন' নামক অস্ত্রোপচার বিধি দ্বারা কবির মস্তিষ্কের পুরোভাগে অবস্থিত ফ্রন্টোথ্যালামিক ট্রাক্ট নামক স্নায়ুপথ মস্তিষ্কের অপরাংশ হ'তে বিচ্ছিন্ন করা হয়, ... জার্মানীর বন ইউনিভার্সিটির মস্তিষ্ক শল্যবিদ ডাঃ হারবার্ট ক্রাউস এবং স্নায়ুবিদ্যাবিদ প্রোঃ হানস্ হফ্‌ও ডাঃ ম্যাক্‌কিসক্-এর মতের বিরোধিতা করেন। উপরিউক্ত

www.pathagar.com

তিন জনেই কবির মস্তিষ্কে সোরিএল অ্যানাজিওগ্রাফি নামক পরীক্ষা (এক্স-রে) করার পক্ষে মত প্রকাশ করেন। কবির সুহৃদগণের ইচ্ছায় কবিকে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত প্রোঃ হ্বাগনার ইউবোগে-এর সুযোগ্য ছাত্র ডাঃ হানস্ হফ্-এর অধীনে ভর্তি করা হয়। ডাঃ হফ্ এই পরীক্ষার ফলদৃষ্টে দৃঢ় মত প্রকাশ করেন যে, কবি পিক'স ডিজিস নামক মস্তিষ্কের রোগে ভুগিতেছেন। উক্ত রোগে মস্তিষ্কের সম্মুখ ও পার্শ্ববর্তী অংশগুলি সঙ্কুচিত হ'য়ে যায়। ডাঃ হফ্ বলেন যে, কবির ব্যাধি এতদূর অগ্রসর হ'য়েছে যে, নিরাময়ের বিশেষ কোনই আশা নাই। বর্তমানে কবির আচার ব্যবহার ঠিক একটি শিশুর মতো। কেক, বিস্কুট প্রভৃতি দেখলেই খেতে চান। কোনো ছবির বই হাতের কাছে পেলে একটার পর একটা পাতা উল্টে ছবি দেখেন এবং অবশেষে বইটি টুকরো টুকরো ক'রে ছিঁড়ে বালিশের নীচে রেখে দেন। চশমা পরা কোন লোক দেখলেই রেগে যান এবং অস্পষ্টভাবে বলেন, 'হ'লে যাও।' দরজা খোলা রাখা উঁনি বরদাস্ত ক'রতে পারেন না। বলেন, 'বন্ধো করো।' কেউ যদি কবির সামনে পায়ের উপর পা তুলে বসে থাকেন তবে তিনি রেগে যান এবং পা নামিয়ে নিলেই চুপ করেন। ডাঃ হফ্ একটি চিকিৎসাবিধি সাব্যস্ত ক'রেছেন। ওতে হয়ত কিঞ্চিৎ উপকার হ'তে পারে। এই চিকিৎসা কলকাতাতে থেকেও করা চ'লবে।"

শেরে বাঙলা কলকাতায়

শবেবরাতের বারো দিন পর ১৭ বৈশাখ ১৩৬১ ঃ ৩০ এপ্রিল ১৯৫৪ ঃ ২৬ শাবান ১৩৭৩ তারিখ শুক্রবার পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী শের-ই-বাঙলা আবুল কাসেম ফজলুল হক কলকাতায় এলেন।

কলকাতার নেতাজী ভবনে শের-ই-বাঙলা

এর তিন দিন পর ২০ বৈশাখ ১৩৬১ ঃ ৩ মে ১৯৫৪ ঃ ২৯ শাবান ১৩৭৩ তারিখ সোমবার পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী শের-ই বাঙলা আবুল কাসেম ফজলুল হক কলকাতার নেতাজী ভবনে উক্তি করেন ঃ "পাক-ভারতের বিভাগ কৃত্রিম। ভারতের ভবিষ্যৎ ইতিহাস গঠন ক'রবে।"

কলকাতার গ্র্যান্ড হোটেলে শের-ই-বাঙলা

ঠিক এরই অব্যবহিত পর দিন ২১ বৈশাখ ১৩৬১ ঃ ৪ মে ১৯৫৪ ঃ ৩০ শাবান ১৩৭৩ তারিখ মঙ্গলবার কলকাতার গ্রান্ড হোটেলে পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী শের-ই-বাঙলা আবুল কাসেম ফজলুল হক উক্তি করেন ঃ "পাকিস্তান' শব্দের কোনো অর্থ হয় না।"

কবি নজরুল ইসলামের ব্যাপারে শের-ই বাঙলার কোনো উদ্বেগের প্রমাণ পাওয়া যায় না।

১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৬১ ঃ ২৫ মে ১৯৫৪ ঃ ২১ রমজান ১৩৭৩ তারিখ মঙ্গলবার কবির ৫৫ তম জন্ম বার্ষিকী অর্থাৎ ৫৬ তম জন্ম দিবস।

www.pathagar.com

কবি যে পরিস্থিতিতে :: ইউরোপ থেকে ফেরার পর

ইউরোপে যে কবির ব্যাপক চিকিৎসার বন্দোবস্ত হয়েছিলো, এমনটা হয়তো বলা চলে না। তাঁর চিকিৎসা সেখানেও সঠিক হয়েছিলো কিনা সেটাও অবশ্য বলা মুস্কিল। তবে দীর্ঘ এগারো বছর বাদে অতিরিক্ত বিলম্বে হ'লেও কবিকে চিকিৎসার্থে সেখানে নিয়ে যাওয়াটা যে একটা উপযুক্ত উদ্যোগ ছিলো সে কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। কিন্তু এটাও নজর এড়ায় না যে, কবির চিকিৎসার কোনো সুষ্ঠু ও স্থায়ী উদ্যোগ এ যাবৎ নেওয়া হয় নি। অন্ততঃ একটি নজরুল ভবন নির্মাণ ক'রে সেখানে কবি পরিবারের সুস্থভাবে আহার, বস্ত্র, চিকিৎসা ও বাসস্থানের বন্দোবস্ত করা যেতো। সেখানে একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠার মারফৎ কাজী নজরুল ইসলামের বিশাল সৃষ্টির সব কিছু এবং তাঁর জীবনীর নানান উপাদান সময় থাকতে উদ্ধার ও সংস্করণের উপযুক্ত উদ্যোগও নেওয়া যেতো। এ সব কিছুই না হওয়ার মূলে বিদ্যমান উপ-মহাদেশের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সঙ্কট। রাজনৈতিক সিদ্ধান্তই এ যাবৎ সংস্কৃতিকে প্রভাবিত ক'রে আসছে। রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত হিন্দুরা নেন তাদের ধর্মীয় সম্প্রদায়ের স্বার্থে আর মুসলমান নেতৃবৃন্দ নেন নিজ নিজ ব্যক্তিগত মুনাফা হাসিলের তাগিদে। তাই এই জাতীয় কবির বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করার অবসর বাঙলার মুসলমান নেতারাও কোনো দিন পান নি। বাঙালী জাতীয়তাবাদের কথা বলার সময়েও নয়।

হিন্দু-মুসলমান প্রভৃতি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের অবিভক্ত বাঙলাকে যখন বাঙলাদেশ বানানো সম্ভব হ'লো না, তখন দেড় দশক পর পূর্ব পাকিস্তানকে বাঙলাদেশ বানানোর দিকে নজর দিলেন শের-ই বাঙলা আবুল কাসেম ফজলুল হক। উনিশ শ' চল্লিশ-এক চল্লিশে বাঙলাভাষীদের মধ্যে ষাট শতাংশ ছিলেন মুসলমান। বাঙলার প্রধানমন্ত্রী তখন কেবল কোনো মুসলমানই হ'তে পারতেন। বাঙলাভাষীদের তরফে তখন দিল্লীর তখ্‌তে আসীন হওয়ার চিন্তাটাও কোনো অবাস্তব ব্যাপার ছিলো না। এ সব নানান দিক দিয়ে বাঙলা বিভাগ হিন্দু স্বার্থের অনুকূলে গেলো।

তদুপরি এক সময়কার অধঃস্তন বগুড়ার মোহাম্মদ আলীকে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সারা পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে বরদাস্ত করাটা পূর্ব পাকিস্তানের তৎকালীন মুখ্য মন্ত্রী শের-ই বাঙলা আবুল কাসেম ফজলুল হকের পক্ষে সম্ভব হয় নি। তখন পূর্ব বঙ্গের মোট জনগণের নব্বুই শতাংশ মুসলমান। ফজলুল হক শেষ পর্যন্ত এই পূর্ব বঙ্গকেই বাঙলাদেশ বানাতে চাইলেন। হয়তো আশা ক'রেছিলেন যে, এর ফলে বিভক্ত বাংলার মসনদে তিনি একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার ক'রতে পারবেন। যুক্ত বাঙলা বা উভয় বাঙলার সংযুক্তি হিন্দুরা যখন তাদের আর্থ-সাংস্কৃতিক স্বার্থের প্রেক্ষিতে অনাকাঙ্ক্ষিত মনে করেন তখন কেবল বিভক্ত বাঙলাকেই বাঙলাদেশ করা চলে। উপমহাদেশের সব মুসলমানের আর্থ-সাংস্কৃতিক নিরাপত্তার সংস্থান ক'রে পাকিস্তান নির্মাণ করতে পারেন নি কায়েদ-ই আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ। আদর্শ এবং এর বাস্তবায়নের মধ্যে একটা ফারাক থেকেই গিয়েছিল। ফজলুল হক ঠিক এর বিপরীত মেরুতে আর একটা ভুলের সূত্রপাত ক'রলেন। অবিভক্ত বাঙলার একটা খন্ডিত অংশকে তিনি বাঙলাদেশ বানাতে চাইলেন। সেখানে বাঙলাভাষী সবার তো নয়ই, বাঙলাভাষী সমস্ত মুসলমানেরও স্থান সঙ্কুলান হওয়ার নয়। এভাবে উপমহাদেশের মৌল সমস্যাদি এ যাবৎ অমীমাংসিতই র'য়ে গেলো। তাই জাতীয় কবির জন্মদিনে সেখানে তাঁর বিষয়ে নয়, অন্য বিষয়ে চিন্তা!

১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৬১ ঃ ২৬ মে ১৯৫৪ তারিখ বুধবার ৩৩ শ বর্ষ ঃ ৬৮ তম সংখ্যা আনন্দবাজার পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় প্রতিবেদন ঃ

www.pathagar.com

"পাক প্রধান মন্ত্রীর সহিত হক সাহেবের উত্তেজনাপূর্ণ বৈঠক
শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার প্রশ্নে কেন্দ্রের হস্তক্ষেপে অসন্তোষ প্রকাশ
বৃহস্পতিবার পুনরায় বৈঠক হওয়ার সম্ভাবনা

করাচী, ২৫ মে– পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জনাব মহম্মদ আলীর সহিত পূর্ববঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জনাব এ.কে. ফজলুল হক এবং পূর্ববঙ্গ মন্ত্রিসভার অপরাপর কয়েকজন সদস্য অদ্য এক বৈঠকে মিলিত হন। বৈঠক শেষ হইবার পর পূর্ববঙ্গের মন্ত্রিসভা মহলে জানা গেল যে, এই বৈঠক তীব্র উত্তেজনাপূর্ণ হইয়াছে এবং উহাকে কোনো মতেই হৃদ্যতাপূর্ণ বৈঠক বলা যায় না।

আরও জানা গেল যে, "নিউ ইয়র্ক টাইমস"-এর প্রতিনিধির সহিত জনাব হকের সাক্ষাৎকার এবং পূর্ব পাকিস্তানের কম্যিউনিষ্ট সমস্যাই এই বৈঠকের প্রধান আলোচ্য বিষয়।

প্রকাশ, উক্ত সাক্ষাৎকারকালে পূর্ববঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী নাকি বলিয়াছেন যে, তাঁহার প্রদেশ স্বাধীন হইতে চাহে। কিন্তু জনাব হক এই কথা রুষ্টভাবে অস্বীকার করেন। এই বিষয়ে পাক সরকারের এক ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, প্রধানমন্ত্রী মহম্মদ আলী গতকল্য জনাব ফজলুল হক ও নিউ ইয়র্ক টাইমস্-এর প্রতিনিধির মধ্যে এক সাক্ষাৎকারের আয়োজন করেন। সেই সময় পূর্ববঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী যে সব উক্তি করিয়াছেন, উহার কিছু কিছু তিনি পরে মিথ্যা বলিয়া অস্বীকার করিয়াছেন। উক্ত প্রতিনিধি অবশ্য বলিয়াছেন যে, এই সাক্ষাৎকারের যে বিবরণ তিনি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, উহার এক বিন্দুও মিথ্যা নহে। কাজেই উহা হইতে একটি কথাও তিনি বাদ দেন নাই।

পাক প্রধানমন্ত্রীর সহিত অদ্যকার বৈঠককালে জনাব ফজলুল হক অতিশয় দৃঢ় মনোভাব অবলম্বন করেন এবং তাঁহাকে বলেন, যেখানেই আমাদের মধ্যে দেখা হয়, তখনই দেখিতেছি, আপনি আমাদের দেশ প্রীতিতেই সন্দেহ করেন। ইহাই যদি আপনার মনোভাব হইয়া থাকে, তবে অযথা আলোচনা করিয়া লাভ নাই।"

পূর্ববঙ্গ মন্ত্রিসভার অপর একজন সদস্য এইরূপ বলিয়াছেন যে, প্রদেশের আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার প্রশ্নে তাঁহারা কেন্দ্রের হস্তক্ষেপ পছন্দ করেন না। কম্যুনিষ্ট, মৌলানা বা অন্যান্য যাহারা আইন ভঙ্গ করিবে, তাহাদের শায়েস্তা করিতে তাঁহারা জানেন।

জনাব হক ও পূর্ববঙ্গ মন্ত্রিসভার অপরাপর সদস্যগণ শুক্রবার পর্য্যন্ত ঢাকা যাত্রা স্থগিত রাখিয়াছেন। বৃহস্পতিবার তাঁহারা সম্ভবতঃ পুনরায় পাক প্রধান মন্ত্রির সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। আরও প্রকাশ পূর্ববঙ্গে গভর্নর রাজ প্রবর্তনের প্রশ্ন লইয়া কোনো আলোচনা হয় নাই।"

পাকিস্তান কায়েম হওয়ার সাত বছর আগেই ফজলুল হক এর শিকড় আলগা ক'রে দিয়েছিলেন। পাকিস্তান কায়েম হওয়ার পর একটা সময় গদ্দীনসীন থাকা অবস্থায় তিনি এর শিকড় সম্পূর্ণ উপড়ে ফেলে দেন। শিকড়হীন এই গাছটিকে উল্টে ফেলার কাজটি সোহরাওয়ার্দী সাগরেদ শেখ মুজিবুর রহমান পরবর্তীকালে সমাধা করেন। ফলে জাতীয় সত্তার ক্ষেত্রে পূর্ববঙ্গের বাঙলাভাষী মুসলমানরা সম্পূর্ণ উন্মূল ও অনিকেত হ'য়ে পড়েন। পূর্ব বঙ্গের বাঙলাভাষী এই উন্মূল মুসলমানদের-কে স্বীয় জাতীয় সত্তায় পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রথম উদ্যোগ নেন প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোস্তাক আহমদ ও প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান। অবশ্য আর্থ-সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গসহ ভারতের অন্যান্য এলাকার বাঙলাভাষী মুসলমানদের অনিকেত ও উন্মূল অবস্থার কোনো হের-ফের হ'লো না। ভারতের বাঙলাভাষী মুসলমানদেরকে তাদের আপন সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন করার প্রক্রিয়া বহাল থাকলো। নজরুল পরিবারের দুরাবস্থার প্রতি

www.pathagar.com

নজর না দেওয়ার কারণসমূহ বিশ্লেষণ এবং ফজলুল হকের রাজনীতির মূল্যায়ন প্রসঙ্গে এ সব কিছুই উল্লেখের দাবী রাখে।

১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৬১ ঃ ২৬ মে ১৯৫৪ তারিখ বুধবার আনন্দবাজার পত্রিকার উক্ত সংখ্যায় প্রথম পৃষ্ঠাতেই খবরঃ

মিঃ ফজলুল হকের বিরুদ্ধে টাইমস্ অব করাচী পত্রিকার বিষোদ্গার

হক সরকারের অপসারণ ও পূর্ব বঙ্গে সামরিক শাসনের দাবী

করাচী, ২৫ মে– আজ করাচীর প্রভাতী সংবাদপত্র "টাইমস অব করাচী" পূর্ব বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জনাব ফজলুল হককে "দেশের অভ্যন্তরে আসল দুষমন" আখ্যা দিয়ে তাঁহার বিরুদ্ধে "কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যবস্থা" অবলম্বনের দাবী জানাইয়াছে।

উক্ত পত্রিকার "ব্যবস্থা অবলম্বনের উপযুক্ত সময়" শীর্ষক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে জনাব হকের সহিত "নিউ ইয়র্ক টাইমস্" পত্রিকার সংবাদাদাতার সাক্ষাৎকারের বিবরণ আলোচিত হইয়াছে। 'নিউ ইয়র্ক টাইমস্' পত্রিকার সংবাদদাতা বলিয়াছেন যে, জনাব হক পূর্ববঙ্গের স্বাধীনতা চান। জনাব ফজলুল হক কিন্তু উক্ত সংবাদ মিথ্যা ও বিকৃত বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

"টাইমস্ অব্ করাচী" পত্রিকা লিখিয়াছে ঃ

"আজ কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট যে, আহ্বান আসিয়াছে তাহা বহিরাক্রমণ প্রতিরোধের দাবী নয়, রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে শত্রু দমনের দাবী। মিঃ হকের মধ্য দিয়া আসল শত্রু প্রকাশ পাইয়াছে। সুতরাং কেন্দ্রীয় সরকার তাঁহার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করুন। বর্তমান কর্তৃত্বের পদ হইতে তাঁহাকে এবং তাঁহার সরকারকে অপসারিত করুন। ..... সৈন্য বাহিনীর উপর প্রদেশের (পূর্ব বঙ্গের) ভার অর্পিত হউক।"

এক পক্ষকাল পূর্বে সংবাদ পত্রটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখিয়াছিল, কলিকাতায় বক্তৃতাবলীর জন্য মিঃ হকের দেশদ্রোহিতার বিচার হওয়া উচিত, কারণ মিঃ হক বলিয়াছেন, যাহারা ভারত বিভাগ করিয়াছে তাহারা ভারতের শত্রু। এ বৎসরের প্রথম দিকে পূর্ববঙ্গে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবার পূর্বে পাক-প্রধান মন্ত্রী মিঃ মুহম্মদ আলী এক বিবৃতিতে বলিয়াছিলেন, মিঃ হকের যুক্ত ফ্রন্ট ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইলে মুসলিম লীগ শাসিত কেন্দ্র ও যুক্তফ্রন্ট শাসিত পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে অনৈক্য ঘটা স্বাভাবিক। মিঃ হকের পার্টি পূর্ববঙ্গে মুসলিম লীগকে পর্যুদস্ত করিলে মিঃ মহম্মদ আলী বলিয়াছিলেন, "অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় পূর্ববঙ্গ সরকার কেন্দ্রের পূর্ণ সহযোগিতা পাইবেন।"

কিন্তু গত কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া পশ্চিম পাকিস্তানের সংবাদপত্র ও রাজনীতিকরা মিঃ হকের সরকারের তীব্র সমালোচনা করিতেছেন এবং পূর্ববঙ্গে সামরিক আইন জারী অথবা বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে গভর্ণরের শাসন প্রবর্ত্তনের দাবী জানাইতেছেন।"

ভারতে পশ্চিমা ধাঁচের গণতন্ত্র যে এক রকম টিকে আছে এর অন্যতম কারণ আপাত দৃষ্টিতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে সাইনবোর্ডগত পার্থক্য যা-ই থাকুক না কেন, শাসক গোষ্ঠী নিজ ধর্মীয় সম্প্রদায়ের জনগণের কায়েমী স্বার্থ বজায় রাখার ব্যাপারে অনড় ও ঐক্যবদ্ধ। অন্যদিকে মুসলিম নেতৃবৃন্দের অনেকেই ব্যক্তিগত স্বার্থের বাইরে কওমের হিত সাধনের বিষয়ে চিন্তা করাটা অতিরিক্ত উদারতা কিংবা সম্প্রদায়িকতা ব'লে বিবেচনা করেন। সে জন্য দুর্দিনে প্রতিবেশী মুসলিম দেশগুলোর শেষ সম্বল হয় সামরিক শাসন। এর বিপরীত মেরুতে ঠিক অনুরূপ পরিস্থিতিতে প্রতিবেশী সম্প্রদায় ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের দস্তমোবারককে মজবুত

www.pathagar.com

করার জন্য একটি বিশেষ জাতীয়তাবাদী দলকে অধিক সংখ্যায় ভোট দিতে তৎপর হয়। উপমহাদেশের রাজনীতিতে এই সাম্প্রদায়িক বিবেচনাই যে শেষ সত্য, ফজলুল হক তা বিস্মৃত হ'য়েছিলেন।

আনন্দবাজার পত্রিকায় এই ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৬১ ঃ ২৬ মে ১৯৫৪ তারিখেই পঞ্চম পৃষ্ঠায় খবর ঃ

"স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান
নিউ ইয়র্ক টাইমসের বিভ্রান্তিকর প্রচারণা
পূর্ব বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মিঃ ফজলুল হকের বিবৃতি

করাচী, ২৫ শে মে,– নিউ ইয়র্ক টাইমসের রবিবাসরীয় সংখ্যায় এই মর্মে এক খবর প্রকাশ করা হইয়াছে যে, পূর্ববঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মিঃ এ. কে ফজলুল হক স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান দেখিতে চাহেন। মিঃ হক অদ্য এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়া উক্ত খবরকে 'মিথ্যা ও বিভ্রান্তিকর' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

নিউ ইয়র্ক টাইমসে প্রকাশ করা হইয়াছে যে, মিঃ হক "পূর্ব পাকিস্তান' স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হউক, তাহা তিনি চাহেন।' মিঃ হকের সহিত শনিবার নিউ ইয়র্ক টাইমস্ ও রয়টারের সংবাদদাতারা সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদের নিকট এই প্রকার কথা বলিতেই পারেন না।

সাক্ষাৎকারকালে তিনি যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, তৎসম্পর্কে পৃথকভাবে প্রতিবাদ না করিয়া অবস্থা পরিষ্কার করিবার উদ্দেশ্যে এই বিবৃতি দিতেছেন। তিনি বলেন যে, সাক্ষাৎকালে তিনি বলিয়াছিলেন যে, পূর্ব পাকিস্তান পাকিস্তানের স্বয়ং শাসিত অঞ্চল হইবে। 'উহাই আমাদের আদর্শ এবং উহার জন্য আমরা লড়িব।' তিনি বলেন যে, কোন সময়ই আমাদের আদর্শ স্বাধীনতা তাহা তিনি বলেন নাই।

মিঃ ফজলুল হক বলেন যে, সাক্ষাৎকারের সময় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা হয়। তখন তিনি এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, আক্রান্ত হইলে 'আমরা পশ্চিম পাকিস্তানের নিকট হইতেই সাহায্যের প্রত্যাশা করিব', কিন্তু যদি পশ্চিম পাকিস্তান হইতে সে সাহায্য না পাওয়া যায়, তা হইলে আমরা 'আমাদিগকে সাহায্য করিব।'

পূর্ব বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমি বলিয়াছি যে, পূর্ব পাকিস্তানীরা প্রথম শ্রেণীর নাবিক।'

নিউ ইয়র্ক টাইমসের বিবরণে বলা হইয়াছে, 'পাকিস্তান ব্যবচ্ছেদ সম্পর্কে আলোচনা হইয়াছে, উহার ফলে উপমহাদেশের দুই জাতি তত্ত্ব উড়িয়া যাইবে এবং কাজেই ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুরই জয় হইবে। মিঃ ফজলুল হক বাঙ্গালী নৌবাহিনী গঠন সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন।

মিঃ হক বলেন, '২৪শে মে সকালে এই সাক্ষাৎকার ও আলোচনা হইয়াছে। প্রধান মন্ত্রীর সহিতই সাক্ষাৎ করিতে এই দুই সংবাদদাতা আসিয়াছিলেন। নিউ ইয়র্ক টাইমসের সংবাদদাতা স্বীকার করিয়াছেন যে, আমি স্বাধীনতা সম্পর্কে কোন কিছু বলি নাই, তবে তিনি আমার কথাবার্তা হইতে তাহা ধারণা করিয়া লইয়াছেন।'

নিউ ইয়র্ক টাইমসের সংবাদদাতা জনাব ফজলুল হকের সহিত সাক্ষাৎকারের বিবরণের বলিয়াছেন "মিঃ হক অশীতিপর বৃদ্ধ এবং তাঁহার রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা অর্ধশতাব্দীর। বর্তমানে তিনি পূর্ব বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলিয়াছেন, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে সহস্রাধিক মাইল ব্যবধানের জন্যই ৪ কোটি ২০ লক্ষ বাঙালী স্বাধীনতা চায়।"

www.pathagar.com

" আমার সহিত দুই ঘন্টাব্যাপী আলোচনার সময় মিঃ হক উক্ত দুই অঞ্চলের (পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান) সংস্কৃতি ও অর্থনীতিগত কয়েকটি পার্থক্যের কথা বলেন। তন্মধ্যে ভাষাগত পার্থক্য অন্যতম (পূর্ব পাকিস্তানে বাঙ্গলা ভাষা এবং পশ্চিম পাকিস্তানে অধিকাংশ অঞ্চলে উর্দ্দু ভাষার ব্যবহার)। বিমানে যাতায়াত ছাড়া ভারতের মধ্য দিয়া নিজেদের যাতায়াতের পথ ("করিডর") নাই, রাজস্বেরও সামঞ্জস্য নাই, এ কথাও তিনি বলেন।"

বোঝা যায়, বাঙলাদেশী জাতীয়তাবাদের আসল জনক বঙ্গবন্ধু নয়, শের-ই-বাঙলা।

নজরুল জন্মজয়ন্তী

১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৬১ ঃ ২৫ শে ১৯৫৪ তারিখ মঙ্গলবার আনন্দবাজার পত্রিকায় তৃতীয় পৃষ্ঠায় পঞ্চম কলমে "সভা সমিতির বিজ্ঞপ্তি" ঃ

"নজরুল জন্ম জয়ন্তী– অদ্য ২৫ মে মঙ্গলবার হাই কমিশন অফিস, ৯, সার্কাস এভিনিউ-এ কবি নজরুলের ৫৬তম জন্ম দিবস উদযাপিত হইবে। সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন কবি নরেন্দ্র দেব। শ্রী পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় এবং কাজী আবদুল ওদুদ কবির জীবনী সম্পর্কে আলোচনা করিবেন।"

ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট

বিদ্রোহী কবি নজরুলের জন্ম দিবস– অদ্য ১১-ই জ্যৈষ্ঠ, মঙ্গলবার (ইং ২৫ শে মে) অপরাহ্ন ৬ ঘটিকায় "নজরুল জন্মোৎসব কমিটির" উদ্যোগে ৭নং বঙ্কিম চাটার্জী স্ট্রীট, কলেজ স্কোয়ারস্থিত কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে বিদ্রোহী কবির ৫৬ তম জন্মোসব অনুষ্ঠিত হইবে। এই উৎসবে আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত চপলাকান্ত ভট্টাচার্য্য সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন। অধ্যাপক ডাঃ সুধীর কুমার দাশগুপ্ত, অধ্যাপক শ্রী জগদীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রী জগদানন্দ বাজপেয়ী, মুজফফর আহমদ প্রভৃতি সুধীবৃন্দ কবির জীবন ও কাব্য আলোচনায় অংশ গ্রহণ করিবেন। বিভিন্ন শিল্পীবৃন্দ কবির রচিত সঙ্গীত পরিবেশন করিবেন।"

আদমজী জুটমিলে

১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৬১ ঃ ২৫ মে ১৯৫৪ তারিখ মঙ্গলবার আনন্দবাজার পত্রিকায় পঞ্চম পৃষ্ঠায় সপ্তম ও অষ্টম কলমে প্রতিবেদন ঃ

আদমজী জুটমিল এলাকার ঘটনাবলীর বর্ণনা

জনাব ফজলুল হকের বিবৃতি

করাচী, ২৩ শে মে– পূর্ব বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জনাব এ.কে. ফজলুল হক দেড় পৃষ্ঠাব্যাপী এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়া নারায়ণগঞ্জের আদমজী জুট মিল এলাকার ঘটনাবলী সম্পর্কে করাচী সংবাদপত্রসমূহের বিকৃত তথ্য পরিবেশনের তীব্র নিন্দা করিয়াছেন। তিনি বিবৃতি প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "আমি (শুক্রবার) করাচী আসিয়া বিস্মিত হইলাম, করাচীর ইংরেজী ও দেশীয় ভাষার সংবাদপত্রগুলি ইচ্ছা করিয়াই আসল সমস্যা ঘুলাইয়া দিবার জন্য বেপরোয়াভাবে প্রচারকার্য শুরু করিয়াছেন। আমি আদমজী জুল মিলের প্রকৃত ঘটনাবলী এখানে বিবৃত করিব।"

"দাঙ্গার পটভূমিকা

জনাব হক দাঙ্গার পটভূমিকা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, ঢাকায় আমার মন্ত্রিসভার অতিরিক্ত মন্ত্রীদের শপথ গ্রহণের দিন এই দাঙ্গা হইয়াছিল। সেই দিনই আমার এক সহকর্মী সংবাদ পান, মিল এলাকায় (ঢাকা হইতে ১২ মাইল দূরে) গোলযোগ আসন্ন। কিন্তু যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থা খারাপ ছিল বলিয়া তিনি সকাল ৯টা কি সাড়ে ৯ টার পূর্বে সেখানে পৌছাইতে পারেন নাই।

www.pathagar.com

তিনি তাড়াতাড়ি মিলের অফিসারদের কাছে যাইয়া কথা বলিতেছেন এমন সময় সেখানে দাঙ্গা ও হত্যাকান্ডের সংবাদ আসিয়া পৌঁছিল। যে সব স্থানে দাঙ্গা বাধিয়াছিল সেখানে তাঁহাদের ছুটিয়া যাইবার পূর্বেই দুর্বৃত্তরা ক্ষতি করিয়া সরিয়া পড়িয়াছিল এবং হত্যাকান্ডের প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছিল।

তখন মন্ত্রী সেখানে উপস্থিত পুলিশ ও মিলের অফিসারদিগকে বলেন, অবস্থা আয়ত্ত্বে আনিবার জন্য যে ব্যবস্থাই আপনারা যুক্তিযুক্ত মনে করিবেন তাহাই অবলম্বন করিবেন।

সুতরাং আমি এই সব প্রকৃত তথ্য হইতে নিম্নোক্ত ঘোষণা করিতেছি ঃ

(১) পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সম্পাদক বলিয়াছেন, দাঙ্গাস্থলে মন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার এই সংবাদ সম্পূর্ণ মিথ্যা। প্রকৃতপক্ষে মন্ত্রী মহোদয় দুই এক মাইর দূরে ছিলেন এবং ঘটনা শেষ না হইয়া যাইবার পূর্বে তিনি কোনো সংবাদ পান নাই।

(২) পুলিশ ইন্সপেক্টর জেনারেল ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সেখানে ছিলেন, এ সংবাদ সত্য নহে। কারণ একজন অসুস্থ ছিলেন আর অপরজন সদরে বাহির হইয়া গিয়াছিলেন।

(৩) এই দাঙ্গায় বা পরিস্থিতির উপর কলিকাতায় প্রদত্ত আমার সাম্প্রতিক বক্তৃতাবলীর প্রভাব আছে ইহা বিদ্বেষপ্রসূত মিথ্যা কথা ছাড়া আর কিছুই নহে। একদল বাঙ্গালী মুসলমান ও অবাঙ্গালী মুসলমান ক্রোধে উত্তেজিত হইয়া নৃশংসভাবে পরস্পরকে হত্যা করিয়াছে ইহাই আসল ব্যাপার। হয়ত পূর্ব হইতেই কোনো উস্কানি দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু কি অবস্থায় উহা ঘটিয়াছিল তাহা এখনও পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই।

কলিকাতায় প্রদত্ত আমার বক্তৃতাবলী সম্পর্কে এই কথাই আমি বলিতে পারি যে, বিভিন্ন সংবাদপত্রে আমার বক্তৃতার পারম্পর্য না রাখিয়া যেখান সেখান হইতে অংশ বিশেষ প্রকাশ করা হইয়াছে। সুতরাং ইহার ফলে বিপরীত অর্থই প্রকাশ পাইয়াছে। সংবাদপত্রের রিপোর্টাররা নিজেদের ইচ্ছামত সংবাদ প্রকাশ করিয়াছেন; বিবৃতি প্রকাশের পূর্বে আমার সহিত তাঁহারা কখনই পরামর্শ করেন নাই। সমস্ত সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদ করা আমার পক্ষে সম্ভবপর নয়; কারণ তাহা হইলে বিভিন্ন স্থানে প্রকাশিত সমুদয় সংবাদপত্র পাঠ করিয়া আমাকে প্রতিবাদ পাঠাইতে হয়। ইহা মানুষের পক্ষে কখনই সম্ভব নহে।

প্রধানমন্ত্রীকে ঢাকা হইতে অনুরোধ

বিবৃতির উপসংহারে জনাব হক বলেন, আমি দৃঢ়তার সহিত এই কথা বলিতে চাই যে, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী মিঃ মহম্মদ আলীর এখনই ঢাকা ও চট্টগ্রাম যাইয়া তথ্যানুসন্ধান করা উচিত। যতদিন থাকা প্রয়োজন হইবে ততদিন তাঁহার সেখানে থাকা উচিত; কারণ পূর্ব পাকিস্তানের কি ঘটিতেছি এবং কিভাবে অবস্থা আয়তে আনা যাইতে পারে তাহা জানাই দুনিয়ার সব চাইতে বড় কাজ।

সব কিছুরই জন্য যুক্ত ফ্রন্টকে (যাহা পূর্ববঙ্গে সরকার পরিচালনা করিতেছেন) দায়ী করা মুসলিম লীগের (যাহা কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালনা করিতেছেন) নীতি। কিন্তু এই নীতির কোনো অর্থ হয় না। সুতরাং উহা উপেক্ষণীয়।

দেশবাসীর মুখে আজ এরূপ মন্তব্য শুনা যাইতেছে যে, প্রধানমন্ত্রী যদি তুরস্ক যাইবার সময় পান (মিঃ মহম্মদ আলীর ৩০শে মে ইউরোপ ও তুরস্ক যাইবার কথা) এবং ইউরোপ ও আমেরিকার প্রসিদ্ধ স্থান দেখিবারও যদি সুযোগ পান, তবে তিনি নিশ্চয়ই মাতৃভূমি পূর্ব পাকিস্তান ভ্রমণও করিতে পারেন।

www.pathagar.com

প্রেস নোটের প্রতিবাদ

জনাব হক ঢাকায় প্রকাশিত তাঁহার সরকারের প্রেস নোটেরও প্রতিবাদ করিয়া বলেন, "আমি এই মাত্র জানিতে পারিলাম যে, পূর্ববঙ্গ সরকার এক প্রেস নোটে বলিয়াছেন, আদমজী জুট মিলের পরিচালকবৃন্দ মিলকর্মচারী নিয়োগ, পদোন্নতি, বেতন ও অন্যান্য ক্ষেত্রে কোনো প্রকার বৈষম্য দেখান নাই। আমি শুধু এই কথাই বলিতে পারি যে, আমার অজ্ঞাতে ও অনুপস্থিতিতে এই বিবরণ প্রকাশ করা হইয়াছে, উহাতে আমার সম্মতি নাই। ইহা পূর্ববঙ্গ সরকারের বিবৃতি নহে।

পি.টি.আই"

"হক-আলি বৈঠক

করাচী, ২৪ শে মে- আজ এখানে পাক প্রধানমন্ত্রী মিঃ মহম্মদ আলী ও পূর্ববঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জনাব এ. কে. ফজলুল হক পূর্ববঙ্গের জুট মিলের দাঙ্গাজনিত পরিস্থিতির আলোচনা করেন। জনাব হকের সহিত তাঁহার ৪ জন সহকর্মী মন্ত্রীও ছিলেন।

গত শনিবার পাক মন্ত্রিসভায় জনাব হক উক্ত বিষয়েই আলোচনা করিয়াছিলেন।

জেনারেল ম্যানেজার কর্তৃক মিঃ হকের বিবৃতির প্রতিবাদ

করাচী, ২৪ শে মে– নারায়ণগঞ্জস্থিত আদমজী জুট মিলের দাঙ্গার সময়ে পূর্ববঙ্গের কোন মন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন না, এই মর্মে পূর্ববঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মিঃ ফজলুল হক যে বিবৃতি দিয়াছেন, মিলের জেনারেল ম্যানেজার রাত্রিতে এখানে প্রচারিত এক বিবৃতিতে উহার প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন– 'শ্রম মন্ত্রী মিঃ আজিজুল হক হত্যাকান্ড চলিতে থাকিতে দেখিয়াছেন।'

তিনি আরও বলিয়াছেন, "দাঙ্গার সময়ে যথেষ্ট পুলিশ ফৌজ উপস্থিত ছিল, কিন্তু উপস্থিত অফিসারগণ এইরূপ কোন আদেশ (গুণীবর্ষণের) না দিয়া দাঙ্গা চলিতে থাকিতে দেখিয়াছেন।"

বর্তমান পাকিস্তানী সংবাদপত্রসমূহে দাঙ্গা সম্বন্ধে পরস্পর বিরোধী সংবাদ প্রকাশিত হইতেছে। পূর্ববঙ্গ সরকার তিন জন সদস্য লইয়া গঠিত এক কমিশনকে দাঙ্গা সম্বন্ধে তদন্ত করিয়া এক রিপোর্ট দাখিল করিবার আদেশ দিয়াছেন।

সংবাদপত্রের রিপোর্টসমূহে দাঙ্গায় পাঁচ শতাধিক লোক নিহত হইয়াছে বলিয়া (খবর) প্রকাশিত হইয়াছে।

পি.টি.আই"

স্পষ্টতই বোঝা যায় যে, বাঙলাভাষী ও উর্দূভাষী মুসলমানদের মধ্যে পূর্ব পরিকল্পিত এই ভ্রাতৃঘাতী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার এক ব্যাপক ষড়যন্ত্রের অঙ্গ।

১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৬১ ঃ ২৫ মে ১৯৫৪ তারিখ মঙ্গলবার আনন্দবাজার পত্রিকায় পঞ্চম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত প্রতিবেদন ঃ

কলিকাতাকে বিচ্ছিন্ন করিবার প্রস্তাব

(স্টাফ রিপোর্টার প্রদত্ত)

সোমবার সন্ধ্যায় কলিকাতায় এক সাংবাদিক বৈঠকে পশ্চিম বঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সীমানা পুনর্গঠন সাব কমিটির সেক্রেটরী শ্রী বিমল চন্দ্র সিং বলেন, "যাহারা কলিকাতাকে পশ্চিম বঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লওয়ার চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহারা শুধু পশ্চিম বঙ্গেরই ক্ষতি করিতেছেন না, পরন্তু ভারতবর্ষ এবং নিজেদের সাধন করিতেছেন। ইহা আজগুবী ও অবাস্তব প্রস্তাব।"

www.pathagar.com

সোমবার নয়াদিল্লীতে রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের নিকট পশ্চিম বঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির পক্ষ হইতে প্রদত্ত স্মারকলিপির বিবরণ ঐ সাংবাদিক বৈঠকে প্রকাশ করা হয়।

এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রী সিং বলেন যে, কলিকাতা এমন একটি নগরী যাহাকে বোম্বাই বা মাদ্রাজের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে না। কলিকাতা হইতেছে সমগ্র পশ্চিম বঙ্গের প্রাণকেন্দ্র। পশ্চিম বঙ্গের অবশিষ্টাংশের সহিত কলিকাতার অর্থনৈতিক বন্ধন অবিচ্ছিন্নভাবে রহিয়াছে। সমগ্র পশ্চিমবঙ্গকে কলিকাতার উপর নির্ভর করিতে হয়। তিনি বলেন যে, কলিকাতাকে পশ্চিম বঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন করা হইলে পশ্চিম বঙ্গ রাজ্য ও উহার অধিবাসীরা ধ্বংস হইয়া যাইবে।

তিনি বলেন যে, স্মারকলিপিতে এই বিষয়ের উল্লেখ করা হয় নাই। কারণ এইরূপ প্রস্তাব মূর্খামি ছাড়া কিছুই নহে।

কলিকাতার কোনা কোনো মহল কলিকাতাকে পশ্চিম বঙ্গ সরকারের শাসনভার হইতে মুক্ত করার জন্য চেষ্টা করিতেছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ সমগ্র কলিকাতাকে কেন্দ্রীয় শাসনাধীনে আনার জন্য চেষ্টা করিতেছেন।"

ভারতের অবাঙালীদের তরফে অবশিষ্ট বাঙলাকে ন্যুজ করার এই উদ্যোগ খুবই তাৎপর্য্যপূর্ণ।

১২ জ্যৈষ্ঠ ১৩৬১ ঃ ২৬ মে ১৯৫৪ তারিখ বুধবার আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত খবর ঃ

"পাকিস্তানের প্রদেশসমূহ অশান্তির রাজ্য"

লন্ডনের "টাইমস" পত্রিকায় মন্তব্য

লন্ডন, ২৫ শে মে– অদ্য "টাইমস্" পত্রিকার পাকিস্তানের প্রদেশগুলিকে অশান্তির রাজ্য বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। পত্রিকায় বলা হইয়াছে যে, দলগত বিরোধ গণতান্ত্রিক সরকারের পক্ষে কিরূপ মারাত্মক শত্রু, এ সম্পর্কে অ্যারিস্টটলের প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্তের প্রায় সমরূপ নিদর্শন এক্ষণে পাকিস্তানের প্রদেশগুলিতে পাওয়া যায়।

"টাইমসে" আরও বলা হইয়াছে যে, সিন্ধু এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এতদিন হিংসামূলক আচরণ হইতে মুক্ত ছিল। কিন্তু উভয় প্রদেশেই এক্ষণে প্রাদেশিক সরকার ক্ষমতা বজায় রাখিবার জন্য চরম পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন।

পাকিস্তানের দুর্বলতার প্রধান কারণ দলাদলি এবং ব্যক্তিগত ঈর্ষা। ইহার ফলেই মুসলিম লীগে ভাঙ্গন ধরিয়াছে এবং প্রাদেশিক ব্যাপারে লীগ তাহার নেতৃত্ব হারাইতেছে। অবশ্য পূর্ব পাকিস্তানে শোচনীয় পরাজয়ের পর লীগ বিরোধ মিটাইয়া ফেলিবার জন্য এবং নূতন সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মপরিকল্পনা অবলম্বনের জন্য চেষ্টা করিতেছে। এই পরিকল্পনা কার্যকরী না হওয়া পর্য্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারকে সর্বদাই সচেতন থাকিতে হইবে।

রয়টার"

পাকিস্তান পরিস্থিতি সম্পর্কে 'টাইমস'-এর মূল্যায়ন সঠিক। নেতৃবৃন্দের ব্যক্তিগত ঈর্ষা ও দলাদলিই সেখানে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি গ'ড়ে ওঠার অন্তরায় হ'য়েছে। ফৌজী সরকার কায়েম হওয়ার এবং পাকিস্তান বিভক্তির কারণও এটাই।

নজরুল জন্মোৎসব

১২ জ্যৈষ্ঠ ১৩৬১ ঃ ২৬ মে ১৯৫৪ তারিখ বুধবার আনন্দবাজার পত্রিকার একই সংখ্যায় পঞ্চম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত খবর ঃ

www.pathagar.com

"বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম

কলিকাতায় ৫৩তম জন্মোৎসব উপলক্ষে অনুষ্ঠান

(ষ্টাফ রিপোর্টার প্রদত্ত)

বাঙ্গলার বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের ৫৩ তম জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে মঙ্গলবার সায়াহ্নে ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউট হলে অনুষ্ঠিত এক মহতী জনসভায় বিভিন্ন বক্তা গান ও কবিতা রচনায় এবং সঙ্গীতে সুরযোজনায় কবির অসাধারণ প্রতিভার উল্লেখ করেন। কবি বর্তমানে জীবন্মৃত অবস্থায় অবস্থান করিতেছেন বলিয়া বক্তাগণ দুঃখ প্রকাশ করেন ও একান্তভাবে তাঁহার রোগমুক্তি কামনা করেন।

মিঃ মুজফ্ফর আহমদ দাবী করেন যে, কবির লেখা জাতীয় সম্পত্তি। তাঁহার কবিতা ও গান পুনরুদ্ধার করিবার জন্য আন্দোলন উপস্থিত করিতে মিঃ আহমদ সভার উদ্যোক্তাগণকে অনুরোধ করেন।

সভাপতি চপলাকান্ত ভট্টাচার্য বলেন, কবির বীণা আজ নীরব– ইহা অপেক্ষা মর্মান্তিক ঘটনা আর কিছু হইতে পারে না। **কবি নজরুলের কবিতা পাঠ ও সঙ্গীত শ্রবণ করিলে আমরা বাঙ্গলা সাহিত্যে নূতন প্রতিভার আবির্ভাব অনুভব করি। তিনি স্বভাব কবি। তাঁহার কবিতা ও গানে ভাষা, ছন্দ ও সুর এক সঙ্গে খেলা করে। দেশে তাঁহার কবিতা ও গানের যাহাতে বহুল প্রচার হয়, সমষ্ঠিগতভাবে সেরূপ চেষ্টা করা কর্তব্য।**

শ্রী জগদানন্দ বাজপেয়ী বলেন, কবি নজরুল কেবল বিদ্রোহের কবি ছিলেন না, তিনি ভজন, কীর্তন ও প্রেমের কবিও ছিলেন।

মানুষ ও সাধক হিসাবে কবি নজরুলের দ্বিমুখী ধারা সম্বন্ধে শ্রী অখিল নিয়োগী আলোচনা করেন এবং বলেন যে, কেহ কেহ মনে করেন, ভুল পথে কালী সাধনা করায় তিনি রোগাক্রান্ত হইয়াছেন।

শ্রী পবিত্র গাঙ্গুলী বলেন যে, কবি নজরুল অনেক শ্যামাসঙ্গীত রচনা করিয়াছেন।

সভায় কবির রচিত কয়েকটি কবিতা আবৃত্তি ও সঙ্গীত হয়। **নজরুল জন্মোৎসব কমিটির** উদ্যোগে অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়।

পাক ডেঃ হাই কমিশনারের অফিসে অনুষ্ঠান

এই দিন সায়াহ্নে কলিকাতায় সার্কাস এভেনিউয়ে পাক ডেপুটি হাই কমিশনারের অফিসেও এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে কবি নজরুলের জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত হয়।

শ্রী নরেন দেব উহাতে সভাপতিত্ব করেন। তিনি বক্তৃতাকালে বলেন যে, কবি নজরুল প্রকৃতই মানুষের জয়গাথা গাহিয়াছেন।

কাজী মোতাহার হোসেন, কাজী আবদুল ওদুদ, শ্রী পবিত্র গাঙ্গুলী প্রভৃতিও বক্তৃতা করেন।"

আলী- হক বৈঠকে উত্তেজনা

১২ জ্যৈষ্ঠ ১৩৬১ ঃ ২৬ মে ১৯৫৪ তারিখ বুধবার আনন্দবাজার পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠার এক প্রতিবেদনের অংশবিশেষ ঃ

পাক প্রধান মন্ত্রীর সহিত হক সাহেবের তীব্র উত্তজনাপূর্ণ বৈঠক

শান্তি শৃঙ্খলতা রক্ষার প্রশ্নে কেন্দ্রের হস্তক্ষেপে অসন্তোষ প্রকাশ

www.pathagar.com

বৃহস্পতিবার পুনরায় বৈঠক হওয়ার সম্ভাবনা

করাচী, ২৫ শে মে – পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জনাব মহম্মদ আলীর সহিত পূর্ববঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জনাব এ.কে. ফজলুল হক এবং পূর্ববঙ্গ মন্ত্রিসভার অপরাপর কয়েকজন সদস্য এক বৈঠকে মিলিত হন। বৈঠক শেষ হইবার পর পূর্ববঙ্গের মন্ত্রিসভা মহলে জানা গেল যে, এই বৈঠক তীব্র উত্তেজনাপূর্ণ হইয়াছে এবং উহাকে কোনোমতেই হৃদ্যতাপূর্ণ বৈঠক বলা যায় না। .....

বগুড়ার সন্তান মোহাম্মদ আলী বাঙলাভাষী হ'লেও ব্যক্তিগত ঈর্ষার কারণে শের-ই-বাঙলা তাঁকেও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে মেনে নিতে পারেন নি। পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন না।

মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীর ইন্তেকাল

২২ কার্তিক ১৩৬১ ঃ ৮ নভেম্বর ১৯৫৪ ঃ ১১ রবিয়ল আউয়ল ১৩৭৪ তারিখ সোমবার সাংবাদিক ও সাহিত্যিক মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী ইন্তেকাল করেন।

কবির ৫৭তম জন্ম দিবস ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৬২ ঃ ২৬ মে ১৯৫৫ ঃ ৩ সওয়াল ১৩৭৪ তারিখ বৃহস্পতিবার আনন্দবাজার পত্রিকায় তৃতীয় পৃষ্ঠায় প্রথম কলমে খবর ঃ

"কাজী নজরুল ইসলামের জন্ম বার্ষিকী

কাজী নজরুল জন্মোৎসব কমিটির উদ্যোগে অদ্য অপরাহ্ন ৬ ঘটিকায় ইউনির্ভাসিটি ইন্সটিটিউট হলে কবি নজরুলের ৫৭তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হইবে।

নজরুল জন্মোৎসব সমিতি

অদ্য অপরাহ্ন ৬টায় নজরুল ইসলামের জন্মভূমি চুরুলিয়া গ্রামে কবির জন্ম বার্ষিকী পালিত হইবে।

ব্যারাকপুর সাহিত্য সংসদ

অদ্য সন্ধ্যা ৭ টায় নজরুলের জন্ম দিবস পালিত হইবে।

পাক ডেপুটী হাই কমিশনার

পাক ডেপুটী হাই কমিশনারের উদ্যোগে অদ্য অপরাহ্ন সাড়ে ৬ টায় ৯ নং সার্কাস এভিনিউতে নজরুল জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। ডাঃ কালিদাস নাগ সভাপতিত্ব করিবেন।

অগ্রগামী পরিষদের উদ্যোগে অদ্য সন্ধ্যা সাড়ে ৭ ঘটিকায় মাদরাল গভঃ কলোনীতে কবি নজরুল ইসলামের জন্ম বার্ষিকী পালন করা হইবে।"

আনন্দবাজার পত্রিকায় পরের দিন ১২ জ্যৈষ্ঠ ১৩৬২ ঃ ২৭ মে ১৯৫৫ তারিখ শুক্রবার পঞ্চম পৃষ্ঠায় পঞ্চম ও ষষ্ঠ কলমে প্রতিবেদন ঃ

"শাশ্বত তারুণ্যের বাণীবাহক বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম

বৃহস্পতিবার কলকাতায় ৫৭তম জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠান

(স্টাফ রিপোর্টার প্রদত্ত)

গত বৃহস্পতিবার কলিকাতায় বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বাঙ্গলার শাশ্বত তারুণ্যের বাণীবাহক বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের ৫৭তম জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপিত হয়। কবির বহুমুখী সৃজনী প্রতিভা এবং দেশের বন্ধন বেদনার যে বিশেষ রূপটি তাঁহার রচনায় পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে, ঐ সকল অনুষ্ঠানে তাহা স্মরণ করিয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করা হয়।

www.pathagar.com

রুদ্রবীণার বাণীকার বাঙ্গলার চারণ কবি আরোগ্য লাভ করিয়া পুনরায় নিজের ছন্দে জীবন্ময় হইয়া উঠুন, দেশবাসীর এই একান্ত প্রার্থনাও অনুষ্ঠানগুলিতে ধ্বনিত হয়।

এই উপলক্ষে সায়াহ্নে কলেজ স্কোয়ারস্থ কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউট হলে "কাজী নজরুল জন্মোৎসব কমিটির" উদ্যোগে এক মহতী জনসভার অনুষ্ঠান হয় এবং শ্রী পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় উহাতে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভায় কবির রচনা আবৃত্তি ও নজরুল সঙ্গীত প্রাধান্য লাভ করে। কবির একখানি আধুনিক পুষ্পভূষিত প্রতিকৃতি সভামঞ্চে রক্ষিত হয়।

প্রথিতযশা সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করিবেন কথা ছিল। কিন্তু নিকট আত্মীয়ের অসুস্থতাবশতঃ তিনি সভায় যোগ দিতে না পারায় এক বাণী প্রেরণ করিয়া কবিকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার বাণীতে বলেন "বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামের চারণ কবি, বাংলার বিদ্রোহী কবি, বাংলার ছাত্র ও তরুণদের প্রাণের গানের কবি নজরুল ইসলাম। বাংলায় দুশ বছরের মধ্যে গীতিকার তিন জন– রবীন্দ্রনাথ, অতুল প্রসাদ এবং নজরুল ইসলাম। অন্য দেশের কথা থাক, সে সম্পর্কে আমার জ্ঞান অতি স্বল্প; আমাদের দেশের পুরানো ধারায় সেই কবিরাই মহাজন যাঁদের কাব্য গীতিধর্মী সঙ্গীত মহিমায় মহিমান্বিত। সেই ধারাকে যাঁরা বহন করে নিয়ে চলেছেন– নজরুল ইসলাম তাঁদেরই শেষ জন। ঠিক এই ধারায় কোনো উল্লেখযোগ্য অভ্যুদয় আজও নজরুল ইসলামের পর হয়নি। নজরুল ইসলামের সেই পরিচয় আমার কাছে বিস্ময়কর পরিচয়। সঙ্গীতজ্ঞ সঙ্গীতকার নজরুল–মহাজন নজরুল ইসলাম। আমর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা কবির উপর। কবির উদ্দেশে আমার সম্ভ্রমপূর্ণ নমস্কার জানাই। কামনা করি– রুদ্রবীণার বীণাকার সুস্থ হয়ে উঠুন, নিজের ছন্দে জীবন্ময় হ'য়ে উঠুন।"

কবির বন্ধু শ্রী দিলীপকুমার রায়ও কবির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া অনুষ্ঠানে একটি স্বরচিত কবিতা প্রেরণ করেন এবং সভায় উহা পঠিত হয়।

প্রারম্ভে শ্রী অখিল নিয়োগী কবির জীবনী আলোচনা প্রসঙ্গে কবি জীবনের কতকগুলি কাহিনীর উল্লেখ করেন।

শ্রী ইন্দুভূষণ রায়ও কবি জীবনের কতকগুলি ঘটনার উল্লেখ করিয়া কবির "দ্বীপান্তরের বন্দিনী" আবৃত্তি করেন।

শ্রীমতী কুসুম গোস্বামী, শ্রীমতী রাধারাণী, শ্রী চিত্ত রায়, শ্রী ইন্দুভূষণ রায় এবং শ্রী রঞ্জিত রায় কবির বিভিন্ন সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

সভার শেষের দিকে অন্যান্য বক্তাও কবি জীবনী আলোচনা করিয়া তাঁহার প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

পাকিস্তান হাই-কমিশনারের অফিসে অনুষ্ঠান

কবি নজরুল ইসলামের গান ও কবিতা আবৃত্তি এবং নজরুলের প্রতিভাদীপ্ত জীবনী ও কাব্যালোচনা দ্বারা ঐদিন পাকিস্তান হাই কমিশনারের অফিসে এক মনোরম পরিবেশের মধ্যে নজরুল জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত হয়। ডাঃ কালিদাস নাগ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

খ্যাতনামা সাহিত্যিক শ্রী মনোজ বসু নজরুলের কাব্য প্রতিভার বিভিন্ন দিক পর্যলোচনা করিয়া বলেন যে, কাজী নজরুল জীবিত থাকিলেও তাঁহাকে আর তাঁহারা তাঁহাদের মধ্যে পাইতেছেন না, ইহা খুবই মর্মান্তিক ব্যাপার। **তিনি মানুষের গান–সাম্যের গান গাহিয়াছেন এবং তাঁহার গান বাঙালীকে উদ্দীপিত করিয়াছে।**

www.pathagar.com

শ্রীমতী ইলা পাল চৌধুরী, এম. পি. নজরুলের রচিত গ্রন্থাবলী ইংরাজীতে প্রকাশের প্রস্তাব করেন। তিনি বলেন যে, নজরুল সমগ্র বঙ্গের কবি। হিন্দু-মুসলমানের ভেদাভেদ তাঁহার মধ্যে স্থান পায় নাই।

সভাপতি ডাঃ কালিদাস নাগ বলেন যে, কাজী নজরুল তাঁহার গানে ও কবিতায় বাঙ্গালীকে প্রেরণা দিয়াছেন। তিনি কাজী নজরুল ইসলামের নামে কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদক দিবার ব্যবস্থা করিবার প্রস্তাব করেন।

কবি নরেন দে, শ্রী অবনী ব্যানার্জিও কবিকে তাঁহার জন্মদিনে অভিনন্দন জানাইয়া বক্তৃতা করেন।"

শ্রীমতী ইলা পাল চৌধুরী এবং ডাঃ কালিদাস নাগের প্রস্তাব হিন্দু বাঙলা কিংবা মুসলিম বাঙলার কোথাও আজো বাস্তবায়িত হয় নি।

পাক-ভারত মৈত্রী সঙ্ঘ

১৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩৬২ ঃ ২৮ মে ১৯৫৫ তারিখ শনিবার আনন্দবাজার পত্রিকায় খবর ঃ

"ভারত-পাক মৈত্রী সঙ্ঘ ঃ- অদ্য অপরাহ্ন পাঁচ ঘটিকায় ভারত-পাক মৈত্রী সঙ্ঘ ও নিখিল বঙ্গ যুব লীগের যুক্ত উদ্যোগে মহাবোধি সোসাইটি হলে (কলেজ স্কোয়ার) বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের জয়ন্তী উদযাপিত হইবে। কবি সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করিবেন, সুসাহিত্যিক কাজী আবদুল ওদুদ প্রধান অতিথি থাকিবেন। শ্রীযুক্ত সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রী চপলাকান্ত ভট্টাচার্য্য, সৈয়দ নৌশের আলী, প্রভৃতি বক্তাগণ আলোচনায় অংশ গ্রহণ করিবেন।"

১৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩৬২ ঃ ২৯ মে ১৯৫৫ তারিখ রবিবার আনন্দবাজার পত্রিকায় ৫৭ তম নজরুল জন্মোৎসব সম্পর্কিত খবর ঃ

"যাদবপুরে নজরুল জন্মোৎসব

(নিজস্ব সংবাদদাতার পত্র)

যাদবপুর, ২৮ শে মে– গত ২৬ শে মে চিত্তরঞ্জন সঙ্ঘের (চিত্তরঞ্জন কলোনী) উদ্যোগে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের ৫৭ তম জন্মোৎসব বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল মুখোপাধ্যায়। সভাপতি মহাশয় তাঁহার সংক্ষিপ্ত ভাষণে নজরুল সাহিত্যের বিভিন্ন দিক আলোচনা করেন। সঙ্গীত, আবৃত্তি ও নজরুল সাহিত্য আলোচনার মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি সাফল্যমন্ডিত হয়। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে যাদবপুর নয়া সংস্কৃতি কেন্দ্রের পক্ষ হইতে মঞ্জু দাস, সত্যেশ্বর মুখোপাধ্যায় এবং সন্তোষ গুপ্ত, মনীষা সরকার, রণজিৎ গুহ, বুদ্ধদেব ব্যানার্জি প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।"

১৫ অগ্রহায়ণ ১৩৬২ ঃ ১ ডিসেম্বর ১৯৫৫ ঃ ১৫ রবিয়সসানি ১৩৭৫ তারিখ বৃহস্পতিবার ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগের অধ্যক্ষ ও ডীন অব দ্য ফ্যাকালটি অব আর্টস পদে যোগদান করেন।

কবির ৫৮ তম জন্ম দিবস ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৩ ঃ ২৫ মে ১৯৫৬ ঃ ১৪ শওয়াল ১৩৭৫ তারিখ শুক্রবার আনন্দবাজার পত্রিকায় খবর ঃ

নজরুল সাহিত্য সম্মেলন

শোভাবাজার রাজবাটীতে অদ্য ২৫শে মে থেকে নজরুল সাহিত্য সম্মেলনের প্রথম বার্ষিক অধিবেশন শুরু হইবে। কবির জন্মতিথি উপলক্ষ্যে চারদিনের এক অনুষ্ঠানসূচি গৃহীত হইয়াছে।

www.pathagar.com

এই চারদিন কবির কাব্য সাহিত্য ও স্বাদেশিকতা সম্পর্কে আলোচনা এবং তাঁহার ভাবব্যঞ্জক সঙ্গীত, গীতিনাট্য এবং নাটকাদি পরিবেশন করা হইবে।

অদ্য সন্ধ্যা ৬ টায় অনুষ্ঠান আরম্ভ–কর্মসূচী স্বস্তিবচন– ডাঃ গৌরীনাথ শাস্ত্রী, সভাপতির ভাষণ–শ্রী অতুলচন্দ্র গুপ্ত, স্বাধীনতার উপাসক নজরুল– শ্রী সরোজ রায় চৌধুরী। ইহা ব্যতীত আবৃত্তি, সঙ্গীত ও নৃত্য-গীতি-আলেখ্য।

চুরুলিয়া নজরুল জন্মোৎসব সমিতি

অদ্য ১১-ই জ্যৈষ্ঠ, ২৫ শে মে, শুক্রবার সন্ধ্যা ৭ টায় চুরুলিয়া উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলমের পূত জন্ম বার্ষিকী পালন করার আয়োজন করা হইয়াছে।

সাহিত্য তীর্থে নজরুল জন্ম বার্ষিকী

অদ্য শুক্রবার সন্ধ্যা ৬-টায় সাহিত্য তীর্থের নজরুল জন্ম জয়ন্তী অনুষ্ঠিত হইবে, ৬৬/১, পাথুরিয়াঘাট স্ট্রীটস্থ 'মন্মথনাথ স্মৃতি মন্দিরে।' আলোচনা করিবেন শ্রী রমেন্দ্র নাথ মল্লিক, শ্রী শরদিন্দু নারায়ণ ঘোষ, শ্রী রমেন দাস প্রভৃতি। শ্রী অমিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় আবৃত্তি সহযোগে নজরুল গীতি-আলেখ্য পরিবেশিত হইবে।

জয় যাত্রা সাহিত্যচক্র

নজরুল জয়ন্তী– 'জয় যাত্রা' সাহিত্য চক্রের উদ্যোগে অদ্য ১১-ই জ্যৈষ্ঠ, শুক্রবার বিকাল ৬ টায় ১০০/১ এ, আশুতোষ মুখার্জী রোডে নজরুল জয়ন্তী অনুষ্ঠিত হইবে।

প্রগ্রোসিভ স্টুডেন্টস ইউনিয়ন

বাগমারী পি.এস.ইউ– অদ্য শুক্রবার, ১১-ই জ্যৈষ্ঠ বৈকাল সাড়ে পাঁচটায় উত্তর-পূর্ব কলিকাতার প্রগ্রেসিভ ষ্টুডেন্টস ইউনিয়নের বাগমারী শাখার উদ্যোগে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুলের জন্ম দিবস উদ্‌যাপিত হইবে। স্থান:- ইষ্ট ক্যালকাটা ন্যাশনাল স্কুল (বাগমারী নূতন রাস্তা)।

নজরুল পাঠাগারের উদ্যোগে নজরুল জয়ন্তী

অদ্য ১১-ই জ্যৈষ্ঠ (২৫-শে মে) শুক্রবার নজরুল পাঠাগারের উদ্যোগে কলেজ স্কোয়ারস্থিত "স্টুডেন্টস হলে" সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় কাজী নজরুল ইসলামের ৫৮ তম জন্ম বার্ষিকী উদযাপিত হইবে। অনুষ্ঠানে শ্রী অতুলচন্দ্র গুপ্ত ও শ্রী শচীন সেনগুপ্ত যথাক্রমের সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করিবেন। বিশিষ্ট সাহিত্যিকবৃন্দ নজরুল সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করিবেন।

বেলঘরিয়া বিদ্যার্থী পরিষদ

বেলঘরিয়া বিদ্যার্থী পরিষদের উদ্যোগে ১১-ই জ্যৈষ্ঠ সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় "নজরুল জয়ন্তী" অনুষ্ঠিত হইবে। স্থান : ১৬/১ পঞ্চানন তলা, কালীবাবুর বাগান বাড়ী। ঐ উপলক্ষ্যে "নজরুল জয়ন্তী" সংখ্যা একটি প্রাচীন পত্র প্রকাশিত হইবে।"

বাগবাজারে

২৬ মে ১৯৫৬ ঃ ১২ জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৩ তারিখ শনিবার আনন্দবাজার পত্রিকার তৃতীয় পৃষ্ঠায় পঞ্চম কলমে খবর ঃ

বাগবাজারে নজরুল জয়ন্তী– অদ্য শনিবার সন্ধ্যা ৬ টায় "বাগবাজার ষ্টুডেন্টস ইউনিয়ন"–এর উদ্যোগে বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের জন্ম দিবস পালিত হইবে।"

www.pathagar.com

নজরুল সাহিত্য সম্মেলন

অদ্য শনিবার ২৬ -শে মে সন্ধ্যা ৬.৩০ টায় শোভাবাজার রাজ বাটীতে ২য় দিবসের অনুষ্ঠানসূচী ঃ- বাংলা কাব্য সাহিত্যে নজরুলের দান ঃ কাজী আবদুল ওদুদ, নজরুলের সঙ্গীত প্রতিভা ঃ শ্রী সুনীল কুমার বসু, নজরুল সঙ্গীত : নজরুলের রচনা থেকে পাঠ ঃ নজরুলের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত পরিবেশন ঃ শ্রী সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়, আবৃত্তি ঃ লেক পল্লী মণিমেলা প্রয়োজিত কাজী নজরুল ইসলামের রচিত ব্যাঙ্গ নক্সা "দে গরুর গা ধুইয়ে" গীতি বীথিকা কর্তৃক "বিদ্রোহী নজরুল" (নৃত্য গীতালেখ্য)।"

আনন্দবাজার পত্রিকায় এ দিনই ষষ্ঠ পৃষ্ঠায় ষষ্ঠ কলমে প্রতিবেদন ঃ

"বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম
জন্ম দিবস উদ্‌যাপন

(ষ্টাফ রিপোর্টার প্রদত্ত)

শুক্রবার কলকাতার বিভিন্ন পল্লীতে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের ৫৮ তম জন্ম দিবস মহা সমারোহের সঙ্গে পালিত হয়। জন্ম দিবস উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন সভায় কবির কাব্য প্রতিভা, সঙ্গীত সৃষ্টির নিপুণতা ইত্যাদি সম্পর্কে সারগর্ভ আলোচনা ও বিভিন্ন শ্রেণীর 'নজরুল গীতি' পরিবেশিত হয়।

রাজেন্দ্রলাল স্ট্রিটে কবির বাসভবনে

এই দিন সকালে কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি রাজেন্দ্রলাল স্ট্রীটে কবির বাসভবনে গিয়া দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত স্তব্ধ কবিকে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন।

নজরুল সাহিত্য সম্মেলন

শুক্রবার সন্ধ্যায় শোভাবাজার রাজবাটীতে চারদিনব্যাপী 'নজরুল সাহিত্য সম্মেলনের' শুভারম্ভ হয়। প্রথম দিনের অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন ডাঃ গৌরীনাথ শাস্ত্রী। তিনি সভাপতির ভাষণে কবির কাব্য প্রতিভার প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়া বলেন যে, প্রতিকূলে মানসিক অবস্থায় দরদী কবির বাঁশী আজ স্তব্ধ। তিনি বলেন যে, বাঙ্গালীর হৃদয়ে নজরুলের স্থান চিরন্তন।

সম্মেলনে শ্রী সরোজকুমার রায় চৌধুরী "স্বাধীনতার উপাসক নজরুল" নামক একটি আলোচনা করেন। তিনি আলোচনায় উল্লেখ করেন যে, কবি নিপীড়িত, উৎপীড়িত লক্ষ লক্ষ মানুষের দুঃখের কথা কাব্যের মধ্যে ফুটাইয়া তুলিয়া একটা রাজনৈতিক সত্যকে মানবীয় সত্যে উন্নীত করিয়াছেন।

এদিন "নজরুল গীতি" পরিবেশন করেন শ্রীমতী কুসুম গোস্বামী, শ্রীমতী প্রণতি বর্ম্মণ ও সুনীল ঘোষ। নজরুলের কবিতা হইতে আবৃত্তি করিয়া শোনান বিখ্যাত নট শ্রী কমল মিত্র। 'নজরুল গীতি' অবলম্বনে 'বাসন্তী বিদ্যাবীথি' একটি মনোজ্ঞ নৃত্য গীতালেখ্য পরিবেশন করেন।

পাকিস্তান হাই কমিশনের অনুষ্ঠান

শুক্রবার সন্ধ্যায় ৯ নং সার্কস ত্রভিনুস্থিত পাকিস্তানের ডেপুটি হাই কমিশনারের কার্য্যালয়ে সুরুচিসম্মত পরিবেশে নজরুলের জন্ম দিবস পালিত হয়।"

১৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৩ ঃ ২৮ মে ১৯৫৬ তারিখ সোমবার আনন্দবাজার পত্রিকায় তৃতীয় পৃষ্ঠায় খবর ঃ

"নজরুল সাহিত্য সম্মেলন

অদ্য ২৮ মে সোমবার সন্ধ্যা সাড়ে ছয় ঘটিকায় শোভাবাজার রাজবাটীতে নজরুল সাহিত্য

www.pathagar.com

সম্মেলনের প্রথম বার্ষিক অধিবেশনের সমাপ্তি দিবস। অনুষ্ঠানে শ্রী পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রী প্রেমেন্দ্র মিত্র আজ নজরুল ইসলামের ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে আলোচনা করিবেন। কবির রচনা থেকে পাঠ করিবেন কবি তনয় কাজী সব্যসাচী ইসলাম। নজরুলের সঙ্গীত ও আবৃত্তিতে শ্রী অপরেশ লাহিড়ী, শ্রী দ্বিজেন চৌধুরী, শ্রী শ্যামল মিত্র, শ্রী সুকুমার মিত্র, শ্রী সবিতাব্রত দত্ত, শ্রী নগেন্দ্রনাথ সূত্রধর, শ্রী তরুণ বন্দোপাধ্যায়, শ্রী সুচিত্রা মিত্র, শ্রী বাঁশরী পাহিড়ী, শ্রীমতী আঙ্গুর বালা, শ্রীমতী ইন্দুবালা ও শ্রীমতী কমলা ঝরিয়া প্রমুখ শিল্পীবৃন্দ অংশ গ্রহণ করিবেন। সেতারে ওস্তাদ আলি আহম্মদ খাঁ ও তবলা সঙ্গতে মাঃ পানু অংশ গ্রহণ করিবেন।"

"মরু ভাস্কর"

১৩৬৪-তে নজরুল ইসলামের কাব্য গ্রন্থ "মরু ভাস্কর" প্রথম প্রকাশিত হ'লো।

১৫৬ আপার সার্কুলার রোডে

কবির ৫৯-তম জন্ম দিবস ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৪ ঃ ২৫ মে ১৯৫৭ ঃ ২৪ শওয়াল ১৩৭৬ তারিখ শনিবার আনন্দবাজার পত্রিকায় তৃতীয় পৃষ্ঠায় ষষ্ঠ কলমে খবরঃ

"বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইস্‌লাম জন্মোৎসব অনুষ্ঠান

নিখিল ভারত যুব ও ছাত্র কল্যাণ সমিতির পশ্চিম বঙ্গ শাখার সাধারণ সম্পাদিকা শ্রীমতী বীণা বসু জানাইতেছেন যে, শনিবার ১১-ই জ্যৈষ্ঠ বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মদিবস উপলক্ষ্যে কবির বাসভবনে যাইয়া তাঁহাকে মাল্য প্রদান করা হইবে। সভ্য ও সভ্যাগণকে ঐদিন সকাল ৮ ঘটিকার মধ্যে অধ্যাপক সুবোধ ঘোষের বাসভবনে (১৫৬ আপার সাকুলার রোড, কলিকাতা-৬) উপস্থিত হইতে অনুরোধ জানানো যাইতেছে এবং ঐদিন বৈকালে প্রাদেশিক কার্য্যালয়ে নজরুল সাহিত্যের বিভিন্ন দিক লইয়া আলোচনা হইবে।

সাহিত্য তীর্থে নজরুল চলচ্চিত্র প্রদর্শনী

অদ্য সন্ধ্যায় ৬-টায় ৬৭ পাথুরিয়া ঘাট স্ট্রীটে সাহিত্য তীর্থের জন্ম জয়ন্তী অনুষ্ঠান আরম্ভ হইবে। আবৃত্তি ও আলোচনা করিবেন কবি কৃষ্ণ ধন দে, সরোজ কুমার রায় চৌধুরী, রমেন্দ্রনাথ মল্লিক, আশুতোষ লাহা, কুমারেশ ঘোষ, অরুণ গোস্বামী, শরদিন্দু নারায়ণ ঘোষ এবং সঙ্গীতে অংশ গ্রহণ করিবেন শ্রী অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়, রীণা গোস্বামী, বাণী মুখোপাধ্যায়, সাগর বন্দ্যোপাধ্যায়, শঙ্কর মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। রাত্রি ৮টায় নজরুল চলচ্চিত্র প্রদর্শনী হইবে।

নজরুল পাঠাগার

নজরুল পাঠাগারের উদ্যোগে অদ্য সন্ধ্যা ৬.৩০ টায় কবি নজরুল ইসলামের জন্মোৎসব উদযাপিত হইবে। সভাপতি শ্রী অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত, প্রধান অতিথি কাজী আবদুল ওদুদ। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে চিত্ত রায়, কুসুম গোস্বামী, সত্য চৌধুরী, ক্রান্তি শিল্পী সঙ্ঘ, গণনাট্য সঙ্ঘ প্রভৃতি অংশ গ্রহণ করিবেন।

সকালে কবি ভবনে পাঠাগারের পক্ষ হইতে কবিকে মাল্যদান করা হইবে।

ফ্রেন্ডস্ ইউনাইটেড ক্লাব

অদ্য বৈকাল ৫ ঘটিকায় সঙঘ প্রাঙ্গণে (গিরিশ পার্ক) বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে।"

www.pathagar.com

কবি ভবনে

১২ জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৪ ঃ ২৬ মে ১৯৫৭ তারিখ রবিবার আনন্দ বাজার পত্রিকায় পঞ্চম পৃষ্ঠায় সপ্তম কলমে প্রতিবেদন ঃ

বিদ্রোহী কবি নজরুল

৫৯ তম জন্মোৎসব পালন

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

অমর কীর্তির নির্বাক সাক্ষিরূপে বাংলার বিদ্রোহী কবি নজরুল মরদেহে বেঁচেও মৃতপ্রায় হ'য়ে আছেন। কিন্তু ভক্ত ও অনুরাগিগণের আকর্ষণ কমেনি একটুও। তাঁরা কবির ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে তাঁকে চাক্ষুষ দেখতে গিয়ে তাঁর উদ্দেশে নানাবিধ উপচার নিবেদন করেন।

সকাল থেকেই কবির বন্ধু বান্ধব, দর্শনার্থী নরনারী শিশু যে লোকালয়ে এবং যে ভবনে কবির বাস সেখানে ভীড় ক'রতে থাকে, ফুলের মালা, তোড়া, খাবার অথবা পরিধেয় উপহার কবির কাছে এসে জমা হয়। নির্বিকার নির্বাক কবি তা গ্রহণ করেন।

বিস্ফারিত দৃষ্টি আজও উদ্দীপ্ত। বাহ্যতঃ শারীরিক স্বাস্থ্য অম্লান। সামান্য শব্দেও চকিত হ'য়ে ওঠেন– যেন কাকে ধমকান। মুহূর্তের জন্য আশা হয়, হয়তো বা এক্ষুণি ব'লে উঠবেন, বল বীর, বল উন্নত মম শির–

কিন্তু না, তারপরই অপার গভীর নৈঃশব্দে তলিয়ে যান।

সকাল থেকে পাকিস্তানের ডেপুটি হাই কমিশনার, শ্রী মুজফ্ফর আহ্মদ, শ্রী আব্দুল হালিম, শ্রী জ্যোতি বসু, শ্রী অরবিন্দ রায় এম. এল. এ, শ্রী পবিত্র গাঙ্গুলী, শ্রী মণি গুহ প্রভৃতি আরও অনেকে এসেছেন, নমস্কার ক'রেছেন, কনিষ্ঠেরা পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম ক'রেছে, গলায় মালা দিয়েছে– কিন্তু কিছুই কি তাঁকে স্পর্শ ক'রেছে?

বলা কঠিন। কিন্তু শায়িত অবস্থা থেকে তিনি উঠে ব'সলেন। তাঁকে নতুন জামা কাপড়ে ভূষিত করা হবে। তিনি দাঁড়ালেন। এই সময় তিনি দুইবার হুঙ্কার দিলেন। বিরক্তিতে না আনন্দে?

অনুরাগীদের সব ভালবাসার অত্যাচারই মেনে নিলেন।

খাবারের প্লেট দেখে বেশ যেন উল্লসিত হ'য়ে উঠলেন। সাগ্রহে মুখ বাড়িয়ে দিলেন, বেশ 'বাবু' হ'য়ে বস্লেন। কোন বৈকল্য নেই। দই খাবার সময় তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলেন, নতুন মটকার জামায় না পড়ে। জল খেলেন : বোধ হয় তৃপ্তি হয় নি, অমনি হুঙ্কার দিলেন।

শুধু হুঙ্কারের "হুম" শব্দ, একটি অক্ষর নয়, একটি শব্দ নয়– এত শব্দ, এত কবিতা যিনি লিখেছেন, এত গান যিনি গেয়েছেন। তিনি আজ নীরব। সাংসারিক এত কলরবের মধ্যে তাঁর অস্তিত্ব আজ নিঃশব্দ।

www.pathagar.com

পাকিস্তান হাই কমিশনারের অফিসে নজরুল জন্মোৎসব

শনিবার সার্কাস এভেনিউস্থ পাকিস্তান হাই কমিশনারের অফিসে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুলের ৫৯তম জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। শ্রী শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন।

সভায় বক্তৃতাকালে বিভিন্ন বক্তা নজরুলের কাব্য প্রতিভার উল্লেখ করিয়া তাঁহার উদ্দেশে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করেন এবং তিনি যাহাতে সুস্থ্য হইয়া ওঠেন তজ্জন্য বিধাতার নিকট প্রার্থনা জানান।

অনুষ্ঠানে নজরুলের গান ও আবৃত্তির ব্যবস্থা হয়। শ্রী বুদ্ধদেব বসু, শ্রী শচীন সেনগুপ্ত এবং পাকিস্তানের ডেপুটী হাই কমিশনার কামরুদ্দীন আমেদ নজরুল প্রতিভার বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করিয়া বক্তৃতা করেন।

নিঃ ভাঃ যুব ও ছাত্রকল্যাণ সমিতি

ঐ দিন সকালে নিখিল ভারত যুব ও ছাত্র কল্যাণ সমিতির পশ্চিম বঙ্গ শাখার সভ্য সভ্যাগণ কবি কাজী নজরুলের বাসভবনে গিয়া তাঁহাকে মাল্য প্রদান করেন। অপরাহ্নে সমিতির প্রাদেশিক কার্য্যালয়ে নজরুল সাহিত্যের বিভিন্ন দিক লইয়া আলোচনা হয়।

ঐ দিন নজরুল পাঠাগারের পক্ষ হইতেও কবিকে মাল্যদান করা হয়।"

শের-ই-বাঙলার আত্মজীবনী

১৬ ফাল্গুন ১৩৬৪ : ২৮ ফেব্রুয়ারী ১৯৫৮ : ৮ শাবান ১৩৭৭ তারিখ শুক্রবার ইস্ট পাকিস্তানের গভর্নর শের-ই-বাঙলা এ.কে. ফজলুল হক গভর্নর হাউস থেকে খান বাহাদুর এ.এল.এম ইউসুফ আলিকে ১৭-এ, দিলখুসা স্ট্রীট, কলকাতা-১৭ এই ঠিকানায় পাঠানো চিঠিতে আত্মজীবনী লেখার ইচ্ছা ব্যক্ত ক'রেছেন।

"ঈদ" নাটক

৭ বৈশাখ ১৩৬৫ : ৩০ রমজান ১৩৭৭ :২০ এপ্রিল ১৯৫৮ তারিখ রবিবার পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকার দৈনিক ইত্তেফাক-এর ঈদ সংখ্যায় কাজী নজরুল ইস্‌লামের "ঈদ" নাটিকা প্রকাশিত হ'লো।

কবির ৬০তম জন্মদিবস ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৫ : ২৫ মে ১৯৫৮ : ৫ জেল্কদ ১৩৭৭ তারিখ রবিবার আনন্দবাজার পত্রিকায় দশম পৃষ্ঠায় তৃতীয় কলমে খবর ঃ

কবি নজরুল ইস্‌লাম অদ্য শুভ জন্মোৎসব

নজরুল পাঠাগার–অদ্য ২৫শে মে সন্ধ্যা ৬.৩০ ঘটিকায় কলেজ স্কোয়ারের স্টুডেন্টস্ হলে নজরুল পাঠাগারের উদ্যোগে কবি নজরুল ইস্‌লামের ৫৯তম জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত হইবে। সভাপতি– মনোজ বসু, প্রধান অতিথি– অধ্যাপক রথীন্দ্র রায়। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে চিত্ত রায়, কুসুম গোস্বামী, বিমলভূষণ চক্রবর্তী প্রভৃতি এবং ক্রান্তি শিল্পী সঙ্ঘ 'লোক মঞ্চ' প্রভৃতি অংশ গ্রহণ করিবেন। সকালে প্রথমে কবি ভবনে পাঠাগারের পক্ষ হইতে কবিকে মাল্যদান করা হইবে। পরে পাঠাগার কক্ষে কবির জীবনালেখ্য সম্বলিত প্রদর্শনীর উদ্বোধন করিবেন কাজী আবদুল ওদুদ।

হাওড়ায় যুব সভা

যুব সভা, হাওড়া– অদ্য রবিবার সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় সভা কার্য্যালয়ে (২২, নীলমণি মল্লিক লেন, হাওড়া) কবি নজরুলের জন্মদিন উদ্‌যাপিত হইবে। নজরুল সঙ্গীত পরিবেশন করিবেন

www.pathagar.com

শ্রী সিদ্ধেশর মুখোপাধ্যায় ও সম্প্রদায় এবং শ্রী সোমেশ ঘোষ। আবৃত্তি ও আলোচনায় অংশগ্রহণ করিবেন যথাক্রমে শ্রী রবি রায় চৌধুরী ও কাজী সব্যসাচী।

শরৎ বসু একাডেমী

অদ্য রবিবার সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় নেতাজী ভবনে "নজরুল সঙ্গীতের ক্রমবিকাশ" সম্বন্ধে শ্রী রতেনশ্বর মুখোপাধ্যায় সঙ্গীত সহযোগে আলোচনা করিবেন।

নয়া সংস্কৃতি কেন্দ্র

অদ্য রবিবার বৈকাল ৬ ঘটিকায় নয়া সংস্কৃতির উদ্যোগে ৮৭ নং কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটস্থ বঙ্গীয় কার্য্যালয়ে নজরুল জয়ন্তী উদ্‌যাপিত হইবে।

পাতিপুকুর যুব পরিষদ

অদ্য পরিষদ ভবনে কাজী নজরুল ইস্‌লামের জন্ম বার্ষিকী পালিত হইবে। সভায় পৌরোহিত্য করিবেন শ্রী কার্তিক সমাজপতি।

চব্বিশ পরগণা জেলা বিদ্যার্থী পরিষদ

অদ্য রবিবার সন্ধ্যা ৬টায় বেলঘরিয়া পঞ্চাননতলা নাট্য মন্দিরে কবি নজরুল ও বীর রাসবিহারী জন্ম জয়ন্তী উদ্‌যাপিত হইবে।

ঘুশুড়ী তরুণ তীর্থ

অদ্য রবিবার সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় ২২ রামচরণ নস্কর লেনে কাজী নজরুল ইস্‌লামের জন্ম তিথি উদ্‌যাপিত হইবে।

১৫৬ সি মন্মথ দত্ত রোড

প্রাচী রূপম

অদ্য রবিবার কবি নজরুলের জন্ম দিবস উপলক্ষ্যে 'প্রাচী রূপমের" সদস্যদের নজরুলের ভাসভনে (১৫৬ সি মন্মথ দত্ত রোড, টালা পার্ক) সকাল ৮-৩০টায় কবির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য উপস্থিত থাকিতে অনুরোধ জানান হইতেছে।

ইন্টালী ইউথ লীগ

অদ্য রবিবার ইন্টালী ইউথ লীগের উদ্যোগে ১/১ ডিহি শ্রীরামপুর রোডে সন্ধ্যা ৭ টায় বিপ্লবী কবি কাজী নজরুলের জন্মতিথি উদ্‌যাপিত হইবে।

সঙ্ঘবদ্ধ

অদ্য রবিবার সন্ধ্যা ৬.৩০টায় 'সঙ্ঘবদ্ধ' ক্লাবের উদ্যোগে কবি নজরুল ইস্‌লামের ৫৯তম জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে সঙ্ঘভবনে এক সভা হইবে।

দেওড়া চলমান সঙ্ঘ

অদ্য রবিবার বৈকাল ৪ ঘটিকায় দেওড়া স্কুল প্রাঙ্গণে নজরুল জয়ন্তী উপলক্ষ্যে প্রবন্ধ, আবৃত্তি ও নজরুল গীতি প্রতিযোগিতা।"

www.pathagar.com

আনন্দবাজার পত্রিকা

১২ জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৫: ২৬ মে ১৯৫৮ তারিখ সোমবার পঞ্চম পৃষ্ঠায় ষষ্ঠ কলমে আনন্দবাজার পত্রিকার প্রতিবেদন :

বিদ্রোহী কবি নজরুল
৬০তম জন্মদিবস পালন
কলিকাতা ও সহরতলীতে বিভিন্ন অনুষ্ঠান

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

রবিবার কলিকাতার নানা স্থানে **"মানুষের জয়গানের"** কবি নজরুল ইস্‌লামের ৬০তম জন্ম দিবস পালন করা হয়। কবির গুণমুগ্ধ অসংখ্য অনুরাগী হাওড়া, ২৪ পরগণা ও অন্যান্য স্থানেও এই দিন তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন। কলিকাতাস্থ পাক ডেপুটী হাই কমিশনার অফিসেও এই দিন নজরুল জন্মোৎসব পালন করা হয়।

এই উপলক্ষ্যে সঙ্গীত আবৃত্তি ও সাহিত্যালোচনার মধ্য দিয়া নজরুল প্রতিভার বিভিন্ন পরিচয় তুলিয়া ধরা হয়।

এই দিন সন্ধ্যায় নজরুল পাঠাগারের উদ্যোগে যে উৎসবানুষ্ঠান হয়, সাহিত্যিক শ্রী মনোজ বসু উহাতে সভাপতিত্ব করেন এবং অধ্যাপক শ্রী রথীন রায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। প্রখ্যাত সাহিত্য সমালোচক কাজী আবদুল ওদুদ এই সভায় বক্তৃতা করেন এবং কাজীর বন্ধু শ্রী চিত্ত রায় নজরুলের দুইট গান গাহিয়া শোনান।

সভাপতির ভাষণে শ্রী মনোজ বসু বলেন যে, ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, কাজী আজ বাঁচিয়া থাকিয়াও নাই। যে কালব্যাধিতে তিনি আচ্ছন্ন, তাহা তাঁহাকে জীবন্মৃত করিয়া রাখিয়াছে। মৃত্যু যদি রূঢ় হয় তো এই অবস্থা রূঢ়তর। শ্রী বসু বলেন, **পাকিস্তানের সহিত আমাদের আজ নানা বিষয়ে সংঘাত বাঁধিতেছে, কিন্তু কাজী নজরুলকে লইয়াই এই দুই দেশের মধ্যে এক মিলনের সেতু গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহা নজরুলের জয় সূচিত করিতেছে। কাজী আবদুল ওদুদ বলেন যে, নজরুলের অন্যতম প্রধান কীর্তি হইতেছে ইহাই যে, সাহিত্যের ক্ষেত্রে তিনি ভদ্র সমাজের সহিত জনসাধারণের সংযোগ ঘটান। বাংলার সংস্কৃতিতে নজরুলের দান বিচিত্র। তাঁর কাব্য তাঁর গান একদিন জাতির মুক্তি আন্দোলনকে জয়যুক্ত করিয়াছে। আজ সে অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়াছে, তবু নজরুলের প্রতিভা কখনও পুরাতন হইবে না। নজরুল ছিলেন মানবতন্ত্রের কবি।**

কাজী আবদুল ওদুদ দুঃখ করিয়া বলেন যে, সঙ্গীতের ভিতর দিয়া নজরুল প্রতিভার স্ফুরণ হইলেও তাহা আজ আমরা ভুলিয়া যাইতে বসিয়াছি। **নজরুলের সঙ্গীত সংরক্ষণ, সংগ্রহ, চর্চা ও প্রচার আজ আশু প্রয়োজন ব'লিয়া তিনি মত প্রকাশ করেন।**

নজরুলের বন্ধু চিত্ত রায় বলেন যে, অবিভক্ত বাঙলায় ফজলুল হকের আমলে নজরুলকে মন্ত্রীর পদ দিবার প্রস্তাব উঠিয়াছিল। কিন্তু নজরুল তাহা প্রত্যাখ্যান করেন।

অধ্যাপক রথীন রায় সুদীর্ঘ কবিতায় নজরুলের সাহিত্য প্রতিভা সম্পর্কে আলোচনা করেন।

রামকৃষ্ণ শিল্পী সঙ্ঘ কর্তৃক নজরুল গীতি গীত হয়। কুমারী স্বপ্না সরকার একটি কবিতা আবৃত্তি করেন।"

www.pathagar.com

ডক্টর আবদুল গফুর সিদ্দিকীর ইন্তেকাল

৩ আশ্বিন ১৩৬৫ : ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৮৫ : ৫ রবিয়ল আউয়ল ১৩৭৮ তারিখ শনিবার ডক্টর আবদুল গফুর সিদ্দিকী ইন্তেকাল করেন। মরহুমের পিতৃভূমির ঠিকানা মওলানা মঞ্জিল, খাশপুর, ডাকঘর: যদুরহাটী, চব্বিশ পরগণা।

১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৬ : ২৬ মে ১৯৫৯: ১৭ জেল্কদ ১৩৭৮ তারিখ মঙ্গলবার সারা মহাদেশে কবির ৬১তম জন্ম দিবস উদ্‌যাপিত হয়।

আব্বাস উদ্দীন আহ্‌মদের ইন্তেকাল

১৪ পৌষ ১৩৬৬ : ২৯ জমাদিয়স্‌সানি ১৩৭৯: ৩০ ডিসেম্বর ১৯৫৯ তারিখ বুধবার নজরুল সঙ্গীত শিল্পী আব্বাস উদ্দীন আহ্‌মদ ইন্তেকাল করেন।

কবি কাজী নজরুল ইস্‌লামের ৬২তম জন্ম দিবস ছিলো ঈদুজ্জোহার এগারো দিন আগে ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৭ : ২৫শে ১৯৬০ : ২৮ জেল্কদ ১৩৭৯ তারিখ বুধবার।

পদ্মভূষণ

১৯৬০ সালে ভারত সরকার কবিকে পদ্মভূষণ খেতাবে ভূষিত ক'রলেন।

কাজী অনিরুদ্ধ ইস্‌লাম

১৬ মাঘ ১৩৬৭ : ৩০ জানুয়ারী ১৯৬১ : ১২ শাবান ১৩৮০ তারিখ সোমবার কাজী অনিরুদ্ধ ইস্‌লামের দ্বিতীয় পুত্র কাজী অরিন্দম ইস্‌লামের জন্ম।

শের-ই-বাঙলার ইন্তেকাল

১৪ বৈশাখ ১৩৬৮ : ২৭ এপ্রিল ১৯৬১ : ১১ জেল্কদ ১৩৮০ তারিখ বৃহস্পতিবার শের-ই-বাঙলা আবুল কাসেম ফজলুল হক ইন্তেকাল করেন। তাঁর জন্ম ঃ ২৬ অক্টোবর ১৮৭৩।

উপমহাদেশের সর্বত্র এবং বিশ্বের অন্যান্য নানান জায়গায় কবির ৬৩ তম জন্ম দিবস পালিত হয় ঈদুজ্জোহার ঠিক আগের দিন ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৮: ২৫ মে ১৯৬১ : ৯ জেলহজ্জ ১৩৮০ তারিখ বৃহস্পতিবার।

১৫৬ সি মন্মথ দত্ত রোড

ইতোমধ্যে কবি আবদুল কাদির তাঁর সম্পাদিত "নজরুল রচনা সম্ভার" সম্পর্কে একটি আবেদন পেশ ক'রে ছিলেন কবি-পত্নীর কাছে। এর জবাবে প্রমীলা নজরুল ইস্‌লাম ১৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৮ : ২৯ মে ১৯৬১ : ১৩ জেলহজ্জ ১৩৮০ তারিখ সোমবার আবদুল কাদিরকে লেখেন : **"প্রকাশিকা হিসাবে আফিফার নাম থাকলে খুশী হবো।" এ সময় কবি ১৫৬ সি মন্মথ দত্ত রোড, নর্থ ব্লক, দ্বিতীয় তল, কলকাতা-৩৭, এই ঠিকানায় থাকতেন।**

আবুল কাসেম মল্লিকের ইন্তেকাল

১৪ পৌষ ১৩৬৮ : ৩০ ডিসেম্বর ১৯৬১ : ২১ রজব ১৩৬১ তারিখ শনিবার নজরুল সঙ্গীত শিল্পী আবুল কাসেম মল্লিক পশ্চিম বঙ্গের বর্ধমান জেলার কুসুম গ্রামে ইন্তেকাল করে। মোহাম্মদ জাহেদ আলী তাঁর অন্যতম বাল্য বন্ধু।

১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৯ : ২০ জেলহজ্জ ১৩৮১ : ২৫ মে ১৯৬২ তারিখ শুক্রবার উপমহাদেশের সর্বত্র এবং বিশ্বের অন্যান্য নানান জায়গায় মহান কবি কাজী নজরুল ইস্‌লামের ৬৪ তম জন্ম দিবস উদ্‌যাপিত হয়।

www.pathagar.com

পরদিন ১২ জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৯ : ২১ জেলহজ্জ ১৩৮১ : ২৬ মে ১৯৬২ তারিখ শনিবার কলকাতা তথ্য কেন্দ্রে নজরুলের ৬৪ তম জন্ম দিবস উদ্‌যাপিত হ'লো। অনুষ্ঠানে নজরুল সঙ্গীত পরিবেশন করেন পশ্চিম বঙ্গ সরকারের প্রচার বিভাগ। নজরুলের কবিতাও আবৃত্তি করা হয়। **অনুষ্ঠান শেষ হয় নজরুল জীবনী অবলম্বনে তোলা একটা ফিল্ম প্রদর্শনীর মাধ্যমে।**

খিদিরপুর স্বরবিতান

১৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৯ : ২৭ মে ১৯৬২ : ২২ জেলহজ্জ ১৩৮১ তারিখ রবিবার সকাল ৯টায় খিদিরপুর "স্বরবিতান" কাজী নজরুল ইস্‌লামের জন্ম দিবস উদ্‌যাপন করেন।

দি ব্রীজ দ্যাট্ ইজ নো মোর

২০ জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৯ : ৩ জুন ১৯৬২ : ২৯ জেলহজ্জ ১৩৮১ তারিখ রবিবার পাকিস্তান অব্‌জারভার পত্রিকায় আবদুল খালেকের নিবন্ধ **"দি ব্রীজ দ্যাট্ ইজ নো মোর : অ্যান এপিসড্ ফ্রম্ নজরুলস্ লাইফ"** প্রকাশিত হয়।

হজরত মুহম্মদ (দ:) -এর ছবি ছাপায় কলকাতার যে এক শ' মুসলিম বিক্ষোভকারীকে হাজতে রাখা হ'য়েছিল, পুলিশের ফাইনাল রিপোর্ট না পাওয়ায় আদালত তাঁদেরকে মুক্তি দেন ২১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৯ : ৪ জুন ১৯৬২ : ১ মোহররম ১৩৮২ তারিখ সোমবার।

লন্ডনে নজরুল জয়ন্তী

লন্ডনে "বেঙ্গলী ইন্সটিটিউট"-এর উদ্যোগে কনওয়ে হল-এ নজরুল জয়ন্তীর খবর ১০ আষাঢ় ১৩৬৯ : ২৫ জুন ১৯৬২ : ২২ মোহররম ১৩৮২ তারিখ সোমবার কলকাতার ইংরেজী দৈনিক অমৃতবাজার পত্রিকায় তৃতীয় পৃষ্ঠায় চতুর্থ ও পঞ্চম কলমে প্রকাশিত হয় :

NAZRUL ISLAM DAY IN LONDON
TUSHER KANTI GHOSH'S TRIBUTE TO REBEL POET

London (By Mail)

The Bengali Institute, London, organised Nazrul Islam Birthday Celebration at Conway Hall here when Sir. Tusher Kanti Ghosh, Syed Muhammad Ali and Sri Sunil Bose spoke about different aspects of the poet's life and works. **Sri Ghosh's** subject was, **"Nazrul as a man and patriot"** and Syed Ali's **"Nazrul as a poet."**

The celebration was as representative as it could be organised abroad. Several artists like Madhuri Mukherjea, Nilufar Zoha, Rakhi Ghosh, Raziya Sultana, Salma Begum, Soraiya Ismail, Sreelekha Chowdhury, Probhat Dutta, **Shyamal Lodh**, and others participated in it. There were commentaries in Bengali by Serajur Rahman and in English by Sadia Subhan, Asoke Gupta took charge of the stage decoration while Bidhan Bose, Nirmal Ghose and Asit Roy Chowdhury were in charge of lighting arrangements. A.K. Basu and Minnat Ali were in charge of the stage and auditorium respectively.

There were songs sung, poems recited and dances performed. Salma Begum and Sreelekha Chowdhury directed the programme.

www.pathagar.com

CONTACT WITH TITANS

In course of his spceeh Sri Tushar Kanti Ghosh said :

"A life long association with a great publishing house has brought me the privilege of constant contact and intimacy for nearly helf a century with India's greatest and most distinguished literary figures. And this is specially true of the famous men of letters in Bengal.

"Rabindranath's poem was first published in A.B. Patrika.

"Looking back, I can see how distinctly Nazrul stands out from the others.

"He and I are of the same age; and I had, therefore, a wonderful chance not only to observe his emergence in Bengal's literary life, but to appreciate to the full the unique character of that emergence.

"It was just–after the first world war when Tagore was at the peak of his fame and the very climax of his creative ability, that all others literary figures tended to pale, by comparison with that sun. **It seemed inevitable that decades must pass before any other writer could hope by himself, to shine against the literary splendour that was Tagore.**

THE BOHEMIAN SOLDIER

"Then suddenly, came Nazrul. **He was young. He had been a soldier, and had seen service in a war that had stained human endurance to its limit. He knew discipline; and he new comradeship, he knew something of the best, and something of the worst, of mankind. Yet he was a true Bohemian, and he used the hard school of war to show– and to prove– that the pen is mighter then the sword.**

With the sword he had fought German and Ottoman militarism. With the pen, he not only bought for his own mother land's liberation –inspiring the hearts of millions of his fellow countrymen, but he also waged the greatest battle against oppression in very form, whether the oppression took, was that of cast or creed, or that of rich against the poor.

REBEL AWS CEREATOR

"With the pen he became a great destuctive influnce and a rebel; but he also became, in the highest sense of the word, a creator.

"If his fame shot up into the starry sky of Bengali literature like a rocket, it was a rocket that stayed up – and has never come down.

"I must pay also this great tribute. Fame did not spoil Nazrul. He remained his friendly, loveable and modest self. He took no part, if he could help it, in the literary controversies of the day. He was above them.

www.pathagar.com

"He was a tremendous devotee any admirer of Tagore thought in one way at best, he was something of a rebel against the influnce of Tagore- yet, between the two great writers, there was affection, both deep and sincere- a two way affection- each loved the other.

TAGORE'S TRIBUTE

"I can never forget the day when the aged poet went to the prison to meet Nazrul, who was serving a sentence for work, that considered inflammatory; and Tagore dedicated his book "Rakta Karabi" to Nazrul.

"Deep and never fading in my recollection, are my memories of the horrible days when the communal riots saddened us all-when brother did violence to brother- and Nazrul, putting his whole heart and soul into the cause of unity went round the country, freaching tolerance and peace.

"I know him as a colleague- as a journalist. **As a journalist, he never once laid aside his life long faith in liberty, unity and brotherliness.**

"I could go on for hours speaking of him; but rather will I make way for the next part of the programme, and but you hear for yourselves some of the well loved songs and poems that his genius produced.

"Some have become famous by writing only one story or poems. (If Nazrul had written only his poem "Bidrohi" (The Rebel), he would have been famous.)"

লন্ডনের কনওয়ে হল-এ বেঙ্গলী ইন্সটিটিউটের উদ্যোগে উদ্‌যাপিত নজরুল দিবসে শ্রী তুষার কান্তি ঘোষ, সৈয়দ মুহম্মদ আলি এবং শ্রী সুনীল বসু প্রমুখ বুদ্ধিজীবীবৃন্দ কবির জীবন ও সৃষ্টির বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। শ্রী তুষার কান্তি ঘোষের বিষয় ছিলো "ব্যক্তি ও দেশপ্রেমিক হিসাবে নজরুল" এবং সৈয়দ মুহম্মদ আলি আলোচনা করেন "একজন কবি হিসাবে নজরুল", এই বিষয়ের ওপর।

বিদেশে সংগঠিত এই জন্ম জয়ন্তীটি ছিলো প্রতিনিধিত্বমূলক। মাধুরী মুখোপাধ্যায়, নিলুফার জোহা, রাখী ঘোষ, রাজিয়া সুলতানা, সালমা বেগম, সোরাইয়া ইস্‌মাইল, শ্রীলেখা চৌধুরী, প্রভাত দত্ত, শ্যামল লোধ এবং অন্যান্য অনেক প্রখ্যাত শিল্পী এতে অংশ গ্রহণ করেন। ধারাবিবরণী দেন বাঙলায় সিরাজুর রহমান এবং ইংরেজীতে সাদিয়া সুবহান। মঞ্চসজ্জার দায়িত্ব নেন অশোক গুপ্ত এবং আলোক সজ্জার দায়িত্বে ছিলেন বিধান বসু, নির্মল ঘোষ এবং অসিত রায় চৌধুরী। মঞ্চ ও প্রেক্ষাগৃহের দায়িত্বে ছিলেন যথাক্রমে এ. কে. বসু এবং মিন্নাত আলি।

এই জন্মজয়ন্তীতে নজরুল সঙ্গীত, নজরুলের কবিতা আবৃত্তি এবং নজরুল সঙ্গীত-নৃত্য পরিবেশিত হয়। এই অনুষ্ঠান নির্দেশনায় ছিলেন সালমা বেগম এবং শ্রীলেখা চৌধুরী।

মহারথী সংস্পর্শ

শ্রী তুষারকান্তি ঘোষ তাঁর ভাষণে বলেন : "এক মহৎ প্রকাশনী সংস্থার সঙ্গে আমার সারাজীবনের সম্পর্ক আমাকে প্রায় অর্ধ শতাব্দীব্যাপী ভারতের মহান এবং প্রসিদ্ধ

www.pathagar.com

সাহিত্যিকবৃন্দের সংস্পর্শে আসার সুযোগ দিয়েছে। বাঙলার সাহিত্য মহারথীদের সংস্পর্শে আসার বিষয়ে একথা বিশেষভাবে সত্য।

"রবীন্দ্রনাথের কবিতা প্রথম প্রকাশিত হয় অমৃত বাজার পত্রিকায়।

"পেছনের দিকে ফিরে তাকালে দেখতে পাই, নজরুল কীভাবে অন্যান্যদের থেকে স্বতন্ত্র অবস্থান নিয়েছিলেন।

"তিনি এবং আমি সমবয়সী। এবং সেই হিসাবে আমার একটা চমৎকার সুযোগ হ'য়েছিল বাঙলার সাহিত্য জগতে তাঁর অভ্যুদয় প্রত্যক্ষ করারই শুধু নয়, তাঁর অভ্যুদয়ের অতুলনীয় চারিত্র্যও পুরোপুরি হৃদয়ঙ্গম ক'রার।

"প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ঠিক অব্যবহিত পরের পরিস্থিতি। ঠাকুর যখন তাঁর খ্যাতির শীর্ষে অবস্থান ক'রছেন এবং তাঁর সৃষ্টি ক্ষমতাও যখন তুঙ্গে, আর এ সবের ফলে উক্ত রবির তুলনায় অন্যান্য সাহিত্য রথীরা যখন অনুজ্জ্বল, নজরুলের অভ্যুদয় তখন স্বীয় ব্যক্তিত্ব ও প্রতীভার ঔজ্জ্বল্যে ভাস্বর হ'য়ে উঠেছিল।

বিশিষ্ট বোহেমিয়ান সৈনিক

"ঠাকুরের সাহিত্য প্রতিভার বিরুদ্ধে কয়েক দশক যাবৎ কোনো লেখক যখন নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার আশাটুকুও ক'রতে পারছিলেন না, তখন হঠাৎ নজরুলের অভ্যুদয়। তিনি ছিলেন যুবক। তিনি সৈনিক ছিলেন। যুদ্ধে সক্রিয় অংশ গ্রহণ ক'রেছিলেন। সে যুদ্ধ মানুষের সহনশীলতার ওপর অযথা চাপ সৃষ্টি ক'রেছে। সহনশীলতা যে কী তা তিনি জানতেন। দোস্তী কী ক'রে বানাতে হয় সে কায়দা তিনি চমৎকার রপ্ত ক'রেছিলেন। উৎকৃষ্ট অনেক কিছুই তাঁর রপ্ত ছিলো। মানুষের ভালো অনেক কিছুর মতো মন্দ অনেক কিছুও তিনি জানতেন। তথাপি তিনি ছিলেন একজন যথার্থ বোহেমিয়ান। কলম যে তরবারির চেয়ে শক্তিশালী সেটা দেখাতে এবং প্রমাণ ক'রতে তিনি কঠিন রণকৌশল প্রয়োগ ক'রেছিলেন।

তরবারির সাহায্যে তিনি জার্মান এবং অটোমান ফৌজী নায়কতার বিরুদ্ধে ল'ড়েছেন। আর কলমের সাহায্যে তিনি পিতৃভূমির আজাদীর জন্য কোটি কোটি মানুষের হৃদয়ে উদ্দীপনা সৃষ্টিই কেবল করেন নি, সব রকমের বৈষম্যের বিরুদ্ধেও তিনি মহৎ সংগ্রাম পরিচালনা ক'রেছেন। জাতি, বর্ণ, গোত্র ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নির্বিশেষ সমস্ত বৈষম্যের বিরুদ্ধে ছিলো তাঁর জেহাদ।

বিদ্রোহী ও স্রষ্টা

"কলমের গুণে তিনি একাধারে যেমন একজন মহৎ বিধ্বংসী প্রভাব এবং একজন বিদ্রোহী হ'য়ে উঠেছিলেন, ঠিক তেমনি মহোত্তম চেতনায় তিনি হ'য়ে উঠেছিলেন প্রকৃত অর্থে একজন স্রষ্টা।

বাঙলা সাহিত্যের নানান নক্ষত্রমন্ডিত আকাশে তাঁর খ্যাতি দ্রুত হাউইয়ের মতো উচ্চে আরোহণ ক'রেছে। সর্বোর্দ্ধ আকাশে সে হাউই স্থায়ীও হ'য়েছে। কখনো নীচে নেমে আসে নি।

"আমি আমার শ্রদ্ধার্ঘ্যে এই মহৎ ঘটনাটুকুও বিবৃত ক'রতে চাই যে, খ্যাতি নজরুলকে নষ্ট করে নি। জনসাধারণের কাছে তিনি ছিলেন বন্ধু, প্রিয় এবং বিনয়ী সুজন। তাঁর

www.pathagar.com

সমসাময়িক সাহিত্যিক বিতর্কে তিনি পারতপক্ষে শরীক হন নি। তিনি ছিলেন এ সব কিছুরই উর্দ্ধে।

"একটি দিক দিয়ে অন্তত তিনি ছিলেন ঠাকুরের এক বিরাট ভক্ত এবং স্তাবক। ঠাকুরের প্রভাবাধিপত্যের দুই মহৎ লেখকের মধ্যে ছিলো এক গভীর এবং আন্তরিক টান। এই আন্তরিকতা ছিলো উভয় তরফের। একে অন্যকে ভালোবাসতেন।

ঠাকুরের শ্রদ্ধার্ঘ্য

"আমি সেদিনের কথা কখনোই ভুলতে পানি না, যখন সেই বর্ষীয়ান কবি কারাগারে দেখতে গিয়েছিলেন নজরুলকে। তিনি তাঁর অগ্নিগর্ভ অবদানের জন্য কারাদন্ড ভোগ ক'রেছিলেন। ঠাকুর তাঁর "রক্ত করবী" গ্রন্থ কাজী নজরুল ইস্‌লামের নামে উৎসর্গ ক'রেছিলেন।

"সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিভীষিকাময় দিনগুলো এখনও আমার স্মৃতিতে গভীর ও স্থায়ী রেখাপাত ক'রে আছে। হানাহানির সেসব ঘটনাগুলো সে সময় আমাদের সবাইকে বিষণ্ন ক'রেছিল। তখন এক ভাই আর এক ভাইয়ের বিরুদ্ধে সহিংস আচরণ ক'রেছে। **কিন্তু নজরুল তখনও তাঁর হৃদয় ও আত্মাকে ঐক্যের সেতু নির্মাণের কাছে নিবেদিত রেখেছিলেন। দেশের প্রতিটি প্রান্তে তিনি শান্তি ও সহনশীলতার বাণীবাহক হ'য়ে সফর ক'রেছেন।**

"একজন সহকর্মী হিসাবে আমি তাঁকে জানি। একজন সাংবাদিক ব'লে আমি তাঁকে জানি। **সাংবাদিক হিসাবে তিনি যখন কর্তব্যরত ছিলেন সে সময়ও আজাদী, ঐক্য ও সৌভ্রাতৃত্বের ওপর থেকে তিনি তাঁর আস্থা কখনোই প্রত্যাহার ক'রে নেন নি।**

"তাঁর বিষয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা অনেক কথাই আমার বলার আছে। কিন্তু আমার তরফে এখন বরং উচিত অনুষ্ঠানের পরবর্তী অংশের কাজ শুরু হ'তে দেওয়া। আপনারা নিজেরাই বরং তাঁর জনপ্রিয় কবিতা ও সঙ্গীত শুনে দেখুন, এ সব সৃষ্টির জন্য কী বিশাল প্রতিভার প্রয়োজন হয়।

"বিশ্ব সাহিত্যে কেউ কেউ কেবল মাত্র একটি গল্প অথবা কাব্যগন্থ লিখে জনপ্রিয় হ'য়েছেন। কিন্তু নজরুল একমাত্র তাঁর "বিদ্রোহী" কবিতাই যদি কেবল লিখ্‌তেন, তা হ'লেও তিনি বিখ্যাত হ'তে পারতেন।"

প্রমীলা নজরুল ইস্‌লামের ইন্তেকাল

১৫ আষাঢ় ১৩৬৯ : ২৭ মোহর্‌রম ১৩৮২ : ৩০ জুন ১৯৬২ তারিখ শনিবার প্রমীলা নজরুল ইস্‌লাম ইন্তেকাল করেন। কবি-পত্নীর জন্ম : ২৭ বৈশাখ ১৩১৫ মোতাবিক ১০ এপ্রিল ১৯০৮ : ৮ রবিয়ল আউয়ল ১৩২৬ তারিখ রবিবার। ১৯২১-এ কাজী নজরুল ইস্‌লামের সঙ্গে যখন তাঁর পরিচয় হয় তখন তিনি কুমিল্লায় ফয়জুন্নেসা গার্লস হাই স্কুলের ছাত্রী। বিয়ের আগে তাঁর নাম ছিলো আশালতা সেনগুপ্তা। তাঁর প্রমীলা নাম কবির দেওয়া। বিশেষ ক'রে কবির অসুস্থতার পর প্রমীলা নজরুল ইস্‌লাম নামই তিনি লিখ্‌তেন। তাঁকে কবর দেওয়ার নসীয়তই তিনি ক'রে যান। সেই মোতাবেক কবির পিতৃভূমি এবং জন্মস্থান চুরুলিয়ায় তাঁকে সমাহিত করা হয়। সে সময় ১৮ আষাঢ় ১৩৬৯ : ৩০ মহ্‌ররম ১৩৮২ : ৩ জুলাই ১৯৬২ তারিখ মঙ্গলবার হাওড়া স্টেশন থেকে মোগল সরাই পাসেঞ্জারযোগে কবি স্বগ্রাম রওয়ানা হন।

www.pathagar.com

সি. আই. টি. বিল্ডিং-এর বাসা

মার্চ ১৯৬৩ থেকে কবি সি. আই. টি. বিল্ডিং, ফ্ল্যাট ৪ , ব্লক 'এল', ৪/২ ক্রিস্টোফার রোড, কলকাতা-১৪, এই ঠিকানায় থাকছেন। কাজী সব্যসাচী ইস্‌লাম অল্ ইন্ডিয়া রেডিও'র কলকাতা কেন্দ্রে সাত-আট বছর চাকরী ক'রছেন। ৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩৭০ : ১৮ মে ১৯৬৩ : ২৩ জেলহজ্জ ১৩৮২ তারিখ শনিবার কাজী সব্যসাচী ইস্‌লামের চিঠি সুফী জুলফিকার হায়দারকে :

"আমি নিজে আপনার এই Post Card-এর চিঠি ছাড়া অন্য কোন চিঠি পাই নি। যাই হোক, পাইক পাড়ার নিনিদের বাড়ী থেকে একটা উত্তর দেওয়া উচিত ছিল। .... আজ সেই পূজনীয়া দিদিমা নেই, মা নেই, সব শূন্যে– বাবাকে নিয়ে এসেছি আমার কাছে; তাঁর শরীরের যা হাল হ'য়েছে তা আর ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। মা হ'লে যাওয়ার পর থেকে শরীর একেবারেই ভেঙ্গে প'ড়েছে। চুরুলিয়ায় শরপুকুরের পাশে মার সমাধি। বর্তমানে বাবাকে খুবই সাবধানে রাখা হ'য়েছে। আমার দুই কন্যা খিলখিল (৫) ও মিষ্টি (৩) – নিনির দুই পুত্র গুণগুণ (৬) ও গুবু (৩)– নিনিরা পাইক পাড়ায় আছে। নিনি গীটার শেখানোর স্কুল ক'রেছে এবং বাড়ীতেও গীটার শিক্ষা দেয়। আর আমি ১৯৫৬ সাল থেকে "All India Radio"-র কলকাতা কেন্দ্রের একজন Staff Arist হিসাবে কাজ ক'রছি। ... দিদিমার নিরুদ্দেশ হওয়ার পর পরলোকগত চাচা আলী হোসেন, পরলোকগত মামা ধীরেন সেন, কাকা কালীপদ বাবু অনেকেই তাঁর খোঁজ ক'রেছিলেন। আমাদের গোটা সংসারের কান্ডারী ছিলেন দিদিমা। তাঁর তুলনা নেই। যেখানেই থাকুন তিনি যেন শান্তি পান– যে শান্তি তিনি আমাদের সংসারে ঐ সময়ে কোন দিনই পান নি।

.....

আপনি এবং কাকীমা আমার শ্রদ্ধাপূর্ণ সালাম গ্রহণ ক'রবেন।

ইতি-
আপনার স্নেহধন্য
সানি"

১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৭০ : ২৬ মে ১৯৬৩ : ২ মহররম ১৩৮৩ তারিখ রবিবার সারা বিশ্বের নানান জায়গায় বাঙলাভাষীদের উদ্যোগে মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হ'লো কাজী নজরুল ইস্‌লামের ৬৫ তম জন্ম দিবস।

সি. আই. টি. বিল্ডিং –এর বাসায় ১৯৬৩-র মার্চ থেকে

২৭ জ্যৈষ্ঠ ১৩৭০ : ১৮ মোহররম ১৩৮৩ : ১১ জুন ১৯৬৩ তারিখ মঙ্গলবার সুফী জুলফিকার হায়দারকে লেখা কাজী সব্যসাচী ইসলামের চিঠি:

"গত মার্চ মাস থেকে বাবাকে নিয়ে আমরা এই নূতন ফ্ল্যাটে বাস ক'রছি। এখনও চারিদিকে নানান ঝামেলা– কিছুতেই গুছিয়ে উঠতে পারছি না। বাবার অসুখের পর ১৯৪৩-৪৪ সালের সেই ভয়ঙ্কর দুর্দ্দিনের কথা ভাবলে আজও স্থির থাকতে পারি না। কি নিদারুণ অভাব অশান্তি বিশৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে দিনগুলি কেটেছে। আজ প্রায় সাত-আট বছর চাকুরী হ'য়ে গেল তবু কিছুতেই নিশ্চিন্ত হ'তে পারলাম না। – না আছে কোন সঞ্চয় (যেটা আমাদের রক্তে নেই,)! না আছে. সন্তানদের ভবিষ্যতের কোন ব্যবস্থা – সব কিছু এলোমেলো – বাবার বইগুলোর–ও সুষ্ঠু প্রকাশনা হয়না– চাকরী করি, দেখবার সময় পাই না– কবির কবিতা-গানের Copy right

www.pathagar.com

সমস্যার একটা সমাধান না হ'লে সব অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। সরকারের কাছে আমি এ বিষয়ে আবেদন করেছি। যাদের right কেনা আছে তারা অন্ততঃ মানবতার খাতিরেও Claim ছেড়ে দিতে পারত– কিন্তু ছাড়ে নি। এবার এখানে ভীষণ উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে নজরুল জয়ন্তী হ'য়ে গেল! ঐ দিন বাড়ীতে এত ভীড় হ'য়েছিল যে সামলানো দায় হ'য়ে উঠেছিল, খালি মানুষের মিছিল! সন্ধ্যা বেলায় যখন গান হ'চ্ছিল তখন বাবা যেন নিমেষের মধ্যে সেই পুরানো দিনে ফিরে গিয়েছিলেন, ইঙ্গিতে, মুখের অব্যক্ত ভাষায় বারবার গান গাইতে ব'লছিলেন, কাঁদছিলেন, হাসছিলেন, সে এক অপূর্ব অনুভূতি। – ঐ দিনটি আমি ভুলব না। আমি ও নিনি, যদি বিশেষ কোন বাধা উপস্থিত না হয় তবে নভেম্বর বা ডিসেম্বরে ঢাকায় যাব ব'লে মনে ক'রেছি। আল্লা যদি চান তবে আমরা সেদিন আপনার সঙ্গে মিলিত হব। এবারের জন্মদিনে মাকে হারানোর বেদনা আমাদের সবাইকে বিষণ্ন ক'রে তুলেছিল। কাকা, তাঁর সমাধি ফলকে বাবার কয়েকটি কবিতা বা গানের অংশ খোদাই ক'রতে চাই, আপনার সে রকম কিছু জানা আছে কি?

পুনঃ– আগামী ৩০শে জুন আমার মহীয়সী মার প্রথম মৃত্যু-বার্ষিকী। ঐদিন প্রার্থনা করবেন তাঁর জন্য। আমি ঐ দিন চুরুলিয়ায় (তাঁর সমাধিস্থলে) যাব। কাকা, আপনি একবার Passport নিয়ে কলকাতায় আমার এখানে আসুন। .... বাবাকে একবার দেখার জন্য আল্লাহ্তায়ালা নিশ্চয় আপনাকে নির্দ্দেশ দেবেন। আমার সশ্রদ্ধ সালাম গ্রহণ ক'রবেন।"

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর ইন্তেকাল

১৮ অগ্রহায়ন ১৩৭০ : ৫ ডিসেম্বর ১৯৬৩ : ১৮ রজব ১৩৮৩ তারিখ বৃহস্পতিবার হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ইন্তেকাল করেন। জন্ম ঃ ৮ সেপ্টেম্বর ১৮৯২।

১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৭১ : ১৫ মে ১৯৬৪ : ১২ মোহররম ১৩৮৪ তারিখ সোমবার সারা বিশ্বে মহা সমারোহে উদ্‌যাপিত হ'লো মহান কবি কাজী নজরুল ইস্‌লামের ৬৬ তম জন্ম দিবস।

মানবিক মূল্যবোধ নিস্পিষ্ট

৬ পৌষ ১৩৭১ : ১৬ শাবান ১৩৮৪ : ২১ ডিসেম্বর ১৯৬৪ তারিখ সোমবার বসুধা চক্রবর্তীর চিঠি সুফী জুলফিকার হায়দারকে ঃ

"বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রেরিত আপনার বই পেয়েছি। ... সমগ্রভাবে উপলব্ধি করলুম, কেমন ক'রে রাজনৈতিক বিভেদ-বিসংবাদের আড়ালে সমস্ত মানবিক মূল্যবোধ নিস্পিষ্ট হ'য়েছিল; আপনার সমস্ত চেষ্টা সত্ত্বেও লোকসমাজে কবি বিদ্রোহীর রুগ্ন জীবনের আশ্রয়ও আর অটুট রইল না, ক্রমবিস্মৃতিতে হারিয়ে গেলো। তারপর তার পুনরুদ্ধারের ক্ষীণ চেষ্টা হ'য়েছে; কিন্তু সবটাই বিলম্বে, বড় বেশী বিলম্বে। গোড়াতেই যে কখন বিলম্ব হ'য়ে গিয়েছিল, তা' কেউ জানতেও পারে নি।"

আনন্দবাজার পত্রিকা

১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৭২ : ২৫ মে ১৯৬৫ : ২৩ মহররম ১৩৮৫ তারিখ মঙ্গলবার কবির ৬৭ তম জন্ম দিনে আনন্দবাজার পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় প্রথম কলমে তাঁর ঐ বয়সের একটা দুর্লভ ছবি ছাপা হ'য়েছে। আর এর নীচে আছে স্টাফ রিপোর্টারের প্রতিবেদন "আজ নজরুল জয়ন্তী" শিরোনামে ঃ

"আজ মঙ্গলবার কাজী নজরুল ইস্‌লামের ৬৬ তম জন্ম দিন। অন্য বারের মতো এবারও

www.pathagar.com

তাঁর জন্ম তিথি উদ্‌যাপনের আয়োজন হ'য়েছে।

তাঁর ক্রিস্টোফার রোডের ছোট্ট ফ্ল্যাটটি প্রতিবারের মতো এবারও সকাল ৯-টা থেকে গুণমুগ্ধ দেশবাসীর জন্য অবারিত থাকবে।

ঐ দিন কলকাতায় শহরতলিতে ও নজরুলের স্বগ্রামে চুরুলিয়ায় বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন হ'য়েছে। সন্ধ্যায় বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলন বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন ক'রেছেন। এই বিস্তরিত তথ্য তৃতীয় পৃষ্ঠায়।

১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৭২ : ২৫ মে ১৯৬৫ তারিখ মঙ্গলবার আনন্দবাজার পত্রিকার তৃতীয় পৃষ্ঠায় দ্বিতীয় কলমে "নজরুল জন্মোৎসব" শিরোনামে খবর ঃ

"আজ মঙ্গলবার কাজী নজরুল ইস্‌লামের ৬৬ তম জন্ম দিবসে তাঁর উদ্দেশে শ্রদ্ধা জানানোর জন্য নানা স্থানে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হ'য়েছে। কয়েকটি অনুষ্ঠানের বিজ্ঞপ্তি নীচে দেওয়া হ'ল ঃ-

জন্মভূমি চুরুলিয়া গ্রামে অনুষ্ঠান

মঙ্গলবার বিকেল ৬টায় চুরুলিয়া গ্রামে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে কবির প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হবে। শ্রী সুচিত ব্যানার্জী (অতিরক্তি জেলা শাসক, আসানসোল) প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত থাক্‌বেন।

নজরুল পাঠাগার ঃ- আজ বিকেল ৬টায় সুডেন্টস্ হলে নজরুল জয়ন্তী পালিত হবে। সভাপতি দক্ষিণারঞ্জন বসু। প্রধান অতিথি শ্রী অরবিন্দ পোদ্দার।

চারণ কবি সম্মেলন ঃ- কবি নজরুলের জন্ম জয়ন্তীতে তাঁর জন্মভূমি চুরুলিয়ায় চারণ কবি সম্মেলনের আয়োজন করা হ'য়েছে। এতে অংশ গ্রহণ ক'রবেন শেখ গোমানী দেওয়ান ও তুলস্বোদর চক্রবর্তী। বুধবার ও বৃহস্পতিবার রাত্রিতে এ অনুষ্ঠান হবে।

শঙ্করপুর নজরুল পাঠাগার (ঠাকুরাণী চক) ঃ- বিদ্রোহী কবি নজরুল ইস্‌লামের জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষ্যে আজ সারাদিন ব্যাপী অনুষ্ঠান।

কলকাতা সাহিত্য সমাজ ঃ -আজ সন্ধ্যা ছ'টায় মুক্তরাম বাবু স্ট্রীটস্থ মর্মর প্রাসাদে কবি নজরুল ইস্‌লামের জন্ম জয়ন্তী স্মরণ সভা।

কবি নজরুল সম্পর্কিত গ্রন্থ প্রদর্শনী

কবি কাজী নজরুল ইস্‌লামের জন্ম দিবস **উপলক্ষ্যে বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনের প্রদর্শনী ও মেলা প্রাঙ্গণে (সার্কাস স্কোয়ার) বাংলার তরুণ কবিদের উদ্যোগে 'বাংলা কবিতা' কর্তৃক আয়োজিত কবিতা মেলায় কবি নজরুলের এবং কবি নজরুল সম্পর্কিত গ্রন্থাবলীর এক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হ'য়েছে।**

বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলন

আজ সন্ধ্যা ৬.৩০ টায় কাজী নজরুল জন্মোৎসব । আলোচনা ঃ প্রেমেন্দ্র মিত্র। কবিতা পাঠঃ কাজী সব্যসাচী, প্রদীপ ঘোষ, অনুভা গুপ্তা। গীতি আলেখ্য : গুল বাগিচা। প্রযোজনা ঃ দীপালী নাগ। সংগীত পরিচালনা ঃ কাজী অনিরুদ্ধ। অংশ গ্রহণে ঃ কাজী সব্যসাচী, পূরবী দত্ত, কল্যাণী কাজী, প্রগতি বর্মণ, উৎপলা মুখোপাধ্যায়, ধীরেন বসু, জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায়। সমবেত যন্ত্র সঙ্গীত ঃ নজরুলের দেশাত্মবোধক সঙ্গীত। পরিচালনাঃ কাজী অনিরুদ্ধ ও রজত নন্দী। মেলা প্রাঙ্গণে একক সঙ্গীত ঃ দিলীপ চট্টোপাধ্যায়।"

www.pathagar.com

১২জ্যৈষ্ঠ ১৩৭২:২৬মে ১৯৬৫ তারিখ বুধবার আনন্দবাজার পত্রিকার দ্বিতীয় ও তৃতীয় পৃষ্ঠায় "৬৬তম জন্মদিনে নজরুল"- এর ছবি সহ স্টাফ রিপোর্টারের প্রতিবেদন "নজরুল জয়ন্তী" শিরোনামেঃ

"ভোরের হাওয়ায় এলে কে ঘুম ভাঙাতে।"

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে কানে এল হারমোনিয়ামের আওয়াজ। আর সেই সঙ্গে দক্ষিণের বাতাসে ভেসে আসা গানের কলি– 'ভোরের হাওয়ায় এলে কে ঘুম ভাঙাতে।'

ক্রিস্টোফার রোডের দোতলায় সেই উত্তরের ঘরে এবারও কাজী নজরুল ব'সে ছিলেন। অনুরাগীদের ভিড়ে ঘরটি ভ'রে গেছে। এক বছর পরে আবার তাঁকে দেখ্‌লাম। গরদের পাঞ্জাবী, পরনে শান্তিপুরি ধুতি। একটি তাকিয়ায় হেলান দিয়ে তিনি ৬৬ তম জন্মদিনের অনুষ্ঠানে ব'সে ছিলেন। চোখে সেই উদাস শূন্য দৃষ্টি। তবে এবার যেন মনে হ'ল বড় ক্লান্ত।

মাঝে মাঝে গুমরে উঠছেন 'গান গান'। গান হ'চ্ছে। অর্ধ জাগ্রত চেতনা দিয়ে কী অনুভব ক'রছেন কে জানে। তবে গান শুনে শুনে আনমনা হ'য়ে যাচ্ছেন তিনি। কখনও চোখের কোণে অশ্রু রেখা। পুরানো মাসিক পত্রিকার পাতা উল্‌টাচ্ছেন কখনও। কখনও গতি ক্ষিপ্র। কখনও বা ধীর।

কবিপুত্র কাজী সব্যসাচী জানালেনঃ কিছুদিন ধ'রে কবি অসুস্থ। রক্তের নিম্নচাপে ভুগছেন তিনি। একটি পা ফুলে গেছে। চিকিৎসকরা ব'লছেন : বাত। তবে চিকিৎসা চ'লছে। নীল রতন সরকার মেডিক্যাল কলেজের মেডিক্যাল ওয়ার্ডের ডাঃ জি, বি, সিংহের পরিচালনায় পাঁচ জন বিশিষ্ট চিকিৎসক তাঁকে দেখছেন। কবি এখন ভাল ক'রে হাঁটতে পারেন না। অন্যের সাহায্য নিতে হয়।

কবিপুত্র সব্যসাচী কথায় কথায় দুঃখ ক'রে ব'ললেন ঃ কবির "নারী" ও "রবিহারা" কবিতা দু'টির স্বকণ্ঠ আবৃত্তির রেকর্ড নষ্ট হ'য়ে গেছে।

ঐ দিন সকাল আট্‌টা থেকে সারাদিন ধ'রে অসংখ্য নর-নারী কবি আবাসে গিয়ে তাঁকে স্বাগত জানিয়ে আসেন। বিশিষ্টদের মধ্যে ছিলেন সর্বশ্রী প্রেমেন্দ্রে মিত্র, অচিন্তকুমার সেনগুপ্ত, শিল্পী অপরেশ লাহিড়ী, বাঁশরী লাহিড়ী প্রমুখ। কবিগৃহে নজরুল গীতিতে অংশ নেন শ্রীমতী প্রগতি বর্মণ, রঞ্জনা রায়, ধীরেন বসু, ফিরোজা বেগম, সত্যেশ্বর মুখার্জী, ধীরা চ্যাটার্জী প্রমুখ। উল্লেখযোগ্য ঃ কবিগৃহে পাকিস্তান ডেপুটি হাই কমিশনের কোন প্রতিনিধি গত বছর থেকে আর আসছেন না।

বিদ্রোহী

ঐ দিন বিকেলে বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনে নজরুল জয়ন্তীর অনুষ্ঠানে কবিপুত্র সব্যসাচী যখন নজরুলের কতগুলি কবিতা আবৃত্তি ক'রেছিলেন, তখন শ্রোতাদের মধ্যে থেকে বার বার ধ্বনি ওঠে – 'বিদোহী' 'বিদ্রোহী'। অর্থাৎ শ্রোতারা নজরুলের বিদ্রোহী কবিতাটি শুনতে চান।

সভার একমাত্র বক্তা শ্রী প্রেমেন্দ্র মিত্র শ্রোতাদের বলেন, নজরুলকে শুধু বিদ্রোহী কবি ব'ললে সুবিচার করা হবে না, নজরুলের বিদ্রোহ সৃষ্টি-ছাড়া অদ্ভুত ব্যতিক্রম ব'ললেও ভুল হবে। তাঁর কবিতা সূর্যোদয়ের মতো সহজ, সরল, সত্য। এই সত্য যখন ভুলে থাকি তখন নজরুলের মতো কবি দরকার।

এই দিন বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মিলনে কাব্যগ্রন্থ প্রদর্শনী মন্ডপে নজরুলের লেখার প্রদর্শনী হয়। নজরুলের অনেক গ্রন্থ এই দিন বিক্রয় হয়।"

www.pathagar.com

পূর্ব পাকিস্তানের সকল সংখ্যালঘু নাগরিত্ব

১৬ জুন ১৯৬৫ : ১ আষাঢ় ১৩৭২ : ১৫ শফর ১৩৮৫ তারিখ বুধবার ভারত সরকারের এক গোপন সরকারী নির্দেশিকা জারী করা হ'লো সে অনুসারে যাতে পূর্ব পাকিস্তানের সমস্ত সংখ্যালঘুকে ভারতীয় নাগরিকত্ব দেওয়ার বন্দোবস্ত হয়। তথ্যসূত্র : ১২ ফেব্রুয়ারী ১৯৮২ তারিখ শুক্রবারের আনন্দবাজার পত্রিকার ১ম পৃষ্ঠা।

সেপ্টেম্বর ১৯৬৫-তে হিন্দুস্থান-এ এইচ ২২৬৬ সংখ্যাক রেকর্ডে প্রকাশিত হয় জগন্ময় মিত্রের গাওয়া নজরুল সঙ্গীত 'খেলা শেষ হ'লো'।

আবদুল হালিমের ইন্তেকাল

১৫ বৈশাখ ১৩৭৩ : ২৯ এপ্রিল ১৩৬৬: ৭ মহররম ১৩৮৬ তারিখ শুক্রবার কাজী নজরুল ইস্‌লামের অন্যতম সুহৃদ কমরেড আব্‌দুল হালিম কলকাতায় ইন্তেকাল করেন। মরহুম আবদুল হালিমের পৈত্রিক নিবাস বীরভূমের কীর্ণাহার এলাকার সরডাঙ্গায়। কবি-সুহৃদ মুজফ্‌ফর আহমদ তখন রাজবন্দী। কবি সুহৃদ আবদুল হালিমের পুত্র বিপ্লব হালিম তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙলায় এম.এ ক্লাসে পরীক্ষার্থী। বিপ্লব হালিম পরে নজরুল সৃষ্টি সংরক্ষণ সংস্থারও সদস্য হ'য়েছিলেন।

১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৩ : ২৫ মে ১৯৬৬ : ৪ সফর ১৩৮৬ তারিখ বুধবার কবির ৬৭ তম জন্ম বার্ষিকী। ৬৮ তম জন্ম দিবস।

১৮ চৈত্র ১৩৭৩ : ১ এপ্রিল ১৯৬৭ : ২০ জেলহজ্জ ১৩৮৬ তারিখ শনিবার ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাসিক পাঁচ শ' টাকায় ভাতায় Emeritus Professor নিযুক্ত হ'লেন।

কবিকে ক্রিস্টোফার রোডে দেখরাম

কবিকে তাঁর জন্ম দিনে ১৯৬৭-তে কলকাতা চোদ্দ, ক্রিস্টোফার রোড, সি. আই. টি বিল্ডিং, ফ্ল্যাট ৪, ব্লক "এল", এই ঠিকানায় বিকেলে তাঁকে দেখি। শরাবের পিয়ালার মতো বিশাল মনমুগ্ধকর অনন্য তাঁর দু'টো অপরূপ চোখ। অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন। আমিও। পরে এবারই প্রথম চুরুলিয়া যাই। জয়ন্তী চলাকালে। ওদিন বিকেলে একটা হিন্দু ছেলে আমাকে গোসল করাতে নিয়ে গিয়েছিলো একটা পুকুরে। তার চমৎকার আন্তরিকতপূর্ণ এক সহজ-স্বাভাবিক ব্যবহারে আমি মুগ্ধ হ'য়েছিলাম। গীটারের অনুষ্ঠানের আগে কল্যাণী কাজীর উপস্থিতিতে মক্তবে ব'সে কাজী অনিরুদ্ধ ইস্‌লামকে মদ্য পান করতে দেখে মর্মাহত হ'য়েছিলাম। গীটারে তাঁর 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু', 'চল্ চল্ চল' প্রভৃতি নজরুল সঙ্গীতের অনুষ্ঠানে অবশ্য মুগ্ধ ক'রেছিলেন।

১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৪ : ২৬ মে ১৯৬৭ : ১৫ সফর ১৩৮৭ তারিখ শুক্রবার কবির ৬৮ তম জন্ম বার্ষিকী। ৬৯ তম জন্ম দিবস। পশ্চিম বঙ্গে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে নজরুল জয়ন্তী শুরু হয়।

১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৫ : ২৫ মে ১৯৬৮ : ২৬ সফর ১৩৮৮ তারিখ শনিবার কবির ৬৯তম জন্ম বার্ষিকী। ৭০ তম জন্মদিবস।

কাজী অনীরুদ্ধ ইসলামের চিঠি

২৬ শ্রাবণ ১৩৭৫ : ১১ আগষ্ট ১৯৬৮ : ১৬ জমাদিয়ল আউয়ল ১৩৮৮ তারিখ শুক্রবার "অগ্নিবীণা"-র অন্যতম ঠিকানা ১৫৬/এল মন্মথ দত্ত রোড, কলকাতা ৩৭ থেকে সুফী জুলফিকার হায়দারকে লেখা কাজী অনিরুদ্ধ ইস্‌লামের চিঠি ঃ

www.pathagar.com

"ঈদের দিনে আপনার বাড়ীতে চাচীমার রান্না করা বিরিয়ানীর কথা আজও মনে পড়ে। বাবাও সাথে যেতেন, আমরা আপনার বাইনাকুলার দিয়ে আশেপাশের সব দেখ্‌তাম। ...

আমি পাসপোর্ট-এর জন্য চেষ্টা ক'রছি। এখানে সকলেই নজরুলের জন্ম দিনে নজরুলকে নিয়ে খুব করে Photo তোলে। কিন্তু তাঁর লুপ্তপ্রায় রচনা উদ্ধারের চেষ্টা ক'রছে না।

আমি এখন দিনের পর দিন বসে বাবার সেই সব গানের স্বরলিপি এবং রচনা প্রকাশ ক'রছি নতুনভাবে, কারণ নজরুল ইস্‌লামের কীর্তিকে আমি অক্ষয় ক'রে রাখতে চাই। আপনাদের দোয়া পেলে আমি নিশ্চয়ই সফল হবো।"

কাজী সব্যসাচী ইস্‌লাম এ সময় কবিকে নিয়ে থাকতেন অগ্নিবীণার অন্যতম ঠিকানা ব্লক "এল", ফ্ল্যাট ৪, সি.আই.টি বিল্ডিং, ক্রিস্টোফার রোড, কলকাতা-১৪, এই ঠিকানায়। কবির তৃতীয় পুত্র কাজী সব্যসাচী ইস্‌লাম এবং চতুর্থ পুত্র কাজী অনিরুদ্ধ ইস্‌লাম ছিলেন অগ্নিবীণার জয়েন্ট সেক্রেটারী। কবির বাল্যবন্ধু শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ছিলেন এর সভাপতি।

মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ ইন্তেকাল

মুসলিম বাঙলার অন্যতম পথিকৃৎ সাংবাদিক, স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং বিশিষ্ট ইস্‌লামী চিন্তাবিদ মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ ইন্তেকাল করেন ২ ভাদ্র ১৩৭৫ : ১৮ আগষ্ট ১৯৬৮ : ২৩ জমাদিয়ল আউয়ল ১৩৮৮ তারিখ রবিবার। চব্বিশ পরগণা জেলার হাকিমপুরে তাঁর জন্ম ৭ জুন ১৮৬৮ ২৪ জৈষ্ঠ্য ১২৭৫। ১৯৬৮ সালেই ঢাকায় যখন তাঁর সঙ্গে দেখা করি তখন শয্যাশায়ী অবস্থায় তিনি বাপ-দাদার কবর এবং ভিটা বাড়ী সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ ক'রেছিলেন।

কাজী সব্যসাচী ইসলামের চিঠি

বুলগেরিয়ার রাজধানী সোফিয়া এবং পরে সোভিয়েত ইউনিয়ন সফর শেষে কাজী সব্যসাচী ইস্‌লাম কলকাতা ফিরলেন ৪ ভাদ্র ১৩৭৫ : ২০ আগষ্ট ১৯৬৮ : ২৫ জমাদিয়ল আউয়ল ১৩৮৮ তারিখ মঙ্গলবার।

এর আট দিন পর ১২ ভাদ্র ১৩৭৫ : ২৮ আগষ্ট ১৯৬৮ : ৩ জমাদিয়স্‌সানি ১৩৮৮ তারিখ বুধবার সুফী জুলফিকার হায়দারকে লেখা কাজী সব্যসাচী ইস্‌লামের চিঠি ঃ

"আপনি হয়তো শুনেছেন যে, আমি গত ১ মাস যাবৎ ভারতে ছিলাম না। আমি ভারতের সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি হিসাবে বিশ্ব যুব উৎসব উপলক্ষ্যে প্রথমে (বুলগেরিয়া) এবং পরে সোভিয়েট ইউনিয়ন পরিভ্রমণ ক'রে ২০-৮-'৬৮ তারিখে কলকাতা ফিরে এসেছি। হঠাৎ আমার যাওয়ার ঠিক হ'য়েছিল বলে আপনাকে খবর দিতে পারি নি। বাড়ী এসে আপনার দু'টি চিঠি পেলাম। আমার পাকিস্তানের পাসপোর্ট প্রস্তুত হ'য়ে প'ড়ে আছে। নিনিকে বারবার বলা সত্ত্বেও পাসপোর্ট করানো যায় নি। ও কাল বা পরশু দরখাস্ত ক'রবে। আমার পাকিস্তানের পাশপোর্ট কয়েক মাস লেগেছিল। নিনির জন্য আরো দেরী হবে। অতএব এই অবস্থায় আমি কি করব আপনি স্থির করুন। October, November, December ও January মাসে আমার এখানে প্রচুর কাজ। September অথবা October – এর শেষ সপ্তাহে আমার যাওয়া হ'তে পারে। আপনি সত্বর আমাদের যাওয়ার ব্যবস্থা করুন। বাবার শরীর ভাল না। মাঝে মাঝে অজ্ঞান হ'য়ে যান। আমার ও নিনির ছেলে-মেয়েরা ভাল আছে। আদাব।"

আপাতঃদৃষ্টিতে মদ্য পানের অভিযোগে অল্ ইন্ডিয়া রেডিওর কলকাতা স্টেশনের চাকুরী থেকে কাজী সব্যসাচী ইস্‌লামকে উৎখাত করা হয়। আসলে এক হিন্দু রমণীর সঙ্গে মেলা মেশার

www.pathagar.com

কারনে তাঁর ওপর শারীরীক হামলাও চালানো হয়। স্টেশন ডাইরেক্টর নাকি সরেজমিনে তদন্ত ক'রে তাঁকে চাকুরী থেকে বরখাস্ত করেন। যাই হোক, জীবিকার জন্য এর পর তাঁকে বিজ্ঞাপনে কণ্ঠ দিতে হয়। আবৃত্তিতে তাঁর কণ্ঠ অনন্য ও অতুলনীয়।

১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৬ : ২৫ মে ১৯৬৯ তারিখ রবিবার কবির ৭০ তম জন্ম বার্ষিকী। ৭১ তম জন্ম দিবস।

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র ইন্তেকাল

২৯ আষাঢ় ১৩৭৬ : ১৩ জুলাই ১৯৬৯ তারিখ রবিবার ভাষাতত্ত্ববিদ ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ইন্তেকাল করেন। তাঁর জন্ম: ২৪ পরগণা জেলার হাড়োয়া থানা এলাকায় পিয়ারা গ্রামে ১০ জুলাই ১৮৮৫ তারিখে।

১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৭ : ২৫ মে ১৯৭০ তারিখ সোমবার মহান কবি কাজী নজরুল ইস্‌লামের ৭১ তম জন্ম বার্ষিকী। ৭২ তম জন্ম দিবস।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা

১২ চৈত্র ১৩৭৭ : ২৬ মার্চ ১৯৭১ : ২৮ মহররম ১৩৯১ তারিখ শুক্রবার চট্টলায় পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান পাকিস্তানের পশ্চিমাংশ থেকে পূর্ব পাকিস্তানকে জুদা ক'রে সেই বিচ্ছিন্ন ভূখন্ডকে বাঙ্‌লাদেশ ব'লে ঘোষণা ক'রলেন।

পূর্ব পাকিস্তানে শেষ নজরুল জয়ন্তী

১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৮ : ২৬ মে ১৯৭১ : ১ রবিয়স্‌সানি ১৩৯১ তারিখ বুধবার মহান কবি কাজী নজরুল ইস্‌লামের ৭২ তম জন্ম বার্ষিকী। সাবেক পূর্ব পাকিস্তানে শেষ বারের মতো নজরুল জয়ন্তী পালিত হ'লো।

রবীন্দ্র সদনে নজরুল জয়ন্তী

এ দিকে সুচিত্রা মিত্রের পরিচালনায় এ দিন সন্ধ্যায় রবীন্দ্র সদনের নজরুল জয়ন্তীতে সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব'ললেন যে, বিদ্রোহী কবি ব'ললে তো একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকেই বলতে হয়। এক কালের তথাকথিত এই বিপ্লবীর এই দৃষ্টিভঙ্গী অসম্প্রদায়িক কিনা সেটাই ভাবায়। প্রথম সারিতে আমার পাশে কবির দুই পুত্রও ব'সে ছিলেন। 'নবজাতক' প্রকাশনীর মযহারুল ইস্‌লাম সাহেবও ছিলেন। তিনি পরে আমাকে ব'লেছিলেন, এর প্রতিবাদ করা উচিত ছিলো।

কবি ভবনে হোসেন আলী

১২ জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৮ : ২৭ মে ১৯৭১ তারিখ বৃহস্পতিবার আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত অন্যতম প্রতিবেদনের শিরোনাম "কবি নজরুল প্রণাম"ঃ

"এগারোই জ্যৈষ্ঠ বুধবার কলকাতা ও শহরতলিতে বিদ্রোহী কবি নজরুল ইস্‌লামের ৭২ তম জন্মোৎসব নবোৎসাহে উদ্‌যাপিত হয়। ...

কলকাতায় বাঙ্‌লাদেশ মিশনের প্রধান শ্রী হোসেন আলী কবি ভবনে গিয়ে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করেন। সন্ধ্যায় বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকেও কবিকে মাল্যভূষিত করা হয়।

এই উপলক্ষ্যে এবার কলকাতা পৌর সংস্থা কবির বাসভবনের সামনে ক্রিস্টোফার রোডের ওপর একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। মেয়র শ্যামসুন্দর গুপ্ত পৌর সংস্থার পক্ষ থেকে কবিকে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন ক'রে একটি অভিনন্দন পত্র পাঠ করেন এবং কবি ভবনে গিয়ে কবির হাতে অভিনন্দন পত্রটি দিয়ে বিনম্র শ্রদ্ধা জানান।

www.pathagar.com

রুশ বাণিজ্য প্রতিনিধি শ্রী মিরকসিমভ রুশ ভাষায় অনূদিত নজরুল কাব্যের একটি সংগ্রহ কবির হাতে দিয়ে শ্রদ্ধা জানিয়ে যান। .....

কবি -ভবনে

আগের মতো কবিকে এদিন আর বাস ভবনের বাইরে ক্রিস্টোফার রোডে আয়োজিত অনুষ্ঠানে নিয়ে আসা হয় নি। কবির শরীর এবার আগের চেয়ে খারাপ। তাই সাক্ষাতের সময় এবার নিয়ন্ত্রিত করা হয়। তবু সারা দিন অগণিত মানুষ রোদ মাথায় ক'রে লম্বা "কিউ" দিয়েও কবি দর্শন ক'রেছেন। অনেকের হাতে পুষ্প স্তবক, মালা, ধূপ, চন্দন, পূজা উপচার। ভিড়ের চাপ সামলাতে স্বেচ্ছা সেবকরা হিমসিম।

কবি কক্ষে বিচিত্র ফুলের সমারোহ। জুঁই, মল্লিকা, রজনীগন্ধায় .....। নতুন ধুতি ও গরদের পাঞ্জাবী প'রে উপবিষ্ট কবি। কপালে চন্দন তিলক। এক পাশে পুষ্প শোভিত কবি-জায়ার প্রতিকৃতি। দেওয়ালে বিদ্রোহী কবির বিভিন্ন সময়ের তেজোদীপ্ত আলোকচিত্র। নির্বাক কবির পদমূলে তাঁরই রচিত গান গাইছেন অনুরাগী গায়িকা। ক্লান্ত কবি ভক্তদের দেওয়া মালা কিছুতেই গলায় রাখতে চান না। বিড় বিড় ক'রে কিছু ব'লতে চেষ্টা করেন; কিন্তু কণ্ঠ বাণীহীন। পুত্রবধূ কল্যাণী একটি ছোট্ট প্লেটে সন্দেশ নিয়ে পাশে বসিয়ে খাইয়ে দিচ্ছিলেন। ছোট্টো ছেলের মতো তাঁর হাত থেকে কবি সন্দেশ খেতে খেতে কিছু ব'লতে চাইলেন যেন। কল্যাণী ব'ললেন, এত ভিড় কবি বুঝতে পারেন। তাই কষ্ট হ'লেও এদিন শান্ত থাকেন। .....

রবীন্দ্র সদনে

বুধবার সন্ধ্যায় রবীন্দ্র সদনের উদ্যোগে রবীন্দ্র সদনেই আয়োজিত হয় নজরুল জয়ন্তী। অনুষ্ঠানের শুরুর দিকেই পশ্চিম বঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রযোজিত "বিদ্রোহী কবি নজরুল ইস্‌লাম" চলচ্চিত্রটি দেখানো হয়। অনুষ্ঠানে গান শুরু করেন কবির পুত্রবধূ শ্রীমতী কল্যাণী কাজী, সঙ্গে ছিলেন শ্রীমতী অঞ্জলি মুখোপাধ্যায়। নজরুল কবিতা আবৃত্তি করেন কবিপুত্র কাজী সব্যসাচী। নজরুল গীতি গীটারে পরিবেশন করেন কবিপুত্র কাজী অনিরুদ্ধ। স্মৃতিচারণ করেন কবির আবাল্য বন্ধু শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

এর পর অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন শ্রীমতী আঙ্গুর বালা, শ্রীমতী রাধারাণী দেবী, শ্রীমতী সুপ্রভা সরকার, শ্রী ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য্য, শ্রী প্রসূন বন্দোপাধ্যায়, শ্রী সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়, শ্রী ধীরেন বসু প্রমুখ।

ইন্দো-সোভিয়েত কালচারাল সোসাইটি

এ দিন ইন্দো-সোভিয়েত কালচারাল সোসাইটিও এক সভার আয়োজন করেন। এই উপলক্ষ্যে সোভিয়েত ভাইস্ কনসাল শ্রী মিরকসিমভ কবির বইয়ের রুশ ভাষায় অনুবাদের একটি সংগ্রহ সমিতির হাতে দান করেন।"

পাক ডেপুটি হাই কমিশনের সামনে

প্রসঙ্গত স্মর্তব্য যে, নজরুল স্মরণ এবং নজরুল চর্চা করা বা না করার সঙ্গে কোনো কোনো স্থলে রাজনৈতিক কিংবা সাম্প্রদায়িক বিবেচনাও জড়িত হ'তে দেখা যায়। ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৮ : ২৬ মে ১৯৭১ তারিখ বুধবারের নজরুল জয়ন্তী প্রসঙ্গে আমি দু'টো ঘটনার কথা অভিজ্ঞতা থেকে উল্লেখ ক'রবো। এ দিন সকাল ন'টা নাগাদ কলকাতার সার্কাস অ্যাভেন্যুস্থ পাকিস্তান

www.pathagar.com

ডেপুটী হাই কমিশনার অফিসের সামনে পোষ্ট অফিসের দিকে রাস্তার পাশে কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি নজরুল জয়ন্তী পালন করতে আসেন। আমি সে সময় নিকটস্থ সেন্ট জেভিয়ার্স হিন্দু হোস্টেলে তিন তলায় ন' নম্বর রুমে থাকতাম। সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে তখন বি.এড পড়ি এবং সেন্ট আগষ্টটাইনস্ ডে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে শিক্ষকতা করি। কাজী নজরুল ইস্‌লামের জন্ম দিনে তাঁর সঙ্গীত শুনে খুবই আনন্দ বোধ করি। সঙ্গীত যেখানে পরিবেশিত হ'চ্ছে সেই অনুষ্ঠান স্থলের দিকে এগিয়ে যাই। একটি ভ্যানের ওপর মাইক বসানো আছে। সঙ্গীত পরিবেশন ক'রছেন কবি-শিষ্যা শ্রীমতী সুপ্রভা সরকার। পাশেই আছেন কবির বন্ধু-কন্যা সঞ্জিদা খাতুন। কলকাতা হাই কোর্টের এক সময়কার মাননীয় প্রধান বিচারপতি শ্রী শঙ্কর প্রসাদ মিত্র এবং কলকাতার নজজাতক প্রকাশনীর মালিক ও সি.পি.এম-এর বিশিষ্ট সদস্য মুর্শিদাবাদের জনাব মযহারুল ইস্‌লাম। শান্তিনিকেতনের সাবেক ছাত্রী সাঞ্জিদা খাতুনের সঙ্গে আলাপ ক'রে জানলাম যে, তিনি যে ভাবেই হোক পালিয়ে এসেছেন। কলকাতা হাই কোর্টের মাননীয় বিচারপতি জনাব মাসুদ সাহেবের বাসায় আছেন। তাঁর আব্বা কোথায় আছেন তা তিনি জানেন না। সে যাই হোক, স্বনামধন্যা রবীন্দ্র সঙ্গীত শিল্পী অধ্যাপিকা সাঞ্জিদা খাতুনের কণ্ঠে এই প্রথম এবং সম্ভবতঃ শেষ বারের মতো নজরুল সঙ্গীত শোনার সৌভাগ্য হ'লো। তিনি নজরুলের দেশাত্মবোধক সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

স্বাধীন বাঙ্‌লা বেতার কেন্দ্রে

কলকাতার ৫৭ বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডস্থ স্বাধীন বাঙ্‌লা বেতার কেন্দ্র থেকে অল্ ইন্ডিয়া রেডিও-র কলকাতা কেন্দ্রের তুলনায় সে সময় অনেক বেশী নজরুল সঙ্গীত শোনা যেতো। রবীন্দ্র সঙ্গীতের তুলনায়ও অনেক বেশী।

রবীন্দ্র সদনে

সাংস্কৃতিক ব্যাপার-স্যাপারের অনেক কিছুই যে সঙ্গতিপূর্ণ নয় সে বিষয়ে একটা কটু অভিজ্ঞতা হ'য়েছিল এই বুধবার সন্ধ্যায় রবীন্দ্র সদনের উদ্যোগে রবীন্দ্র সঙ্গীত শিল্পী সুচিত্রা মিত্রের পরিচালনায় রবীন্দ্র সদনেই আয়োজিত নজরুল জয়ন্তীতে। এক বিপ্লবী সমাজতান্ত্রিক দলের অন্যতম নেতা সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর উক্তি করেন ঃ "নজরুলকে বিদ্রোহী কবি কেন বলা হয় তা আমি বুঝি না।"

প্রথম সারিতে কাজী অনিরুদ্ধ ইস্‌লামের পাশে ব'সে আমি যখন উদ্বেগের সঙ্গে অনুমান করার চেষ্টা করছি যে, তিনি হয়তো মাইকেল মধুসূদন দত্তের কিংবা সুকান্ত ভট্টাচার্য্যের অথবা এমন কারো নামোল্লেখ ক'রবেন, যাঁর কবিতা এ যাবৎ হয়তো আমার পড়ার সৌভাগ্য হয় নি। কিন্তু তিনি আমাদেরকে শুধু অবাক নয়, চমৎকৃত ক'রলেন এই ব'লে যে, "বিদ্রোহী কবি কাউকে বল্‌লে তা একমাত্র রবীন্দ্রনাথকেই বল্‌তে হয়।"

"নবজাতক প্রকাশনার মযহারুল ইস্‌লাম সাহেব এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি পরে আমাকে ব'লেছিলেন ঃ আমাদের তরফে সে সময় এর একটি প্রতিবাদ হওয়ার দরকার ছিলো। এ প্রসঙ্গে তিনি আর একটা ঘটনার কথা উল্লেখ ক'রেছিলেন।

১৯৬৭ সনে যুক্ত ফ্রন্ট সরকারের আমলে প্রথম রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে নজরুল জয়ন্তী পালন শুরু হয় পশ্চিম বঙ্গে। সেবার সকাল ও সন্ধ্যায় দু'টি ক'রে অধিবেশন হয় তিন দিন ব্যাপী। পশ্চিম বঙ্গের প্রসিদ্ধ প্রায় সকল কবি, সাহিত্যিক, সঙ্গীত শিল্পী, ভাষাতত্ত্ববিদ এবং অন্যান্য

www.pathagar.com

বুদ্ধিজীবীদেরকে দাওয়াত করা হ'য়েছিল। হিন্দু মহাসভার বিশিষ্ট নেতা ও ভাষাচর্য ডক্টর সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়কেও দাওয়াত দিয়ে আনা হ'য়েছিল। সভায় চরম অবহেলায় তিনি যে সব মামুলি কথাবার্তা উচ্চারণ ক'রেছিলেন সেগুলো ফাইভ ক্লাসের অনেক ছেলে-মেয়ের পক্ষেই বলা সম্ভব। পশ্চিম বঙ্গ নজরুল জয়ন্তী কমিটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক এবং এই অনুষ্ঠানের অন্যতম উদ্যোক্তা মযহারুল ইস্‌লাম প্রমুখ কয়েকজন যখন তাঁকে গাড়ীতে তুলে দিতে যান তখন তাঁর মুখে একটা সওয়াল শোনা গিয়েছিল ঃ

"আপনারা নজরুলকে কি রবীন্দ্রনাথের কাউন্টার পার্ট হিসাবে দাঁড় করাতে চান?"

পরে বাঙলাদেশ হাসিল হওয়ার পর ১৯৭২ সনে কংগ্রেস সরকার রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে নজরুল জয়ন্তী উদ্‌যাপন বন্ধ ক'রে দেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের দৌহিত্র শ্রী সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় নিশ্চয়ই তথাকথিত বাঙালী বা ভারতীয় সংস্কৃতিওয়ালাদের প্রবল চাপের মুখে প'ড়েছিলেন। এটা এ জন্যই উল্লেখ করা দরকার যে, যা চ'লছে, মুখে সেটাকে অস্বীকার করাটাই প্রগতিশীলতা বা মুক্ত বুদ্ধির পরিচায়ক নয়। কতকগুলো গালভরা বুলি আওড়ানোটাই উদারতা নয়। ভঙ্গী দিয়ে চোখ ভোলানোর অঢেল ফ্যাসানের আড়ালে এখন মানুষের আসল পরিচয় এবং প্রকৃত মহত্ত্বটুকুই বেমালুম চাপা প'ড়েছে। সারল্যদীপ্ত মুখটাই মানুষের প্রয়োজন, কোনো আল্‌গা মুখোশ নয়।

www.pathagar.com

যখন ঢাকায় নজরুল এয়োদশ বার

কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্ম অবিভক্ত বাঙলায় বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার শেরগড় পরগণায় সাবেক রাণীগঞ্জ থানার, এখন জামুরিয়া থানার অর্ন্তগত চুরুলিয়া গ্রামে ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৬ ঃ ২৪ মে ১৮৯৯ তারিখ বুধবার প্রত্যূষে। করাচীর সেনানিবাস থেকে প্রত্যাবর্তনের পর তাঁর সাহিত্য-সঙ্গীত ও সাংবাদিক জীবন কেটেছে মূলত পশ্চিমবঙ্গেই বিশেষ ক'রে কলকাতায়। কিন্তু কবির জীবনাবসান ও সমাধি হ'লো পূর্ববঙ্গের ঢাকায়। এখনকার বাঙ্লাদেশের রাজধানীতে। ঢাকার পোস্ট গ্রাজুয়েট হাসপাতালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন ১২ ভাদ্র ১৩৮৩ ঃ ২৯ আগস্ট ১৯৭৬ তারিখ রবিবার বাঙ্লাদেশ সময় সকাল ১০টা বেজে ১০ মিনিট ঃ ভারতীয় সময় সকাল ৯টা বেজে ৪০ মিনিটে।

জীবদ্দশায় নজরুল নানান উপলক্ষ্যে তামাম বাঙ্লাদেশ সফর ক'রেছেন একাধিকবার। কবি ঢাকা সফল ক'রেছেন কতবার এ বিষয়ে নজরুল জীবনীকারাও সঠিক ও সুস্পষ্ট ধারণা দেওয়ার কথা চিন্তা করেন নি। বিভিন্ন ঘটনার সন তারিখগুলোর দিকে উপযুক্ত নজর দেওয়ার তোয়াক্কা না করায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে একাধিক সফরের ঘটনাবলী তাঁরা একটি সফরের অন্তর্ভুক্ত ক'রে ফেলেছেন। ফলে এভাবেই তাঁদের বর্ণনায় সফর সংখ্যা ভুলবশত প্রকৃত মোট সফর সংখ্যার অর্ধেক বা এরও কম ধরা হ'য়েছে। বৈচিত্র্যপূর্ণ নজরুল জীবনে ঢাকার আহ্বান এসেছে বারংবার। এ যাবৎ প্রাপ্ত তথ্যাদি মোতাবেক বিভিন্ন সময়ে তাঁর অন্ততঃ বারোবার ঢাকা সফরের উল্লেখ মেলে।

বাঙ্লাদেশ হাসিল হওয়ার পর তাঁর মৌন জীবনে রাষ্ট্রীয় অতিথি হিসাবে তাঁকে যে ঢাকায় নিয়ে যাওয়া হয়, সেটা ত্রয়োদশবার।

দীর্ঘ মেয়াদী ভারত-সোভিয়েত মৈত্রী ও প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর বহুদিনের আন্তর্জাতিক কূট কসরতের নতিজা বা এক পরিণাম হিসাবে অবশেষে ২৯ অগ্রহায়ণ ১৩৭৮ ঃ ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ ঃ ২৭ শওয়াল ১৩৯১ তারিখ, অমাবস্যাপূর্ব চতুর্দশী বৃহস্পতিবার ঢাকার রমনা রেসকোর্স ময়দানে মার্কিন রাষ্ট্রদূতের পৌরোহিত্যে পাক বাহিনীর আত্মসমর্পণের অনুষ্ঠান হয়। পাশ্চাত্য বাঙ্লার অমুসলিমদের অনেকের নজরে [illegible]া ইন্দিরা গান্ধীর পাশাপাশি বঙ্গ বন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তখন এশিয়ার মুক্তি সূর্য্য। তাই পূর্ববঙ্গ বা পূর্ব পাকিস্তানে কায়েমকৃত বাঙ্লাদেশে কবিকে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে কোনো তরফেই আর কোনো আপত্তির কিছু থাকলো না। বাঙ্লাদেশ হাসিলের এই একটি ফায়দা অন্ততঃ কেউ অস্বীকার করতে পারেন না। বঙ্গবন্ধুর বদৌলতে অনাদৃত নজরুল যেন আবার পাদ প্রদীপের আলোয় এলেন। ছাত্র জীবন থেকেই শেখ মুজিবুর রহমানের তরফে কবির প্রতি মমত্ববোধ পোষণ করার নানান কারণ ছিলো। কবিকে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে সেটাই তাঁকে উদ্যোগী ক'রে থাকবে।

যখন ত্রয়োদশাবার আনা হ'লো

ফাতেহা ইয়াজদহম এবং তাঁর ৭৩ তম জন্ম বার্ষিকীর ঠিক আগের দিন কলকাতা থেকে কবিকে ১০ জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৯ ঃ ২৪ মে ১৯৭২ তারিখ বুধবার সকাল ১১ টা বেজে ৪০ মিনিটে ফোকার ফ্রেন্ডশিপ বিমানে ত্রয়োদশবার ঢাকা নিয়ে যাওয়া হ'লো। ভৃত্য কিশোর সাহু ও পুত্রবধু উমা কাজীসহ কবি পরিবারের অনেকেই সঙ্গে গেলেন। বিমানের অবতরণকাল সম্পূর্ণ গোপন রাখা সত্ত্বেও বিমান বন্দরে দর্শনার্থীদের এক নজির বিহীন সমাবেশ হ'য়েছিলো। ঢাকার তেজগাঁ

www.pathagar.com

বিমাবন্দরে নিরাপত্তা বেষ্টনী ভেঙে এগিয়ে আসা দর্শনার্থী বিশাল জনতাকে সামলানোর উদ্দেশ্যে কবির তৃতীয় পুত্র কাজী সব্যসাচী ইসলামকে মাইক্রোফোনে ঘোষণা ক'রতে হ'লো : "কবি অত্যন্ত অসুস্থ।" বিমানের সামনের দরজা দিয়ে এই মহান কবিকে তখন কোনোক্রমে একটি অ্যাম্বুলেন্সে তোলা সম্ভব হয়। শ্রদ্ধাবনত জনতা তখন তাঁদের এই প্রিয় কবির উদ্দেশ্যে এই অ্যাম্বুলেন্সের ওপর পুষ্প বর্ষণ করেন। তাঁরা তাঁদের সবচেয়ে প্রিয়জনকে কাছে পেয়েছেন।

কবি সম্ভবত এই ত্রয়োদশ বারের মতো ঢাকা এলেন। কিন্তু এই শেষবার যখন এলেন তখন তাঁর কলম ও কথা নিষ্ক্রিয়। তাই এলেন না ব'লে হয়তো বলা উচিত আনা হ'লো। সি.আই.টি. বিল্ডিং, ফ্ল্যাট ৪, ব্লক "এল", ৪/২ ক্রিষ্টোফার রোড, কলকাতা ৭০০০১৪, এই ঠিকানায় তাঁর জন্য নিতান্ত সাময়িকভাবে বরাদ্দ এক ছোট্ট কামরা থেকে ঢাকার ধানমন্ডি আবাসিক এলাকায় ২৮ নম্বর সড়ক ৩৩০ বি'-র খোলামেলা সবুজ লনে ঘেরা এক চমৎকার দোতলা বাড়ীতে এলেন কবি। রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী ও প্রধান মন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কবি ভবনে গিয়ে কবিকে আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন ক'রলেন।

রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী

রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী ভক্তি নম্র কণ্ঠে উচ্চারণ ক'রলেনঃ

"আমি এসেছি সাড়ে সাত কোটি বাঙালী আর বাংলাদেশ সরকারের তরফ থেকে মহান কবিকে শ্রদ্ধা জানাতে। কবি নজরুলের বাঙলাদেশ আগমন এক ঐতিহাসিক ঘটনা। এ ঘটনা চিরস্মরণীয় হ'য়ে থাকবে।"

খুবই তাৎপর্য্যপূর্ণ ছিলো এই দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নজরুল ভক্ত রাষ্ট্রপতির উক্তি।

তিনি কবির রচনাবলী প্রকাশ এবং তা দেশের আগামী দিনের নাগরিকদের জন্য সংরক্ষণের আহ্বান জানালেন। এবং বলেন, প্রকৃত অর্থে নজরুল ইসলামই বাঙলাভাষী জনগণকে সত্য, ন্যায়, ঋজুতা ও মানবতা প্রতিষ্ঠার পথ দেখিয়েছেন। এই মহান কবি দার্শনিকের সাহিত্য সম্ভার, সমস্ত সঙ্গীত, স্বরলিপি এবং অজস্র গ্রামোফোন রেকর্ডসহ অন্যান্য অপ্রকাশিত ও দুষ্প্রাপ্য রচনা উদ্ধার ও সংরক্ষণের গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরী দায়িত্বভার দেশের বুদ্ধিজীবী সমাজকেই গ্রহণ ক'রতে হবে। প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী সঠিক উপলব্ধি ক'রে থাকবেন যে, এক প্রবল ঝড়ের শিকার হওয়ায় সেই কবি-পরিবার যা সংরক্ষণ ক'রতে পারেন নি, তা আজ উদ্ধার ও সংরক্ষণের কাজে গাফিলতি করার, অপারগ হওয়ার মুহূর্তমাত্র সময় নেই। বাঙলার এই সুসন্তান তাঁর ছাত্রজীবন থেকেই জাতীয় জাগরণের এই কবিকে শ্রদ্ধা করতে শিখেছিলেন। এক সময় তিনি ছিলেন মুসলিম লীগের ছাত্র সংগঠনের শীর্ষস্থানীয় নেতা।

প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান

কবির ধানমন্ডির বাসভবনে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান কবিকে দেখেন। তাঁর মাথায় হাত রাখেন। কবিকে দেখে আসার পর ঘোষণা করেন, বাঙলাদেশ সরকার কবির জন্য মাসিক এক হাজার টাকা ভাতা মঞ্জুর ক'রেছেন। স্মর্তব্য যে, আমাদের সাংস্কৃতিক জগতে মহান কবি কাজী নজরুল ইসলাম যখন কিংবদন্তির নায়কের মতো জনমনে প্রবল প্রতিষ্ঠা অর্জন ক'রেও সক্রিয় ছিলেন, সেই চল্লিশের দর্শকের গোড়ার দিকে শেখ মুজিবুর রহমান তখন মুসলিম লীগের ছাত্র সংগঠন ছাত্র লীগের এক প্রভাবশালী নেতা।

www.pathagar.com

কবিকে বাঙলাদেশে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতির কাছে চিরস্মরণীয় হ'য়ে থাকবেন। কবিকে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে তাঁদের আবেগ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য যে, আবু সাঈদ চৌধুরী এবং শেখ মুজিবুর রহমান মুসলিম লীগের ছাত্র সংগঠন ছাত্র লীগে থাকাকালীন নজরুল সান্নিধ্যে এসেছিলেন। সে স্মৃতি যে তাঁদের চেতনার প্রাণবন্তভাবে জড়িয়ে ছিলো সেই প্রমাণই তাঁরা যথাসময়েই দিলেন। আর আবু সাঈদ চৌধুরী যা উচ্চারণ ক'রেছেন এবং শেখ মুজিবুর রহমান যে ভাবে কবির মাথায় তাঁর হাত রেখেছেন সেটাও কবির প্রতি তাঁদের দুর্ণিবার আবেগেরই পরিচয় বহন করে। অসুস্থ ও সহায়সম্বলহীন অবস্থায় প্রায় দীর্ঘ ত্রিশ বছর যাবৎ উপেক্ষিত কবিকে তাঁরা প্রথম ইজ্জত দিলেন, তাঁর প্রাপ্য আরো মর্যাদা পাওয়ার পথটুকুও সুগম করলেন। এই উদ্যোগ নিয়ে হয়তো কবিকে তাঁরা মর্যাদা দিয়ে স্থায়ীভাবে নিজেদের মধ্যে রাখারই বন্দোবস্ত করতে চেয়েছিলেন।

এর পরের দিন বৃহস্পতিবার ফাতেহা-ই-ইয়াজদহম এবং কবির ৭৩ তম জন্ম দিন। ঢাকার ধানমন্ডির ২৮ নম্বর রোডের ৩৩০ বি-র খোলামেলা সবুজ লনে ঘেরা দোতলা বাড়ীটা প্রকৃতই পুণ্যতীর্থ হ'য়ে উঠলো।

দৈনিক গণকন্ঠের সম্পাদকীয়

এ দিন ১১-ই জ্যৈষ্ঠ "দৈনিক গণকন্ঠ"-এর এক মূল্যবান সম্পাদকীয় নিবন্ধ "সুপ্ত বিসুভিয়াসের সান্নিধ্য" জাতিকে পরিষ্কার ভাষায় নতুন ক'রে এক বিস্তৃত আত্মসমীক্ষায় উদ্বুদ্ধ করে ঃ

"দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা যে আমরা বুঝি না, স্তব্ধ নজরুল তার জাজ্বল্য প্রমাণ হিসাবেই আমাদের মাঝে উপস্থিত। অভাব অনটন, লাঞ্ছনা, উপেক্ষার মাঝেও যখন তিনি বাঁশের বাঁশরী ও রণতূর্য বাজিয়েছেন, তখনও তাঁকে শোষণ করা হ'য়েছে অতি নির্মমভাবেই। চৈতন্য সেদিন আমাদের আসে নি ব'লেই আমরা বুঝতে পারি নি, কি অমূল্য রত্ন আমরা হারাতে চলেছি। .... তবুও তিনি আছেন শুধু দেহে নয়, আপন সৃষ্টির মধ্যে এবং সেই সৃষ্টির মাধ্যমেই চিরদিন বেঁচে থাকবেন। কারণ, মহাকাল সব বাহ্যিক সৃষ্টিকে গ্রাস ক'রলেও অন্তরের সৃষ্টির কাছে সে পরাভূত। সমগ্র মানব জাতির লয় না হওয়া পর্য্যন্ত এই সৃষ্টি অবিনশ্বর থাকবেই। তাই, তেমনি অবিনশ্বর এক সৃষ্টির অধীশ্বরকে আজ আমরা অন্তরের অন্তস্থল থেকে সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানাই।"

দৈনিক পূর্বদেশের সম্পাদকীয়

কবির ৭৩ তম জন্ম বার্ষিকী উপলক্ষ্যে এদিন "দৈনিক পূর্বদেশ"-এ নজরুল সাহিত্য মূল্যায়নের অন্যতম দিক নির্দেশক সম্পাদকীয় নিবন্ধ "ফুলের জলসায় নীরব কেন কবি?"

"রূপোর চামচ মুখে দিয়ে তিনি পৃথিবীতে আসেন নি। জীবনে বহু দুঃখ কষ্ট তিনি পেয়েছেন। তাই সর্বহারার ব্যথা তাঁর কবিতার মধ্যে মূর্ত হ'য়ে উঠেছে।"

মর্নিং নিউজের সম্পাদকীয়

১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৯ ঃ ২৫ মে ১৯৭২ তারিখ বৃহস্পতিবার "মনিং নিউজ"-এর সম্পাদকীয় নিবন্ধ কবির অবদানের সঠিক মূল্যায়ণেরই আভাস দেয় ঃ

"A prodigal son of nature–he gave with both hands .... It is natural that the rebel poet should be close to the hearts of the people of Bangladesh ..... Some of our dreams have yet to be realised. Nazrul Islam, who stood for the down-trodden and oppressed, has a message for us as we move forward."

www.pathagar.com

দৈনিক বাংলার বাণীর সম্পাদকীয়

কবির ৭৩ তম জন্ম বার্ষিকীতে এই ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৯ ঃ ২৫ মে ১৯৭২ তারিখ বৃহস্পতিবার "বাংলার বাণী"-তে নজরুল সাহিত্যের বিশ্বজনীন আবেদনের স্বীকৃতি সম্বলিত সম্পাদকীয় নিবন্ধ "আত্মার আত্মীয় নজরুল" ঃ

"মানুষের কবি নজরুল, বিশ্ব মানবতার কবি নজরুল, তাই দেশের হ'য়েও বিশ্বজনীন আবেদনে ধরা দিয়েছেন। 'আর্ট ফর আর্টস্ সেক'-এর মহান পূজারীর চেয়ে তিনিই একমাত্র প্রতিভা যিনি ম্যাক্সিম গোর্কির ভাষায়, 'আর্ট ফর মেনস্ সেক'-এর চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত স্থাপন ক'রতে চেয়েছিলেন। ..... বাংলা ও বাঙ্‌লীর জন্য নিবেদিত প্রাণ নজরুল তাই আবহমান রূপসী বাংলার প্রাণের প্রিয়তম কবি, অবহেলিত মানবাত্মার দুর্জয় নিনাদ। সাহিত্যের সাধনা করে কারাগার বরণের ইতিহাসে বাংলা সাহিত্যে তিনি অনন্য। সত্য ভাষণে এমন নির্ভীকতার আর তুলনা হয় না। ..... আমার ব'লব বাংলার প্রত্যেকটি মানুষের প্রাণের মন্দিরে যে নজরুল আসন পেয়েছে, তার কোন ক্ষয় নেই ..... বাংলার আবহমান সংস্কৃতি আর নজরুল অবিচ্ছিন্ন সত্তা। নজরুল চিরকালের। জয়তু নজরুল।"

দৈনিক বাংলার সম্পাদকীয়

এ দিন ১১ জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার "দৈনিক বাংলা"-র সম্পাদকীয় নিবন্ধ "নজরুলের প্রেরণার সাথে" যেন চেনাতে চায় তিনি কেন বাঙ্‌লাদেশী জাতীয়তার কবি ঃ

"বাংলার মাটির পলির রসে, বাংলার আত্মায় রক্তের হরফে উৎকীর্ণ তাঁর নাম। তিলে তিলে নিজেকে উজাড় ক'রে তিনি ভাল বেসেছিলেন এ দেশের মাটিকে। মানুষের দুঃখের, যন্ত্রণার, সংগ্রামের এত বড় শরীক হ'তে পেরেছেন খুব কম কবি এবং শিল্পী। বাংলাদেশের মানুষ এবং প্রকৃতির সঙ্গে জড়িয়ে আছে তাঁর কৈশোর আর যৌবনের স্মৃতি। তাঁর বহু শ্রেষ্ঠ কবিতার জন্ম এখানে। এ মাটির সঙ্গে সংযোগ তাঁর নাড়ীর। আমাদের সব চেয়ে বড় সান্ত্বনা, তাঁর কবিতায়, অগ্নিবীণায়, গানের স্নিগ্ধ সরোবরে বেঁচে আছেন তিনি। তাঁর এ আলোর পথ ধ'রেই যাত্রা ক'রেছি আমরা। তিনি আছেন আমাদের সঙ্গে। চিরকাল থাকবেন। ...."

দৈনিক ইত্তেফাকের সম্পদকীয়

এই ১১ জ্যৈষ্ঠ কবির ৭৩ তম জন্ম বার্ষিকীতে "দৈনিক ইত্তেফাক"-এর সম্পাদকীয়তে জানানো হয় তিনি কেবল বিদ্রোহী কবি-ই নয়, তাঁর অবদানের পরিধি অপরিসীম বিশাল ও ব্যাপক ঃ

"বলা বাহুল্য, কবি নজরুলের নামের পুরোভাগে সংযোজিত 'বিদ্রোহী' বিশেষণ যেমন তাঁহার সামগ্রিক কীর্তির পরিচয় বহন করে না, একটা বিশেষ সৃষ্টি বা রূপকেই ভাস্বর করিয়া তুলে, –তেমনি তাঁহার বিদ্রোহ কোন ব্যক্তি বিশেষ, শ্রেণী বিশেষ বা সরকার বিশেষের বিরুদ্ধে ছিল না। তাঁহার বিদ্রোহ ছিল অসত্য, অন্যায় ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে। যে কবির জীবন ও যৌবনের জয়ধ্বনি দুঃসহ প্রহর অতিক্রমের অন্যতম প্রধান প্রেরণা ছিল এবং যাহা আগামী দিনের চলার পথেও সাহস যোগাইবে, সেই কবি আজ আমাদের মধ্যে থাকিয়াও নাই।"

দৈনিক সংবাদের সম্পদকীয়

এই ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৯ ঃ ২৫ মে ১৯৭২ তারিখ বৃহস্পতিবার "দৈনিক সংবাদ"-এর "সুস্বাগত হে বিদ্রোহী কবি" শিরোনামে সম্পাদকীয় নিবন্ধে তাঁকে জাতীয় কবি হিসাবে সনাক্ত ক'রে এতদিনে ফিরে পাওয়ার সেই ঐতিহাসিক খবর এই প্রাণস্পর্শী ভাষায় পরিবেশন করা হ'য়েছে:

www.pathagar.com

"পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায় জাগা জোয়ারের মতো আমরা আনন্দিত। বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামকে পেয়েছি আমাদের মধ্যে। ----- আজ আমরা ধন্য। আজ আমরা বাঙলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ হৃদয়ের সমস্ত ভালবাসা উজাড় ক'রে ঢেলে মনের সমস্ত জমিয়ে রাখা কথা কবিকে শোনাতে ব্যগ্র। ..... সাম্যের নামে, সত্যিকার স্বাধীনতার নামে আমরা সত্যিকার সোনার বাংলা গড়ার শপথ নিচ্ছি। যাঁর কবিতা গত পঁচিশ বছরে বার বার আমাদের এই শপথকে লালিত ক'রেছে, তাঁকে একেবারে সামনে পেয়েছি। কবির কবিতা আর গানের অগ্নিবীণাতে-ই তাঁকে আমরা বরণ ক'রে নিয়েছি।"

দি পিপলস্–এর সম্পাদকীয়

কবির ৭৩ তম জন্ম বার্ষিকীতে এই ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৯ ঃ ২৫ মে ১৯৭২ তারিখ বৃহস্পতিবার "দি পিপলস"-এ নজরুল সৃষ্টির বিশ্বজনীন আবেদন এবং পথনির্দেশক ভূমিকার স্বীকৃতি সম্বলিত সম্পাদকীয় নিবন্ধ "Homage to Nazrul" ঃ

"Nazrul sang of man, of man groaning in tyranny an oppression. The profound vigour and vitality of his forceful poetry and charming songs inspired the enchained people to rise against the Britishers and the historic liberation movement which led to the emergence of Bangladesh owed much to the spirit of freedom pervading his poetic creations. Endowed as he was with creative vision, he dreamt of a society based on equality and free from exploitation. tyranny and oppression. Nazrul can inspire us now as much in building an ideal society, as he did during the liberation movement.

..... The message of Truth and Beauty Nazrul's poetry and songs convey will continue to captivate and vitalizse the present as well the future generation."

পর দিন ১১ জ্যৈষ্ঠ কবির জন্ম দিনে পঞ্চাশ হাজারেরও বেশী ভক্ত শ্রদ্ধা জ্ঞাপন ক'রতে আসেন। কয়েকটি দুলর্ভ মুহূর্তেরও সাক্ষী হ'য়েছিলেন তাঁরা।

দৈনিক মর্নিং নিউজের প্রতিবেদন

গতকাল তাঁর জন্ম দিনে অর্ধলক্ষাধিক নজরুল ভক্ত তাঁদের কবিকে দেখে গেছেন সে কথা জানিয়ে পর দিন ১২ জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৯ ঃ ২৬ মে ১৯৭২ তারিখ শুক্রবার ঢাকার দৈনিক মনিং নিউজ -এর প্রতিবেদন বাঙলাদেশ সংবাদ সংস্থার উদ্ধৃতি দিয়ে "OVER 50, 000 VISIT NAZRUL" শিরোনামে ঃ

"Over fifty thousand visitors men, women and children of all ages defied inclement weather yesterday, greeted the rebel poet Kazi Nazrul Islam at his Dhanmondi Residence on the occasion of the poet's 74th birth day."

দৈনিক সংবাদের প্রতিবেদন

১২ জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৯-'র দৈনিক সংবাদে "কয়েকটি দুর্লভ মুহূর্ত" শীর্ষক প্রতিবেদনে জানানো হয় যে, কলম ও কথা নিষ্ক্রিয় হ'লেও কবি কত সচেতন ছিলেন:

"গতকাল (বৃহস্পতিবার) সকালে কবির বর্তমান বাস ভবনে ধানমন্ডীর আটাশ নম্বর রোডের বাড়িটী বাংলার চারণ কবি নজরুলের জন্ম তিথি উপলক্ষ্যে একটি পূর্ণ তীর্থে পরিণত

www.pathagar.com

হ'য়েছিল। সমবেত দর্শনার্থীরা নির্বাক কবির কতকগুলো দুর্লভ মুহূর্তের সান্নিধ্য লাভ করেন। বাক্‌হারা কবি সমাগত শিল্পীদের গান শুনে এক সময় হেসে ওঠেন আবার কাঁদেন, আদর ক'রে শিল্পীদের পিঠে হাত বুলিয়ে দেন। ....

দুপুরের দিকে দ্বিতীয় পর্যায়ের অনুষ্ঠানে যখন নজরুল গীতির অনুষ্ঠান চলছিলো তখন 'ফুলের জলসায় নীরব' ক্লান্ত কবির মুখে হাসি ফুটে উঠেছিল এবং স্মিতমুখে তিনি মালাগুলো নিচ্ছিলেন এবং যেন খুশী হ'য়ে সমবেত গায়ক গায়িকাদের দিকে ছুঁড়ে দিচ্ছিলেন। .... কবি তবলা বড় ভালবাসতেন। তাই তবলচী যখন তবলা বাজানো বন্ধ করেন, তখন তিনি ইশারা ক'রে তাঁকে বাজাতে বলেন। মাঝে মাঝে তিনি শিল্পীদের দিকে পাঁপড়ি ছুঁড়ে দেন।"

দৈনিক ইত্তেফাকের প্রতিবেদন

১২ জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৯ ঃ ২৬ মে ১৯৭২ তারিখ শুক্রবার "দৈনিক ইত্তেফাক"-এ "বিদ্রোহী কবি নজরুল সকল শোষণ, নির্যাতন ও অবিচারের বিরুদ্ধে মূর্ত প্রতিবাদ" শিরোনামে জাতীয় মর্যাদায় নজরুল জয়ন্তী উদ্‌যাপনের যে খবর পরিবেশিত হয় তাতে কবির সৃষ্টির পুনর্মূল্যায়নের ওপর গুরুত্ব আরোপের উল্লেখও আছে ঃ

"সজীব করিব মহাশ্মশান"- এই দৃঢ় প্রত্যয় লইয়া গতকাল (বৃহস্পতিবার) ঢাকাসহ বিধ্বস্ত স্বাধীন বাংলাদেশের সর্বত্র 'অগ্নিবীণা'র চির বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের ৭৩-তম জন্ম বার্ষিকী উদযাপিত হয়। রাষ্ট্রের কর্ণধারসহ কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী, বুদ্ধিজীবী, শিক্ষাবিদ, ছাত্র, রাজনৈতিক নেতা, কর্মী ছাড়াও মুক্ত চিত্তে সর্বশ্রেণীর নাগরিক এইবার প্রথম বাংলাদেশে কবির জন্মোৎসবে জাতীয় মর্যাদার সহিত অংশগ্রহণ করেন। এই উপলক্ষ্যে ঢাকায় আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যৌবনের কবি, জীবনের কবি, এবং সর্বোপরি মানুষের কবি কাজী নজরুল ইসলামের নূতন মূল্যায়নের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করার মাধ্যমে কবির প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।"

চক্রবর্তী রাজা গোপালাচারীর ইন্তেকাল

বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের আর্থ-সাংস্কৃতিক সহাবস্থানের অন্যতম প্রবক্তা চক্রবর্তী রাজা গোপালাচারী ইন্তেকাল করেন ১০ পৌষ ১৩৭৯ ঃ ২৫ ডিসেম্বর ১৯৭২ ঃ ১৮ জিল্কদ ১৩৯২ তারিখ সোমবার খ্রীষ্ট মাস ডে-তে,। রাজাজীর জন্ম ৮ ডিসেম্বর ১৮৭৯।

কবির ৭৪ তম জন্ম বার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয় ফাতেহা-ই-ইয়াজদাহুমের দশ দিন পর ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৮০ ঃ ২৫ মে ১৯৭৩ ঃ ২১ রবিয়সসানি ১৩৯৩ তারিখ শুক্রবার।

মুজফ্‌ফর আহমদের ইন্তেকাল

২ পৌষ ১৩৮০ ঃ ১৮ ডিসেম্বর ১৯৭৩ ঃ ২ জিল্কদ ১৩৯৩ তারিখ মঙ্গলবার ভোর পাঁচটায় চোরাশি বছর বয়সে কবি-সুহৃদ মুজফফর আহমদ ইন্তেকাল করেন। তাঁর তরফে কবির ভক্তদের জন্য তিনি রেখে গেলেন "কাজী নজরুল ইসলাম :: স্মৃতিকথা।" কবির অকৃত্রিম সুহৃদ ছিলেন তিনি। মহান কবি কাজী নজরুল ইসলামকে যাতে ভারতে উপযুক্ত জাতীয় মর্যাদা দেওয়া হয় সে বিষয়ে অনেক দরবার করেও তিনি ব্যর্থ হ'য়েছিলেন। আসলে উপমহাদেশের আর্থ-সাংস্কৃতিক পরিস্থিতিতে ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ভূমিকা তিনি সঠিক শনাক্ত করতে পারেন নি।

www.pathagar.com

কাজী অনিরুদ্ধ ইসলামের

কবির ঢাকায় অবস্থান কালে ১০ ফাল্গুন ১৩৮০ ঃ ২২ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৪ তারিখ শুক্রবার কবির চতুর্থ ও কনিষ্ঠ পুত্র কাজী অনিরুদ্ধ ইসলাম কলকাতায় ৪৩ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। ১৯৩১ সনে কাজী অনিরুদ্ধ ইসলামের জন্ম। কাজী অনিরুদ্ধ ইসলামের পত্নী কল্যাণী কাজী তখন ১৫৬ সি মন্মথ দত্ত রোড, কলকাতা-৭০০০৩৭, এই ঠিকানায় টালা পার্কের নিকট একটি ভাড়া বাড়ীতে বাস ক'রছিলেন। কাজী অনিরুদ্ধ ইসলামে দুই পুত্র ও এক কন্যা। বড় ছেলে কাজী অনির্বাণ ইসলামের জন্ম ৭ বৈশাখ ১৩৬৫ ঃ ২০ এপ্রিল ১৯৫৮ ঃ ৩০ রমজান ১৩৭৭ তারিখ রবিবার। কাজী অনিরুদ্ধ ইসলামের দ্বিতীয় পুত্র কাজী অরিন্দম ইসলামের জন্ম ১৬ মাঘ ১৩৬৭ ঃ ৩০ জানুয়ারী ১৯৬১ ঃ ১২ শাবান ১৩৮০ তারিখ সোমবার। কাজী অনিরুদ্ধ ইসলামের কন্যা ও কনিষ্ঠা সন্তান কাজী অনিন্দিতা ইসলাম। কবির চতুর্থ পুত্র কাজী অনিরুদ্ধ ইসলামকে চুরুলিয়ায় তাঁর মায়ের কবরের পাশে উপযুক্ত মর্যাদায় দাফন-কাফনের ও সমাহিত করার কোনো বন্দোবস্তই হয় নি। কলকাতায় তাঁর কবর কোথায় এখন সেই খোঁজটুকুও বোধ হয় আর পাওয়া যাবে না। একটা প্রজন্ম এভাবেই এক ভিন্ন সংস্কৃতির আগ্রাসনের শিকার হলো।

ডি. লিড খেতাব ভূষিত করার সুপারিশ

৯ চৈত্র ১৩৮০ ঃ ২৩ মার্চ ১৯৭৪ তারিখ শনিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল কবিকে ডি.লিট খেতাবে ভূষিত করার সোপারিশ ক'রলেন।

৩০ চৈত্র ১৩৮০ ঃ ১৩ এপ্রিল ১৯৭৪ তারিখ শনিবার ইস্টার স্যাটারডেতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটের মিটিঙে কবিকে ডি. লিট. খেতাবে ভূষিত করার বিষয়ে অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের সুচিন্তিত সোপারিশ গৃহীত হ'লো।

কবির ৭৫-তম জন্ম বার্ষিকী অর্থাৎ ৭৬তম জন্ম দিন উদ্‌যাপিত হয় ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৮১ ঃ ২৫ মে ১৯৭৪ ঃ ২ জমাদিয়ল আউয়ল ১৩৯৪ তারিখ শনিবার।

কমল দাশগুপ্তের পরলোক গমন

৩ শ্রাবণ ১৩৮১ ঃ ২০ জুলাই ১৯৭৪ তারিখ শনিবার নজরুলের সংগীত শিষ্য কমল দাশগুপ্ত ঢাকায় পরলোক গমন করেন। নজরুল সঙ্গীত শিক্ষার প্রসার ঘটাতে এবং আর্থিক নিরাপত্তা অর্জনের তাগিদে পাকিস্তান আমলের শেষ দিকে তিনি কলকাতা ছেড়ে পত্নী ফিরোজা বেগমকে নিয়ে ঢাকায় আসেন এবং ইসলাম গ্রহণ করেন। তবে পাকিস্তান আমলে অযথা অতিরিক্ত সন্দেহবশত তাঁকে কাজের উপযুক্ত সুবিধা দেওয়া হয় নি।

ডক্টরেট ডিগ্রী

২৩ অগ্রহায়ণ ১৩৮১ ঃ ৯ ডিসেম্বর ১৯৭৪ ঃ ২৪ জেলকদ ১৩৯৪ তারিখ সোমবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কবিকে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রী প্রদান উপলক্ষ্যে বিশেষ সমাবর্তন উৎসবের আয়োজন করেন। এই উপলক্ষে ভাইস-চ্যান্সেলর জনাব আবদুল মতিন চৌধুরীর বিদগ্ধ উক্তি ঃ

"দেশকালের জরা-শোক-অবক্ষয়-অন্ধকারকে নীলকণ্ঠের মতো ধারণ ক'রে প্রজ্জ্বলন্ত আকাঙ্ক্ষার, আনন্দের, সংগ্রামের আলোকিত চেতনাকে যাঁরা বিশ্বলোকে পৌঁছে দিতে সক্ষম, তাঁরাই মহৎ। তেমনি এক মহৎ প্রতিভা আপনি, কাজী নজরুল ইসলাম। ব্রিটীশ সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও শোষণ নিয়ন্ত্রিত বাঙলার অসম্পূর্ণ পুনর্জাগরণে আহুত সকল মধ্যবিত্ত শ্রেণী যখন নষ্ট স্বপ্নে মুহ্যমান, তাদের চেতনা স্রোত যখন অন্ধকার বৃত্তে আবর্তিত, বাঙলা সাহিত্যে তখন আপনার আবির্ভাব প্রমিথিউসের মতো।

www.pathagar.com

আপনার অত্যুজ্জ্বল আবির্ভাব বাঙলা সাহিত্যের প্রাণে ও শরীরে সঞ্চার ক'রেছিল বিপুল তারুণ্যের ঐশ্বর্য্য, বেগের আবেগ, গতির উচ্ছ্বাস, স্বাস্থ্যবান কল্পনার উদ্দামতা।

আপনি কবি; এবং আপনার কবি প্রতিভার প্রাণশক্তি বাঙালী জীবনের বৃহত্তর ঐতিহ্যিক ঐক্যে ছিল প্রতিষ্ঠিত। সে কারণেই আপনার সৃষ্টি নিপীড়িত জন মানুষের আকাঙ্ক্ষার, সম্ভাবনার, প্রতিবাদের, বিদ্রোহের ব্যতিক্রমী উচ্চারণ। আপনার সাহিত্য-কর্ম সত্য সুন্দর আর মানবতার উচ্চকণ্ঠ শিল্পরূপ। আপনি ছিলেন আপোষহীন সত্যসন্ধ কবি। ব্রিটীশের রাজরোষ, কারাগার আপনাকে বন্দী ক'রেছে, কিন্তু অকুতোভয়ে আপনি দ্বিগুণ আনন্দে প্রজ্জ্বলিত হ'য়েছেন সত্যের স্বপক্ষে। আপনি সর্বহারা সাম্যবাদী কবি, কল্যাণ আর প্রেম সাধনার কবি। তাই আজ পর্য্যন্ত আপনি জনগণপ্রিয় কবি, এবং আপনিই সমকাল ও শিল্পরীতির সাথে ঘটিয়েছেন বিস্ময়কর একান্ত সমন্বয়। কেবলমাত্র জীবনের বহিরঙ্গ সংলাপে নয়, অন্তরঙ্গ অস্তিত্বে আপনি ছিলেন অসাম্প্রদায়িক। মানুষের ধর্মে আত্মশক্তির আন্তর্জাতিকতায় উদ্বুদ্ধ হ'য়ে কবিতায়, প্রবন্ধে, সঙ্গীতে, আপনি তরুণ সমাজকে মানবতার উদার আদর্শে অনুপ্রাণিত হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। বাঙালী জাতির সাম্প্রদায়িক সঙ্কটে আপনার লেখনী ছিল সদা সতর্ক, সৃষ্টিশীল ঐক্যবদ্ধ আত্মশক্তির উদ্বোধনে নিরলস।

বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে আপনিই একমাত্র কবি প্রতিভা যিনি ঐতিহ্য সন্ধানে এবং নির্মাণে ছিলেন স্বচ্ছন্দ, নির্দ্বন্দু। হিন্দু ও মুসলমান, জাতিক ও আন্তর্জাতিক, উভয় ঐতিহ্যকেই আপনি আপনার স্বায়ত্বশাসিত চেতনার শব্দরূপে ব্যবহার ক'রেছেন। আপনার জীবন সম্পৃক্ত ঐহিত্যবোধ, ধর্ম কথায় সীমাবদ্ধতা থেকে ঐতিহ্যকে মুক্তি দিয়েছে। আপনি বাঙালী ঐতিহ্যের পুনর্নির্মাতা, নব ভাষ্যকার।

আপনি ছিলেন শব্দের ধ্বনিগত ব্যবহারের বিস্ময়কর কারুশিল্পী। গ্রন্থবদ্ধ এবং অভিজাত শব্দ শৃঙ্খলিত সীমানাকে আপনি প্রসারিত ক'রেছেন মৌখিক শব্দ সম্ভারের এলাকায়, কখনো বা বিদেশী ভাষার সীমানায়। আপনার কবিত্ব প্রতিভার প্রবল আবেগ বিচিত্র উৎসের শব্দাবলী ব্যঞ্জনায় হ'য়েছে পুষ্পিত।

সঙ্গীত জগতে আপনার অবদান অতুলনীয়, বিচিত্র ধর্মী ও স্বতন্ত্র। আপনার দেশাত্মবোধক সঙ্গীত সর্বকালের বাঙালীকে ক'রবে উদ্দীপিত, উদ্বোধিত। আপনি শুধু বিপুল সংখ্যাক গানেরই রচয়িতাই নন, সুরের সৃজনী শক্তিতে আপনি সঙ্গীত জগতের নতুন পথ নির্দেশক। আজও আপনি বাঙলাদেশের বিচিত্রমুখী সঙ্গীতের অনতিক্রমণীয় নিরীক্ষাধর্মী সার্থক সুরকার।

আমাদের দুর্ভাগ্য, দীর্ঘ বত্রিশ বছর আপনি স্তব্ধ। আপনার সাহসী অভিযাত্রী মানসের সৃষ্টি ঐশ্বর্য্য থেকে আমরা বঞ্চিত। আপনার দু' দশকের সৃষ্টি সম্ভারের বৈচিত্র্য, বৈশিষ্ট্য এবং অভিনবত্বের উত্তরাধিকারের সৌভাগ্য চিরকৃতজ্ঞ বাঙালী জাতি নিয়ত প্রার্থনা করে যে, আপনি আবার সুস্থ হ'য়ে উঠুন। আজ আপনাকে সম্মান জানাবার সুযোগ পেয়ে আমরা নিজেদের ধন্য মনে ক'রছি।"

বলাবাহুল্য যে, নজরুল জীবন ও সৃষ্টির বিষয়ে ভাইস চ্যান্সেলর জনাব আবদুল মতিন চৌধুরীর মূল্যায়ন অত্যন্ত সঠিক। এতে কবির প্রতি ভক্ত সাধারণের দুর্নিবার আকর্ষণ এবং আবেগও ব্যক্ত হ'য়েছে।

উপেক্ষিত উমা কাজী

ঢাকার জনৈক গরীব মুসলমানের সঙ্গে দ্বিতীয়বার পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার দরুন কবির প্রায় দু'দশকের সেবিকা ও স্বামী উপেক্ষিতা পুত্রবধু উমা কাজী নতুন সংসার জীবন শুরু ক'রলে তাঁর

www.pathagar.com

স্থলে কবির তরুণ ভক্ত শফি চাকলাদার দেখা শুনার ভার নিলেন। ২৮ অগ্রহায়ণ ১৩৮১ ঃ ১৪ ডিসেম্বর ১৯৭৪ ঃ ২৯ জেলকদ ১৩৯৪ তারিখ শনিবার থেকে। এ সময় থেকেই নিপীড়িতা উমা কাজীর জীবনে এক নতুন বঞ্চনার পর্ব শুরু হ'লো। রাষ্ট্রযন্ত্রের তরফেও তাঁকে এক অনুদার ও উপেক্ষার নজরে দেখা শুরু হ'লো। অথচ ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণ পরিবারের এই মজলুম সুসন্তান এক মহৎ ও উদার দৃষ্টিভঙ্গিতে কবি ও কবি পরিবারকে যে খিদমত ক'রেছেন এবং মুসলমান কওমের সঙ্গে নিজেকে সম্পৃক্ত ক'রে কবির বংশ এবং ইজ্জত রক্ষার ব্যাপারে যে অপরিসীম ও অকৃপণ যত্ন নিয়েছেন, জাতি সে ঋণ কোনেদিনই শোধ ক'রতে পারবে না। নজরুল ভক্তদের মনে উমা কাজী একটি বিশিষ্ট মর্যাদার আসন দাবী ক'রতে পারেন। কওম তাঁকে উপেক্ষা ক'রে নিজেদের কর্জের পরিমাণই বাড়িয়েছে শুধু। বিয়াল্লিশের মাঝামাঝি শের-ই বাঙলা আবুল কাসেম ফজলুল হকের শাসনামলে কঠিন আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার সময় থেকে কবি তাঁর অকৃতজ্ঞ সমাজের কাছ থেকে যে উপেক্ষা ও বঞ্চনা পেয়েছেন, সেই পরিস্থিতির এক দুঃখজনক ফসল কাজী সব্যসাচী ইসলাম। মুসলমান সমাজের তরফে এ বিষয়ে সাফাই গাওয়ার কিছু নেই। আত্ম সমালোচনা এড়িয়ে সমাজ যদি ব্যক্তি বা পরিবার বিশেষের ওপর আজও দোষারোপ করে তা হলে সেটা ভুল হবে।

ডক্টরেট ডিগ্রীপত্র

১১ মাঘ ১৩৮১ ঃ ২৫ জানুয়ারী ১৯৭৫ ঃ ১২ মহররম ১৩৯৫ তারিখ শনিবার বঙ্গভবনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর রাষ্ট্রপতি মাহ্মুদুল্লাহ কবিকে ডক্টরেট ডিগ্রী পত্রটি উপহার দিলেন।

১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৮২ ঃ ২৬ মে ১৯৭৫ ঃ ১৪ জমাাদিয়ল আউয়ল ১৩৯৫ তারিখ সোমবার কবির ৭৬ তম জন্ম বার্ষিকী অর্থাৎ ৭৭ তম জন্ম দিবস।

কবি ভবন থেকে কবিকে সরানোর উদ্যোগ

ঢাকার ধানমন্ডি আবাসিক এলাকায় ২৮ নম্বর সড়কে ৩৩০ বি'-র খোলামেলা সবুজ লনে ঘেরা কবির স্মৃতি বিজড়িত দোতলা যে বাড়ী তাঁর ইন্তেকালের পর স্থায়ী নজরুল ভবন হওয়ার কথা ছিলো সেখান থেকে নাকি এই মজলুম কবিকে সরিয়ে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হ'য়েছিলো বাঙলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনামলে জনৈকা নববিবাহিতার বাসরের প্রয়োজনে। জাতি এভাবেই কবির স্মৃতি-বিজড়িত শেষ ভবনটিও এ সময় অন্তত সাময়িকভাবে হ'লেও হারালো।

১০-এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতায় ৭০০-০৭৩ এই ঠিকানা স্থিত সুপ্রিস পাবলিশার্স থেকে এপ্রিল ১৯৯৭-এ প্রকাশিত "বাঙলা সাহিত্যে নজরুল" গ্রন্থের ২৩৭ পৃষ্ঠায় আজহার উদ্দীন খান লিখেছেন: "১৯৭৫-এর ২২শে জুলাই সুস্থ কবিকে অনর্থক অসুস্থ বলে পি.জি হাসপাতালে নিয়ে জাওয়া হয়। এম্বুলেন্সে তোলা তাকে শক্ত হয়ে–ওঠে দোতলা থেকে তিনি কিছুতেই নামতে চাইছিলেন না। ১১৭নং কেবিনে তাঁকে রাখা হয়। নজরুলের ব্যক্তিগত ভৃত্য কিশোর সালু কুমারকেও সঙ্গে নেয়া হয়। সেও কবির সঙ্গে ঐ কেবিনে থাকত। হঠাৎ তাঁকে হাসপাতালে স্থানান্তর করার মতো কোনো হেতু ছিল না।

১৯৮৮–র মার্চে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত "জীবন সায়াহ্নের নজরুলকে যেমন দেখেছি" শীর্ষক গ্রন্থে বিশিষ্ট নজরুল ভক্ত শফি চাকলাদার এ বিষয়ে বিস্তারীত লিখেছেন। এর পর কবি ভবনে কে থাকার চেষ্টা করেছেন এবং পরে কে কে ছিলেন সে সব বিবরণও তিনি দিয়েছেন।

www.pathagar.com

পি.জি. হাসপাতালে

বাঙলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগের শাসনামলে ৫ শ্রাবণ ১৩৮২ ঃ ২২ জুলাই ১৯৭৫ ঃ ১২ রজব ১৩৯৫ তারিখ মঙ্গলবার কবির চিকিৎসার্থে ঢাকায় বিভিন্ন বিভাগের বিশেষজ্ঞ সমন্বয়ে এক মেডিক্যাল বোর্ড গঠন করা হয়। আর এদিনই তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁকে ধানমন্ডি আবাসিক এলাকার ২৮ নম্বর সড়কের ৩৩০ বি'-র সবুজ লনে ঘেরা বাড়ীর দোতলা থেকে জবরদস্তি ক'রে অ্যাম্বুলেন্সযোগে স্থানান্তরিত করা হ'লো পি.জি. হাসপাতালের ১১৭ নম্বর কেবিনে। ধানমন্ডির খোলামেলা বাড়ীটিতে কবি খুবই স্বাচ্ছন্দ বোধ করতেন। সম্ভবতঃ সে জন্যই দোতলা থেকে তিনি কিছুতেই নামতে চাইছিলেন না। জোর ক'রে রেলিং আঁকড়ে ধ'রে ছিলেন। হাত ছাড়িয়ে ফিরে যেতে চাইছিলেন তাঁর নিজ ঘরে। এ বাড়ী ছেড়ে যেতে চাইছিলেন না তিনি। ডক্টর রফিকুল ইসলাম তাঁর গ্রন্থে এ বিষয়ে মর্মস্পর্শী বিবরণ দিয়েছেন। বাড়ীটি সে সময় জনৈকা মহিলার ব্যক্তিগত মালিকানাধীনে যেতে দেওয়ার বন্দোবস্ত হ'চ্ছিল। কারো কারো বিবেচনায় অনেকগুলো ভালো কাজের পর এ হয়তো এক গর্হিত কাজ। তবে এও উল্লেখ্য যে, বাঙলাদেশের যাঁরা বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমানের কোনো কিছুই পছন্দ করেন না, তাঁরাও কবিকে ঢাকায় নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে তাঁর উদ্যোগের তারিফ করেন। সামরিক হাত বদলের পর বাড়ীটি পরে অবশ্য 'নজরুল ভবন' হিসাবেই বহাল হ'য়েছে। কবি ভবন থেকে ইতিপূর্বে কবিকে সরানোর পর সেখানে সিটি এসপি জনাব মাহ্‌বুব উদ্দীনের থাকার বন্দোবস্ত হয়েছিল। পরে সেখানে ছিলেন ঢাকার কমিশনার জানে আলম খান এবং সবশেষে ফিরোজা বেগম।

প্রেসিডেন্ট হোসেইন মোহাম্মদ এরশাদের আমলে ১৯৮৫'-র ফেব্রুয়ারী থেকে সেখানেই হ'য়েছে 'নজরুল ইন্সটিটিউট।' উদ্যোগটা আসলে জিয়া সরকারই নিয়েছিলেন। উল্লেখ্য যে, পূর্ববঙ্গে এক স্বাধীন ও সার্বভৌম সাংস্কৃতিক সত্তা অর্জনের আমূল প্রয়াস চালানো হ'য়েছিল ফৌজী সরকার প্রধান প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোস্তাক আহমদ এবং প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক জিয়াউর রহমানের শাসনামলে। তাঁরা এই বাঙলাদেশী সংস্কৃতির প্রাণপুরুষ হিসাবে সার্থকভাবেই শনাক্ত ক'রেছিলেন মহান কবি কাজী নজরুল ইসলামকে। উভয় রাষ্ট্র নেতারই ছিলো গভীর দেশপ্রেম এবং পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তান তথা পূর্ববঙ্গকে বিচ্ছিন্ন করে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাঙলাদেশ কায়েম করার ব্যাপারে তাঁদের ছিলো পথিকৃতের ভূমিকা। তাই বাঙলাদেশের স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক সত্তা সম্পর্কে তাঁরা নির্বিকার থাকতে পারেন নি। নজরুল সঙ্গীতই ছিলো প্রেসিডেন্ট জিয়ার কাছে সবচেয়ে প্রিয় সঙ্গীত। নজরুল ইসলামের গানকে তিনি নজরুল গীতি নয়, নজরুল সঙ্গীত বলতেন। আর ইতোপূর্বে আমরা আনন্দবাজার পত্রিকায়ও নানান খবরাদি প্রসঙ্গে লক্ষ্য ক'রেছি যে, সাতচল্লিশোত্তর-কালেও বহু বছর নজরুল সঙ্গীত কথাটাই প্রচলিত ছিলো। নজরুল সঙ্গীত কথাটা বহাল না রাখার কোনো যুক্তিযুক্ত কারণ নেই। প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান সাহেব নজরুল সঙ্গীত বলাটাই পছন্দ ক'রতেন।

নাগরিকত্ব

সেই বৃটি ঔপনিবেসিক শাসন আমল থেকেই নজরুল বাঙলাদেশের জাতীয় কবি। ১৯৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ ফেব্রুয়ারী (১৭ সফর ১৩৯৬: ৫ ফাল্গুন ১৩৮২) তারিখ বুধবার কবিকে বাঙলাদেশের নাগরিকত্ব প্রদান করা হ'লো তৎকালীন প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক জিয়াউর

www.pathagar.com

রহমানের শাসনামলে। মহান কবি কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন সেনাবাহিনী প্রধান জিয়াউর রহমানের সবচেয়ে প্রিয় কবি। অবশ্য এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য ঐতিহাসিক সত্যটা এই যে, সাতচল্লিশের আগেও বাঙলাভাষী মনীষী নেতাদের অনেকেই নজরুল ইসলামকে জাতীয় কবি ব'লেছেন। পাকিস্তান আমলেও তিনি জাতীয় কবি ছিলেন। ইকবালও পাকিস্তানের জাতীয় কবি। বাঙলাদেশ হাসিলের পর নজরুলের প্রয়োজন কোথায় সেটাও উপলব্ধি ক'রেছিলেন বঙ্গবন্ধু সরকার। সে জন্যই কবিকে অত সত্ত্বর নিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ নিয়েছিলেন তাঁরা। কবিকে নিয়ে গিয়ে মূল কাজটিই ক'রে রেখেছিলেন বঙ্গবন্ধু। সেটি তাঁর পক্ষেই কেবল সম্ভব ছিলো। যে চিন্তাধারার সূত্রপাত ঘটেছিলো পাকিস্তান আমলে, বঙ্গবন্ধু তার ওপর মজবুত ভিত্তি রচনা করেছিলেন। আর সেই ভিত্তির ওপর ইমারত বানাতে প্রয়াসী হ'য়েছেন প্রেসিডেন্ট জিয়া। অবশ্য বাঙলাদেশে কবি গিয়েছিলেন রাষ্ট্রীয় অতিথি হিসাবেই। কিন্তু সে দেশের জনগণের আবেগের কথা চিন্তা ক'রেই হয়তো ভারত সরকার তাঁকে ফেরৎ আনার তেমন উদ্যোগ নেন নি। ১৯৭৫- এর ১৫ আগস্ট খন্দকার মোস্তাক আহমদের নেতৃত্বাধীন ফৌজী সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পরেও নয়। অবশ্য এই মহান কবিকে নিয়ে নিজের দেশে গঠনমূলক কিছু করার পরিকল্পনাও ভারত সরকার কিংবা পশ্চিম বঙ্গ রাজ্য সরকার এ যাবৎ নেন নি। নজরুল জীবন ও সৃষ্টির বিষয়ে জরুরী কাজগুলো করার গরজও তাঁরা বোধ করেন নি।

একুশে পদক

৮ ফাল্গুন ১৩৮২ : ২০ সফর ১৩৯৬ : ২১ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৬ তারিখ শনিবার কবিকে 'একুশে' পদকে ভূষিত ক'রলেন ফৌজী সরকার প্রধান জিয়াউর রহমান। জাতীয় কবিকে সার্বিকভাবে উপযুক্ত মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার আরো নানান উদ্যোগ নিলেন তিনি। কিন্তু তাঁর এ কাজটি সুসম্পন্ন হওয়ার আগেই অসময়ে শহীদ হ'তে হ'লো তাঁকে। জাতীয় কবির সঠিক তাৎপর্য্য তাঁর উপলব্ধিতে ছিলো। তিনি চাইতেন কবির বিষয়ে জরুরী কাজগুলো সবই হোক, নজরুল চর্চা প্রসার লাভ করুক।

২৫ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৬ (২৪ সফর ১৩৯৬: ১২ ফাল্গুন ১৩৮২) তারিখ বুধবার বঙ্গ ভবনে পদক প্রধান অনুষ্ঠানে কবিকে এই পদক প্রধান করেন প্রেসিডেন্ট বিচার পতি জনাব এ. এস.এম. সায়েম। সামরিক বাহিনি প্রধান এবং প্রধান সামরি আইন প্রশাসক মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান অন্যদের মধ্যে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

নজরুল সৃষ্টি সংরক্ষণ সংস্থা

এদিকে পশ্চিম বঙ্গে নজরুল ভক্তদের অনেকে বছর দুই আলাপ আলোচনা ও নানান বৈঠকাদির পর নজরুল সৃষ্টি সংরক্ষণ সংস্থার সংবিধান বা গঠনতন্ত্র প্রণয়ন ক'রলেন। সংস্থার নামকরণেই বোঝা যায়, সংস্থার জরুরী লক্ষ্য নজরুল সৃষ্টির উদ্ধারও সংরক্ষণ। নজরুল সৃষ্টি সংরক্ষণ সংস্থার সংবিধানে পরিচালকবর্গসহ কার্যনির্বাহক কমিটির সদস্যবৃন্দ দস্তখত ক'রলেন ১৮ চৈত্র ১৩৮২ ঃ ৩০ রবিয়ল আউয়ল ১৩৯৬: ১ এপ্রিল ১৯৭৬ তারিখ বৃহস্পতিবার। এটি কতিপয় আর্থিক সম্বলহীন সক্রিয় নজরুল ভক্তদের উদ্যোগে গঠিত হ'লো। এরা ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার এবং পশ্চিম বঙ্গ রাজ্য সরকারের আর্থিক আনুকূল্য ও প্রশাসনিক সহযোগিতা প্রত্যাশা ক'রেছিলেন।

পশ্চিম বঙ্গ সরকারের ১৯৬১ সনের সোসাইটি রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট অনুসারে নজরুল সৃষ্টি সংরক্ষণ সংস্থা রেজিস্ট্রীকৃত হ'লো ২৭ চৈত্র ১৩৮২ ঃ ৯ রবিয়সসানি ১৩৯৬ ঃ ১০ এপ্রিল

www.pathagar.com

১৯৭৬ তারিখ শনিবার। কিন্তু যে কাজগুলো জরুরী ভিত্তিতে করা উচিত ছিলো সেসবের অনেক কিছুই এ সংস্থা যথেষ্ঠ আন্তরিকতা সত্ত্বেও অর্থাভাবে ক'রতে অপারগ হয়।

সেনা বাহিনীর ক্রেস্ট

১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৩ ঃ ২৫ জমাদিয়াল আউয়ল ১৩৯৬ ঃ ২৫ মে ১৯৭৬ তারিখ মঙ্গলবার কবির ৭৭তম জন্ম বার্ষিকী অর্থাৎ ৭৮তম জন্ম দিনে ঢাকার পোষ্ট গ্রাজুয়েট হাসপাতালের ১১৭ নম্বর কেবিনে গিয়ে সেনাবাহিনী প্রধান ও উপপ্রধান সামরিক আইন প্রশাসক মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান কবিকে বাঙলাদেশ সেনাবাহিনীর "আর্মি ক্রেস্ট" উপহার দিলেন।

"Major General Ziaur Rahman, Chief of Army Staff and Deputy Chief Martial Law Administrator visited the rebel poet Kazi Nazrul Islam at the PG. Hospital on Tuesday and presented him the Crest of Bangladesh Army."

তাঁর জন্ম তারিখসহ আটত্তরটি জন্ম দিন পেয়েছিলেন এই কবি। এই কবি সৈনিকের জীবদ্দশায় উদ্‌যাপিত হ'য়েছে ৭৭-তম জন্ম বার্ষিকী। কিন্তু ১৯৪২ সনের ৯ জুলাই থেকেই শারীরিক অক্ষমতা ও অন্যান্য কতিপয় কারণে তাঁর কলম ও কথা নিষ্ক্রিয় হ'য়ে যায়। সময় থাকতে উপযুক্ত চিকিৎসাদির বন্দোবস্ত হ'লে এই শেষোক্ত চৌত্রিশ বছরও হয়তো সৃষ্টিশীল নজরুলকে পেতাম। এ প্রসঙ্গে তাঁর এক বিস্ময়কর ভবিষ্যদ্বাণী স্মরণে আসে। ১১ মাঘ ১৩৩৫ ঃ ২৪ জানুয়ারী ১৯২৯ ঃ ১২ শাবান ১৩৪৭ তারিখ বৃহস্পতিবার চট্টগ্রামে "বাতায়ন পাশে গুবাক তরুর সারি" কবিতায় তিনি লিখেছিলেন ঃ

"তোমাদের পানে চাহিয়া বন্ধু, আর আমি জাগিব না,
কোলাহল করি সারা দিনমান কারো ধ্যান ভাঙিব না
নিশ্চল নিশ্চুপ
আপনার মনে পুড়িব একাকী গন্ধ বিধূর ধূপ!"

নিজের সম্পর্কে এই নির্দয় ভবিষ্যদ্বানী, এই অলৌকিক ওয়াদাই যেন চৌত্রিশ বছরব্যাপী অত্যন্ত, বিস্ময়করভাবে পূরণ করেন কবি। চট্টলায় লেখা এই ওয়াদার পাশাপাশি মর্মস্পর্শী সঙ্গীতে ব্যক্ত তাঁর এক ইরাদার কথাও স্মরণ হয় ঃ

"মসজিদেরই পাশে আমার কবর দিও ভাই।
যেন গোরে থেকেও মোয়াজ্জিনের আজান শুনতে পাই ॥"

বাঙলাদেশ সেনা বাহিনীর 'আর্মি ক্রেস্ট' উপহার দেওয়ার মাত্র দু'মাস পরই কবি ব্রঙ্কো নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হ'লেন।

বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাক্তার দ্বিজেন্দ্রনাথ

সে সময় ৭ ভাদ্র ১৩৮৩ ঃ ২৭ শাবান ১৩৯৬ ঃ ২৪ আগস্ট ১৯৭৬ তারিখ মঙ্গলবার দৈনিক "আনন্দবাজার পত্রিকা"য় এক গুরুত্বপূর্ণ চিঠিতে প্রখ্যাত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাক্তার দ্বিজেন্দ্রনাথ রায়ের উক্তি ঃ

"কবির রোগের কারণ সম্পর্কে আমি বহুদিন ধ'রে বহু রকম শুনে আসছি। সবচেয়ে যে ধারণাটি সাধারণের মনে বদ্ধমূল হ'য়েছিল, সেটি হ'চ্ছে বোধ হয় জীবনের উচ্ছৃঙ্খলতা জনিত একটি বিশেষ রোগে কবির মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছে। আমি ১৯৬৫ সাল থেকে কবির ব্যক্তিগত

www.pathagar.com

চিকিৎসক নিযুক্ত হই। কবির চিকিৎসা ক'রতে এসে কবিকে ভালো ক'রে পরীক্ষা ক'রে বুঝলাম, তাঁর একটি বিশেষ রোগে ভোগার জনশ্রুতি সম্পূর্ণ ভুল।

"আমি দিনের পর দিন নানাভাবে পরীক্ষা ক'রে জানতে পারলাম, এই অসাধারণ কবির রোগও অসাধারণ! একটি বিশেষ রোগের যা লক্ষণ পা দুর্বল হ'য়ে যাওয়া তা কবির ছিল না। তিনি চমৎকার হেঁটে বেড়াতেন এবং এ ঘর থেকে ও ঘরে ভালোভাবেই যাতায়াত করতেন। কবির ব্রেনে কোনো জার্ম বা রক্তে এই বিশেষ রোগের কোনো লক্ষণ ছিলো না। তিনি মাঝে মাঝে মৃগীতে আক্রান্ত হতেন এবং মাঝে মাঝে রক্তচাপ বেশ বৃদ্ধি পেত। আবার সঠিক চিকিৎসায়, সব কিছুরই নিরাময় হোত।

"তবে কবি কী রোগে ভুগেছেন, এই প্রশ্ন জনসাধারণের মনে স্বভাবতঃই জাগে। তিনি যে রোগে ভুগেছেন, সেই রোগটির নাম 'প্রি-সেনাইল ডিমেনসিয়া।' সেনাইল কথাটির অর্থ বার্ধক্য। প্রৌঢ় অবস্থায় এই বিশেষ রোগটির সূত্রপাত হয় ব'লে এটিকে প্রি সেনাইল ডিজইস বলা হয়।

"এই রোগে ব্রেনের সামনের অংশটা আস্তে আস্তে শুকিয়ে যায়, এবং রোগীর স্মৃতিশক্তি, বুদ্ধিবৃত্তি এবং চিন্তাশক্তি ক্রমশ লোপ পেতে থাকে। এ রোগের উৎপত্তির কারণ আজ পর্য্যন্ত অজ্ঞাত। আমি দীর্ঘ দিন ধ'রে-এ বিষয়ে গবেষণা ক'রেছি। দু'জন বিখ্যাত চিকিৎসক প্রথমে এই রোগের লক্ষণগুলি প্রকাশ করেন। তাদের নাম ডাঃ পিকস্ এবং ডাঃ আল্ জেমার। পিকস্ ডিজিস এবং আলজেমার ডিজিসের মধ্যে পার্থক্য ক'রতে গেলে ব্রেন বায়োপসির দরকার। সেটাই কবির ক্ষেত্রে করানো সম্ভব হয় নি। কেবল মাত্র ব্রেন টিউমার আছে কিনা দেখবার জন্য লন্ডন হাসপাতালে 'ডেন্‌টিক্যুলোগ্রাম' করা হয়। এয়ার এনসেফ্যালোগ্রাফি ক'রে দেখা হ'য়েছিল যে, কবির মস্তিষ্কের পুরোভাগ বা ফ্রন্টাল লোব দু'টি সঙ্কুচিত হ'য়ে গেছে। কোনো টিউমার ব্রেনে ছিল না। তবে ম্যাকফিসক অপারেশনের বিরুদ্ধে সে সময় অনেকেই রায় দেন, আমিও দিয়েছিলাম। তাঁর মস্তিষ্কে শেষ পর্য্যন্ত এই অপারেশন করা হয় নি।

"ঢাকায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ব্যবস্থাপনায় ১৯৭২ সালে একটি চিকিৎসা টিমের হাতে কবির চিকিৎসার ভার দেওয়া হয়। এই টিমের অন্যতম সদস্য ডাঃ চৌধুরী আমার সঙ্গে অনেকবার পরামর্শ ক'রে গিয়েছিলেন।'

বিশেষজ্ঞ সমন্বয়ে গঠিত এই চিকিৎসা টিমের ফাইন্ডিং সেই ১৯৪২-এর মাঝামাঝি থেকে তিন দশকেরও বেশী অসুস্থতার অর্থাৎ নিস্তব্ধ, নিশ্চুপ ও নিষ্ক্রিয় হ'য়ে যাওয়ার কারণ হিসাবে তাঁর ঘাড়ে এক কঠিন আঘাতের চিহ্নের উল্লেখ ক'রে বলা হ'য়েছে যে, দায়ী অনুদার সমাজ, অনুদার সংস্কৃতি এবং অনুদার রাজনীতি। দেশ বিভাগের বিরুদ্ধে দৈনিক "নবযুগ"-এ কবি সম্পাদকের আপত্তির কথাই হয়তো এভাবে স্মরণ করা হ'য়েছে। তবে দেশ বিভাগ উভয় সম্প্রদায়েরই প্রভাবশালী মহলের অনেকেই চেয়েছিলেন। হামলার অন্য কারণও থাকতে পারে। তবে তথ্যাদি চাপা পড়ার বিষয়টিই বিস্ময়কর।

সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রস্তাব

সোভিয়েত ইউনিয়নের তরফ থেকে চিকিৎসার্থে কবিকে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব এলে তৎকালীন অর্থমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ সরকারী ফাইলে নোট দেন যে, এতে জনগণের মনে অতিরিক্ত আশার সঞ্চার হবে। এইভাবে স্থিতাবস্থায় রাখার উদ্যোগের ফলে কবির প্রতি বরাবরই অবিচার হ'য়েছে।

www.pathagar.com

স্থায়ী হাসপাতাল শয্যার বন্দীদশায়

স্থায়ী হাসপাতাল-শয্যার বন্দী-দশায় কবির স্বাস্থ্যের দ্রুত অবনতি ঘটেছিল।

১০ ভাদ্র ১৩৮৩ ঃ ৩০ শাবান ১৩৯৬ ঃ ২৭ আগস্ট ১৯৭৬ তারিখ শুক্রবার বিকেল চারটার দিকে কবির গায়ে সামান্য জ্বর আসে। পর দিন পহেলা রমজান ১৩৯৬ তারিখ শনিবার সকাল ১১টার পর কবির জ্বর বাড়তে থাকে। জ্বর ১০৩ ডিগ্রী পর্য্যন্ত ওঠে। ডাক্তার তাঁকে দেখে বলেন যে, কবি ব্রঙ্কো নিম্যুনিয়ায় আক্রান্ত হ'য়েছেন। ঔষুধ দেওয়া হয়। রাতে দুধ রুটি খেতে দেওয়া হয়।

www.pathagar.com

কবির ইন্তেকাল

১২ ভাদ্র ১৩৮৩ ঃ ২ রমজান ১৩৯৬ ঃ ২৯ আগস্ট ১৯৭৬ তারিখ রবিবার সকালে জ্বর আরো বাড়ে। একশ' পাঁচ ডিগ্রী ছাড়িয়ে যায়। কবি সে সময় অস্থিরভাবে করুণ চোখে কাকে যেন খুঁজছিলেন। 'তাঁর খাবার সময় হ'লো।'

অক্সিজেন দেওয়া হয়। ফুসফুস থেকে কফ বা'র করার জন্য সাক্শান দেওয়া শুরু হয়। মেডিক্যাল বোর্ড এবং কবির ব্যক্তিগত চিকিৎসক প্রফেসর ডাক্তার নাজিমুদ্দৌলা চৌধুরী আসেন বাঙলাদেশ সময় সকাল ৮টা বেজে ৩০ মিনিট ঃ ভারতীয় সময় সকাল ৮ টায়। ডাঃ নূরুল ইসলাম এলেন। বাঙলাদেশ সময় সকাল পৌনে ন'টায় ঃ ভারতীয় সময় সকাল সোয়া আটটায়। কবির মুখে চার চামচ পানি ভুলে দেন সিস্টার শামসুন্নাহার। এর পর কবি আর কিছু খেলেন না। বাঙলাদেশ সময় সকাল সোয়া ন'টা: ভারতীয় সময় পৌনে ন'টায় মেডিকেল বোর্ড আবার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন। জ্বর কমাবার লক্ষ্যে শেষ ব্যবস্থা হিসাবে কবির শরীর একবার স্পঞ্জ করা হয়। ইতোপূর্বে কবিকে জীবন রক্ষাকারী ওষুধও দেওয়া হ'য়েছিল। ডাঃ নাজিমুদ্দৌলা চৌধুরী, ডাঃ নূরুল ইসলাম প্রমুখ চিকিৎসক, সেবিকা শামসুন্নাহার কবির, সেবক ওয়াহিদুল্লাহ ভূঞা প্রভৃতি সবাই কবির দেহের তাপ নামিয়ে আনার জন্য সব রকমের প্রয়াস চালান। কিন্তু শারীরিক অবস্থা দ্রুত আরো খারাপ হ'তে থাকে। অস্বাভাবিক উত্তেজনায় সময় কাটছিল। চিকিৎসকরা আশা ছেড়ে দেন। দীর্ঘ চৌত্রিশ বছরেরও বেশি অসুস্থতার পর কবির শ্বাস-প্রশ্বাস যখন বন্ধ হয় তখন বাঙলাদেশ সময় ১০টা বেজে ১০ মিনিট ঃ ভারতীয় সময় ৯টা বেজে ৪০ মিনিট। প্রথমে ব্রাদার ওয়াহিদ উল্লাহ ভুঞা চীৎকার ক'রে ব'ললেন ঃ "কবির শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হ'য়ে গেছে।" ডাক্তাররা শেষ বারের মতো পরীক্ষা ক'রে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা ক'রলেন ঃ "কবি আর জীবিত নেই।" শোকার্ত কণ্ঠে সবাই উচ্চারণ ক'রলেন ঃ "ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না এলাইহে রাজেউন।" আমরা আল্লাহ্‌র কাছ থেকে আসি এবং সেই আল্লাহর কাছেই ফিরে যাই।

আমরা এখন কেবল তাঁর রূহের মাগফেরাৎ কামনা করতে পারি। একজন মানুষ ইন্তেকাল করার পর তাঁর রূহের মাগফেরাৎ অর্থাৎ আত্মার শান্তি কামনা ছাড়া আর কী -ই বা করার থাকে! চুরুলিয়ায় তাঁর আপন ঘর আপনার হয় নি। এর পর তাঁর পথের নানান বাসা একের পর এক ঝড়ে উড়ে গেছে। তাঁর নামে দেওয়া কলকাতার সি. আই. টি. রোডের সেই জমিটুকুতে "নজরুল ভবন" তিনি হ'তে দেখলেন না। ঢাকার ধানমন্ডি আবাসিক এলাকায় ২৮ নম্বর সড়কে ৩৩০ বি সংখ্যক সবুজ লনে ঘেরা যে দোতলা বাড়ীতে রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী এবং প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আমলেই তাঁকে নিয়ে রাখা হ'য়েছিল, তাঁর সেই শেষ বাস ভবনটিকে ততদিনে আর "নজরুল ভবন" করা হ'লো না। ৫ শ্রাবণ ১৩৮২ ঃ ২২ জুলাই ১৯৭৫ ঃ ১২ রজব ১৩৯৫ তারিখ মঙ্গলবার ধানমন্ডির ২৮ নম্বর রোডের ৩৩০ বি সংখ্যক এই বাড়ী থেকে অ্যাম্বুলেন্সযোগে যখন ঢাকা পোষ্ট গ্রাজুয়েট হাসপাতালের ১১৭ নম্বর কেবিনে স্থায়ীভাবে নিয়ে যাওয়ার আয়োজন হয় তখন তিনি দোতলার রেলিঙ আঁকড়ে ধ'রে ছিলেন। তাঁকে দবরদস্তি ক'রে টেনে নিয়ে আসার চেষ্টা হ'লে তিনি বারংবার হাত ছাড়িয়ে নিচ্ছিলেন। কিন্তু অসহায় কবি এবারও ব্যর্থ হ'য়েছিলেন যেমনটি হ'য়েছিলো লুম্বিনী পার্ক মানসিক হাসপাতালে ষড়যন্ত্র ক'রে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে জোরাজুরি করার সময়। এভাবে নিয়তি বারংবার তাঁকে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে ঘরছাড়া ক'রেছে। জীবদ্দশায়

www.pathagar.com

এভাবেই কোনো স্থায়ী ঘর তিনি পেলেন না। মজলুম কবি তাঁর সেই শেষ বাসার সন্ধানেই তাঁর কাছেই হ'লে গেলেন, এক দিন যিনি তাঁকে এই দুনিয়ায় পাঠিয়েছিলেন।

ঢাকার নজরুল একাডেমী পত্রিকা ঃ নজরুল স্মারক সংখ্যা ১৩৮৪ তে "বাংলাদেশ নজরুল ঃ তাঁর মহাপ্রয়াণ" শীর্ষক নিবন্ধে আবদুল মুকীত চৌধুরী শেষ বার কবির ঢাকা আগমন থেকে ইন্তেকাল পর্য্যন্ত নানান ঘটনার বিশদ বিবরণ দিয়েছেন।

রেডিও-টেলিভিশনে খবর

কবির ইন্তেকালের খবর প্রথম রেডিও-টেলিভিশনে জানান নজরুল গবেষক অধ্যপক ডক্টর রফিকুল ইসলাম। নিয়মিত অনুষ্ঠান বন্ধ রেখে বাঙলাদেশে রেডিও ও টেলিভিশনে কবির ইন্তেকালের খবর ঘোষণা শুরু হয়। এ খবরে সারা উপমহাদেশ শোকাভিভূত হ'য়ে পড়ে। কেবিনের সামনে কাতারে কাতারে যেন তামাম দুনিয়ার নজরুল ভক্তদের জমায়েত শুরু হয়। কবির ইন্তেকালের মাত্র পনেরো মিনিটের মধ্যে ছুটে এলেন বাঙলাদেশের প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আবু সাদাৎ মোহাম্মদ সায়েম, মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান, রিয়ার অ্যাড্মিরাল মুশারফ হোসেন খান, উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যবৃন্দ, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, কবি, শিল্পী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, শিক্ষাবিদ, শিক্ষার্থী, দিনমজুর, রিক্সাওয়ালাসহ সর্বস্তরের অসংখ্য মানুষ। আপামর জনসাধারণ।

পুত্রবধু উমা কাজী ও কিশোর সাহু

কবির পুত্রবধূ উমা কাজী সেদিনও ঢাকায় ছিলেন। আর ছিলেন কবির বহু বছরের সাথী ও ভৃত্য কিশোর সাহু। ঢাকার পোষ্ট গ্রাজুয়েট হাসপাতালে কবি মোট এক বছর এক মাস এক সপ্তাহ ছিলেন।

১১৭ নম্বর কেবিনের সম্মুখভাগ থেকে শুরু ক'রে হাসপাতাল সংলগ্ন বিশাল এলাকা জুড়ে জমায়েত শোকাতুর জনতার হাতে ফুল, লোবান, আগরবাতি আর দু'চোখ ভরা পানি।

নানান বিষয়ে গণমানুষের কাতর প্রশ্ন

দীর্ঘ এক বছর এক মাস এক সপ্তাহ যাবৎ যে কেবিনে কবি ছিলেন সেটি বন্ধ ক'রে দেওয়া হ'লেও তাঁর ব্যবহৃত জিনিষপত্র দেখার জন্যও জমেছে শোকাতুর জনতার বিশাল ভিড়। বাঙলাদেশ সংবাদ সংস্থার বিবরণ ঃ কেবিন ঘিরে দাঁড়িয়ে শত শত শোকতুর মানুষ। তাঁদের কাতর প্রশ্ন ঃ কবি কোন্ কোন্ জিনিষ ব্যবহার ক'রতেন, কোন্ জিনিষ তাঁর পছন্দ ছিলো, কেমন পরিবেশে তাঁকে রাখা হ'য়েছিলো, এ রকম অসংখ্য প্রশ্ন।

বিলকিস বেগম

ঢাকার নজরুল একাডেমী পত্রিকার ১৩৮৪-র বিশেষ স্মারক সংখ্যায় 'শেষ সালাম' শিরোনামে আবদুল মুকীত চৌধুরীর এক বিবরণে দেখছি জনতার নানান প্রশ্নের জবাবে (১) কবির কেবিনের দায়িত্বভার প্রাপ্ত স্টাফ নার্স বিলকিস বেগম ব'লেছেন , কবি তাঁকে, তাঁর সহকর্মী ও জুনিয়রদেরকে চিনতে পারতেন। একটা আত্মীয়তার সম্পর্কও গ'ড়ে উঠেছিলো। তাঁর উক্তি ঃ

"আমাদের চিনেত পারতেন। আমরা তাঁকে খাওয়াতামও। তাঁর শোয়ার কাপড় বদলে দিতাম। বিছানা পরিপাটি করতাম। দাদু আমাদেরকে আপন জনের মতো ভালবাসতেন। আমরা আমাদের ছুটির দিনেও তাঁর পরিচর্যা করতাম। কবিও আমাদের সঙ্গ পছন্দ করতেন।

www.pathagar.com

কবি অত্যন্ত সতীর্থকাতর ছিলেন।... একদিন আমি এক মজার গল্প বলায় কবি খুশী হ'য়ে আমার পিঠ চাপড়ে দিয়েছিলেন।"

ওয়াহিদুল্লাহ্ ভূঁইয়া

অ্যাটেনড্যান্ট ব্রাদার ওয়াহিদুল্লাহ ভুঁইয়ার উক্তি ঃ "সারা বাঙলাদেশের মানুষ ছিলেন কবির স্বজন। আমার জীবন ধন্য ঃ আমি কবিকে সেবা ক'রতে পেরেছি।" তাঁর আক্ষেপ ঃ "কবি এতদিন হাসপাতালে ছিলেন, কিন্তু তাঁর কোনো আত্মীয় তাঁকে দেখতে আসেন নি। পিতাকে সেবা ক'রে যেমন আনন্দ পায় সন্তান, তেমনি প্রিয় কবিকে সন্তানের মতো সেবা করার আপ্রাণ চেষ্টা ক'রেছি সবাই।"

মুজিবুর রহমান

কবি ভবনের চৌকিদার মুজিবুর রহমানের বিবৃতি ঃ "কবিকে তাঁর পত্নীর কিংবা তরুণ বয়সের ছবি দেখালে তিনি হাসতেন। তাঁর গানের টেপ বাজালে কিংবা কোনো শিল্পী তাঁর সামনে বিশেষ কতকগুলো গান ক'রলে তিনি কাঁদতেন। আবার কতকগুলো গান বাজানো বা গাওয়া হ'লে কবি বিরক্ত হ'তেন। কবি ফুল ভালোবাসতেন। ফুল দেওয়া হ'লে তিনি খুব খুশি হতেন।"

কিশোর সাহু

কবির বহুদিনের সাথী ও ভৃত্য কিশোর সাহু ব'লেছেন ঃ "বারো বছর বয়সে কবি পরিবারে এসে কবির আকর্ষণেই আমি এতো দীর্ঘদিন থেকে যাই। পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হ'য়ে কবি পত্নী মারা গেলে কবি দারুণ আঘাত পান। কবির স্বাস্থ্যের জন্য দীর্ঘকাল আমি আমার মা-বাবাকে দেখতে যাই নি। আজ সকাল বেলা দু'বার দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে কবি আমার দিকে তাকিয়েছিলেন। তাঁর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের সময় আমি এখানে ছিলাম না। তাঁর খাবার আনতে নিচে গিয়েছিলাম। সকালে কবিকে খুব বিষন্ন দেখাচ্ছিল। আমার মনে হ'য়েছিল ঃ "কবির শেষ ডাক আসন্ন।"

সৈয়দ নাসির আলী

পি.জি. হাসপাতালের স্টুয়াট সৈয়দ নাসির আলী বললেন ঃ "আমি কেবিনে ঢোকার সাথে সাথে কবি কাঁদতেন। আমি ভয় পেতাম। কবি কেন কাঁদতেন তা আমি বুঝতাম না। আমি কোনো রকম কারণ খুঁজে পেতাম না। আমরা তাঁকে কখনো রোগী হিসাবে দেখি নি, দেখেছি নায়েবে রসুল হিসাবে। তাঁর কবিতা, গান, গজল, আমাদের মনে এই ভাবমূর্তি এঁকে দিয়েছে।"

পি.জি হাসপাতাল প্রাঙ্গণে উত্তাল জনতার ঢেউ

দর্শনেচ্ছু ভক্ত জনতাকে লাইন করাতে পুলিশ হিমসিম খাচ্ছিলেন। বাঙলাদেশ সময় বেলা সোয়া এগারোটা ঃ ভারতীয় সময় পৌনে এগারোটায় কবির মরদেহ হাসপাতাল থেকে আউটডোরের দোতলার ঘরের উঁচু মঞ্চে রাখা হ'লো। এখানেও ভীড়ের প্রবল চাপ এক্তিয়ারে রাখা সাধ্যাতীত হ'য়ে ওঠে। লোবান আগরবাতি পুড়ছিলো। নশ্বর দেহকে ঘিরে খোশবু।–সুগন্ধিত পরিবেশ। মরদেহের পাশে কোরআন শরীফ পাঠ ক'রছিলেন অনেকেই। উত্তাল জনতার ঢেউ ছাপিয়ে প'ড়ছে চারপাশে। অন্তহীন নজরুল ভক্তের মিছিল ক্রমেই দুর্বার হ'য়ে ওঠে। এমতাবস্থায় কবির মরদেহ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শিক্ষক কেন্দ্রের চত্বরে নিয়ে রাখার সিদ্ধান্ত হ'লো।

www.pathagar.com

সমাধিস্থান নির্বাচন

ইতোমধ্যে অন্যতম উপদেষ্টা অধ্যাপক আবুল ফজল এবং নজরুল গবেষক ডক্টর রফিকুল ইসলাম প্রমুখকে সঙ্গে নিয়ে স্বয়ং প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আবু সাদাৎ মোহাম্মদ সায়েম বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদ এলাকায় গিয়ে সমাধির স্থান নির্বাচন করলেন যেখানে এই মহান জাতীয় কবির শেষ শয্যা পাতা হবে।

ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রের পথে

বাঙলাদেশ সময় বেলা আড়াইটা ঃ ভারতীয় সময় বেলা দু'টো নাগাদ কবির লাশবাহী ট্রাক ছাত্র শিক্ষক কেন্দ্রের পথে রওয়ানা হ'লো। শোকাতুর জনতার মিছিল ঠেলে এই সামান্য পথটুকু আসতে সময় লেগেছে পুরো আধ ঘন্টা। রাস্তার দু'পাশে চলমান শোকাতুর জনতার কণ্ঠে কলেমা শাহাদাৎ।

ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে জনসমুদ্র

শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন ক'রতে জন সমুদ্র যেন আছড়ে প'ড়ছে ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে। কবির মরদেহ নিয়ে পৌঁছনোর আগে থেকে ইতোমধ্যেই সেখানে দর্শনার্থী জনতার বিপুল ভীড় হ'য়েছিল। অজস্র ফুল, ফুলের তোড়া, মালা নিবেদন ক'রে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন জনগণ। বিশাল এলাকা জুড়ে জনতার ভিড় ক্রমে যেন ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ দুর্নিবার সমুদ্রের চেহারা পায়।

শেষ গোসল

জানাজা ও দাফনের আগে প্রেসিডেন্টের অন্যতম উপদেষ্টা কর্ণেল এম. এস. হকের তত্ত্বাবধানে পি.জি. হাসপাতালের স্টুয়াট সৈয়দ নাসির আলি কবিকে শেষ গোসল দেন।

সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে জানাজা

এরপর কবির লাশ নিয়ে বিশাল শোক-মিছিল যখন সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের দিকে রওয়ানা হ'য়েছে তখন বাঙলাদেশ সময় বিকেল সাড়ে চারটা ঃ ভারতীয় সময় বিকেল চারটা। সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের সারা অঙ্গ জুড়ে লাখো লাখো মানুষের ঢল নামছে। বেদনাতুর মানুষ। সর্বস্তরের মানুষের এক বিশাল মেহ্ফিল। সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বাঙলাদেশ সময় বিকেল পাঁচটা ঃ ভারতীয় সময় বিকেল সাড়ে চারটায় বিশাল জন সমুদ্র এই মহান কবির নামাজে জানাজা পড়ে। এই জানাজায় প্রেসিডেন্টসহ ক্ষমতাসীন তিন বাহিনীপ্রধান ও বাঙলাদেশ রাইফেলস প্রধান ছাড়াও শরীক হন বাঙলাদেশে নিযুক্ত পাকিস্তানী রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ খুরশীদ। আফগানিস্তানসহ বহু মুসলিম দেশের রাষ্ট্রদূতও জানাজায় শরীক হন।

বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদ প্রাঙ্গণে

জানাজা শেষে দাফনের জন্য নিকটবর্তী বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদ প্রাঙ্গণে যাঁরা লাশ বহন ক'রে নিয়ে যান তাঁদের মধ্যে ছিলেন প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েম, সেনাবাহিনী প্রধান ও উপ মুখ্য সামরিক আইন প্রশাসক মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান, নৌ-বাহিনী প্রধান ও উপ প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক রিয়ার অ্যাডমিরাল মুশাররফ হুসেন খান, বাঙলাদেশ রাইফেলস প্রধান মেজর জেনারেল দস্তগীর ও রাষ্ট্রপতির উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যবৃন্দ।

www.pathagar.com

পরিপূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সমাহিত

ঢাকার নজরুল একাডেমী পত্রিকা ঃ ৬ষ্ঠ বর্ষ ঃ ১ম সংখ্যায় আবদুল মুকীত চৌধুরী "শেষ সালাম/বাংলাদেশে নজরুল ঃ তাঁর মহাপ্রয়ান" শীর্ষক নিবন্ধে লিখেছেন যে, আসরের নামাজের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মসজিদের পাশে কবির মরদেহ পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সমাহিত করার জন্য যখন আনা হয় তখন বিকেল পাঁচটা।

অপেক্ষমাণ ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের এক প্লাটুন সৈনিকের কাছে তখন ক্যমান্ড আসে ঃ লাষ্ট প্রেজেন্ট আর্মস্। একের পর এক বিশটি রাইফেল গর্জে ওঠে। ভলী ফায়ার শেষ হ'লে শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ অবনমিত হয় রেজিমেন্টাল কালারর্স ঃ রেজিমেন্টের নিজস্ব পতাকা। জুনিয়র টাইগার নামে পরিচিত সেকেন্ড রেজিমেন্টের বিউগলে বেজে ওঠে লাষ্ট পোষ্ট তথা শেষ বিদায়ের করুণ সুর। একুশবার তোপধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে কাফনের ওপর থেকে ফুলের স্তুপ সরিয়ে কবির লাশ যখন কবরে নামানো হয় তখন বাঙলাদেশ সময় বিকেল সাড়ে পাঁচটা ঃ ভারতীয় সময় বিকেল পাঁচটা। তখনও তিন মিনিট ধ'রে কেঁপে কেঁপে বাজছিল বিউগলের লাষ্ট পোষ্ট। অন্তিম সুর। সমাধির পাশে দাঁড়িয়ে এ সময় সেনাবাহিনী প্রধান ও উপ-মুখ্য সামরিক আইন প্রশাসক মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান কবির বিখ্যাত গান "চল চল চল"-কে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের রণসঙ্গীত হিসাবে ঘোষণা করলেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মসজিদের পাশে কবি-সৈনিকের কবরে তখন সবাই ছড়িয়ে দেন মাটি। পড়েন, 'মিনহা খালাক নাকুম ..... উখরা।' উচ্চারিত হয় হাজারো মুখে কলেমায়ে শাহাদাৎ "আশহাদু আল্লা ইলাহা ....।" মহান কবির শেষ শয়ান তাঁর দাফন শেষ হ'লো রূহের মাগফেরাৎ অর্থাৎ আত্মার শান্তি কামনা ক'রে দোওয়া করা হ'লো। প্রেসিডেন্ট সায়েম, বিভিন্ন প্রতিরক্ষা বাহিনী এবং বাঙলাদেশ রাইফেলসের তরফ থেকে সমাধিতে মাল্যদান সমাপ্ত হ'লে তিন-বাহিনী-প্রধান এবং বাঙলাদেশ রাইফেলস প্রধান কবি–সৈনিককে শেষ সামরিক অভিবাদন জানান।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদের পাশে

কবি নিজেই এক সময় লিখেছিলেন ঃ 'মসজিদেরই পাশে আমায় কবর দিও ভাই।' তাঁর জন্মস্থান চুরুলিয়ার পীর পুকুরের পাশেও মসজিদ ছিলো। সেখানে এক সময় ইমাম ছিলেন তিনি নিজেই। তবু এ মসজিদের কথাও তিনি নির্দ্দিষ্ট করে ব'লে যান নি। তবে যাঁকে লিখতে হয় 'নিজ বাস হ'লো চির-পরবাস, জন্মের ক্ষণ পরে,' তাঁর নসীবটাই হয়তো আলাদা।

www.pathagar.com

সমাহিত কবি-সৈনিক : কতিপয় শোক-বাণী, মন্তব্য

রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েম

বাঙলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েম তাঁর বিবৃতিতে বলেন ঃ "মরহুম কবি যে শুধু বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ ক'রেছিলেন এবং তাঁর বহুমুখী প্রতিভার আলোক সাহিত্যের বিভিন্ন দিক আলোকিত ক'রেছিলেন কেবল তা-ই নয়, তিনি স্বাধীনতার জন্যও জাতিকে উদ্দীপ্ত ক'রেছিলেন। কবি ছিলেন চির বিপ্লবী। সর্বপ্রকার শোষণ, অবিচার ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে তাঁর লেখনী ছিল আপোষহীন।"

জিয়াউর রহমান

বাঙলাদেশ সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক এবং সহকারী মুখ্য সামরিক আইন প্রশাসক মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান তাঁর শোকবার্তায় বলেন ঃ "কাজী নজরুল ইস্‌লাম মানবতার এবং সাম্যের কবি ছিলেন।"

মুশর্‌রফ হুসেন খান

বাঙলাদেশ নৌবাহিনী প্রধান ও উপ মুখ্য সামরিক আইন প্রশাসক রিয়ার অ্যাডমিরাল মুশর্‌রফ হুসেন খান তাঁর শোক বার্তায় বলেন: "বিশ্বের সকল অবিচার এবং অত্যাচারের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন আপোষহীন সংগ্রামী।"

ফখ্‌রুদ্দিন আলি আহ্‌মদ

ভারতের মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব ফখ্‌রুদ্দিন আলি আহ্‌মদের শোকবার্তা: "কাজী নজরুল ইস্‌লামের তিরোভাবে আমি গভীর মর্মাহত হ'য়েছি। তাঁর দেশপ্রেম ও বৈপ্লবিক চিন্তাধারা ভারত ও বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষকে অনুপ্রাণিত ক'রেছে। তাঁর মৃত্যুতে কেবল সাহিত্য জগতেরই অপূরণীয় ক্ষতি হ'লো না, ক্ষতি হ'লো স্বাধীনতাকামী প্রগতিশীল শক্তিগুলিরও।"

ইন্দিরা গান্ধী

ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী তাঁর শোক বার্তায় ব'লেছেন: "কবির মৃত্যুতে ভারত ও বাঙলাদেশ উভয়ের অপূরণীয় ক্ষতি হ'লো। তাঁর দেশাত্মবোধক কবিতাগুলি লক্ষ লক্ষ মানুষকে উদ্বুদ্ধ ক'রেছে এবং অনুপ্রাণিত ক'রেছে বীরত্বপূর্ণ ও নিঃস্বার্থ কাজে আত্মনিয়োগ ক'রতে।"

দেবী প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

ভারতের কেন্দ্রীয় বাণিজ্য মন্ত্রী ডক্টর দেবী প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কাজী নজরুল ইস্‌লামের জীবন ও সৃষ্টির আবেদন বিশ্বজনীন ব'লে উল্লেখ ক'রেছেন।

দেবকান্ত বড়ুয়া

ভারতের কংগ্রেস সভাপতি দেবকান্ত বড়ুয়া শোক প্রকাশ ক'রে বলেন: "সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এক মহীরুহের পতন ঘটলো। সমস্ত রকম জাতি, ধর্ম ও কুসংস্কারের উর্দ্ধে কবি তাঁর রচনা নিয়ে সমস্ত বাধা অতিক্রম ক'রে উঠেছিলেন। তাঁর দেশপ্রেম আমাদের উৎসাহিত করতো।"

www.pathagar.com

প্রিয়রঞ্জন দাস মুন্সী

ভারতের কংগ্রেস নেতা শ্রী প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সী, এম. পি-'র উচ্চারণ: "নজরুল বিশ্বের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রেরণা।"

সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়

পশ্চিম বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় তাঁর শোকবার্তায় উল্লেখ করেন: "কবি নজরুল তাঁর কবিতা ও গানে মানুষের শুধু প্রাণই ভরান নি, মানুষকে নতুন প্রেরণায়, জাতীয় চেতনায় উদ্দীপ্ত ক'রেছিলেন। নজরুল ইস্‌লাম ছিলেন, নজরুল ইস্‌লাম আছেন, নজরুল ইস্‌লাম থাকবেন। শুধু বাংলা নয়, সারা দেশ তাঁকে পরম শ্রদ্ধায় স্মরণ রাখবে।"

অরুণ কুমার মৈত্র

পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শ্রী অরুণ কুমার মৈত্র তাঁর শোক বার্তায় বলেন : "বিদ্রোহী কবি ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামীদের উৎসাহের উৎস।"

পশ্চিম বঙ্গ মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি

পশ্চিম বঙ্গে মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির রাজ্য কমিটি এক বিবৃতিতে বলেন : "কবির কবিতা ও গান শোষিত, বঞ্চিত, বিশেষ ক'রে শ্রমিক ও কৃষকের প্রেরণার উৎস হিসাবে কাজ ক'রেছে।"

আনন্দবাজার পত্রিকা

১৩ (অ ১৪) ভাদ্র ১৩৮৩ : ৩ রমজান ১৩৯৬ : ৩০ আগষ্ট ১৯৭৬ তারিখ সোমবার ভারতে সর্বাধিক প্রচারিত প্রথম শ্রেণীর দৈনিক "আনন্দবাজার পত্রিকা"-য় প্রথম সম্পাদকীয় মন্তব্য ঃ

"কাজী নজরুল ইস্‌লাম, বাংলা গীতিকাননের সেই সুমধুর কলরবের পিক চিরকালের মত নীরব হইয়া গেল। ....

তিনি বাংলার কাব্যের এক অভিনব অভ্যুদয়ের মহান এক আহ্বায়ক, ভাব, ভাবনা, ভাষা ও কল্পনার নূতন ঐতিহ্যের স্রষ্টা। তিনি বাংলার যুগ জীবনের সকল সুখ দুঃখের আত্মিক সুহৃদ হইয়া, নূতন আশা আনন্দ ও প্রেরণার সম্বল নিজ সাধনার সম্বল আহরণ করিয়া বাংলা সাহিত্যকে নূতন বৈভবে অলংকৃত করিয়াছিলেন। 'নারিবে শোধিতে এধার কভু বঙ্গ ভূমি।'

প্রতিভার বিচার করিলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইবে যে, কাজী নজরুল ইসলাম অতুলনীয় এক কবি প্রতিভার প্রোজ্জ্বল প্রদীপ। তাঁহার প্রতিভা ও সুসাধিত সাহিত্য কীর্তির মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই তত্ত্বচিন্তার ঐতিহ্য উদাত্ত এক সমন্বয় লাভ করিয়াছে।"

যুগান্তর

১৩ ভাদ্র ১৩৮৩ : ৩০ আগষ্ট ১৯৭৬ তারিখ সোমবার দৈনিক "যুগান্তর-এ সম্পাদকীয় নিবন্ধ "বিদ্রোহী কবির চিরবিদায়" শিরোনামে ঃ

"বাংলার চিরপ্রিয় কবি নজরুল ইস্‌লাম আর নেই। যে নিঃসঙ্গ দীপ শিখাটি সবার অলক্ষ্যে এতদিন জ্বলছিল, জন্মদিনের উৎসবে ফুলের জলসায় তাঁকে আর দেখা যাবে না। গত রবিবার সকালে ঢাকায় কবির জীবনাবসন ঘটেছে। একটা দুঃখ রয়ে গেল, তাঁকে জীবিতাবস্থায় দেশে ফিরিয়ে আনা হ'ল না। বিদ্রোহী কবি নামেই তিনি চিহ্নিত ছিলেন। ভাঙার গানে বাংলার আকাশ মাতিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। সর্বহারার গানও তিনিই লিখেছিলেন। বল বীর বল উন্নত

www.pathagar.com

মম শির– এই মহৎ দৃপ্ত উচ্চারণ ক'রেছিলেন কবি সেই যুগে যখন বিদ্রোহের কবিতার জন্য পুরস্কার জুটত না, জুটত কারাবাস ও নির্যাতন; কাজী নজরুল ইস্‌লাম কোনো কিছুরই তোয়াক্কা করতেন না। কবিতাকে তিনি সংগ্রামের হাতিয়ার ক'রে তুলেছিলেন। এমন আবেগ, এমন আন্তরিকতা, এমন নিষ্ঠা, একমাত্র নজরুলেই সম্ভব ছিল। দেশের প্রতি ও দেশের মানুষের প্রতি ভালবাসাই তাঁকে বিদ্রোহের কবিতা রচনায় অনুপ্রাণিত ক'রেছিল। নজরুল বাংলা সাহিত্যে এক অনন্য ব্যক্তিত্ব। তাঁর বীণার নাম তাই অগ্নিবীণা, তাঁর বাঁশীর নাম দেন তিনি বিষের বাঁশী। মাতৃভূমির পরাধীনতার বেদনা তাঁর বুকে গভীরভাবে বেজেছিল। সেই বেদনাকে তিনি অপরূপ লাবণ্যদীপ্ত ভাষায় জ্বলন্ত অক্ষরে রূপায়িত করেন। তিনি ডাক দেন, কারার ঐ লৌহ কাপট ভেঙে লোপাট করতে। তিনি আহ্বান জানান রাত্রি নিশীথে দুস্তর পারাবার লঙ্ঘন করতে। হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের শতদল ফুটিয়েছিলেন তিনি বাংলা সাহিত্যে, বাংলার জনমানসেও তার প্রভাব পড়েছিল গভীরভাবে।

রবীন্দ্রনাথের পর তিনিই বাংলার সবচেয়ে জনপ্রিয় কবি। সামাজিক চেতনাকে তিনি শিল্প সৌন্দর্য্যের সঙ্গে সংযুক্ত ক'রে কবিতাকে এক নতুন মহিমা দান ক'রেছিলেন। নজরুল ছিলেন একনিষ্ঠ সংকল্পের কবি। সাহিত্য কমিটমেন্ট-এর এক অতুলনীয় উদাহরণ। সর্বহারার মুক্তি, দেশের বন্ধন মুক্তি, নারীর মুক্তি, শোষিতের মুক্তি–চিরজীবন এই বন্দী বিহঙ্গ মুক্তিরই সাধনা ক'রে গেছেন। কবিতায় যেমন তিনি অশান্ত উদ্বেল, গানে তেমনি তিনি প্রশান্ত প্রেমিক। আশ্চর্য্য সুরের গান তিনি বাংলা ভাষায় উপহার দিয়েছেন। বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুরস্রষ্টা তিনি। গানের সুর সংযোজনার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ছাড়া নজরুলের সমকক্ষ আর কেউ নেই বাংলা ভাষায়। একদিকে তিনি অগ্নিবীণার বিদ্রোহী কবি, অন্যদিকে তিনি বাংলা ভাষার ফুল বাগিচায় সুধাকণ্ঠ বুলবুল। এ এক আশ্চর্য্য সমন্বয়। ঘুমন্ত জাতিকে তিনি তাঁর কবিতায় ও গানে জাগিয়েছিলেন। বাঙালী হিসাবে তাঁর কাছে আমাদের ঋণের অন্ত নেই। বাংলা ভাষা ও ছন্দে তিনি এনেছিলেন অনেক অভিনবত্ব। উদার মানবিকতা, বিশ্ববীক্ষা এবং সমাজ-চেতনা নজরুলের ব্যক্তি সত্তাকে দিয়েছিল এক অসাধারণ মহত্ব। তাঁর কবি সত্তার মহিমাও একই কারণে বাঙালীর কাছে এত উজ্জ্বল দীপ্তিতে ভাস্বর।

সাতাত্তর বৎসর তিনি বেঁচেছিলেন। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে কবি যেন এক মহাসুষুপ্তিতে কাটিয়ে গেলেন বিগত তিন দশকেরও বেশী সময়। যিনি অশান্ত হৃদয়ে ভাঙার গান গেয়েছিলেন তিনিই যেন ভবিষ্যদ্রষ্টার মতো ব'লেছিলেন, ফুলের জলসায় নীরব কেন কবি? কবি নিজেকে সকল দেশের, সকল মানুষের ব'লে পরিচয় দিয়েছিলেন। কবি তো কোনো দান চান না, তিনি চান প্রীতি। তিনি সুন্দরকে আহ্বান ক'রেছিলেন তাঁর জীবনে ও কাব্যে। এই সুন্দরের হাতে বীণা ও পদ্মই শুধু তিনি দেখেন নি। তিনি চেয়েছিলেন সুন্দরের চোখে জল। পূর্ণতার তৃষ্ণা নিয়ে অশান্তপ্রাণ চিরবিদ্রোহী, চির প্রেমিক নজরুল ইস্‌লাম এসেছিলেন বাংলার মাটিতে। বাংলা ভাষাকে তিনি দিয়ে গেছেন এক অনুপম ঐশ্বর্য। আজ মৃত্যুর তোরণ দিয়ে তিনি উত্তীর্ণ হ'লেন মহান স্রষ্টার অনন্ত অমরতায়। তাঁর স্বপ্ন ও সাধনার অনেক কিছুই বাঙালী জীবনে পূর্ণ হয় নি। সেই অপূরর্ণতার বেদনা হয়তো চেতনারহিত মৌন কবির সত্তাকে স্পর্শ ক'রতে পারে নি। কিন্তু আমরা জানি, মৃত্যুর পরও নজরুল ইস্‌লামের প্রতি বাঙালীর ঋণ শেষ হ'য়ে যাবে না। আমাদের বারবারই ফিরে যেতে হবে তাঁর কবিতার উৎসে যেখানে তিনি সবার উপরে প্রতিষ্ঠিত ক'রে গেছেন মানুষের মহিমা।"

www.pathagar.com

প্রবাসে জীবনাবসান

১৩ ভাদ্র ১৩৮৩ : ৩০ আগষ্ট ১৯৭৬ তারিখ সোমবারের এই "যুগান্তর"-এ "নজরুল নেই॥ প্রবাসে জীবনাবসান" শিরোনামে ছ' কলমব্যাপী প্রথম খবরের অংশ বিশেষ ঃ

"কবি কণ্ঠ চিরতরে স্তব্ধ। নজরুল নেই। প্রবাসে ঢাকার হাসপাতালে তিনি চিরবিদায় নিয়েছেন। ভারতীয় সময় সকাল ৯টা ৪০ মিনিটে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হ'য়েছিল সাতাত্তর।

খবরটা প্রথমে আসে বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার মারফৎ খবরের কাগজে। তারপর বেতারে। বেশ কিছুদিন ধ'রেই তিনি ঢাকার পি.জি. হাসপাতালে ছিলেন। আত্মীয় স্বজন, একমাত্র জীবিত পুত্র কাজী সব্যসাচী কেউই পাশে ছিলেন না শেষ সময়ে। তবে মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান প্রমুখ অনেকেই সংবাদ পেয়ে হাসপাতালে যান। যান প্রেসিডেন্ট সায়েম ও তাঁর উপদেষ্টা পর্ষদের সদস্যবর্গ।

গতবছর জুলাই মাসে কবি হাসপাতালে ভর্তি হন। শনিবার ভোর থেকে হঠাৎ তাঁর অবস্থার অবনতি হয়। জ্বর বাড়তে থাকে। ১০৫ ডিগ্রী পর্য্যন্ত ওঠে। অকসিজেন দেওয়া হয়। রোগ নির্ণয়ের পর বলা হয় নিউমোনিয়ায় তিনি আক্রান্ত।

ঢাকা থেকে সমাচারের খবর আজ বিকেলে সোহরাওয়ার্দ্দী উদ্যানে কবির নামাজে জানাজায় হাজার হাজার শোকার্ত মানুষ যোগ দেন। জানাজার পরেও নানা দিক থেকে অবিশ্রান্ত জনস্রোত আসতে থাকে। কবির নশ্বর দেহ নিয়ে যাওয়া হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদে সমাধির জন্য। জানাজায় যোগ দেন রাষ্ট্রপতি সায়েম, সেনাধ্যক্ষ ও মুখ্য সামরিক আইন প্রশাসক মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান, নৌবাহিনী প্রধান ও উপমুখ্য সামরিক আইন প্রশাসক রিয়ার অ্যাডমিরাল এম. এইচ. খান, রাষ্ট্রপতির উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যবৃন্দ এবং বিভিন্ন দেশের কূটনীতিকবৃন্দ।

এরপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভবনের প্রাঙ্গণে একুশটি তোপ ধ্বনিতে কবিকে শেষ বিদায় জানিয়ে তাঁর নশ্বর দেহ সমাহিত করা হয়।

বাংলাদেশ সরকার সোমবার ছুটি ঘোষণা ক'রেছেন। দু'দিন ধ'রে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখারও নির্দেশ দেওয়া হ'য়েছে। ....."

পশ্চিমবঙ্গে স্কুল-কলেজে ছুটি ও আদালত বনন্ধ

যুগান্তর-এ সোমবার বক্স ক'রে ছাপা হ'য়েছে "ছুটি" শিরোনামে খবর ঃ

"স্টাফ রিপোর্টার : কাজী নজরুলের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর জন্য পশ্চিম বঙ্গ সরকার সমস্ত সরকারী স্কুল কলেজে সোমবার ছুটি ঘোষণা ক'রেছেন। তবে কলকাতার রেজিস্ট্রার অব্ অ্যাসিওরেন্স অফিস এবং কালেক্টর অব্ ষ্ট্যাম্প রেভিনিউ অফিস খোলা থাকবে। জরুরী বিভাগ ছাড়া পৌর প্রতিষ্ঠানও বন্ধ থাকবে।

কলকাতা হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি শ্রী শঙ্কর প্রসাদ মিত্র জানিয়েছেন, কলকাতা হাই কোর্ট সমেত অন্যান্য সকল আদালত কবি নজরুলের প্রতি শ্রদ্ধা জানাবার উদ্দেশ্যে সোমবার সম্পূর্ণ দিন বন্ধ থাকবে।

তা ছাড়া সোমবার বিকেল ৫টায় রবীন্দ্রসদনে শোকসভা ডেকেছেন শেরিফ। সবাই আমন্ত্রিত।"

www.pathagar.com

আঙ্গুরবালা এবং ইন্দুবালা

সোমবার 'যুগান্তর-এ "শোকাশ্রু" শিরোনামে সাক্ষাৎকার ঃ "স্টাফ রিপোর্টার ঃ সমকালের দুই সঙ্গীত সম্রাজ্ঞী চোখের জল দিয়ে তাঁদের প্রিয় কাজীদার স্মৃতি তর্পণ ক'রলেন। এঁদের একজন শ্রীমতী আঙ্গুর বালা, অপরজন শ্রীমতী ইন্দুবালা।

যারে হাত দিয়ে মালা দিতে পারো নাই
কেন মনে রাখো তারে
ভুলে যাও মোরে
ভুলে যাও একেবারে।

বলতে বলতে কেঁদে ফেললেন সত্তর বছরের আঙ্গুরবালা। বল্‌লেন, কাজীদার প্রিয় গান। আমারও সব চেয়ে প্রিয় গান। কল্যাণী কাজীর বাবা মা আমার পাশের বাড়ি থাকেন। বোধ হয় ১০.৩০ হবে ও বাড়ির একজন লোক এসে খবর দিল কল্যাণীদির শ্বশুর মারা গেছেন। কাজীদা নেই– কথাটি শুনে দু' মিনিট স্তব্ধ হ'য়ে বসে রইলাম। তারপর দু'চোখ বেয়ে জল। আত্মীয় স্বজন ছুটে এসে পাশে বসলেন। সান্ত্বনা দিলেন। মন তবু ভোলে না। ওরে ও যে আমাদের প্রিয় কাজীদা।

দর্জিপাড়ার মাঠের পাশে যে বাড়ীতে বিকেলে তার সঙ্গে দেখা ক'রতে গিয়েছিলাম, সেই বাড়িতে কাজী নজরুল কতদিন এসেছেন। কত গল্প কত আবৃত্তি করতেন। এমন কি ছোট ছেলে আবৃত্তি শুনতে চাইলে তিনি দাঁড়িয়ে ওঠে আবৃত্তি করতেন। বিশেষ ক'রে গ্রামোফোন কোম্পানীর ছুটির দিন প্রতি শুক্রবারে তাঁর আসা চাই। আঙ্গুর বালাকে প্রশ্ন ক'রতেন : গানটা কেমন লেখা হ'য়েছে। সুর ঠিক আছে তো? বদলাবা নাকি?

আমার সঙ্গে কথা বলতে বলতে আঙ্গুরবালা কেঁদে ফেললেন : কেন, ঐ অবস্থায় তিনি বেঁচে থাকলে ক্ষতি কী হত?

প্রিয় শিষ্যার এ কথায় কি উত্তর আছে? তবু জিজ্ঞাসা করলাম, শেষ দেখা কবে হ'য়েছিল? উত্তর ১৯৭৪ সালে ঢাকায় গিয়েছিলাম। তখন কাজীদাকে দেখে এসেছি।

প্রশ্ন ঃ কাজীর কতগুলি গান রেকর্ড ক'রেছেন?

উত্তর ঃ পঁচিশ ত্রিশ বছর আগে শেষ রেকর্ড ক'রেছি।

তা রেকর্ডের সংখ্যা হবে শ খানেক।

প্রশ্ন ঃ ওর কোন গান আপনার বেশী ভাল লাগে?

উত্তর ঃ ভুলি কেমনে
আজও যে মনে
বেদনা সনে
রহিল আঁকা।

আঙ্গুর বালা বার্ধক্যের জন্য আর গাইতে পারেন না। তবে সুর ও তালের সঙ্গে তিনি কবির কবিতা আবৃত্তি ক'রলেন। তাঁর বসার ঘরে ঠিক মাথার ওপর কাজীদার ছবি।

ইন্দুবালা বাতে পঙ্গু। এক বছর আগে চলৎশক্তি রহিত। তাঁর আত্মীয়ের ছেলে দীপু এসে খবর দিলেন: তোমার কাজীদা নেই। তখন বেলা ১টা। বারবার মনে পড়ছিল গানের সেই কলি : "অঞ্জলি লহ মোর সঙ্গীতে", "চেয়ো না সুনয়না ...।"

www.pathagar.com

সাতাত্তর বছর বয়সের ইন্দুবালার দুঃখ জানাবারও শারীরিক ক্ষমতা নেই। আঙ্গুর বালার বাড়ির কিছু আগে ডোম পাড়ায় তাঁর বাড়ি। চোখে ছানি প'ড়েছে। সে অনেক দিনের কথা। প্রায় ২৭/২৮ বছর হবে কাজীদা অসুখে প'ড়লেন। তারপর থেকে আর দেখা সাক্ষাৎ নেই। শুধু বললেন : কী আর বলবো, ভাই হারিয়েছি।"

প্রবোধকুমার সান্যাল

সোমবারের যুগান্তরে "স্মৃতিভারে পড়ে আছেন" শিরোনামে প্রবোধকুমার স্যান্যাল, অন্নদা শঙ্কর রায় ও মনোজ বসুর সাক্ষাৎকারও ছাপা হ'য়েছে। সাহিত্যিক প্রবোধ কুমার সান্যাল বললেন :

"কাজী নজরুল ইস্‌লামের মৃত্যুতে এ বছর আর একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের পতন ঘটল। কত সুখের স্মৃতি, কত আনন্দের স্মৃতি নজরুলকে ঘিরে। সেই কল্লোল যুগে আমরা ঘনিষ্ঠ হ'য়েছিলাম। ... এই শতাব্দীর তৃতীয় দশকে এই বিদ্রোহী কবি বাংলা কাব্যে সঙ্গীতে রাজনীতিতে এবং সমাজ জীবনে যে ঝড় তুলেছিলেন, সেগুলি এখনও স্বর্ণাক্ষরে ইতিহাসে লেখা আছে। বাঙ্গালীর জাতীয়তাবাদের ক্ষেত্রেও তিনি বৃটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে যে প্রবল জেহাদ ঘোষণা ক'রেছিলেন তাঁকে সাদরে বরণ ক'রে নিয়েছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন। কিন্তু নজরুল ছিলেন মূলত কবি, সঙ্গীত রচয়িতা গায়ক সুরকার এবং সাহিত্য কর্মী। কব্যে ও সঙ্গীতে নজরুলের কালজয়ী অবদান তাঁকে মরণোত্তর গৌরবে অম্লান করে রাখবে।"

অন্নদা শঙ্কর রায়

সাহিত্যিক অন্নদা শঙ্কর রায়ের ঋজু উক্তি ঃ "নজরুল ছিলেন সিম্বল অব্ ইউনিটি, ঐক্যের প্রতীক, ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে, এই বাংলা ঐ বাংলার মধ্যে। ..

১৯১৯ সালের কথা। প্রবাসীতে দেখলাম একটা কবিতা, দু' লাইনের। কবির নাম আছে তলায়: হাবিলদার কাজী নজরুল ইস্‌লাম। ... এর পর বেরুল বিদ্রোহী কবিতা। ঐ কবিতা পড়েই আমি এবং আমার মত প্রায় সবাই রাতারাতি নজরুল-ভক্ত হ'য়ে প'ড়লাম।

আলবার্ট হলে গানও শুনেছিলুম নজরুলের। নজরুল তখন মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের সঙ্গে খুবই ঘনিষ্ঠ। লাঙল না কী কাগজ যেন চালাচ্ছেন ওঁরা, নজরুল গেয়েছিলেন : ও ভাই চাষী ধর কষে লাঙল। অমন উদাত্ত গলা বড় একটা শোনা যায় না।"

মনোজ বসু

সাহিত্যিক মনোজ বসুর বিবৃতি: "অনেক কাল আগের কথা। আমি তখন সবেমাত্র কিছু কিছু সাহিত্য রচনা শুরু ক'রেছি। সাহিত্যিক হিসাবে স্বীকৃতিও পাচ্ছি কিছু কিছু। নজরুল থাকতেন তখন হুগলীতে। এমন একটা সময়েই একদিন দেখা হ'লো নজরুল- সুহৃদ কবি মোজাম্মেল হকের সঙ্গে। মোজাম্মেলের সঙ্গী হ'য়ে একদিন গেলাম নজরুলের বাড়ি হুগলীতে। নজরুল প্রমীলার প্রথম সন্তান আজাদ কামাল তখন শিশু। নজরুলের সেদিনের সেই অভ্যর্থনার কথা ভুলব না কোনোও দিন।

এর পরে কল্লোল অফিসেও দেখা হ'য়েছে নজরুলের সঙ্গে বার কয়েক।

দুই বাংলার বিখ্যাত কবি সদ্য পরলোকগত জসীমউদ্দিন ছিলেন আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। জসীমের সঙ্গেই একদিন গেলাম কাজীর বাড়ি। তখন আমার কিছু কিছু লেখা প্রবাসীতে বেরিয়েছে। জসীম নজরুলকে ব'ললেন : 'নিয়ে এলাম এক উদীয়মান তরুণ সাহিত্যিককে। নাম: মনোজ বসু।। প্রবাসীতে ওঁর লেখা বেরিয়েছে।' নজরুল উচ্ছ্বসিত হ'য়ে বলেছিলেন, 'প্রবাসীতে লেখা

www.pathagar.com

বেরিয়েছে, তবে ত উদীয়মান নন, একেবারে উদিত, উদ্ভাসিত।'

তারপরে কতবার দেখা হ'য়েছে সভা-সমিতিতে আবার ডিএম লাইব্রেরীতেও ওঁকে দেখেছি বসে বসে দাবা খেলতে।

এটা এখনও মনে আছে নজরুল যেখানেই গেছেন সেখানেই যেন তাঁর উপস্থিতির ফলেই একটা উন্মাদনা চাঞ্চল্য প্রাণবন্যা ব'য়ে যেত। স্পষ্ট মনে পড়ে ওভার্টুন হলে জনসভা। নজরুল এলেন। সমস্ত সভাটা যেন মুহূর্তে কল্লোলিত হ'য়ে উঠল। মানুষ যেন উন্মাদ। হারমোনিয়াম বাজিয়ে নজরুল উদাত্ত গলায় গান ধ'রলেন : শিকল পরার ছল মোদের এই শকল পরার ছল। সভাটা যেন উত্তেজনায় ফেটে প'ড়ছিল সেদিন। আরও একটা গান গেয়েছিলেন তিনি: জাতের নামে বজ্জাতি সব জাত জালিয়াৎ খেলছে জুয়া। বাংলার তারুণ্যের অফুরন্ত প্রাণস্রোতে জোয়ার আনলেন নজরুল শুধু মাত্র গান গেয়েই।"

এই সোমবারের যুগান্তরে একই সংখ্যায় "বাসন্তী রঙের এক ঝলক" শিরোনামে স্মৃতিকথার অংশবিশেষ ঃ

প্রেমেন্দ্র মিত্র

"নজরুল ইস্‌লাম হ'লে গেছে– ঠিক মতো ধারণাই যেন ক'রতে পারছি না। অনেক দিন থেকেই সে এক হিসাবে আমাদের জগতে নেই। কিন্তু তবু তার একটা অলক্ষ্য উপস্থিতি মনের মধ্যে যেন অনুভব করতাম।

তাঁর চলে যাওয়া মানে তো একটা যুগ শেষ হ'য়ে যাওয়া। এ কোন্ যুগ, যদি কেউ জেরা করেন স্পষ্ট উত্তর দিতে পারবো না, শুধু এইটুকু ব'লতে পারব যে- যুগ আমাদের যুগ।

আমরা কারা? আমরা সেই তাঁরা, রবীন্দ্রনাথের যুগে জন্মেও যাঁরা পুরোপুরি তাঁর জগতের সঙ্গে নিজেদের মেলাতে পারে নি। আমরা সেই তাঁরা, যাঁরা পরাধীনতার সমস্ত গ্লানি, যন্ত্রণা ও লজ্জা জেনেছে। আর তাই নিয়েই প্রথম নির্ভীক বিদ্রোহের কণ্ঠে সোচ্চার হ'য়েছে। এই বিদ্রোহের সবচেয়ে উচ্চকণ্ঠে নজরুল ইসলাম। যুগ প্রতিনিধি সে-ই। তাঁর বিদ্রোহ শুধু রাজনৈতিক পরাধীনতার বিরুদ্ধে তা নয়, সামাজিক অর্থনৈতিক বা ধর্মীয় গোঁড়ামি ও সংস্কারের সব অন্যায়ের ও অবিচারের বিরুদ্ধে। আর তাঁর বিদ্রোহ শুধু কলমের জগতেই নয়, সে নিজেই ছিল চিরঅস্থির মূর্তিমান এক বিদ্রোহ।

সে বিদ্রোহ কিন্তু রক্ত রাঙ্গা নয়, তাঁর যা তা বসন্তের উন্মাদনার।

আমার স্মৃতিতে তাঁকে প্রথম দেখার ছবিও এই রঙেরই। প্রথম দেখা হওয়ার কথাটা ভোলবার নয়। প্রথম রচনা প্রকাশ হবার পরেই তো নজরুল একটা কিংবদন্তী। তাঁর লেখা প'ড়ে মুগ্ধ ও উদ্দীপ্ত হ'য়েছি। তাঁর কাহিনী শুনে তীব্র কৌতূহল জেগেছে। সাক্ষাৎ দেখা কিন্তু হয় নি।

দেখা হল নৈহাটিতে। গঙ্গার উপরকার রেলের পুলটা যেখানে শেষ হ'য়েছে তারই কাছে এক কারখানা বাড়ির বাইরের দেয়ালে, একটা বাঁকে।

নজরুল তখন নতুন বিয়ে করে ওপারে হুগলীতে বাসা নিয়ে আছে। আমরা কয়েকজন নৈহাটিতে এক বন্ধুর বাড়িতে উঠেছি। নজরুল সেখানে এসে আমাদের সঙ্গে দেখা ক'রবে এই আশ্বাসে।

দেখা করার জন্য সে-ই নদী পেরিয়ে এপারে আসার আগে আমরাই গিয়েছি এগিয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা করতে।

www.pathagar.com

গঙ্গার ঘাট পর্য্যন্ত যেতে হয় নি। তার আগেই নদীর ধারের এক কারখানার বাইরের দেয়াল যেখানে বাঁক নিয়েছে, সেখানেই হঠাৎ বাসন্তী রঙের একটা ঝলক চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছে।

সেই বাসন্তী রঙের ঝলক তারপর একটা মানুষ হ'য়েছে। মানুষ নয়, যেন ছিল তারণ্যের দেবতা। তাঁর উত্তরীয় বাসন্তী রঙের, তাঁর গায়ের পাঞ্জবির রঙও তাই। প্রথম দেখাতেই সে কোলাকুলি করে। তাঁর উদ্দাম হাসিতেও সেই উদ্দাম বসন্তের উন্মাদনার রঙ।

তারপর কতবছর কেটেছে। জীবনের ওপর দিয়ে কত ঝড়-ঝাপটা দুর্যোগ গিয়েছে। শুধু দেশ কেন, পৃথিবীরই কত না পরিবর্তন হ'য়েছে। তবু নজরুল ইস্‌লামের অক্ষয় তারুণ্যের হাস্যোজ্জ্বল বিদ্রোহের রঙ কোনদিন ম্লান হয় নি। অশেষ তাঁর সৃষ্টি প্রতিভার উৎস। কবিতা গান সুর অজস্র বিচিত্র ধারায় তা থেকে উৎসারিত হ'য়েছে অনর্গল।

যেমন অফুরন্ত তাঁর সৃষ্টি প্রেরণা, অকৃত্রিম সৌহার্দ্যে আর প্রীতিতে তেমনি বিশাল তাঁর হৃদয়ের প্রসার। এই আশ্চর্য্য মুক্ত প্রাণবেগকে একদিন হঠাৎ স্তব্ধ হ'য়ে যেতে দেখে স্তম্ভিত হ'য়েছিলাম। তবু বুঝি আশা ত্যাগ করতে পারি নি। মনে হ'য়েছে নীরবতার এই গহন ধ্যান থেকে সে আবার আমাদের জগৎ উদাত্ত এক নতুন বাণী আর সুরে ঝঙ্কৃত ক'রে তুলবে। সে আশার ক্ষীণ দীপটুকুও চিরকালের মতো আমাদর কাছে নিভে গেল।"

যুগান্তরের প্রতিবেদন : "তিনি বাঙলার কাব্যে বিপ্লব ঘটিয়েছেন"

যুগান্তর-এর এই সোমবারের সংখ্যায় প্রথম পৃষ্ঠায় অন্যতম খবরের শিরোনাম "চির নিদ্রাবৃত চির বিদ্রোহী বীর।" অংশ বিশেষ ঃ

"তাঁর সাতাত্তর বছরের জীবনের মধ্যে প্রায় বত্রিশ বৎসর তিনি মৌন ও মূক হ'য়ে কাটিয়ে গেলেন। দুরারোগ্য রোগে তিনি বাক্‌শক্তি রহিত হ'য়ে কাটিয়ে গেলেন দীর্ঘকাল। এক মুখর কবি এইভাবে নীরব হ'য়ে গিয়েছিলেন। অবশেষে সেই বিদ্রোহী বীর হ'য়ে গেলেন চির নিদ্রাবৃত।

কাজী নজরুল ইসলামের আবির্ভাব বাংলার সাহিত্য গগনে ধূমকেতুর মতো। তাঁর ভাষায় বলা যায়ঃ

আমি যুগে যুগে আসি
আসিয়াছি পুনঃ
মহাবিপ্লব হেতু

এই স্রষ্টার শনি মহাকাল ধূমকেতু।

সত্যিই মহাবিপ্লব হেতুই তাঁর আগমন। তিনি বাঙলার কাব্যে বিপ্লব ঘটিয়েছেন।"

আনন্দবাজার পত্রিকা

১৩ (অ ১৪) ভাদ্র ১৩৮৩ ঃ ৩০ আগস্ট ১৯৭৬ তারিখ সোমবার আনন্দবাজার পত্রিকায় চার কলমব্যাপী প্রথম খবরের শিরোনাম "পরলোকে বিদ্রোহী কবি নজরুল/মরদেহ ঢাকায় সমাহিত"ঃ

"স্টাফ রিপোর্টার ঃ অগ্নিবীণার বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম পরলোক গমন ক'রেছেন। রবিবার সকাল ১০টা ১০ মিনিট এ বাংলাদেশের ঢাকায় পোষ্ট গ্রাজুয়েট হাসপাতালে তিনি শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন। একদা যাঁর 'শিকল ভাঙার গান' ও কবিতা সারা বাংলার যুব মানসে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি ক'রেছিল, সে 'মহাবিদ্রোহী রণক্লান্ত' কবি পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নিলেন। তাঁর বয়স হ'য়েছিল ৭৭ বছর। কবি পত্নী প্রমীলা ইসলামের কয়েক বছর আগেই মৃত্যু হ'য়েছে। তাঁর অন্তিম বাসনা ছিল তাঁর সমাধির পাশেই যেন স্বামীর শেষ শয্যা রচিত হয়। কিন্তু তাঁর বাসনা পূর্ণ হ'লো না। বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষ ভারতে কবির মরদেহ আনার অনুমতি

www.pathagar.com

দেন নি। তাঁরা ঐ দিন বিকাল সাড়ে পাঁচটায় (বাংলাদেশ সময়) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে মসজিদের পাশে কবিকে সমাহিত করেন।

বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষ কবি নজরুলের মৃত্যু সংবাদটি সরকারীভাবে ভারত সরকার বা পশ্চিম বঙ্গ সরকারকে জানান নি। এমন কি কবি পুত্র কাজী সব্যসাচীকেও এই সংবাদ জানানো হয় নি।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর নতুন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা শেখ মুজিবুর রহমান কবিকে ১৯৭২ সালের মাঝামাঝি ঢাকায় নিয়ে যান এবং তাঁর প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ শেখ সাহেব কবিকে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব দেন। তখন থেকে কবি ঢাকায়। গত বছর শেখ সাহেবের হত্যার পর কবিকে কলকাতায় নিয়ে আসার ব্যবস্থাও হ'য়েছিল। কিন্তু কবিকে বিমানে নিয়ে আসতে গিয়ে যদি তাঁর জীবন সংশয় হয়, এ আশঙ্কায় ওই ব্যবস্থা আর এগোয় নি। বাংলাদেশ সময় বেলা তিনটা নাগাদ কবি নজরুলের মরদেহ ঢাকা পোষ্ট গ্রাজুয়েট হাসপাতাল থেকে শোকযাত্রা সহকারে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে (রমনা ময়দান) নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তাঁর দেহ নামিয়ে নামাজ-ই জানাজা সম্পন্ন হয়। তাতে বাংলাদেশের বর্তমান কর্ণধারগণ ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। নামাজ-ই-জানাজার পর কবির মরদেহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে কোরান পাঠের পর কবির দেহ সমাহিত করা হয়।

বাংলাদেশ সরকার সোমবার কবির প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধার নির্দশন স্বরূপ সরকারী ছুটি ঘোষণা ক'রেছেন। তাঁরা তাঁদের জাতীয় পতাকা দু'দিন অর্ধনমিত রাখার সিদ্ধান্তও নিয়েছেন। ঢাকা থেকে সমাচার জানাচ্ছেন, শনিবার কবির দেহে ১০৩ ডিগ্রি তাপ ওঠে। রবিবার সকালে তাঁর শ্বাস কষ্টের সঙ্গে দেহের তাপ ১০৫ ডিগ্রিতে বেড়ে যায়। তাঁকে তখন অক্সিজেন দেওয়া হয়। সকাল সাতটায় তাঁকে ওষুধ দেওয়া হয়। সাড়ে আটটায় তাঁকে জল দেওয়া হয়। বেলা ১০টা ১০ মিনিটে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।"

লক্ষ্যণীয় যে, কলকাতার "যুগান্তর", "আনন্দবাজার পত্রিকা" প্রভৃতি জাতীয় দৈনিকে পরবাসে কবির জীবনাবসানের কথা লেখা হ'য়েছে। এর পাশা পাশি মনে প'ড়ে, নজরুল সৃষ্টি সংরক্ষণ সংস্থার মুখপত্র "সাম্পান"-এর প্রচ্ছদ এঁকে দেওয়ার আবেদন জানাতে প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী খালেদ চৌধুরীর কাছে যখন কলকাতায় তাঁর লোয়ার রেঞ্জের বাসায় গিয়েছিলাম তখন কথা প্রসঙ্গে তিনি ব'লেছিলেন যে, প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরাগান্ধী অসহায় কবিকে শেখ মুজিবুর রহমানের দস্ত মোবারকে ভেট দিয়েছিলেন। কবিকে ঢাকায় নিয়ে যাওয়ার পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তিন বছর দু'মাস বাইশ দিন জীবিত ছিলেন। কবিকে বাঙলাদেশের নাগরিকত্ব দেওয়া হ'য়েছিল এর মাস পাঁচেক পর ১৯৭৬ সনের জানুয়ারী মাসে জিয়াউর রহমানের শাসনামলে। শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনামলেও তিন বছর দু'মাস বাইশ দিনের মধ্যে কবিকে ভারত ফিরিয়ে নিয়ে আসা হয় নি কেন, এ প্রশ্ন কিন্তু থেকেই যায়। আর খন্দকার মুস্তাক আহমদ কিংবা জিয়াউর রহমানের শাসনামলে কবিকে কলকাতায় ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে কোনো প্রয়াস নেওয়ার সরকারী বিবৃতি এ যাবৎ নজরে পড়েনি। কাজী সব্যসাচী ইসলাম এবং কল্যাণী কাজীর উক্তির উদ্ধৃতি দিয়ে কাগজে যা-ই লেখা হোক না কেন, প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর বিবৃতিতেও কবিকে কলকাতায় ফেরৎ নিয়ে আসার ব্যাপারে কোনো উদ্যোগের আভাসমাত্রও মেলে না।

যুগান্তরের খবর

১৩ ভাদ্র ১৩৮৩ ঃ ৩০ আগস্ট ১৯৭৬ তারিখ সোমবার "যুগান্তর"-এ প্রথম পৃষ্ঠায় পঞ্চম কলমে প্রকাশিত গেলো দিনের অর্থাৎ রবিবারের খবর ঃ

www.pathagar.com

ইন্দিরা মর্মাহত

নয়াদিল্লী, ২৯ আগস্ট (সমাচার)– কাজী নজরুল ইসলামের মৃত্যুতে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দারা গান্ধী এক শোক বার্তায় ব'লেছেন কাজী নজরুল ইসলাম আর নেই এই সংবাদে আমি গভীর মর্মাহত। ভগ্ন স্বাস্থ্যের জন্য তিনি বহু বছর ধ'রে বাক্‌শক্তিহীন। কিন্তু সারা জীবনে তিনি যা লিখেছেন তাতে বাঙলা সাহিত্যে তিনি অমর। তাঁর জাতীয়তাবাদী কবিতা লক্ষ লক্ষ লোককে দেশপ্রেম ও দুঃসাহসী কাজে উদীপ্ত ও অনুপ্রাণিত ক'রেছে। তাঁর মৃত্যুতে ভারত ও বাঙলাদেশ উভয়ের অপূরণীয় ক্ষতি হল। কবির নিকট আত্মীয়বর্গ এবং বাঙলা ভাষায় যাঁরা অনুরাগী তাঁদের প্রতি আমি আন্তরিক সমবেদনা জানাই।"

সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়ের পুষ্পমাল্য

নজরুলের মৃত্যুদেহে পুষ্পমাল্য অর্পণের জন্য পশ্চিম বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় ভারতীয় দূতাবাসের মাধ্যমে একটি পুষ্পমাল্য পাঠিয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রী শ্রী সিদ্ধার্থ শংকর রায় এক শোক বার্তায় জানান ঃ বাংলার বিদ্রোহী কবি আজ আর আমাদের মধ্যে নেই। এ কথা বিশ্বাস করা কষ্টসাধ্য। নজরুল তাঁর কবিতায় ও গানে মানুষের শুধু প্রাণই ভরান নি, মানুষকে নতুন প্রেরণায় জাতীয় চেতনায় উদ্দীপিত ক'রেছিলেন। তাই তিন বাঙালী হৃদয়ে অমর হ'য়ে থাকবেন। তাঁর কবিতা ও গান চিরকাল আমাদের ঘরে ঘরে পল্লী প্রান্তরে অনুরণিত হবে। পশ্চিম বঙ্গের সমস্ত মানুষের সঙ্গে আমাদের জাতীয় কবি নজরুলের অমর আত্মার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করছি।"

স্মর্তব্য যে, কবিকে যে বছর বাঙলাদেশে বসবাসের জন্য পাঠানো হয় সেই ১৯৭২ সন থেকে পশ্চিম বঙ্গে রাষ্ট্রীয় পর্য্যায়ে নজরুল জয়ন্তী পালন বন্ধ করা হয়। পশ্চিম বঙ্গে রাষ্ট্রীয় পর্য্যায়ে নজরুল জয়ন্তী পালন শুরু হ'য়েছিল ১৯৬৭ সন থেকে যুক্তফ্রন্ট আমলে। ১৯৭৭এর পর বামফ্রন্টের আমলে পশ্চিম বঙ্গে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে নজরুল জয়ন্তী আবার চালু হ'লেও সে উদ্যোগ সীমিত ও স্তিমিত হ'য়ে চুরুলিয়ায় নজরুল একাডেমীর সঙ্গে যৌথ উদ্যোগের মধ্যেই কেবল আবদ্ধ হ'য়ে গেছে। এই পশ্চিম বঙ্গেও ক্ষমতাসীন একটি শক্তিশালী গোষ্ঠী সাম্য ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কবি নজরুল ইসলামকেও উপযুক্ত মর্যাদায় স্মরণ করার ব্যাপারটা শুধু পছন্দ নয়, বরদাস্ত ক'রতেও পারেন না। এক বহুল প্রচারিত ও শক্তিশালী সাহিত্য-সংস্কৃতি সাপ্তাহিকেও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে নজরুল জয়ন্তী উদ্‌যাপনের বিপক্ষে একটি মুন্সীয়ানাপূর্ণ সম্পাদকীয় লেখা হ'য়েছিল। দেশ রসুইয়ের রসুন সন্ধ্যায় এই অবাঞ্ছিত উদ্যোগ স্বভাবতঃই মর্মাহত করে।

আনন্দ বাজার পত্রিকা

১৪ (অ ১৫) ভাদ্র ১৩৮৩ ঃ ৪ রমজান ১৩৯৬ ঃ ৩১ আগস্ট ১৯৭৬ তারিখ মঙ্গলবার আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলমব্যাপী ফার্স্ট নিউজ "ঢাকার অসৌজন্যে কবি পুত্র মর্মাহত"। স্টাফ রিপোর্টার লিখেছেন ঃ

"বাংলাদেশ সরকার আমাদের প্রতি যে অসৌজন্যের পরিচয় দিয়েছেন, জাতি হিসাবে আমাদের উচিত তার প্রতিবাদ করা।" বিদ্রোহী কবি নজরুলের পুত্র সব্যসাচী শেষ বারের মত তাঁর পিতাকে দেখতে না পেয়ে ঢাকা থেকে সোমবার ফিরে এসে এ কথা বলেন।

দমদম বিমান বন্দরে নেমে কাজী সব্যসাচী ধুতির খুঁট দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে ওই কথা বলেন। কাস্টমস কাউন্টারে সব্যসাচীর পাশে ব'সে ছিলেন তাঁর পরলোকগত ছোট ভাই অনিরুদ্ধের স্ত্রী কল্যাণী। তিনি ফুপিয়ে কেঁদে উঠে বললেন "বাবাকে শেষ বারের মত একবার দেখতে পেলাম না!"

www.pathagar.com

"কাজী সব্যসাচী বলেন, বাংলাদেশ সরকার কবির ব্যাপারটা নিয়ে যে মনোভাব দেখিয়েছেন, তাতে এটা তাঁর কাছ পরিষ্কার যে, বাংলাদেশ সরকার কবির দেহ তাঁদের দেখতে না দেবার পরিকল্পনা আগেই ক'রে ফেলেছিলেন।

তিনি জানান, তিনি ও কল্যাণী যে ঢাকা রওনা হ'চ্ছেন এ খবর ভারতীয় হাই কমিশনার সমর সেন অনেকবার বাংলাদেশ সরকারকে জানিয়েছেন। তাঁদের বিমান ঢাকা পৌঁছতে নির্দ্দিষ্ট সময়ের চেয়ে এক ঘন্টা দেরী হ'য়েছে। এ খবর সেখানকার কর্তৃপক্ষ জানতেন। ভারতের হাই কমিশনার শেষ বারের মত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সমাধিক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশের কর্ণধারদের কাছে এ অনুরোধ রাখেন যে, অন্তত সন্ধ্যা সাতটা পর্য্যন্ত যেন কবির দেহ তাঁর পুত্রের জন্য রাখা হয়। সে সময় ওই কর্ণধারগণ সমর বাবুকে বলেন, ধর্মীয় কারণে আর দেহ রাখা যাবে না।"

আনন্দবাজার পত্রিকার প্রতিবেদন: সাম্যের কবি এবং ঐক্যের প্রতীক

৩১ আগস্ট ১৯৭৬ তারিখ মঙ্গলবারের আনন্দবাজার পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠা থেকে শিরোনামসহ তিন কলমের আর এক প্রতিবেদনের অংশ বিশেষ উদ্ধৃতি ক'রছি ঃ

"সাম্য আর সমন্বয়ের কবি ঃ

শোকোদ্বেল সমাবেশে

সর্বজনের আকুল অঞ্জলি

স্টাফ রিপোর্টার ঃ নজরুলের নামে, তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে কলকাতার মানুষ সোমবার রবীন্দ্রসদনের সমাবেশে ভেঙে পড়ে। হল ছাপিয়ে বাইরে ততোধিক লোক। শোকসভা ডেকেছিলেন কলকাতার শেরিফ। নগরীর বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ শ্রদ্ধা জানাতে উঠে কবি নজরুলকে সাম্যের কবি, ঐক্যের প্রতীক, সংগ্রামের পতাকা প্রভৃতি অভিধায় ভূষিত করেন। তাঁদের কথা, যতদিন অত্যাচার, উৎপীড়ন থাকবে, ততদিন নজরুল থাকবেন আমাদের মধ্যে, থাকবে নজরুলের সাহিত্য, গান ও কবিতা।

নজরুলকে 'শেষ দেখা' হ'ল না বলে, তাঁর মরদেহের বদলে প্রতিকৃতিতে মাল্যার্ঘ দিতে হয় বলেও সভায় বেদনা মূর্ত হয়। সভায় পৌরোহিত্য করেন মুখ্যমন্ত্রী শ্রী সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়। যাঁরা বলেছেন, যাঁরা শ্রদ্ধা জানিয়েছেন গান নিবেদন ক'রে তাঁদের অনেককেই মাঝে মাঝে কেঁদে ফেলতে হ'য়েছে, চোখের জল মুছতে হ'য়েছে। রুদ্ধ হ'য়েছে কণ্ঠ।

কবি নজরুল ইসলামের উদ্দেশে শ্রদ্ধা জানাতে এদিন কলকাতা এবং সারা পশ্চিম বঙ্গে সরকারী অফিস, আদালত বন্ধ রাখা হয়। .....

রবীন্দ্র সদনের এদিনের গোটা সমাবেশটি বিশেষভাবে বিচলিত হ'য়ে পড়ে শেষের দিকে। হঠাৎ ক'জন লোক কবির পুত্র বধূ কল্যাণী কাজীকে মঞ্চে আনেন। তিনি তখন ভেঙে পড়েন কান্নায়। ঢাকা থেকে আসছেন। দমদম বিমান বন্দর থেকে টানা রবীন্দ্র সদনের শোক সভায়। মঞ্চের বিশিষ্টরা তাঁর কাছে এগিয়ে গেলেন। কল্যাণী কেবল কাঁদছেন। তাঁর কথা কী? শুধু বলছেন, এত করে ছুটে গেলাম, বাবাকে শেষ বারের মত একটু দেখতেও পেলাম না। না ওদের কেউ ডাকে নি। শোক-সমবেদনাও জানায় নি। শুধু সমরবাবু (সমর সেন) ছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী তাঁকে সান্তনা দিলেন। তবু থামছেন না। ডঃ রমা চৌধুরীর বুকে মুখ চেপে কাঁদছেন। সমাবেশ তখন রীতিমত বিচলিত। মুখ্যমন্ত্রী ছাড়া এদিনের বক্তাদের মধ্যে ছিলেন শেরিফ রঘুনাথ দে। প্রধান বিচারপতি শঙ্কর প্রসাদ মিত্র, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী দেবী প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, অন্নদা শঙ্কর রায়,

www.pathagar.com

শিক্ষামন্ত্রী মৃত্যুঞ্জয় বন্দোপাধ্যায়, মনোজ বসু, স্পীকার অপূর্বলাল মজুমদার, বিচারপতি মাসুদ, শেখ আনোয়ার আলি, তুষার কান্তি ঘোষ, প্রবোধকুমার সান্ন্যাল, উপাচার্য সত্যেন সেন প্রমুখ।

সভাপতি মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় বলেন, এখানে আজ যে লোক হ'য়েছে, এত লোক আমার জ্ঞাতসারে আর কখনও সমবেত হয় নি। নজরুল জজ, মন্ত্রী বা ব্যবসায়ী ছিলেন না। তবু তাঁর নামে রবীন্দ্র সদনের ভিতরে বাইরে এত শোকাকুল জনতা। এখান থেকে আমরা কি শূন্য হৃদয়ে ফিরে যাব? ভাববো কি নজরুল নেই? জানাবো, তিনি আছেন, পৃথিবীতে যতদিন অত্যাচার, উৎপীড়ন থাকবে, নজরুলও থাকবেন তাঁর বিরুদ্ধে সংগ্রামে সেনাপতি হিসাবে সম্মুখভাগে।"

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী দেবী প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় নজরুলকে সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের কবি বলেন। অন্নদশঙ্কর রায় বলেন, তিনি ছিলেন বাঙালী ঐক্যের প্রতিভূ। প্রধান বিচারপতি শঙ্কর প্রসাদ মিত্র নজরুলকে সাম্যের কবি ও ঐক্যের প্রতীক ব'লে বর্ণনা করেন। মনোজ বসু ও শেখ আনোয়ার আলি নজরুলের মরদেহ এখানে আনা যায় নি বলে দুঃখ প্রকাশ করেন।

এদিন নজরুল প্রণামে পুষ্পার্ঘ ছাড়া বক্তৃতার সমপরিমাণ গুরুত্ব পায় গান। গাইতে এগিয়ে আসেন বৃদ্ধা আঙ্গুরবালা। হারমোনিয়ামে হাত দিয়েই কেঁদে ফেলেন। এমনি হারমোনিয়ামের কাছে ব'সে কাজীদা দিনের পর দিন গান শিখিয়েছেন। চোখের জল মুছে ব'ললেন– আজ তাঁর ছবির সামনে ব'সে তাঁরই শেখানো গানে প্রণাম জানাবো ব'লে এ বয়সেও এগিয়ে ব'সেছি। আঙ্গুর বালা গাইলেন, 'পূজার থালায় আছে আমার ব্যথার শতদল।' ধীরেন বসু যখন 'শূন্য এ বুকে পাখি মোর' গানটি দিয়ে সবার উদ্বোধন করেন তখনই সভায় যেন কান্নার সুর ভাসতে থাকে। তারপর একে একে ধীরেন্দ্র চন্দ্র মিত্রের 'ফুলের জলসায় নীরব কেন কবি', সুপ্রভা সরকারের 'অঞ্জলি লহ মোর সঙ্গীতে', সিদ্বেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের 'নীল যমুনার জল', মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'কে গো আমার সাঁঝ গগনে'– নজরুল গীতিগুলি সেই 'ব্যথার দানে' ভ'রে দেয়। গাইতে উঠে কেঁদে ফেললেন ডঃ অঞ্জলি মুখোপাধ্যায়। কিছুক্ষণ নিজেকে সামলে তিনি গান 'দিতে এলে ফুল হে প্রিয় কে আজ সমাধিতে মোর।'

অনুষ্ঠানে কবিতা আবৃত্তি করেন বসন্ত চৌধুরী। মঞ্চে তখন কবির প্রতিকৃতির পাদমূলে পুষ্পার্ঘের পাহাড় উঠেছে। রাজ্য সরকার, কলকাতা হাইকোর্ট, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, আনন্দবাজার পত্রিকা গোষ্ঠী, বেঙ্গল চেম্বার অব্ কমার্স, রবীন্দ্র সদন, ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী সমিতি, বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স, রামকৃষ্ণ মহামন্ডল, বিবেকানন্দ জন্মোৎসব সমিতি, অমৃতবাজার পত্রিকা, রামকৃষ্ণ আশ্রম, হাওড়া মোটরস প্রভৃতির পক্ষে পুষ্পার্ঘ দেওয়া হয়। তা ছাড়া বহু ব্যক্তি ও ছোট বড় বহু সংস্থা কবির প্রতিকৃতির সামনে পুষ্প স্তবক দিয়ে প্রণাম জানান।

রাজ্যপাল ঃ আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের যুগের কবি কুলে কাজী নজরুল ইসলাম এক বিশিষ্ট নাম–রাজ্যপাল এ, এল. ডায়াস সোমবার কবির পুত্রের কাছে শোকবার্তায় এই ব'লে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। ব'লেছেন সাম্প্রদায়িক ঐক্য এবং মৈত্রীর সর্ব্বোচ্চ আদর্শ তাঁর জীবন ও রচনায় রূপায়িত।

সোমবার বিধান শিশু উদ্যানে ডাঃ বি.সি.রায় মেমোরিয়াল কমিটির সাধারণ সভায় কাজী নজরুলের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা হয়। পৌরোহিত্য করেন কমিটির সহ সভাপতি অশোক কুমার সরকার। কমিটির সভাপতি অতুল্য ঘোষও ভাষণ দেন।

www.pathagar.com

সোমবার কলকাতায় বাংলাদেশ ডেপুটি হাই কমিশনে কাজী নজরুল ইসলামের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে এক সভার আয়োজন করা হয়। সভায় এক প্রস্তাবে কবির শোকাতুর পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সহানুভূতি জানানো হয়। দু' মিনিটকাল নীরবতা পালন করা হয়।"

আনন্দবাজার পত্রিকার কলাকাতার কড়চা

এক সময় এই শহরকে মাতোয়ারা ক'রে রাখতেন তিনি

আনন্দবাজার পত্রিকার ১ সেপ্টেম্বর বুধবারের সংখ্যায় "কলকাতার কড়চা"-র অংশ বিশেষ ঃ "এক সময় এই শহরকে মাতোয়ারা ক'রে রাখতেন এক উদ্দাম যুবক। মাথা ভর্তি ঝাঁকড়া চুল, গায়ে রঙিন পাঞ্জাবি, আর তাঁর কাঁধের উড়ুনি লুটিয়ে পড়তো মাটিতে। তাঁর কণ্ঠে যখন তখন গান আর হো-হো করা হাসি। বিভিন্ন আড্ডায় কিংবা বেতার কেন্দ্রে কিংবা গ্রামোফোন কোম্পানীর অফিসে তাঁর উপিস্থিতি মানেই অতিরিক্ত প্রাণের সঞ্চার। নজরুল সম্পর্কে এই চিত্রটিই খোদাই করা আছে বহু মানুষের স্মৃতিতে। তখন যাঁরা তাঁর সান্নিধ্য পেয়েছেন বা যাঁরা তাঁকে কাজীদা ব'লে ডাকতেন তাঁরা আজ দীর্ঘশ্বাস ফেলে স্মৃতি রোমন্থন করছেন। এক একটা শহরে এক একজন শিল্পী বা সাহিত্যিকই থাকেন প্রাণ-প্রতীক। যেমন হাঁ ককতো সম্পর্কে এক সময় বলা হ'তো, যে লোক প্যারিসে এসে হাঁ ককতোকে দেখেনি, সে প্যারিসের কিছুই দেখেনি।" ...

১৫ (অ ১৬) ভাদ্র ১৩৮৩ ঃ ৫ রমজান ১৩৯৬ ঃ ১ সেপ্টেম্বর ১৯৭৬ তারিখ বুধবার আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রথম পৃষ্ঠায় শিরোনামসহ খবরের অংশবিশেষ ঃ

"সংসদে নজরুলের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ

নয়াদিল্লি, ৩১ আগস্ট– আজ সংসদের উভয় সভায় বাংলার বিদ্রোহী কাজী নজরুল ইসলামের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। সদস্যরা এক মিনিট দাঁড়িয়ে থেকে নীরবতা পালন করেন। গত রবিবার ঢাকায় কবির জীবনাবসান হয়।

লোকসভার অধ্যক্ষ বি, আর, ভগত বলেন, বহু যুগ ধ'রে নজরুলের জীবন ও রচনা জনসাধারণকে অনুপ্রাণিত ক'রবে। খুব অল্প বয়সেই নজরুলের কাব্য প্রতিভা বিকশিত হয়। সেনাবাহিনীতে সামান্য কিছুদিন কাজ করার পর তিনি সাহিত্য সেবায় সর্বশক্তি নিয়োগ করেন।

কাজী নজরুল ধূমকেতু ও নবযুগ পত্রিকা সম্পাদনা ক'রেছিলেন। ওই দু'টি পত্রিকার মাধ্যমে তিনি জনগণের মধ্যে স্বাধীনতার স্পৃহা জাগিয়ে তোলেন। রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে তাঁর কারাদন্ড হ'য়েছিল। ...

নজরুল ধর্ম নিরপেক্ষতা ও হিন্দু মুসলমান ঐক্যে বিশ্বাস ক'রতেন।

রাজ্য সভার চেয়ারম্যান বি.ডি, জাত্তি হিন্দু-মুসলমান ঐক্য এবং স্বাধীনতার জন্য নজরুলের অবদানের কথা উল্লেখ ক'রে বলেন, আমরা এক মহান ব্যক্তিকে হারিয়েছি।– সমাচার

নানা ভাষায় ঃ নজরুল

স্টাফ রিপোর্টার ঃ প্রদর্শনীর আয়োজনটা হঠাৎ– প্রচারও বেশী হয় নি কিন্তু জাতীয় গ্রন্থাগারে কাজী নজরুল ইসলামের বই–এর প্রদর্শনীতে দর্শকের অভাব ছিল না। সোম ও মঙ্গল এই দু' দিন ধ'রে অসংখ্য দর্শক জাতীয় গ্রন্থগারের এই প্রদর্শনী আগ্রহের সঙ্গে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছেন। অনেকে পরম যত্নে বইগুলির নাম ও কল নম্বর লিখে নিয়েছেন।"

www.pathagar.com

সাপ্তাহিক ফ্রন্টিয়ার

১৮ ভাদ্র ১৩৮৩ ঃ ৮ রমজান ১৩৯৬ ঃ ৪ সেপ্টেম্বর ১৯৭৬ তারিখ শনিবার তাঁর সম্পাদিত ইংরেজী সাপ্তাহিক "ফ্রন্টিয়ার"-এর সম্পাদকীয় স্তম্ভে কবি সমর সেন লেখেন ঃ

"NAZRUL ISLAM

Kazi Nazrul Islam, who died in Dacca on Angust 29, had lost his voice and all creativity in 1942. Today he is perhaps more heard than read– thanks to some brilliant singers in both Benglas who have concentrated on his musie. But what a voice he had and what a temperament before he fell silent and was lost to both literature and music. The Havildar warmed his way into any home he liked, with his impetuousity, his tenderness, his shock of hair and his reputation. After years of grinding poverty and struggle, he appeared on the literary scene when the nation was in a political ferment and threw himself into the movement without reserve : He enriched the world of journalism and also his friends with his example, many of whom later joined the communist party as well as the trade union movement. His "Bidrohi" (Rebel) and other poems, loud and strident, made people feed balaso! for a brief while– that we have stood up.

It is true that the young generation finds his poetry much too loud. His ghazals which were on the lips of the unsophisticated sellers of brian and pans were often ridiculed by the snouty even in the thirties, perhas because of their wide mass appeal. But snootiness is not all. Nazrul Islam showed the way in which poetry could have mass appeal.

In a Hindu ridden society and culture he was a unique figure in those days. But his "Bidrohi" remained unknown in the rest of India, while vendemataram gained wide currency, despite the rabid communal context in which it was written. The fact was a pointer to things to come. The warm hearted, generous, impetuous Kazi had a parallel in the political field Fazlul Huq– though Huq was somewhat tainted by polities– the foilure to come to a coalition with whose Kristak Praja Party by the overbearing Congress laid the ground for August 16, 1946 and 1947.

Nazrul Islam toyed with yoga also. Of the two trends– vaish navite and sakta– in Bengali literature, the latter attracted the political militants. This perhaps explains his one time infatuation with Kali, the power symbol– as does in some other cases. His liberal use of Persian and Arabic words was perhaps an attempt to recapture an old tradition in which such words lent a vigour and raciness to Bengali prose– as in Hutum Pancher Naksha– which we have lost. His search for a fresh synthesis in polities and literature in spite of

www.pathagar.com

the tributes being showered on him by falsifiers of history. In a way it is good that he had at last died. Politicians will no longer be able to cash in on him on ceremonial occasions."

ইংরেজী সাপ্তাহিক ভিউস পেপার 'ফ্রন্টিয়ার'-এ সম্পাদক- কবি সমর সেনের এই সম্পাদকীয় মন্তব্য খুবই মূল্যবান।

সাপ্তাহিক 'অমৃত'

২৪ ভাদ্র ১৩৮৩ ঃ ১৪ রমজান ১৩৯৬ ঃ ১০ সেপ্টেম্বর ১৯৭৬ তারিখ শুক্রবার সাপ্তাহিক "অমৃত"-এ প্রেমেন্দ্র মিত্রের লেখা "নজরুল স্মরণে" ঃ

"দেশ বা সমাজ চেতনার ধার-না-ধারা, সুবিধা ও স্বার্থের খাতিরে অকাতরে যে কোনো নিলামদারের কাছে চড়া দামে নিজেদের বেচে দেওয়া, ধার-করা বৈদগ্ধ্যের ফাঁকা বকুনি ঝাড়া কিছু সাজা কবি সব দেশে, সব কালেই থাকে, তখনও ছিল।

সামাজিক ও মানবিক বিবেক একেবারে অসাড় না হ'লে তাদের মত শুধু মড়ার মুখের আল্পনা আঁকার মত রচনার নিষ্প্রাণ বাহাদুরীতে সন্তুষ্ট থাকা যায় না।

নজরুল ইসলামের মানবিকতা ছিল গভীর ও অকপট। তাঁর সামাজিক বিবেক তীক্ষ্ণ ও সদাজাগ্রত। কাব্যে তাই তথাকথিত বিশুদ্ধতা থেকে ঘৃণাভরেই তিনি দূরে সরে থেকেছেন। সাহিত্যের মেকী আভিজাত্যের পরোয়া না ক'রে বারবার জ্বলন্ত হ'য়ে উঠেছে তাঁর কণ্ঠ সব অন্যায় অত্যাচার, অবিচার, সব নীচতা, সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে। উন্নাসিক পন্ডিত পল্লীর নয়, জনগণের হাটের বাজারের প্রতিদিনের ভাষায় নিভৃত অবসরে মর্মের মাঝখানে পৌঁছে দেবার মত মধুর সুরও তাঁর কবিতায়, গানে, বহুবার ঝঙ্কৃত হ'তে আমরা শুনেছি। তাঁর উচ্চকণ্ঠ বলিষ্ঠ উচ্চারণ সে অন্তরঙ্গ সুরের আলাপ একেবারে চাপা দিক, এও যেমন আমরা চাই না, তেমনি তার চারণ কণ্ঠের ঐতিহাসিক মূল্য সম্বন্ধে উদাসীনও যেন কখনো আমরা না হই।

নজরুল ইসলাম আজ নেই ব'লতে গিয়েও তাই অনুভব করছি যে, তিনি আছেন ও সুচিরকাল ধ'রেই থাকবেন। আসরে যেমন, তেমনি নিভৃত বাসরে জনতায় যেমন, তেমনি মনের গহন নির্জনতাতেও। .... তাঁর অখন্ড মানবিকতাকে বেড়া দিয়ে রাখা যায় না।"

সাপ্তাহিক "অমৃত"-র সম্পাদকীয়

উপরোক্ত ১০ সেপ্টেম্বর ১৯৭৬ তারিখের "অমৃত"- এ সম্পাদকীয় :

" ..... নজরুল বাঙালীল আপন মানুষ, ---- তিনি মৃত্যুঞ্জয়ী কবি, জীবনে ও সমাজে যা কিছু জীর্ণ ও প্রাচীন তাকে বিদায় দিয়ে নতুনের জয়ধ্বনি করাই তাঁর স্বভাব।

কিন্তু নজরুল শুধু কবি ছিলেন না, তিনি ছিলেন কর্মী-সংগ্রামই ছিল তাঁর জীবনের ব্রত। ..... ভাষার যে ওজস্বিতার জন্যে তিনি এত জনপ্রিয় তাও এসেছে তাঁর এই আপোষহীন সংগ্রামী স্বভাবেরই জন্যই। তিনি চির বিদ্রোহী। .....

সত্য ব'লতে কি নজরুলের মতো মনে প্রাণে এত বড় বাঙালী আর কজন ছিলেন সন্দেহ। ..... তাঁর ছিল সেই শিক্ষা যা মানুষকে সত্য-পথে চালিত করে। বাঙালির জীবনে হিন্দু-মুসলমানের মিলিত অবদানে প্রকৃত বাঙালী সংস্কৃতির যে প্রক্রিয়া শুরু হ'য়েছিল হুসেন শাহের আমলে, বৃটিশ আধিপত্যের যুগে তা ছিন্ন হ'য়ে যায়। নজরুল সেই ছিন্ন সূত্রটি তুলে নিয়ে পরম নিষ্ঠার সঙ্গে নিজেকে নিয়োজিত করেন বাঙালির সংস্কৃতিকে তার ন্যায্য বিকাশের দিকে চালিত ক'রতে। এ কাজে শুধু কবিতা রচনা ক'রেই ক্ষান্ত থাকেন নি তিনি, নিজের সারা জীবনের

www.pathagar.com

সমস্ত কর্ম এবং আচরণকেও নিয়োজিত ক'রেছেন। কর্মে ও কথায় এমন সত্য আত্মীয়তা সেদিনের সেই প্রায়ান্ধকার যুগে কত কঠিন ছিল ভাবাই শক্ত। কিন্তু নজরুল ছিলেন চির নির্ভিক। বিদ্রোহের কবিতা লিখে কারাবরণেও যেমন ভয় ছিল না তাঁর, সামাজিক আঘাতও তেমনি বিচলিত ক'রতে পারে নি তাঁকে। কবি হিসাবে এ দিক থেকে তিনি অনন্য। কবির এই সারা জীবনের আদর্শকে সফল পরিণামের দিকে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব সমস্ত বাঙালী জাতিরই।"

সাপ্তাহিক "দেশ"

২৫ (অ ২৬) ভাদ্র ১৩৮৩ ঃ ১৫ রমজান ১৩৯৬ ঃ ১১ সেপ্টেম্বর ১৯৭৬ তারিখ শনিবার সাপ্তাহিক "দেশ" পত্রিকার সম্পাদকীয় ঃ

"কবি নজরুল

আকস্মিক সংবাদটি দেশবাসীর চিত্ত ব্যথিত ক'রেছে, প্রিয় কবি নজরুল আর নেই। কাজী নজরুল ইসলাম, দেশবাসীর কাছে যাঁর সমধিক অন্তরঙ্গ পরিচয় হ'লো কবি নজরুল ঢাকাতে গত রবিবার তাঁর আকস্মিক মৃত্যুর ঘটনা লক্ষ-লক্ষ জনের মনে ও প্রাণে দুঃখের ছায়া সম্পাতিত ক'রেছে। তিনি কিছুকাল ধ'রে ঢাকাতেই অবস্থান ক'রছিলেন। বয়সের হিসাব ধ'রলে ব'লতে হয় কবি পরিণত বয়সে তিরোহিত হ'য়েছেন। তবু যে মানুষটি সুদীর্ঘকাল ধ'রে দেশবাসীর প্রীতি ও শ্রদ্ধার আস্পদ হ'য়ে সর্বজনীন অভ্যর্থনা লাভ ক'রেছেন তাঁর জীবনের অবসান দেশবাসীর অন্তরে একটি শূন্যতার বোধ সঞ্চারিত না ক'রে পারে না। কায়িক সুস্থতার কঠোর সঙ্কটের কারণে তিনি দীর্ঘকাল সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ও সক্রিয় কোন অনুশীলনী উদ্‌যাপিত ক'রতে পারেন নি। কঠোর এই অবস্থা ও ঘটনা দেশবাসীর পক্ষে অতিরিক্ত একটি বেদনার হেতু হ'য়েছিল। তাঁর চিরপ্রয়াণের ঘটনা তাই অনেকের মনের একটি কষ্টকর উদ্বেগের অবসান ঘটাবে। কবি এখন চির শান্তির ও চির স্বস্তির বক্ষে আশ্রিত হ'য়েছেন।

বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্তে কবি নজরুল ভাবনা-কল্পনার এবং ভাষা সৌকর্যের নতুন এক ঐতিহ্যের স্রষ্টা হিসাবে চিরস্মরণীয় হ'য়ে থাকবেন। বিশেষ ক'রে তাঁর কবিতা ও গীতিকা অভিনব এক মাধুর্যের ঝংকার সৃষ্টি ক'রে বাংলার এক সাংস্কৃতিক জীবনের নতুন আনন্দের বৈভব নির্মাণ ক'রেছে। তাঁর চিন্তার মহত্ত্ব এই যে, কোন অনুদার ও সংকীর্ণ সংস্কারের সামান্যতম স্পর্শও তিনি অস্বীকার ক'রেছেন। সবার উপর মানুষ সত্য, এই উপলব্ধির রূপ যেমন কবির চিন্তাতে, তেমনই তাঁর জীবনেও সত্য হ'য়ে উঠেছে।

কবি নজরুলের রচনার বিশেষ মর্যাদা এই যে, রূপ ও প্রকারে ঐতিহ্যের অনুগত হ'য়েও ঐতিহ্যের দ্বারা সীমায়িত হয় নি। তাঁরই প্রতিভার গুণে ও কৃতিত্বে বাংলা সাহিত্যে আরব ও ইরানের সাংস্কৃতিক চিত্তের রম্যতা ও বৈচিত্র্য সঞ্চারিত হ'য়েছে। সম্পূর্ণ নতুন স্বাদের সৃষ্টি। নতুন ঐশ্বর্যের সৃষ্টি।

এ সত্য বিস্মৃত হবার নয় যে, কবি নজরুল তাঁর আন্তরিক আবেগ সহস্র ধারায় উৎসারিত ক'রে দেশবন্ধুরাগের বিপুল প্রেরণার প্রবাহ সৃষ্টি করেছিলেন। ঠিক এমনতর আন্তরিকতার আবেদন নিয়ে প্রতিভার সম্যক উৎসর্গ দ্বিতীয় কোন কবির পক্ষে সম্ভব হ'য়েছে কিনা সন্দেহ। যদিও দেশ প্রেমের পুণ্যে প্রলিপ্ত হৃদয় আরও অনেক কবি ছিলেন। জনপ্রিয়তার যে রাজমুকুট পেয়েছে কবি নজরুলের গীতিকা, সেটা একান্তরূপে কবি নজরুলের-ই গৌরবের পরিচয়।

কবি স্বয়ং জাতির মুক্তি সংগ্রামের প্রত্যক্ষ পথের পথিক হ'য়ে অনেক রৌদ্র জ্বালা বরণ ক'রেছেন। জীবনের নানা ক্ষেত্রের বহু অভিজ্ঞতার সঞ্চয় নিয়ে তিনি তাঁর চিন্তা ও কল্পনাকে

www.pathagar.com

সমৃদ্ধ ক'রেছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে, সাংসারিক কর্তব্যের জীবনে, তাঁর পক্ষে পুষ্পাকীর্ণ পথে চলার সহজ সৌভাগ্য হয় নি। তিনি বহু দুঃখের-পুণ্যে জীবনের আনন্দ ও কৃতিত্বের অধিকার অর্জন ক'রেছিলেন। আজও দেশবাসীর মধ্যে এমন অজস্রজন আছেন, যাঁরা কবির ব্যক্তিগত সান্নিধ্যে এসেছিলেন। তাঁরাই জানেন, কী উদার ও প্রীতিময় প্রকৃতির মানুষ ছিলেন তাঁদের প্রিয় কাজীদা। তাঁর ব্যক্তিত্বের সহজ সারল্য যেন মায়াডোর হ'য়ে বহুজনের হৃদয়কে তাঁর প্রশস্ত হৃদয়ের সঙ্গে যুক্ত ক'রেছিলো।

অনুমান ক'রলে ভুল হবে না, কায়িক স্বাস্থ্যের সঙ্কট না থাকলে তিনি অবশ্যই তাঁর প্রতিভার আরও অনেক রম্য সৃষ্টির উপহার দিয়ে দেশবাসীর সাংস্কৃতিক জীবনের চেতনা অনুপ্রাণিত ক'রে রাখতেন। এবং বাংলার কাব্য ও কবিতা মহান এক নেতৃত্বের দ্বারা অনুশাসিত হবার সৌভাগ্য লাভ ক'রতে পারতো। যা হ'তে পারতো তা হয় নি, এমনতর ঘটনার কথা তুলে খুব বেশি মন্তব্য বিস্তার করা সম্ভব নয়, উচিতও নয়। কবি যা দিয়ে গেছেন তারই মূল্য, মর্যাদা ও গৌরবের পরিমাপ ক'রতে হয়। এবং তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে আত্যন্তিক শ্রদ্ধা নিবেদন ক'রে এই উপলব্ধির সত্য স্মরণ ক'রতে হয় যে, কবি নজরুলের বাণী জাতির সাংস্কৃতিক অভিরুচির কাছে চির রম্যতার সম্বল। জাতির সাংস্কৃতিক ভবিষ্যতের জীবন এক একটি শুভক্ষণে কবির স্মৃতিকে তাঁরই সঙ্গীতের অঞ্জলি দিয়ে সম্মানিত ক'রবে।

কবি নজরুলের কবিতা ও গীতিকা, তাঁর প্রতিভার দান হ'য়ে যে আনন্দের মঙ্গল জাতির চিত্তের অভিরুচি আগ্রহ ও শ্রদ্ধায় চিরস্থায়িতা লাভ ক'রেছে, শুধু তার ভার রূপ ও ভাষার বৈচিত্র্য নয়, তার ছন্দোবৈচিত্র্য, তার আলঙ্কারিক সৌষ্ঠব, তার সুরের নবতর ভঙ্গীর মধুরতা দেশের সাংস্কৃতিক ভবিষ্যতের জন্য নবতর সার্থকতার অঙ্গীকার হ'য়ে থেকে গেল, কৃতী কবি নজরুলের জীবন ও প্রতিভা, কাব্য ও সঙ্গীতের উদাত্ত আদর্শের প্রতি যেন সার্থক এক কৃতজ্ঞতার উৎসর্গ ছিল। কোন সন্দেহ নেই ভবিষ্যতে দেশবাসীও তেমনি কবির কৃতিত্বের আদর্শিক মহত্ত্বের সত্য স্মরণ ক'রে কবির প্রতি সহস্র কৃতজ্ঞতার বন্ধন অনুভব ক'রবে।"

ডক্টর সুকুমার সেন এবং নজরুল সৃষ্টি সংরক্ষণ সংস্থা

কবির ইন্তেকালের পর দিন নজরুল সৃষ্টি সংরক্ষণ সংস্থার মুখপত্র "সাম্পান"-এর জন্য লেখার আবেদন জানাতে সাহিত্য ইতিহাসকার ডক্টর সুকুমার সেনের বাসায় গিয়েছিলাম। ১৯৩৯ সনে বর্ধমানের এক সভায় নজরুল ইসলাম তাঁকে কত অল্প সময়ের মধ্যে আপনার ক'রে নিয়েছিলেন সে উল্লেখ ক'রে তিনি ব'লেন ঃ "মানুষ সিন্‌সিয়র হ'লে তাঁর সাহিত্যও সিন্‌সিয়র হবে।" একটু থেমে তিনি ব'ললেন ঃ "রবীন্দ্রনাথও সিন্‌সিয়র ছিলেন।"

রাষ্ট্রপতি ফখ্‌রুদ্দিন আলি আহ্‌মদের বাণী

কাজী নজরুল ইসলামের জীবনাবসানে ভারতের মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব ফখরুদ্দিন আলি আহমদ সাহেব ২৯ (অ ৩০) ভাদ্র ১৩৮৩ ঃ ২০ রমজান ১৩৯৬ ঃ ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৭৬ তারিখ বুধবার নজরুল সৃষ্টি সংরক্ষণ সংস্থার সম্পাদকের কাছে যে বাণী পাঠান সেটির বাঙলা তর্জমা দেওয়া হ'লো ঃ

রাষ্ট্রপতি ভবন
নয়াদিল্লী-১১০০০৪
সেপ্টেম্বর ১৫,১৯৭৬

জনগণ যতদিন স্বাধীনতা ও মনুষ্যত্বের প্রতি মর্যাদা প্রদর্শন ক'রবেন কাজী নজরুল ইসলামের নাম ততদিন স্মরণীয় হ'য়ে থাকবে। আজীবন তিনি বিদ্রোহী ছিলেন এবং প্রতিটি দেশ প্রেমিকের অন্তরে

www.pathagar.com

তাঁর কবিতা চিরদিন প্রতিধ্বনিত হবে। জ্বলন্ত দেশপ্রেমের আবেগ প্রকাশের উপযোগী স্পন্দনশীল মাধ্যম হিসাবে তিনি বাঙলা ভাষাকে গঠন ক'রেছেন। বাঙলা, পারসী এবং আরবী শব্দের উল্লেখযোগ্য মিশ্রণ ঘটাতে তিনি সফল হ'য়েছেন এবং বাঙলা সঙ্গীতে তিনি গজলের প্রবর্তন ক'রেছেন। সর্বত্র সকল সময়ে স্বাধীনতা প্রেমিক এবং প্রগতিশীল মানুষ কৃতজ্ঞতার সঙ্গে বাঙলা সাহিত্যের এই প্রাজ্ঞপুরুষের অবদান স্মরণ ক'রবেন। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি তাঁর বিবেচনায় ছিলো নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের মতো অপরিহার্য। তাঁর পরলোকগমন ভারত এবং বাঙলা দেশের কাছে অপূরণীয় ক্ষতি।

এফ. এ. আহ্‌মদ

RASHTRAPATI BHAVAN

NEW DELHI-11ooo4

INDIA

September 15, 1976

Kazi Nazrul Islam's name will live as long as people value freedom and human dignity. He was a rebel all his life and his poems will always find an echo in every patriotic heart. He moulded the Bengali language, as a fit and vibrant instru ment for expressing his fiery and patriotic sentiments. He had achieved remarkable blend of Bengali, Persian and Arabic words and introduced the ghazal form into Bengali music. Freedom loving and progressive people everywhere will always gratefully remember the services of this great savant of Bengali literature. Communal harmony was his life-breath. His demise is an irreparable loss to India and Bangladesh.

F.A. Ahmed.

এই সঙ্গে ২৩ সেপ্টেম্বর ১৯৭৬ ঃ ২৭ রমজান ১৩৯৬ ঃ ৬ আশ্বিন ১৩৮৩ বৃহস্পতিবার নজরুল সৃষ্টি সংরক্ষণ সংস্থার সম্পাদক শেখ দরবার আলমকে লেখা রাষ্ট্রপতির প্রেস সেক্রেটারী জনাব এ.এম. আবদুল হামিদ সাহেবের চিঠি লক্ষ্যণীয়। এতে ১৫ (অ ১৬) ভাদ্র ১৩৮৩ ঃ ১ সেপ্টেম্বর ১৯৭৬ ঃ ৫ রমজান ১৩৯৬ তারিখ বুধবার মহামান্য রাষ্ট্রপতিকে সংস্থার সম্পাদকের লেখা চিঠির উল্লেখ আছে ঃ

Press Secretary to the President
Rashtrapati Bhavan
New Delhi - 110004

No.F. 1-M/76 Eptember 23, 1976

Dear Shri Alam,

Please refer to your letter dated the 1st September, 1976.

As desired, a copy of the message given by the President is sent herewith.

Yours sincerely

A.M. Abdul Hamid

www.pathagar.com

নজরুল সৃষ্টি সংস্থার মুখপত্র সাম্পানের সম্পাদকীয়

নজরুল সৃষ্টি সংরক্ষণ সংস্থার মুখপত্র "সাম্পান" :: প্রথম বর্ষ ১৩৮৩ ঃ প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয় ঃ

" প্রাণবন্ত যাঁর অপ্রতিদ্বন্দ্বী মহান পৌরুষ, নিখুঁত নজিরবিহীন শাণিত ঋজু ইস্পাতকঠিন যাঁর সংগ্রামী ব্যক্তিত্ব সাহিত্য, সঙ্গীত এবং বিশ্বজনীন আরো অঢেল শিল্প ও দর্শন তথা ঐকান্তিক সমস্ত উচ্চারণও আচরণে আমাদের রক্তে ও চেতনায় গান গায়, ভালবাসায়, উৎসাহে ও যন্ত্রণায় বারংবার বিদ্ধ করে এবং সর্বোপরি আমাদেরকে মানুষ হ'তে মিনতি জানায়, নিঃস্ব উন্মূল জীবনযাপন ক'রেও যিনি আমাদের সর্বকালীন কোনো অভাব না রেখে সর্বস্ব ঐশ্বর্য অকাতরে উপহার দিয়েছে, প্রাণসুন্দর সেই কাজী নজরুল ইসলাম শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ ক'রেছেন ঢাকার পি, জি, হাসপাতালে গত ২৯ শে আগস্ট রবিবার বাংলাদেশ সময় সকাল ১০টা বেজে ১০ মিনিটে এ খবর আমাদের শুনতে হ'ল। এই বিশ্বে যাঁরা তাঁকে জেনেছেন তাঁদের, বিশেষ ক'রে তেরো কোটি বাঙালীর উজাড় কান্না সীমান্তের শাসন উপেক্ষা ক'রে উভয় পারেই সর্বত্র শোনা গেল। খবরে প্রকাশ, সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বিপুল জনসমুদ্র তাঁর জানাজা পড়েছে।

তিরোভাবে সুনিশ্চিত আবার প্রমাণিত হ'ল ঃ নজরুল ইসলাম জনগণের কবি। শ্রেণীহীন সমাজের স্বাপ্নিক কবি মহানায়ককে যে সর্ব্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মান জানানো হ'য়েছে তা একান্ত শ্রদ্ধার সঙ্গেই স্মর্তব্য। যে আবেগে আমরা আন্দোলিত হ'চ্ছি ঃ নিজ বাসভূমে স্বগ্রামে সহধর্মিনীর পাশে কাঙ্ক্ষিত তাঁর সমাধি হ'ল না। তথাপি অনাদৃত তাঁর কাছে কোনটা প্রবাস তাও কখনো বলেন নি তিনি। তবুও এই আপোষহীন আদর্শের পক্ষে শেষ পর্য্যন্ত এটাই হ'তে পারতো দেশ বিভাগের কোনো সুনির্দ্দিষ্ট যন্ত্রণাক্ত প্রতিবাদ। কেননা, অনিবার্য নিরপেক্ষ বিবেচনায় নজরুল ইসলাম তো নিশ্চিত কোনো নিখুঁত নিটোল আদর্শ। যথার্থ মীমাংসায় তিনি সাম্য, সহাবস্থান সম্প্রীতি, মানবতা ইত্যাকার বিশ্বজনীন চিন্তাধারার এক বিস্ময়কর প্রতীক। নিশ্চয়ই অসহ্য সীমাহীন স্পর্ধিত আমাদের সঙ্কীর্ণ বুদ্ধি। সমাধান যেখানে সেই আদর্শের কাছেই ফিরে যেতে হবে আমাদের। তাঁর কীর্তির সাথে অপরূপ সামঞ্জস্যপূর্ণ তাঁর নামও যথার্থই নজরুল ইসলাম অর্থাৎ শান্তির দৃষ্টি কিংবা শান্তির জন্য উৎসর্গ। সাহিত্যে যিনি নির্বিশেষে শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের সকল গন্ডী নির্বিকারে উত্তীর্ণ হ'য়েছেন, নিখুঁত গণচেতনায় বিপুল জনসাধারণকে যিনি আন্দোলিত ক'রেছেন, অন্তত বিশ ও ত্রিশের দশকে সর্বাধিক শ্রুত, পঠিত ও আলোচিত; দুঃখজনক হ'লেও সত্য যে, সেই মহর্ষি সৈনিক–কবি প্রচারবিহীন হ'য়ে শুধু কিংবদন্তীর নায়কের মতো প্রায় নামেই পরিচিত এখন। এমন কি তাঁর বিভিন্নমুখী অঢেল বিপুল সৃষ্টি বহু মানুষের অযত্নে, আত্মসাতে ও ঈর্ষায় ধ্বংসোন্মুখ হ'তে দিয়েছি অসঙ্কোচেই। সে লজ্জায় আমরা বিদ্ধ হইনি কখনো। তিন দশক তাঁকে অনাদৃত রেখে শোকাশ্রু আমাদের বাঁধ মানে নি। অঢেল অনুষ্ঠান হ'ল। আত্মপ্রচারের মর্সিয়া গাইলেন অনেকে। সমাহিত নজরুলের কঙ্কাল নয়, তাঁর বিপুল সৃষ্টিকে উদ্ধার ক'রবেন এমনতর ত্যাগী পুরুষেরই শুধু সাক্ষাৎ মেলে নি। অথচ এই মুহূর্তে এটাই হ'তে পারতো জরুরী শপথ।"

কাজী নজরুল ইসলামের সৃষ্টি সঠিক কীভাবে উদ্ধার, সংরক্ষণ ও মূল্যায়ন করা যায় সে বিষয়ে ২৬ মার্চ ১৯৭৮ তারিখ রবিবার বিকেল ৪-টা বেজে ৩০ মিনিটে ১/২ এ, কলেজ স্কোয়ার, কলকাতা ৭০০০৭৩, এই ঠিকানায় স্টুডেন্টস হল-এ ডক্টর সুকুমার সেনের সভাপতিত্বে বাঙলার কয়েকজন বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী ও নজরুল অনুরাগী অংশগ্রহণ করেন। নজরুল শিষ্যা রেণু বসু (ভৌমিক) প্রমুখ অনেকে স্মৃতিচারণ ও সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

www.pathagar.com

কাজী সব্যসাচী ইসলামের ইন্তেকাল

১৭ ফাল্গুন ১৩৮৫ ঃ ২ মার্চ ১৯৭৯ ঃ ৩ রবিরসসানি ১৩৯৯ তারিখ শুক্রবার কবির তৃতীয় পুত্র কাজী সব্যসাচী ইসলাম কলকাতায় চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন। অনাদৃতা উমা কাজী তখন ঢাকায় দারিদ্র্যক্লিষ্ট এক ভিন্ন সংসার জীবনে সামান্য অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ে অসহায় অস্থির। কবির চতুর্থ পুত্র কাজী অনিরুদ্ধ ইসলামের মতোই তাঁর এই তৃতীয় পুত্রকেও চুরুলিয়ায় তাঁর মায়ের কবরের পাশে উপযুক্ত মর্যাদায় দাফন-কাফনের বন্দোবস্ত করে সমাহিত করা হলো না কেন তা ভাবার কথা।

কাজী সব্যসাচী ইসলাম এবং উমা কাজীর প্রথম সন্তান কন্যা ঃ খিলখিল কাজী। দ্বিতীয় সন্তানও কন্যা ঃ মিষ্টি কাজী। এঁদের তৃতীয় সন্তান পুত্র ঃ বাবুল কাজী। মুসলিম সংস্কৃতির প্রতি উন্নাসিক না হ'লেও এঁরা কি কোনো দিন তাঁদের আব্বা এবং চাচাজানের সমাধি দু'টো খুঁজে পাবেন?

কাজী নজরুল ইসলামের চতুর্থ ও কনিষ্ঠ পুত্র কাজী অনিরুদ্ধ ইসলামের পত্নী কল্যাণী কাজী আলোচনা প্রসঙ্গে একবার আমাকে ব'লেছিলেন যে, কাজী সব্যসাচী ইসলামের ছেলে-মেয়েরা মুসলিম সমাজ জীবনের সঙ্গে সহজেই নিজেদেরকে খাপ খাইয়ে নিতে পারেন। শ্বশুর কুলের মুসলিম সংস্কৃতি নয়, তিনি যে তাঁর পিতৃকুলের হিন্দু সংস্কৃতিই বেছে নিয়েছিলেন, সেটাই হয়তো বোঝাতে চেয়েছেন।

সমন্বয় নয়, সহাবস্থান হয়

কল্যাণী কাজীর বাড়ীতেই তাঁর পিতৃকুলের এক ভাই অকস্মাৎ এক আগাম উক্তি ক'রেছিলেন যে, মরহুম কাজী অনিরুদ্ধ ইসলামের পত্নী এবং তাঁদের তিন সন্তান কাজী অনিবার্ণ, কাজী অরিন্দম এবং কাজী অনিন্দিতা "হিন্দু"। কল্যাণী কাজীর সেই প্রতিবেশী ভাইয়ের সুস্পষ্ট উক্তি ঃ "আমরা তো হিন্দু" প্রায়ই মনে পড়ে।

আমাদের আর্থ-সাংস্কৃতিক জীবনের
এবং সাম্য ও সহাবস্থানের অপরিহার্য পথিকৃৎ

এভাবে কবির বংশধররা১ প্রমাণ দিচ্ছেন ঃ হিন্দু-মুসলমানের সাংস্কৃতিক সমন্বয় হয় না, সাংস্কৃতিক সহাবস্থান হয়। একটি ধারা গেছে মুসলমান সমাজের দিকে আর অন্যটি চলছে হিন্দু মাতৃকুলের কোল ঘেঁসে। তবু এই পরস্পর বিচ্ছিন্ন সাংস্কৃতিক আবহাওয়ায় নজরুল নিশ্চয়ই সেতু হ'য়ে থাকবেন। আর্থ-সাংস্কৃতিক সহাবস্থানের এক অনন্য সেতু! এর বিকল্প নেই। নজরুল আমাদের আর্থ-সাংস্কৃতিক জীবনে অপরিহার্য পথিকৃৎ। তাঁর এই চিন্তাধারা যদি অনুসৃত না হয়, তখন আমরা সেটাই উচ্চারণ করবো, যে উক্তি তিনি এক সময় "ফণি মনসা-"র 'ইন্দু প্রয়াণ' কবিতায় ক'রেছিলেন ঃ

"ভালই করেছো ডিঙায়ে গিয়েছো নিত্য এ কারাগার,
সত্য যেখানে যায় নাকো বলা, গৃহ নয় সে তোমার।"

www.pathagar.com